তাম্রপত্রীদের ডেকে ব্রেকফাষ্ট দেওয়া হচ্ছে—এবং বর্ণাহুক্রমিক রাজ্যের নাম ডাকা হচ্ছে। ব্যাপারটা কোথায় কি হচ্ছে অনুধাবন করার জন্ম বেরোলাম, দেখলাম প্রথম প্যাণ্ডেল পার হয়ে দ্বিতীয় প্যাণ্ডেলের শেষের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা পেছন খোলা ভ্যান। সেই খোলা পেছনে হাত উঁচু ও প্রসারিত করে প্রার্থীর দল ধাক্কা ধাক্কি করছে। ব্রেকফাষ্টের খাবার প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় প্যাণ্ডেল-কাম-তাম্বুর ধারে তামিল নাদের একদল ঘাসের উপরে অপেক্ষা করে বসে আছে। ভ্যানের ওখানে ঠ্যালাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে যে পারছে প্যাকেটের বোঝা নিয়ে বেরোচ্ছে।

ব্যাপারটা বোঝা গেল যে—মগজী অফিসাররা শেষের দিকে ঠিক করলেন যে—রাজ্যবারী ডেকে তাদের একজনকে সংকারী লিষ্টের সংখ্যা অনুযায়ী প্যাকেট গুণে দেওয়া—তারপরে তারা দেখে নেবে। আগে থেকে এ ব্যবস্থাটা জানা থাকলে এবং এইরূমকভাবে ব্যবস্থার ব্যবস্থা থাকলে যা হোক এরই মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে নেওয়া যেত কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবেই ভিখিরী বিদায়ের মতো খাবার প্যাকেট ছুড়ে ব্রেকফাষ্টের পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি পশ্চিমবঙ্গের দলবলের সন্ধান করছিলাম। দেখলাম সব বসে আছে, অনেকেই প্যাকেট পেয়েছে, শ্রীমতী কমলা মুখার্জি ও আরও কয়েকজন তখনও কেউ কিছু পাননি। আমাদের ডেপুটি সেক্রেটারী সীতাংশু দাসগুপ্ত ও তার সহকারীরা বরাবরই আমাদের জন্ম নানাভাবে চেষ্টায় লেগে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তিনিই ভ্যানের পেছন থেকে অনেক ধাক্কা খেয়ে কিছু প্যাকেট আনছিলেন। রাস্তায় তা কাড়াকাড়িতে কিছু লুট হয়ে যায়। যে কয়টি আনতে পেরে-ছিলেন সে কটি দিয়ে দিলেন—যারা ছিলেন তাদের। ৯০ টির মধ্যে প্রায় ১৫।২০টা কম পড়ে গিয়েছিল। আমরা যেয়ে বসতে তিনি আবার গেলেন—ভ্যান থেকে বলা হল তোমাদের তো দেওয়া হয়েছে। বন্টনকারী দিল্লীর অফিসাররা পশ্চিম বাংলার একজন পদস্থ ডেপুটি সেক্রেটারীর কথা বিশ্বাস করছেন না যে সত্যই কম পড়ে গেছে! দাতার দাম্ভিকতায় তারা অনুগ্রহ করে পরে বললেন—এখন পাওয়া যাবেনা যদি থাকে পরে দেখা যাবে। ব্যাপার দেখে এবং আমাদের না খাওয়া অবস্থা দেখে ওরা খুবই দুঃখিত ও মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সেই সকাল থেকে ৫।৬ ঘণ্টা ধরে উপোস করে আছেন এবং ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই হয়রানী হচ্ছেন।

ইতিমধ্যে ভ্যানের পিছনে রীতিমতো মারপিট চলেছে তামিলনাদের সব তাম্রপত্রীরা যারা অপেক্ষা করছিলেন তারা শেষকালে তাদের সবাইকে ডেকে ওয়াক-আউট করছেন বলে ঘোষণা করেই দলবল সহ বেরিয়ে গেলেন। আমার অবস্থা দেখে শ্রীমতী কমলা মুখার্জি যিনি তখনও অভুক্ত ছিলেন তার ব্যাগ থেকে একটা পলিথিন ব্যাগে ভর্ত্তি পটাটো চীপস্ বের করে দিয়ে বললেন, এখন এটা খান তারপরে গেটের কাছে একটা কোল্ড ড্রিংকের দোকান দেখেছি সেখানে গিয়ে একটা কোকা কোলা বা সরবৎ খেয়ে নিন। আমি ওটা পেয়ে সত্যই বেঁচে গেলাম এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মতো খেতে খেতে খানিকটা ধাতস্থ হলাম। এদিকে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সীতাংশু বাবুর অধ্যবসায় সফল হলো। তিনি নাছোড় বান্দা—বাকী প্যাকেট নিয়ে এলেন ভ্যানের পেছন থেকে। আমাদের যখন দিচ্ছিলেন বললাম—আপনারাও নিন। তারা বললেন—তা হয় না আগে আপনাদের হোক বিশেষ করে মহিলারা যারা আছেন তাদের ব্যবস্থা না করে আমরা খেতে পারি না।

প্যাকেটের মধ্যে ছিল কয়েক স্লাইস পাউরুটি একটা ছোট আপেল ও একটা প্যাষ্ট্রি। খাওয়ার পরে জলের খোঁজ। জল কোথাও নাই এক জায়গায় দেখা গেল দিল্লীর পেটেণ্ট জলের ঠেলাগাড়ী। পাম্প করে সরু নল দিয়ে জল পড়ে তার সামনে গ্লাস ধর—জল পড়লে জল খাও। ২৫।৩০ জন জল খাইয়ে লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠেলাঠেলি করে একজন লোক জল নিয়ে গেল আর পাঁচজন নলের মুখে নিজের গ্লাস ধরবার জন্ম অন্যের গ্লাস ঠেলবার চেষ্টা করছে। কেউ গ্লাস নিয়ে জল খাওয়া শেষ করবার আগেই আর একজনে ছোঁ মেরে সেই গ্লাস নিয়ে নিচ্ছে, কারণ গ্লাসের অধিকারীই জল খাবার অধিকারী। ধোয়াধুইর কোন বালাই নেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার তো কোন কথাই ওঠেনা। কিছুক্ষণ পরে পাম্প করা পাইপের জল ফুরিয়ে গেল। যে জল দাতা এতক্ষণ জল দিচ্ছিলেন তিনি—আওর পানি নেহী হ্যয়—বলে ছেড়ে চলে গেলেন! দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন তাম্রপত্রী তখনও গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছেন আর কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই—এবং ব্যবস্থা করারও কুত্রাপি কেউ নেই।

তখনও ভ্যানের উন্মুক্ত পশ্চাৎদেশে ব্রেকফাষ্ট প্যাকেটের জন্ম সংগ্রাম চলছে। ঘড়ি দেখলাম ১০টা বাজে। দেওয়ানী আমের দিকে রওয়ানা হলাম।

ক্রমশঃ

—·—

বিরাট শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় জনসভা

পুরুলিয়া ২৬শে ডিসেম্বর,

বলরামপুর থানার অন্তর্গত কুড়লী গ্রামের জনৈক মহাজনের নানাবিধ দুর্নীতি ও ব্যাভিচারকে কেন্দ্র করে উক্ত গ্রাম ও সংলগ্ন গ্রাম সমূহের জনগণের মনে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৩শে ডিসেম্বর বিরামডি গ্রামে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৭[illegible]শত গ্রামবাসী যোগদান করে এই সব দুর্নীতির প্রতিকারের দাবী করে। সভায় শ্রীহরি প্রসাদ মাহান্তী, (বিরামডি) শ্রীরাধা গোবিন্দ সিং সর্দ্দার (মালতী), শ্রীনিশীকান্ত মাহাত (রাইডি), শ্রীনকুল চন্দ্র গোপ (রাপকাটা), শ্রীশম্ভুনাথ মাহান্তী (বেড়াদা), শ্রীভূপাল চন্দ্র বোস (বড়মা), শ্রীগণেশ চন্দ্র সিং সর্দ্দার (রাপকাটা), শ্রীজ্যোতির্ম্ময় হালদার (কুড়লী) ও আরও অনেকেই ভাষণ দেন।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ গৃহীত হয়—(১) গরীব গ্রামবাসীদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মহাজন গরীব গ্রাম-বাসীদের প্রতি অন্যায় আচরণ ও জুলুম করতে পারবে না। (২) গরীব গ্রামবাসীদের টাকা ও ধান কর্জ্জ দিয়ে দেড়গুণ ও দ্বিগুণ সুদ আদায় করা চলবে না। (২) গরীব গ্রামবাসীদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে টাকা আদায়ের জন্ম মারপিট ও বন্দুক দেখিয়ে গুলি করার ভয় দেখাতে পারবে না। (৪) মহাজন গরীব গ্রামবাসীদের স্ত্রী কন্যার প্রতি অসদ্ আচরণ ও নারী ধর্ষণ ইত্যাদি কোন অসদ্ কাজ করতে পারবেন না। (৫) নাম মাত্র মূল্যে গরীব গ্রামবাসীদের যে সব জমী মহাজন আত্মসাৎ করেছেন তা ফেরৎ দিতে হবে। (৬) মহাজন মহাজনী কারবার করে অথচ তার মহাজনী লাইসেন্স নাই কেন? (৭) কুড়লী গ্রামের জনৈক মহাজনের মদের দোকান, কাপড়ের দোকান, মুদির দোকান ও রেশনের দোকান আছে। মহাজনী কারবার করে ও গ্রামবাসীদের প্রতি অসদ্ আচরণ করে। ঐ সব আচরণ বন্ধ করতে হবে। (৮) অসদ্ মহাজনের প্রতি যেন কেহ কোনরূপ সহযোগিতা না করে ও গ্রামের কোন কাজে যেন তাকে ডাকা না হয়। (৯) এই বিষয়ে একটি দুর্নীতি দমন সমিতি গঠিত করা হোক।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মাহাত
গ্রাম+পোঃ—বিরামডি
জেলা—পুরুলিয়া

মাহিন্দী মাহাত দড়দা, অনিরুদ্ধ সিং পাত্র চাকুলিয়া, চিত্তরঞ্জন সিং ধবল চাকুলিয়া, সদানন্দ হালদার কুড়নী, জ্যোতিশ চন্দ্র কুমার রাপকাটা, রাম সিং সর্দ্দারকুড়নী, অজয় সিং সর্দ্দার কুড়নী, লাল কমল মাহাত রুগাপ, গণেশ সিং সর্দ্দার রাপকাটা, মন্মথ গঁরাই রাপকাটা, শম্ভুনাথ মাহান্তী বেড়াদা, ভমন সিং বাবু দিগরডি, বৈদ্যনাথ সিং সর্দ্দার বিরামডি, কিরিটী ভূষণ মাহাত রাইডি, পবন মাহাত মাড়াইডি, দিবাকর সিং মালতী, রাজেন্দ্র নাথ মাহাত শ্যাম নগর, কালিপদ মাহাত শ্যামনগর, কেদার নাথ গঁরাই ভিখেরীচেলেমা, কালিপদ সহিস,বেড়াদা. আশুতোষ মাহাত শ্যামনগর, রাধা গোবিন্দ সিং সর্দ্দার মালতি, মথন চন্দ্র মাহাত রাইডি, গোকুল চন্দ্র মাহাত ঢেবরিডি, জ্যোতির্ম্ময় হালদার কুড়নী, নিতাই গঁরাই বিরামডি নগেন্দ্র নাথ মাহাত, শ্যামনগর, উমেশ চন্দ্র মাহাত দড়দা, চন্দন সিং সর্দ্দার ভিখারীচেলেমা।

—·—

মুক্তি

১৭ই পৌষ, ১৩৭৯, সোমবার

জয়তু রাজাগোপালাচারী

গত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালচারী মাদ্রাজের হাস-পাতালে বেলা ৫টা ৪৪ মিনিটের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু-কালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪।

রাজাজী—রাজাগোপালাচারী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। মাদ্রাজ প্রদেশে সালেমে তিনি ওকালতী করতেন। ১৯১৯ সালে যখন রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত উদ্বেল তখন তিনি ওকালতি পেশা ছেড়ে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি গান্ধীজীর সহকর্মীরূপে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে প্রতিভাত হন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন--গান্ধীজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেছেন। রাজাজী ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে আগষ্টের আরম্ভে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন রাজাজী তার সঙ্গে একমত হতে না পেরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারপরে অবশ্যই কয়েক বৎসর পরে রাজাজী কংগ্রেসে আসেন। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পরে তিনি পশ্চিম বাংলার গভর্ণর, ভারতের গভর্ণর জেনারেল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী এবং পরে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে তার নীতি নিয়ে অত্যন্ত তিক্ত মতভেদ হয়। তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে অধ্যাপক রঙ্গ, মিনু মাসানী প্রভৃতির সহযোগীতায় স্বতন্ত্র পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন—কংগ্রেসের বিরোধী দল হিসাবে এই পার্টি কাজ করে।

তিনি শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন না—ইংরাজী ও তামিল ভাষায় তার লেখা ভারতীয় সাহিত্যেই শুধু নয় বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক মূল্যবান সম্পদ।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, নির্ভুল দূরদর্শিতায়, ব্যাপক জ্ঞানের গভীরতায় তার সমকক্ষ খুব কম ব্যক্তিই ছিলেন। কিন্তু তিনি আজীবন কখনও ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠি-স্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে কাজ করেন নাই। এই বুদ্ধিদীপ্ত ব্রাহ্মণ কেবল দেশের স্বার্থকেই সামনে রেখে কাজ করে গেছেন—এবং সেই জন্যই তাকে কংগ্রেসের সম্পর্ক একদা ছাড়তেও হয়েছে এবং একদা তাকে এই সংগঠনের বা নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে।

রাজাজীর জীবন—জ্ঞান ও বুদ্ধিদীপ্ত ত্যাগী ভারতীয় ব্রাহ্মণের জীবন। আজ এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যে জীবনের পরিসমাপ্তি হল ভারতের সামগ্রিক জীবনে তার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ভবিষ্যতেও থাকবে। এরা কখনও মরেন না। জাতির জীবনে সংগ্রামে ও শান্তিতে এদের যে অবদান সেই মহনীয় কীর্তির মধ্যেই এরা বেঁচে থাকেন।

বি, দাশগুপ্ত

—·—

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন
অন্ধ্র ও আসাম

১৯৭২ সালের ২৬, ২৭, ২৮, ও ২৯ তারিখে কলিকাতার লবন হ্রদ তথা বিধান নগরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে কংগ্রেস গঠিত ও পরিচালিত—সেই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। নব কংগ্রেসের নূতন ধারা ও বিধান অনুসারেই প্রকাশ্য অধিবেশন ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি হয়ে গেল। এই অধিবেশনে জনসমাগম অভূতপূর্ব ছিল—এবং নানা দিক দিয়া কলিকাতা মহানগরীর পাশে—এই বিধান নগর কলিকাতাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।

এই কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীশঙ্কর দয়াল শর্মার সভাপতিত্বে অধিবেশন পরিচালিত হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই অধিবেশনে একমাত্র শক্তি, একমাত্র প্রভু ও একমাত্র আকর্ষণ ছিলেন।

কি কেন্দ্রে—কি রাজ্যগুলিতে এই কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত শাসন ও প্রশাসন অব্যাহত থাকার দরুণ জাতীয় সমস্যাগুলির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই এই কংগ্রেসের উপর পড়ে এবং সেই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি কিভাবে কংগ্রেস মোকাবিলা করতে চায়—কংগ্রেসের এই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ্য অধিবেশনই সে সম্বন্ধে তাদের চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ করে—যা কার্য্যে পরিণত করাতে মন্ত্রীমণ্ডলী এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিচালিত প্রশাসন যন্ত্র বাধ্য। ভারতের জন জীবনে এই দিক দিয়াই এই কংগ্রেসের এই প্রকাশ্য পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও অভিমতের মূল্য ও প্রয়োজন স্বাভাবিক।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বিশেষ কোন নূতন সিদ্ধান্ত করা বা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে, ও তারপরে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—যেমন গরীবী হটাও, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ও সমাজতন্ত্র কায়েম করা প্রভৃতি সম্বন্ধে সে সম্বন্ধে তৎপর হবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশঙ্কর দয়াল শর্মা দ্বিধাহীন ভাবে কংগ্রেসের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস অধিবেশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণা করেন যে—"কংগ্রেস জনগণের এবং জনগণের মঙ্গলের জন্য কংগ্রেস। তাই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসকে আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে—জনতাকে কংগ্রেসের সঙ্গে আরও বেশী করে জড়িত করতে হবে। জনতার সক্রিয় সাহায্য ছাড়া দেশ গঠন কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। কংগ্রেস জনতার আশীর্বাদ চায়।"

আমরা এ বিষয়ে অধিক বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চাইনা। তবে বর্ত্তমানে সংগঠন ও প্রশাসন যে ভাবে চলেছে এবং চালান হচ্ছে তার পরি-প্রেক্ষিতে শ্রেণীহীন সমাজের কথা একটা বিয়োগান্ত পরিহাসের মতো মনে হয়। আর জনতার আশীর্বাদ? গরীব জনতা প্রশাসন যন্ত্রে যে ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে—রাজকর্মচারীদের দ্বারা যে ভাবে নিগৃহীত হচ্ছে এবং তাদের গরিবী যে ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান তাতে তারা কাকে কি ভাবে আশীর্বাদ করবে?

সমস্ত অতিক্রম করে আজ জাতীয় জীবনে যে দুটি প্রশ্নের সমাধান করা অপরিহার্য—সে দিক দিয়ে কংগ্রেস কোন কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত নেয়নি। একটি আসাম ও আর একটি অন্ধ্র। আসামে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কাছাড়ের বাঙ্গালীদের যে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত এবং অন্ধ্রের তেলেঙ্গানা বাদ দিয়ে পৃথক অন্ধ্ররাজ্য গঠনের যে সমগ্র অন্ধ্রের দাবী (যা আমরা বিশদভাবে পরে পরে আলোচনা করব এবং যা এখন একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে) এই দুইটি জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি। কিন্তু এই দুটি ব্যাপারই অন্ততঃ এই দুই প্রদেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অস্তিত্বকে বিশেষভাবে বিপন্ন করতে চলেছে। এবং এই অবস্থা কোন অবস্থায় সামগ্রিক ভাবে কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিয়ে ফেলবে এবং এই নব কংগ্রেসের মধ্যে কোন কোন শুভ বা অশুভ অন্তর্দ্বন্দ্বের ও শক্তির সৃষ্টি করে এর পরিণতি কোন দিকে নিয়ে যাবে—তা কেবল হিসাবের অপেক্ষা রাখে মাত্র। অন্ধ্র ও আসাম সদ্যোজাত নব কংগ্রেসের জীবনে—কোন অবস্থার স্বরূপ প্রকাশ তা ভবিষ্যতই প্রকাশ করবে।

কলিকাতার লবন হ্রদ তথা বিধান নগরে কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধি-বেশনের এই হচ্ছে নিষ্কর্ষ।

—·—

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

আজ পর্য্যন্ত যাদের পেন্সন মঞ্জুর করা হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গে সেইরকম সংগ্রামীদের দশম তালিকা সরকারীভাবে প্রকাশ হয়েছে। আমরা পরবর্তী সংখ্যায় এই জেলার ও অন্যান্য জেলার—পেন্সন প্রাপ্তদের সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করব।

বিভূতি দাশগুপ্ত

—·—

মানবাজারের সাম্প্রতিক ঘটনাধারার বিশদ বিবরণ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রদত্ত এ বিবরণীর খানিকটা অংশ মুক্তির বিগত দু' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। মানবাজারে নারী নির্য্যাতনের ব্যাপারে লোক সেবক সংঘের প্রতিবাদ ও ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সিদ্ধান্তের পর মানবাজারের জনসভায় যে ভাষণ প্রদত্ত হয়—তারই বিবরণ এখন চলছে। ঐ ঘটনা সম্পর্কে নব কংগ্রেসীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা অপবাদ সমূহের উত্তর দেওয়া হচ্ছে।—গত সংখ্যায় যা বেরিয়েছিল এটা তার পরের অংশ।)

মুক্তির সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিরুদ্ধে উষ্মা ও তার উত্তর

আমি জনসভায় বলি যে, আমাকে কিছু লোক অভিযোগ ক'রে বলছিলেন—ঐ ঘটনার ব্যাপারে মুক্তির সম্পাদকীয়তে আপনি সমস্ত মানবাজারবাসীকে ক্লীব প্রভৃতি বলেছেন, আমি তাঁদের বলেছি—আমি না লিখলেও, আমারও ঐ কথা বলাই হয়েছে। কারণ মুক্তির সম্পাদক লিখেছেন। আমি তাদের বললাম—প্রথম যখন তাঁর কাছে ঐ সংবাদ পৌঁছুলো যে, দিনের বেলায় ঐ রকম অবস্থায় বেপরোয়া কদর্য্য অত্যাচার হয়েছে—আর দুর্বৃত্তেরই অনুকূলে কিছু লোক গিয়ে থানায় জুলুম করছিল—অথচ এতবড় ঘটনায় এত জানাজানি সত্ত্বেও অত্যাচারিত তরুণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে, উপদ্রবকারীদের দৃঢ়তার সঙ্গে চুপ করিয়ে দেবার জন্য তখন মানবাজারে কোনো লোক বেরুলেন না—এই সংবাদ শুনে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে এটা কত আঘাতের বিষয় হতে পারে—আপনারা বুঝতে পারেন। সেজন্য প্রথম সংবাদে প্রথম বিক্ষোভের মুখে তিনি ঐভাবে বলেছেন। মানবাজারে ঘটনার দিন যাঁরা ব্যাপার জেনেছিলেন—তার মধ্যে উপদ্রবকারীরা থানায় হাজির হয়ে অত্যাচারিতা মেয়েটির ওপর লাঞ্ছনা করতে পারলো—আর কেউ থানায় গিয়ে সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে লাঞ্ছিতা মেয়েটির প্রতি সুবিচারের দাবী করতে পারলেন না? সেই জন্যই তিনি বলেছেন—তাহলে কি মানবাজারের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে ঐ উপদ্রবকারীদের উপদ্রব ভয়ে নীরবে সহ্য করে যাচ্ছেন? কারো কি রুখে দাঁড়াবার আজ শক্তিও নেই? না হলে, ওদের এত স্পর্দ্ধা হোল কি করে? একথাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

হরতালের ঘটনায় মানবাজারের কী মনোভাবের পরিচয় ঘটছে?

আমি জনসভায় আরো বললাম যে,—আমরা আজ নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেছি। আজ যে-কোনো সৎ নাগরিকের উচিত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে এই দুঃসহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কিন্তু নব কংগ্রেসীরা লোককে জোর ক'রে আজ হরতাল করিয়েছেন উদ্দেশ্য লোক সেবক সংঘের প্রতিবাদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনোভাব প্রদর্শন করা। ওঁদের হরতালের স্বপক্ষে যা প্রচার করা হয়েছে তাতেই ঐ মনোভাব প্রকাশিত হয়ে গেছে। জানি মানবাজারে অধিকাংশ মানুষ অন্তরে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তবুও আজ আমাদের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করার হরতালে সায় দিতে হয়েছে সকলকে এটা মানবাজারের কোন্ অবস্থার পরিচয় দিচ্ছে—ভেবে দেখুন সবাই।

বাসগুলির মনোভাব

আর একটি ব্যাপারের প্রতি জনসভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ ও এই অন্যায় ১৪৪ এর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা ১৮।১১।৭২ তারিখে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করি--সেই প্রচারপত্র মানবাজারে পাঠাবার জন্য পুরুলিয়া থেকে পর পর তিনটি বাস সার্ভিসে চেষ্টা করি—জগন্নাথ বাস, মাহাত বাস, কো-অপারেটিভ বাস। আমাদের কর্ম্মীরা বাস ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাসের কনডাকটারদের অনুরোধ করে—প্রচারপত্রগুলি নিয়ে মানবাজারে আমাদের কর্ম্মীদের দিয়ে দিতে। ঐ তিনটি বাসের ভারপ্রাপ্তরাই অস্বীকার করেন—বলেন—লোক সেবক সংঘের এই প্রচারপত্র আমরা নিয়ে যাবো না। এই বাস সার্ভিসের কেউ কেউ নব কংগ্রেসীদের পক্ষরূপে কেউ বা তাদের দাপটে এই করেছেন ব'লে আমরা বুঝতে পারছি। একটা কদর্য্য ঘটনার ব্যাপারে কী ভাবে মানুষ নিজেদের জড়িত করে—বা ভয়ে কাজ করে এতে তার পরিচয় রয়েছে। . . . .

১৪৪ ধারা : সরকারের কোন্ মনোভাবের পরিচয়

১৪৪ ধারার উল্লেখ ক'রে জনসভায় আমি বলি যে, সত্যাগ্রহের আগের সন্ধ্যায় ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়ায়, লোকে স্বতঃই ভাবছেন—লোক সেবক সংঘের সংগ্রামের মুখে কোনো দিনই কোনো আটক আইন টেঁকে না—সব সরকারেই দেখা গেছে। সেজন্য লোক সেবক সংঘের সত্যাগ্রহ কর্ম্মতালিকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নব কংগ্রেসী সরকারও ভয়ে আইন তুলে নিয়েছেন। আমার কিন্তু অন্য ধারণা হচ্ছে।—নব কংগ্রেসীরা মৌন মিছিলের কর্ম্মতালিকা করার সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেস সরকার ১৪৪ ধারা জারী করলেন। কারণ তাঁরা নিজের দলকে ভালভাবেই চেনেন। সরকার জানেন নিজের নব কংগ্রেসীরা শান্তিভঙ্গ করার মত সাংঘাতিক লোক—সেজন্য ১৪৪ আইন দিয়ে অবস্থা সামলাতে চাইলেন। কিন্তু যখন লোক সেবক সংঘ জনসভা ও মিছিলের কর্ম্মতালিকা করল—তখন সরকার ঐ আইন রাখার আর দরকার বোধ করলেন না। কারণ তাঁরা জানেন লোক সেবক সংঘ শান্তি ভঙ্গ করার মত দল নয়—তারা অহিংস, তারা দায়িত্ববোধ সম্পন্ন। এই ধারণার বশে সরকার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে থাকলে তাঁদের শুভবুদ্ধির প্রশংসা করি।

উপসংহার: কদর্য্য যে পরিবেশ ঘটেছে—তার অবসানে আজ দাঁড়ানো চাই

জনসভায় আমার ভাষণের উপসংহারে বলি যে, মানবাজারের এই ঘটনায় আজ সারা জেলা বিক্ষুব্ধ। দুর্বৃত্তেরা আজ শাসনের নাকের সামনে বেপরোয়া সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। এর শুভ প্রতিকার মানুষ চায়। এবং নারী নির্য্যাতনের এই ঘৃণিত কাজের উপযুক্ত শাস্তি হোক—মানুষ চায়। দুর্বৃত্তগোষ্ঠী ছাড়া মানবাজারেরও সকলেই তা চান। ওঁদের আজ নাতিক ভাবে এর প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে হবে। পুলিশদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আমি বলি—শাসনকারী দলের অপরাধীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়ার দুঃখজনক কাজে পুলিসকে প্রায়ই যুক্ত হ'তে হয় জানি—তবু এই ঘটনায় ব্যাপক জন বিক্ষোভ উপলব্ধি ক'রে পুলিশেরা এ বিষয়ে তাঁদের উপযুক্ত কর্ত্তব্য পালন করবেন—এই আমাদের আশা ও দাবী। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তার ব্যতিক্রম হয়—তাহলে তারও বিরুদ্ধে জন-সাধারণ দাঁড়াবে—তারা যেন একথা মনে রাখেন।

লোক সেবক সংঘের পরিচালিকার অন্তর্বেদনা ও আহ্বান

লোক সেবক সংঘের পরিচালিকা অসুস্থ ছিলেন। সেজন্য নিজে আর কিছু বললেন না—আমি তাঁর হ'য়ে তাঁর মনোভাব জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত ক'রে বলি যে, এই অবস্থায় তিনি যে এসেছেন—তার মধ্য দিয়েই তাঁর এক নির্য্যাতীতা মেয়ের অপমানের জন্য তাঁর অন্তরের বেদনা ও এই অবস্থার প্রতিকারে তাঁর মনের ব্যাকুলতা যেন করুণে অনুভব করেন। এ রকম এক নিদারুণ অবাঞ্ছিত ঘটনায় শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের উপযুক্ত আচরণ না ক'রে—চিন্তাহীন ভাবে যে ১৪৪ ধারা জারী করেছেন—তার বিসদৃশ অন্যায়ও তাঁর অন্তরে আঘাত দিয়েছে ব'লে—তিনি তাঁর শরীরের এই অবস্থাতেও সেই আইন ভঙ্গ করতে এসেছিলেন। মানুষের সমাজ মানুষকে মর্য্যাদা দিতে, তাকে রক্ষা করতে মানুষের মত আচরণ করবে—তিনি তারই আহ্বান জানাচ্ছেন।

আমরা মরিনি : জনশক্তি বেঁচে আছে

তারপর প্রধান অতিথি শ্রীভজহরি মাহাত (প্রাক্তন এম, পি) বলেন—আমরা মরে যাইনি। জনচেতনায়, নিজেদের অধিকার রক্ষায় পৃথিবীর মানুষ দিকে দিকে রত অগ্রসর হচ্ছে। আমাদেরও দেশের জনসাধারণ পরাধীন জীবনের অবসান ক'রে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা আমাদের অধিকারের সংগ্রামে কম লড়াই দিইনি। আজ ইন্দিরাজীর সমাজতন্ত্রের নামে যে ব্যভিচার চলেছে তার মোকাবিলাও আমরা করব। নারী নির্য্যাতনের মত জঘন্য অত্যাচার করেও, আজ নব কংগ্রেসীরা চালাকী আর উপদ্রব ক'রে বাজীমাত করবে। তা' আমরা হ'তে দোব না—আমরা বেঁচে আছি।

(ক্রমশঃ)

———

বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব রক্ষায় কাছাড় বাসীদের আপোষহীন সংগ্রাম

কাছাড়ের অধিবাসীরা অবশেষে দৃঢ়পণ নিয়ে, সংগ্রামের আপোষহীন কল্প নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই সংগ্রামের কার্য্যক্রম সাবে কাছাড়ের তিনটি জেলা থেকে সমস্ত কংগ্রেসী বিধানসভার ও কসভার সদস্যরা পদত্যাগ পত্র দাখিল করবেন বলে স্থির হয়েছে।

সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা ও আন্দোলনের বিভিন্ন পর্য্যায়

কাছাড়ে একটী সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে। ছাত্র-যুব-সংগ্রাম পরিষদ ৭ই ডিসেম্বরের করিমগঞ্জে এক সভায় সংগ্রামের যে কার্য্যক্রম স্থির করেন তা হচ্ছে এই :—

১। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমগ্র কাছাড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকার অফিস আদালতে পিকেটিং।

২। ১৯শে ডিসেম্বর সমগ্র কাছাড় জেলায় কাছাড় বন্ধ পালনের সিদ্ধান্ত।

৩। কাছাড়ের সমস্ত চা বাগিচাগুলিতে ১৯শে ডিসেম্বর ধর্ম্মঘট পালন।

সমগ্র কাছাড়ে—সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুবই সফলতার সঙ্গে পিকেটিং করা ও কাছাড় বন্ধ পালন করা হয়।

জনসভা শোভাযাত্রা প্রভৃতি

১লা থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাছাড়ে সর্ব্বত্র জনসভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড়ের সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালীরা সক্রিয় ভাবে সভা শোভাযাত্রা ও আন্দোলনে যোগদান করে সংগ্রামের এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই সংগ্রামের ধারা ও তত্ত্ব সমন্ধে অবগতির জন্য আমরা করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত "যুগশক্তির" ১৫ই ডিসেম্বরের সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"আন্দোলনের পথে"

দীর্ঘকাল ধৈর্য্য এবং সংযমের চরম পরীক্ষা দেওয়ার পর কাছাড়বাসীকে আজ আন্দোলনের পথেই পা বাড়াইতে হইয়াছে। আলাপ আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার মীমাংসার যতরকম পথ আছে, তাহার সবকিছুই কাছাড়বাসী গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী কোনও তরফ হইতে সুবিচার পায় নাই। অতএব আজ যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহার ষোলআনা দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের, ঘটনা প্রবাহ যদি অপ্রীতিকর খাতে প্রবাহিত হয় তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

কাছাড়ের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিবার জন্য চেষ্টা কম হয় নাই, কিন্তু ৬১ সালের মতো এইবার আর তাহাতে কাজ হইতেছে না কারণ কাছাড়ের হিন্দু, মুসলমান মনিপুরী হিন্দুস্থানী জনসাধারণ আজ অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ এবং অনেক বেশী পরিমাণে রাজনীতি সচেতন। তবুও সেই প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং উগ্র অসমীয়া পন্থীদের কতিপয় দালাল ইতিমধ্যে কাছাড়ের গ্রামাঞ্চলে অপপ্রচার চালাইতেছে। আন্দোলনে যাহারা নেতৃত্ব দিতেছেন এই সমস্ত বিভেদসৃষ্টিকারীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি তাহারা রাখিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সংগ্রাম শুধু ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য নয়, এই সংগ্রাম আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী হইলে আমরা এই দেশে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার লাভ করিব, নতুবা চিরকালের মতো আমরা গোলামের জাতে পরিণত হইব। ৬১ সালের আন্দোলনেই আমাদের সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা হইয়া যাইত কিন্তু কতিপয় বিশ্বাসঘাতকদের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনায় তাহা সম্ভব হয় নাই। এই বারকার লড়াই সেই পর্য্যায়ে নিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে আমাদের ভাষা সমস্যার সমাধান বরাবরের মত অর্জিত হয়। তাহার জন্য যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন কাছাড়বাসী তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

(যুগশক্তি /১৫/১২/৭২)

———

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

প্রিয়

সম্পাদক মহাশয়,

১০ই পৌষ আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, পোকাবাঁধ পাড়ার অধিবাসী' শ্রীমতি গৌরী বাউরীর সমন্ধে লিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন আদৌ সত্য নয়, অদ্য ১৬ই পৌষ সকাল ৮টার সময় পোকাবাঁধ পাড়ার ষোলআনার কার্য্যকরী কমিটির সভা হয়, এই সভাতে মুক্তি পত্রিকাটী পাঠ করিয়া পোকাবাঁধ পাড়া ষোলআনা অধিবাসীগণ দুঃখ প্রকাশ করে, এই সভাতে আমাদের মতামত হয়, এই সম্বন্ধে মুক্তি পত্রিকার ম্যানেজার ও সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমাদের পোকাবাঁধ পাড়ায় মধ্যে মদ বিক্রয় বা পথের ধারে মদ্য পান করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, পথের মধ্যে মাংসের টুকরা বা পথের ধারে মদ্য পান প্রস্রাব করে, আমাদের নজরে গোচরীভূত হয় নাই।

মহাশয়, মুক্তি পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়, আপনি পুরুলিয়ার শ্রদ্ধেয় নেতা আমরা মনে করি। আপনার পত্রিকায় শ্রীমতি গৌরী বাউরীর সম্বন্ধে পুনরায় সংবাদ পরিবেশন করিয়া গৌরী বাউরী বা পোকাবাঁধ পাড়ার অধিবাসীদের কালিমা যাহাতে পরিষ্কার হয়। আপনি আপনার পত্রিকা মারফৎ ছাপিয়া বাহির করুন।

ইহা আমাদের নমস্কার গ্রহণ করিবেন
পোকাবাঁধ পাড়া ষোলআনা ও অধিবাসীগণের স্বাক্ষর
নিবেদক—

সর্ব্বশ্রী ফনিভূষণ বাউরী, খুদিরাম বাউরী, মনিলাল সাউ, গোপাল বাউরী, সন্তোষ বাউরী, সুকু বাউরী, তিনকড়ী দাস, কালীপদ ধীবর, হরিপদ বাউরী, সুবল চন্দ্র দাস, আশুতোষ বাউরী, মুচিরাম দাস, ।

পোকাবাঁধ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কমিটীর সেক্রেটারী
শ্রীগোবিন্দ বাউরী

———

পুঞ্চা থানায় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা

পেট্রোলের আগুনে একজন এ, এস, আই ও একজন পুলিশ ড্রাইভারের মৃত্যু

পুরুলিয়ার পুলিশের এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মানবাজারে একটি ডাকাতির তদন্ত সেরে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে পুঞ্চা এলাকায় একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্তে যান। জিপে পেট্রোল কম হয়ে যাবার জন্য থানার মালখানায় মজুত পেট্রলের ড্রাম থেকে পেট্রল ঢালা হচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা ৭টা। তেল ঢালছিলেন এ, এস, আই শ্রীকানাই ব্যানার্জ্জী (২৬/২৭) এবং যে বালতীতে পেট্রল ঢালা হচ্ছিল সেই বালতী ধরেছিলেন কনেষ্টবল ড্রাইভার শ্রীরামনিবাস সিং (২৬/২৭)। দূরে হারিকেন রেখে তার আলোতে তেল ঢালা হচ্ছিল। দৈবাৎ কিছু তেল গড়িয়ে হারিকেন লণ্ঠনের কাছে যেতেই তাতে আগুন ধরে যায়। ড্রাইভারের হাত থেকে পেট্রোল সহ বালতী পড়ে যায় ও পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে পেট্রোলে আগুন ধরে আগুন ছড়িয়ে যায় এবং গ্যাসে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর একজন এ, এস, আই শ্রীসন্তোষ কুমার সরকার যিনি বাইরে ছিলেন তিনি টের পেয়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই আগুনের হল্কায় পুড়ে যান। ভিতরে তখন শ্রীবানার্জ্জী ও শ্রীসিং গুরুতর ভাবে পুড়ে যান। এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য ও উদ্ধার করতে যেয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা--একজন এ, এস, আই ও আরও দু চার জন অল্পবিস্তর পুড়ে যান।

শ্রীব্যানার্জ্জী ও শ্রীসিংকে পুঞ্চা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পুরুলিয়া হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে তাদের বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চিকিৎসা ও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়। এ, এস, আই শ্রীকানাই বানার্জ্জী ৩০শে ডিসেম্বর ভোর ৪॥ টায় এবং ড্রাইভার শ্রীরাম নিবাস সিং ৩১শে সকাল ৮॥ টায় মারা যান। সরকারী মর্য্যাদায় তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

প্রকাশ যে এই আগুনে পুঞ্চা থানার মালখানাতে মজুত অধিকাংশ আগ্নেয়াস্ত্রই পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

———

বিভিন্ন উন্নয়ণ পরিকল্পনা বিষয়ে জেলাশাসকের সাংবাদিক সম্মেলন।

গত ৩০/১২/৭২ তারিখে জেলাশাসকের আহ্বানে পুরুলিয়া তথ্যকেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলাশাসক সাংবাদিকদের অবহিত করেন। জেলাশাসক জানান যে ১৯৭৩ এর জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

ক্ষুদ্র কৃষিসেচ প্রকল্পে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্পে উদ্বৃত্ত ২২ লক্ষ টাকার মধ্যে মানবাজারের চাকা প্রকল্পে ১৮ লক্ষ টাকা পরে ব্যয়িত হবে। মাঝারি সেচ প্রকল্পে চলতি বছরে ৬০/৬৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। এই প্রকল্পে ব্যয়ের লক্ষ্য ৭০ লক্ষ টাকা।

আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে ১০০০ কূপ খননের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। প্রার্থীকে ৩০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১০০০ টাকা সাবসিডি মঞ্জুর করা হবে এবং বাকি ২০০০ টাকা ১০ বছরে শোধ করতে হবে। সুদের পরিমাণ ৫॥%। ঋণী নিজে খননের সব দায়িত্ব নেবে।

পুষ্করিণী উন্নয়ণ প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে আগামী বর্ষার আগে ২৫৬টি পুষ্করিণীর উন্নতি বিধান করা হবে ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয়ে এবং ফলে ৫৭৩৫ একর জমি সেচ পাবে। ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৫৬টি লোকের শ্রমদিবস অনুযায়ী কাজ হবে।

বিশেষ কর্মসংস্থানের দৃষ্টিতে ৭ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা রাজ্যসরকারে পাঠান হয়েছে। আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে পাড়া, রঘুনাথপুর, জয়পুর ও পুরুলিয়া ২নং ব্লকের ৪টি সরকারে ন্যস্ত পুষ্করিণীর জন্য ৬০হাজার টাকা ব্যয় করা হবে।

পুরুলিয়া সাহেববাঁধ উন্নয়ণ প্রকল্পে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫ শতটাকা ব্যয়িত হবে।

পুরুলিয়ার বাসষ্ট্যাণ্ডের উন্নয়ণে ব্যয় করা হবে ৯০ হাজার ৯৮১ টাকা। বিভিন্ন নির্ম্মানকার্য্যে শিক্ষিত বেকারদের নিয়োগ করা হবে।

রঘুনাথপুর পৌরসভাকে কাঁচা ড্রেন ও পুষ্করিণী উন্নয়ণের জন্য ৬৫ হাজার ৩ শত টাকা দেওয়া হবে।

ঝালদার পাহাড়ে ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য পার্ক ইত্যাদি করার জন্য ঝালদা পৌরসভাকে ৩১ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

চারটি কাঁচা রাস্তা করার জন্য জেলাপরিষদকে ২৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

পুনদাগ অঞ্চলে ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার এক প্রকল্প সরকারী বিবেচনাধীন আছে।

পরিবার পরিকল্পনায় এই জেলায় ভ্যাসেকটমি শল্যচিকিৎসার লক্ষ্য বর্তমানে ১৮ হাজার।

প্রসঙ্গত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জেলাশাসক যা জানান, তাতে দেখা যায় যে রামকানালীর এ্যালয় ষ্টীল কারখানা, ঝালদার সিমেণ্ট কারখানা এবং আড়শার বীয়ার কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা এখনও সুনিশ্চিত হয়ে উঠেনি।

'মুক্তির' প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে জেলাশাসক জানান যে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং তদন্তও করা হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে অভিযোগকারীরা সচেতন থাকবেন। সরকারী তদন্ত ইত্যাদি ব্যাপারে শৈথিল্য থাকলে তাঁরা জানাবেন।

একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড

পুঞ্চা থানার নপাড়া গ্রামের দ্বিজপদ সেন বয়স (৪০) চল্লিশ ও তাহার পুত্র দিলীপ সেন বয়স (১৩) তের। ২৪-১২-৭২ তারিখে রাত্রি বেলায় তাহাদের খামার বাড়ীতে খোলা গোয়াল ঘরে একটি খাটিয়ায় ঘুমিয়েছিল। খামার বাড়ীতে ধান ঝাড়ার জন্য তাহারা সেখানে ঘুমিয়েছিল। এই খামার বাড়ীরই অন্যধারে তাহার দাদার ছেলে ভবতোষ ও আশু সেন এবং তাঁদের মাতা গেন্দুবালা সেন পাশের ঘরে শুয়ে ছিল। রাত্রি প্রায় (২॥) আড়াইটার সময় আশু সেন, যেখানে দ্বিজপদ সেন শুইয়া ছিল সেটানে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দেয়। ভবতোষ সেন একটি টাঙ্গি লইয়া প্রথমে দ্বিজপদ সেনের মাথায় গভীরভাবে চোট মারে। সেই সময় তার ছেলে জেগে ভবতোষ সেনকে বাধা দেয়। তখন ছেলেটিকে ভবতোষ সেন সেই টাঙ্গি দিয়ে মেরে ফেলে দেয়। তারপর দ্বিজপদ সেনের শরীরে নৃশংসভাবে চোট মারতে থাকে। ঘটনাকালীন ভবতোষ সেনের মা সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে দিলীপের নাম ধরে ডাকে। তখন ছেলেটি সামান্য সাড়া দিলে তার মা বলে ছেলেটি জীবিত আছে একে মেরে ফেল্। তাহা শুনিয়া ভবতোষ সেন ফিরে এসে ছেলেটিকে আবার মারতে থাকে। পরের দিন ছেলেটিকে সকালে পুঞ্চা হাঁসপাতালে লইয়া যায় এবং সেখানে মারা যায়। পুঞ্চা থানায় এই ঘটনার খবর দিলে পুলিশ নপাড়ার ভবতোষ সেনের বাড়ীতে আসে। আসামীদের প্রশ্ন করলে, ক্রোধের সহিত মেরেছি বলে তারা স্বীকার করে। যে অস্ত্রে খুন করেছে সেটি দেখিয়ে দেয়। পুলিশ ভবতোষ সেন, আশুতোষ সেন এবং তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার সময় তাদের চীৎকার শুনে নিকটের বহু লোক হত্যাকারীদের দেখে—প্রাচীরের উপর হইতে। ঘটনার সময়ই দ্বিজপদ সেন মারা যায়। দ্বিজপদ সেনের স্ত্রী, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বর্ত্তমান আছে।

গিরিশ চন্দ্র মাহাত
৩০-১২-৭২

আজ সঞ্চয় করুন | **স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প** | আয় বৃদ্ধি করুন

এখন আরও বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়

নতুন সিকিউরিটি—অধিকতর লাভ—পছন্দসই লগ্নীর উপায় বৃদ্ধি আকর্ষণীয় কর রেহাই—সময় সীমা হ্রাস।

নীচের যে কোন পরিকল্পে হিসাব খুলুন :—

- ১, ৩, ৫ বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট
  জমা ৫০ টাকার গুণিতক এবং পাশ বই খোলা যাবে কেবলমাত্র ব্যক্তি ও অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নামে। সুদ যথাক্রমে ৬%, ৭% ও ৭½% হারে বাৎসরিক দেয়।
- পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
  ব্যক্তির প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নামে পাশ বইতে চক্রবৃদ্ধিহারে কর মুক্ত বার্ষিক সুদ ৪%, সমগ্র আর্থিক বছরে অন্যূন ১০০ টাকা জমায় ৪½% ও ২ বছরের বন্ধ আমানতে ৪½%।
- কিউম্যুলেটিভ টাইম ডিপজিট (৫, ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী)
  মাসিক জমা ৫ টাকার গুণিতক এবং কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে পাশ বই হবে, চক্রবৃদ্ধিহারে করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৫ ও ১০ বছর মেয়াদী আমানতে ৪.৭৫% ও ১৫ বছর মেয়াদী আমানতে ৫%, ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী আমানতে জীবনবীমার প্রিমিয়াম ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমার মত আয় করের রিবেট পাওয়া যায়।
- ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড
  জমা ৫ টাকার গুণিতকে এবং বার্ষিক বীমার নিম্নসীমা ১০০ টাকা ও উর্দ্ধসীমা ১৫,০০০ টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে করমুক্ত সুদ ৫%, পাশবই থেকে ঋণ নেওয়া ও আংশিক তোলার সুবিধা আছে, বার্ষিক জমা টাকায় জীবন বীমার প্রিমিয়াম-এর মত আয়কর রিবেট পাওয়া যায়। আমানত আদালতের ক্রোকযোগ্য নহে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে

স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা-১
আঞ্চলিক অধিকর্ত্তা, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিং
কলিকাতা-১৩ জেলা সঞ্চয় সংগঠক অথবা নিকটবর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক— বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা | সোমবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৩ ২৪শে পৌষ, ১৩৭৯ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

যুগান্তরের গঙ্গাপানি

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধরোষে রুদ্ধব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী
মাতালদের ঐ ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি।
জাতির পরাণ-সিন্ধু মথি' স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মী লাভের ক'রতেছে ভাগ বাঁটোয়ারা,
• • • • •
শ্মশান—শবের ছাইয়ের গাদায় আজকেরে
তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায়
আছে চক্ষু বুঁজে!
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
জানিস খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের গঙ্গাপানি।

—নজরুল

তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(৭)

তাম্রপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

দেওয়ান-ই-আমের সামনে এক বিরাট প্যাণ্ডেল করে তার মধ্যে দর্শক ও এম, পি এবং আরও নিমন্ত্রিতদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেওয়ান-ই আমের সমস্তটাই তাম্রপত্রীদের জন্য ব্যবস্থিত ছিল। এক একটি রাজ্য হিসাবে আলাদা করে স্থান করে তাতে চেয়ারে নাম ও নম্বর লিখে পাকা করে রাখা হয়েছিল। আমি যেতেই এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল বলতেই একজন অফিসার আমাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌছে দিলেন। বসলাম—বড্ড গরম। উচু ডাণ্ডায় লাগান গোটা কয়েক করে ফ্যান এখানে ওখানে রাখা হয়েছে। কিছু লোক বাতাস পাচ্ছে আর বেশীর ভাগ লোকই রুমালে ঘাড় মুছছে। বিরাট কেন্দ্রীয় সরকার পাখার ব্যবস্থাটাও একটু সুবিধামতো করতে পারেনি?

মঞ্চটা ঠিক মাঝখানেই করা হয়েছিল। অর্থাৎ বাদশাহ যে উচু সিংহাসনে বসতেন তার নীচে। যথাসময়ে প্রেসিডেন্ট এলেন প্রধান মন্ত্রী এলেন; শ্রী কে, সি, পন্থ পূর্ব থেকেই ছিলেন; আরও সব মন্ত্রীরা এলেন। ১০॥টার সময় ফাংসন আরম্ভ হল "বন্দে মাতরম্" গান দিয়ে। প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিলেন আরও গান ও আরও বক্তৃতা হল। ইতিমধ্যে অফিসাররা সুতো দিয়ে বাঁধা একটি করে কাগজের ভারী বাক্স চেয়ারের নাম ও উপবিষ্টদের নাম ও নম্বর দেখে বিতরণ করে গেলেন। বলা হল ওটা পরে খুলবেন। জানলাম যে ওটার মধ্যেই নাকি তাম্রপত্র আছে।

যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাম্রপত্র বিতরণ আরম্ভ করলেন। এক একটি রাজ্যের নাম ডাকা হচ্ছিল—সে রাজ্যের উপবিষ্ট সবাই দাঁড়াচ্ছিলেন—তারপরে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট একজনের নাম ডেকে সেই রাজ্যের তাম্রপত্রিদের পক্ষে তাকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বহস্তে তাম্রপত্র প্রদান করছিলেন। পশ্চিম বাংলার তাম্রপত্রিদের পক্ষ থেকে শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত তাম্রপত্র গ্রহণ করলেন। তারপরে শ্রীমতী গান্ধী প্রতি রাজ্যের কাছে এসে একবার নমস্কার করে চলে গেলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাম্রপত্র প্রদান ফাংশন শেষ হয়ে গেল। আমরা এক একটি তাম্রপত্রের বাক্স নিয়ে সরকারী বাসে যখন আমাদের ক্যাম্পে ফিরলাম তখন ১২টা বেজে গেছে।

বাইরের ভোজন তাম্বুতে টেবিলের পাশে একটা চেয়ার পাওয়া গেল। পাশেই বসেছিলেন কানপুরে থাকেন বটুক দত্তের ভাই। লম্বা চওড়া শক্তিমান পুরুষের চেহারা। টেবিলটা উচ্ছিষ্ট ভাত, তরকারী মাংসের ঝোলে একটা ন্যক্কারজনক দৃশ্যে ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছেটাকেই শঙ্কিত করে তুলছে। শত শত মাছির ঝাঁক এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাবার প্লেট ভরিয়ে বসছে। একটু তফাতে গোটা কয়েক কুকুর এদিক ওদিক পায়চারী করছে। নতুন প্লেটের অপেক্ষা করছি। ভাবছিলাম এই নোংরার মধ্যে প্লেট রেখে কেমন করে খাওয়া যায়। বটুক দত্তের ভাই—খানিকটা জল নিয়ে হাত দিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। খানিকটা পরিষ্কার করলেন। বললেন এইবার বসুন তারপর ধমক দিয়ে আদেশ করতে লাগলেন--চাপাটি লেআও, ভাজি লেআও, গোস্ত লেআও, চাওল লেআও। বললেন এই হচ্ছে এদের সঙ্গে কারবারের তরিকা। সব আসতে লাগল। পাত্রে পাত্রে খাদ্যসম্ভারে যাহোক টেবিলটা শূন্য রইলোনা। বুঝলাম এখানে ব্যবস্থা কিছু না থাকলেও—ধাক্কা দিয়ে ধমকে ব্যবস্থা করাই হচ্ছে ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতি ভবনে

রাষ্ট্রপতি সস্ত্রীক ১৫ই আগষ্ট উপলক্ষ্যে—রাষ্ট্রপতি ভবনের Reception-এ প্রত্যেক তাম্রপত্রির নামে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠিয়েছিলেন। সময় দেওয়া ছিল বিকাল ৬টা।

ক্যাম্প থেকে তোড়জোর করে ৪টার সময় রওয়ানা হয়ে প্রায় ৫টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌছান গেল। এই প্রাসাদের বিবরণ দেবার স্থান এ নয়। ইংরেজ আমলের বড়লাটের প্রাসাদ। পূর্বে একমাত্র বড়দেরই জন্য এই প্রাসাদ ছিল এখনও সমাজের ও রাষ্ট্রের সেই বড়দের জন্যই এই প্রাসাদ। গরিবী হটাবার পরিবেশে ছিন্নবসন পরিহিত কোন গরীব লোক সরাসরি গণতান্ত্রিক ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মুলাকাত করবে সেটা এখনও দিবাস্বপ্ন। গবর্ণর জেনারেলের বদলে—রাষ্ট্রপতি।

প্রায় এক ফার্লং দূরে বাস থেকে নেমে আমরা সদলে ফ্রিডম ফাইটার্সরা রাষ্ট্রপতির নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে যাচ্ছি। একটা বড় গেটওয়ালা ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম—নিমন্ত্রিত পুরুষদের লাঠি, ক্যামেরা প্রভৃতি, মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ প্রভৃতি নিয়ে জমা করে রাখা হচ্ছে। সিরাজ আমার পাশে ছিল বললে—দাদা এটা কি রকম অভ্যর্থনা। বললাম—এটা হচ্ছে প্রথা।

প্রশস্ত পথ পার হয়ে ভিতরের উন্মুক্ত উদ্যানে প্রবেশ করা গেল। বিস্তৃত পরিসর উদ্যান এবং লন। বিখ্যাত মোগল গার্ডেনের সংশ্লিষ্ট অংশ মোগল গার্ডেন থেকে আলাদা করা। এই পরিসরের সীমান্ত বরাবর লম্বা লম্বা বিচ্ছেদহীন টেবিলে শ্বেতশুভ্র বস্ত্রাবরণ তার উপরে খালি প্লেট—চা-এর পেয়ালা, চামচ, চিনির চৌকা আর খাবার সব সাজান। উর্দ্দীপরা সেবকরা অপেক্ষা করছে। সিরাজ ছিটকে গিয়েছিল একটু পরে দেখা হতে বলল—আমার পেছনে দুজন—বিহারের তাম্রপত্রী আসছিল—শুনলাম একজন আর একজনকে বিস্মিত হয়ে বলছে--"আরে কাঁহা আয়া—ইয়েতো বেহেস্ত হায়। বললাম সত্য কথাই বলেছে। লালকেল্লাতে দেওয়ান-ই-খাসে লেখা আছে মোগল আমলের—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে এইখানে এ আমলে লিখতে হয়নি—কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে মোগল আমলের স্বর্গ-স্থান লাল কেল্লা থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নিমন্ত্রিত তাম্রপত্রীরা এক ধারে বসে জটলা করছিলাম। নিমন্ত্রিতরা সব আসতে আরম্ভ করেছে—ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে। সিরাজকে বললাম চল দিল্লীর উপর তলার প্রাণীদের ঘুরে ঘুরে দেখবে।

সিরাজকে নিয়ে ঘুরতে লাগলাম। চুস্ত পায়জামা, নিখুত শেরওয়ানী, নিখুঁত টাই ও ইংরেজী সুট; হাই সিভিলিয়ানদের নিখুঁত ট্রাউজার ও বেঁড়ে সার্ট বা কোট, গলাবন্ধ কোট, মহিলাদের পেটখোলা পিঠখোলা কাঁচুলীর উপর, দাম-ঠিক-করা যায়না বিবিধ ও বিচিত্র শাড়ীর শ্লথ আবরণ, কোন কোন মহিলার টাইটফিটিং ট্রাউজার ও জামা বিশেষ করে দেহের

কার্ডগুলিকে দেখিয়ে দিচ্ছে; বড় বড় আর্মি অফিসার, শিল্পপতি, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী, ক্রোরপতি ফার্মের ডাইরেকটর, অর্বুদ পতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান প্রভৃতি ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে রিসেপসনে আমন্ত্রিতের অবিরাম স্রোত চলেছে। মহিলাদের লিপষ্টিক রঞ্জিত বিম্বাধর থেকে বিশুদ্ধ কক্‌নি ধাঁচে নাকিস্বরে কেবলমাত্র ও একমাত্র ইংরেজী সম্বোধন ও ইংরেজী বাক্যালাপ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিলনা। ভারতীয় ভাষা এখানে পরিত্যক্ত।

(ক্রমশঃ)

অন্ধ্র প্রদেশ

অন্ধ্রের ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার ব্যাপার নয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন ব্যাপারে অন্ধ্রেই প্রথমে ব্যাপক আন্দোলন এমন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করেছিল যে জহরলালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সেই দাবী স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

অন্ধ্রে এবারও পৃথক অন্ধ্র গঠনের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তবে এর ইতিহাস একটু বিচিত্র। হায়দ্রাবাদ বর্তমান অন্ধ্রের রাজধানী। এই হায়দ্রাবাদ বৃটিশ আমলে হায়দ্রাবাদের নিজামের দেশীয় রাজ্যের রাজধানী এবং নিজামের বাসভূমি ছিল তেলেগু ও উর্দুভাষী তেলেঙ্গানা অঞ্চলই নিজামের দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৮ সালে হায়দ্রাবাদের নিজাম এক ফরমান জারী করেন যে—উচ্চ, নীচ সমস্ত সরকারী চাকুরী কেবল নিজামের অধীন দেশীয় রাজ্যের (তেলেঙ্গানা) যারা মূল অধিবাসী তাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। নিজামের খুশী ছাড়া বাইরের কোন লোক কোন সরকারী চাকরী পাবেনা। উর্দুতে রাজ্যের এমনি অধিবাসীদের মুলকী বলা হল এবং নিজামের এই ফরমান আইনরূপে মুলকী আইন বা মুলকী রুল বলে প্রখ্যাত হয়ে আসছে। যাদের নিজামের রাজ্যে জন্ম বা ক্রমাগত ১৫ বছর ধরে যারা বাস করে আসছে তাদেরই মুলকী বলা হত।

দেশের স্বাধীনতার পরে নিজাম গেল। এবং ১৯৫৬ সালে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্র মিলে অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হল। অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানার নেতারা মিলে এ বিষয়ে একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু সে চুক্তি পালন করা হয় নাই। এবং অন্ধ্রের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের অভিযোগ ক্রমশঃ বেড়েই চলতে লাগল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে পৃথক তেলেঙ্গানা প্রদেশ গঠনের জন্য আন্দোলন হয়—এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর বিরুদ্ধে অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের ভুরি ভুরি তথা নির্ভর অভিযোগ আনা হয়। যাই হোক এই মুলকী আইন নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয় এবং শেষকালে সুপ্রীম কোর্ট এই মুলকী আইন বিধিবদ্ধ বলে রায় দেন। ফলে তেলেঙ্গানার নেতারা ও লোকেরা এই মুলকী আইন পুরোপুরী চালু করার দাবী করে আর অন্ধ্রের লোকেরা বলে—তা হলে রাজধানী হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদকে এই আইনের আওতা থেকে বাদ দিয়ে মুক্ত নগর করে ঘোষণা ও ব্যবস্থা করা হোক মুলকী আইনের পক্ষে ও বিপক্ষে তেলেঙ্গানার অধিবাসী ও তেলেঙ্গানা ছাড়া অন্ধ্রের অধিবাসীদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল—দুই পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ট্রেন বাস পোড়ান, পুলিশের গুলি, মৃত্যু ও গ্রেপ্তার চলতে লাগল। বাঘা বাঘা নেতারা অনেক কিছু বললেন বৈঠক করলেন কিন্তু কিছুই হলনা। পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ ও পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবী চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এক ফরমূলা দিলেন এবং সেই অনুযায়ী পার্লামেন্টে আইনও পাশ হল। এই আইনের সংক্ষিপ্তসার হল এই যে—১৯৭৭ সালের পর হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ নিয়ে গঠিত অঞ্চলে মুলকী আইন উঠে যাবে আর ১৯৮০ সালের পর তেলেঙ্গানার অবশিষ্ট অংশেও মুলকী আইন কার্যকরী হবেনা। এর সঙ্গে আরও তিন দফা নিয়ে মোট পাঁচ দফাও আইন হল।

অনধ্র বা তেলেঙ্গানার কোন কংগ্রেস নেতাই বিধানসভার সদস্য, লোক সভার সদস্য প্রধান মন্ত্রীর রফা প্রস্তাব মেনে নিচ্ছেননা বা পার্লামেন্টে পাশ করা আইনকে দুপক্ষই ধাপ্পা বলছেন। অনধ্রের কংগ্রেস নেতারা ঘোষণা করেছেন—পৃথক অনধ্র প্রদেশ গঠন না করলে অনধ্রে কংগ্রেসের অস্তিত্বের চিহ্নও থাকবেনা—তেলেঙ্গানার কংগ্রেস নেতারাও পৃথক তেলেঙ্গানা গঠন চাই—মুলকী আইন বলবৎ রাখতে হবে বলে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। আজকাল আন্দোলন মানেই—আগুন, ধ্বংস আর পুলিশের গুলি।

অবস্থা এমন চরম উঠেছে যে গত ৩রা জানুয়ারী নেলোরে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে এবং বিশাখাপত্তন জেলার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রধান মন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের একদল পাঠাচ্ছেন অবস্থা অনুধাবন করার জন্য এবং আয়ত্বে আনবার জন্য কিন্তু রাজ্যশুদ্ধ লোক তাদের কালো পতাকা দেখাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

প্রধান মন্ত্রী অনধ্র ও পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের যতই বিরোধ করুন না কেন—পৃথক রাজ্য করতেই হবে। ইন্দিরা গান্ধীর অনুগত কংগ্রেসীরাই এই লড়াই চালাচ্ছে। কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কার্যপন্থা যা কার্য্যকরী করা হয়েছে বা হচ্ছে—এ তারই পরিণতি। আজ অনধ্র—কংগ্রেসী অনধ্র—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। ১৯৭৩ সালে এটা আরম্ভ মাত্র।

কলিকাতায় ক্রিকেটের টেষ্ট ম্যাচে ভারতের জয়

গত ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার ইডেন গ্রাউণ্ডে ভারত ও ইংলণ্ডের দলের মধ্যে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই টেষ্ট ক্রীকেটে ভারতবর্ষ ২৮ রান বেশী পেয়ে ইংলণ্ডের দলকে পরাজিত করে। দিল্লীতে প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ভারত ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

কলিকাতায় ভারতের এই জয় গৌরবের ও প্রশংসার দাবী রাখে।

মুক্তির গ্রাহকদের প্রতি

মুক্তির বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। যাদের চাঁদা বাকি পড়েছে এবং যাদের বর্ষ শেষের পরে অগ্রিম পাওয়া যায়নি মুক্তির ২য় সংখ্যা থেকে তাদের সমস্তই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সহরের গ্রাহকদেরও জানিয়ে দেওয়া হল।

কর্মাধ্যক্ষ—'মুক্তি'

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়

মাঝিহিড়ায় অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পরিচালিত উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বর্তমান বৎসরে নবম ও দশম শ্রেণী যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনার আয়োজন করা হইয়াছে। জানুয়ারী মাস হইতেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা চলিতেছে। দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও আছে। স্বল্প খরচে ও স্বাবলম্বী হইয়া পড়িবার সুযোগ ও ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হইবে। যাহারা গৃহকাজের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেনা তাহাদের শিক্ষাদানের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

১লা জানুয়ারী, ১৯৭৩।
মাঝিহিড়া

ঠেলু মাহাত
সম্পাদক
উচ্চ বিদ্যালয় কমিটী

নিবেদক
চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাঝিহিড়া
(পুরুলিয়া)

মুক্তি

২৪শে পৌষ, ১৩৭৯, সোমবার

হিসাব নিকাশের শুরু

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের এখন খানিকটা পরীক্ষা চলেছে। দেশের লোক এখন এর হিসাব করতে আরম্ভ করেছে।

নেতৃত্বের নিজের শক্তিতে নেতৃত্বকে মেনে নেওয়া—আর অন্য কোন নেতৃত্ব নেই এবং হয়ত এর দ্বারা কিছু হতে পারে এই ভাবে কোন নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়া এই দুইয়ের মধ্যে তফাত অনেক। গান্ধীজীর নেতৃত্ব নিজের শক্তিতে অসামান্য ছিল, জহরলালের নেতৃত্ব খানিকটা নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপরে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব।

রাষ্ট্রপতি গিরির নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পদক্ষেপ ও অভিযান শ্রীমতী গান্ধীর নীতি-হীনতার শোচনীয় পরিচয় দেয়। সে সময় সমস্ত দেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা প্রবল হাওয়া দেশে বইছে—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে এবং কংগ্রেসের একটি অপরিত্যাজ্য প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে তার পূর্ণ সুযোগ নেবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসেরই একজন অনন্যা হিসাবে—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির পদের জন্য কংগ্রেস, যে প্রার্থীকে মনোনীত করেছিল—প্রকাশ্য ভোট যুদ্ধে তাকে পরাজয় করিয়ে নিজের মনোনীত প্রার্থীকে জয়লাভ করানোর ব্যাপারে তার নীতিহীনতার যে শোচনীয় পরিচয় প্রকট হয়েছিল দেশবাসী তা উপেক্ষা করে হয়তো শ্রীমতী গান্ধী কিছু করতে পারবেন এই বিশ্বাসে তার নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা যাচ্ছে দেশবাসী তাদের সেই বিশ্বাস থেকে সরে আসছে। এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের কোন নৈতিক ভিত্তি বা তার কোন নৈতিক আদর্শ নেই যার বন্ধনে ভারতবর্ষের মতো এক বিরাট দেশে এবং কংগ্রেসের মতো এক বিরাট সংগঠনে নৈতিক শক্তির প্রস্ফুরণ হয়ে সংগঠনকে শক্তির আধার এবং সংগঠনকে দেশের মধ্যে নৈতিক শক্তির প্রসারণ ও অর্জনের মাধ্যমরূপে পরিণত করে। ভারতবর্ষে—শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফলে সমাজে যে পরিবর্তনই হোক না কেন—ব্যক্তি-মানুষ এবং সংগঠনের মূলগত ভিত্তিই যদি নীতি বর্জিত হয় তবে এই নীতি-হীনতাই সেই নেতৃত্ব ও সংগঠনকে গ্রাস করে। দেশ, কাল পাত্র ভেদে তার রূপ হয়তো বিভিন্ন হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বের পরে স্বাধীনোত্তর যুগে কংগ্রেসের অবস্থা এই সত্যেরই পূর্ণ পরিচয়।

আজ নব কংগ্রেসে শ্রীমতী গান্ধীর অনুবর্তী এবং সমর্থক হিসাবে যারা ভীড় করে আছেন—তাদের কোন নৈতিক ভিত্তি বা আদর্শ নেই। অনপেক্ষভাবে দেশের ও জনসাধারণের কল্যাণ—এবং নির্বাচনে জয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতির লক্ষ্যে ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কল্যাণের ধ্বনি—এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রোজ্জল। নেতৃত্বের নীতিহীনতা সংগঠনকে এবং নেতৃত্বের ও সংগঠনের নীতিহীনতা প্রশাসনকে যে কী ভাবে আয়ত্ব করেছে তা দেশের জনসাধারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি তিক্ততার সঙ্গে অনুভব ও উপলব্ধি করছে। এর প্রতিক্রিয়া সেই ঐতিহাসিক পরিণতিই বহন করে আনে যা কোন যুক্তি বা তর্কের অপেক্ষা রাখেনা।

আজ দেশবাসীর পক্ষে এই আলোচনার একান্ত প্রয়োজন আছে। কারণ জহরলালের মৃত্যুর পরেই ১৮৮৫র কংগ্রেসের বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে নব কংগ্রেসের অভ্যুদয় হয়েছে—শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান হয়ে যাবে—অথবা একটি নীতিহীন সংগঠনে স্বাভাবিক আভ্যন্তরীক বিরোধ ও সংঘর্ষে এই সংগঠনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই নেতৃত্বেরও অবসান হয়ে যাবে। আজ যারা নব কংগ্রেসের প্রশাসন শক্তির জোরে জনজীবনে যা খুসী তাই করে বেড়াচ্ছেন—এর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরও শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এর সঙ্গে জনজীবনের অতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলেই এর আলোচনা ও আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ প্রয়োজন। জনশক্তি নিজেদের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে হলেও তার কল্যাণশক্তিকে সংহত করে স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করুক—সেই নেতৃত্বই সমষ্টিগত ভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে। এযাবতকাল নেতৃত্ব উপর থেকে চাপান হয়েছে—আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃত্ব তলা থেকেই নিজেকে সৃষ্টি করুক—বিকশিত হোক। এ হলেই দেশকে যে-কোন-নেতৃত্ব নির্ভর হয়ে কে কতটুকু কি করে দিচ্ছে তার আশায় ও ভরসায় দিন যাপনের ও প্রাণ ধারণের গ্লানি বয়ে ফিরতে হবে না—এবং আশা ও নিরাশার জোয়ার ভাটায় সমাচ্ছন্ন হতে হবে না, অর্থাৎ—দেশের জনগণকে নিজের অর্জিত ও নিজের সৃষ্ট আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সম্পত্তি ভোগের জন্য নেতৃত্বের ব্যবস্থার বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হবে না।

এটা একটা হবেনা বা হতে পারেনা এমন ব্যাপার নয়। এটা হতেই হবে বা হওয়াতেই হবে—না হলে দেশের বিশেষ কিছু হবেনা—এইটাই সত্য কথা।

বি, দাসগুপ্ত

আসামে কাছাড়ের নেতারা ভুল করছেন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসাম ও কাছাড়ের বাংলাভাষী নেতাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন—আলোচনার জন্য। যদিও কাছাড়ের সমস্ত কংগ্রেসী বিধানসভার ও লোক সভার সদস্যরা ভাষার প্রশ্নে পদত্যাগ করতে কৃতসংকল্প ছিলেন—তবুও তারা আলোচনায় বসে ভালই করেছিলেন। গত ৪ঠা জানুয়ারী কাছাড় নেতারা স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানে ঠিক হয় যে, কাছাড় সহ আসামে সর্বভারতীয় ভাষা নীতি অনুসৃত হবে। আরও ঠিক হয় যে শান্ত বাতাবরণ গড়ে তোলার পর ঠিক হবে যে, কাছাড়ে কলেজগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে।

নেতাদের যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীপন্থ চান যে, আন্দোলন বন্ধ রাখা হোক। উপযুক্ত বাতাবরণ গড়ে উঠুক। তারপর কলেজ পর্য্যায়ে শিক্ষা-মাধ্যম ঠিক হবে। সে ক্ষেত্রে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছন সম্ভব হবে।

দেশের সর্বোচ্চ নেতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে কাছাড় কংগ্রেসের নেতারা ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন বন্ধ রাখতে ইচ্ছুক। তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে কাছাড়ের জনগণকে এবং বিশেষ করে কাছাড় যুব সংগ্রাম পরিষদকে আন্দোলন বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন।

তাঁরা আরও বলেছেন যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎ চন্দ্র সিং জানিয়েছেন ১ নভেম্বরের বিবৃতিতে তিনি যা বলেছেন তার অর্থ এই নয় যে প্রাথমিক স্তরে অসমীয়া প্রবর্তিত হবে শাস্ত্রী-সূত্র অনুসারে। এবং তাও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শের পর। ১৯৬১-তে যে সূত্র কাছাড় নেতারা গ্রহণ করেছিলেন। অবিলম্বে অসমীয়া আবশ্যিক বিষয় হবে না।

যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ (সরবরাহ মন্ত্রী, আসাম) ডাঃ লুৎফর রহমান (পূর্ত মন্ত্রী) নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী এম পি, এন আর লসকর এম-পি, একে মুকুল হক (সভাপতি শিলচর জেলা কং) জগন্নাথ সিং, বি, এন, উপাধ্যায়; সুরঞ্জন নন্দী, শুভঙ্কর সিংহ, মওলানা আবদুল জলিল চৌধুরী, দিনেন্দ্র পুরকায়স্থ, সুদর্শন দাস, আবদুল মকতাদির চৌধুরী, মুকুল হক চৌধুরী, আবদুল হামিদ মজুমদার, আবদুল রহমান চৌধুরী (সকলেই এম এল এ) এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এম-পি।

এই সমস্ত নেতারা খুবই ভুল করছেন। এবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অতি তিক্ত—দীর্ঘ দিনের এবং বাস্তব। নেতৃবৃন্দ ফয়সলা করেননি—ফয়সালা হবে বলে আন্দোলন থামাতে বলছেন। কাছাড়ের ছাত্র-যুব সম্প্রদায় এবং জনসাধারণ আন্দোলনের জন্য তৈরী এবং সে পরিবেশ ভাল ভাবেই গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নেতাদের দিয়ে আন্দোলন থামাবার যুক্ত বিবৃতি বের করিয়ে এই সমস্ত নেতাদের সংগ্রামী জনগণ ছাত্র ও যুবকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার সম্বন্ধে চাল সফল হয়েছে। যদি শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন চলে তবে যে শক্তি সংহত হবে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সব দাবী মেনে নিতে হবে নাহলে—এখানেই আন্দোলনের শেষ হবে এবং কিছুই হবেনা। নিরাশ ছাত্র ও যুবকরা অশান্তির পথ নেবে। আন্দোলন ধ্বংস করার এই পরীক্ষিত পন্থা নেতারা অত্যন্ত অদূরদর্শীর মতো পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।

বি দাসগুপ্ত

মানবাজারের সাম্প্রতিক ঘটনাধারার বিশদ বিবরণ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রদত্তএই বিবরণী মুক্তির কয়েক সংখ্যায় বেরিয়েছে। মানবাজারে নারী নির্য্যাতনের ব্যাপারে লোক সেবক সংঘের প্রতিবাদ ও ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে মানবাজারে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়—সেই সভার বক্তৃতাগুলির বিবরণ চলছে।)

এই মানবাজার কি সেই মানবাজার ?

নিমডি লোক সেবায়তনের অন্যতম পরিচালিকা শ্রীমতী বাসন্তী রায় বলেন যে, আগে প্রায়ই মানবাজারে আসতাম। পরাধীন থাকার সময় জন সংগ্রামের কাজ যখন দিকে দিকে চলছিল—তখন তারই কাজে মানবাজারে এসেছি—তখন দেখেছি—মানবাজারের জনগণের কী জাগ্রত মনোভাব—জনশক্তির কী বীরত্বপূর্ণ উৎসাহব্যঞ্জক পরিচয়—আজ মানবাজারের ঘটনা শুনে, আর এখানে এসে দেখে শুনে কেবলই এক প্রশ্ন মনে জাগছে—এই কী সেই মানবাজার ? মুষ্টিমেয় হ'লেও মানবাজারের একদল লোক এই সব নানা দুঃখজনক কাজে লিপ্ত হচ্ছেন—দেখে দুঃখ হচ্ছে—সেই মানবাজার আজ কোথায় গেছে। আমরা আশা করব—সেই আগের মানবাজার—এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এইসব উপদ্রবের বিরুদ্ধে মানুষ শক্ত হ'য়ে আবার নিশ্চয় দাঁড়াবেন—আমাদের মেয়েদের মায়েদের অপমানে মানবাজার কলঙ্কিত যেন না হয়—তাঁরা তার আশ্বাস নিশ্চয় দেবেন। মানবাজার আবার সেই মানবাজারের স্বরূপে জাগ্রত হবে—আশা রেখে যাচ্ছি।

মানবাজারকে আজ পরিষ্কার ভাষায় উত্তর দিতে হবে

এরপর শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত বক্তৃতা দিতে উঠে আবেগময়ী ভাষায় নারী নির্য্যাতনের মত জঘন্য অপরাধ ক'রেও, কতকগুলি সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা যে সব কদর্য্য উপদ্রব হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অন্তরের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন—তাঁর বিশেষ ক্ষোভ হয়েছে—মানবাজারে ব্যাপক হরতাল করায়। মানবাজারে গ্রামের মেয়ে লাঞ্ছিতা অপমানিতা হয়েছে তার বিরুদ্ধে লোক সেবক সংঘ মানুষের কর্তব্যের যে আহ্বান দিয়ে প্রতিবাদ অভিযান পরিচালিত করেছে তার বিরুদ্ধে হরতাল ক'রে মানবাজারবাসী একযোগে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কদর্য্য নারী নির্য্যাতনকে সমর্থন করতে চান ? আপনারা সব জেনেও কেন এই হরতাল করেছেন তার জবাব দিন।

আমাদের মেয়ের অপমান কি আপনার মেয়ের অপমান নয় ?

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত বলেন—আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়েছে——এখানকার পঞ্চায়েৎ প্রধানদের মনোভাব দেখে। আমি তাঁদের থানায় গিয়ে উপযুক্ত বিচার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে বলি। তাঁরা তখন বললেন—ওসব করতে গেলে গুণ্ডারা আবার পিছনে লাগবে। তখন আমি তাঁদের বলি—আপনার এহেন দায়িত্বশীল পদে আছেন, মানুষের রক্ষায় শক্ত হ'য়ে আপনাদের দাঁড়াতে হবে। এতবড় ব্যাপার ঘটল—কিন্তু তার প্রতিকারে আপনি ভয়ের মনোভাব প্রকাশ করছেন। কিন্তু ঐ বিপদ যদি আপনার ঘরের বিপদ হোত, আপনার মেয়ের ওপর ঘটত তাহলে কি আপনি ভয়ে পিছিয়ে যেতেন ? চুপ ক'রে থাকতেন ? অপরের দুঃখটা ঐভাবে উপলব্ধি ক'রে দেখুন। আমার ঐ ভাবে বলায়—ঐ প্রধানেরা আমার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে চাইছেন যে, আমি ওঁদের মত মাননীয় ব্যক্তিদের মেয়েদের নাকি অপমান করেছি। তাতে মানবাজারে নাকি ষড়যন্ত্র হচ্ছে—আমার এই অপরাধের জন্য আমাকে মারা হবে !

এ হেন ন্যায়সঙ্গত উক্তিকে উত্তেজনার সামগ্রী করার অপচেষ্টা

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি—ঐ ভাবে ব'লে আমি কোনো অপরাধ করিনি বা তাঁদের মত মাননীয় ব্যক্তিদের মেয়েদের অপমান করিনি। দায়িত্বশীল মানুষেরা অপরের মেয়েকে নিজের মেয়ে ব'লে মনে করবেন নিজের দুঃখের সঙ্গে মিলিয়ে অপরের দুঃখ অনুভব করবেন—একথাই বলেছিলাম। যে কোনো বিচারশীল মানুষের কাছে রায় নিন—এতে আমার অপরাধ ঘটেছে, না, আমার অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত কথার ওপরে উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে অনর্থক ক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে তাঁরা কী বলেন [illegible]। আমার সত্য কথা বলার জন্য এবং ওঁদের নিজেদের দুর্ব্বলতা ও [illegible] জন্য যদি ওঁরা আমায় শাস্তি দিতে চান—আমি ভীত নই—

নিজেদের কুৎসিৎ অপরাধকে ঢাকতে এক বিচিত্র কদর্য্য অজুহাত

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আরো বলেন যে, মানবাজারে একথা বলা হয়েছে যে, আমাদের গ্রামের মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে মানবাজারে আসে—তাতেই তাঁদের ছেলেরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এতে ওঁদের ছেলেদের দোষ কি ? এতবড় জঘন্য অন্যায় ক'রে কী সাফাই করার অপচেষ্টা দেখুন। গ্রামের গরীব মানুষকে শোষণ ক'রে মানবাজারে তোমরা দালানের পর দালান দিয়েছ আর তার ফলে আমাদের মানুষ গরীব থেকে আরো গরীব হয়েছে আমাদের মেয়েরা দারিদ্রের তাড়নায় ভাল কাপড় পরতে পায় না—তাকে তোমরা উপহাস করছ—তারা উলঙ্গ হ'য়ে এসে তোমাদের ছেলেদের প্রলুব্ধ করে ! বিচিত্র তোমাদের বুদ্ধি ও বিচার।

এই যদি মানবাজারের বিচার হয়, তবে মানবাজারের সঙ্গে লেনদেনের কোনো সম্পর্ক আমরা রাখবো না

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত বলেন—এই যদি তোমাদের বিচার হয়—আমাদের গ্রামের মেয়েরা চাষের ফসল বিক্রি করতে এখানে এলে, যদি তোমরা তাদের ওপর অত্যাচার, অপমান ক'রে আমাদের লাঞ্ছিতা মেয়েদেরই জঘন্য অপরাধে অপরাধী করো এই যদি তোমাদের বিচার এবং কাজের ধারা হয়—তাহলে আমরা গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হ'য়ে স্থির করব—তোমাদের এখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা তোমাদের কাছে জিনিষ সরবরাহে আসবে না একেবারে বয়কট করব—বয়কট—সম্পূর্ণ বয়কট।

এর উপযুক্ত জবাব হবে—বয়কট

আমাদের প্রতি এই জঘন্য অপমানের আমরা উপযুক্ত জবাব দেব। মানবাজারের বাইরে আমরা ব্যবসায় বাজার বসাব। আজ আমরা অর্থ নৈতিক শক্তি সংগ্রামেও নেমেছি। পেটের জন্য মনুষ্যত্বের অপমান যাতে করতে না হয়—স্বাবলম্বনের শক্তিতে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি তার পথ আমরা আজ ধরেছি। দেখব আমরা আমাদের অপমান ক'রে, আমাদের ওপর চোখ রাঙিয়ে তোমরা কত ব্যবসা করতে পারো। জনশক্তির কী মূল্য তোমরা দেখেও আজও শেখনি। আরো শিখিতে হবে। মানবাজারের যদি সুবুদ্ধি না হয়, উপদ্রবের অধিকার যদি অবাধ চলতে থাকে জেনে রেখো আমরা চুপ করে তা' হজম করবো না—তখন আমাদের প্রোগ্রাম হবে—অন্যায়কারীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বয়কট। এই আমাদের গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

এখনো যদি কেউ সেই নির্ব্বোধের রাজত্বে থাকেন

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাতর বক্তৃতা বিষয়ে দু' এক কথা বলা দরকার বোধ ক'রে আমি আবার জনসভায় দু' এক কথা এই বললাম যে,—আমাদের গিরিশ আপনাদের কাছে আজ যা বলল তা' ওর নিজের কথাই মাত্র নয়—এই সব অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে, গিরিশের কথার মধ্যে সেই বিক্ষোভের সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা—যারা একটু আর্থিক সুবিধার মধ্যে উচ্চ অবস্থায় রয়েছেন তাঁরা আজ অর্থের অহংকারে এবং সরকারী প্রশ্রয়ে মত্ত হ'য়ে যা খুশী করছেন—মানুষের প্রতি জঘন্য লাঞ্ছনা, অপরিমেয় অত্যাচার করছেন এবং এসব ক'রেও স্পর্দ্ধায় উন্মত্ত হ'য়ে নিরপরাধদের ওপর চক্ষু রক্ত ক'রে গালিগালাজ ক'রে বেড়াচ্ছেন। মনে ভাববেন না—এ বেশী দিন চলবে। পৃথিবীতে যুগে যুগে এ হেন নির্ব্বোধদের অবিচারের রাজত্ব জাগ্রত জনতার উত্তাল স্রোতমুখে কোথায় তলিয়ে গেছে। তাও আজ এঁদের শিক্ষা হচ্ছেনা।

(ক্রমশঃ)

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মানবাজার১নং সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শকের রহস্যজনক আত্মগোপন

কয়েকদিন থেকে মানবাজার ১নং সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীপ্রভাত কুমার চ্যাটার্জ্জীকে অফিসে পাওয়া যাচ্ছে না। বছরের প্রথম মাস; শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফল জানার জন্য তাঁর অফিসে যাচ্ছেন এবং নিরাশ হয়ে ফিরছেন। অনুসন্ধান করে জানা গেল গত ৩০শে ডিসেম্বর '৭২ তারিখে পুরুলিয়ার জনৈক এ, এস, আই, (পুলিশ) এর প্রহরাধীনে একটি ট্রাকে করে তিনি তাঁর পরিবারের লোকজন সহ সমস্ত জিনিষপত্র মায় উনুনের শিক্‌গুলিও নিয়ে যান এবং ৩রা জানুয়ারী ৭৩ রাত্রি প্রায় ৯টার সময় হঠাৎ তিনি অফিসে এসে দুই মিনিটের মধ্যেই ব্যাগ হাতে অন্ধকার রাত্রিতেই বেরিয়ে পড়েন। কয়েকজন সংগঠন শিক্ষক, তাঁদের অভিভাবকগণ এবং কয়েকজন পাওনাদার বহু খোঁজ করেও প্রভাত বাবুর হদিস পাননি। প্রভাতবাবুর আত্মগোপনের সংবাদে জনৈক সংগঠক শিক্ষক অফিসেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং জ্ঞান হবার পর—"ইন্দুর মারা ঔষধ" খেয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। উপস্থিত কয়েকজন শিক্ষকের ত্বরিত হস্তক্ষেপে সংগঠক শিক্ষকটি—সে যাত্রা রক্ষা পান।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল এই সংগঠক শিক্ষকটির চাকুরী করে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষকটির কাছ থেকে প্রভাতবাবু এগার শত টাকা আদায় করেছেন। এই রকম বহু সংগঠক শিক্ষক এখন প্রভাতবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

নির্মম, হৃদয়হীন, স্বেচ্ছাচারি এই সুনবাবুটি গত দুই বছর ধরে মানবাজার ১নং সার্কেলের শিক্ষকদের উপরও অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের বদলী, প্রমোশন, বাকী বেতন আদায়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড হতে ঋণ মঞ্জুর করে দিব বলে বহু টাকা শিক্ষকদের কাছ হতে লুঠ করেছেন। জাল ভাউচার দিয়ে CARE এর শিশুখাদ্য রাখার জন্য গুদাম ভাড়া, কুলীর বেতন, নাইট গার্ডের বেতন নিয়মিত আদায় করেছেন। তাঁর অনুগত শিক্ষকদের বেতন বন্ধ রেখে বেতন কেটে, কণ্টিজেন্সীর টাকা কেটে জব্দ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মানবাজার ১নং সার্কেলের সংগঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বহু অভিযোগ করেছি। আন্দোলনও করেছি।

শুনা যাচ্ছে তাঁকে বদলী করা হচ্ছে। হয়তো শিক্ষক নির্যাতনের জন্য তাঁর প্রমোশনও হতে পারে; আরও শুনেছি গুপ্ত স্থান থেকেই তিনি নাকি জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে কাগজে কলমে চার্জ্জ দিয়েছেন। কিন্তু যা ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে তাই দেখে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আমাদের অনুরোধ প্রভাত বাবুকে এখান থেকে "রিলিজ" করার আগে তাঁকে খুঁজে বের করে মানবাজার অফিসে বসিয়ে চার্জ হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করুন। বহু শিক্ষকের সার্টিফিকেট, স্কুলের মন্তব্য বহি তাঁর কাছে আছে সেগুলি ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। যে সকল শিক্ষক প্রভাত বাবুর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন তাঁদের সার্ভিস বুকগুলি চেক্ করার ব্যবস্থা করুন। আমরা সন্দেহ করি এই সার্ভিস বইগুলিতে খারাপ মন্তব্য থাকার সম্ভাবনা আছে। ইতি

কমলাকান্ত মাহাত
নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
পুরুলিয়া শাখা

৫/১/৭৩

সম্পাদক,
'মুক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকা
মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফৎ এম, এস, এ, সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কয়েকটি অভিযোগের বিষয় জানাইতে চাই। কাজেই এই চিঠি প্রকাশিত করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ (৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ হইতে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭২ পর্য্যন্ত) এর ৩২টি টিকিট পুরুলিয়া এম, এস' এ, (মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসন) সম্পাদকের নিকট আসিয়াছিল, এম, এস, এ, কর্ম্মকর্ত্তাদের এবং পুরুলিয়ার বিভিন্ন ক্লাব প্রতিনিধিদের নিকট দেওয়ার পর বাকী টিকিটগুলির বিলি বন্টন ব্যবস্থায় স্বজন পোষণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যাইতেছে।

কর্ম্মকর্ত্তাদের বাদে অন্য টিকিটগুলি কর্ম্মকর্ত্তাদের জানা শোনা লোকের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয়ের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আনন্দের কথা। অবশ্য এই অতিরিক্ত টাকা নাকি এম, এস, এর তহবিলে জমা করা হইয়াছে। তাহাই যদি হয় তবে তাহা পুরুলিয়ার সর্ব্বসাধারণকে সে সুযোগ দেওয়া হইল না কেন, দেওয়া হইলে এম, এস, এ, এর তহবিলে এই জমার অঙ্ক আরো বেশী হইত নিশ্চয়।

কলিকাতা হইতে টিকিটগুলি আনিবার জন্য টিকিট প্রতি ৩্ (তিন টাকা) খরচ হিসাবে অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে। একজন লোকের কলিকাতা হইতে টিকিট আনিবার খরচ ৯৬.০০ অবিশ্বাস্য রকমের বেশী বলিয়া মনে হয়।

কাজেই এম, এস, এ, সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুরোধ যে তিনি টিকিট বিলি বন্টনের তালিকা ও পদ্ধতি প্রকাশিত করিয়া এ সমস্ত সন্দেহের উপশম করিবেন।

এ প্রসঙ্গে সাধারণের এম, এস, এ, সদস্য পদ লাভের করণীয় বিষয় জানাইতেও এম, এস, এ, সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হইতেছে।

নমস্কারান্তে—
অজয় কুমার মণ্ডল
পুরুলিয়া

বর্ধমান ইউনিভারসিটির কার্য্যকলাপ
পরীক্ষা বনাম আর-এ

মুক্তি পত্রিকা (জেঃ কেঃ কলেজ)
সম্পাদক সমিপেষু— পুরুলিয়া

আমি গত বৎসর পুরুলিয়া জেঃ কেঃ কলেজ থেকে (বর্ধমান ইউনিভারসিটি) U.E. পরীক্ষা দিয়েছিলাম। বাংলা পরীক্ষা নির্ধারিত সময় থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা হলে নয় দশ জন করে প্রফেসার গার্ড দিয়ে আমাদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র নয় দশ জন প্রফেসার গার্ড দিয়েই Principal মহাশয় শান্ত হননি। প্রথমদিন কলেজে গিয়েই দেখি একটার পর আর একটা, পুলিশ, সি, আর, পি বোঝাই গাড়ী দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরেই দুশর মতো পুলিশ এবং সি, আর, পি গোটা কলেজকে ঘিরে ফেলল। তারপরে English first paper পরীক্ষা শুরু হল, পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোলমাল শুরু হল ছাত্ররা পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে এল কিছু ছাত্র আবার খাতা ছিঁড়ে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ভেতর পুলিশ ঢুকে কিছু ছাত্রকে মারধোর করল। ফলে আহত হল কিছু ছাত্র, এবং ধরে নিয়ে গেল কিছু ছাত্রকে। কলেজের Day shiftএর G.s. এর প্রতিবাদ করতে গেলে তাকেও ধরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষন পর শান্ত অবস্থা ফিরে এলে পরে আবার পরীক্ষা শুরু হল, এইভাবে বাকি পরীক্ষা শান্তভাবে পার হয়ে গেল। শুধু মাত্র শান্ত ভাবেই বলা চলে না, সম্পূর্ণ সৎ উপায়ে ছাত্ররা পরীক্ষাগুলো দিল। তারপর কিছুদিন পর শুরু হল বাংলা পরীক্ষা। এই বাংলা পরীক্ষার দিন আমি কলেজে উপস্থিত ছিলাম না, এবং পরীক্ষাও দিইনি। কিছুদিন পর গত ৩/১/৭২ তারিখে যখন পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হল তখন দেখি মাত্র পাঁচজন পাশ করেছে বাকি সবাই R A. Notice Board এ গিয়ে দেখি R. A এর list এর সঙ্গে আমার নামও রয়েছে। আমি ভাবলাম হয়তো প্রত্যেকটা Subject এ R. A.। কিন্তু খবর নিয়ে জানতে পারলাম শুধুমাত্র বাংলাতে R. A. হয়েছে। অবাক হয়ে গেলাম আমি এ-কি করে হতে পারে। বাংলা পরীক্ষা দিইনি অথচ R. A. এর list এ আমার নাম। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম Principalএর কাছে, Principal কে বললাম Sir Notice Boardএ আমার নাম কেন। Principal সহজ ভাবে জবাব দিলেন You are R.A.। আমিও সঙ্গে সঙ্গে, বললাম Sir আমি পরীক্ষা দিইনি, অথচ R. A. হলাম কি করে। Principal বললেন তুমি পরীক্ষা দাওনি ? আমি বললাম Sir আপনি কলেজের Principal আপনি জানেন না আমি পরীক্ষা দিয়েছি কি দিইনি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় বর্ধমান ইউনিভারসিটির কণ্ট্রোলার মহাশয়কেও জানাতে চাই যে, Sir আপনি যখন সবাইকে R A করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন কি আপনি By chance ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, না আমার বেলাতে চোখে লেবুর রস লাগিয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন। Sir পরীক্ষা না দিয়েও যে ছাত্ররা R. A. হয় তা আমার জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। ইতি

পঞ্চানন ঘোষ
জগন্নাথ কিশোর কলেজ, পুরুলিয়া—(কেতিকা)

পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর মোটর কোম্পানীকে লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে আত্মীয় তোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর পদত্যাগ দাবি

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ছোট মোটরগাড়ী তৈরীর লাইসেন্স পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে লোকসভার সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু (সি, পি, এম), শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী (জনসংঘ), শ্রীপিলু মোদী (স্বতন্ত্র), এবং শ্রীএস, এন, মিশ্র (সংগঠন কংগ্রেস) শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে আত্মীয় তোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেছেন। তাঁদের অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১। ভারতে ছোট ও সুলভ মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ পাবলিক সেক্টর থেকে (অর্থাৎ সরকারী উদ্যোগে) হবে বলে সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পুত্র এ ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ায় সরকারের ঘোষিত নীতি বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২। সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি লিমিটেডের জন্য হরিয়াণার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলাল দ্রুত গতিতে জলের দরে ৪২০ একর জমি দখল করেছেন। ফলে ১৫০০ চাষী ও প্রাক্তন সৈনিক তাঁদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছেন। জমির বাজারদর একর প্রতি ৫০/৬০ হাজার টাকা। কিন্তু উদ্বাস্তু জমির মালিকদের একর প্রতি মাত্র ১৬ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ ধার্য্য হয়েছে। এ টাকাও দুবছর পরে বছরে একটি করে ১৮ কিস্তিতে দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছে।

৩। মারুতি লিমিটেডের জন্য অধিকৃত জমি হরিয়াণার বিমানবন্দর সংলগ্ন। এ ধরণের জমির বেসরকারী ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের জন্য লঙ্ঘন করা হয়েছে।

৪। সাধারণতঃ সরকারী লাইসেন্সের মেয়াদ ২ মাস থেকে ১ বছর। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর পুত্রের বেলায় তা' বাড়িয়ে ২ বছর ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছে।

৫। গুরগাঁওয়ের ঐ জমিতে শিল্পনগরী নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি লিমিটেড তিনচতুর্থাংশ জমি দখল করে ইতিমধ্যেই প্রায় ২ কোটি টাকা কামিয়েছে।

৬। প্রধানমন্ত্রী নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেলিফোন করে মারুতি লিমিটেডকে ৬ হাজার টন ইস্পাত সংগ্রহ করে দেন। ঐ ইস্পাতের একটা অংশ কালোবাজারে বিক্রয় করা হয়েছে।

৭। শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ইতালীর রোলস-রয়েস কোম্পানীতে একজন শিক্ষানবীশ মাত্র ছিলেন। মোটর নির্মাণের উপযুক্ত বিদ্যা তাঁর নেই।

৮। শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর মাসিক আয় মাত্র ১৪০ টাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে ১৭ কোটি টাকার কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স কি করে দেওয়া হয়?

শ্রীবসু অভিযোগ করেন যে শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী সরকারী নীতি অনুযায়ী সঞ্জয় গান্ধীর বেসরকারী উদ্যোগে ছোট মোটর নির্মাণে আপত্তি করেছিলেন বলেই কি তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়?

মারুতি লিমিটেডের ডিরেক্টররা সরকারের কাছ থেকে বহু অন্যায় সুবিধা পাচ্ছে। প্রাক্তন পেট্রলিয়াম মন্ত্রীর আপত্তি সত্বেও একজন ডিরেক্টারকে ন্যাপথা ভিত্তিক সার কারখানার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীরোজাক সিং এর বাড়ী তল্লাসী করে সম্প্রতি ১৭ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

—•—

শোকসংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই, যে পুরুলিয়া জেলার (কেতিকা) বিখ্যাত জমিদার এবং আইনজীবি শশধর চৌধুরী মহাশয় গত ১৩ই পৌষ (২৮/১২/৭২) ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি এক কালে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। এই জেলার জগন্নাথ কিশোর কলেজ, কেতিকা রামকৃষ্ণ তারক মঠ, বলরামপুর কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রচুর জমি দান করেছেন। এগুলি ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

তিনি ছয় পুত্র, তিন কন্যা এবং বহু নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। আমরা তাঁর পরলোক গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

আবশ্যক

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন:—

- উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগের জন্য—১ জন পি, জি, বি, টি, অথবা বি, টি।
- নিম্ন বুনিয়াদী বিভাগের জন্য মাদারট্রেন্ড—১ জন।
- প্রস্তাবিত নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য—২ জন এম, এ, বি, টি, অথবা বি, এ, বি, টি,।

উপযুক্ত সার্টিফিকেট সহ অবিলম্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক
মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ—মাঝিহিড়া (পুরুলিয়া)

—•—

লোকব্রতী সোসাইটির কৃষি কর্ম্মধারাকে জ্ঞানের আলোয় সহায়তা দিতে

কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

চাষীর আলো

"চাষীর আলোর" কথা জেলার সকলেই জেনেছেন। বিগত জানুয়ারীতে এর প্রকাশ হবে ঠিক হয়েছিল। সেজন্য বহু মানুষই অধীর আগ্রহে ছিলেন। অনেকে গ্রাহক হ'য়েও অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ করতে গিয়ে দেখা গেল এরকম একটি কাগজ ছাপাবার জন্যে প্রেস সংক্রান্ত ও অন্যবিধ নানা আয়োজনের ত্রুটী রয়েছে। সেগুলি সেরে উঠতে খুবই বিলম্ব হোল। এই জানুয়ারীর শেষে জানুয়ারীর সংখ্যা প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এখন আমরা এই মাসিকপত্র প্রকাশের জন্য আইন সংক্রান্ত নির্দ্দেশের অপেক্ষায় আছি। আশা করছি শীঘ্রই সে নির্দ্দেশ এসে পৌছুবে।

বিজ্ঞানের আলোয় কৃষিকে ধরতে হবে—দেশ বিদেশের বিরাট কৃষি অভিযানকে জানতে হবে—কৃষি বিষয়ে বহুবিধ তথ্য চাষীকে পেতে হবে। তারই আয়োজনে "চাষীর আলোর" অভ্যুদয়। বহু বিশেষজ্ঞের রচনা সম্ভারে চাষীর আলো প্রকাশিত হতে চলেছে। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

নিবেদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক, চাষীর আলো

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
খঞ্জর মারো গর্দ্দানেই—
পঞ্জরে আজি দরদ নেই—
মর্দ্দানাই পর্দ্দা নেই—
ডর্ তা নেই আজ খুন-খারাবীতে রক্ত-লুব্ধ মন
খুনে খেলবো খুন-মাতন!
দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আনতে যুঝবো রণ!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

—নজরুল

৩৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | সোমবার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৩, ১লা মাঘ, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(৮)

রাষ্ট্রপতি ভবনে

এম, পি, রাও এখানে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। যে জনসাধারণ পায়ে হেঁটে চলে শিক্ষিতই হোক বা অশিক্ষিতই হোক তাদের সঙ্গে এদের সংসারের যোগাযোগ বাবুর্চি, খানসামা ও আয়ারূপে—বাইরে যোগাযোগ পিয়ন, কেরাণী, মজুররূপে। আমিও সিরাজ একটা কুঞ্জের ধারে দুটো চেয়ারে বসে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে রিসেপসনে আমন্ত্রিতদের প্রবহমান স্রোত দেখ-ছিলাম। দু চারজন স্বাধীনতা সংগ্রামী তাম্রপত্রী যারা বেশ ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাদের উপর যদিও বা এদের কারও কারও দৃষ্টি পড়ছিল—সেটা পথে-চলা-পদ-চারীদের প্রতি মোটরে-চড়া অভিজাতের দৃষ্টি। বিভূতি সরকার, প্রফুল্ল রাহা, হরিপদ ভটাচার্য্য বা সিরাজুল হক এই মোগল গার্ডেনে সযত্ন-রক্ষিত ও বর্দ্ধিত গোলাপ কুঞ্জের নীচে ছেঁটে ফেলবার আগাছার মতো বেমানান প্রতিভাত হচ্ছিল। সিরাজকে বললাম এই ৫/৬ হাজার উপর তলার অভিজাত ও অভিযাত্রীদের ঠেলে যদি কিছু খেতে চাও আমার সঙ্গে থাক। আমার পাঁচ ছ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। রাষ্ট্রপতি ঐ ওখানে এলেই জনগণ-মন ব্যাণ্ড বাজবে তখন টেবিলের কাছা-কাছি থাকবে। থামলেই খাওয়া আরম্ভ হবে সুতরাং তখনই টেবিলের ধারে থাকলে খেতে পারবে। নাহলে এক গ্লাস জল পাবারও আশা রেখো না।

হলও তাই। বুফের ব্যাপার। টেবিলে প্লেটে রাখা আছে কচুরী, একটা নারকেলের তৈরী নাম-জানিনা জিনিষ, কিছু মুগডাল ভাজা। পেয়ালা রাখা আছে—টিপট ভর্ত্তি চা, কফি, চিনির চৌকা। প্লেট নাও ইচ্ছেমতো খাবার নাও চা—নাও। ওখানে দাঁড়িয়েও খেতে পারো বা সরে এসেও খেতে পারো। প্লেটে খাবার ফুরোলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য প্লেট ভর্ত্তি করা হয়। সিরাজ বেশ গোটা কয়েক কচুরী ও নারকেলের তৈরী জিনিষ খেয়ে বললে পেট ভরে গেছে—আর চাই না। আমরা দুজনে দু কাপ চা নিয়ে আমাদের পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসলাম। এদিকে টাই, গলাবন্ধ কোট ও জর্জেট, সিফন ও সিল্ক শাড়ীর—টেবিলের ধারে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি চলেছে। ঠেলা ঠেলিতে কারও চা এর কাপ উল্টে যাচ্ছে, কেউ গলদঘর্ম হয়ে কচুরীর প্লেট নিয়ে বেরিয়ে এসে উদগ্রাসে গিলছে। সমবেত ছয় সাত হাজার সর্ব্বোচ্চ তলার অভিজাতদের উদগ্র লোভের প্রতি-যোগীতা ঐ কচুরী ও ডালভাজাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত ক্লিন্নতা নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। সিরাজকে বললাম দেখছ? সিরাজ বলল—শুধু দেখছি নয়—এতদিন যা বুঝি নাই তা বুঝছি; সতাই—ইয়ে বেহেস্ত হ্যায়।

কোথায় রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী আর আমন্ত্রিত স্বাধীনতা সংগ্রামী তাম্রপত্রিরা! রাষ্ট্রপতি গিরী ও প্রধান মন্ত্রীকে ঘিরে রয়েছে মোগল গার্ডেনে নেকটাই, জর্জেট ও গলাবন্ধ কোট। এদের একটু হাসি একটা কথা, একটা joke এ চতুস্পার্শ্বস্থ ধুরুমাররা কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছেন। তাম্র পত্রিরা ফ্রিডম ফাইটার্সের বড় বড় ব্যাজ লাগিয়ে কারও কারও কৌতূহল-পূর্ণ দর্শনীয় হয়ে ঘুরছেন। ওদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করা এদের সাধ্য নয়। তাই বেশীর ভাগই কেউ এক পেয়ালা চা বা এক আধ গ্লাস সরবত পেয়ে-ছেন কি—না পেয়েছেন। সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতি গিরি, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আরও আরও মন্ত্রীবর্গ, তৎসম আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা Chat করছেন আর ঘড়ি দেখছেন।

আবার "জনগণ মন" ব্যাণ্ড বাজল। এটা সমাপ্তির ঘোষণা। এর পরে আর খাবার টেবিলে যাবার কথা নয়।

ভোর ৪টা থেকে উঠে দৌড়াদৌড়ি ও নানান ফেরে সকলেই শ্রান্ত। রাষ্ট্রপতির বাড়ী থেকে বেরিয়ে কাছে সমস্তই হচ্ছে "কার"। মাইকে নম্বর ডাকা হচ্ছে, কার আসছে—স্যুট, জর্জেট, চুস্ত, স্বাধীনতা দিবসকে কৃতার্থ করে কারে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের বাসগুলি আরও দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ওগুলি বোধ হয় আভিজাত্য নষ্ট করে। শ্রীপ্রফুল্ল রাহাকে দেখলাম সায়াহ্নের প্রায়ান্ধকারে চলতে পারছেন না—কিন্তু তবুও চলতেই হবে। যে মাটির উপর দিয়ে চলছি সেটা সাধারণ রাস্তা বা পথ হলে ততটা অসুবিধা হতনা—কিন্তু এটা লাল আলগা কাঁকর বিছানো বিস্তৃত পরিসর। হাঁটার জন্য এ ব্যবস্থা নয়। হাঁটতে গেলে দেড়া পরিশ্রম লাগে।

কিছু আগে দেখলাম—অশ্বিনী দা চলেছেন। এই পরিণত বয়সে এখনও তিনি শক্ত আছেন শুধু শরীরের দিক দিয়েই নয় মনের দিক দিয়েও সজীব। রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করার পরে—আমরা যেখানে বসে জটলা করছিলাম সেখানে বসতে বলতে তিনি বললেন—তোমলোগ স্বাধীনতা সংগ্রাম কিয়া হ্যায় আর হমলোগ ক্যায়সা ফুটানী করতা হ্যায় দেখ যাও।"

• • • •

ক্যাম্পে রাত্রে ভোজন তাম্বুতে আরও বেশী হানাহানি। তাম্রপত্রিদের নিজেদের মধ্যে নয় তাম্রপত্রি ও ভোজ্য প্রদানকারীর মধ্যে। সারাদিন ধাক্কা, ধোঁকাওফাঁকি খেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই সবাই ক্ষুধার্তও ছিল এবং তারমধ্যেই একটু স্থির হয়ে বসে খাবার আশা করেছিল। দেখা গেল ঠিকাদার সাহেব নিজেই আজ পরিবেশনে লেগেছেন তারসঙ্গে দু-একজন 'অফসর'কেও উদ্যোগী দেখা গেল। খুব নতজানুভাব—নিজেরাই বাটি বাটি মাংস তরকারী নিয়েএসে তদারক করছেন—কিন্তু ফলে অব্যবস্থা আরও বেড়ে গেল। গাদা মাংস কিন্তু ভাত নেই—টেমপোতে আতা হ্যায়। ভাত এলো ততক্ষণে তরকারী নেই—আতা হ্যায়। যতলোক খেতে বসেছে তার ডবল লোক দাঁড়িয়ে আছে—কোন জায়গা নেই। কেউ প্লেট নিয়ে যেখানে সব জিনিষ পত্র রাখে সেখান থেকে জোগাড় যন্ত্র করে এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। দুএক জন দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে চলেই গেল। কলা দিচ্ছিল ভোজনকারীদের—ভাবলাম আজ রাত্রে একটা রুটি ও কলা দিয়েই রাত্রি যাপন করা যাক। দাঁড়িয়ে ছিলাম—বললাম 'একঠো কেলা দো' লোকটি বললে আপ নহী লিয়া? কাছেই টেবিলে বসে আমাদেরই একজন খাচ্ছিল সে ধমকে বলল—ক্যায়া লিয়াতো ক্যা হুয়া?

১৫ তারিখতো কাটল। কাল ১৬ তারিখে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাড়ীতে কেবল তাম্রপত্রিদের রিসেপসন—বেলা ৯টায়। ভাবলাম যে শেষ ফেরটায় ঢেউটা কি বহন করে আনে দেখা যাক। ক্রমশঃ

—•—

আসামে বাংলা ভাষা রক্ষার অধিকারের আন্দোলন

আন্দোলন প্রত্যাহার করতে কাছাড় অসম্মত

৬ই জানুয়ারীর পর্য্যন্ত সংবাদে প্রকাশ যে দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে, সি, পন্থের সঙ্গে আলোচনারত কাছাড়ের ও আসামের এম, পি, এম, এল, এ-রা—প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী কাছাড়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিলেন। কাছাড়ের সর্বশ্রেণীর এবং সমস্ত পর্য্যায়ের লোক সেটা অস্বীকার করেছে। কাছাড় জেলা কংগ্রেস সংবাদ পরিষদ, ছাত্র ও যুব কংগ্রেসের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান—সর্বসম্মতক্রমে আন্দোলন চালিয়ে যাবার দৃঢ়পণ করেছে—এবং এই ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার হয়েছে। আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলেছে।

সারা কাছাড়ে ১৪৪ ধারা জারি

গত ৯ই জানুয়ারী সমগ্র কাছাড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এই ধারায় আদেশে বলা হয়েছে—কোন সরকারী ভবনের ২০০ গজের মধ্যে কাউকে বাধা প্রদান, অনধিকার প্রবেশ, ও কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা চলবেনা। কোন সরকারী কর্মচারীকে তার কর্ত্তব্য কর্মে বাধাদান অথবা সরকারী অফিসে আগমনেচ্ছু কোন ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া চলবেনা। শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের উদ্দেশ্যে কোন জন সমাবেশ হতে পারবেনা।

কাছাড়ের সংগ্রাম পরিষদ এই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

কাছাড় জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলন গণ-সত্যাগ্রহের রূপ ধারণ করে। ১০ই ভাষা আন্দোলনে গণ-সত্যাগ্রহের তৃতীয় দিনে সমগ্র কাছাড়ে ২১৭১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এর মধ্যে ৫০০ জন হচ্ছেন মহিলা।

১০ই তারিখে করিমগঞ্জে এস ডি ওর অফিস ও আদালতগুলিতে উপবেশন ধর্মঘট করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়। মিঃ চেয়ারম্যান প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী, আসাম বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার রথীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যক্ষ বিনোদ ভট্টাচার্য্য, যুব কংগ্রেসের সভাপতি আব্‌দুল চৌধুরী, এডভোকেট লোকেশ ব্যানার্জী প্রভৃতি প্রমুখ ও বিশিষ্ট কংগ্রেসজনরা গ্রেপ্তার হন।

কলিকাতার এক শ্রেণীর কংগ্রেসী দৈনিক ও সাপ্তাহিক বাংলা ও ইংরাজী সংবাদ পত্র এই আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতাদের সম্বন্ধে অপপ্রচার করে চলেছেন। শিলচর জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীকর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য এই সব অপপ্রচার সম্বন্ধে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে—

কাছাড়ে একমাস যাবত যে আন্দোলন চলেছে তার প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্য সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন আছে। তিনি বিশেষভাবে বলেন যে কাছাড় কংগ্রেসের এম এল এ ও এম, পিদের আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসী-যুবকেরা দলে দলে সত্যাগ্রহী হিসাবে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন।

সারা জেলাব্যাপী ৬ দিনের গণ-উপবেশনের কর্মসূচী জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

সংসদ সদস্য বলীরাম ভকত—এক অভিসন্ধী মূলক বিবৃতিতে বলেন যে—কাছাড়ের আন্দোলন থেমে গেলেই ক্ষতিগ্রস্থ ছাত্ররা আসামে ফিরে যেতে পারবেন। আসামের নির্য্যাতীত ছাত্র সংসদ (কলিকাতা) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে—আসামে যতদিন না স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শারীরিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে যতক্ষণ না তারা আশ্বস্ত হচ্ছেন ততক্ষণ নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাবেন না। কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতি তারা তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীবলীরাম ভকত আসামের ভাষা আন্দোলনে শান্তির দূত হিসাবে গেছেন বলেই প্রকাশ। ভারত সরকারই তাকে পাঠিয়েছে। কোন প্রকার অসৌজন্য প্রকাশ না করেই বলা যেতে পারে যে—শ্রীভকত বিহারের অধিবাসী। মানভূম জেলায় বাংলা ভাষা রক্ষায় যে সময় আন্দোলন চলছিল যে সময়ও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। পুরুলিয়াতে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার দাবী দমন করতে বিহার কংগ্রেস সরকার, ও কেন্দ্রীয় সরকারের জালিয়াতী ও ষড়যন্ত্রের তিনি একটি বিশিষ্ট সহায়ক ছিলেন। বাংলা ভাষার তিনি একজন বিশিষ্ট বিরোধী ছিলেন।

৮ই জানুয়ারী ডিব্রুগড় বাঙ্গালী সমিতির প্রতিনিধিদল তারসঙ্গে ডিব্রুগড় সার্কিট হাউসে দেখা করে যে সমস্ত অনাচার চলেছে তার সম্বন্ধে তাকে অবহিত হয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা দৃঢ় হস্তে রক্ষা করতে বলেন।

প্রকাশ যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিত যাদব ২০শে জানুয়ারী কাছাড়ে এসে কাছাড়ের তিনটি জেলা কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করবেন।

আসামের মুখ্য মন্ত্রীর আবেদন

১০ জানুয়ারী তারিখে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ কাছাড়ের যুবকদের কাছে আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য এক আবেদন করে বলেন যে—শান্তপূর্ণ পরিবেশে ভাষা সম্বন্ধে অচলাবস্থা সম্পর্কে পূর্ণভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

তিনি বলেন যে—এমন একটা আপোষ সূত্র অনায়াসেই বের করা সম্ভব যেটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার অধিবাসীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে।

আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না

১১ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে কাছাড় ছাত্র যুব সংগ্রাম পরিষদ ভাষা আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য মুখ্য মন্ত্রীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরিষদ সভাপতি বসির আহম্মদ বলেন—মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে ভাষার সমস্যা সম্বন্ধে যে কোন স্থানে, যে কোন সময় আলোচনা করতে তারা প্রস্তুত কিন্তু আন্দোলন চলবে। আলোচনার সময়ও আন্দোলন চলবে। ছাত্র ও যুব সংগ্রাম পরিষদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে যতদিন না তাদের ভাষার অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন তারা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেনই।

১১ই জানুয়ারী গণ সত্যাগ্রহ করে প্রায় ২০০০ লোক গ্রেপ্তার হয় তাদের মধ্যে—৭১৩ জনই স্কুল কলেজের ছাত্রী এবং মহিলা।

স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা ১৪৪ ধারা অমান্য করে কাছাড়ের শহরে পরিভ্রমণ করে মুখ্য মন্ত্রীর ১১ই তারিখের বিবৃতির বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে।

সরকারী অফিস প্রভৃতির সামনে উপবেশন সত্যাগ্রহ সমান ভাবে চলছে। সত্যাগ্রহীরা উপবেশন করে ধ্বনি দিচ্ছে এ আন্দোলন চলছে - চলবে।

আসামে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নমুনা

১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অসমীয়াদের বিরাট এক শোভাযাত্রা ডিগবয়ে পুলিস থানার সামনে যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে তখন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং ১২জন পুলিশ আহত ও তারমধ্যে ৩ জনের আঘাত গুরুতর। ডিব্রুগড় থেকে ডেপুটি কমিশনার ও এস পি এস স্থানীয় শান্তি কমিটির এক বৈঠক ডেকে শান্তি রক্ষার জন্য আবেদন জানান।

এই ভিত্তিতেই বাঙ্গালী অধিবাসীদের অবস্থা কি সেটা সহজেই বোঝা যাবে।

কাছাড়ে সেনাদল প্রস্তুত রাখার নির্দ্দেশ

গত ১০ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ আন্দোলন বিক্ষুব্ধ কাছাড় জেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

কাছাড় জেলায় গত একমাস যাবং বাঙ্গালীদের আন্দোলন চলছে এবং সেই আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন।

কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীসহ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জেলায় নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

— — • — —

মুক্তি

১লা মাঘ, ১৩৭৯, সোমবার

অভিযোগের প্রতিকার

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে মুক্তি সম্পাদকের নামে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের একখানা চিঠি আসে এবং মুক্তিতে প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশার্থ দেওয়া হয়। আমরা সংবাদটি, চিঠিটি ও বিবৃতিটি স্থানান্তরে প্রকাশ করলাম।

মুক্তিতে যে সমস্ত অভিযোগ সংবাদ হিসাবেই হোক বা চিঠিপত্র হিসাবেই হোক প্রকাশিত হয় সেগুলির সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যদি এইভাবে তদন্ত করে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেন অথবা অভিযোগগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করলেন তা যদি এইভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তবে জনসাধারণের জন্য একটি নূতন সুযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। মুক্তিতে প্রকাশিত ঘটনা সম্বন্ধে সরকারীভাবে তদন্ত কোনদিন হয়েছে কিনা আমরা জানিনা—হয়ত হতেও পারে, কিন্তু কোন ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করে সরকারীভাবে প্রকাশের জন্য দেওয়া এই প্রথম। যাই হোক যখন দেখা যাচ্ছে পুলিশের কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা জনস্বার্থে গ্রহণ সমীচীন মনে করে করেছেন তখন আমরা আশা করতে পারি অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধেও তারা এইভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

এই দিক দিয়ে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মুক্তিতে সংবাদ হিসাবে যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হয়—তারমধ্যে সংবাদ দাতার নাম সব সময় থাকে না। কিন্তু বেশীর-ভাগ অভিযোগ বিশেষতঃ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যা যা প্রকাশিত হয় তা অভিযোক্তার নাম ঠিকানা দিয়েই প্রকাশিত হয়। সুতরাং সেগুলির সম্বন্ধে তদন্তকারীর সুবিধা আছে এবং যথার্থ তদন্ত হতে পারে যদি অভিযোক্তাকে নিয়ে তদন্ত করা হয় এবং ব্যবস্থা যা গ্রহণ করা হল তাও প্রকাশ করা হয়। এতে লোকে ভরসা পাবে এবং সরকারী ক্ষেত্রে অন্যায়কারী কর্মচারীরাও খানিকটা সংযত হতে পারে।

মুক্তি প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় পত্রিকা।—পুরুলিয়ার জনসাধারণ তাদের মতামত, অভিমত ও অভিযোগাদি প্রকাশের মাধ্যমরূপে মুক্তিকেই যথার্থভাবে তাদের মুখপত্র হিসাবে গণ্য করে এসেছে এবং গণ্য করে। বস্তুতঃ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের সংযোগ রক্ষার যতগুলি উপায় আছে—মুক্তি তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। জনসাধারণের অভিযোগাদি নির্ভীকভাবে প্রকাশের কর্তব্য 'মুক্তি' বরাবরই বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও করে আসছে কিন্তু প্রশাসন থেকে সেইসব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও প্রকাশ করার কর্তব্য কখনও করা হয়নি।

এ সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ প্রশাসনের ক্ষেত্রে অভিযোগাদি তদন্ত এই উদ্দেশে হতে পারে যে অভিযোগাদি অপ্রমাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তদন্ত ইত্যাদি করার একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করা। আর একটি হতে পারে প্রকৃত তথ্য অনুধাবন করে সত্যতার সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হয়ে ব্যবস্থা করা। তদন্ত হলেই লোকের মনে স্বাভাবিক ভাবেই এই কথা আসে যে—চুনকাম করার জন্য এ তদন্ত হচ্ছে। এবং তদন্তের ফলাফলে যে কিছুই হবেনা এটা লোকে আগে থেকেই ঠিক করে বসে থাকে। এজন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না—ঘটনা পরিস্থিতি ও বাস্তবে অনুসৃত পন্থার সম্বন্ধে চিরাচরিত অভিজ্ঞতার ফলেই—এই রকম ধারা বদ্ধমূল হয়েছে।

সম্প্রতি মুক্তির ১৮ই ডিসেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় বান্দোয়ান পুলিশের বিরুদ্ধে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগকারীদের নাম ঠিকানা এবং সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন এম, পি, শ্রীভজহরি মাহাতর নামও প্রকাশিত হয়েছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে অভিযোগকারীর ও শ্রীভজহরি মাহাতকে নিয়ে যথার্থ তদন্ত করে তার ফলাফল ও সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও প্রকাশ করা হোক। আমরা মনে করি যে ধারা শুরু করা হয়েছে সেই ধারা অনুযায়ী এটা অত্যাবশ্যক।

আমরা এ সম্বন্ধে গৃহীত ধারা ও পন্থা ও কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে অপেক্ষমান রইলাম।

বি, দাশগুপ্ত

— — • — —

মুক্তির সংবাদ ও সরকারী প্রতিক্রিয়া

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে প্রকাশিত মুক্তির সংখ্যায় স্থানীয় সংবাদরূপে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

পুলিশী তৎপরতা

গত ১১ই নভেম্বর তারিখে পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার বামড়ো গ্রামের শ্রীকলেবর গরাঞ পুরুলিয়া থেকে ৮০ কেজি পরিমান চাল নিয়ে যাবার সময় রাঁচী রোডে ডেপুটি কমিশনারের বাংলার নিকট পুলিশ কর্তৃক বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় ধৃত হন এবং তাঁকে থানায় চালান দেওয়া হয়। তিনি তাঁর পিসিমায়ের বাড়ী থেকে ঘরের ব্যবহারের জন্য চাল নিয়ে যাচ্ছেন জানানো সত্ত্বেও তাকে ধরা হয়। প্রকাশ সন্ধ্যা ৬টার সময় ২৫৲ টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে তিনি নাকি মুক্তি পান।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের চিঠি

গত ১৩ই জানুয়ারী মুক্তির সম্পাদক নিম্নলিখিত চিঠিটি—District Intelligence Branch, পুরুলিয়া থেকে পান। ইংরাজীতে লেখা চিঠিখানার বাংলায় তর্জ্জমা করে দেওয়া হল :—

সম্পাদক মুক্তি

মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া সহর,

প্রিয় মহাশয়,

দয়াকরে ৪/১২/৭২ তারিখে প্রকাশিত মুক্তির ৪ পৃষ্ঠায় 'স্থানীয় সংবাদ' স্তম্ভে পুলিশী তৎপরতা শীর্ষক সংবাদটি দেখুন।

ঐ সংবাদে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগাদি তদন্ত করে ভিত্তিহীন বলে পাওয়া গেছে। সংবাদে উল্লিখিত কলেবর গরাঞকে ১১-১১-৭২ তারিখে নিয়ম মাফিক চাউল সহ থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আনা হয়। তার বয়ান যাচাই করার পর সেই দিনেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ব্যাপারে তার লিখিত বিবৃতির একটি কপি আপনার অবগতির জন্য দেওয়া হল।

মুক্তির পরবর্তী সংখ্যায় এই ব্যাপারের প্রয়োজনীয় প্রতিবাদ দয়াকরে প্রকাশ করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম, গোপাল,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ
ডি' আই, বি, পুরুলিয়া।

কলেবর গরাঞয়ের বয়ান

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার অন্তর্গত বামড়ার কলেবর গরাঞয়ের—পিতা জয়—লিখিত বয়ানের কপি।

আমি শ্রীকলেবর গরাঞ পিতা শ্রীজয় গরাঞ গ্রাম বামড় থানা পুরুলিয়া মফঃস্বল থানা আমি গত ১১-১১-৭২ তাং দুপুর বেলায় চাকদা আমার পিসিমায়ের বাড়ি হইতে আন্দাজ ৮০ পয়লা চাউল একটি বস্তায় করে সাইকেল যোগে বাড়ী যাইতেছিলাম যখন জর্জ্জ সাহেব বাড়ীর কাছে যাই তখন থানার দারোগাবাবু আমাকে চাউল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন আমি বলিলাম চাকদা গ্রামের পিসিমায়ের বাড়ী থেকে আনিতেছি তিনি বলিলেন তুমি থানায় চল তদন্ত সত্যি হইলে ছাড়িয়া দিব আমি থানায় বসিয়া রহিলাম দারোগাবাবু চাকদা গ্রামে যান দারোগাবাবু চাকদা গ্রাম থেকে তদন্ত করে এসে আমাকে চাউল নিয়ে যাবার অনুমতি দেন আমি চাউল লইয়া বাড়ী যাই। আমি এই ব্যাপারে থানায় কাহাকেও কোন টাকা পয়সা দি নাই এবং আমার কাছে কেহ কিছু চাহে নাই। এবং কোন অসত ব্যবহার কোন পাই নাই।

ইতি—

Sd/ শ্রীসুধীর চন্দ্র মাঝি

Sd/ শ্রীকলেবর গরাঞ
সাং বামড় : থানা পুরুলিয়া।
২৬-১২-৭২

— • —

অন্ধ্র প্রদেশে আন্দোলন

পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ ও পৃথক তেলেঙ্গানা প্রদেশ গঠনের দাবী

প্রধানমন্ত্রী ও হাইকমাণ্ডের ঘন ঘন আলোচনা চলছে—

প্রধানমন্ত্রী, শ্রীচাবন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দুই রাষ্ট্র মন্ত্রী কে, সি. পন্থ এবং শ্রীমিরধা এবং কংগ্রেস সভাপতি আলোচনা করে ঠিক করতে পারছেননা কি করা যায়। যদিও কংগ্রেস হাইকমাণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করেন অন্ধ্র প্রদেশের এক রাজ্যই থাকা উচিত।

যারা হিংসাত্মক উসকানি দিচ্ছে কেন্দ্র কঠোর হস্তে তাদের সায়েস্তা করতে চান। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী নরসিং রাও-এর পরিচালনায় রাজ্য সরকার শান্তি বজায় রাখার সব রকম চেষ্টা করছেন ঠিকই—কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে উত্তম বিশেষ কার্য্যকর হয়নি।

অন্ধ্রে এড হক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বাতিল

কংগ্রেস সভাপতি শঙ্করদয়াল শর্মা ১০ই জানুয়ারী তারিখে অন্ধ্র প্রদেশের এড হক অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছেন কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে সম্প্রতি এই কংগ্রেস কমিটি ঠিকভাবে কাজ করছিলনা।

গত ১০ জানুয়ারী অন্ধ্রে—অন্ধ্র প্রদেশ এড হক কংগ্রেস কমিটি বাতিল ঘোষণার পরে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশঙ্কর দয়াল শর্মা ২০ জন সদস্য নিয়ে এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। এর মধ্যে ১১ জন এম, পি, ৪ জন এম, এল, এ একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, একজন প্রাক্তন এম. এল. এ, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক ও বাকী দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। এই কমিটি রাজ্যের সমস্ত সমস্যাগুলি দেখবে এবং কেন্দ্রকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপদেশ দেবে।

ওদিকে ৯ই জানুয়ারী তারিখে তেনালীতে এক বৈঠকে কে সূর্য্যনারায়ণের নেতৃত্বে এক বৈঠকে ১৫ জন কংগ্রেসী এম. পি, পৃথক অন্ধ্র গঠনের দাবীতে প্রধানমন্ত্রীকে যে চরম পত্র দেন সেই সম্পর্কে এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত না হলে তারা দলত্যাগ করে পার্লামেন্টে একটি পৃথক ব্লক গঠন করে কাজ করবেন।

শ্রীকে, সূর্য্যনারায়ণ বলেন যে—বৈঠকে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তাতে দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের উত্তেজনাকর বিবৃতির উল্লেখ করে বলা হয় যে—কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রকৃত জনগণের আন্দোলনের বিরোধীতা করছেন। তিনি রাজ্যের দেউলীয়া নেতৃত্বকে সাবধান করে বলেন যে তারা যেন লাঠী এবং গুলীর জোরে জনগণের প্রকৃত আন্দোলনকে দাবাবার চেষ্টা না করেন।

এদিকে দিল্লীতে--অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের আলোচনা চলছে। তা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপি, ভি নরসিংহ রাও ১০ জন মন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে শূন্য পদে নতুন মন্ত্রী ভর্ত্তি করার চেষ্টা করে আট জন নতুন মন্ত্রীকে মন্ত্রী সভায় নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৬ জন ক্যাবিনেট পর্য্যায়ের মন্ত্রী ও ২ জন প্রতিমন্ত্রী। এরা ১১ই জানুয়ারী শপথ গ্রহণ করেন।

অন্ধ্রের অবিভক্ত মন্ত্রী সভায় এদের নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াল ২৭। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সংখ্যা হল ১৮ আর প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা হল ৯। মোট ২৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে অন্ধ্র অঞ্চলের মন্ত্রী হল ১৪ আর তেলেঙ্গানা অঞ্চলের ১৩।

অন্ধ্রে কংগ্রেসের প্রাথমিক অস্তিত্ব বিপন্ন

অন্ধ্রে কংগ্রেস-আইন সভা সদস্যদের একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে। অন্ধ্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি, ভি, শুব্বা রেড্ডি এই সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। আইন সভা সদস্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ও সেগুলি কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে পাঠিয়ে দেবার অধিকার সংগ্রাম কমিটি শ্রীশুব্বা রেড্ডিকে দিয়েছে।

গত ১২ই জানুয়ারী গুন্টুরে এই সংগ্রাম কমিটির এক বৈঠক হয়। মুলকী আইনের প্রশ্নে পদত্যাগকারী অধিকাংশই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া ১৫ জন এম, এল, এ ৪ জন এম, পি ও জেলা পরিষদ সমূহের ৬ জন চেয়ারম্যানও বৈঠকে যোগদান করেন।

সংগ্রাম কমিটির অধিবেশন চলতে থাকার সময় বাইরে এক বিশাল জনতা আইন সভা সদস্যদের উদ্দেশ্যে পদত্যাগের দাবী জানিয়ে শ্লোগান দিতে থাকে।

সংগ্রাম কমিটির এই অধিবেশনে—পৃথক অন্ধ্র রাজ্যের দাবী ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে মেনে নেওয়া না হলে সংসদ, রাজ্য আইনসভা, জেলা পরিষদসমূহ ও পঞ্চায়েত সমিতিসমূহে অন্ধ্র অঞ্চলের কংগ্রেসীগণকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ত্যাগ করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তেনালীতে বৈঠকে ১৫ জন কংগ্রেসী এম. পি. ২৬শে জানুয়ারী পদত্যাগ করবেন বলে যে চরমপত্র দিয়েছিলেন—সেই তারিখ আর ৬ দিন এগিয়ে আনা হয়েছে।

বিশাখাপত্তনে পুলিশের গুলি

১০ই জানুয়ারী বিশাখাপত্তনে একদল জনতা একটি পুলিশদলকে আক্রমণ করলে পুলিশ গুলি চালায়। পৃথক অন্ধ্র সমর্থনকারী আন্দোলনকারীরা পথে অবরোধ সৃষ্টি করে।

১০ই তারিখ নিয়ে বিশাখাপত্তনে পুলিশ চতুর্থবার গুলি চালাল। কয়েক জন নিহত হয়েছে। বিশাখাপত্তনে কার্ফু চলছে। বিজয়বাড়াতে আবার কার্ফু চলছে। বিজয়বাড়াতে আবার কার্ফু জারি করা হয়েছে।

ভাইজাগে নুতন করে কারফিউ

গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে পৃথক অন্ধ্র সমর্থনকারী দল—রাস্তায় যে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলিকে পুলিশ দল যখন সরাতে থাকে—তখন তারা পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। ভিজাগাপট্টমে কারফিউ চলছে। আবার ২১ ঘন্টা ব্যাপী কারফিউ জারী হয়েছে।

অন্ধ্র পরিস্থিতি

গত ১০ই জানুয়ারী থেকে অন্ধ্র অঞ্চলের তুঙ্গ প্রকল্পের প্রায় ৩০০০ কর্মী পাঁচ দিন ব্যাপী ধর্মঘট শুরু করেছেন। পৃথক অন্ধ্র আন্দোলনের সমর্থনেই এই ধর্মঘট।

ট্রেন বাতিল ও ট্রেন চলাচল ব্যাহত

হাওড়া মাদ্রাজ ও হাওড়া—হায়দ্রাবাদ ২টি এক্সপ্রেস ট্রেন আপ ও ডাউন ১১ই ও ১২ই জানুয়ারী থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্র অঞ্চলে রেলগাড়ী ও ষ্টেশনের উপর ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণ হওয়াতে ট্রেনে মাল চলাচল ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েছে। কয়েক হাজার মালবগী অকেজো এবং অনেক মালভর্ত্তি বগী বিভিন্ন ষ্টেশনে আটক হয়ে রয়েছে।

—•—

পশ্চিমবঙ্গে ৪টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হচ্ছে

গত ৯ই জানুয়ারীর মন্ত্রীসভার বৈঠকে ৪টি অর্ডিন্যান্সের খসড়া গৃহীত হয়।

একটিতে শ্রমিকদের সমস্ত ধর্মঘট এবং লক আউট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটিতে ব্যাঙের ছাতার মত যথেচ্ছ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটিতে যাদের ৫ বৎসর চাকরী হয়েছে তাদের মালিক খামখেয়ালী ছাটাই করতে পারবেনা।

আর একটিতে—যেসব শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত নয়—তাদের সাময়িক ইউনিয়ন গঠনকে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

—•—

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করার অরডিন্যানসে ট্রেড ইউনিয়নগুলির আপত্তি

শিল্প সংস্থায় ধর্মঘট লক আউট ও ছাটাই নিষিদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যের সব কয়টি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাই তার ঘোর বিরোধী। মালিকদের দুটি বণিক সংস্থাই এই অর্ডিন্যান্সকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আই, এন, টি. ইউসীর (ইনডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কংগ্রেসপন্থী) পক্ষ থেকে শ্রীবিষ্ণু ব্যানার্জি—রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা পর্ষৎকে না জানিয়ে এই অর্ডিন্যান্স করার সংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে—ধর্মঘট-নিষিদ্ধ করার সঙ্গে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি জড়িত। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প শ্রমিক সংক্রান্ত আইন তৈরী করেছেন. শীঘ্রই এই সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে আসবে কাজেই রাজ্য সরকারের তাড়াহুড়া করে এই অর্ডিন্যান্স করা সঙ্গত হবেনা।

—•—

মানবাজারের সাম্প্রতিক ঘটনাধারার বিশদ বিবরণ

(অরুন চন্দ্র ঘোষ প্রদত্তএই বিবরণী মুক্তির কয়েক সংখ্যায় বেরিয়েছে। মানবাজারে নারী নির্য্যাতনের ব্যাপারে লোক সেবক সংঘের প্রতিবাদ ও ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে মানবাজারে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়—সেই সভার বক্তৃতাগুলির বিবরণ চলছে।)

নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি দরদ কেবল স্বার্থসিদ্ধির মুখোস

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত সভায় একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেন যে, এই জনসভায় লোক সেবক সংঘের সচিবের কাছে আমরা শুনলাম যে, আমাদের মানবাজার সত্যাগ্রহের প্রচারপত্র মানবাজারে পৌছে দেবার জন্য অনুরোধ করা সত্বেও কয়েকটি বাস নেয়নি। সেই বাসগুলি হচ্ছে—মাহাত বাস, জগন্নাথ বাস আর কো-অপারেটিভ বাস। দুটি বাসের মালিক হচ্ছেন মাহাত সম্প্রদায়ের লোক। এঁরা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে কাজ করেন—তা' সকলেই জানেন। কিন্তু, আপনারা জানেন—আমরা লোক সেবক সংঘের কর্মীরা কোনোভাবে কোন রকম সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন নই। কিন্তু যাঁরা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নিয়ে কাজ করেন—মাহাত, মাহাত করেন—আজ তাঁদের মাহাতগিরি কোথায় গেল? মাহাত মেয়ে আজ ধর্ষিতা, অপমানিতা। এখন তাঁদের মাহাত মেয়ের ওপর দরদ কোথায়? লাঞ্ছিতা মেয়ের অপমানের প্রতিকারে যখন আমরা দাঁড়িয়েছি তখন সেই লাঞ্ছিতা মাহাত মেয়ের দাবীর বিরুদ্ধেই ঐ সাম্প্রদায়িক ধুরন্ধরেরা চক্রান্ত করছেন। নিজের সম্প্রদায়ের ওপর ওদের দরদ কেবল মুখোস মাত্র—তা' আজ ভালভাবেই সকলে বুঝুন।

বনমন্ত্রীরও স্বজাতি প্রীতি কেবল স্বার্থান্বেষণের অস্ত্র

একজন নব কংগ্রেসী ব্যক্তি বর্ত্তমানে বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতও ওদেরই মতন একজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি তা' সকলেই জানেন। আজ তাঁরই সমাজের একজন মেয়ের ওপর এহেন পাশবিক অত্যাচার হয়েছে--যার জন্য আমরা প্রতিকারে লড়ছি; আর ঐ শ্রীসীতারাম মাহাত কিনা ঐ মাহাত মেয়ের ওপর অত্যাচারকারী লোককে বাঁচাবার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে অত্যাচারিতা মেয়েটিকে ধমক দেবার, ভয় দেখাবার নানা ব্যবস্থা করছেন--প্রতিকার যাতে না পায় তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। ঐ সব লোক নিজের সম্প্রদায় বা নিজের ঘরের লোক কিছু বোঝেন না। বোঝেন কেবল নিজের নিজের স্বার্থ। তার জন্য এঁরা সব কিছু করতে পারেন। এই সব হোমড়া চোমড়া লোকেরা যতই ষড়যন্ত্র করুন—অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কেউ ঠেকাতে পারবেনা।

গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন

সাধারণ মানুষের তীব্র বিক্ষোভ উপলব্ধি করে আমি সভায় আরো বললাম যে, আজ মানবাজারে কয়েকটি লোক জঘন্য অন্যায়কে সমর্থন করে, কদর্য্য উপদ্রব চালিয়ে মানুষকে ভয়ে তটস্থ করতে চান। এর ফলে মানবাজারের চারিদিকে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। মানবাজারের অগ্রণী ভদ্র মানুষেরা যদি আজ গ্রামাঞ্চলের অগ্রণী ভদ্র মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগে পরিস্থিতি ঠিক না ক'রেন—তাঁরা যদি এখনো উপদ্রবকারী কতকগুলো বাঁদরের তাণ্ডবে ভীত হয়ে মাথা নত করে থাকেন বা এই বাঁদরগুলোকে আস্কারা দেন—তবে গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা নিজেদের ও তাদের মা বোনেদের সম্মান রাখবার জন্য নিশ্চই মানবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে বাধ্য হবে।

প্রয়োজন হলে "নতুন বাজারও" বসবে

আমি আরো বলি যে, অপর দিক থেকে যতই আক্রমণ আসুক, উপদ্রব আসুক—আমরা অহিংস হ'লেও, অহিংস শক্তির বলেই সে সব উপদ্রবের বিরুদ্ধে কী ক'রে লড়তে হয় জানি। গিরিশ যে আলাদা বাজার বসাবার কথা বলেছে—তা ফাঁকা কথা নয়। আমরা এখন দরিদ্র চাষীদের অর্থনৈতিক শক্তিকে সংঘবদ্ধ ক'রে দারিদ্রের বিরুদ্ধে, আর্থিক দৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইএর পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি—সম্মানজনক আর্থিক জীবন প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়িয়েছি। যদি দরকার হয়—তবে চাষীদের মিলিত এই শক্তিতে মানবাজারের পাশে একটা **"নতুন বাজার"** বসানো জনশক্তির কাছে এখন বড় কথা নয়। কিন্তু আমরা শান্তির পথেই এখানকার উদ্ভূত পরিস্থিতির অবসান চাইছি। সেজন্য আমি অনুরোধ করব, মানবাজারের অগ্রণী ব্যক্তিরা উদ্যোগী হয়ে অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলের প্রভাবসম্পন্ন অগ্রণী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে সম্পর্কের ফাটলের অবসান করিয়ে শান্তির পরিবেশ স্থাপন করুন। এই কাজে আমার যদি থাকা দরকার হয়—জানাবেন। আমি আসবো—মানবাজারবাসীরা আমাকে জানাবেন।

হরতাল আমাদের প্রতি বিরূপতা নয়--উপদ্রবকারীদের প্রতি ভয়ের প্রকাশ

আমি আরো বলি আমাদের গিরিশ দুঃখ করেছে যে, হরতালের মধ্য দিয়ে মানবাজারবাসী আমাদের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। আমি কিন্তু অন্যভাবে দেখেছি। মানবাজারের অধিকাংশ মানুষ আমাদের পক্ষে এই আমার বিশ্বাস। তবে কতকগুলো উপদ্রবকারী যদি দোকানে এসে জুলুম করে দোকান বন্ধ করো—ছা পোষা মানুষেরা ভয়ে দোকান বন্ধ করেন- কি জানি, যদি দোকান লুঠ হয় বা দোকানে আগুন লাগায়। তবে মানবাজারের উচিত ছিল—সমবেতভাবে এই উপদ্রবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের মূল্য ও মর্য্যাদাবোধের প্রকাশ দান করা।

সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ

আমার বলার পর সভাপতি শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন—মানবাজারে অনুষ্ঠিত ঘটনার জন্য তাঁরা মর্ম্মাহত, দুঃখিত এবং অশেষভাবে লজ্জিত যে, মানবাজারে এই রকম লোক আছে। এবং এই ব্যাপারে মানবাজারের বহু লোকের কাছ থেকে যে দৃঢ়তা তিনি আশা করেছিলেন—তা দেখতে পাননি ব'লে তিনি দুঃখিত। নব কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে মৌন প্রতিবাদের ব্যবস্থা ক'রেও যে ভাবে পশ্চাদ্-অপসরণ করা হল, তাও নিন্দাজনক ব'লে তিনি মনে করেছেন। এবং ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মানুষের সম্মান রক্ষায়, মানবাজারের মানুষেরা গ্রামাঞ্চলের দিগদিগন্ত থেকে আজ যে অভিযানে অগ্রসর—তারজন্য তিনি গৌরব বোধ করছেন।

গ্রামাঞ্চলের মানুষদের অন্তরে ন্যায়সঙ্গতভাবেই যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে—তার নিরাকরণ করার জন্য আজ সকলকে চেষ্টা করাতে তিনি অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে—তার উপযুক্ত প্রতিকারের দাবী আজ সকলে তুলুন। সকলের সঙ্গে তিনিও সেই দাবী রাখছেন—অন্যায়ের প্রতিকার হোক।

সকলের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ

সভার উদ্যোক্তা হিসাবে আমি সমবেত সকলকে সুদীর্ঘকাল ধ'রে একটি শব্দও না ক'রে অত্যন্ত আগ্রহে আমাদের কথা শুনে যে সহযোগিতা দিয়েছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সরকারের বিরোধী দলের জনসভা পণ্ড করার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিবিধ পুলিসী চক্রান্তও চলে। এখানে পুলিস কর্তৃপক্ষ জনসভায় যে আচরণ করেন—তারজন্যও তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। চাষের কাজের গুরুতর সময়েও, দলে দলে হাজার হাজার কর্মী সত্যাগ্রহে যোগ দিতে ছুটে আসায় এবং বহু দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ছুটে আসায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করি। এতগুলি মহিলাকর্মী অন্তরের যে আগ্রহ নিয়ে ও সাহসিকতার সঙ্গে সত্যাগ্রহে, যোগ দিতে এসেছেন—তারজন্য এবং নারীর মর্য্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব বোধের জন্য তাঁদের সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই। নির্ভিক সভাপতি মহাশয়কে এবং সত্যাগ্রহীদের সেবাযত্নে নিযুক্ত মানবাজারের নির্ভিক সহায়ক কর্মীদের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে জনসভা শেষ করি।

(সমাপ্ত)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—•—

পুঞ্চা থানায় ডাকাতির হিড়িক

গত ২৭/১২/৭২ তারিখে পুঞ্চা থানার অন্তর্গত লহরিয়া গ্রামের ডোম পাড়াতে রাত্রি আন্দাজ ১২-১টার সময় ডাকাতের দল আক্রমণ করে, এবং সতীশ বাউরীর ঘর চড়াও করে। পরে তাহার ঘরের ধান চাউল, হাঁস, মুরগী কোদাল প্রভৃতি যাহা পাইয়াছে তাহা সমস্তই লইয়া গিয়াছে এমনকি পরিধানের যাহা বস্ত্র ছিল তাহা বাদ দিয়া সমস্তই লইয়া গিয়াছে। এবং খুব মারামারি করেছে।

ঐ গ্রামে ঐ তারিখে আরও ১। মতিলাল সর্দ্দারের ঘরেও ঐ একই অবস্থা ঘটিয়াছে। ২। যোগেন্দ্র সর্দ্দারের ধান চাউল সমস্ত লইয়া যায়। ৩। বাউরী দাস সর্দ্দার। ৪। বাসু সর্দ্দার—বাড়ির লোকের পরদিনের খাদ্য যাহা ছিল। ৫। মঙ্গল বাউরী—কিছু। এদের প্রত্যেকেরই ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত আসবাবপত্র লইয়া গিয়াছে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মাহাত
সাং—লহরিয়া
৩০/১২/৭২

—০—

মত্ত অবস্থায় রাস্তায় উত্তেজনা সৃষ্টির জের— পুরুলিয়ায় চারজন ট্রেজারী গার্ড সাসপেণ্ড

গত ৮ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮॥ টার সময় পানমত্ত অবস্থায় চারজন সশস্ত্র পুলিশের লোক পুরুলিয়ার সদর রাস্তায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তারা সাধারণ পোষাকে ছিল। প্রকাশ যে কয়েকজন পথচারীকে হঠাৎ মারধোর করায় উত্তেজনা দেখা দেয় এবং পথচারী জনতা তাদের তাড়া করে। তাদের মধ্যে ২জন ক্রুদ্ধ জনতার হাতে প্রহৃত হয়। ইতিমধ্যে সদর থানা থেকে পুলিশ ভ্যান এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়।

খবরে প্রকাশ যে ঐ চারজন ট্রেজারী গার্ড ছিল এবং সন্ধ্যা ৭টার পূর্বে তারা ট্রেজারী থেকে বেরিয়ে যায়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এস. পি, একটি সশস্ত্র পুলিশবাহিনীসহ ট্রেজারীতে আসেন। এবং ঐ চারজন অনুপস্থিত গার্ডকে সাসপেণ্ড করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ট্রেজারী গার্ডদের পৃথক রান্নাঘর, বিশ্রাম কক্ষ আছে। তথাপি তাঁরা কখনও কখনও ট্রেজারী সীমার মধ্যে, বারান্দায় রান্না-বান্না করেন এবং রাত্রে বাইরের স্ত্রীলোকের (হয়তো বাসন মাজা ইত্যাদির জন্য) যাতায়াতও ঘটে ট্রেজারীর নিরাপত্তার দিক দিয়ে এই বেআইনী রেওয়াজ অত্যন্ত বিপদজনক। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন হবেন।

—০—

শ্মশান-কালী এলাকায় পাশবিক হত্যাকাণ্ড

গত ১০ই জানুয়ারী বুধবার পুরুলিয়ার শ্মশানকালী এলাকায় প্রায় রাত্রি ১২টার সময় এক পাশবিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। রসিকবাবুর বাড়ীর একাংশে একটি খাপরার চালাঘরে যুগল সাধু থাকতেন। বৃদ্ধের বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসরেরও ওপর। একটি চোখ তার ছিল না। ভিক্ষাই ছিল তাঁর একমাত্র জীবিকা। ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় ১২টার সময় যুগল সাধুর আর্ত্ত চিৎকারে রসিকবাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং দোতলা থেকে নেমে এসে তিনি পথের ওপর যুগল সাধুকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরদিন লোকজন ডেকে রসিকবাবু তাঁকে হাসপাতালে পাঠান এবং সেই দিনই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এর আগেও কয়েকবার শ্মশানকালী মন্দির এলাকায় তাঁর উপর আক্রমণ হয়েছিল। ঘটনার ধারা থেকে মনে হয় ঐ এলাকায় সমাজ বিরোধীদের নিয়মিত আড্ডা আছে। হয়তো এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়েছে তাদের নিরপত্তার প্রয়োজনে। নইলে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নির্বিরোধ সাধুকে হত্যা করার কিকারণ থাকতে পারে? ব্যাপারটির ব্যাপক তদন্ত হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

—)•(—

বাসের ছাদে চড়া চলবেনা শাস্তি পেতে হবে

এরপরে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও যদি কোন ব্যক্তি বাসের ছাদে চড়ে ভ্রমণ করেন তবে তাকে এবং ঐ বাসের কর্মীকে দণ্ড ভোগ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীজ্ঞানসিং সোহন পাল গত ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার সাংবাদিকদের কাছে এই খবর দিয়ে বলেন যে—মোটর যান আইনে বলাই আছে যে ছাদে চড়ে ভ্রমণ দণ্ডনীয়—কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা পালিত হয় না।

শ্রীসোহন পালের এই নির্দ্দেশ রাজ্যসরকারের পরিবহণ কমিশনার সমস্ত জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নামী কোম্পানীর ছাপ মেরে অনেক নকল পাম্প সেট বিক্রী হয়েছে ও হচ্ছে

চাষী ভাইরা সাবধান

পাম্প সেট সম্পর্কে তিনজনের তদন্ত কমিটি (চেয়ার ম্যান-অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীটি' পি, মুখার্জি; সদস্য পান্নালাল দাসগুপ্ত ও অমিতাভ ভট্টাচার্য্য) কৃষি মন্ত্রীর কাছে তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে—

কৃষকগণের কাছে এমন বহু পাম্প সেট বিক্রি করা হয়েছে যেগুলিতে দামী কোম্পানীর ছাপ আছে কিন্তু সরঞ্জাম সবই নকল। কিছু কিছু অঞ্চল-প্রধান ও ব্লক অফিস থেকে নীচু মানের পাম্প সেট বেশী দামে কিনতে কৃষকদের বাধ্য করা হচ্ছে। অনেক পাম্পসেট সরবরাহকারী কোম্পানীর কোন অস্তিত্বই নাই। মেরামতের কোন ব্যবস্থাই নেই। মেরামতের জন্য খরচ করতে করতে কৃষকেরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

তারপর আবার পাম্পসেটগুলি খোলাবাজার দরের চেয়ে অনেক চড়া দামে দেওয়া হয়েছে।

WANTED

A). Wanted Three Trained Graduate Pass or Hons. Teachers in Arts or Science.

B). Wanted a trained B. A. Hons) or M. A (ii) teacher in "ECONOMICS"

EXPERIENCE CANDIDATES WILL GET PREFERENCE.

Apply to the undersigned on or before 25th Jan.73

DWARAKANATH BANDYAPADHYAY
SECRETARY
MANAHUM VICTORIA INSTITUTION
PURULIA.

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়

মাঝিহিড়ায় অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পরিচালিত উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে নবম ও দশম শ্রেণী যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনার আয়োজন করা হইয়াছে। জানুয়ারী মাস হইতেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তি করা চলিতেছে। দূরবর্ত্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাও আছে। স্বল্প খরচে ও স্বাবলম্বী হইয়া পড়িবার সুযোগও ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হইবে। যাহারা গৃহকাজের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেনা তাহাদের শিক্ষাদানের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তির জন্য সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

নিবেদক—চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, সম্পাদক—মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়। পোঃ মাঝিহিড়া, (পুরুলিয়া)

ঠেলু মাহাত, সম্পাদক—উচ্চ বিদ্যালয় কমিটী

—০—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | সোমবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭৩, ৮ই মাঘ, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

সামান্য এ দেশ নহে! বহু পুণ্য ফলে
জন্মে নর এ ভারতে! কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ বৎস! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত সন্তান তুমি, • • • •
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্বাদ
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুব তারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও বৎস! অগ্রসর! ভারত-জননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(৯)

১৬ই আগষ্ট প্রধান মন্ত্রীর রিসেপসন

১৬ই তারিখের প্রগ্রাম দেওয়া ছিল—Prime Minister's House Reception 9 A. M.

বাস বাহিত হয়ে ৮টা ১৫ তে আমরা প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে পৌছি। জহরলাল যে বাড়ীতে ছিলেন—সে বাড়ীতেই তার প্রধান মন্ত্রী কন্যা আমাদের রিসেপসন দেন।

আমাদের কোন নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হয়নি। ব্যাজই ছিল আমাদের নিদর্শন। বাইরের গেটে একজন পাঞ্জাবী অফিসার দাঁড়িয়ে গেটটি একটু খুলে টিকেট চেকাররা যেমন করে রেল গেটে যাত্রীদের টিকেট চেক করে তেমনিভাবেই ব্যাজ এবং আইডেনটিটি চেক করছেন। তিনি এমনভাবে আচরণ করছিলেন যেন আমরা সব বিনা টিকিটের যাত্রী—ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাই। অথচ তার কোন কারণই ছিল না। আমরা সোজা ক্যাম্প থেকে এসেছি--প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে একটি কাকেরও বসবার উপায় নেই সুতরাং বাইরের লোক আমাদের সঙ্গে মিশে যাবে তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই হল রিসেপসনের গোড়া।

গেট দিয়ে ঢুকেই মন্ত্রী প্রাসাদের সামনে বিরাট লন বা মাঠ। আমাদের রাজ্য হিসাবে সেখানে এক এক জায়গায় দাঁড় করান হল লাইন করে। কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের ইনফরমেশন ও ব্রডকাষ্টিং বিভাগের কর্মীরা ক্যামেরা নিয়ে ফটোর ব্যবস্থা করছিলেন। লাইন করে দাঁড়াবার পরে নির্দ্দেশ হল দুজন দুজন করে ফটো তোলা হবে। তাই হল। তারপরে চললাম প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর মধ্যেকার হল পার হয়ে পিছনের দিকে লনে। এখানে ব্যবস্থা একটু আলাদা—স্থানে স্থানে ডাণ্ডা পুঁতে মাথায় রাজ্যের নামের লেবেল। বসবার জন্য উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঘাসের উপর সতরঞ্চি পাতা। লনের দুদিকে খানিকটা জায়গায় সারি করে চাদর বিছানো টেবিল—তার উপরে খাবারের প্যাকেট সাজানো।

পশ্চিমবঙ্গের গোষ্ঠিতে বসলাম--আধা রোদ আধা ছায়ায়। রোদ থেকে বাঁচবার জন্য অনেকেই পাশের ত্রিপুরা প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের সামনে কিছু দূরে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বসে আছে। তারা একেবারে রোদে গলদঘর্ম হয়ে বসে আছে। সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছিল মেয়েরা। বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা রোদে পুড়ছে। ব্যবস্থাকারী অফিসাররা দুএকজন ভি, আই, পি, যাতায়াত করছেন—দেখছেন এবং চলে যাচ্ছেন। এবার দেখি তাদের দলে সব ছাতা খুলে মাথায় দিয়ে চলেছে—যার যার ছাতা ছিল। তোয়ালে গামছা চাদর যে যা পেরেছে মাথায় দিয়ে রোদ থেকে একটু বাঁচবার উপায় করছে। এই আগষ্ট মাসে দিল্লীর রোদ বেলা ৯টাতেই দগ্ধ করতে আরম্ভ করে। এরা প্রায় ঘটাটেক নির্বিবাদে রোদে পুড়ছে। ধারে কাছে কোথাও ছায়া নেই। আমাদেরও বসবার জায়গাটা রোদে ভরে যাচ্ছে—সতরঞ্চটা এদিক ওদিক টেনে একটু ছায়াতে নিয়ে এসে বসবার চেষ্টা করা গেল। অন্ধ্র মহারাষ্ট্ররা আর থাকতে না পেরে উঠে পড়েছে—সতরঞ্চটা টানাটানি করে ছায়া খুঁজছে পেতে বসার জন্য। অফিসাররা সব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে যাওয়া আসা করছে—তারা কেউ জ্রক্ষেপও করছেনা। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল যে—সতরঞ্চি পেতে বসতে দেওয়া হয়েছে—এতেই ধন্য মানা উচিত।

সূর্য্য যত উপরে উঠছে ছায়া তত কমছে। সব প্রতীক্ষায় বসে আছে। আমরা ৮-২৫এ এসেছি অন্যান্য অনেকে আরও আগে এসেছে। রোদে আধপোড়া হয়ে আমরা অপেক্ষা করছি।

বিউগল বাজল ঠিক ৯-২০তে—তার প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা।

ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফাররা এসে সব পজিসন নিচ্ছে। তিনি এক এক রাজ্য গোষ্ঠিতে যাচ্ছেন সেখানে বসা সকলকে সামনে রেখে পেছনে দাঁড়াচ্ছেন--৬/৭টা ক্যামেরা একসঙ্গে ফটো তুলছে, তারপরেই সামনে এসে একবার সকলের উদ্দেশ্যে জোড়হাত করে নমস্কার করে চল্লেন অন্য রাজ্যে।

আমাদের পশ্চিমবাংলায় আসবার সময় সময় কালে—একজন মহিলা অফিসার এসে নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন-- প্রধান মন্ত্রীজী এলে কোন দিকে মুখ করে বসতে হবে—কি করতে হবে ইত্যাদি।

প্রধান মন্ত্রী এলেন— আমরা সামনে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রইলুম—ইন্দিরাজী পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন--ফটো উঠল, সামনে এলেন একটা নমস্কার করলেন— চলে গেলেন। দুএকটা রাজ্য থেকে 'ইন্দিরাজীকী জয়' বলে সমবেত ধ্বনি উঠল।

প্রধান মন্ত্রীর পরিক্রমা ও ফটো তোলা শেষ হয়ে গেল; তিনি তার প্রাসাদে নিরুদ্দেশ হলেন। একজন অফিসার এলেন--আমাদের ওয়েষ্ট বেঙ্গলের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাবার টেবিলের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার প্রতি রাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক টেবিলের ব্যবস্থা হয়েছে। এক একটি করে খাবার প্যাকেট ধরিয়ে দিল। চা এর ব্যবস্থা ছিল কিন্তু খাবার জলের ব্যবস্থা ছিল না। আমি এক গ্লাস জল চাইতেই ভারপ্রাপ্ত মহিলা সে--ই কোনের দিকে ঠেলাগাড়ী দেখিয়ে দিলে—যেখানে গ্লাস নিয়ে পাম্প করে জল দেওয়া হচ্ছিল। জলের জন্য ঠেলাঠেলি করতে হয়নি। আগাগোড়া ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল যে আমাদের নিয়ে ফটো তোলার জন্যই আমাদের এখানে আনা হয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী থেকে ফেরবার সময় আমাদের বাস—বিড়লা হাউস গান্ধীজী যেখানে নিহত হয়েছিলেন, রাজঘাট, শান্তিবন, গান্ধীজি ও জহরলালের এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দাহস্থান—এই দর্শনীয় দাহস্থান গুলি দেখিয়ে নিয়ে চলল। দুপুরে যাহোক ক্যাম্পে পৌছলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন

১৬ই আগষ্ট। আজ ফিরতে হবে—রাত ১১॥ টায় স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়বে।

ডেপুটি সেক্রেটারী সীতাংশু বাবুরা কলিকাতা থেকে সুরু করে এই দিল্লী পর্য্যন্ত আমাদের সুবিধার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। কারা-কারা স্পেশ্যাল ট্রেনে ফিরবেন তারজন্য তারা ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা করছেন। অনেকে যারা দুএকদিন দিল্লীতে আরও থাকবার ইচ্ছা করে-

ছিলেন ব্যাপার দেখে তারাও বেশীর ভাগ এই সরকারী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনই ভাল মনে করলেন। আসবার সময় আমাদের ব্যবস্থায় নিয়োজিত দিল্লীর অফিসার, কেষ্টবাবু ও আরও দুএকজন অবাঙ্গালী অফিসারও খুব সাহায্য করেছিলেন। ১৪ই তারিখ থেকে বাসে যাওয়া আসা ক্যাম্পের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তই কেষ্টবাবুর ভার ছিল। তার ক্ষমতার মধ্যে তিনি যাতে কোন রকম ত্রুটি না হয় তারজন্ম আন্তরিকভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। বিকেল বেলা চা এর সন্ধানে বেরোলাম। শুনলাম ভোজন তাম্বুতে চা দেওয়া হয়েছিল—বন্ধ হয়েছে। একজন বললে যে - গ্লাস নিয়ে চাইলে পাওয়া যায়। চা কোথাও নেই। ঐখানেই একটা গ্লাস নিয়ে যেসব লোকেরা চা দিচ্ছিল এবং বসে বসে জটলা করছিল তাদের বললাম—এক গ্লাস চা দাও। তারা ভিখিরী বিদায়ের মতো বললে 'চা নেই হায় খতম হো গয়া—নেহী মিলেগা। একটা উননে একটা ড্রামের মতো বসান ছিল—আমি একটু এগিয়ে তার ঢাকনাটা খুলতেই দেখলাম - তৈরী চা গরম হচ্ছে। বললাম এইতো চা আছে—তব ? একজন উঠে এসে মগ ডুবিয়ে চা নিয়ে নির্বিকারভাবে বলল—লিজিয়ে।

সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই যাহোক খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে গিয়েছিল। বাস দাঁড়িয়ে—বিছানা পত্রগুলি বাসে তোলবার জন্য লোক পাচ্ছিলাম না। অবশ্যই বিনে পয়সায় নয়। কেষ্টবাবু ওরা দেখছিলেন সবাই উঠল কিনা। তারা নিজেই আমার বিছানা সুটকেশ বয়ে বাসে ওঠালেন।

আমাদের স্পেশ্যাল ট্রেন ষ্টেশনের প্লাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। যা হোক শেষ পর্যান্ত ভালভাবেই ওঠা গেল। শীতাংশুবাবুরা তদারক করছিলেন।

সবই প্রথম শ্রেণীর বগি—বিছানা পত্র বিছিয়ে ঠিক করে বেরোলাম একবার দেখতে কোথাকার কে কে যাচ্ছে। একেবারে পেছনে দুটি থার্ড ক্লাস বগী। দেখলাম তারই একটা কামরায় তিনজন তাম্রপত্রী—ব্যাজ লাগান। বললাম—আপনারা কোন রাজ্যের ? বলল—উড়িষ্যা কোরাপুট থেকে এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম—থার্ড ক্লাসে কেন ? খুবই সহজভাবে উত্তর দিল যে—কোরাপুট থেকে আমরা প্রথম শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া পেয়েছি। আসবার সময়েও দেখলাম থার্ড ক্লাস আছে—যাবার সময়ও থার্ড ক্লাস আছে দেখে থার্ড ক্লাসের টিকিট করেই যাচ্ছি--কিছু বাঁচল। নীতির তর্ক আর করলাম না।

গাড়ী ছাড়বার কিছু আগে প্রঃ সমর গুহ এম, পি, এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তাম্রপত্রীর সংখ্যা নিয়ে তার অভিযোগ জানালেন; সময় ছিল না বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ট্রেনে উঠে বার্থে- টান টান হয়ে—হায় নিঃশ্বাস ছেড়ে যে রকম নিশ্চিন্ত আরাম বোধ করলাম জীবনে খুব কম সময়েই এরকম আরাম পেয়েছি। শুধু একটা বোধই আমাকে আরাম দিচ্ছিল ক্যাম্পে খাবার ঝামেলা নেই, ইজি চেয়ার কাম খাটে কোমর ঝুলিয়ে, শুতে হবে না; সবার উপরে হচ্ছে রিসেপসনে খাবার প্যাকেট, দুষ্প্রাপ্য খাবারের বুফে আর রোদে পুড়ে ফটোর ঝঞ্ঝাট আর নেই।

১৭ই আগষ্ট বেলা ৩টার সময় দিল্লী হাওড়া ফ্রিডম ফাইটার্স স্পেশ্যাল--হাওড়া পৌঁছেছিল।

(ক্রমশঃ)

অন্ধ্রে শেষকালে রাষ্ট্রপতির শাসনই করাতে হল
বিধানসভা স্থগিত

দেশবাসী ! অন্ধ্রের ব্যাপারটা গভীরভাবে অনুধাবন করে এর গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন। কারণ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের বিধানতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে একটা পরিবর্তন প্লাবনের মত অকস্মাৎ এসেছিল—ধীরে ধীরে অল্পকালের মধ্যেই সেই স্রোতের তীব্রতা কমে আসছে - এবং অন্ধ্রকে বলা যেতে পারে সেই প্রবহমান স্রোতের বিরুদ্ধে এক অনড় শিলারূপে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী।

(মুঃ সম্পাদক)

সংক্ষিপ্ত পট ভূমিকা

তখন টি প্রকাশম মুখ্য মন্ত্রী। সরকারীভাবে মাদকবর্জন—প্রে তিনি দৃঢ়হস্তে প্রবর্তন করতে চাইলেন। বিধানসভায় সরকারী প্রস্ত এল। কংগ্রেসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তারাই এর বিরুদ্ধে ভোট দি সরকারের পরাজয় ঘটাল। প্রকাশম মন্ত্রী সভা পদত্যাগ করল। রা পতির শাসন অনিবার্য্য হয়ে কায়েম হল—সেটা ১৯৫৪ সাল।

স্বাধীনতার পরে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রথম প্রয়াস এই অন্ধ্রে তেলেগু ভাষা-ভাষীদের জন্ম পৃথক রাজ্য চাই বলে ভীষণ আন্দোলন হয় শ্রীরামালু এই দাবীতে অনশন করে প্রাণ দেন। অন্ধ্র এবং বর্তমা তামিলনাড নিয়ে তখন এক রাজ্য ছিল। অন্ধ্র প্রদেশ তেলেগু ভাষী তামিলনাড (সেদিন পর্যান্ত মাদ্রাজ) তামিল ভাষী। এই আন্দোলনের ফলে বিশেষ করে রামালুর আত্মদানের ফলে মাদ্রাজে অন্ধ্র ও তামিলনাড নি তখন এক রাজ্যের এই নাম ছিল। খণ্ডিত করে গঠিত হল পৃথক অ রাজ্য। কিন্তু নিজামের রাজ্য তেলেগু ভাষী তেলেঙ্গানা তখনও পৃথক দাবী উঠল তেলেঙ্গানা অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে বিশাল অন্ধ্র প্রদে গঠন। ১৯৫৬ সালে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপরিশ ক্রমে তেলেঙ্গানা যুক্ত করে অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হয়। ইতিপূর্বে অন্ধ্রের রাজধানী ছিল কুর্নুল বিশাল অন্ধ্র গঠনের পরে রাজধানী হল - তেলেঙ্গানা অঞ্চলে অবস্থিত নিজামের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের—হায়দ্রাবাদ নগর। এই শহরে এবং এই অঞ্চলেই মুলকী আইন প্রবর্তিত ছিল। এই মুলকী আইন ছি নিজামের অধীন তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থে। হায়দ্রাবাদ সমগ্র অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হওয়াতে তেলেঙ্গানা ও তেলেঙ্গানার বাইরে অন্ধ্রের যে অবশিষ্ট অঞ্চল সেখানকার অধিবাসীদের স্বার্থের সঙ্গে বিরো লাগল। মুলকী আইনের সামঞ্জস্য হলনা—একভাষী তেলেগু ভাষী রাজ্য হলেও দুইটি পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলন গড়ে উঠল। সেই আন্দোলনের পরিণতি বর্ত্তমান অবস্থা।

প্রধান মন্ত্রীর পণ অন্ধ্র বিভক্ত হবে না : মুখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ

প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন অন্ধ্র বিভক্ত হবেনা। এবং আপোষ সূত্র হিসাবে পাচদফা সূত্র নিয়ে লোক সভায় আইন পাশ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে বিরোধ আরও দানা বাধল। আন্দোলন, এবং জনা দশেক মন্ত্রী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পরে মুখ্য মন্ত্রী নরসিং রাও এই ১১ই জানুয়ারী তারিখেই নতুন আট জন মন্ত্রীকে শপথ গ্রহণ করিয়ে মন্ত্রীসভা ও রাজ্য প্রশাসন চালু রাখবার চেষ্টা করলেন। ঘন ঘন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ও কংগ্রেস নেতাদের—অন্ধ্র যাতায়াত, দেখাশোনা, আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ল। মুখ্য মন্ত্রী নরসিং রাও সামলাতে পারলেন না অথবা কংগ্রেস সামলাতে পারলোনা। সুতরাং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দ্দেশে অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপিভি নরসিং রাও ১৭ই জানুয়ারী বিকালে হায়দ্রাবাদে রাজ্যপালের কাছে নিজের ও মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

অন্ধ্রে কংগ্রেস দল দুইভাগে বিভক্ত—অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা। আর অন্ধ্রে—কংগ্রেস, কংগ্রেস নেতারা, কংগ্রেস কর্মীরাই সমবেতভাবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব—প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন।

অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন

অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীখান্দুভাই দেশাই সমস্ত পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতির কাছে অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির জন্য সুপারিশ করলেন।

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরী ১৮ই জানুয়ারী বিকালে একটি ঘোষণাতে স্বাক্ষর করে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

রাষ্ট্রপতি তার ঘোষণাতে বললেন—"অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যপালের রিপোর্ট বিবেচনা করে -এবং অন্যান্য তথ্যাদির ভিত্তিতে আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে—অন্ধ্রে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে—সেখানে আর সংবিধানের বিধান অনুযায়ী কোন রাজ্য সরকার চলতে পারে না। সেই-সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার নিজের হাতে নিলাম।"

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৮ই মাঘ, ১৩৭৯, সোমবার

জয়তু নেতাজী

২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী।

এই জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশময় নানা প্রকার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং হবে। এই অনুষ্ঠানগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক ধাঁচায় হবে। অর্থাৎ মার্চ—বিশেষ করে ছেলেদের; ব্যাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে দলমত নির্বিশেষে সভা ও বক্তৃতা। কংগ্রেস থেকে তুলকালাম এলাহি ব্যাপার হচ্ছে! প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আসছেন—কলিকাতায় হুগলী নদীর উপরে দ্বিতীয় সেতুর নাম নেতাজির নামে হবে—তিনি তারই পত্তন করবেন। তারপরে নেতাজীর গুণ গাইবার জন্য - তারই আদর্শ ও পথ ধরে চলবার জন্য আবেদন, নিবেদন, গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রতিযোগীতা চলবে।

কিন্তু নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শ ও পথটা সোজা ভাষায় কি ? বহু সংগঠন; বহু ব্যক্তি সুভাষ চন্দ্রকে কট্টর কম্যুনিষ্ট পন্থী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, চাইছেন এবং সেই অনুযায়ী আচার আচরণ করছেন। এই দিকেই একটা ঝোঁক সৃষ্টি করা হয়েছে। এ নাহলে নেতাজীর বামপন্থীত্ব টেঁকেনা—এইটাই হচ্ছে কথা।

সত্যিকারের নেতাজীর পথটা কি ? আদর্শটা কি ছিল ? নেতাজীর কর্ম্মজীবন ও তার অভিমত; লেখা, মত ও পথ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করার ব্যবস্থা হয়েছে। তার সত্যিই মৃত্যু হয়েছে কিনা—বা কোথায় কি ব্যাপার তা নিয়ে দুই তিনটা কমিটি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেমন চেয়েছিলেন তেমনভাবেই রিপোর্টও দাখিল ও প্রকাশ হল। এখনও আবার কমিটি করে তদন্ত চলছে।

নেতাজীর লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সব পথই তার কাছে গ্রহনীয় ছিল কিন্তু তার মূল ভিত্তি ছিল চরম ত্যাগ। প্রশ্নের অতীত সুগভীর দেশপ্রেম এবং সেই দেশপ্রেমকে রূপায়িত করার জন্য যে উদ্বেগহীন চরম ত্যাগ তা যে কোন পথই হোক না কেন তাকে মহনীয় করে তুলবে--এই ছিল তার উপলব্ধি এবং তার জীবনে তিনি এটাই দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করে গেছেন। নেতাজীকে স্মরণ করার মধ্যে আমরা এটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিনা যে, এগুলি পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত—একটা বাদ দিয়ে আর একটা হয়না।

আর এটাও আমরা উপলব্ধি করিনা যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে গভীর দেশপ্রেম ও ত্যাগ দরকার একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীনতাকে সমস্ত জনগণের কল্যাণ-স্রষ্টারূপে পরিণত ও ব্যবস্থিত করার জন্য সেই দেশপ্রেম ও ত্যাগের আরও বেশী দরকার এবং এর কোন সময় সীমা নেই। যে পথ সংগ্রামের ছিল সে পথ হবে সেবার পথ এবং এই পথ যে যেভাবেই গ্রহণ করুক না কেন অগ্রণীরূপেই হোক বা সাধারণ সেবকরূপেই হোক প্রেম ও ত্যাগের অভাবে জন সেবা শুধু আনুষ্ঠানিকই নয় প্রতারণা ও বঞ্চনার রঙ্গমঞ্চ হয়ে পড়ে। এবং এই উপাদানের প্রভুত্ব দেশবাসীর পক্ষে অভিশাপ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক রূপ কল্যাণ-হন্ত্রীরূপে পরিণত হয় এবং যারা অকল্যাণের প্রতিভূ তাদের পক্ষে স্বার্থবাহী ও জনগণের জীবনে দুঃসহ হয়ে পড়ে।

কি প্রাক্ স্বাধীনতার অবস্থায় বা কি স্বাধীনোত্তর অবস্থায় এই সত্যই নেতাজীর উপলব্ধ ছিল এবং এই সত্য যে কত সত্য তা দেশের জনগণই উপলব্ধি করছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কেবল দেশবাসী যখন দেখবে—দেশের যত গৃধ্রধর্মী ফাঁকিবাজ ও ফন্দিবাজ কায়েমী স্বার্থবাদীরা নেতাজীর প্রশস্তিতে নির্লজ্জভাবে প্রতিযোগীতা করে চলেছে তখন যেন তারা এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেদের কর্তব্য স্থির করতে পারে।

বি; দাসগুপ্ত

তাম্রপত্র নিয়ে অপচার

ভূমিকার দরকার নেই। ১৯শে জানুয়ারী তারিখ দিয়ে অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তার নামে—"আগামী ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৩ শুক্রবার চতুর্বিংশতম 'সাধারণ তন্ত্র দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে আপনাদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করি।" এই বয়ান দিয়ে এক আমন্ত্রণ পত্র বিলি করা হয়েছে।

২৬শে জানুয়ারী তারিখের অনুষ্ঠান সূচীতে পুরাতন পুলিশ ময়দানে সকাল ১০ ঘটিকায়—"স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীসুরেশ কিরণ পাল মহাশয়কে তাম্রপত্র প্রদান"—অনুষ্ঠানের দফা হিসাবে লিখিত আছে।

"স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামীদের স্মরণীয় অবদানের জন্য" রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাম্রপত্র দেবার প্রথা আরম্ভ হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারী অনুষ্ঠানে সরকার কর্তৃক (স্থানীয় না রাজ্য সরকার উল্লেখ নাই) - যাহোক সরকার কর্তৃক যে তাম্রপত্র দেওয়া হচ্ছে—তা নিশ্চয়ই এই জন্যই দেওয়া হচ্ছে। এই জেলাতে যখন দেওয়া হচ্ছে--তখন স্বতঃই প্রশ্ন আসে শ্রীসুরেশ কিরণ পালকে কি কারণে--এই জেলা থেকে সরকারীভাবে তাম্রপত্র দেওয়া হচ্ছে ? ১৯২২ থেকে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট তারিখ পর্যান্ত এই জিলার 'এখন পুরুলিয়া জেলার' স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে বা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে কোন "সুরেশ কিরণ পাল" ছিলেননা--এবিষয়ে কোন অনুমানেরও অবসর নাই। শ্রীপাল মহাশয়ের অবদান অন্য কোন স্থানে কি এবং কি ব্যাপার তা তিনিই জানেন—কিন্তু এই জেলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক—অন্ততঃ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সম্পর্ক কোনদিনই ছিলনা। যে বা যারা এই ব্যবস্থা করেছেন তারা তাম্রপত্রের ব্যাপারে যথেচ্ছাচার করেছেন এবং যিনি এখানে তাম্রপত্র নিতে এসেছেন তিনিও একটা খুব নিজের পক্ষে মর্য্যাদার কাজ করেননি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে "স্বাধীনতা সংগ্রামে স্মরণীয় অবদানের জন্য" তাম্রপত্র দেবার মতো যোগ্য ব্যক্তি এই জেলায় পাওয়া গেলনা এবং যার সঙ্গে এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন দিনই কোন সম্পর্কে ছিলনা—তাকেই এনে এখানে অনুষ্ঠানের শূন্য দফা পূর্ণ করতে হবে—তাম্রপত্র নিয়ে এই আকাট বাঁদরামীর পরিকল্পনা এখানকার স্থানীয় সরকারের না রাজ্য সরকারের না কেন্দ্রীয় সরকারের ? প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারী অনুষ্ঠানের কর্তারা এর জবাব দেবেন কি ? শ্রীপালের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে জানি যে--এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই কোনদিন ছিলনা। তার নিজের আত্ম সম্মান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিবেচনা থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এই সরকারী বেহায়াপনার তল্পীবাহক হতেন না।

বি, দাসগুপ্ত

দশ হাজার পদের জন্য এগার লাখ প্রার্থীর দরখাস্ত

দেশবাসী ব্যাপারটা অনুধাবন করুন! পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীনে অস্থায়ী দৈনিক মজুরি প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় দশ হাজার পদ খালি আছে। এই পদগুলি পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল শেষ তারিখ ছিল ১০ই ডিসেম্বর। দেখা গেল প্রায় এগার লক্ষ লোক দরখাস্ত করেছে।

রাজ্য সরকার এই নিয়োগের ব্যাপারে সর্বশ্রী প্রিয় রঞ্জন দাস মুন্সী এম, পি ও শ্রীগৌতম চক্রবর্ত্তি এম এল একে নিয়ে একটি কমিটি করে দিয়েছেন--তারাই নাকি এদের মধ্যে বেছে লোক নিয়োগ করবেন।

ধরা যাক দশ হাজার কংগ্রেসী বা কংগ্রেসের দিকে ঝোঁক আছে—এমন সব লোককেই বাছাই করা গেল—যা করা হবে। কিন্তু বাকী দশলাখ নব্বই হাজার প্রার্থীকে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া হবে ?

একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি ! শুধু ভয়াবহই নয় এ সমস্ত আয়ত্বের বাইরে। বেকারী আমাদের পশ্চিমবাংলায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে--এই সংবাদটি সে সম্বন্ধে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অর্থাৎ রাজ্য সরকারের সমস্ত ক্ষমতা এবং রাজ্যপালের উপর অর্পিত সমস্ত ক্ষমতা এবং রাজ্যপাল যে সব ক্ষমতা পরিচালনা করবেন সেই সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর বর্তিল।

রাজ্য বিধানসভা স্থগিত রইল। বিধানসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংসদের অধীনে পরিচালিত হবে।

গত সাধারণ নির্বাচনে অন্ধ্রে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের দশ মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হল। গত নির্বাচনের পরে কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন এই প্রথম। স্বাধীনতার পরে এই নিয়ে মোট তিরিশবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে।

—•—

অন্ধ্রের ব্যাপারে সমাপ্তি অধ্যায় কি হবে ?

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের তিন জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র ডঃ কুঞ্জরু—ডঃ হৃদয়নাথ কুঞ্জরুই এখন জীবিত আছেন। গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন যে অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানা দুটি পৃথক রাজ্যরূপে গঠন করাই ভাল" তিনি বলেন—"আমার দৃঢ়মত এই যে—আজ তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্র অঞ্চলে যা ঘটছে তাতে এই দুই অঞ্চলের হৃদয় আবার এক হবে এটা আশা করা কোন বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় নয়। সুতরাং পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে দুটি পৃথক রাজ্য করলেই লোকে সন্তুষ্ট হবে।

অন্ধ্র ভাগ করা হবেনা

এদিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব ১৯শে জানুয়ারী তারিখে হায়দ্রাবাদে বলেন অন্ধ্র প্রদেশকে দু টুকরো করা চলবেনা—এর অখণ্ড অস্তিত্ব রক্ষা করতেই হবে।

এই ১৯ তারিখেই কুবনুলে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি—অন্ধ্রের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি. ভি সুব্বা রাও বলেন যে—অন্ধ্র প্রদেশকে ভেঙ্গে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা রাজ্য যদি গঠন করা না হয়—তবে সারা অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলে যাবে এবং কংগ্রেস যদি অন্ধ্র প্রদেশে তাদের ঘাঁটি হারায় তবে সারা দক্ষিণ ভারতেই তারা বেপাত্তা হয়ে যাবে। তিনি বলেন পৃথক অন্ধ্রের দাবী না মানা হলে এই অঞ্চলের সমস্ত কংগ্রেস এম, পি ও এম, এল, এ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে দেবেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও।

—•—

রাষ্ট্রপতি শাসনের পরে অন্ধ্রে অবস্থা আরও অশান্ত

অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবার পরে পরিস্থিতি ক্রমশঃই আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি প্রশাসনের ভারে আসাতে বেপরোয়া দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে আর এদিকেও পৃথক অন্ধ্রের দাবীকাররা বে-পরোয়া হাঙ্গামা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২০শে জানুয়ারী শনিবার পর্যান্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা রেল, রেল ষ্টেশনের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টেলিগ্রাফ অফিস এবং পোষ্টাফিসে পিকেটিং করে সেগুলিতে অচলাবস্থা এনে ফেলেছে। গুনটুর সহরে পুলিশ তিন জায়গায় গুলি চালিয়ে চারজনকে মেরে ফেলেছে। নরশপুর সহরে একদল আন্দোলনকারী পুলিশ দলকেই আক্রমণ করে, পুলিশ গুলি চালালে একজন মারা যায়। গুনটুরে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ ও পুলিশে সারাদিন ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলে। নানা জায়গায় কার্ফু জারি চলছে রাত্রে ও দিনে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা মানা হচ্ছেনা। অবস্থা বে-সামাল।

পৃথক তেলেঙ্গানা দাবী

ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং অন্ধ্র প্রদেশ প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীকে এস বাপুজী কংগ্রেস আইন সভা দলের সভায় বলেন যে—তিনি অন্ধ্র থেকে তেলেঙ্গানাকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষপাতি।

ঐ সভায় নিঃ ভাঃ কং কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিত যাদব বক্তৃতা দেওয়ার পরে—শ্রীবাপুজি বলেন যে—আমি এ কদিন চুপচাপই ছিলাম কিন্তু আমি বলছি—আমি বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী।

এ, আই, সি, সির সাধারণ সম্পাদক অতি করুণভাবে চেয়ে রইলেন।

—•—

ভিয়েতনামে যুদ্ধ কি সত্যই বন্ধ হচ্ছে ?

প্রেসিডেণ্ট নিকসনের নির্দ্দেশে উত্তর ভিয়েতনামে সর্বপ্রকার বোমা ও গোলা বর্ষণ বন্ধ

আ'জ বিশ্বের দৃষ্টি ভিয়েতনামের দিকে। উত্তর ভিয়েতনাম—হো চি মিনের তৈরী দেশ ও মানুষগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের জন্য সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। বছরের পর বছর ধরে মার্কিন বোমারু বিমান ঐ ছোট্ট দেশটির উপর সহস্র সহস্র মন বোমা বর্ষণ করে মানুষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিধ্বস্ত করে গেছে কিন্তু জয় করতে পারেনি। উত্তর ভিয়েতনামের বালক থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ আকাশের দিকে চেয়ে অতিকায় মার্কিন বোমারু বিমান দেখেছে—নিজের দিকে তাকিয়ে মাটির উপরে যা কিছু সমস্ত বিধ্বস্ত দেখেছে—আর সবাইকে আড়াল করে দেখেছে দাঁড়িয়ে আছে হো চি মিন। যতই বিধ্বস্ত হয়েছে ততই সে 'অজেয় হয়ে উঠেছে। মানুষ যে কি রকম শক্তিধর হতে পারে—ভিয়েতকং সে সম্বন্ধে মানুষের সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করে গেছে।

হো চি মিন মারা গেলেন। কিন্তু তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন ভিয়েতনামে সমস্ত জাতিটার মধ্যে। তার দৈহিক অনস্তিত্ব তার জাতীয় অস্তিত্বকে আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়ভাবে জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করল। হো চি মিনের ভিয়েতনাম অপরাজেয়ই রইল।

এই ভিয়েতনামের যুদ্ধে তিনটি পক্ষ বলা যেতে পারে। প্রথম হচ্ছে কমুনিষ্ট হো চি মিনের কমুনিষ্ট উত্তর ভিয়েতনাম; দ্বিতীয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তৃতীয় হচ্ছে মার্কিনের তাঁবেদার দক্ষিন ভিয়েতনাম। যাকে সাহায্য করার নামে উত্তর ভিয়েতনামকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে প্যারিসে—মার্কিন ও ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের বৈঠক চলতে থাকে—শান্তির জন্য চুক্তি ঠিক করা। এ পর্যান্ত তার কিছুই হয়নি।

বোমাবর্ষণ বন্ধের নির্দ্দেশ

১৫ই জানুয়ারীর এক সংবাদ এই যে—প্রেসিডেণ্ট নিকসন উত্তর ভিয়েতনামে সব রকম বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এটা কোন চুক্তির ফলে নয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের এটা এক তরফা ঘোষণা ও ব্যবস্থা।

বিশ্বে এ একটা আকস্মিক ঘোষণা। নিকসন এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আর তিনি দাঁড়াতে পারবেননা—এই হল যুক্তরাষ্ট্রের আইন। কী উদ্দেশ্যে তিনি এই একতরফা বোমাবর্ষণ বন্ধ করার নির্দ্দেশ দিলেন তা কেউ বলতে পারছেন না। তবে এটা ভালই।

সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ যে প্যারিসে যে শান্তি চুক্তির বৈঠক চলছিল তাতে নাকি মার্কিন ও উত্তর ভিয়েতনাম—উভয় পক্ষেরই গ্রহনীয় এক চুক্তি স্থির করেছেন। ভিয়েতনামে শান্তি চুক্তির সর্তাবলী সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনাম রাজী হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট নগুয়েন ভ্যান থিউ এই চুক্তি মেনে নিয়েছেন বলে প্রকাশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট নিক্সন ২০শে জানুয়ারী তারিখে ওয়াশিংটনে দ্বিতীয়বার চার বছরের জন্য প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হলেন। এই অভিষেকের জন্য বিরাট এক অনুষ্ঠান করা হয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নিকসন ঘোষণা করেন যে—

"ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে। সারা পৃথিবী আজ শান্তির নূতন যুগের দ্বারপ্রান্তে। এই শান্তি হবে নিরবচ্ছিন্ন। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তা ভোগ করবেন।"

ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হলে পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে এক মহা কলঙ্কিত অধ্যায়ের শেষ হবে।

—•—

মানবাজার ঘটনার ব্যাপারে নব কংগ্রেসীদের পুণরায় মিথ্যা প্রচার

লোক সেবক সংঘ নব কংগ্রেসীদের আহ্বান জানাচ্ছে

মানবাজারে ২৭শে জানুয়ারী (শনিবারে)ও বামনীতে রবিবারে মোকাবিলায় আসুন

মানবাজারে নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে লোক সেবক সংঘের বক্তব্য ও কাজ সমূহকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে, নব কংগ্রেসীরা ২৩-১২-৭২ তারিখে আবার এক প্রচার পত্র ছেড়েছেন। সারা ভারতের মানুষ লোক সেবক সংবক সংঘের জীবনধারা ও কর্ম্মধারা জানেন। মানবাজারের কতকগুলি ব্যক্তি যদি নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত বারম্বার প্রগলভতা ও অভদ্রতা করেন—তার জবাব দিয়ে সংঘের মানমর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই পত্রে নব কংগ্রেসীরা সংঘকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ও বলেছেন—"ক্ষমতা থাকে সামনা সামনি নব কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করুন।" লোক সেবক সংঘ যা বলে চোরের মত লুকিয়ে বলেনা—এ বিষয়ে কারো অজানা নেই। নব কংগ্রেসীরাই মিথ্যে অপপ্রচার ছড়িয়ে সত্য বিচারের সম্মুখীন হ'তে ভয় পান। এর প্রমাণ হয়েছে—মানবাজারের জনসভায়। নব কংগ্রেসীদের প্রথম প্রচার পত্রের জবাব আমরা দোব—সে কথা জানিয়ে কংগ্রেসীদের আমরা আহ্বান করেছিলাম যে, সাহস যদি থাকে নব কংগ্রেসীরা এসে মোকাবিলা করুন। নব কংগ্রেসীদের সে সাহস হয়নি। আজ আবার উল্টে ওঁরাই বলছেন—ক্ষমতা যদি থাকে সামনা সামনি নব কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করুন। এ কেবল জনসাধারণকে মিথ্যে ধারণা দেবার জন্য যে সংঘের সাহস নেই। সেজন্য আমরা নব কংগ্রেসীদের আহ্বান জানাচ্ছি—আগামী শনিবার বেলা দুটোর সময় মানবাজারে হাটতলায় আসুন—আমরা হাজির থাকবো—দশের সামনে বিচার হোক—কে সত্য আর কে মিথ্যা বলছেন। এবং রবিবার বেলা ২টার সময় বামনীতে নব কংগ্রেসীরা আসুন। সেখানেই প্রমাণিত হবে নির্য্যাতীতা মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি জানাতে নব কংগ্রেসীরা বামনী গেছলেন, না, নির্য্যাতীতার ওপর আরো জুলুম করতে সেখানে তাঁরা গেছলেন। নির্য্যাতীতার বাড়ীর লোকদের কাছ থেকেই তার প্রমাণ মিলবে।

এই প্রচার পত্রটি লিখেছেন—শ্রীনলকিশোর মাহাত, শ্রীসুধীর কুমার মাহাত, শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, শ্রীনির্ম্মল প্রসাদ মাহাত। এরা সকলেই নব কংগ্রেসের লোক। কেউ কেউ নব কংগ্রেসের পদাধিকারী।

মানবাজার ঘটনা সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের অনেকগুলি অভিযোগ আজ তাঁরা এঁদের এই প্রচার পত্রে মিথ্যা ব'লে দাবী করছেন। নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রথম যখন আমাদের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে একটি প্রচার পত্র প্রকাশিত হয়—তখন কেন তাঁরা ঐ অভিযোগগুলি মিথ্যা ব'লে সেই প্রচার পত্রে বলেন নি? কেন তাঁরা তখন চুপ করেছিলেন? ঐ সব ঘটনা সত্য ব'লেই তখন তাঁরা প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি। এখন নানা চালাকের পরামর্শ নিয়ে নতুন নতুন বক্তৃতা তাঁরা ছাড়ছেন। ঐ সব ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তার ফয়সলা হবে ঐ শনি রবিবারে সাধারণ মানুষের এবং পাঁচজন বিচারকের সামনে।

নব কংগ্রেসের ঐ ব্যক্তিরা ঐ প্রচার পত্রে নিজেরাই স্বীকার করেছেন—মানবাজারে নারীর ওপর জঘন্য অত্যাচার হয়—যার জন্য মানবাজারবাসী হতবাক্ পর্য্যন্ত হয়ে পড়েন। ঐ নব কংগ্রেসীরা নিজেরাই ঐ প্রচার পত্রে বলেছেন যে, ঐ নারী নির্য্যাতন নব কংগ্রেসীরাই করেছে। এবং এর জন্য নব কংগ্রেসীরা নিজেরাই এই ঘটনার কথা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দুর্ব্বৃত্তদের প্রতি ধিক্কার দেন। আর লোক সেবক সংঘ যখন ঠিক ঐ সংবাদগুলি প্রকাশ ক'রে ধিক্কার দিয়েছে—তখনই লোক সেবক সংঘ নব কংগ্রেসের কাছে অপরাধী! এ অদ্ভুত হবুচন্দ্রীয় বিচার।

ঐ প্রচার পত্রে নব কংগ্রেসীরা শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাতর নামে যে সব কথা বলেছেন—তা যে একেবারে বানানো—এবং অদ্ভুত মিথ্যা—তা মানবাজারের প্রধান উপপ্রধানদের কাছেই জানা যাবে। এবং কংগ্রেসী লোকেরাই তার সাক্ষী রয়েছে। মুক্তি সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তের নামে ওঁরা ঐ প্রচারপত্রে কদর্য্য ভাষায় বিকারগ্রস্তের মত যে সব কথা বলেছেন—তার উত্তর আমি মানবাজারের জন সভাতেই বলেছি—শনিবারে আবার বলব দরকার হ'লে। এঁদের রুচি বিকার যে কত নিচে নামতে পারে—এই প্রচার পত্রটি তার নিদর্শন।

ঐ নব কংগ্রেসীরা বলেছেন যে, ঘটনার দিন লোকসেবক সংঘের লোকেরা কেউ থানায় যান নি। এটাও সত্য কথা নয়। সংঘের যিনি বা যাঁরা খবর পেয়েছিলেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে থানা গেছলেন। এঁরা সব ছিলেন বলেই নব কংগ্রেসী ধুরন্ধরদের কীর্ত্তিকলাপ ভালভাবে জানা গেছে।

ঐ নব কংগ্রেসীরা যে প্রচারপত্র দিয়েছেন—তার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মানবাজারের ঘটনায় নব কংগ্রেসীদের সব গ্লানীজনক কার্য্যকলাপের কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নব কংগ্রেসীরা চেয়েছিলেন যে, তাঁরা যা খুশী করবেন আর ধমক দিয়ে সব চাপা দিয়ে রাখবেন, উড়িয়ে দেবেন। লোক সেবক সংঘ শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর ফলে মতলব বাজদের ঐ বাসনা পূর্ণ হোল না। সেজন্য নব কংগ্রেস আজ লেগে পড়েছেন—ঘটনা বিষয়ে লোককে কি ক'রে আজও ধোঁকা দেওয়া যায়, আর লোকসেবক সংঘকে ঐ বিষয়ে কিভাবে হেয় করা যায়। কিন্তু ওঁরা যতই ঐ চেষ্টা করছেন ততই আসল বিষয়ের স্বরূপ আরো বেশীভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে।

প্রচার পত্র প্রকাশকারীদের আর একটি সম্ভবত মতলব রয়েছে যে, প্রচার পত্র মারফত আসল দুষ্কৃতিকারীদের অপরাধকে লঘু করা, ঢাকবার চেষ্টা করা। মামলা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন ঐ ঘটনার সত্য অবস্থা কী ছিল তা' বিচারের মুখে বিচারকদের সামনেই এখন উদ্ঘাটিত হবার কথা। ঘটনার ব্যাপারে এখন কোনো কিছু বলা কারুর পক্ষে উচিত নয় এবং আইনের দিক দিয়েও তা' বলা অপরাধ জনক। তবু ঐ নব কংগ্রেসীরা প্রচার পত্রে বলছেন যে, "**বেপরোয়া পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল একথা সম্পূর্ন মিথ্যা। তবে পাশবিক অত্যাচার চালাবার জন্য জবরদস্ত আচরণ করা হয়েছিল —তা' ঠিক।**" নিতান্ত মস্তিষ্কহীন না হ'লে মামলার এই অবস্থায় এইসব কথা কেউ বলতে পারে না। ঘটনার প্রকৃতরূপ কী হয়েছিল—তা আজ বলবার দায়িত্ব সেই মেয়েটির। এবং বিচারক তার বিচার করবেন। নব কংগ্রেসীরাই যদি রায় দেবার আজ মালিক বনে যান তবে দেশের এই বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন কী? যখন মানবাজারে ঐ গ্লানীজনক ঘটনা ঘটে তখন ঘরের ভেতর কি ঐ প্রচার পত্র প্রকাশকারীরাও ছিলেন যে, কী ঘটেছিল—তা' হলফ ক'রে বলছেন! তাহলে স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে, ঐ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এঁরাও যুক্ত ছিলেন কিনা—না হ'লে ভেতরের তথ্য জানেন ব'লে এঁরা দাবী করছেন কি করে? এঁরা হয় ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, না হয়; এই অত্যন্ত নির্ব্বোধেরা পণ্ডিতের মত উক্তি করতে গিয়ে যা তাই বলছেন। লোকে কোন্‌টা সত্য বলে মনে করবেন? যেটাই সত্য হোক—একটা কথা ঠিক যে, **ঐ ভাবে উক্তি ক'রে এঁরা আদালত অবমাননার অপরাধে আজ অপরাধী।**

ঐ নব কংগ্রেসীরা আমাদের অনেককে বলেছেন—**বহিরাগত।** নব কংগ্রেসী যাঁরা নিজেদের সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক বলে ঘোষণা করেন—তাঁরা যে কতদূর সংকীর্ণমনাও ও সাংঘাতিক মনোভাবাপন্নতা' দেশের লোক দেখুন। নব কংগ্রেস আজ বিচার করুন যে, তাঁর চেলাদের এই বহিরাগত উক্তিকে সমর্থন করবেন, না, তাঁদের যে চেলারা এহেন মারাত্মক উক্তি করতে পারেন তাদের তাঁরা দল থেকে বহিষ্কৃত করবেন। ভারতবর্ষে কোনো মানুষের আজ কোনো ভারতীয়কে কোনো জায়গায় বহিরাগত বলার অধিকার নেই। আসামে বিহারে নির্য্যাতীত মানুষেরও আজ এই দাবী।

১৪৪ ধারার ভয়ে যাঁরা পালিয়েছিলেন এবং কাঁপছিলেন তাঁরা হাজার হাজার নির্ভিক সত্যাগ্রহীকে তিন চারশ' চিংড়ি ও গুগ্‌লি ব'লে উপহাস করবেন—এ আর বিচিত্র কি। আগের প্রচারপত্র নব কংগ্রেসের মানবাজারের শ্রীজলধর সেন, শ্রীকান্তি মুখার্জ্জী প্রভৃতি লিখেছিলেন, তাঁদেরও ঐ বৈঠকগুলিতে আসতে আহ্বান করি।

ঐ প্রচার পত্রে নব কংগ্রেসীরা লোক সেবক সংঘকে ও তার বহু সম্মানিত কর্মীদের অত্যন্ত গ্লানীজনক ভাষায় অপমানিত করেছেন। এবং বহু অপরাধে অপরাধী করেছেন। ঐ সমস্ত অপরাধে লোক সেবক সংঘ অপরাধী, না নব কংগ্রেসই অপরাধী তার পরিচয় দিতে পারবো শনি ও রবিবারের বৈঠকে। ঐ প্রচার পত্রের লেখকদের ও আগের প্রচার পত্রের লেখকদের ঐ বৈঠকগুলিতে আসতে আহ্বান জানাই। শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে আহুত এই বৈঠকে তারা আসুন। সত্য মিথ্যার বিচার হোক। তাঁরা না আসলে বুঝবো—তাঁদের অপরাধ ধরা পড়বে এই ভয়ে তারা এগিয়ে আসতে অসমর্থ—তাঁরা সত্যের ভয়ে ভীত।

নিবেদক অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

—•—

রঘুনাথপুরে খাদ্য কর্পোরেশনের এজেন্টের গুদামে ষ্টক ঘাটতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

প্রকাশ, রঘুনাথপুরের জনৈক ব্যবসায়ী ও মিল মালিক খাদ্য কর্পোরেশন কর্তৃক একযোগে মিলিং এজেন্ট, ষ্টোরিং এজেন্ট ও ডি-পি এজেন্ট নিযুক্ত হন। চাল কলের মালিকরূপে ধান ভানাবার জন্য এফ-সি-আই কয়েক হাজার টন ধান সরবরাহ করেন। সে ছাড়া ষ্টোরিং এজেন্টরূপে তাঁর গুদামে কয়েক হাজার কুইন্টাল গম ও চাল মজুত করার জন্য এফ-সি-আই দেন। আর ডি-পি এজেন্টরূপে একই ব্যবসায়ী খাদ্য কর্পোরেশনের জন্য ধান কিনতে থাকেন।

অভিযোগে প্রকাশ, যে উপরোক্ত ব্যবসায়ীর মিল ও গুদামে মজুত মালের পরিমাণ নির্ণয় করার সময় নাকি দেখা যায় যে মিল থেকে বহু পরিমাণ চাল উধাও হয়েছে এবং ষ্টোরিং এজেন্টের গুদামেও খাদ্যশস্যের ষ্টকের বেশ কিছু পরিমাণ ঘাটতি হয়েছে। আনুমানিক হিসাবে নাকি ১২০০০ কুইন্টাল খাদ্যশস্যের গরমিল দেখা গেছে।

এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হবার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন—তার বিবরণ এখনও জানা যায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে বলরামপুরের খাদ্য কর্পোরেশনের গুদামে ষ্টক ঘাটতির এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ ঘটনা ঘটার বহুদিন পরে পত্র পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। তবে জেলা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায় যে বলরামপুরের সংশ্লিষ্ট গুদামের কাগজ পত্রাদি অডিটের ব্যবস্থা হয়েছে—ফলাফল জানা যায়নি।

অন্যান্য জেলার মত এই জেলাতেও খাদ্য কর্পোরেশনের জেলা ম্যানেজার; সহকারী জেলা ম্যানেজার, চীফ ইন্সপেক্টার, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি বহু অফিসার ও কর্ম্মচারী তদারকী করার জন্য নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ঘটনাচক্রে এই প্রকারের চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারী উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

বোনাসের দাবীতে বিক্ষোভ ও মিছিল

গত ১৯শে জানুয়ারী সারা ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা "বোনাস দাবী দিবস" উদ্‌যাপন করেন। সেই অনুযায়ী পুরুলিয়াতেও রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটীর উদ্যোগে শিক্ষক, শ্রমিক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মিলিত শোভাযাত্রা সহর পরিক্রমা করে ও ঋষি নিবারণ পার্কে এক জনসভা হয়। এই সভাতে বোনাস সম্পর্কিত এক দীর্ঘ প্রস্তাবে এই প্রকার দাবী জানানো হয়—

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বিবিধ সংস্থার লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারী দীর্ঘকাল ধরে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তার মূল দাবী হোল :— (১) প্রয়োজন-ভিত্তিক সর্ব্ব-নিম্ন বেতন নির্দ্ধারণ ; (২) বাস্তব-ভিত্তিক বেতন হার সুরক্ষিত করা এবং (৩) পুরাতন সার্ভিস রুল বাতিলীকরণ ; চাকুরির নিরাপত্তা বিধান এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান।

সভায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী নীতির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সমগ্র দেশের সকল প্রকার কর্ম্মচারীর জন্য অন্ততঃ শতকরা ৮·৩৩ টাকা বোনাস ; পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজন-ভিত্তিক বেতন ; দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ এবং মূল্যের হ্রাস সাধন প্রভৃতি দাবী জানানো হয়।

পুরুলিয়ায় চার সপ্তাহব্যাপী গণনির্ব্বীজকরণ শিবির

আগামী ২২শে জানুয়ারী থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত চার সপ্তাহ-ব্যাপী পুরুলিয়ার ২৭টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সদর হাসপাতালের ৩টি শিবিরে প্রতিদিন ৬০০ ব্যক্তিকে নির্ব্বীজকরণ অপারেশন করা হবে। জেলার লক্ষ্যমাত্রা ১৮ হাজার ধার্য্য হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপারেশনের পর ৪৫৲ টাকা নগদ এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দেওয়া হবে। পরিবার পরিকল্পনার কার্য্যসূচি অনুসারে এই ব্যাপক অভিযান চালানো হচ্ছে।

মানভূম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ৩রা ও ৪ঠা মার্চ্চ দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান

স্থানীয় ছত্রাক পত্রিকা গোষ্ঠির উদ্যোগে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির আয়োজনে আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৩, হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে মানভূম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের দু'দিন ধরে বিবিধ অনুষ্ঠান হবে। পুরুলিয়া জেলা, ধানবাদ, চাষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা সহ সমগ্র মানভূমের ভাষা, সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোসিয়াম সহ মানভূমের প্রত্নতাত্বিক সম্পদ, আদিম অধিবাসীদের বেশভূষা, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ; প্রাচীন পুঁথি ও প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রভৃতির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার এবং বিশিষ্ট লোকনৃত্য "ছো-নাচ" সম্পর্কে সিম্পোসিয়ামের আয়োজন করা হচ্ছে।

এই ধরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মানভূম অনুরাগী, মানভূমের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য দক্ষিণা ১০·০০ টাকা ধার্য্য হয়েছে। এই সমিতির সদস্য হবার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ ও আমন্ত্রন জানাচ্ছি।

বিনীত
অশোক চৌধুরী
সভাপতি,
মানভূম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
অভ্যর্থনা সমিতি ও কার্য্যনির্বাহক সমিতি।

কর্ত্তৃপক্ষ দেখুন

আমাদের মালডি গ্রামের নিকটবর্ত্তী কুমারী নদীর কাজ আজ দুই বৎসর হইতে চলিল। এই দুই বৎসরের মধ্যে দুই পৌষ সংক্রান্তিতে মকর পরব ও দুইটী বিশ্বকর্ম্মার পূজা পার হইল। এই চারটী পরব উপলক্ষে কুলি কামিনদের একদিনের সমস্ত বেতনটী কাটেন—জানু চৌধুরীর লোকে। নদীতে যে প্লেটগুলি ঢুকাইতেছেন—সেগুলির লাইনগুলি বাঁকা হইতেছে। লেবার সমস্ত ১৭-১-৭৩ তাং পর্ব্বের সময় যাহা চাঁদা আদায় হইয়াছে—লেবারগণ জানু চৌধুরীর লোককে তার হিসাব চাহিলে হিসাব দিতে রাজি না থাকায় জনতা ক্ষেপে যায় এবং গোলমালের সৃষ্টি হয় এবং ১৭-১-৭৩ তাং হইতে কুমারী নদী বাঁধের কাজ বন্ধ আছে। বেতন না বাড়া পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ রহিল। বেতনে এর মধ্যে কোনো লেবার কাজ করিলে শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে।

শ্রীঅধরচন্দ্র মাহাত
১৮-১-৭৩

শোক সংবাদ

বান্দোয়ান থানার তুলসীডি গ্রামের শ্রীবানেশ্বর মাহাত ৬১ বৎসর বয়সে গত ২৯শে অগ্রহায়ন হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান।

শ্রীবানেশ্বর মাহাত এবং তাহার পরিবারবর্গ দীর্ঘদিন ধরিয়া লোক সেবক সংঘের সঙ্গে জড়িত আছেন। তাঁহার বাড়ীর ছেলেরা জেলার বিভিন্ন আন্দোলন যুক্ত হইয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন এবং বানেশ্বর মাহাতর স্ত্রীও বহুবার জেলার টুসু আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন। সংঘের-কর্ম্মতালিকার উপর তাহার এবং পরিবারবর্গের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এবং সেই বিশ্বাসেই বানেশ্বর মাহাত দীর্ঘ দিন আগে ২০ বিঘা জমী মৌখিকভাবে দান করিয়া গিয়াছেন। যে জমীটি জেলার টুসু আন্দোলনে থানার প্রাণকেন্দ্র ছিল।

তাহার শ্রাদ্ধ বাসরে সংঘের সচিব শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ ও থানার বহু কর্ম্মী এবং বহু আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং মৃত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

ভজহরি মাহাত
জিতান

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর
কর্ম্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম্ম দুগ্ধে না রয় জল,
সত্যে জয় হবেই হবে
আজ নয় কাল মিলবে ফল
আজ নয় কাল মিলবে ফল।
(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়
চুষবে রক্ত মিথ্যা-জোঁক।
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

—নজরুল

৩৪ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | সোমবার, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ ১৫ই মাঘ, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল

রবিবার ২৮শে জানুয়ারী থেকে যুদ্ধবিরতি

সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি নিয়ে একটি ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামকে বোমায় বোমায় বিধ্বস্ত করলেও সে দেশের মানুষ—মানুষের মনকে বিধ্বস্ত করতে পারেনি, পারা যায়না, পারা যাবেনা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ এই বজ্রদৃঢ় সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম—উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

উত্তর ভিয়েতনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শান্তি ও যুদ্ধ বিরতির জন্য আলোচনা বহু দিন থেকে চলছিল। শান্তির জন্য আলোচনাও চলছিল আর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণও বেশী থেকে আরও বেশী হচ্ছিল। পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে—অনেক ধ্বংসের কাহিনী ইতিহাসে আছে—কিন্তু ভিয়েতনামে মারকিনের ধ্বংস প্রচেষ্টা সব কিছুকে অতিক্রম করে গেছে—আর অতিক্রম করে গেছে—অতীতের ইতিহাসের মানুষের, বর্ত্তমান বিশ্বের মানুষদের ও ভবিষ্যতে যে মানুষরা আসবে, থাকবে তাদের—এই ভিয়েতনামের মানুষের—কল্পনার অতীত অজেয় মানুষের অজেয় সংকল্প।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ও উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হানয় থেকে ২৩শে জানুয়ারী বুধবার একই সময়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে—প্যারিসে শান্তি চুক্তি পাকা করে দুই পক্ষই ঐকামত প্রকাশ করেছেন।

মারকিন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ডঃ হেনরি কিসিংগার ও ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে শ্রী লে ডাক থো প্রাথমিকভাবে মঙ্গলবারই ২৩শে জানুয়ারী শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। আনুষ্ঠানিক ও পাকাপাকিভাবে শনিবার ২৭শে জানুয়ারী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল প্যারিসে। দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে ; আর একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন—মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার।

ওয়াশিংটনে বুধবার সকালে এই চুক্তির কথা ঘোষণা করে প্রেঃ নিক্সন বলেন যে—এটি একটি ন্যায়সঙ্গত যথার্থ শান্তির চুক্তি। দশ বছর ধরে যে বিভীকাময় যুদ্ধ চলেছে, যে যুদ্ধের ফলে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মারকিন সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে, যে যুদ্ধ মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অভূতপূর্ব বিপর্য্যয়কর আন্দোলন সৃষ্টি করেছে—এই চুক্তি হল তার সমাপ্তির সম্মানজনক পথ।

ভাষণের প্রথমে প্রেঃ নিকসন বলেন যে—আজ ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৩, প্যারিসে যুদ্ধ শেষ করে ভিয়েতনামে শান্তি পুনঃ স্থাপনের জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ডঃ কিসিংগার কর্ত্তৃক এবং ভিয়েতনামের ডেমক্রেটিক রিপাবলিকের পক্ষ থেকে বিশেষ উপদেষ্টা লি ডাক থো কর্ত্তৃক এক চুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। ভিয়েতনামের ব্যাপারে প্যারিস সম্মেলনে যে সমস্ত পক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭শে জানুয়ারী এতে স্বাক্ষর করবেন প্যারিসের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে।

প্রেঃ নিকসন বলেন যে—সম্মানজনক চুক্তির জন্য আমরা যে সমস্ত সর্ত্ত দিয়েছিলাম তা সমস্তই মেনে নেওয়া হয়েছে।

২৭শে জানুয়ারী থেকে একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিটি এই যুদ্ধ বিরতির তদারকে থাকবেন।

এই শনিবার থেকে ষাট দিনের মধ্যে ইন্দোচীনে আমেরিকার সমস্ত যুদ্ধ বন্দী মুক্তি পাবে। যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা তাদের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব খোঁজ নেওয়া হবে।

এই ষাট দিনের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সমস্ত মারকিন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

জাতির প্রতি এক টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন যে—এই চুক্তি আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ করেছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভ্যান থিউর পূর্ণ সমর্থন আছে।

প্রেঃ নিক্সন বলেন—আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে—স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। সমস্ত পক্ষকেই দেখতে হবে যে—এই শান্তি যেন স্থায়ী হয় ; এই শান্তি যেন সমস্ত ক্ষত নিরাময় করে ; এই শান্তি যেন সেই শান্তি হয় যে শান্তি কেবল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধেরই সমাপ্তি ঘটাবেনা--এই শান্তি যেন বিশ্বে শান্তির সম্ভাবনাতে নিজের অবদান দিতে পারে।

প্রেঃ নিক্সন বলেন যে—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির প্রত্যেকটি শর্ত কঠোরভাবে পালন করবে এবং তিনি আশা করেন যে অন্যান্য পক্ষরাও এ বিষয়ে যত্নবান হবেন। তিনি বলেন—"এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ও যুক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে আমি আশা করি যে--এই চুক্তি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সে বিষয়ে এবং যাতে শান্তি বজায় থাকে তার জন্য তারা সম্যক সাহায্য করবেন।"

দক্ষিণ ভিয়েতনামকে উদ্দেশ্য করে প্রেঃ নিক্সন বলেন যে—"তাদের সাহস এবং ত্যাগ দ্বারা তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের স্থির করার মূল্যবান অধিকার অর্জন করেছে। আমরা যুদ্ধের সময় যেমন তোমাদের মিত্র ছিলাম ভবিষ্যতে শান্তির সময়ও তোমাদের বন্ধু থাকবো।

উত্তর ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে তিনি বলেন যে—পুনর্মিলনের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক প্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত আছে" তিনি হানয়ের উদ্দেশে বলেন যে—"এই যুদ্ধ শেষ করার জন্য যেমন পারস্পরিক সাহায্য দরকার—সেই রকমই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শান্তিকে শক্তিমান করবার জন্য পারস্পরিক সাহায্য দরকার হবে।

সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন—যে বৃহৎ শক্তিগুলি এই ভিয়েতনামের যুদ্ধে পরোক্ষ ভাবেই যুক্ত ছিলেন তাদের তিনি বলেন যে—এখন আমাদের পরস্পরের সংযত হবার সময় এসেছে যাতে যে শান্তি আমরা অর্জন করেছি তা যেন বজায় রাখতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে তিনি বলেন যে—আমাদের সম্মানজনক শান্তির জন্য দৃঢ়তার পশ্চাতে যুক্তরাষ্ট্র-জনসাধারণের যে দৃঢ় সমর্থন তাই এই সম্মান-জনক শান্তিকে সম্ভব করে তুলেছে।

প্রেঃ নিক্সন স্বীকার করেন যে—ভিয়েতনামের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে তিনি মাসের পর মাস নীরব ছিলেন এবং প্রকাশ্য বিবৃতি তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি বলেন যে—তার নীরবতার প্রয়োজন ছিল কারণ "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শান্তির সম্বন্ধে কেবল কথা বলেই শেষ করা নয়—কিন্তু শান্তিকে লভ্য করা—এবং সে শান্তিও যথার্থ শান্তি হওয়া চাই—আমরা সেটা করেছি!

প্রেঃ নিক্সন বলেন যে—এখন যখন আমরা একটা সম্মানজনক চুক্তিতে এসেছি তখন আমরা এই বলে গর্ব অনুভব করতে পারি যে—আমেরিকা এমনভাবে শান্তির চুক্তি করে নাই যাতে আমাদের মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হত অথবা আমাদের যুদ্ধ বন্দীদের পরিত্যাগ করা হত অথবা আমাদের দিক দিয়ে যুদ্ধ শেষ হলেও ইন্দোচীনের পাঁচকোটি লোকের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হতনা।

তিনি বলেন—এই গতকালই প্রেসিডেন্ট জনসন যিনি একদিন এই পদে আসীন ছিলেন—মারা গেছেন। তার জীবিতকালে যারা তাকে যুদ্ধবাজ বলে তীব্র নিন্দা করতেন তিনি সেই নিন্দা সহ্য করে গেছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা হোক এর চেয়ে গভীরভাবে আর কিছু চান নাই।

প্রেঃ নিকসন তার ভাষণের সমাপ্তিতে বলেন যে—আসুন আমরা এই সংকল্পই করি যে—যে শান্তি আমরা অর্জ্জন করেছি সেই শান্তি যেন—স্থায়ী হয়।

—•—

ভিয়েতনাম চুক্তির প্রধান শর্ত্তগুলি

১। যুদ্ধ বিরতি শনিবার মধ্যরাত্রি থেকে আরম্ভ হবে এর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা থাকবেনা।

২। যুদ্ধ বিরতির ৬০ দিনের মধ্যে সমস্ত মারকিন যুদ্ধবন্দী মুক্তি পাবে।

৩। ঐ ৬০ দিনের মধ্যে সমস্ত মারকিন সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে চলে যাবে।

৪। দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট-এর সৈন্যরা যে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

৫। প্যারিসে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ৩০ দিনের মধ্যে—স্বাক্ষরিত চুক্তি স্বীকার করার জন্য এবং যুদ্ধের অবসান সুনিশ্চিত করার জন্য এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের বৈঠক হবে।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ভিয়েতনাম এই কনফারেন্সে—চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট এবং আন্তর্জ্জাতিক কন্ট্রোল কমিশনের—কানাডা, ইন্দোনেশিয়া হাঙ্গারী এবং পোলাণ্ড এবং মিঃ কুর্ট ওয়াল্ডহিম ইউনাইটেড নেশনের সেক্রেটারী জেনারেলকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফোর্সকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই আন্তর্জ্জাতিক কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য সংখ্যা স্থির হয়েছে ১১৬০ জন। যুদ্ধ বিরতির ব্যাপারটা পরিদর্শন ও তদারক করাই এদের কর্ত্তব্য হবে।

৬। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে—দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার সামরিক যোগাযোগ রাখবেনা এবং তার আভ্যন্তরীক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেনা।

৭। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্র যারা এই যুদ্ধে জড়িত ছিলেন তারা এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরে ষাট দিনের মধ্যে দঃ ভিয়েতনাম থেকে সব উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবেন।

চুক্তিতে এই রকম সর্ব সমেত ২১ দফা শর্ত্ত আছে। তারমধ্যে—

১৮ নং দফায় আছে যে—যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে—বিপর্য্যয়কর বোমাবর্ষণ দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে যে যুদ্ধের ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার নিরাময়ের জন্য এবং যুদ্ধোত্তর ভিয়েতনামকে পুনর্গঠন করার জন্য তার সাহায্য নিশ্চয়ই দেবে।

২০ দফায় বলা হয়েছে যে—বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শীঘ্রই উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে আলোচনা হবে। এর মধ্যে ১৭তম প্যারালালে অস্থায়ী সামরিক সীমা অতিক্রম করে নাগরিকদের যাওয়া আসার ব্যাপারটাও থাকবে।

২১ দফায় এই শর্ত্ত আছে যে—উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম স্বীকার করছে যে তারা কোন সামরিক জোট বা সামরিক ব্লকে যোগ দেবেনা। তারা কোন বিদেশী শক্তিকে তাদের রাজ্যসীমার মধ্যে কোন ঘাঁটি তৈরী করতে, সামরিক বাহিনী মজুত করতে, সামরিক উপদেষ্টা বা সামরিক কর্মচারীদের ঘাঁটি করতে দেবেনা।

——•——

ভিয়েতনাম শান্তিচুক্তি
বিশ্বে সমস্ত শক্তি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত

বিশ্বে ছোট, বড়,দুর্বল শক্তিমান সমস্ত দেশ ভিয়েতনামের এই শান্তির চুক্তিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সোভিয়েট রাশিয়া বলছে—এই চুক্তি একটি বাস্তব পদক্ষেপ—এবং ভিয়েতনাম জনগণের সাফল্য বলে অভিনন্দিত করেছে। তারা বলছে—এটা শান্তি ও স্বাধীনতার জয়।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে ভিয়েতনাম এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করে শান্তি পুনস্থাপনের জন্য এই চুক্তিকে আমরা অভিনন্দিত করি। এটা কেবল ভিয়েতনাম ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থের পক্ষেই কল্যাণকর নয়—এতে এশিয়া এবং পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় যে উত্তেজনা চলছে তার পরিসমাপ্তি হবে।

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলী ব্রাণ্ড এই চুক্তিকে অভিনন্দিত করে বলেন যে—যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে পশ্চিম জার্ম্মানীর নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে। ভিয়েতনামের অধিবাসীরা যুদ্ধের এবং গৃহযুদ্ধের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য সাহায্য পাবার তারা অধিকারী। পশ্চিম জার্ম্মানী এবিষয়ে তাদের কি সাহায্য করবে তা অল্পদিনের মধ্যেই জানাবে।

বৃটিশ গবর্মেন্ট লণ্ডন থেকে বলেন—যাইহোক শেষ পর্য্যন্ত এত বছর পরে যে যুদ্ধ শেষ হয়ে একটা চুক্তি হয়েছে তার জন্য আমরা আনন্দিত।

ফরাসী গবর্মেন্ট এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে—তারা আশা করেন যে লাওস এবং কাম্বোডিয়াতেও সংঘর্ষ থেমে যাবে এবং ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ তানাকা বলেন যে—বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে তার সর্বাধিক প্রচেষ্টা সে নিয়োজিত করবে এবং অতীতের যে কোন সময় থেকে এবিষয়ে জাপানের দায়ীত্ব অনেক বেশী হয়ে পড়েছে।

ইটালীতে পোপ বলেন—এই যুদ্ধ বিরতির চুক্তিতে তিনি অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়েছেন।

ক্যানবেরাতে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী একে অভিনন্দিত করে ভিয়েতনামের পুনর্গঠনের জন্য তাদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে এই আশা প্রকাশ করেন যে এর পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার মধ্যে ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত হবে।

ভারতের অভিনন্দন

গত ২৫শে জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর ভিয়েতনামের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ট্রান ভ্যান ডংগ এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ট্রান ভ্যান ডাংগের নিকট বার্তাতে ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে—গতকাল প্যারিসে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে শান্তি চুক্তির সংবাদে খুবই স্বস্তি লাভ করলাম। আপনাকে এবং ভিয়েতনামের জনগণকে—যারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অদম্য সাহস ও অধ্যাবসায়ের পরিচয় দিয়েছে তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বহু কষ্টে অর্জ্জিত এই শান্তির জন্য আপনাদের আনন্দ ও সন্তোষের আমরাও সমভাগী এবং প্রার্থনা করি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করার যে বিরাট কাজ রয়েছে তাতে আপনারা সফল হোন।

——•——

মুক্তি

১৫ই মাঘ, ১৩৭৯, সোমবার

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী এল—এসে চলে গেল। পরাধীন ভারতে এই ২৬শে জানুয়ারী তারিখে প্রতি বৎসরই—দেশবাসী স্বাধীনতার সংকল্পবাণী পাঠ করে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কৃত সংকল্প হত। স্বাধীন ভারতের সেই দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে—সরকারীভাবে।

একটা পরাধীন জাতি যখন স্বাধীন হয় তখন সেই জাতির পক্ষে এই-রকম একটা দিন যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ আজ স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছর পরেও সমগ্র জাতি তা উপলব্ধি করে নাই। পরাধীন ভারতে যেমন এই দিনটিতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংকল্প করা হত—স্বাধীন ভারতে সেই দিনটিতে জাতি সংকল্প নেবে—এই অর্জিত স্বাধীনতাকে সমস্ত দেশবাসীর জীবনে কল্যাণের সম্পদরূপে গড়ে তুলবে এবং সেটা ব্যবস্থিত হবে দেশবাসী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়, তাদের নিয়ন্ত্রণে—তাদের উদ্যোগে।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রের অর্থই হচ্ছে প্রজার বা সাধারণের শাসন। তন্ত্রের অর্থ শাসন। তাদের নিজেদের কল্যাণ সাধনের জন্য শাসন ক্ষমতা তাদের অপরিহার্য্য—সেই কল্যাণের ব্যবস্থার জন্য। এই হচ্ছে মোটামুটি প্রজাতন্ত্রের অর্থ বা লক্ষ্য। আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশবাসী কি কেবল প্রাক্ স্বাধীনতার যুগের কাহিনী শুনবে বা শোনাবে না তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা তাদেরই নিয়ন্ত্রনাধীনে কতটা এগিয়েছে তাই দেখবে এবং না এগোলে সেটাকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে ফলপ্রসু করার সংকল্প কার্য্যকরী করার সংকল্প নেবে।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবসে—সারা দেশময় পরিক্রমা করে এলে একটা পরিস্থিতিই খুব স্পষ্ট হয়ে ধাক্কা দেয়। সেটা হচ্ছে এই দিনটির সম্বন্ধে ভারতের প্রজা জনসাধারণের অজ্ঞানতা, নির্বিকারত্ব এবং উদাসীনতা। ২৫শে সন্ধ্যায় দেখলাম সরকারী তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে মাইকে প্রজাতন্ত্র দিবসের ব্যাপারে লোককে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে—সরকারী কার্য্যক্রম। ঘরে ঘরে আলোক সজ্জারও কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ২৬শে জানুয়ারী দেখা গেল কোথাও কিছু নেই কেবল সরকারী হুকুমে একটা প্রাণহীন সরকারী কার্য্যক্রমের অনুষ্ঠান চলেছে। আর এতে যারা অংশ গ্রহণ করেছে—তারা সরকারী লোক কংগ্রেসী কিছু সদস্য। অর্থাৎ এবংসর, আজ এই প্রজাতন্ত্র দিবসের যে পরিণতি হয়েছে—তা হচ্ছে একটা প্রাণহীন সরকারী অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানের শরিকদার সরকারী তাঁবেদাররা। প্রজাসাধারণের এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। দেশের নানাস্থানে কিছু কিছু সভা সমিতি হয়েছে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান ও আলোচনাও হয়েছে—কিন্তু সর্বত্রই একটা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান যার সঙ্গে বা যার মধ্যে প্রজাসাধারণ বা সাধারণে-রা নেই। এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে কোন লাভ নেই কারণ এ অতি স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান।

প্রাক্ সাতচল্লিশ—স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গ্রামের অতি দীনতম কুটিরবাসী, আশ্রয়হীন, অর্ধাশনি মানুষ, সহর বাজারের খেটে খাওয়া, উপবাসী বেকার শ্রমিক—উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে যোগ দিয়েছে। যোগ দেওয়া শুধু নয় তারাই উদ্যোগ করে এই অনুষ্ঠানকে মহদানুষ্ঠানে পরিণত করেছে—এই দিনে তারা লাঠি খেয়েছে, গুলি খেয়েছে, মরেছে, জেলে গেছে। এ কাহিনী নয়—এটা আমাদের জাতির জীবনের একটা অতি বাস্তব সত্য। আর আজ সেই দিনটিতে যাদের জন্য স্বাধীনতা যারা জীবন দিয়ে স্বাধীনতা আনল সেই প্রজারা সেই জনসাধারন নির্বিকার, উদাসীন, অজ্ঞ এবং অনন্সুক। প্রজা সাধারণের কাছে এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপহাস বহন করে নিয়ে এসেছে—সম্পদ সৃষ্টি করেছে তাদের জন্যই যারা—প্রজাদের উপহাস করে প্রজাকে বঞ্চিত করে ক্ষমতায় এসে শাসন চালাচ্ছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই বাস্তব দিকটা উপলব্ধি করে সত্যকারের প্রজারা কি নিজেদের কল্যাণের জন্য নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প হবে?

বি, দাসগুপ্ত

——•——

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে অজেয় ভিয়েতনামের কালজয়ী কাহিনীর কাছে মানুষের প্রণিপাতের কখনও শেষ হবেনা।

অদ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিরস্ত্র ও নিপীড়িত ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ পরিচালনার সময় বিশ্বের কাছে একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছিলেন—মানুষের প্রকৃত শক্তি কোথায়? তারপরে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোহিত রূপে তিনি ঐ একই প্রশ্নের কার্য্যকরী সমাধানের পথ বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছিলেন মানুষের প্রকৃত শক্তির আধার কোথায়—ভিয়েতনামে হো চি মিন—হো চি মিনের নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত ও অবস্থিত ভিয়েতনামের সর্বজনসাধারণ আজ ইতিহাসে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন তা হচ্ছে মানুষের শক্তি কি হতে পারে?

এটম বোমা—পরমাণবিক বোমা তৈরী করা ও সেই বোমা বর্ষণ করে মানুষ ও মানুষের সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত ও বিনাশ করার মধ্যে মানুষের প্রকৃত শক্তি নিহিত নয়—পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তার অতিভয়ঙ্কর রূপের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়েও যে মানুষ উপরের দিকে তাকিয়ে নিক্ষিপ্ত পরমাণু বোমার নিশ্চিত আঘাতের কল্পনাতীত বিভীষিকাতেও অনপেক্ষ থাকে—তার সেই শক্তির তুলনা জাগতিক কোন কিছুর সঙ্গেই হতে পারেনা। হিংসা, অহিংসা বা ধ্বংসাস্ত্রের মারণশক্তি গৌণ; মুখ্য হল মানুষের অজেয় নৈতিক শক্তি এবং সেই নৈতিক শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মানুষের দৃঢ় চরিত্র এবং ব্যক্তিগতভাবেই হোক বা সমষ্টিগতভাবেই হোক কর্ম্মধারা ও কর্ম্মব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেই চরিত্রের নিঃশঙ্ক অভিব্যক্তি।

ভিয়েতনাম—ধ্বংসকামী শক্তির, সর্বাত্মক ধ্বংস শক্তির, মানুষের দ্বারা মানুষকে অমানুষের পর্য্যায়ে অবদমিত ও অবনমিত করে রাখার বিরুদ্ধে এক সার্থক চ্যালেঞ্জ। মানুষ একদিকে পরমাণবিক শক্তিকে ধ্বংস শক্তিতে পরিণত করে শক্তির সন্ধান করছে—ভিয়েতনাম মানুষের সেই শক্তিকে প্রতিহত করে সমস্ত মানব জাতির মধ্যে এক কালজয়ী শক্তির সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছে।

আজ ভারতবর্ষের—মহামানবের সাগর তীর থেকে যখন ভিয়েতনামকে প্রত্যক্ষ করছি তখন স্বতঃই এই সত্যই প্রতিভাত হচ্ছে যে এই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, সমষ্টিগত মানুষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহাত্মা গান্ধী মানুষের মধ্যে যে অপরিচিত শক্তির উদ্বোধন করেছিলেন—হো-চি-মিন ও তার সৃষ্টি ভিয়েতনাম, সেই একই শক্তিকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মানুষের মন যেভাবে তৈরী হবে তার কৃত কর্মের রূপও সেই অনুযায়ী হবে। মানুষের চিন্তাই তার কর্মের রূপে অভিব্যক্ত হয়। ভিয়েতনামের সুদীর্ঘ সুকঠোর অসম সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কেবলমাত্র কল্পনাই করতে পারি যে—ভিয়েতনামে মানুষের মন, মানুষের চিন্তা কিভাবে গঠিত এবং কি পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এবং এই গঠনের স্রষ্টা—হো-চি-মিনের নেতৃত্ব কি ছিল এবং হো-চি-মিন কি ছিলেন। ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পক্ষেই শুধু নয়—বিশ্বের সমস্ত মানুষকে আজ এই অবদানকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে কর্ম্মায়িত করতে হবে। ভারতের মানুষ—যেই হওনা কেন ভারতের গান্ধীজীর অভিযান ও ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের পরিক্রমা প্রণিপাত ও শ্রদ্ধা সহকারে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা কর। এই ধারার মধ্য দিয়ে ভারতের চিন্তাধারা গঠিত হলে—তা যে কর্ম্মের রূপ নেবে ভিয়েতনাম ও ভারতবর্ষ, গান্ধীজী ও হো-চি-মিন এই দুই শক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে এই অস্থির বিশ্বে শান্তির পথকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে।

বি, দাসগুপ্ত

——•——

হো-চি-মিন ও ভিয়েতনাম

আমরা পরবর্তী সংখ্যা থেকে হো-চি-মিন ও ভিয়েতনাম সম্বন্ধে অপূর্ব্ব তথ্য সম্পদ ধারা বাহিকভাবে প্রকাশ করব। আমাদের দেশের লোকের পক্ষে এ জানা বিশেষ প্রয়োজন। এ থেকে তারা প্রেরণা পাবে, ভরসা পাবে এবং সব চেয়ে বড় জিনিষ সেই শক্তির উৎসের সন্ধান পাবে—যে শক্তি সংগ্রামে অপরাজেয় এবং শান্তির গঠনে তুলনাহীন।

তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(১০)

সমাপ্তি-সঙ্গীত

যা লিখলাম তা লেখার প্রয়োজন ছিল বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার তথা বাংলা দেশের বৈপ্লবিক ভূমিকা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। এ বিষয়ে যদি কোনদিন কোন প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয় তবে পঞ্চবিংশ স্বাধীনতা জয়ন্তী দিবস উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে যা হয়েছে— সেটাও সেই ইতিহাসের একটা অপরিহার্য্য অধ্যায় হওয়া দরকার। অনেক সংবাদপত্রে অনেকের বিবৃতিতে এবিষয়ে সমালোচনা মন্তব্য, প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছিল তার কোন প্রামাণ্য বিবরণ বের হয়নি—যেটার বিশেষ দরকার ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের তাম্রপত্রীর সংখ্যা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে বলবার আগে একটা বিষয়ের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি পড়ে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে রওয়ানা হবার পর থেকে ভারপ্রাপ্ত দু একজন সরকারী অফিসার ছাড়া দলমত নির্বিশেষে তাম্রপত্রীদের সকলেই বর্জন করেছিলেন। সি, পি, এম এটা বর্জন করেছেন সুতরাং তাদের কোন কথাই ওঠেনা—কিন্তু কংগ্রেস থেকে সুরু করে সমস্ত রাজনৈতিক দলই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অথচ তাম্রপত্রীদের মধ্যে সমস্ত দলেরই দু একজন করে ছিলেনই।

যাবার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে কোন উচ্চ পর্য্যায়ের সরকারী বা বেসরকারী কোন বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে দেখা যায়নি। অথচ পাটনা ষ্টেশনে দেখা গেল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এসে তাম্রপত্রীদের বিদায় সম্বর্ধনা দিয়ে গেলেন। এই সম্বর্ধনাটা তাম্রপত্রীদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত নয়—এটা হচ্ছে জাতি স্বাধীনতার যে আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করেছিল—তাম্রপত্রীদের উপলক্ষ্য করে জাতির অন্তরে তার উপলব্ধির আয়োজন।

অন্যান্য রাজ্যের কথা এখানে আনতে চাইনা—কিন্তু দিল্লীতে এই ১৫ই আগষ্টের অনুষ্ঠানের আগে ও পরে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন চলেছে। সুতরাং বাংলার এম, পিরা অধিকাংশই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনও ক্যাম্পে যেয়ে এই তাম্রপত্রীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগও কেউ করেননি—কোন সংবাদ কারও নেবার কোন লক্ষণও দেখা যায়নি। দু চারজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীও স্থায়ীভাবে দিল্লীতে বসবাস করেন—তাদের কেউ কোনদিন ফিরেও তাকাননি। অধ্যাপক সমর গুহও একবেলাও যেয়ে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেননি। দুর্দ্দশা ও অমর্য্যাদার জন্য ফেরত স্পেশাল ট্রেনে কেউ কেউ নাকি তার কাছে অশ্রুবর্ষণ করেছে—কিন্তু সুযোগ সুবিধে থাকা সত্বেও কেউ একবার অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করতে যাননি। কেবল শ্রীঅমিয় কিস্কু একবার একদিন ক্যাম্পে গিয়েছিলেন—তিনি ষ্টেশনেও গিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী-পর্য্যায়, সংসদ সদস্য পর্য্যায় ও নেতৃ পর্য্যায়ের দিক থেকে এই উদাসীনতার কোন জবাবদিহি আছে কিনা জানিনা।

এর পরে দু একটি ঘটনা যা বাইরে থেকে চোখে পড়েনি—কিন্তু আমাদের অনেকের চোখ এড়ায়নি তার উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ এটা আমাদের তাম্রপত্রিদের অনেকেরই আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে পড়েছিল। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রকাশিত হয় পশ্চিমবাংলার পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে তাম্রপত্র গ্রহণ করবেন। তারপরে কাগজে দেখা যায় তিনি যেতে পারবেন না। শ্রীসুরেন ঘোষ তার স্থলে তাম্রপত্র গ্রহণ করবেন। মনোরঞ্জন বাবুর অসুস্থতা এমনভাবে প্রচার হয়েছিল যে তার ঘনিষ্ঠ লোকেরাও তিনি আসতে পারবেন না বলে মনে করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ব্যাপার সকলেরই চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের তাম্রপত্রিদের সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবু বসেননি—তিনি সেখান থেকে অনেক দূরে ডায়াসের কাছাকাছি বসে ছিলেন। পশ্চিমবাংলার পক্ষে তার নাম ডাকা হলে তিনি সেখান থেকে এসে তাম্রপত্র নেন। অনেকের কাছেই এটা সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়নি।

পশ্চিম বাংলার পক্ষে তাম্রপত্র দেবার জন্য ৯০ জনের সংখ্যা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও বিবৃতির প্রকাশ হয়েছে। শেষদিকে ৯০ জনের সঙ্গে আরও ৫ জন যোগ করা হয়েছিল—সেটা যেন খানিকটা দায়সারা গোছের। শেষের ছ জনের মধ্যে শ্রীনরেন দাস ছিলেন—তিনি সরকারী-ভাবে খবর পেয়ে ১৫ই প্লেনে যখন এসে পৌছলেন—তখন তাম্রপত্র প্রদান অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা ক্যাম্পে ফিরেছি।

এবিষয়ে সর্বভারতীয় সংখ্যা রাজ্যবারি হিসাবে দিচ্ছি। কোন কোন রাজ্যে হয়তো পরে দু চারটা যোগ হয়ে থাকতে পারে—বিয়োগ হয়নি।

১।	উত্তর প্রদেশ—	১৫৬	১৫।	আসাম—	২৬
২।	বিহার—	১২২	১৬।	হিমাচল প্রদেশ—	২১
৩।	মহারাষ্ট্র—	১০৮	১৭।	জম্মু ও কাশ্মীর—	২১
৪।	পশ্চিমবঙ্গ—	৯৫	১৮।	হরিয়াণা—	১৮
৫।	তামিলনাড—	৮৪	১৯।	ডামন ও দিও—	১১
৬।	মধ্যপ্রদেশ—	৭১	২০।	ত্রিপুরা—	৬
৭।	রাজস্থান –	৬১	২১।	পণ্ডিচেরী—	৫
৮।	অন্ধ্রপ্রদেশ—	৫৫	২২।	মেঘালয়—	৩
৯।	গুজরাট—	৫৩	২৩।	মিজোরাম—	২
১০।	মহীশূর—	৪৫	২৪।	চণ্ডিগড়—	২
১১।	দিল্লী—	৩৩	২৫।	নাগাল্যাণ্ড—	১
১২।	উড়িষ্যা—	৩১	২৬।	মণিপুর—	১
১৩।	কেরালা—	২৯	২৭।	অরুণাচল প্রদেশ—	১
১৪।	পাঞ্জাব—	২৭		মোট—	১০৮৮

রাজ্যবারী এই সব সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের—পশ্চিম বাংলার কতসংখ্যা হওয়া উচিত তার নিশ্চয় একটা ধারণা হবে। এর নিরিখ কি সর্বভারতীয় কোন নিরিখে করা হয়েছে না রাজ্যভেদে এর নিরিখভেদ করা হয়েছে?

অন্য রাজ্যের কথা আমার আলোচনার বাইরে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার ও শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে কমিটি এই তাম্রপত্রিদের সংখ্যা ও নামের জন্য দায়ী। সংখ্যার দিক দিয়েই শুধু নয় পঃ বঙ্গের কোন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা নামের দিক দিয়েও প্রধানমন্ত্রীর কাছে ত্রুটির অভিযোগ জানিয়েছেন। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত একটি মুদ্রিত পুস্তিকাতে কয়েকটি নাম দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে—তাদের তাম্রপত্রের জন্য ডাকা প্রয়োজন ছিল—ডাকা হয়নি, যদিও তাদের মধ্যে কয়েক জনকেই ডাকা হয়েছিল। ১৯০৮সাল থেকে যাঁরা বাংলাদেশে সংগ্রাম করেছেন এবং বেঁচে আছেন এবং ১৯২১ থেকেও যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন সর্বস্ব পণ করে এমন বহু সংগ্রামীর নাম বাদ গেছে যাদের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করা অপরিহার্য্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাম্রপত্রিদের সংখ্যা কিভাবে স্থির হয়—কোন নিরিখে এই সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়—নাম কারা ঠিক করে কোন নিরিখে এই নামের তালিকা করা হয় তার একটা পরিস্কার বিবৃতি শ্রীঅজয় মুখার্জীর কমিটি থেকে হওয়া উচিত। অনেকের পক্ষে স্বাস্থ্যের কারণ দেখান হতে পারে—সেটাও তাহলে পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত—কাকে বলা হয়েছিল এবং কি কারণে তিনি বা তাঁরা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন বা অস্বীকার করেছেন—যদি কেউ করে থাকেন। পশ্চিমবাঙ্গলার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আজ যদি স্বাধীন ভারত গবর্মেণ্টের পক্ষ থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যাদের অবদান—ভারত গবর্মেণ্ট কর্তৃক তাম্রপত্র প্রদান যদি তাদের মর্য্যাদা স্বীকারের নিদর্শন হয়—তবে এই সংগ্রামীদের মধ্যে জীবিত ও যোগ্যতম ব্যক্তিদের অনুল্লেখ—স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে ভারত গবর্মেণ্ট কর্তৃক তাদের অস্বীকার করা। মর্য্যাদা দেবার আয়োজনে এই অস্বীকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কলঙ্করূপে প্রতিভাত হয়ে থাকবে।

(ক্রমশঃ)

বহুজনের অনুরোধে এই লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। আগামী সংখ্যায় বাকী লেখাটুকু প্রকাশিত হবার পর এই লেখাটা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

(১)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

চাকলতা গ্রামবাসীগণের সাম্বনয় নিবেদন এই যে, গত ১৩-১-৭৩ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় চাকলতার এম, আর, ডিলার শ্রীযুক্ত মহাদেব হাজরা মহাশয়, অত্র গ্রামেরই শ্রীপটলচন্দ্র গঁরাইকে ১০ কেজি চিনি অতিরিক্ত ৩-৫০ পয়সা হিসাবে বিক্রয় করায় জনসাধারণের নজরে পড়ে। ফলে উক্ত গঁরাই মহাশয় ধৃত হইলে যাহা সত্য তাহা লিখিতভাবে (ষোলআনাকে) দেন, ও সত্যতা স্বীকার করেন। উক্ত ডিলার শ্রীযুক্ত মহাদেব হাজরা প্রাক্তন ডিলার শ্রীযুক্ত বাসুদেব হাজরা মহাশয়ের আপন ভাই। প্রাক্তন ডিলার শ্রীযুক্ত বাসুদেব হাজরা মহাশয় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ডিলার শিপ হইতে অপসারিত হন। স্থানীয় B D. O. মহাশয় তদন্ত করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ডিলারের অপকর্মের সাক্ষস্বরূপ তার পাচার করা চিনি সহ স্থানীয় B. D. O. সাহেবকে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার মহাশয়কে অবগত করাই।

উল্লেখ থাকে যে বর্ত্তমান ডিলার হুড়া থানা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন হাজরা মহাশয়ের ভাইপো। তাহার বলে বলীয়ান হইয়া অবাধে অপকর্ম চালাইতেছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের সচেতনতায় ডিলার মহাশয়ের অপকর্ম ধরা পড়ে। থানা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মহাশয় তার ভাইপোর অপরাধ ঢাকাইবার জন্য অপচেষ্টা চালাইতেছেন।

সুতরাং কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে তাহারা উপযুক্ত তদন্ত মতে ইহার সুবিচার করিয়া জনসাধারণকে, এই দুর্নীতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন।

জ্ঞাতার্থে নিবেদন ইতি

বিনীত—

চাকলতা গ্রামবাসীগণের পক্ষ হইতে।

১ সর্ব্বশ্রী ফণিভূষণ হাজরা ২। পঞ্চানন মণ্ডল ৩। কুশধ্বজ তন্তুবায় ৪। সুনারাম মণ্ডল ৫। শ্রীস চৌধুরী ৬। শশাঙ্কশেখর হাজরা ৭। প্রভাকর হাজরা ৮। মিহির কুমার হাজরা ৯। মদনমোহন হাজরা ১০। কৃষ্ণপদ পৈতণ্ডী ১১। মনীন্দ্রনাথ পৈতণ্ডী ১২। অখিলচন্দ্র ঘোষাল ১৩। দুঃখহরণ পৈতণ্ডী ১৪। গোলক গঁরাই ১৫। কৃষ্ণপদ মণ্ডল ১৬। আষড়ি বাউরী ১৭। অমূল্যরতন মণ্ডল ১৮। সুধীর মণ্ডল ১৯। ভরত মণ্ডল ২০। ভবদেব হাজরা ২১। অনাথনাথ পৈতণ্ডী ২২। শিবরাম মল্লিক ২৩। গউর বাউরী ২৪। মটর বাউরী ২৫। ঝাড়ু বাউরী ২৬। ভরতচন্দ্র গঁরাই ২৭। রত্নাকর পৈতণ্ডী।

১। প্রতিলিপি—সম্পাদক থানা কংগ্রেস কমিটি ২। এম. এল, এ, হুড়া ৩। ডি, সি, পুরুলিয়া ৪। ডিষ্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার ৫। বি, ডি, ও, হুড়া।

—০—

(২)

অগ্নিকাণ্ড

হুড়া থানার অন্তর্গত কেশড়গড় অঞ্চলের কুদলুং গ্রাম নিবাসী আমি শ্রীহারাধন মাহাত আমার গত ৪ঠা মাঘ (ইং ১৮-১-৭৩ তারিখে বেলা ১টা ৩০ মিনিটের সময় হঠাৎ (পুয়ালকুড়ে) খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়া শেষ হইয়া যায়। প্রায় ১৭/১৮ শত খড় ছিল। গ্রামে বহু লোকে চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারে আগুন নিভাইয়াছেন--প্রায় ৪/৫ শত খড় আধা পোড়া অবস্থায় বাঁচয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ এলাকায় গরু কাড়ার খাবারের জন্য খড় কেনা অসম্ভব। এইজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ থাকে যে উক্ত ঘটনার কিছু বিহিত ব্যবস্থা করিতে মর্জ্জি হয়।

নিবেদন ইতি—

শ্রীহারাধন মাহাত

গ্রাম কুদলু

থানা অর্জ্জুনজোড়া

—০—

পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক নেতাজী জয়ন্তী পালন

পুরুলিয়া মিউজিকাল ইনষ্টিটিউটে আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নেতাজী জয়ন্তী পালিত হয়েছে। সংস্থার সদস্যবৃন্দ এবং শিশু বিভাগের সভ্যবৃন্দ সহ প্রভাতে প্রভাতফেরী শহর পরিক্রমা করে। পরে সকাল ৭টায় ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারকেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বেলা ১২টায় শিশু বিভাগের সম্পাদক শ্রীছবীন্দ্র রায়ের পরিচালনায় ছোটদের প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় এবং সুভাষ-চন্দ্রের জন্মদিনটিকে কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় এক ভাবগম্ভীর অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী স্বপন সরকার, তপন কর্মকার, কুমারী তপতী গোপ ও কুমারী প্রণতি গোপ। সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুব সমাজকে সুভাষচন্দ্রের আদর্শে দীক্ষিত হবার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী সুশীল সরকার, মুকুল মুখার্জী, সঞ্জীব চ্যাটার্জী, বিভাস ঘোষ সহ সংস্থার প্রায় প্রতিটি সদস্য উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানের শেষে জন-সংযোগ ও তথ্য বিভাগ থেকে 'চারণ কবি মুকুন্দ দাস' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে পুরুলিয়া জেলা জনসংযোগ ও তথ্য অধি-কর্তা শ্রীপি. গুড়িয়া মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

মুরাড়ি

অরুণোদয় সব পেয়েছির আসর

গত ২৩শে জানুয়ারী থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মুরাড়িতে অরুণোদয় সব পেয়েছির আসরের বালক বালিকারা কতকগুলি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ব্যায়াম প্রদর্শনী, নেতাজী জীবন পরিক্রমা, ছৌনৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল। রঘুনাথপুরের বি, ডি. ও, রেসিডেন্সিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, সাব রেজিষ্টার, ডি. এস, ই ও প্রভৃতি সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে সমবেত সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

—০—

মানভূম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ৩রা ও ৪ঠা মার্চ দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠান

স্থানীয় ছত্রাক পত্রিকা গোষ্ঠির উদ্যোগে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির আয়োজনে আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৩, হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে মানভূম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের দু'দিন ধরে বিবিধ অনুষ্ঠান হবে। পুরুলিয়া জেলা, ধানবাদ, চাষ, চন্দনকিয়ারী; চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা সহ সমগ্র মানভূমের ভাষা, সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোসিয়াম সহ মানভূমের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ, আদিম অধিবাসীদের বেশভূষা, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ; প্রাচীন পুঁথি ও প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রভৃতির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বিশেষ অঙ্গস্বরূপ সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার এবং বিশিষ্ট লোকনৃত্য "ছৌ-নাচ" সম্পর্কে সিম্পোসিয়ামের আয়োজন করা হচ্ছে।

এই ধরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মানভূম অনুরাগী, মানভূমের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য দক্ষিণা ১০-০০ টাকা ধার্য্য হয়েছে। এই সমিতির সদস্য হবার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিনীত

অশোক চৌধুরী

সভাপতি,

মানভূম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।

অভ্যর্থনা সমিতি ও কার্য্যনির্বাহক সমিতি।

চেয়ারম্যান অপসারণ প্রসঙ্গে
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সর্ব্বশেষ পরিস্থিতি
মাননীয় কলিকাতা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক রাজ্য সরকারকে রুল জারী

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য যে প্রশাসনিক প্রচেষ্টা হয় তার বিরুদ্ধে গত ২৪-১-৭৩ তারিখে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে মাননীয় কলিকাতা হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করা হয়। আবেদনকারী শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় চেয়ারম্যানের পক্ষে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী এবং তাঁর সহকারীরূপে হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীমদনমোহন মল্লিক উপরোক্ত মামলা পরিচালনা করেন।

উপরোক্ত আবেদন অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি পি. কে. ব্যানার্জী রাজ্য সরকার এবং তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের উপর রুল জারী করে সংশ্লিষ্ট বিশেষ সভা আহ্বানের নোটীশ ও তার কার্য্য বিবরণী এবং সিদ্ধান্তসমূহ কেন নাকচ করা হবে না তার উপযুক্ত কারণ দর্শাবার আদেশ দেন। সেই সঙ্গে আবেদনকারীকে হাইকোর্টে অন্তর্বর্ত্তীকালীন আদেশ জারীর (ইন্‌জাংশান) প্রার্থনা জানাবার অনুমতিও প্রদান করেন।

পটভূমিকা

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১২ জন কমিশনারের স্বাক্ষর যুক্ত অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পুরুলিয়ার জেলা শাসক ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের ৬১ (৩) ধারা অনুসারে ২৪-১১-৭২ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে ১২-১২-৭২ তারিখে বিশেষ সভা আহ্বান করেন। উক্ত বিশেষ সভায় জেলা শাসকের পক্ষে শ্রীএইচ, পি, মুখোপাধ্যায়, এস ডি-ও সভাপতিত্ব করেন এবং সভায় উপস্থিত ১৩জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের মধ্যে ১২জন কমিশনার চেয়ারম্যান শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীবিশ্বনাথ বুটেলিয়ার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন অনাস্থা জ্ঞাপনকারীদের পক্ষে সেই সংখ্যাধিক্য না থাকায় বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনা এবং চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তথা আদেশের জন্য পাঠানো হয়।

সুবিচার দাবী করে নোটীশ জারী

চেয়ারম্যান শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে এ্যাডভোকেট শ্রীমদনমোহন মল্লিক ১০-১-৭৩ তারিখে-- এই প্রসঙ্গে সুবিচার দাবী করে নিম্নলিখিত অফিসারদের উপর নোটীশ জারী করেন।

১। সেক্রেটারী স্বায়ত্তশাসন বিভাগ, পঃ বঙ্গ সরকার।
২। ডেপুটী কমিশনার, পুরুলিয়া।
৩। শ্রীএইচ. পি, মুখার্জ্জী. এস-ডি ও।

উপরোক্ত নোটীশ এই অভিযোগ করা হয় যে জেলাশাসক ২৪-১১-৭২ তারিখের ৬৪৯১ (৩) / জি মেমোযোগে মিউনিসিপাল বিশেষ সভার যে নোটীশ জারী করেন তাতে যদিও লেখা থাকে যে কমিশনারদের "প্রস্তাবিত অনাস্থা প্রস্তাব" নীচে দেওয়া হোল—কিন্তু উদ্দেশ্য মূলকভাবে সেই প্রস্তাবের খসড়া দেওয়া হয় নি। সুতরাং উপরোক্ত নোটীশ অসম্পূর্ণ, অবৈধ এবং অভিসন্ধি পূর্ণ।

তাছাড়া বিশেষ সভার কার্য্য বিবরণী থেকে দেখা যাবে যে 'প্রস্তাবিত অনাস্থা প্রস্তাব" সভায় পেশও হয়নি এবং আলোচিতও হয় নি। আর অবৈধ নোটীশ অনুসারে বিশেষ সভা আহূত হওয়ায় সভার বৈধতাও প্রশ্নের বিষয় হয়েছে।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সুবিচার দাবী করে উপরোক্ত সভার নোটীশ ও তার কার্য্য বিবরণী তিন দিনের মধ্যে নাকচ করে দেবার অনুরোধ জানানো হয়। আর ঐ তথাকথিত সভার অবৈধ প্রস্তাব অনুসারে চেয়ারম্যানকে অপসারণের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্যও সতর্ক করে দেওয়া হয়।

প্রথম আবেদন

উপরোক্ত নোটীশের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরই ২৪-১-৭৩ তারিখে আবেদনকারী শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে ব্যারিষ্টার শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী এবং এ্যাডভোকেট শ্রীমদনমোহন মল্লিক কলিকাতা হাইকোর্টে সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে মামলাটি পেশ করেন। এই আবেদনের মূল বক্তব্য ছিল :—

আবেদনকারী গত মিউনিসিপাল সাধারণ নির্ব্বাচনে ৭নং ওয়ার্ড থেকে যথারীতি কমিশনার নির্ব্বাচিত হন এবং শাসক দল কংগ্রেসের গোষ্ঠী-বহির্ভূত অধিকাংশ কমিশনারের সমর্থনে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়ে বোর্ড গঠন করেন। কিন্তু সরকারী আনুকূল্য ও সমর্থনের আশায় কংগ্রেসী কমিশনারেরা বোর্ড ভাঙ্গবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েকজন কমিশনারকে দল ভাঙ্গাতে সচেষ্ট হন। তারপর ১৪-১১-৭২ তারিখে ১১ জন কমিশনারের স্বাক্ষরিত এক পত্রে জেলা শাসককে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট পত্র ও প্রস্তাবের যে প্রত্যায়িত নকল নেওয়া হয়েছে—তা থেকে দেখা যায় যে প্রস্তাবে উল্লিখিত অভিযোগগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা, সাজানো এবং অভিসন্ধিপূর্ণ; আর উপরোক্ত অভিযোগগুলি ইতিপূর্ব্বে তাঁকে কখনও জানানো হয় নি।

২৪-১১-৭২ তারিখে জেলা শাসক বিশেষ সভা আহ্বানের যে নোটীশ দেন তাও বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈধ কারণ "ষ্টাটুট" অনুসারে প্রস্তাবের যে মূল বয়ান নোটীশের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয় নি। আর ঐ অবৈধ নোটীশ অনুযায়ী ১২-১২-৭২ তারিখে এস, ডি, ওর সভাপতিত্বে যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতেও মূল প্রস্তাব পেশ হয়নি—ফলে সেটাও ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈধ।

পৌরসভার ২০ জন কমিশনারের মধ্যে ১২ জন মাত্র অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্য না থাকায় এখন একমাত্র সরকারী আদেশেই চেয়ারম্যানকে অপসারণ করা সম্ভব। সরকার এখনও সেই আদেশ দেন নি—তবে যে কোনও মুহূর্ত্তে দিতে পারেন বলে আশঙ্কা হয়—কারণ প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষ সুরু থেকেই আবেদনকারীর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন। প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার দাবী করে যে নোটীশ দেওয়া হয়—তাতেও তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারীর প্রার্থনা যে—

১। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে "রিট" বা 'ম্যাণ্ডেমাস" জারী করে অবৈধ প্রস্তাব বলে চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের আদেশ দানে নিবৃত্ত করা হোক।
২। আবেদনকারীর প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা করা হোক; এবং
৩। মামলার খরচপত্র দেওয়া হোক।

দ্বিতীয় আবেদন

প্রথম আবেদন পত্র অনুসারে মাননীয় হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্যে রুল জারী করার পর আবেদনকারীর দ্বিতীয় আবেদন পত্রে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন আদেশ (ইনজাংসন) জারীর জন্য প্রার্থনা জানানো হয়। উপরোক্ত আবেদনে আরও জানানো হয় যে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন আদেশ জারী করা না হলে রাজ্য সরকার ও তাঁর অধীনস্থ অফিসারগণ আবেদনকারীর বৈধ কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ তথা অসুবিধার সৃষ্টি করবেন এবং তাঁকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণের অবৈধ প্রচেষ্টায় রত থাকবেন।

—•—

আর, এস, পি বিধান সভায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করেছে

গত নির্বাচনের পরে সি পি এম সহ আট পার্টি বিধান সভা বয়কটের সিদ্ধান্ত করে এবং এ যাবত তারা এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। সম্প্রতি এই অষ্টবাম পার্টির এক শরিক—আর এস পি বিধান সভায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এবার ৯ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভার যে অধিবেশন হচ্ছে তাতে তারা যোগ দেবেন। বিধান সভায় আর, এস, পির তিন জন সদস্য আছেন। এরা শপথ গ্রহণ করেছেন এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভার অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন।

—•—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | সোমবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ২২শে মাঘ, ১৩৭৯ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

'উপনিষদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে' মানুষ যেমন চিন্তা করে সেইরূপ হয়—বিজ্ঞলোকের অভিজ্ঞতা এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে। জগতের জ্ঞানীজন যেরূপ চিন্তা করিবে জগৎ তদনুরূপ হইবে। বৃথা চিন্তা চিন্তাই নয়। আর চিন্তাহীন জনতা যেরূপ কার্য্য করিবে জগৎ সেইরূপ হইবে, ইহা মনে করা ভয়ংকর ভুল। তাহারা ত চিন্তা করিয়া দেখিবে না। স্বাধীনতার অর্থ হওয়া উচিত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে সকল লোক জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইবে।

—গান্ধিজী

তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(১১)

কয়েকটি প্রশ্ন

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে কোন ক্ষেত্রেই কোন নেতৃত্বই কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তার যথাযোগ্য গুরুত্ব অনুধাবন করে আয়োজন অনুষ্ঠান করেনা। সেজন্য বহুক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বাঞ্ছনীয় থাকলেও তা কার্য্যকরী করার অব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যকে অবাঞ্ছনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এই তাম্রপত্রের সম্বন্ধেও এই দিক দিয়ে উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থার সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

তাম্রপত্রের উদ্দেশ্য

৩১শে জুলাই তারিখের 5120-P নং পত্রে তাম্রপত্র দেবার জন্য পশ্চিমবাংলা গবর্ণেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীএ, কে, ব্যানার্জি আই, এ, এস কর্ত্তৃক—এই ভাবে সরকারী চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

Govt. of West Bengal

Sir,

On the midnight of 14th August, 1972, India will Complete 25th year of Independence. This Occassion will be Colebrated countrywide throughout the .year from 15th August 1972, amongst others by paying homage to the memory of those who laid down their lives during the freedom struggle and by giving fitting recognition of the services of those freedom fighters who are still alive. In a special function to be arranged in Delhi on 15th August. 1972 "Tamra Patras" will be presented to some selected freedom fighters. who are still alive in recognition of their services in the cause of the freedom of the Country.

2. I am now directed to state that this Government have the pleasure to select yo1 as one of the freedom fighters of West Bengal who will be receiving "Tamra Patras" in the special function to be held in Delhi on 15th August, 1972.

ঐ পত্রের 12নং প্যারাতে অনুরোধ করা হয়েছে—

In fine. I would like to request you to furnish informations about your food habits. health and any other informations as you may like to furnish besides the particulars requested for in Para 4. 5, and 11 within three days fron the date of receipt of this letter *to enable this Government to make your journey to Delhi and back and your stay at Delhi a pleasant one.* (Italics ours)

শুধু আমি নই অনেকেই যথাসময়ে চিঠি দ্বারা জানিয়েছিলেন।

অতঃপর দিল্লীতে পৌঁছবার পরে শ্রীকে, সি, পন্থের নিকট থেকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি প্রত্যেক তাম্রপত্রিকে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত দেওয়া হয়েছিল—

K. C. Pant
Minister in the Ministry
of Home Affairs.

W. B—34 (তাম্রপত্রি হিসাবে আমার নম্বর)
Govt. of India
Ministry of Home Affairs.

New Delhi-1
Dated 11th August, 1972
20 Sravana 1894

Dear Shri Gupta,

I have great pleasure in welcoming you to Delhi on the Occassion of the inauguration of the celebration of the 25th Independence Jayanti.

The ceremony for the presentation of "tamra patra"s to selected freedom fighters from different parts of the Country is the highlight of the programme. It provides an opportunity to the Government and the people to honour those whose sufferings and Sacrifices, Courage and daring, are enriched in the history of our epic struggle for freedom.

You are a guest of the Government of India. Arrangement for boarding. lodging and transport have been made in Case you wish to avail yourself of them.

I hope you would be comfortable and feel at home.

I look forward to the opportunity of meeting you.

With regards
Yours Sincerely
K. C. Pant

Shri Bibbuti Das Gupta

একধা লোক সভার সদস্য হিসাবে--ভারত গবর্ণমেন্টের অতিথি হয়ে যারা আসেন বা আনা হয় তাদের সম্বন্ধে কিভাবে কি ব্যবস্থা হয়—তার অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে বলেই এই আনুষ্ঠানিক ভাবে লিখিত চিঠিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তাম্রপত্রিদের কাছে আদ্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাটা একটা মর্মান্তিক পরিহাসরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাম্রপত্র প্রদানের পশ্চাতে ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই সম্মান যেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নয় মুখ্যতঃ যারা এই সম্মান দিচ্ছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে মুখ্যতঃ তাদের অনুগ্রহ দানের মধ্য দিয়ে তাদের সম্মান অর্জনটাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও তদ্রূপ দিল্লী প্রশাসন যাদের উপর ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়েছিল দেখা গেল তারা সকলেই পদস্থ আমলা অফিসার এবং ভারত সরকারের সম্মানীয় অতিথি হিসাবে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যে কোন অনুষ্ঠান, অধিবেশন ও সম্মেলনে যারা আসেন তাদের জন্য যে ব্যবস্থা যে ভাবে করা হয় তার ন্যূনতম পর্য্যায়েও এই—তাম্রপত্রের জন্য আমন্ত্রিত ভারত সরকারের অতিথি—স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফেলা হয়নি। ইচ্ছে করে ডেকে নিয়ে অমর্য্যাদা করা হয়নি বরং মর্য্যাদা দেবারই লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু যে সব আমলাদের উপর ব্যবস্থার ভার ছিল তাদের মানসিক ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী এদের তৃতীয় শ্রেণীর উপরে স্থান দিতে পারেনি। ফলে এদের নিয়ে যাবার প্রস্তাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর উপরে এদের সম্বন্ধে এরা ভাবতে পারেনি এবং দিল্লীতে এদের আবাস হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য অসমাপ্ত ফ্ল্যাটের ব্লক ছাড়া অন্য কোন ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা অনায়াসে করা যেতো। এসব দেখবার জন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়না—থাকলেও তিনি এইটাই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করে—কারান্তরালে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে স্থাজ-প্রায় হয়ে

এখনও যারা বেঁচে আছেন তাদের সম্বন্ধে প্রকৃত মর্য্যাদাবোধ এদের স্বাভাবিক ভাবেই কম। এরা মর্য্যাদা দিতে শিখেছে ও জানে তাদেরই যারা বর্তমান ধারা ও পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট পর্য্যায়ের অন্তর্গত বলে পরিগণিত। এর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে খানিকটা অবহেলা ও উদাসীনতার সঙ্গে হিমালয় প্রমাণ অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা অতি অবাঞ্ছনীয় রূপে পরিণত করেছে। নিরপেক্ষভাবে আত্মান্ত ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।

এ বিষয় নিয়ে এ পর্য্যন্ত অনেক কাগজেই অনেক তিক্ত ও কটু সমালোচনা ও বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা প্রকাশ হয়েছে বলে মনে হয়না। কারণ সেই সুদূর 'ফ্রিডম ফাইটার্সদের' ক্যাম্পে কোন সাংবাদিক বিশেষ করে কলিকাতার কোন প্রখ্যাত সংবাদ পত্রের সহিত সংযুক্ত কোন সাংবাদিকের উপস্থিতির কোন সংবাদ আমরা পাইনি।

(সমাপ্ত)

সমস্ত কয়লা খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হল

গত ৩০শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির এক অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতের ৪৬৪টি ননকোক (অজ্বালানি) কয়লা খনির ভার ভারত সরকার নিজের হাতে নিলেন। ইতিপূর্বে ২১৪টি কোক কয়লাখনির ভার ভারত সরকার পূর্বেই '৭১ সালের অক্টোবরে হাতে নিয়েছিলেন। ইস্পাত কারখানাগুলির সঙ্গে যুক্ত কয়লাখনিগুলি কেবল হাতে নেওয়া হয়নি। এগুলি ছাড়া ৩০শে জানুয়ারী থেকে কোন কয়লাখনি আর বেসরকারী হাতে রইলোনা। কয়লাখনিগুলির বেশীর ভাগই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে। অরডিন্যানসে বলা হয়েছে যে বেসরকারী কয়লাখনির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলমের বড় ভাই জে, সি কুমারমঙ্গলম—যিনি জাতীয় কয়লা উন্নয়ণ করপোরেশনের চেয়ারম্যান তিনি দেশের সমস্ত নন কোক কয়লাখনির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ কাষ্টোডিয়ান জেনারেল হয়েছেন। তার অধীনে ৪জন সহকারী ও ৭জন উপতত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। খনিগুলির পরিচালনা ভার ন্যস্ত থাকবে আরও ৬০ জনের মত তত্ত্বাবধায়কের উপর।

রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনিগুলি পরিচালনার ভার যে সংস্থার উপর দেওয়া হল তার নাম হল—কোল মাইনস অথরিটি। ৩১শে জানুয়ারী বুধবার থেকেই সরকারী কর্মচারীরা কয়লাখনিগুলির দখল নিয়ে বসেছেন।

কাষ্টোডিয়ান জেনারেল কুমার মঙ্গলম ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতায় সাংবাদিকদের বলেন যে—কয়লার দামের তারতম্য কিছুই হবেনা। যেমন আছে তেমনিই থাকবে।

যাতে সুষ্ঠুভাবে কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হচ্ছে।

প্রকাশ যে--যে কয়লাখনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল—সেই খনির মালিকদের কাছে রয়েলটি বাবত গবর্মেন্টের প্রাপ্য ২০ কোটি টাকা এবং শ্রমিকদের নানাভাবে প্রাপ্য প্রায় ২০ কোটি টাকা মোট ৪০ কোটি টাকা বাকী আছে। প্রকাশ যে খনির মালিকদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে—সেই টাকা থেকে এই প্রাপ্য টাকা কেটে নেওয়া হবে।

প্রতিক্রিয়া

দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিই এই রাষ্ট্রীয়করণ ব্যাপারে আনন্দিত হয়েছেন। আই, এন, টি, ইউ, সি; সি, আই, টি, ইউ; হিন্দুস্থান খান মজদুর সংঘ; ইউ, টি, ইউ সি; টি, ইউ, সি, সি; প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এই রাষ্ট্রিয়করণ ব্যাপার পূর্ণ সমর্থন করেছেন বলে প্রকাশ।

যতদূর সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে সর্বত্রই কয়লাখনির শ্রমিকরা এতে উল্লসিত হয়েছে। সাধারণভাবেই তারা মনে করে যে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকে এবার আর তারা বঞ্চিত হবেনা।

খনিমালিকদের প্রতিক্রিয়া

অরডিন্যান্স জারি করে সরকার কর্তৃক খনিগুলি দখলের ব্যাপার পূর্ব্বাহ্নে মালিকরা কিছুই জানতে পারে নাই। এ সম্পর্কে কঠোরভাবে গোপনতা রক্ষা করা হয়েছিল যাতে 'খনিমালিকরা যন্ত্রপাতি—কাগজপত্র প্রভৃতি সরাবার সময় না পায় বা কোন প্রকার সংঘর্ষ সংগঠন করার ব্যবস্থা না করে। তবুও আসনসোল দুর্গাপুর এলাকায় সতর্কতামূলক ১৪৪ ধারা ৩১শে ডিসেম্বর জারি করা হয়।

প্রকাশ যে কোথাও কোথাও মালিকদের পক্ষ থেকে দলিলপত্র ও জিনিষপত্র পাচার করার চেষ্টা হয়েছিল এবং তারা ধরাও পড়ে। বর্ধমান জেলার সালানপুরের কাছে এই ব্যাপারে ৬জন হাতেনাতে ধরা পড়ে।

কয়লাখনির মালিকদের সংস্থা মাইনিং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শ্রীপি, এ, চনচনি বলেন—"কাঁচা কয়লাখনির পরিচালন দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তে আমরা মর্মাহত। এটা আমাদের কাছে মৃত্যু পরোয়াণার সামিল।"

ভারতীয় বণিক সভা সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে—এই সিদ্ধান্ত করে সরকার তার নীতি পাল্টে ফেলেছেন—এর ফলে সরকারের উপর শিল্পের আস্থা কমে যাবে এবং দেশে আত্মবিনিয়োগের প্রবণতা কমে যাবে। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নগন্য বলে বণিকসভা তার সমালোচনা করেন।

তবু খনিমালিকরা জানতে পেরেছিল

কয়লাখনিগুলির পরিচালন-দায়িত্ব সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়ার খবর যাতে পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে তার জন্য জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশনের ২৭জন অফিসারকে সাত ঘণ্টা করপোরেশনের ক্লাব ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। তা সত্বেও আগেই খবর বেরিয়ে যায় সেইজন্য কয়লাখনির মালিকরা ৩০শে জানুয়ারী তারিখেই ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়েছিলেন।

যারা কাজ করছিলেন তাদের কাজ যাবেনা

কয়লাখনিতে যারা চাকরি করছিলেন—যে ভাবেই চাকুরী করুন না কেন তাদের ভয় হয়েছিল তাদের চাকুরী থাকে কিনা। এ বিষয়ে পরিস্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে—চাকরী কারও যাবেনা। তবে কতকগুলি শর্ত্ত তাদের প্রতি আরোপিত হবে।

বামফ্রন্ট ও আর, এস, পি

গত ২০শে জানুয়ারী আর এস পির বিধান সভায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আর, এস, পির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমাখন পাল সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন—

"আট পার্টির শরিকদের সঙ্গে বহু আলোচনা করেও তারা এর যৌক্তিকতা বুঝতে চাননি। তারা তাদের পুরোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে রাজী হয়নি! আজও আট পার্টির বৈঠকে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে আমরা মনে করি আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে।"

শ্রীপাল এই প্রসঙ্গে বলেন যে—"শুধুমাত্র জালিয়াতী বা কারচুপির জন্য বামপন্থীদের নির্বাচনে পরাজয় ঘটেনি। বামপন্থীদের ব্যর্থতাও অনেকখানি দায়ী। তা ছাড়া যে সরকারের নিযুক্ত শ্রম উপদেষ্টা কমিটি, দুর্গাপুরে জয়েন্ট কাউন্সিল, শিক্ষা কমিটি, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি কমিটিতে আট পার্টির সরিকরা যখন থাকতে পারেন—আর সেই সরকার যে বিধান সভা থেকে গঠিত সেই বিধান সভায় নীতিগতভাবে যোগদানের বাধা কোথায়? আর এস পি মনে করে—জনগণের বিক্ষোভ বিধান সভায় প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

শ্রীপাল বলেন—"নির্ব্বাচনের ঠিক পরে যে পরিস্থিতি ছিল আজ তার পরিবর্তন ঘটেছে। জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে কংগ্রেস ক্রমশঃ ব্যর্থ হচ্ছে। জনগণের মোহ কেটে যাচ্ছে। এই বিক্ষুব্ধ জনগণকে বামপন্থীদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে।

আর, এস, পিকে বহিস্করণ

এই সিদ্ধান্তের ঘোষণার পরে—গত ৩০শে জানুয়ারী বামফ্রন্টের—(১) সি পি এম (২) এস ইউ সি (৩) ওয়ার্কারস্ পার্টি (৪) আর সি পি আই (৫) ফ: ব্লক মার্কিষ্ট (৬) এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে—আর এস পির এককভাবে বিধান সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক ও ক্ষতিকর।

বিবৃতিতে বলা হয় যে—নির্ব্বাচনে কারচুপির দ্বারা গঠিত রাজ্যসভায় যোগদান করার ব্যাপারে আর এস পি এককভাবে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করেছি। এই ভুল সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করে ঐ দল নিজেদের বামফ্রন্টের বাইরে রেখেছেন—সুতরাং তারা আর বামফ্রন্টের শরিক নন।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২২শে মাঘ, ১৩৭৯, সোমবার

নিহত গান্ধী

জাতির জীবনে ৩০শে জানুয়ারী দিনটি এসে চলে গেল। ১৯৪৮ সনে ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজী এই স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতবাসীর দ্বারাই নিহত হয়েছিলেন। তারপর থেকে তার নিধনের দিবসটি ভারতবর্ষের ভারতবাসীর কাছে প্রতি বৎসর এসেছে—এবং যেভাবেই হোক না কেন ভারতবর্ষ তাকে স্মরণ করে আসছে।

এই দিনটি আসবে এই ভারতবাসীর জীবনে ভবিষ্যতেও। কিন্তু এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে এবং পরিবর্তনশীল চিন্তা, ভাবধারা, আদর্শ ও লক্ষ্যের সংঘাতের মধ্যে এবং জনসাধারণের দুর্ব্বল স্মরণশক্তিতে নিহত গান্ধীজী আর স্মরণের স্থান নিয়ে থাকেন কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষেরা জনসাধারণের অর্থাৎ সামান্য লোকের স্মরণে জাগরুক আছেন বা থাকেন তাদের মধ্যে অবতারত্ব আরোপ করা হয়। ভারতবাসী অবতার হিসাবে তাদের স্মরণ, মনন ও পূজার অনুষ্ঠান করেন। গান্ধীজীর মধ্যে অবতারত্ব আরোপ করা হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালক হিসাবে ভারতবাসীর ইতিহাসে তার স্থান। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তার অহিংসা ও বিদ্বেষহীন গতিপথের যে মহান অবদান তার স্মরণ বা তার অনুসরণ বা তদনুযায়ী কার্য্যক্রম ভারতবাসীর জীবনে লুপ্ত হয়ে গেছে। একটা দেশের স্বাধীনতা—পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকেই অনেকভাবে এনেছে—তারা সেই সেই দেশে স্মরণীয় হয়েও আছে কিন্তু ভারতবর্ষে গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যে মানবজাতির প্রকৃত মুক্তির গতি যেভাবে কার্য্যকরী করেছিলেন—এটা কোথাও হয় নাই। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জগতের সমস্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে তার কার্য্যক্রম ও আদর্শ বিন্যস্ত করেছিলেন। মানুষের গতিপথে এই যে মনুষ্যত্বের জয়যাত্রা ভারতবাসী তার জীবনে তা এখন বিস্মৃত হতে চলেছে শুধু নয় বিস্মৃত হয়ে গেছে। ভারতবাসীর জীবনে গান্ধীজীর নিধন সম্পূর্ণ এবং বাস্তব হয়েছে।

আজিকার ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক যে সমস্ত সমস্যা ক্রমবর্ধমান হয়ে জাতিকে ও জাতির যারা ব্যবস্থাপক তাদের সংশয়াম্বিত করে তুলেছে এবং ব্যর্থতার গতিপথে যখন এদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তখন তার সমাধানের প্রচেষ্টায় বা তার মোকাবিলার জন্য ভারতবর্ষের গান্ধীজী ছাড়া—দুনিয়ার অন্যান্য প্রদর্শিত পথের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ফলে যা হচ্ছে তা নিতান্ত সাময়িক এবং এই ভারতবর্ষের বিচিত্র ক্ষেত্রে তা আরও কঠিনতর সমস্যার সৃষ্টি করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে যারা ক্ষমতায় এসে জাতিকে সর্বাঙ্গীন বিকাশের দায়িত্বের কাজে বৃত হয়েছিলেন তারা সকলেই সেই গতিপথই গ্রহণ করেছে যা ভারতবাসীর ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা সো করতেই পারেনি—পারবেনা বরং উত্তরোত্তর প্রতিকূল অবস্থারই ক্ষেত্র করে গেছে।

জাতিকে এই মূলগত ব্যাপারটা অনুধাবন করতে হবে—ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ভাবধারার যথার্থ প্রয়োগই নয় তারা বিস্তৃত কর্মধারার পরীক্ষিত বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিণত ব্যবস্থারও প্রয়োগ করতে হবে। এই পথেই রয়েছে ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রগতির পথ, প্রকৃত বিকাশের পথ এবং জগতের সমস্ত মানবজাতির দ্বন্দ্ব ও সংশয় সমাকীর্ণ পথে উন্নত মানুষের শান্তির প্রশান্ত ছায়ায় যাত্রাপথ। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এ কথা বলছি যে—এছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে অন্য কোন পথ নেই। আমাদের অদূর অতীত এবং ক্রিয়মান বর্তমান একথা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এখনও যদি বর্তমান গতিপথ গান্ধীজীর পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা ও ভাবনার ভিত্তিতে কার্য্যকরীভাবে গ্রহণ না করা হয় তবে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও বিপর্য্যয়কর অবস্থা আনবে—আমাদের এ কথার সত্যতা প্রমাণ করবে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

কিন্তু একে কার্য্যকরী করার জন্য—এ প্রয়োগ করার জন্য যে একক বা যৌথ নেতৃত্ব প্রয়োজন—সে কোথায়? স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসে। এই প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও আসে যে এখনকার জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিচার-প্রবণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ। তা যদি না হয় তবে গণতন্ত্রের কোন অর্থ ই হয়না। মেষপালক চালিত মেষপালের মতো বা রাখাল চালিত গো-পালের মতো তারা চলতে থাকবে এবং গণতন্ত্র বিপরীতভাবে ব্যবস্থিত হবে। সেই জন্যই এবিষয়ে নেতৃত্ব যদি নীচের তলা থেকে গড়ে উঠতে পারে তাদের দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েনের ভিত্তিতে—তবে তা-ই উপরের নেতৃত্ব কে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থিত করবে। এটা অপ্রাকৃত, অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু নয়। দেশের জনক্ষেত্রে একে বাস্তব ও কার্য্যকরী করার জন্য যে কর্মীগোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠী আছে—আজ তারা সচেতন ও সক্রিয় হলে—সূর্য্যকিরণে কুয়াশা বিলোপের মত আমাদের বর্তমান প্রায়ান্ধকার পথ আলোর রশ্মিতে উদ্ভাসিত হবে। এতে কোন সংশয় নেই।

বি, দাসগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাম্রপত্র বিতরণ

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার কলিকাতায় মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে তাম্রপত্র বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যেকের আসনের কাছে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশ সেবার স্বীকৃতির প্রতীকস্বরূপ তাম্রপত্র তাদের হাতে তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় তাম্রপত্র দানের জন্য নির্ব্বাচিত ২১৭ জনের এক তালিকা অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় মোট ৪১৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মধ্যে তাম্রপত্র বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এর মধ্যে কলিকাতায় ২১৩ জন এবং দিল্লীতে যারা তাম্রপত্র নিতে যেতে পারেননি তাদের নিয়ে মোট ২১৭ জনকে তাম্রপত্র দেবার আয়োজন হয়েছিল।

শ্রীরায় বলেন যে--বিপ্লবীদের স্বপ্নের ভারত গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। তিনি এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন যাতে স্বার্থলেশহীন হয়ে সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারেন, দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনতে পারেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগ ও দেশ সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন তারা যেন সেই আদর্শ থেকে কোন সময় বিচ্যুত না হন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে—তাম্রপত্র দেওয়ার জন্য নির্বাচিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জেলাওয়ারী তালিকা হচ্ছে এইরূপ:-

কলিকাতা ২১৩; চব্বিশপরগনা—২৫০; হুগলী—৪২; পশ্চিম দিনাজপুর ৫৯; বীরভূম ৯; মেদিনীপুর—৭৩; নদীয়া ৩১; বর্দ্ধমান—২০; জলপাইগুড়ি—২৫; বাঁকুড়া ১৯, মালদহ—৯; কোচবিহার—৬; মুরশিদাবাদ—১৯; দারজিলিং—১৩; **এবং পুরুলিয়া—১।**

পুরুলিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই জেলাওয়ারী তালিকা যদি বিচার করা হয় তবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হয়? ব্যবস্থাটা সরকারী ভাবেই করা হয়েছিল—নাম নির্বাচন কারা করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই।

পুরুলিয়াতে ডেপুটি কমিশনার পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে অজ্ঞাত এবং সম্পর্কহীন শ্রীসুরেশ কিরণ পালকে—তাম্রপত্র প্রদান করেছিলেন। উপরে যে সংবাদ প্রকাশিত হল তাতে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল।

পুরুলিয়া এখন যে জেলা আছে এই জেলার এই চৌহদ্দীর মধ্যে ১৯২১ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চলেছিল তা ভারতবর্ষে যে কোন স্থান থেকে কম নয়। অথচ ১৯৭৩ সনে প্রজাতন্ত্র দিবসে তাম্রপত্র (মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী লক্ষ্যে) দেবার যোগ্য একটিও স্বাধীনতার সংগ্রামী পাওয়া গেল না। তাই সরকার বাইরে থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসে একটি লোক এখানে এনে জেলার কোটা পূরণ করলেন।

ইংরেজ আমলেই হোক, বা বিহার আমলেই হোক বা প্রাক নরকংগ্রেসী আমলেই হোক পুরুলিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এবং এই জেলার অধিবাসী জনসাধারণের এত বড় অপমানের অপচেষ্টা কোন দিন হয় নাই এবং কেউ এটা কল্পনাও করে নাই। কংগ্রেস বা অকংগ্রেস কোন প্রশ্ন এসম্পর্কে আসে না—তবে?

অবশ্যই বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এবং কংগ্রেসী যুবক্ষেরা যাই করুননা কেন তাতে এই জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মর্য্যাদা

বা মুগোর কোন ইতর বিশেষ হবেনা। এতদ্বারা কর্তৃপক্ষ নিজেদের ক্ষুদ্রতার ও সংকীর্ণতার যে পরিচয় দিলেন তার তুলনা হয় না।

আমরা ২২শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত মুক্তির ৪র্থ সংখ্যায় এই সম্পর্কে আলোচনাকালে—'আকাট বাঁদরামী' কথাটি ব্যবহার করাতে অনেকেই এসে বলেছিলেন কথাগুলি একটু বেশী কড়া হয়ে গেছে। মানুষের কতকগুলি আচরণ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মনুষ্যেতর জন্তু বা জীবের আচরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়—আচরণের প্রকৃত রূপ বোঝাবার জন্য। যেমন শৃগালের মত ধুর্ত, বাঘের মতো হিংস্র সাপের মতো খল, ইঁদুরের মতো অনিষ্টকারী, গাধার মতো বেকুব—ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরুলিয়া জেলার গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় এই ১৯৭৩ সনে প্রজাতন্ত্র দিবসে পুরুলিয়া সম্পর্কে তাম্রপত্র প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ই হোন বা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করার অধিকারী যারাই হোন—তাদের আচরণ যদি আকাট মর্কট বা বাঁদরের সঙ্গে তুলনা করাই হয় তবে তা অযথার্থ হয়েছে এই কথা কেউ বলতে পারবেন না।

এই রকম আচরণেরই পরিচয় আমরা সমগ্র প্রশাসন ক্ষেত্রেই দেখেছি। পুরুলিয়া তার দিগ্‌দর্শন মাত্র।

বি. দাসগুপ্ত

—–•—–

ঝালিদা হাটতলার বিরাট সমাবেশে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণ

গত ২রা ফেব্রুয়ারী ঝালদা হাটতলায় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক বিরাট সমাবেশ হয়। ঝালিদা ও পার্শ্ববর্তী এলেকা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থান ও রাঁচী ও হাজারীবাগ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক ও কম্যুনিষ্ট কর্মী এই সমাবেশে যোগ দেন। সভার পূর্ব্বে কয়েকটি বড় বড় মিছিল বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঝালদা সহর প্রদক্ষিণ করে।

এই সমাবেশে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসু গত পঁচিশ বৎসরে কংগ্রেসী শাসনের চরম ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতার সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা প্রভৃতি কোন কিছুর সমাধান করতে পারেই নি উপরন্তু কংগ্রেসী শাসনে ঐ সব সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এক একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কেবলমাত্র বেকার সমস্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর "গরীবি হটাও" বুলির তীব্র সমালোচনা করে শ্রীবসু বলেন যে দেশের অসাধু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা কালোবাজারে যে ৭০০০ কোটী কালো টাকা অর্জন করেছে সেটা তো তাদের হাতেই আছে—উপরন্তু শ্রীমতী গান্ধীর সরকার গরীবদের শোষণ করার জন্য ঢালাও সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। এর দ্বারা গরীবি হটানো সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কংগ্রেসের চরম ব্যর্থতার অজুহাত দেখিয়ে শ্রীমতী গান্ধী যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে অতুল্য ঘোষ, মোরারজী দেশাই, এস. কে. পাতিল প্রমুখ দুর্নীতিদুষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের হাতে দেশের শাসনভার থাকায় কংগ্রেস কিছু করতে পারেনি—তাই তাদের সবাইকে তাড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধী এখন কংগ্রেসকে "ধোয়া তুলসীপাতার" মত পবিত্র করে তুলেছেন—শ্রীমতী গান্ধীর এই দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য শ্রীবসু বলেন যে আপনারা পুরুলিয়ার মানুষ বিচার বিবেচনা করে দেখুন পুরুলিয়ায় শ্রীমতী গান্ধীর নব কংগ্রেসের হালী কংগ্রেসীদের মধ্যে কতজন নিষ্ঠাবান, সাধু ও সৎ ব্যক্তি আছেন।

কয়লাশিল্প জাতীয় করণের সাম্প্রতিক সরকারী সিদ্ধান্ত সমালোচনা করে শ্রী বসু বলেন যে তাঁরা সুদীর্ঘকাল ধরে কয়লাশিল্প জাতীয়করণের দাবী করে এসেছেন। কিন্তু গত দশ বৎসর আগেও যখন কয়লা খনিগুলি বিশেষ লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল তখন কেন্দ্রীয় সরকার কয়লাশিল্প জাতীয় করণ করেননি। এখন যখন কয়লা শিল্পগুলি লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তখন কোলিয়ারীর মালিকদের লোকসানের বোঝা সরকারের স্কন্ধে চাপানোর জন্য কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করা হোল। সরকারী "কর্মদক্ষতার" গুণে কয়লাশিল্পের কি হাল হয় অদূর ভবিষ্যতেও তা দেখা যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিগত যুক্তফ্রন্টের শাসনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কংগ্রেসী শাসনের তুলনামূলক সমালোচনা করে শ্রীবসু বলেন যে যুক্তফ্রন্ট কোনদিন জনসাধারণকে ভাঁওতা দেননি বা ফাঁকা বুলি দেননি। যেটুকু কাজ করতে পারবে সেটুকুই বলেছে এবং সেটা কার্য্যকরী করেছে। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসী শাসনের ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কোনও কৃতিত্ব নেই কংগ্রেসী কুশাসন উৎখাত করে জনগণের সরকার কায়েম করার জন্য তিনি আবেদন জানান।

এই সমাবেশে এই জেলার গালা ও বিড়ি শিল্পের সঙ্কট ও গালা ও বিড়ি শিল্পীদের বেকার সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মারকিন-ব্যয়

ওয়াশিংটন থেকে ৩০ জানুয়ারির সংবাদে প্রকাশ ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ১৩,৭০০ কোটি ডলারেরও বেশি খরচ হয়েছে বলে গতকাল মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক ঘোষণায় জানা যায়।

আগামী ১৯৭৪ সালের আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে এই তথ্য প্রকাশ পায়। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া এবং সপ্তদশ অক্ষরেখার নীচে ও উপরে বোমাবর্ষণ খাতে প্রতি বছরে কত ব্যয় হয়েছে তা আলাদা করে দেখান হয়েছে

ভিয়েতনাম যুদ্ধে ১৫ হাজার কোটি ডলার খরচ হয়েছে বলে মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছেন। উভয় হিসাবের মধ্যে ফারাক থাকছে ১,৩০০ কোটি ডলার। পেনটাগনের বক্তব্য, এই ১,৩০০ কোটি ডলার খরচ ধরা হয়েছে মারকিন ঘাঁটিগুলির ব্যয় বরাদ্দ এবং যুদ্ধাস্ত্রের অপচয়ের হিসাব করে।

১৫০০০ কোটি ডলার টাকার হিসাবে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ১ টাকা ২ টাকা করে ১০০ টাকা এইরকম ১০০ লাখে ১কোটি—এইরকম ১,১২,৫০০ কোটি টাকা। সাধারণ মানুষ এই টাকার পরিমাণ কল্পনাই করতে পারবেনা।

মুক্তি প্রেস

আপনার সব রকম ছাপার কাজের জন্য আপনি 'মুক্তি প্রেসের' উপর নির্ভর করতে পারেন।

মুক্তি প্রেস—চাইবাসা রোডেপুরোনো হাসপাতালের কাছে অবস্থিত।

'মুক্তি'

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা

(১৯২৫ সনে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

মুক্তির বিজ্ঞাপনের দর

জ্ঞাতব্য বিবরণ

মাপ: কাগজের পূর্ণমাপ: ৩৮½ × ২৫½ সেঃ মিঃ

মুদ্রিত অংশের মাপ: ৩৩½ × ২০½ সেঃ মিঃ

এক কলমের মাপ: ৩৩½ × ১০ সেঃ মিঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা: সাধারণতঃ ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠা: দরকার হলে পৃষ্ঠা বাড়ানো হয়।

প্রকাশের দিন: প্রতি সোমবার

এক বৎসরে প্রকাশিত মোট সংখ্যা –৪৮

বিজ্ঞাপনের দর

প্রতি কলম সেন্টিমিটার— ৪·৫০ টাকা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ন্যূনতম প্রতি সংখ্যা—৫·০০ টাকা।

১২ সংখ্যা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় লাগাতার বিজ্ঞাপনের জন্য উপযুক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়।

প্রতি কলম প্রতি সেন্টিমিটার হিসাবে মোট মূল্য ধার্য্য করা হয়।

ম্যানেজার 'মুক্তি'
পুরুলিয়া

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আর এস পির বক্তব্য

আর এস পির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমাখন পাল ছয় দলের এই যুক্ত বিবৃতির সমালোচনা করে ৩১শে জানুয়ারী তারিখে বলেন যে—"এই নীতি যুক্তফ্রন্টের সমস্ত প্রকার ধারণার বিরোধী। যুক্তফ্রন্ট কাজ করেছে—সকলের স্বীকৃত ন্যূনতম কার্যাক্রমের ভিত্তিতে। নিজের রাজনৈতিক সত্তা বিসর্জন দিয়ে কোন দল কোন ফ্রন্টের সামিল হয়না। তারপরে বামপন্থী দলগুলির ঐক্য বিধানসভা বর্জনের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি; ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্বার্থেই এই ঐক্য—এই হচ্ছে এর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন—ছয় দল যে বিবৃতি দিয়েছে তাতেই বোঝা যায় যে যুক্তফ্রন্ট কিভাবে কাজ করে এটা তাদের বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন—আর এস পি ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রাম করে যাবে।—বিধানসভায় জনগণের ও শ্রেণী সংগ্রামের আওয়াজকে তুলে ধরবার জন্য তিনি বামপন্থী নেতাদের কাছে—তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক—বামফ্রন্ট নেই

এদিকে সি পি এম ও এস ইউ সি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরে ৩১শে জানুয়ারী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ বলেন যে—নির্বাচনের পর বামফ্রন্টের কোন অস্তিত্বই নেই। ফ্রন্ট থেকে বের করে দেওয়ার প্রশ্ন তুলে জল ঘোলা না করলেই ভাল হত।

যে সব বিরোধীদল বিধান সভা বয়কট সিদ্ধান্তে বহাল রইলেন তারা হচ্ছেন:—

সি পি এম-১৪; এস ইউ সি-১; ওয়ারকার্স পার্টি-১; সি পি এম সমর্থিত নির্দ্দল-১।

—•—

আসামের ভাষা আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলেছে

আসাম প্রশ্ন সমাধানের বিকল্প প্রস্তাব

বিগত ২১শে জানুয়ারী হাইলাকান্দীতে কাছাড়ের তিনটি জেলা কংগ্রেস কমিটি এক মিলিত বৈঠক করেন। তারা ৩১ জানুয়ারী তারিখেও আর একটি বৈঠক করেন।

আন্দোলন চলছে

২৫ জানুয়ারী তারিখে মাতৃভাষার দাবীতে সারা কাছাড়ে ছাত্র-যুব সংগ্রাম পরিষদ এবং কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয় কমিটির ডাকে সরকারী পর্য্যায়ে (রেল, বিমান ডাক বিভাগ সহ) 'বন্ধ' পালন করা হয়। গত ২৭শে এবং ২৮শে জানুয়ারী রেল ও বিমানকেন্দ্রে হরতাল পালন করা হয়েছে। ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্কুল পরিদর্শক ও স্কুল বোর্ড অফিসেও পিকেটিং করা হয়েছে।

২৯শে জানুয়ারী থেকে কাছাড়ে পদযাত্রা শুরু হয়েছে। কাছাড়ের গ্রামাঞ্চলে পদযাত্রীরা ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছেন। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী আবার 'কাছাড় বন্ধ' পালন করা হচ্ছে। এর পরে ৬ই ফেব্রুয়ারী পরবর্তী কার্য্যসূচী স্থির করা হচ্ছে।

করিমগঞ্জে সহস্রাধিক সত্যাগ্রহীর গ্রেপ্তার বরণ

কাছাড় ছাত্র ও যুব সংগ্রাম পরিষদ এবং কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ সমন্বয় কমিটির আহ্বানে ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত কাছাড়ে গণসত্যাগ্রহ পালন করা হয়। বিভিন্ন সরকারী অফিস আদালতে সত্যাগ্রহীরা চেয়ার দখল করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সৃষ্টি করেন। করিমগঞ্জে সহস্র সহস্র তারা সংগ্রামী গ্রেপ্তার বরণ করেন। করিমগঞ্জ মহকুমার পৌরপতির সহধর্মিনী শ্রীবেলা চৌধুরী, পাথারকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীযামিনী মোহন দাস ও তাঁর পত্নী, মনিপুরী নেতা শ্রীকৃষ্ণকুমার সিংহ, হিন্দীভাষী নেত্রী শ্রীলাছি রাণী রায়, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীমতিলাল কাহ, নীলামবাজার আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীনিখিল কান্তি দাস প্রভৃতি গ্রেপ্তার বরণ করেন।

ঐ সভায় কাছাড়ে এম এল এ এম পিরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের নেতারা কোন সিদ্ধান্ত না নিলেও আন্দোলনের সমর্থনকারী যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অধিকাংশ নেতাই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং আন্দোলনে কংগ্রেসীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। যদিও এরাই দিল্লী থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের ডাক দিয়েছিলেন।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এম পি ঐ সভায় কাছাড় এবং মিকির পাহাড় নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবী সম্বলিত প্রস্তাব বর্ণনা করেন। শ্রীরথীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীগোপাল ওসমানী, মৌলানা আবদুল জলিল প্রভৃতি ঐ প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। আসামের সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ জানান যে কেন্দ্র ত্রিপুরার সঙ্গে কাছাড়কে সংযুক্ত করার কথা ভাবছেন। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাবে আপত্তি জানান।

প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন

সারা ভারতবর্ষে পুণ্য প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিপালিত হয়েছে। কাছাড়ে শিক্ষার মাধ্যম-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে ২৬শে সর্বস্তরের সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন করা হয়েছে।

বন্দীমুক্তির দাবীতে অনশন

গত ২৪শে জানুয়ারী সাম্প্রতিক আন্দোলনে যাঁদের গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হয়েছে, তাঁদের মুক্তির দাবীতে সারা কাছাড়ে ১২ ঘণ্টা অনশন ধর্মঘট পালন করা হয়। করিমগঞ্জে প্রায় চল্লিশজন যুবক যুবতী মহকুমাধিপতির আদালতের সামনে অনশন ধর্মঘট করেন। এদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রী ধ্রুব ভট্টাচার্য্য, সুখেন্দু পাল নৃত্যগোপাল দাস, দেবু ভট্টাচার্য্য, সত্যব্রত রায়, উত্তম মজুমদার, সুবীর রায় চৌধুরী, অঞ্জু দেবী, অলকা দে প্রভৃতি।

—–•—–

সাঁওতালডিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়

গত ১লা ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় সস্ত্রীক সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তার সঙ্গে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীআবদুল গনি খাঁ চৌধুরী এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীজে, সি, তালুকদারও সাঁওতালডিতে আসেন।

সকালে মুখ্যমন্ত্রী ভোজুডীর নিকট দামোদর নদ থেকে সাঁওতালডি তাপ প্রকল্পে জল সরবরাহের জন্য যে পাম্প হাউস নির্মীত হচ্ছে সেটি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যান। আগামী এপ্রিল মাস নাগাদ এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। তেলুঘাট থেকে সাঁওতালডিতে জল সরবরাহের প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়েছে কিনা জানা যায় নি। এই পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে বিহার সরকার যে "মুনাফাবাজী" শুরু করেছেন সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পর্যান্ত কোনও সুমীমাংসায় আসতে পারেননি এটা স্পষ্ট। নতুন প্রকল্প যেটি তৈরী হচ্ছে সেটিও বিহারের সীমানায়। এখনও পর্যান্ত বিহার সরকার এই প্রকল্প সম্পর্কে বাধার সৃষ্টি না করলেও—এটি যে নির্ব্বিবাদে হতে দেবেন সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া শক্ত।

সাঁওতালডি প্রকল্পের নির্ম্মীয়মান বিভিন্ন বিভাগও মুখ্যমন্ত্রী পরিদর্শন করেন। বয়লার হাউস, টার্বো-জেনারেটর। ষ্টেশন কণ্ট্রোল রুম প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। প্রকল্পের ডি-মিনারালাইজেসান প্লান্ট ও কুলিং প্লান্ট সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কোল-হ্যাণ্ডলিং প্লান্টের কাজ এখনও প্রায় সিকিভাগ বাকী আছে। আগামী জুন মাসে সাঁওতালডি প্রকল্পের ১২০ মেগা-ওয়াটের প্রথম ইউনিট চালু হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

বৈকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় সাঁওতালডি প্রকল্পের হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তারপর সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানে ডি-আই অফ স্কুলস শ্রীবড়ুয়া ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের পটভূমিকা এবং জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

—–•—–

অন্ধ্রের আন্দোলন দুর্ব্বার গতিতে চলছে

পৃথক অন্ধ্র আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলেছে। অহিংসার পথে নয়—সম্পূর্ণ হিংসাত্মক অর্থাৎ সরকারী সম্পত্তি প্রভৃতির ক্ষতি সাধন করা, পিকেটিং প্রভৃতির পথে। এবং এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে—কংগ্রেসের নেতৃত্ব; পরিচালনা করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং আন্দোলনের কাজ করছেন জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীরা।

মীমাংসা কোন পথে ?

গণতন্ত্র দিবসের প্রকালে ২৫শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি গিরি এক আবেদনে বলেন—অন্ধ্র প্রদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাতে সকলের মতামত সম্বন্ধে খোলাখুলি ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে তার জন্য অবিলম্বে সেখানে হিংসাত্মক কাজ বন্ধ রেখে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

কংগ্রেসীদের দলত্যাগ ও পদত্যাগ

২৫শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে অন্ধ্র কংগ্রেসের ৮৫ জন এম, এল, এ ৩০ জন এম, এল, সি ১১ জন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, এবং ১৬০ জন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাদের পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার কাছে এই পদত্যাগ পত্রগুলি পাঠান হয়েছে। লোক সভা থেকে ১৬ জন অন্ধ্রের এম, পি, পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে

অন্ধ্রের কংগ্রেসী নেতৃত্ব প্রজাতন্ত্র দিবসে ২৬শে জানুয়ারী সমস্ত অন্ধ্র বন্ধের—অর্থাৎ হরতালের ডাক দেন। ২৫শে রাত্রি থেকে ২৬শে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ধ্রে সর্বাত্মক হরতাল চলে। ফলে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকে। অবাধ গতিতে রেল ষ্টেশন পোড়ান, কেবিন পোড়ান ট্রেন বন্ধ করার কাজ চলেছে। অন্ধ্রে এখন মাল ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ—যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রপতি শাসনের এক সপ্তাহের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে ১৬ জন মারা যায় এবং ২১ জন আহত হয়। আন্দোলনের সুরু থেকে এ পর্য্যন্ত ৩৭ বার পুলিশের গুলি চলে; ৫১ জন পুলিশের গুলিতে মারা গেছে এবং আহত হয়েছে ১১৯ জনেরও বেশী।

অন্ধ্র ভাগ না করে পথ নেই

অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার (৭ জন লোক সভার সদস্য ৫ জন অন্ধ্র কংগ্রেস ২জন তেলেঙ্গানা প্রজাসমিতি) এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন যে—অন্ধ্র প্রদেশকে দুটুকরো করা ছাড়া রাজ্যের বর্তমান অভূতপূর্ব সঙ্কট থেকে বেরোবার কোন পথ নেই। এটা এখন অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং কেন্দ্রের অবিলম্বে অন্ধ্র বিভাগের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

গত ১লা ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে—অন্ধ্রের ৫জন অন্ধ্রবাদী এম, পি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এক পত্রে আবেদন জানিয়েছেন যে—"আপনি অন্ধ্রবিভাগে রাজী একথা সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করে সমস্যার মূলোচ্ছেদ করুন। এ বিষয়ে সব দলের নেতাদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক করুন। জনগণ চায় অন্ধ্র বিভাগ। এজন্য কোন সন্দেহ থাকলে (১) গণ ভোট নিতে পারা যায় (২) অন্ধ্র এলাকার বিধান সভার চারটি শূন্য আসনে উপ নির্বাচন করতে পারেন। (৩) এই পত্র প্রেরকদের মধ্যে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অন্ধ্রের তিনজন এম, পিকে পদত্যাগ করতে দিয়ে উপনির্বাচন করা হোক এবং তার ফলাফল গণমত বলে গন্য করা হোক।"

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পূর্বেই ঘোষণা করেছেন অন্ধ্র ভাগ হবেনা। সেই ভাগ তাকে করতেই হবে। একদা যখন গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এক রাজ্য ছিল তখন পৃথক মহারাষ্ট্র ও পৃথক গুজরাট গঠনের দাবী নিয়ে প্রবল আন্দোলনকে অস্বীকার করে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বর্গীয় গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলেছিলেন—সংসদ থেকে শেষ কথা বলা হয়েছে—মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এক রাজ্য থাকবে—পৃথক রাজ্য হবেনা।

সেই গোবিন্দ বল্লভ পন্থকেই লোক সভার অধিবেশনে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট পৃথক রাজ্য রূপে পরিণত করার জন্য বিল আনতে হয়েছিল এবং তা আইন হয়ে—দুই পৃথক রাজ্য গঠিত হয়েছে।

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ২৩শে, ২৬শে, ও ৩০শে জানুয়ারী উদ্‌যাপন

নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিন, প্রজাতন্ত্র দিবস ও মহাত্মা গান্ধীজীর তিরোধান দিবস উক্ত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্য্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। প্রার্থনা সভা, শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ, সাফাই ও সূত্রযজ্ঞ পতাকা উত্তোলন, গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমূহ দিনগুলির কার্য্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষক, কর্ম্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসীর অনেকেই উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রত্যেককেই মহাত্মাজী ও নেতাজীর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করা হয় এবং দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার ও সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার সংকল্প বাক্য গৃহীত হয়। জাতীয় সংগীত গীত হইবার পর প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠান সূচীর সমাপ্তি হয়।

শোক সংবাদ

(১)

বিগত ২রা পৌষ ১৩৭৯ সাল ভূতাম গ্রাম নিবাসী শ্রীতরনীকান্ত মাহাতর পত্নী থান্দি মাহাতানী দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে দুই কন্যা এক নাতি ও দুটি নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি লোক সেবক সংঘের আদর্শে বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। অতিথি সেবা, বালক ভোজন এর জীবনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট ছিল।

(২)

ধাদ্‌কিডি গ্রাম নিবাসী ঘনশ্যাম মাহাত ২৬শে পৌষ ক্যানসার রোগে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স ৬০ বৎসর ছিল। তিনি তিন পুত্র, তিন পৌত্র ও এক কন্যার নাতিনী রাখিয়া মারা যান। ইনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন—পাকবিড়রা; রমাইডি, বুম্রিডি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া শেষ জীবনে গ্রামে ধাদ্‌কিডিতে স্কুল স্থাপন করেন এবং প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া যান। ইনি নপাড়া অঞ্চলের একজন সদস্য, ও ভূতাম ঋষি নিবারণ চন্দ্র হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ইনি লোক সেবক সংঘের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সংঘের বহু কাজে বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন।

'সার উৎসব'

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ এর উদ্যোগে আগামী ১৬/২/৭৩ (৪ঠা ফাল্গুন) শুক্রবার সকাল ১০-৩০ মিঃ,এ পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে " সার উৎসব " অনুষ্ঠিত হইবে।

উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই অনুষ্ঠানে উৎসাহী কৃষকগণকে যোগদানের অনুরোধ করা হইতেছে।

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এর পক্ষে
সহকারী কৃষিবিদ্, পুরুলিয়া

বিজ্ঞাপন

আমাদের বরাবাজার লোকব্রতী কেন্দ্র হইতে প্রগতিশীল গমচাষীদের প্রতিযোগিতার প্রচার পত্রে দেওয়া হয়েছিল—১ এক বিঘা বা ১ এক বিঘার বেশী গমচাষ করেছেন তারাই এই প্রতিযোগিতায় নাম দিবেন।

ইহার পরিবর্ত্তে ১ বিঘার জায়গায় ১০ কাঠা করা হইল। যাহারা ১০ কাঠায় গম চাষ করিয়াছেন তাহারাও প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

বিক্রয়

পুরুলিয়া সহরে ভাঁটবাঁধ এলাকায় প্রাচীর বেষ্টিত আনুমানিক ২ (দুই বিঘা) বাস্তু জমি ও উহার সহিত একটা ছোট দুই কামরা এ্যাসবেস্টস চালা বাড়ী ও পাকা ইঁদারা সমেত বিক্রয় হইবে।

অনুসন্ধান করুন—　　তারাপদ সেনগুপ্ত
মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | সোমবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ২৯শে মাঘ, ১৩৭৯ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

দুয়ারে তোর দেবতা ছিল
চিনলিনারে চিনলিনা।
* * *
কোথায় তোরা কোথায় তোরা
মুক্তি কি তা জানলিনা
মুক্তি নাথের অভয় পিনাক
মানলিনারে মানলিনা।
হারালি তুই হেলার ভরে
সন্ধি পূজার মুহূর্ত্তেরে
যুগান্তরেও মিলবেনা আর
বুঝলিনারে বুঝলিনা।

—ক্ষীরোদ রায়

ঋষি অরবিন্দের পূত স্মারকের পুরুলিয়া পরিক্রমা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকাল ১০-৩০ ঘটিকার সময় বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সীমানায় মারবেদা চেক পোষ্টে ঋষি অরবিন্দের দেহাবশেষের পূত স্মারক বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্রীবিক্রম কেশরী চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে পুরুলিয়ার জেলা ও দায়রা জজ শ্রীপি, কে, রায়ের নিকট হস্তান্তরিত করেন। পুরুলিয়ার জেলা শাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীএস, দত্তও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মারবেদা চেকপোষ্ট থেকে পুরুলিয়া ৬০ কিলোমিটার পথে দুই স্থানে ঐ স্মারক চিহ্ন সাধারণকে প্রদর্শন করা হয়। জনসাধারণের দর্শনের সুবিধার জন্য একটি সুসজ্জিত খোলা ট্রাকে উচ্চ মঞ্চে ঐ স্মারক স্থাপন করা হয়। পুলিশ ব্যাণ্ড সমগ্র পথ ব্যাণ্ড বাজাতে থাকে।

বেলা প্রায় ১১-৩০ মিনিটের সময় রঘুনাথপুর পৌরসভার প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দ স্মারকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীবি, এন, সিংহ রায়, নেতাজী ব্যায়াম সমিতি ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মালা অর্পন করা হয়। তারপর প্রায় ১২-৩০টার সময় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে পৌছলে স্বামী প্রমথানন্দ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বিদ্যাপীঠের রাণা প্রতাপ, শিবাজী, বিবেকানন্দ ও সুভাষ প্লেটুনের সমস্ত শিক্ষার্থীরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে ও কুচকাওয়াজ সহকারে অরবিন্দ স্মারক বিদ্যাপীঠের স্বদেশ মঞ্চে নিয়ে যায়। জেলা ও দায়রা জজ শ্রীরায় ঐ পবিত্র স্মারক বহন করে নিয়ে যান। বিদ্যাপীঠে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিদ্যাপীঠের স্বামীজীরা বেদমন্ত্র পাঠ করেন এবং বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্র এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে। বিদ্যাপীঠের পক্ষ থেকে সমস্ত শিক্ষার্থীদের প্রধান সেবক স্মারককে মালাদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শ্রীঅরবিন্দ জন্ম শত-বার্ষিক কমিটীর অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীসমরেশ বসু ভাষণ দেন।

বেলা ১-৩০ ঘটিকার সময় গোশালার নিকট থেকে শ্রীঅরবিন্দ স্মারক নিয়ে সহর পরিক্রমা শুরু হয়। সুসজ্জিত ট্রাকের উপর স্থাপিত ঐ স্মারককে পুরোভাগে রেখে শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এর গার্ল গাইডরা; মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউসন, চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল, ও জেলা স্কুলের ও জে, কে, কলেজের এন-সি-সিগণ এবং সবুজ সংঘ ও বি-এস-সির সদস্যগণ বাদ্য-ভাণ্ড সহ কুচকাওয়াজ সহ অনুসরণ করে। জেলাশাসক শ্রীএল, বী, পরীয়র; পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীমদন-গোপাল; অধ্যক্ষ রামকমল অধিকারী; অধ্যাপক অপূর্ব্ব সান্যাল; প্রধান শিক্ষক শ্রীনিতাই গাঙ্গুলী প্রমুখেরা পদব্রজে ঐ সহর পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন।

সহর পরিক্রমান্তে ঐ স্মারক রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হলে সুসজ্জিত মঞ্চে স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী "গার্ড অফ অনার" দেয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেদগান সহকারে শ্রীঅরবিন্দ স্মারককে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বৈকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য অরবিন্দ স্মারক উন্মুক্ত রাখা হয়। এই চার ঘণ্টা ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের স্বামী প্রমথানন্দ বেদমন্ত্র পাঠ করেন, ছাত্রেরা ভক্তি-মূলক গান পরিবেশন করে। রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এবং শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করে। ঋষি অরবিন্দের জীবনী ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করে জেলা জজ শ্রীপি, কে, রায় এবং শ্রীসমরেশ বসু ভাষণ দেন।

এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী ও একটি বুক ষ্টলের আয়োজন করা হয়।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় পুরুলিয়ার জেলাশাসক শ্রীএল, বী, পরীয়র আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীঅরবিন্দ স্মারক আসানসোলের অতিরিক্ত জেলাশাসকের হস্তে বিহার পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাকরে হস্তান্তরিত করেন।

পুরুলিয়ায় চারদিনব্যাপী বাস ধর্ম্মঘট জেলার হাজার হাজার বাস যাত্রীর অশেষ দুর্ভোগ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে হঠাৎ জেলার সমস্ত রুটে বাস যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজের ডাকে বাস শ্রমিকরা সাধারণ ধর্ম্মঘট করে এবং ফলে জেলার শতাধিক বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য জেলা বা অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্ত বাস এই জেলার মধ্য দিয়ে চলাচল করে সেগুলিও বন্ধ থাকে। ফলে জেলার পঞ্চাশ সহস্রাধিক বাস-যাত্রী যাঁরা বাসযোগে যাতায়াত করেন—তাঁরা নানাভাবে হয়রান ও ক্ষতিগ্রস্ত হন;—বিশেষকরে বিবাহের লগ্নে ও সরস্বতী পূজার মরশুমে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা পরিসীমা থাকে না। বাস মালিক, বাস শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে বাসযাত্রী তথা জনসাধারণের উপর; আর সরকারও ঐ সকল বাস থেকে যে আয় করেন তাও ঐ গৌরী সেনের পয়সা। কিন্তু এই বাসযাত্রী তথা জনসাধারণের স্বার্থ সরকার, বাস শ্রমিক ও বাস মালিক কে কি পরিমাণ দেখেছেন বা দায়িত্ব পালন করেছেন তার কৈফিয়ৎ দাবী করার পূর্ণ অধিকার জনসাধারণের আছে। জনসাধারণের দরবারে এই তিন আসামীকে অর্থাৎ সরকার, বাস মালিক ও বাস শ্রমিককে বিচারের জন্য হাজির করতে হবে—যাতে ঐ তিন আসামীর কারও খেয়াল খুশী বা মর্জী অনুযায়ী যখন তখন বা যে কোনও অজুহাতে বাস বন্ধ করে জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত, হয়রান ও অসুবিধায় ফেলার স্পর্দ্ধা কারও না হয়।

উপরোক্ত বাস ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তিন আসামীর বক্তব্য বিভিন্ন সূত্রে যেটুকু জানতে পারা গেছে—তা জনসাধারণের অবগতি ও বিচার-বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে। প্রথমতঃ যাঁরা ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন সেই বাস শ্রমিক তথা পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজের বক্তব্য হোল এইরূপ :—ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী তাদের পুরুলিয়া জিলেরগড় ঘাট রুটের দুইজন ড্রাইভারকে বরখাস্ত করে। তাদের কাজে পুনর্বহালের জন্য আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজ ব্যর্থ হয়। তারা ২১শে জানুয়ারী স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি পেশ করে কোনও সাড়া বা সুবিচার পায়নি।

শেষ পর্যন্ত চরম ব্যবস্থা স্বরূপ পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজ উক্ত ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর তিনটি যাত্রীবাহী বাস আটক করে পুরুলিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডে তাদের অফিস প্রাঙ্গণে রেখে দিয়ে "সত্যাগ্রহ" সুরু করে। এই-ভাবে মীমাংসায় আসতে মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। বাস শ্রমিকেরা যখন এইভাবে "সত্যাগ্রহ" চালিয়ে যাচ্ছিল—সেই সময় ইউনিয়নের "কার্য্যালয়ে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর গুণ্ডা বাহিনী গত ৩-২-৭৩ তারিখে রাত্রির অন্ধকারে হামলা চালায় এবং উক্ত গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণের কিছু সময় পরেই পুরুলিয়া থানার সি, আই ও টাউন দারোগার নেতৃত্বে বিরাট একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোটর মজদুর সমাজের নেতৃবৃন্দের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় এবং মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবর রহমান প্রমুখের প্রতিকৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং পতাকা নষ্ট করে। ....পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজের সভ্যরা উক্ত নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩।২।৭৩ তারিখ থেকে কর্ম্মবিরতিতে অংশ গ্রহণ করে।

প্রশাসন তথা পুলিশের বক্তব্য যে বাস শ্রমিকেরা বে-আইনীভাবে ধানবাদ ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানীর তিনটি বাস আটক করায় বাস মালিকেরা বাস তিনটি উদ্ধারের জন্য আদালতে মামলা করেন এবং আদালত মালিক-দের অনুকূলে রায় দেওয়ায় পুলিশ আদালতের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাস তিনটি উদ্ধারের জন্য মজদুর সমাজের অফিসে হানা দেয়। মারধোর বা ভাঙ্গাভাঙ্গীর অভিযোগ ভিত্তিহীন।

পুরুলিয়া বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েসন ধর্মঘট সম্পর্কে নিজেরাই প্রশ্ন করেছেন যে কার বিরুদ্ধে এবং কিজন্য বাস ধর্মঘট তা তাঁরা জানেন না। তাঁদের সব বাস চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে—সে কথা তাঁরা আগে জানতে পারেননি। তাঁদের সম্পর্কে শ্রমিকদের অভিযোগ নেই—ধানবাদের বাস মালিকদের সঙ্গে বাস শ্রমিকদের বিরোধের ফলে পুরুলিয়া জেলায় বাস ধর্ম্মঘট হোল—কিন্তু ধানবাদে সমস্ত বাস যথারীতি চলতে থাকলো। বাস মালিকেরা এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জানান যে—পুরুলিয়ার বাস শ্রমিকেরা যদি যখন তখন যে কোন ওজুহাতে ধর্ম্মঘট করে জেলার বাস চলাচল ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করেন—তবে বাস মালিকেরাও স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে বাস বন্ধ করে দেবেন।

ধর্ম্মঘটের মীমাংসা

চারদিন ব্যাপী জনসাধারণের চূড়ান্ত দুর্ভোগ ও হায়রানীর পর শেষ পর্য্যন্ত গত ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে বাস চলাচল সুরু হয়। প্রকাশ, পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেই অনুযায়ী বাস ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হয় এবং পুনরায় বাস চলাচল সুরু হয়। এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সরকার পক্ষে অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীএস, দত্ত এবং এস, ডি, ও শ্রীটি, কে; ভট্টাচার্য্য আলোচনাদি পরিচালনা করেন। মালিক পক্ষে পুরুলিয়া বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েসন ও ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। আর পুরুলিয়া মোটর মজদুর সমাজের সভাপতি শ্রীসুকুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এল, এ সহ আরও জন কয়েক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

প্রকাশ, মীমাংসা আলোচনার সময় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তপ্ত তর্ক বিতর্ক হয় এবং বাস মালিকেরা ইউনিয়নের সভাপতি সুকুমার বাবুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার অভিযোগ করেন। বরখাস্ত দু জন ড্রাইভারের পুনঃনিয়োগ সম্পর্কে মজদুর সমাজের প্রধান দাবী ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর প্রতিনিধি নাকি সরাসরি প্রত্যাখান করেন এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেক ড্রাইভারকে ২০হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাবও অস্বীকার করেন। তবে কোম্পানীর নিকট দুজন ড্রাইভারের যে বাকী বকেয়া পাওনা আছে তা মিটিয়ে দিতে রাজী হন।

সরকারীভাবে এই ধর্ম্মঘট মীমাংসার বিবরণ জানা যায়নি। তবে মজদুর সমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে সরকারী প্রতিনিধি অতিরিক্ত জেলা শাসক মহাশয় ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিকের প্রতিনিধির আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন এবং শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আর মজদুর সমাজ জানিয়েছেন ধানবাদ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর সঙ্গে শ্রমিকদের লড়াই চলবেই।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু

স্থান—দুবরাজপুর মৌজার শিবমন্দির প্রাঙ্গণ। তারিখ—২৮-১-৭৩

সময়—বৈকাল ২ ঘটিকা

অদ্য ২৮-১-৭৩ তারিখে ১) দুবরাজপুর ২) আদাবনা ৩) পাঙ্গনবেড়া থানা বরাবাজার ৪) মালডি থানা বলরামপুর উক্ত মৌজার জলডুবি কৃষকদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাগাবাঁধ অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান শ্রীযুক্ত শশধর মাহাত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলেচনা করা হয় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়।

সভার আলোচ্য বিষয়

১) কুমারী নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে যে যে কৃষকদের জমিতে নদী বাঁধার ঠিকাদার মাটি কাটিয়া চাষের অনুপযোগী করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ক্ষতি পুরণের উপায় অবলম্বনের সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে, আগামী বৎসর ঐ ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে যে পরিমাণ আবাদ হইত তাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হউক।

২) মাটি কাটার ফলে যে সকল জমি নষ্ট করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার মধ্যে অনেক চাষী একেবারে কৃষিকর্ম্মে বঞ্চিত হইতেছে। কৃষি ছাড়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই।

৩) যে যে কৃষকদের আগামী চাষের পূর্ব্বে কৃষি জমি হইতে বঞ্চিত তাহাদের জন্য নষ্ট হওয়া জমির বদলে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

৪) যে যে কৃষকদের জমি নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের জমির পরিবর্তে যে সকল ব্যবস্থা হইবে তাহা যেন সরজমিনে ক্যাম্প করিয়া তাহার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ অধিকাংশই চাষী নিরক্ষর ও অজ্ঞ।

৫) যে যে কৃষকদের জমি নষ্ট হইতেছে ও হইবে তাহাদিগকে যেন সর্ব্বাগ্রে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় কারণ তাঁহারা অধিকাংশইশ্রমজীবি।

৬) বর্তমান ঠিকাদারগণ নিকটবর্ত্তী গ্রামের শ্রমিক, মজুর ও মেট না লইয়া অধিকাংশই বাহিরের শ্রমিক মজুর ও মেট লইয়া কার্য্য পরিচালনা করিতেছে; তাহা যেন স্থানীয় শ্রমিক, মজুর ও মেট লওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। অন্যথা এক বিরাট বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

৭) ১৮-১-৭৩ তারিখে পুরুলিয়া এস, ডি, ও (নর্থ) এবং এস,ডি,ই, মহাশয়গণ যখন শ্রমিকদের ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য বাঁধে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা আমাদের সহিত মৌখিক আলোচনা করেন যে আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে জমির ক্ষতি পূরণ দেওয়া যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। এর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এ, ডি, সি এবং এ, ই, এল, এ অফিসার মহাশয়গণ তাঁহারাও ঐভাবে প্রতিশ্রুতি দেন। যদি ২/৩ মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে কাজ ব্যাহত হইতে পারে।

৮) অদ্য সভায় আরও আলোচনা হয় যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি পরি-চালনা ও তদবির তাগাদার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ভার দেওয়া গেল।

থানা বরাবাজার—১) শ্রীশশধর মাহাত ভাগাবাঁধ অঞ্চল প্রধান, সাং আদাবনা। ২) শ্রীঅর্জুন মাহাত সাং আদাবনা। ৩) শ্রীরামজীবন মাহাত ৪) শ্রীকিরীটি ভূষণ মাহাত সং দুবরাজপুর। ৫) শ্রীনিবারণ চন্দ্র মাহাত সাং দুবরাজপুর। ৬) শ্রীজিতু মাহাত সাং দুবরাজপুর। ৭) শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মাহাত সাং পাঙ্গনবেড়া। ৮) শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডল সাং পাঙ্গনবেড়া। থানা—বলরামপুর—৯) শ্রীমানিক চন্দ্র চৌধুরী ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলরামপুর সাং মালডি। ১০) শ্রীহরিপদ মাহাত সাং মালডি।

সভাপতি

২৮ ১-৭৩ শ্রীশশধর মাহাত

সর্ব্বসাং ১) শ্রীনিবারণ চন্দ্র মাহাত দুবরাজপুর। ২) শ্রীহরিপদ মাহাত মালডি। ৩) শ্রীরঙ্গলাল মাহাত পাঙ্গনবেড়া। ৪) শ্রীদর্পনারায়ণ মাহাত পাঙ্গনবেড়া ৫) শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডল পাঙ্গনবেড়া। ৬) শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মাহাত পাঙ্গনবেড়া। ৭) শ্রীছটুলাল মাহাত কোরাং। ৮) শ্রীকিরিটী ভূষণ মাহাত দুবরাজপুর। ৯) শ্রীপ্রহ্লাদ মাহাত দুবরাজপুর। ১০) শ্রীসদাই মাহাত দুবরাজপুর। ১১) শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত দুবরাজপুর ১২) শ্রীসর্ব্বেশ্বর মাহাত দুবরাজপুর। ১৩) শ্রীললিত মাহাত দুবরাজপুর। ১৪) শ্রীহারাধন মাহাত দুবরাজপুর। ১৫) শ্রীজিতু মাহাত দুবরাজপুর। ১৬) শ্রীউমেশ মাহাত দুব-রাজপুর আরও অন্যান্য।

মুক্তি

২৯শে মাঘ, ১৩৭৯, সোমবার

পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। এই বাজেট অধিবেশনে নিয়ম মাফিক রাজ্য-পাল ভাষণ দেন। রাজ্যপালের ভাষণ পূর্বেই মন্ত্রীমণ্ডলী বিচার ও আলোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী তার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধন সম্বন্ধে অভিমত দিয়ে ভাষণ রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দেন; তারপরে সেটা চূড়ান্ত রূপ নিয়ে রাজ্যপালের ভাষণরূপে—রাজ্যপাল বিধানসভায় পাঠ করেন।

রাজ্যপালের ভাষণ—সম্পূর্ণভাবে রাজ্যে যে মন্ত্রীমণ্ডলী রাজ্যের প্রশাসনের ব্যবস্থা ও ব্যবস্থার দায়িত্বভার নিয়ে আছেন তাদের নীতি, কর্মনীতি, কর্ম্মব্যবস্থা, কার্য্যক্রম, প্রভৃতির ঘোষণা। এই ভাষণের পরে শাসক দলের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের ভাষণ সম্বন্ধে এক ধন্যবাদের প্রস্তাব আনা হয়। বিধানসভার সদস্যরা ভাষণের বিষয়বস্তু নিয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনা করেন—তারপরে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় এবং তা গৃহীত হয়—অর্থাৎ সরকার যেভাবে যে কার্য্য ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেটা বিধানসভা সমর্থন করল। এই হচ্ছে মোটামুটি রাজ্যপালের ভাষণের ব্যাপার।

পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীডায়াস এবার যে ভাষণ দিলেন তার মধ্যে অনেক অনেক ভরসাপূর্ণ কার্য্যক্রমের ঘোষণা আছে। তার আলোচনা অবান্তর--কারণ যদি তা কার্য্যে পরিণত করা হয় তবে ভালই—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। হয় না তো হয়না—তারজন্য কিছু এসেও যায় না।

তবুও আমরা পশ্চিমবাংলার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষনে—বিশেষভাবে উল্লিখিত মূলগত দুটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রাজ্যপালের ভাষণ ইংরাজী পত্রিকায় যা প্রকাশ হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—

The Government admitted that the problem of Unemployment was the most serious problem in the state. অন্যার্থ:—গবর্মেন্ট স্বীকার করলেন যে—রাজ্যে বেকার সমস্যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটজনক সমস্যা।

তারপরে রাজ্যপাল পড়লেন 'My Government is determind not merely to ensure peace and stability but also provide a responsive and clean administration.

"My Government is determined to root out corruption in all walks of life and has already taken some bold measures in this direction.

অন্যার্থ:—আমার গবর্মেন্ট কেবল শান্তি ও স্থায়িত্ব সংরক্ষণেই কৃতসংকল্প নন—তারা এমন একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের ব্যবস্থা করতে কৃতসংকল্প যে প্রশাসনে সাধারণ মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় রূপ নেবে (responsive)।

তারপরেই বলছেন—"আমার গবর্মেন্ট জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার উন্মূলন করতে কৃতসংকল্প এবং এই দিক দিয়ে তারা কিছু বলিষ্ঠ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন।

আমরা আশা করব যে সত্যই এই যে ঘোষণা করা হল এই ঘোষণা যেন বিধানসভার চৌহাদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিসর জন জীবনে যেন বাস্তবায়িত হয়। একটা গবর্মেন্ট—যে গবর্মেন্ট বিধান-সভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে ২১৭টি আসন স্থায়ীভাবে দখল করেছে—যেখানে বিরোধীদের অস্তিত্ব নেই সেখানে--রাজ্যপালের এই ঘোষণা কার্য্যকরী করা, বাস্তবায়িত করা বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুগম না হলেও অল্প আয়াসেই করা যেতে পারে।

বেকারীর প্রশ্নটাই দেখা যাক। বছর বছর হাজার হাজার ছেলেরা স্কুল কলেজ থেকে বেরোচ্ছে আর তারা তাদের শিক্ষার বোঝা নিয়ে কাজের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিক্ষিত বেকার ছাড়া তাদের চেয়ে আরও অনেক অনেক বেশী সংখ্যায় গ্রামদেশে শক্ত, সমর্থ খাটিয়ে স্ত্রী পুরুষ বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। সরকারী পরিসংখ্যান প্রামান্য নয় কারণ এই পরিসংখ্যান নেবার কোন নির্ভরযোগ্য সংগঠন নেই। তা হ'লেও কতকটা তাকে মেনে নিলেও বেকারীর অবস্থা ভয়াবহ। এই অবস্থাটা সরকার মোকাবিলা করতে চাইছেন চাকুরী দিয়ে। কাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্য হচ্ছে চাকুরীর জন্য। রাজ্যপাল তার ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে—তার সরকার দুই কোটি আঠার লক্ষ টাকা লগ্নির বিশেষ কর্মনিয়োগ কর্ম-সূচীর কাজ সুরু করেছেন।

কিছু লোক শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার এতে হয়ত কিছু কাজ পাবেন কিন্তু সমগ্রভাবে দেশে যে লক্ষ লক্ষ বেকার আছে এবং বেড়ে চলেছে তাদের বেশীর ভাগ লোকের ব্যবস্থা কি এই ধারায় হতে পারে? মুস্কিল হচ্ছে--গবর্মেন্ট এটাকে পৃথকভাবে মোকাবিলা করতে চাইছেন—এবং চাকুরীর জোগান দেওয়ার পথ ছাড়া আর কোন পথ তারা দেখছেন না বা পাচ্ছেন না।

এই বেকার এবং ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী মূল রোগ নয়—এটা মূল রোগের একটা বড় এবং সংকটজনক উপসর্গ মাত্র। মূল রোগ দূর না করে উপসর্গ দূর করা যায় না এবং চিকিৎসা যদি সঠিক না হয় তবে এই উপসর্গই প্রাণঘাতী হয়ে পড়ে।

মনুষ্য-শক্তিই সম্পদ সৃষ্টি করে। এই সম্পদের সুসম বন্টন সুস্থ অর্থ-নীতির মূল কথা। মনুষ্য-শক্তি দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি এবং তার সুসম বন্টন—এই দুটিই সামগ্রিকভাবে--অবিচ্ছেদ্য, অবিচ্ছিন্ন এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে মনুষ্য শক্তির নিয়োজন। এই নিয়োজন সম্পূর্ণ না হলে বণ্টনও সুসম হবে না--এবং একটা দুষ্ট চক্রের মত একটা আরেকটাকে বাড়িয়ে কেবল সংকট সৃষ্টি করে যাবে। কারণ দেশে অলস বা কর্মহীন মনুষ্যশক্তি—অর্থাৎ Idle man power—দেশের দায় অর্থাৎ লায়বেলিটি হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে অনেক প্লান ও পরিকল্পনা হয়েছে--কিন্তু দেশের অলস বা কর্মহীন শ্রমশক্তির পূর্ণ নিয়োজনের কোন পরি-কল্পনা বা ব্যবস্থা হয়নি—এখনও সেই দিক দিয়ে কিছু হচ্ছে না সুতরাং সমস্যার কোন সমাধান তো দূরের কথা—দায় ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে—বিশেষকরে পশ্চিমবঙ্গে।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধিজীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরি-কল্পনা এই মূল বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত ও প্রধাবিত ছিল। এবং এই দিক দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ও অর্থ-নৈতিক বিকেন্দ্রীত গঠনের মূল একক ভিত্তি পঞ্চায়েতের বাস্তব পরি-কল্পনার কথা বারম্বার বলে গেছেন। আমরা সেটা খেলোভাবে নিয়েছি—এবং এই দিকটাকে সর্বপ্রধান গুরুত্ব না দিয়ে সবচেয়ে বেশী অবহেলা করেছি এবং করে যাচ্ছি। ফলে কোথাও কেউ কোন খেই পাচ্ছেন না কেন্দ্র থেকে সুরু করে রাজ্য পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষে প্রায় ৫৫ কোটিরও বেশী এবং পশ্চিমবাংলায় সাড়ে চার কোটিরও বেশী লোক। এদের মধ্যে যারা সমর্থ তাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের শ্রমশক্তি কর্মহীন অলস হয়ে পড়ে আছে। এর পূর্ণ নিয়োজনের জাতীয় বিকেন্দ্রীত পরিকল্পনা এবং সৃষ্ট সম্পদের সুস্থ বণ্টন এই দুটি মূলগত অপরিহার্য্য বিষয়ের বাস্তব রূপায়ণের ব্যবস্থা না হলে—রাজ্যপালের ভাষণ কেবল সদিচ্ছারই প্রকাশ হয়ে থাকবে এবং মন্ত্রীমণ্ডলী কেবল যে সব প্রতিশ্রুতি কোনদিন পূরণ হবার সম্ভাবনা এ অবস্থায় হতে পারেনা—সেই সব প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে যাবেন। পশ্চিমবাংলায় রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়ে--কাজ করে যাচ্ছেন--এই দিক দিয়ে তারা সংগঠন ও ব্যবস্থার পরিকল্পনা করুন—মন্ত্রীমণ্ডলী তা কার্য্যে পরিণত করুন--চাকুরী দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে না--প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হবে না।

বর্ত্তমানে আমরা কেবল অতি সংক্ষেপে মূলগত বিষয়টির দিকে দেশ-বাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য আলোচনার অবতারণা করলাম। এবং একথাও আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছি যে—একমাত্র এই পথেই বর্ত্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির জাতীয় এবং স্থায়ী সুরাহা হতে পারবে—অন্য কোন পথে—যে পথে এরা চলেছেন সে পথে হবেনা—হতে পারেনা। দেশবাসীর সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা এই অভিমতের সমর্থন করে—এবং অতীত ও বর্ত্তমান যেভাবে এর সত্যতা প্রমাণ করেছে, ভবিষ্যৎও সেই ভাবেই করবে—একথা শুধু নিশ্চিতই নয়, সুনিশ্চিত।

তারপরে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ইত্যাদি এবং দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের সমূলে উৎপাটন। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল ডায়াসের গবর্মেন্ট অর্থাৎ শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পরিচালিত মন্ত্রীমণ্ডলী যদি দুর্নীতি উৎপাটন করতে পারেন তবে তার চেয়ে বড় কাজ এবং বড় দেশসেবা স্বাধীনতার পরে আর কিছু হতে পারেনা। কিন্তু দেশবাসীর অভিজ্ঞতা, সর্বশ্রেণীর লোকের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলছে। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে—বি, ডি, ওর দরবার থেকে আরম্ভ করে—উচ্চ ও উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতার যেটুকু রেশও অবশিষ্ট ছিল—তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে এমন এক অপরিচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যা জনসাধারণকে দূরেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। আর দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের উল্লেখ না করাই ভাল। এ অমাবস্যার অন্ধকারের মতো এমনই দুর্ভেদ্য ও ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে এ পূর্ববর্তী সমস্ত অবস্থা ও পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে গেছে। দুর্নীতির বা ভ্রষ্টাচারের সমূল উৎপাটন না হলে প্রশাসনে পরিচ্ছন্নতা—বা পরিচ্ছন্ন প্রশাসন হতেই পারেনা। এদিক দিয়ে কোথায় কিভাবে কি সুরু হচ্ছে বা হয়েছে তা আমাদের অগোচর। এই সঙ্গে সঙ্গে যদি রাজ্যপাল বা মন্ত্রীমণ্ডলী বা স্থানীয় প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করছেন—বা করেছেন তা যদি বিশদভাবে জনসাধারণকে জানিয়ে দেন এবং কিভাবে জনসাধারণ 'সমস্ত' ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে এবং প্রশাসনের পরিচ্ছন্নতা বিধানে সক্রিয় সহযোগীতা করতে পারেন যার যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে—তা হলে এদিক দিয়ে একটা গতির বা শুরু করার সক্রিয় সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই নিরাশার মধ্যেও ভরসা আসে।

রাজ্যপাল, মন্ত্রীমণ্ডলী, স্থানীয় প্রশাসন কি আমাদের এই অভিমত গ্রহণ করে—জনগণকে পরিজ্ঞাত করবেন?

বি দাসগুপ্ত

—০—

বাংলা দেশে সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশে সংবিধান গৃহীত হবার পরে সাধারণ নির্ব্বাচন হচ্ছে—৭ই মার্চ। ৭ই মার্চ ভোট গ্রহণ করা হবে। ৫ই ফেব্রুয়ারী মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল।

শেখ মুজিবর রহমান সহ আওয়ামী লীগের ৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসন, ভোটার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। শাসক আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

মৈমনসিংহের একটি জনসভায় শুক্রবার শিল্পমন্ত্রী শ্রীসৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, মুজিবর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আগামী পাঁচ বছরে দেশের সামাজিক অর্থ নৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

আওয়ামি লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীফজিলুর রহমান জনগণকে বলেন তাঁরা যেন আওয়ামি লীগকে আবার সমর্থন করে বাংলাদেশে শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করেন। তিনি ভৈরবে একটি সভায় শুক্রবার বলেছেন আওয়ামি লীগ রাষ্ট্রের চারটি নীতি মেনে চলবে সেগুলো হল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা হিসেব করেছেন তিনশো জন আওয়ামি লীগ প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় একশো জন নতুন। দলের প্রার্থীরা জনজীবনের সমস্ত অংশ থেকে এসেছেন এঁদের মধ্যে আছেন উকীল সাংবাদিক, কৃষক, শ্রমনেতা এই তালিকায় আছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন ১৯৭০ সালে যেমন আওয়ামি লীগ বিরাটভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন, ১৯৭৩ সালের ৭ মারচেও তার অন্যথা হবেনা।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে ১৩ জনকে নির্ব্বাচন প্রার্থীর তালিকায় রাখা হয়েছে।

জাতীয় আওয়ামি পারটির ভাসানি দলের প্রার্থী সংখ্যা

জাতীয় আওয়ামি পার্টির ভাসানি দল অন্যান্য পাঁচটি দলের সহযোগিতায় মোট ২৩০ জন প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন। এর মধ্যে জাতীয় আওয়ামি পার্টি ভাসানি দলের প্রার্থী সংখ্যা ২১১, বাংলাদেশে জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান)—৭, বাংলার জাতীয় লীগ (ওলি আহেদ)—৭, বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি—৩, কমুনিষ্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (লেনিনবাদী)—৩ ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল—২।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধিবেশন

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। বিধিমত শুক্রবার রাজ্যপাল শ্রীডায়াস উদ্বোধনী ভাষণ দেবার জন্য বিধানসভা কক্ষে ঢুকে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী আর, এস, পি দলের নেতা শ্রীএ, এইচ, বেসটাওউইচ তাকে বাধা দিয়ে এক ছাপানো বিবৃতি পাঠ করেন। এতে মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ করা হয়। বিবৃতি পড়া শেষ হওয়ার পর শ্রীবেষ্টার উইচ ঐ দলের আর দুজন সদস্যকে নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

রাজ্যপালের ভাষণ শেষে আবার যখন বিকাল সাড়ে চারটায় বিধানসভার অধিবেশন বসে তখন আর, এস, পির তিন সদস্যই আবার অধিবেশনে যোগ দেন।

আর, এস, পির সদস্যরা বিধানসভায় এবার প্রধান বিরোধী দল হিসাবে গণ্য হচ্ছেন।

যারা এখনও যোগ দেননি

১৯৭২ সালের পঃ বঙ্গ বিধানসভায় যে ২৮০ জন সদস্য নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে এখনও ১৬ জন সদস্য বিধানসভায় যোগ দেননি।

এই ১৬ জনের মধ্যে ১৪ জন সি, পি, এম দলের ১ জন এস, ইউ, সির ও ১ জন ওয়ার্কার্স পার্টির।

বাম ফ্রন্টের পক্ষে বাহাত্তরের নির্বাচনে বিধানসভায় কুড়িজন জয়ী হন। নির্বাচনে জালিয়াতি ও কারচুপি হয়েছে এই অভিযোগ করে এই কুড়িজন সদস্য বিধানসভা বর্জন করে থাকেন।

শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনে—এই বামফ্রন্টের একদা সামিল আর, এস, পির তিনজন যোগ দেন। সি, পি, এম সমর্থিত একজন নির্দ্দল সদস্য গোলাম মহিউদ্দীনও (বীরভূম) বর্তমান বিধান সভায় যোগ দেন।

বর্তমান বিধানসভার ২৮০ জন সদস্যের দলওয়ারী হিসাব—

কংগ্রেস—	২১৭	মুসলীম লীগ—	১
সি, পি, আই—	৩৫	কংগ্রেস সমর্থিত নির্দ্দল—	১
সি, পি, এম—	১৪	সি পি, এম সমর্থিত নির্দ্দল—	১
আর, এস, পি—	৩	অন্য নির্দল—	১
সংগঠন কংগ্রেস—	২	মনোনীত—	১
গোরখা লীগ—	১	শূন্য আসন—	১
এস, ইউ সি—	১		
ওয়ার্কার্স পার্টি—	১	মোট—	২৮০

—০—

এ বছর প্রতি জেলায় এক হাজার লোকের চাকরী

গত বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহম্মদ কলিকাতায় বলেছেন—জরুরী কার্যসূচী অনুযায়ী সারা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিটি জেলায় এ বছরে এক হাজার বেকার লোকের চাকরী হবে।

গত নির্বাচনে এই চাকুরীর প্রলোভন ভোটের এক প্রধান আকর্ষণ ছিল। তারপরে প্রতিদিনই, মাসে মাসে, বছরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের চাকুরি দিবার প্রতিশ্রুতি অবিরাম শোনা যাচ্ছে। কিছু লোককে চাকুরী দেওয়া যেতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে কেবল চাকুরী দিয়ে বেকারদের সংস্থান করা এ কথা যে বা যারা বলে তারা যেমন ধাপ্পাবাজ, যারা বিশ্বাস করে বা সম্ভব বলে মনে করে তারাও তেমনি জ্ঞানী বেকুব।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হলে বেকারী থেকে আরম্ভ করে যে সব অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের চেপে ধরছে—তার কখনও সুরাহা হতে পারে? কারণ বর্তমান কাঠামোটাই এসবের জন্মদাতা। এই সহজ সরল সত্য কথাটা কি দেশবাসী বুঝবেনা?

—০—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

বন্দেমাতরম্

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু—

"ঠিকাদারী না গরীবের গলায় ছুরি"

এতদ্বারা সরকার কর্তৃপক্ষ ও দালালরূপী ঠিকাদারগণকে জানান যাইতেছে যে, পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বলরামপুর থানার বড়উরমা মৌজার ও বরাবাজার থানার আদাবনা মৌজার সীমারেখার উপর দিয়া যে কুমারী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে ঐ নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে দুইজন ঠিকাদার কাজ করাইতেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন পাথরের কাজ করাইতেছেন এবং আর একজন মাটির কাজ। উক্ত পাথরের কাজ প্রায় তিন বৎসর হতে চলিল। এই কাজের মধ্যে যারা পাথর কাটে তাদের প্রথমতঃ ১৲ এক টাকা ফুট হিসাবে রেট ছিল। কিন্তু পরে তাহা কমাইয়া ·৭৫ পয়সা ফুটে পরিণত করিয়াছেন। এবং যে সকল মেয়ে লোকেরা উক্ত পাথর যাহার ওজন প্রায় ২০ কে.জি. থেকে ৬০ কে.জি. পর্যান্ত তাহা কষ্টে ২০০ ফুট থেকে প্রায় ২০০০ ফুট দূর বহন করিয়া লইয়া যায়। ঐরূপ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারা মজুরী পায় মাত্র ১·২৫ পয়সা। যার দ্বারা ঘরের ছেলে মেয়ের ত দূরের কথা নিজের পেটও চলেনা। ইহা ছাড়া তাহাদের আরও নানা রকম নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। যদি কেহ উক্ত ৬০/৭০ কে. জি. ওজনের পাথর মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে রাজী না হয় তাহা হইলে পরদিন তাকে কাজে লওয়া হয় না, বা ছাটাই করা হয়। আর যারা মজুরের কাজ করে তারা ১৲ টাকা থেকে সর্ব্বশেষ ২৲ টাকা পর্যান্ত মজুরী পাইয়া থাকে। ইহা গরীবের গলায় ছুরি ছাড়া কি বলা যাইতে পারে। যদি ঠিকাদারের প্রতি সরকার কর্তৃপক্ষের তাই নির্দ্দেশ থাকে তাহা হইলে ইহাই গরীবী হঠাও কথাটির একমাত্র প্রমাণ। এতে গরীব মাত্রে কেহই থাকিতে পারি না। গরীব স্ববংশে ধ্বংস হইবে।

শ্রমিক ধর্ম্মঘট :— এ বৎসর খরার ফলে খাদ্য দ্রব্যাদির দর বৃদ্ধি পাইয়া চাউল ১·৫০ পয়সা কে. জি. এবং আটা ১·৪০ পয়সা কে. জি. চলিতেছে। এই দুর্মূল্যের ফলে উক্ত রেট অনুযায়ী বেতনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় না বুঝিয়া মজুরগণ দুইদিন ব্যাপী বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করে। গত ১৮-১-৭৩ তারিখে পুরুলিয়া এস. ডি. ও. সাহেব ও তাঁর সাথে আরও দুইজন উচ্চপদস্থ অফিসার মীমাংসার জন্য আসেন এবং ঠিকাদার দুইজন আসেন প্রথমতঃ এস. ডি. ও. সাহেব মিটিং স্থলে জনসাধারণ বা মজুর শ্রেণীর লোকদের প্রতি আলোচনার মূলে বলেন যদি এরূপ গোলমাল বা কাজ বন্ধ করা হয় তাহা হইলে আমি ঐরূপ গোলমালকারী বা কাজ বন্ধকারীদের আইনানুসারে ১০৭ ধারামতে আটক করিতে পারি। নতুবা এরূপ আরও গোলমাল বা ধর্ম্মঘট প্রভৃতি হইতে থাকিলে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং টাকা কেন্দ্রে ফেরত দেওয়া হইবে। এমত ক্ষেত্রে মজুর বা শ্রমিক শ্রেণী লোকেদের কঠোর পরিশ্রমের ন্যায্য বেতনের দাবীতে যদি টাকা কেন্দ্রে ফেরত যায় তাহা হইলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। অথবা ন্যায্য বেতনের দাবীতে ধর্ম্মঘট করাই যদি শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের প্রতি আইনানুসারে ১০৭ ধারা প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে ঐরূপ গরীব দরদী ঠিকাদারগণের প্রতি আইনানুসারে কত ধারা প্রয়োগ হইতে পারে এ সম্বন্ধে এস. ডি. ও. সাহেবের বিবেচনা করা উচিত।

এরপর এস. ডি. ও. সাহেব ধর্ম্মঘটের মীমাংসার মূলে যে ফয়শলা করেন তাহা নিম্নরূপ।

পুরুষ মানুষদের দৈনিক মজুরী ২·২৫ পয়সা হিসাবে স্থির করেন। কিন্তু তিনি মেয়েছেলেদের ঠিকায় কাজ করতে বলেন তাহাদের দৈনিক মজুরীর হার স্থির করা হয় নাই এবং তিনি বলেন যদি তাহাদের ঠিকায় কাজ করিয়া ন্যায্য মজুরী না হয় তবে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু মেয়েছেলেরা ঠিকায় কাজ করার পর দেখে যে তাদের দৈনিক মজুরী পড়ে ·৫০ পয়সা থেকে ·৭৫ পয়সা মাত্র। কিন্তু অদ্যাবধি তাদের কোন সুব্যবস্থা হয় নাই।

আর একজন ঠিকাদার যিনি মাটির কাজ করাইতেছেন। তিনি মাটি দিয়া যে বাঁধ তৈয়ারী করিতেছেন উক্ত বাঁধটিতে নাকি ৬" ইঞ্চি মাটি দেওয়ার পর জল দেওয়া বা রোল দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু তিনি ৬" ইঞ্চি জায়গায় ৬' ফুট মাটি দেওয়ার পরও জল দেওয়া হয় নাই এবং রোলও চালার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাছাড়া ড্রেসিং এর কাজও ঠিকমত করান নাই: গত ৩-১-৭৩ তারিখে সরকার তরফ থেকে একজন সাহেব বাঁধ দেখিবার জন্য আসেন তাঁকে ঐ সমস্ত সম্বন্ধে বলি এবং যে সমস্ত রোল বা ড্রেজার বাঁধের একপার্শ্বে রাখা আছে তাহা দেখাইয়া বলি যে, ঐগুলি দ্বারা বাঁধের কিরূপ কাজ করা হয় তখন তিনি বলেন যে কেন ঐ সমস্ত কি চলে না। তখন আমরা বলি যে না কোন দিন চলিতে দেখি না। তখন তিনি ম্যানেজার বাবুকে ডাকাইয়া বলেন যে, কেন চালান হয় নাই। উত্তরে ম্যানেজার বাবু বলেন ওগুলি খারাপ আছে তাহা সারিবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবার আমরা বলি আপনি যদি প্রমাণ স্বরূপ দেখিতে চান তাহা হইলে বাঁধের ৩০নং চেনে চলুন যাহা পূর্ব্বে কাজ শেষ করা হইয়াছে। সেখানে কিভাবে রোল চালান বা জল দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাইবেন। তারপর বাঁধের যে জায়গাটিতে কাজ চলিতেছে সেখানে গিয়া দেখাই যে বাঁধে সমস্ত মোরাম মাটি দেওয়া হইতেছে কেন? কারণ এর আগেই শুনিয়াছি যে, বাঁধের সেন্টার লাইনে এঁটেল মাটি দেওয়া নিয়ম। এই সমস্ত দেখিয়া উক্ত সাহেব ম্যানেজার বাবুকে খুব বকাবকি করিয়া চলিয়া যান। আমরা নিজেদের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে আমরা যতটুকু বুঝিতে পারি যে, বাঁধটি সেন্টার লাইনের বাহিরে দেওয়া হইতেছে কিন্তু যে সকল ওভারসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারগণ আছেন তাঁহারাই কি ঐরূপ সেন্টার লাইনের বাহিরে বাঁধ দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যদি তাই হয় তবে তাঁদের ও ঠিকাদারের ঐরূপ ইচ্ছাধীন বা খামখেয়ালী কাজের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এমতক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা করা হউক।

বেসরকারী তরফ থেকে :— ১) শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ২) শ্রীঅশোক চৌধুরী ৩) শ্রীভজহরি মাহাত ৪) শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত।

নিবেদক—

শ্রীগুরুপদ মাহাত

গ্রাম—আদাবনা

—০—

অন্ধ্রের অপরিবর্তিত অবস্থা

অন্ধ্রে অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ট্রেন ইত্যাদি সবই প্রায় বন্ধ। হাঙ্গামা কারফিউ ব্যাপক ভাবে চলেছে। গুলি গ্রেপ্তার—অবিরাম। সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই অন্ধ্র বিভাগ সমর্থন করে—সরকারী কাজ সব অচল করে ফেলেছে ফলে অন্ধ্রে এখন প্রশাসন বলতে কিছু নেই একটা সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা চলেছে

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড এবং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এখনও মনে করছেন যে অন্ধ্র বিভাগ না করেও অন্ধ্রের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন অন্ধ্রে অবস্থা এই কথাই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করছে যে—অন্ধ্র বিভাগ না করে এর আর কোন সমাধানই হতে পারেনা।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পৃথক অন্ধ্রবাদী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাদের দিল্লীতে আসার আমন্ত্রণ জানান। কুরনুল থেকে ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে—অন্ধ্র কংগ্রেস সংগ্রাম কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে অন্ধ্র প্রদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে—কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় কমিটির পক্ষ থেকে কাউকে পাঠান হবেনা। যদি কেউ যান তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যাবেন।

হায়দ্রাবাদ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সংবাদে প্রকাশ যে—অন্ধ্র সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান তার সহকর্মী এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশদ আলোচনার পরে ঘোষণা করেন যে সরাসরি প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলে তারা আলোচনার জন্য যেতে পারেন—কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে তারা কোন আলোচনায় যাবেন না।

—০—

সর্ব্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে আমার পুত্র শ্রীমান সন্তোষ কুমার মাহাত সাং—পিঁড়রা থানা—পুঞ্চা আমার অবাধ্য হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছে এবং আমার জিনিষপত্র, গরু, ছাগল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া দিতেছে এবং আমাকে ভয় দেখাইতেছে। আমার জিনিষ-পত্র, গরু, ছাগল কিম্বা কোন জমি জায়গা বিক্রয় করিবার শ্রীমান সন্তোষ কুমার মাহাতর কোন হক বা অধিকার নাই; কাজেই আমার জনসাধারণের নিকট অনুরোধ তাহারা যেন শ্রীমান সন্তোষ কুমার মাহাতর নিকট কোন জিনিষপত্র বা গরুছাগল বা জমি জায়গা ক্রয় না করেন। এই বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও কেহ যদি ক্রয় করেন তাহা হইলে আমি তাহার দ্বারা বাধ্য হইব না এবং ক্রেতা দায়ী থাকিবেন। এতদর্থে আমি বিজ্ঞাপন দিয়া সর্ব্বসাধারণকে অবগত ও সতর্ক করিয়া দিলাম।

শ্রীমাগারাম মাহাত
গ্রাম ও পোঃ—পিঁড়রা
থানা—পুঞ্চা (পুরুলিয়া)

নোটিশ

এতদ্বারা পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ১৯৭২-৭৩ সালের সংশোধিত বাজেট ও ১৯৭৩-৭৪ সালের অরিজিনেল বাজেট তৈয়ার মতে অদ্য তারিখ হইতে ১৪ দিন তাঁহাদের অবগতির জন্য অত্র মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রকাশিত হইল।

উক্ত বিষয়ে যদি মিউনিসিপ্যাল কর দাতাগণের কোনরূপ মতামত থাকে তবে তাহা লিখিতভাবে উক্ত তারিখের মধ্যে দিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া।
তাং—১।২।৭৩

সত্যনারায়ণ দাস
ভাইস চেয়ারম্যান
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

আর, টি, এর নিকট আবেদন

রঘুনাথপুর—চেলিয়ামা বাস রুটের আশে পাশে বহুলোকের বাস কিন্তু আশ্চর্য্য হই যে এ রুটের বাসগুলো (সংখ্যা—৪) প্রায়ই চলে না। লালবাস অনিয়মিত চলে, শক্তিবাস প্রায় দিন বন্ধ, বিকল হয়, বন্ধীবাস দীর্ঘদিন বন্ধই আছে। তারপর পুরুলিয়া—ভূরকুণ্ডা ঘাট বাসেরও সেই অবস্থা। R. T. A. কর্তৃপক্ষ এ সব জানেন কি না জানি না। সবিনয়ে দণ্ডবত করি কর্তৃপক্ষের চরণে। দয়াকরে আপনারা এই রুটের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।

মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত
৩০/১/৭৩

বিক্রয়

পুরুলিয়া সহরে ভাঁটবাঁধ এলাকায় প্রাচীর বেষ্টিত আনু-মানিক ২ (দুই বিঘা) বাস্তু জমি ও উহার সহিত একটা ছোট দুই কামরা এ্যাসবেস্টস চালা বাড়ী ও পাকা ইদারা সমেত বিক্রয় হইবে।

অনুসন্ধান করুন—

তারাপদ সেনগুপ্ত
মিউনিসিপ্যাল অফিস
পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে পুরুলিয়া জেলার অধীনস্থ নিম্নলিখিত সরকারী হাট/বাজার/ফেরীগুলি ১৩৮০ সালের জন্য ১ বৎসর মেয়াদে প্রকাশ্য নীলামে বন্দোবস্ত করা হইবে। নির্দ্ধারিত সময় ও তারিখ নিম্নে বর্ণিত হইল। বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট জে, এল, আর, ও, অফিসে পাওয়া যাইবে।

ক্রমিক নং	হাট/বাজার/ফেরীর নাম		কোন সার্কেলের অধীনে	নীলামের নির্ধারিত তারিখ	নীলামের স্থান	নীলামের সময়
১।	রোপো	সাপ্তাহিক হাট	জয়পুর	১৯।২।৭৩	জয়পুর জে,এল,আর, ও অফিস	বৈকাল ২-৩০ ঘটিকা
২।	জয়পুর	”	ঐ	১৯।২।৭৩	ঐ	ঐ
৩।	পুঞ্চা	”	পুঞ্চা	২০।২।৭৩	পুঞ্চা জে,এল,আর ও অফিস	ঐ
৪।	নোওয়াগড়	”	ঐ	২০।২।৭৩	ঐ	ঐ
৫।	সিন্দরী	”	বরাবাজার	২৩।২।৭৩	বরাবাজার জে,এল,আর, ও অফিস	ঐ
৬।	বরাবাজার	”	ঐ	২৩।২।৭৩	ঐ	ঐ
৭।	বেরাদা	”	ঐ	২৩।২।৭৩	ঐ	ঐ
৮।	কুইলাপাল	”	বান্দোয়ান	২৭।২।৭৩	বান্দোয়ান জে,এল,আর, ও অফিস	ঐ
৯।	বলরামপুর	”	বলরামপুর	২২।২।৭৩	বলরামপুর জে,এল,আর ও অফিস	বেলা ১-৩০ ঘটিকা
১০।	ডাভা	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক হাট	ঐ	২০।২।৭৩	ঐ	ঐ
১১।	ছোট উরমা	সাপ্তাহিক হাট	ঐ	২০।২।৭৩	ঐ	ঐ
১২।	কালীমাটী	”	বাগমুণ্ডী	২২।২।৭৩	বাগমুণ্ডী জে,এল,আর ও অফিস	বৈকাল ৪-০০ ঘটিকা
১৩।	দেওলী	”	ঐ	২৮।২।৭৩	ঐ	বেলা ১২-০০ ঘটীকা
১৪।	বেরাদা	”	ঐ	২৮।২।৭৩	ঐ	ঐ
১৫।	ঘাটক্যুল	ফেরী ঘাট	নিতুরিয়া	২৮।২।৭৩	রঘুনাথপুর জে,এল,আর ও অফিস	বেলা ২-৩০ ঘটিকা

তাং—৫-২-৭৩

স্বাঃ এস, দত্ত
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | সোমবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

ত্যাগের দণ্ড

সাবধান! সাবধান!!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মুর্ত্তিমান!!
ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ঈরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুঙ্কারে তার গভীর মন্ত্র, কাঁপায় মেদিনী তারকা চন্দ্র
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান।
বিশ্ব জুড়িয়া বিরাট দেহ, ভাবিছ বুঝিবা পালাবে কেহ
এখনো চরণে শরণ লহ, নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।

—মুকুন্দ দাস

নব কংগ্রেসী সরকারের পুলিশী অত্যাচার

ইংরেজ শাসনকেও হার মানিয়েছে

অগ্নি গর্ভ বান্দোয়ানে এরা আগুন নিয়ে খেলছে

গত ২৫শে পৌষ তারিখে বান্দোয়ান থানার হলুদবনি গ্রামের কয়েকজন শবর তাদের উপর এবং থানার অন্যান্য শ্রেণীর কয়েকজনের উপর পুলিসী নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে থানার বিশিষ্ট সমাজ সেবীদের এক আলোচনা বৈঠক আহ্বান করেন। ঐ বৈঠকে প্রাক্তন এম, পি, শ্রীভজহরী মাহাত পৌরহিত্য করেন।

সভায় শবর ভাইদের পক্ষ থেকে কানু শবর ও সহরৎ শবর বলেন যে—বান্দোয়ান পুলিস কারণে অকারণে তাদের উপর এমনভাবে মারপিট করিয়াছে যাহা ইংরাজ আমলেও হয় নাই। তারা দুঃখ করে বলেন যে—গণতান্ত্রিক দেশে নাকি জনগণই রাজা। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যায় তার উল্টো। ঐ মহান্ বাণী কেবল পাঁচ বৎসরের পরে এক ঘণ্টার জন্য সত্য। ব্যালট বাক্সে ভোট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অধিকার চলে যায়। আসে মার খাবার অধিকার, শোষিত হবার অধিকার। ইহাই যেন আমাদের এক নম্বরের মৌলিক অধিকার।

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মাহাত বলেন যে—বর্ত্তমানে পুলিসের যে অত্যাচার তা দেখে মনে হয় যে গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা সরকার চলে না, সরকার চলছে পুলিস বাহিনীর সাহায্যে। তাই কারণে, অকারণে শুধু শবর ভাইদের উপর কেন অন্যান্য শ্রেণীর অনেকেরই উপর যে মারপিট করা হয়েছে তাহা অত্যন্ত বেদনা দায়ক। অপরাধীর সাজা হবে বিচারের উপর—এই উক্তি এই সরকারের কাছে মিথ্যা। তিনি বলেন গুপুরুড়ীর গ্রামবাসীদের উপর এবং ছোট পড়াশার কৃষ্ণ মাঝির উপর যেভাবে মারপিট করা হয়েছে--ইহাই তাহার প্রমাণ। গুপুরুড়ি (সাগার টোলা) গ্রামবাসীদের উপর এমনভাবে মারপিট করা হইয়াছে যে তাদের দু একজন চির দিনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। সনাতন মাহাত মারের কিছুদিন পরে মারা যায়।

সভায় পরে ভজহরি মাহাত বলেন যে নিরীহ নিরপরাধীদের উপর যে অত্যাচার চলছে—এ বিষয়ে আর কোন দ্বিমত নাই। অপরদিকে চোরা-বাজারী, ঘুষখোরীরা সমাজের রক্ত শোষণকারীরা অবাধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং পুলিশ তথা সরকার সব রকমে তাদের যে সহেযোগিতা দিচ্ছে এ বিষয়েও কোন দ্বিমত নাই। এই ব্যবস্থা শুধু এই হলুদবনি বা বান্দোয়ান থানায়ই অবশ্য নয় দিল্লী পর্য্যন্ত এইভাবে চলেছে। আজ তার অবসানের প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য আমাদের আরও জীবন দিতে হবে, রক্ত দিতে হবে, সেইজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। দোকানে দোকান নোটিশ দেওয়া হোল তাদের ষ্টক এবং দর খোলা যায়গায় টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে এবং সেই দরে বিক্রী করতে হবে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কোথায় কোন দোকান তা মেনে চললো? কেউ ঐ কথায় কর্ণপাত করলো না। কই পুলিশের লাঠিতো তখন কারো পিঠে পড়ে না। কয়েকমাসে পুলিসের লাঠি যারা খেয়েছে তাদের তালিকা তিনি সভায় প্রকাশ করেন। এবং বলেন যে জেলার ডি, সি বলেছেন যে সংবাদ পত্রে যেসব অভিযোগ প্রকাশ হয় তা তদন্ত করা হয়। আমরা জানিনা ঐ তদন্ত মাটীর নিচে না আকাশ পথে করা হয়। কারণ বহু অভিযোগ প্রকাশ হয়েছে কিন্তু অভিযোগকারীরা কেউ জানেনা যে তাদের অভিযোগ তদন্ত করা হয়েছে বা হচ্ছে।

যাহাদের উপর মারপিট করা হইয়াছে তাহাদের তালিকা

১।	সাগর শবর	গ্রাম—বান্দু ভাবুর	থানা—বান্দোয়ান
২।	বুদি শবর	ঐ	ঐ
৩।	চৈতন শবর	ঐ	ঐ
৪।	রাধু শবর	ঐ	ঐ
৫।	জগে শবর	চিরুডি	ঐ
৬।	রঘু শবর	ঐ	ঐ
৭।	ফুচুক মাহাত	গুপুরুডি	ঐ
৮।	অতুল মাহাত	ঐ	ঐ
৯।	রাম মাহাত	ঐ	ঐ
১০।	সনাতন মাহাত	ঐ	ঐ
১১।	শ্রীপতি মাহাত	ঐ	ঐ
১২।	ঠাকুরদাস মাহাত	ঐ	ঐ
১৩।	মড়িরাম মাহাত	ঐ	ঐ
১৪।	কানাই মাহাত	ঐ	ঐ
১৫।	মদন সিং সর্দ্দার	মধুপুর	ঐ
১৬।	কদ্দা শবর	হলুদবনি	ঐ
১৭।	বাণেশ্বর মাহাত	গুপুরুডি	ঐ
১৮।	রতন শবর	হলুদবনি	ঐ
১৯।	রাখাল শবর	ঐ	ঐ
২০।	গোউর শবর	ঐ	ঐ
২১।	অভিরাম শবর	ঐ	ঐ
২২।	সুরেন্দ শবর	ঐ	ঐ
২৩।	রুচি শবর	ঐ	ঐ
২৪।	দ্বিগম শবর	বরো	ঐ
২৫।	কেশব শবর	ঐ	ঐ
২৬।	লালু শবর	ঐ	ঐ
২৭।	গোপাল শবর	ঐ	ঐ
২৮।	লুধু শবর	ঐ	ঐ
২৯।	ভজু শবর	ঐ	ঐ
৩০।	মহকুম শবর	ঐ	ঐ
৩১।	আশু ঘুনিয়া	বান্দোয়ান	বান্দোয়ান

বৈঠকের স্থান—সাগা মৌজার শাল বাগান
তাং—২/১/৭৩

নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ উপস্থিত ছিলেন

সর্ব্বশ্রী ১। ভজহরি মাহাত—জিতান ২। গোপাল চন্দ্র মাহাত হলুদবনী ৩। মদন মোহন মাহাত—হলুদবনী ৪। ক্ষুদিরাম মাহাত হলুদবনী ৫। কাতুরাম শবর—সাং বান্দুডাবর ৬। মনোরঞ্জন মাহাত হলুদবনী ৭। ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাত—হলুদবনী ৮। ভাকড়ু মাহাত তুলসিডি ৯। মড়িরাম মাহাত—তুলসিডি ১০। রাজু মাহাত—তুলসিডি ১১। গহন চন্দ্র মাহাত—তুলসিডি ১২। রেবতী মাহাত ১৩। সীতা রাম মাহাত ১৩। চুণারাম মাহাত ১৫। পেলারাম তন্তুবায় ১৬। মহেশ্বর মাহাত ১৭। বঙ্কু মাহাত—সাং বঁন্দড়া ১৮। গোউর মাহাত—হলুদবনী ১৯। সীতারাম মাহাত—হলুদবনী ২০। সুধীর মাহাত—হলুদবনী ২১। নজার চাঁদ মাহাত—পারবাইদ ২২। নিরঞ্জন মাহাত—পারবাইদ ২৩। ভজহরি মুদি—সাং পারবাইদ ২৪। চুণারাম মাহাত—হেতাকোল ২৫। কার্ত্তিক চন্দ্র মাহাত—হলুদবনী ২৬। রংলাল মাহাত—হলুদবনী ২৭। অটল মাহাত—সাগা ২৮। দীগম শবর—সাং বর ২৯। গীদা শবর —বর ৩০। ত্রিলোচন মাহাত—চান্দড়া ৩১। লাগর শবর—বান্দুডাবর ৩২। হারাধন শবর—বান্দুডাবর ৩৩। শুকুজা শবর বেলড়ুঁগুরি ৩৪। রাঁগা শবর - বেলড়ুঁরি ৩৫। বনমালি মাহাত হলুদবনী ৩৬। মহেন্দ্র মাহাত—চান্দড়া ৩৭। নিরঞ্জন মাহাত—সাং গুঁড়ুর ৩৮। অরুণ চন্দ্র মাহাত—হলুদবনি ৩৯। মহেশ্বর মাহাত—গুপুকুডি ৪০। কালিপদ পরামানিক—হলুদবনি ৪১। যামিনী মাহাত কুমীর ৪২। হরেকৃষ্ণ মাহাত—তুলসিডি ৪৩। হেম চন্দ্র মাহাত—তুলসিডি ৪৪। সতীশ চন্দ্র মাহাত মধুপুর ৪৫। মালিরাম মাহাত—বেলাড় হলুদবনি।

অভুতপূর্ব্ব মুল্যবৃদ্ধি ঃ অসহনীয় করের বোঝা ঃ দেশবাসী যায় কোথায় ?

ভারত সরকারের যোগে দেশে একটি প্রতিষ্ঠান আছে তার নাম ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এপ্লায়েড একনমিক রিসার্চ—সংক্ষেপে NCAER বাংলাতে একে বলা হয়—ফলিত অর্থ নৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ। এরা দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা করে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা সরকারী ভাবেই প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয় হয়ে থাকে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে এই জাতীয় পরিষদ কৃত ১৯৭২-৭৩ সনের অর্থ নৈতিক সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমীক্ষাতে বলা হয়েছে—

অভুতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণকে বিশেষ করে গরীবদের অত্যন্ত বেশী রকম আঘাত করেছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে সরকারই পারেন—এবং সরকারকেই তা করতে হবে। এ বিষয়ে পরিষদ বলছেন—"১৯৭২ সনে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত তীব্র এবং বিপর্যায়করভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জনসাধারণকে কঠিনভাবে আঘাত করেছে। ১৯৭২ সনে যেভাবে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে—এরকম এর পূর্বে কখনও হয়নি এবং এটা গরীবদেরই আঘাত করেছে। পূর্ব পূর্ব বছরগুলির চেয়ে ১৯৭২ সনে বাজারে টাকার সরবরাহ বেশী এবং এইভাবে যদি চলে তবে ভবিষ্যতে এই গতি সর্বনাশ করবে।

এর পরে পরিষদ শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধে সমীক্ষার ফলাফল দিয়েছেন। শিল্প ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও তা আশানুরূপ নয়।

কৃষির বিষয়ে বলা হয়েছে যে—আমাদের প্রয়োজন ১১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সে ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসরে মেরেকেটে ১০ কোটি টন উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টন ঘাটতি হয়েছে। এই ঘাটতিটা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে।

পরিষদ বলছেন—সমস্ত দিক দিয়ে কি প্রত্যক্ষ, কি পরোক্ষ করভার একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌছেছে। অবশ্যই কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে কর বসান ও বাড়ানর দরকার—কিন্তু ঐ পথে নানা-রকম রাজনৈতিক ও অন্যান্য ধরণের বাধা গবর্মেন্টকে এগোতে দিচ্ছেনা।

ফলিত অর্থ নৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদের এই গবেষণা—জাতির অর্থ নৈতিক বিষমসংকটের বিশেষ করে গরীবদের আরও বেশী দুর্দ্দশার বৃদ্ধির কথাই বলছে।

—•—

জিনিষের দাম শতকরা ১২ ভাগ বেড়েছে ১৯৭২ সনে তার চেয়ে আরও ১০৷৷ টাকা শতকরা বেড়েছে এই বছরে

নয়া দিল্লীর ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে—সরকারী তথ্য—চুড়ান্তভাবে সমস্ত দেখে শুনে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছে যে—১৯৭১ সনে জিনিষ পত্রের যে দাম ছিল ১৯৭২ সনে সেই দাম শতকরা ১২ শতাংশ বেড়েছে। এই হিসেবটা হচ্ছে ১৯৭২ সনের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

১৯৭২ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতকগুলি জিনিষের শতকরা কত দাম বেড়েছে তার একটা হিসাব—

খাদ্যশস্য—১৬; ডাল—২২; খাবার তেল - ২৩; চিনি এবং চিনি জাত জিনিষ—২৮·৫ ॥

১৯৭৩ সনে

এইবার ১৯৭৩ সনে আসুন। ১৯৭২ এর ডিসেম্বরে যে বাড়তি দাম ছিল—১৯৭৩ এর জানুয়ারীতে সেই দামের উপরই শতকরা কত বেড়েছে তাই দেখুন—সাধারণভাবে শতকরা ১০·৫ ভাগ।

খাদ্যশস্য—১৪·২; ফল ও সব্জী—১৬; খাবার তেল ২৪·২ মাছ ডিম ও মাংস ১৯; চিনি এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ১৭·৩; দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি - ৫·৪;

তারপরে এই বছরেই জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই দাম বেড়ে গেল -

চাউল ১২·৬; গম—৯·৯; ডাল ৩২; চীনে বাদামের তেল ১৩·২,

হিসাবটা মোটামুটি এই দাঁড়ায়—

১৯৭১ এ যে জিনিষের দাম ছিল ১০০ টাকা ১৯৭২ সনে সে জিনিষের দাম বেড়ে হল ১১২ টাকা আর ১৯৭৩ এ সেই জিনিষের দাম বেড়ে হল ১২৩ টাকা ৭৫ পয়সা।

এ দাম আরও বাড়বে। কেন বাড়ছে? কমাবার কি পথ? কারা কমাবে? না হলে কি হবে? কেউ ভাবছেন কি?

—•—

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সার উৎসব

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ফার্টিলাইজার সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে "সার উৎসব" উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ সভাপতিত্ব করেন এবং লোকব্রতী সোসাইটির শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় উদ্বোধন সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কৃষিতে রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা এবং সার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা পরীক্ষার আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের পূর্ব্বাঞ্চলের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেন্ট ডাঃ এন, সি, বসু; দুর্গাপুর সার সম্প্রসারণ কেন্দ্রের শ্রীদীপক দাসগুপ্ত; জেলা কৃষি আধিকারিক শ্রীজে, দাসগুপ্ত; অতিরিক্ত জেলা কৃষি আধিকারিক শ্রীমণ্ডল; জেলা ভূমি সংরক্ষণ আধিকারিক শ্রীবিমলেন্দু দত্ত প্রমুখেরা ভাষণ দেন। অতিরিক্ত জেলা কৃষি আধিকারিক শ্রীমণ্ডল খরা পীড়িত পুরুলিয়া জেলায় চাষের পদ্ধতি এবং কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের উপায় আলোচনা করে ভাষণ দেন। শ্রীসূর্য্যকান্ত মাহাত জেলার চাষীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অভাব অভিযোগের বিষয় বর্ণনা করে সার পাওয়ার অসুবিধার কথা আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ জেলার কৃষি ও সেচ সমস্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে—সুদীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ও ভারতের দরিদ্রতম এই জেলার দাবী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করা কর্তব্য। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের প্রধান উপকরণ চারটি, যথা উন্নত বীজ, ব্যাপক সেচ, সার এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও শক্তি (বৈদ্যুতিক অথবা অন্য প্রকার)। কিন্তু এই জেলার ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারিটি উপকরণের একান্ত অভাব। সেচের ব্যবস্থা অতি সামান্য; রাসায়নিক সার বিতরণের

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৯, সোমবার

দুঃশাসন

"কংগ্রেসীরা যদি এইভাবে চলিতে শুরু করেন যে তাহারা দেশের সেবক নহেন পরন্তু শাসনকর্তা, তবে এই কথা বলাই সঙ্গত হইবে যে—দেশে আজ কংগ্রেস গবর্মেন্টই আছে, লোকায়ত্ত গবর্মেন্ট নহে। এই গবর্মেন্ট বা শাসন ভারতের ইতিহাসে পূর্বে যেরূপ পাঠান, মোগল, রাজপুত, মারাঠা বা শিখ শাসন ছিল তাহার চেয়ে ভাল কিছু হইবে না।"

—গান্ধীজী (হরিজন পত্রিকা ৬ই এপ্রিল ১৯৪৭)

১৯৪৭ সনে প্রথম কংগ্রেসী শাসন আসছে। দ্রষ্টা গান্ধীজী গতির ধারা বিবেচনা ও উপলব্ধি করেই উল্লিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী শাসন যেভাবে শাসন চালিয়ে এসেছে তা বাস্তবিক পক্ষে একটা লোকায়ত্ত গবর্মেন্টের শাসন নয়। কিন্তু এই অভিযোগ দিয়েই কংগ্রেসকে ভেঙ্গে দিয়ে যে নূতন কংগ্রেস ও নূতন কংগ্রেস নেতৃত্বের অভ্যুদয় হল—যা নব কংগ্রেস বা এখন কংগ্রেস বলে অবিহিত তারা তাদের আচরণ দ্বারা নিয়তই এটা ক্রমবর্দ্ধমানভাবে প্রমাণ করে চলেছে যে—লোকায়ত্ত গবর্মেন্ট বলে সত্যই কিছু নাই। দিল্লীতে এবং রাজ্যে রাজ্যে জনগণের তথাকথিত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়—বিধান সভার অধিবেশনে তর্ক বিতর্ক হয় এবং সেগুলি এখন দাঁড়িয়েছে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতো।

কংগ্রেসীরা এখন যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা এক এক জন শাসন ক্ষমতার অধিকারী কৌরব দলের শতভ্রাতার এক এক ভ্রাতা বলে নিজেদের মনে করেন। এবং সেইভাবেই এরা চলেছেন। শাসন যন্ত্র যেটা আছে সেটা জনসাধারণের জন্য নয়—শাসকগোষ্টির নানাভাবে সন্তুষ্ট বিধানই তারা তাদের কর্তব্য এবং লাভজনক বলে মনে করে। এবং এই শাসন ক্ষমতাসীন দলের বা ব্যক্তির তারা যে পদেই থাকুকনা কেন তাদের অকর্মণ্যতা, অক্ষমতা, স্বার্থপরতা, লোভ ও বৃথা-মদ-গর্বতার সুযোগ নিয়ে কর্মচারীরা যা খুসী তাই করে চলেছে, ফলে বর্তমান শাসন বা কংগ্রেস গবর্মেন্ট ভারতে পাঠান মোঘল শাসনের চেয়ে ভাল ত নয়ই, দেশে যে ইংরেজ শাসন ছিল তার চেয়েও অবাঞ্ছনীয় বলে জনসাধারণের ভরসাহীন তো বটেই—শঙ্কার বস্তু হয়ে পড়েছে। এটা কিছুই বাড়িয়ে বলা নয়। এই বাস্তব কোনমতে কেউ অস্বীকার করতে পারে না—এমনি বাস্তব, প্রকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সত্য।

আমরা মুক্তির বর্তমান সংখ্যায় বান্দোয়ানে পুলিশের টিকাখাঁনি অত্যাচার এবং চিঠিপত্রের স্তম্ভে শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝার, পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করলাম। টিকাখাঁনি বলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেসীরা এবং তাদের মনিবরা হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু বিনা কোন রাজনৈতিক কারণে (কারণ রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতাসীনদের তরফ থেকে যা খুসি তাই করা যায়) পাইকারীভাবে লোককে পিটিয়ে মারা, মেরে ফেলা, পঙ্গু করে ফেলা—পুলিশ যদি এই সব করে তবে তাকে বর্তমানে আমাদের দেশে কি বলবেন? আমরা পূর্বেও বলেছি এখনও বলছি—এবং খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্যই প্রকাশ করেছি যে—যারা এই জেলার শাসন যন্ত্রের চালক হিসাবে বসে আছেন যেমন—ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, এস, ডি, ও প্রভৃতি, তারা এই সব গুরুতর বিষয়গুলি দেখুন। যদি তারা প্রকাশ্য তদন্তমতে এই প্রকাশিত ঘটনাগুলির মধ্যে এতটুকুও অসত্য বলে প্রমাণ পান—তাহলে আদালতে আমাকে অভিযুক্ত করুন অথবা সেটা সুবিধা না হলে মাল্‌টিপারপাস মিসাতে আমাকে কারাবদ্ধ করুন। তবে প্রকাশ্য তদন্তে কোন কোন বিষয়ে মিথ্যা প্রমাণ পেলেন তাও প্রকাশ করুন। এবং সত্য জানলে—যে জমাদার, পুলিশ কর্মচারী এইসব করে বেড়াচ্ছে তাদের কঠিন সাজা বিধান করুন। এর কিছুই যদি না করা হয় তবে এটা বলতেই হবে যে এইসব কাণ্ড জিলার জিলাধীশ, পুলিশ সুপার, এস, ডি, ও প্রভৃতির সক্রিয় সমর্থনেই হচ্ছে। অথবা তারা এমন অযোগ্য এবং অক্ষম যে অধস্তন কর্মচারীদের এই নৃশংস কাজগুলি হচ্ছে জেনেও এর প্রতিকার করতে অক্ষম। এগুলি তো খুবই সঙ্গত যুক্তির কথা।

ঐ বান্দোয়ান ক্ষেত্রের যিনি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, জিলার যে সমস্ত বিধান সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, লোক সভায় যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি—তাদের সম্বন্ধে বলবার মতো কোন কিছুই নেই। একজন মন্ত্রী আছেন যাকে কনজারভেটার যা খুসী তাই করাচ্ছে। তিনি পরিচালিত। এই গোষ্টিটি সমষ্টিগত ভাবে বিধান সভায় দলবর্ধন, স্তুতিকারদের স্বার্থবর্দ্ধন এবং জনসাধারন ও শাসন যন্ত্রের উপহাসবর্ধন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্নভাবে দুর্নীতি বর্ধন ও নিজেদের অর্থবর্দ্ধন ছাড়া অন্য কিছু করার যে সম্পূর্ণ অযোগ্য - তা বিনাদ্বিধায় প্রমাণ করেছেন। এসব সত্ত্বেও এদের কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ ক্ষমতা ও অর্থে এদেশে প্রচুর ভোট খরিদ করতে পারা যায়। সুতরাং যোগ্যতা অযোগ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। সেই জন্যই বিধান সভায় পুরুলিয়ার কথা অন্য জেলার কংগ্রেসী সদস্যরা বলে আর এদের নাকের তলে পুলিশ যখন নিরীহ গরীব অর্ধাশন ও অনশনক্লিষ্ট খেড়িয়া, আদিবাসীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে তখন তারা পুলিশের বুটের ফিতা খুলতে ব্যস্ত থাকে। না হলে পুলিশেরা এরকম করতে সাহস করতে পারেনা।

যাই হোক আমরা আশা করব যে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে একটা বিহিত ব্যবস্থা করবেন—হয় যে সম্পাদক এই লেখা লিখছেন এই সমস্ত অভিযোগ করছেন তাকে মিসায় আটক করুন না হয় যারা এজন্য দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন। এ যে খুবই যুক্তিসঙ্গত তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেননা।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

অন্ধ্রের পরিস্থিতি

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং জাতীয় জীবনে অন্ধ্র একটা নূতন প্রশ্নের অবতারণা করেছে। অন্ধ্রই প্রথমে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে বিরাট আন্দোলন করে—তেলেগু ভাষা-ভাষীদের নিয়ে বিশালান্ধ্র গঠন করে। আবার সেই অন্ধ্রেই আন্দোলন চরম অবস্থার দিকে চলেছে—তাদের দাবী এক ভাষাভাষী অন্ধ্র দেশকে পৃথক দুই রাজ্যে পরিণত করতে হবে—তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্র। অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানায় এই যে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন—এ কিন্তু উপরের তলায় শুধু সীমীত নয় দুই দিকেরই জন-সাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গণতন্ত্র হলেও অহিংসভাবে আন্দোলন করার শিক্ষা এখন নেই সুতরাং যে কোন আন্দো-লনই হোকনা কেন—হিংসা ও ধ্বংসের পথেই সেই আন্দোলন চলতে থাকে।

অন্ধ্রে সমস্ত কংগ্রেসী লোকসভা বিধানসভার সদস্যরা, সরকারী কর্ম-চারীরা জনসাধারণ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তেলেঙ্গানার ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে—তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কংগ্রেসী এম, পিরা দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। ঐ অঞ্চ-লের প্রধানতম সদস্য ডঃ জি, এস, মেলকোটে সেই সব পদত্যাগ পত্র কংগ্রেস সভাপতির হাতে দেবেন। পৃথক তেলেঙ্গানাবাদী কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন—শ্রীচেন্না রেড্ডি; তিনি এ কথা জানান। ইতিপূর্ব্বে অন্ধ্র অঞ্চলের ১৭জন কংগ্রেসী এম, পি, দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

আগামী সোমবার অর্থাৎ ৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে দিল্লীতে সংসদের অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্য সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছে। এবার লোকসভায় ও রাজ্য সভায় অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার সদস্য যারা থাকবেন তারা কেউ আর কংগ্রেসী সদস্য রইলেন না। স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই অন্ধ্রের পরিস্থিতি এক বিচিত্র পরিস্থিতি!

এদিকে অন্ধ্রের তিন জন শীর্ষস্থানীয় পৃথকবাদী নেতা ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে দিল্লীতে এসে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে অবিলম্বে পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ যেন গঠন করা হয়। এই তিনজন নেতা হলেন—শ্রীবসি রেড্ডি, পৃথকবাদী কংগ্রেসীদের একশন্ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট; শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নাইডু, সেক্রেটারী এবং মিঃ মুস্তিরাজু, কোষাধ্যক্ষ। এরা পৃথক অন্ধ্রের দাবীতে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। এরা বলছেন যে কেন্দ্রীয় নেতারা যদি অন্ধ্রকে পৃথক করার দাবী মেনে নেন তা হলে তারা আবার কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

এই তিনজন নেতা ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত দু বার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রধান মন্ত্রী ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্য শুনেছেন কিন্তু কিছু বলেন নাই বা কোন পরিবর্ত প্রস্তাবও দেন নাই। তারা

শ্রীমতী গান্ধীকে অন্ধ্রের প্রকৃত অবস্থা জানান, পৃথক অন্ধ্রের আন্দোলনের প্রকৃত কারণ বলেন এবং পৃথক অন্ধ্র দাবী করেন। শ্রীমতী গান্ধী নাকি পরিশেষে বলেছেন যে—সুন্দরা রাও প্রভৃতি নেতাকে দিল্লীতে এসে আলোচনা করতে হবে এবং আগে অন্ধ্রে শান্তির অবস্থা আসুন পরে আলোচনা হবে।

এদিক দিল্লীতে সংসদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছে। পৃথকবাদী অন্ধ্রের কংগ্রেস ত্যাগী সদস্যরা এবং পৃথক তেলেঙ্গানার কংগ্রেসী সদস্যরা একযোগে বৈঠক করে যুক্তি করছেন অধিবেশনে কি কার্যাক্রম গ্রহণ করাযায়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী অন্ধ্র সম্বন্ধে শেষ কথা যা বলছেন তা হচ্ছে এই যে—কোন বড় সমস্যা সম্বন্ধে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক জড়িত সেখানে চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী থালা (প্রতাপগড়ে) এক জনসভায় তিনি অন্ধ্রে যারা বিচ্ছিন্নতাকামী তাদের গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন যদি তারা মনে করেন—আমি সরে দাঁড়ালে অন্ধ্র সমস্যার ফয়সালা হয় তাহলে তাতেও আমি রাজী আছি।

অন্ধ্রে আন্দোলন সমানভাবেই চলছে।

বসন্ত রোগ কলিকাতায় মহামারী রূপে দেখা দিচ্ছে?

কলিকাতায় বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটি গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার শ্রীশরদিন্দু দত্ত মজুমদারকে জানান যে—কলিকাতায় শহরে বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে।

চলতি বছরের দেড় মাসে কলকাতায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে অন্তত ২শত জন। ১৯৬৩ সালে এই শহরে সর্বশেষ মহামারী ঘোষিত হওয়ার পর বসন্তে এত লোকের মৃত্যু আর ঘটেনি ১৯৭১ সালে মৃত্যু হয়েছিল ১৬৩ জনের।

এ বছরে কলকাতায় যে ২০০ জন বসন্তে মারা যায় তার মধ্যে ৯৬-জনেরই মৃত্যু ঘটেছে গত সপ্তাহে। তার আগের সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২৯!

বসন্ত রোগ নিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একজন সদস্য রয়েছেন। তার উপরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ হ্যানডারসনও কলকাতায় এসেছেন। শুক্রবারের বৈঠকে তিনিই পৌরোহিত্য করেন।

বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকে প্রশাসক শ্রীদত্ত মজুমদার বলেছেন যে, কলকাতায় বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশই বাড়ছে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে পৌরসভা এবার বসন্ত রোগ মহামারী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হতে পারে।

কলিকাতা পৌরসভার নিয়ম: যদি পর পর তিন সপ্তাহ ৩০ জন বা ৩০ জনের চেয়ে বেশি লোক কোনও সংক্রামক রোগে মারা যায় তবে সেই রোগকে মহামারী বলে ঘোষণা করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

ডাঃ হ্যানডারসন এদিন কলকাতায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বসন্ত রোগকে আয়ত্তে আনার জন্য তিনি কয়েকটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে রেখেছেন।

ডাঃ হ্যানডারসন এদিন বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের অনেক জায়গায় বসন্ত রোগ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই রোগ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গেও আসছে সুতরাং দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা দরকার।

পৌরসভায় বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকেও ডাঃ হ্যানডারসন বলেছেন যে কলকাতায় আরও অনেক বেশি টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা দরকার। নবজাতদের যাতে হাসপাতালেই টিকা দেওয়া হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

বৈঠকে প্রশাসক শ্রীদত্ত মজুমদার বলেছেন: কলকাতার মত একটি আন্তর্জাতিক শহরকে বসন্তের কবল থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব সকলের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কাজে এগিয়ে এসেছেন বলে তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান।

তিনি জানান, ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কলকাতা শহরে বসন্ত খুবই আতঙ্কজনক ছিল। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এই রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ১৯৭২ সালের শেষ দিক থেকে আবার বসন্ত রোগবেড়েছে।

এই বসন্ত রোগ সম্বন্ধে পুরুলিয়া জেলার গ্রাম ও শহরেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। দু চারটি ইতিমধ্যেই বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন—এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পরিকল্পনা করেছেন তা আমাদের জানালে আমরা মুক্তির মারফত জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে পারি। ব্যাপকভাবে টিকা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে—এবং তার কি ব্যবস্থা হয়েছে সমগ্র জিলাব্যাপী তার একটা নির্দ্দিষ্ট কার্যাক্রম করে জনসাধারণকে তথ্য দিয়ে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এখন থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

বাংলাদেশের সাধারণ নির্ব্বাচন

বাংলাদেশে সাধারণ নির্ব্বাচনে—গত ৮ই ছিল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এই দিন দেখা যায় আওয়ামী লীগের মনোনীত আরও ২জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদে নির্ব্বাচিত বলে ঘোষিত হলেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত ওই দুজন হলেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীএ, এইচ, এম কামারুজ্জমান (রাজশাহী) এবং মৈমনসিং জেলা আওয়ামি লীগের সভাপতি শ্রীরফিকুদ্দিন ভুঁইয়া। শ্রীকামারুজ্জমান এবং শ্রীভুঁইয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন। তাঁদের ২ জনের বিরুদ্ধেই ৩ জন করে প্রার্থী ছিলেন।

এই দিনের ২ জনকে ধরে ৩শত সদস্য-বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মৎস্যমন্ত্রী শ্রীমোরাব হোসেন, আওয়ামি লীগ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আমেদ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রীমনোরঞ্জন ধর।

৭ই মার্চ্চ বাংলাদেশে ভোট গ্রহণ করা হবে।

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য চলতি মাসে ৭,৮১৯ জন চিঠি পাবেন। সতের হাজার শূন্য পদের জন্য যে ১২ লক্ষের মত আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির বাছাই শেষ হবার পর সরকার আপাতত তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরিতে ৩,৮৩০ জন ও চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৯৮৯ জনকে নিয়োগপত্র দেবেন বলে স্থির করেছেন।

এছাড়া রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ১০ হাজার শূন্য পদে লোক নিয়োগের কাজও এগিয়ে চলছে বলে ওই মুখপাত্র জানান। রাজ্যের ২৮০টি বিধানসভা কেন্দ্রেরই বেকার যুবকগণ এই সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের চাকুরী পাচ্ছেন বলে ওই মুখপাত্র দাবি করেন। নিয়োগের জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল: কলকাতা—তৃতীয় শ্রেণী ৪২২; চতুর্থ শ্রেণী ৬৬৪; ২৪ পরগণা—তৃতীয় শ্রেণী ৩৩০; চতুর্থ শ্রেণী ৩৮০; হাওড়া—তৃতীয় শ্রেণী ১২১, চতুর্থ শ্রেণী ১৯৩; হুগলি—তৃতীয় শ্রেণী ১১৭; চতুর্থ শ্রেণী ১৯৯; নদীয়া—তৃতীয় শ্রেণী ১৭৬; চতুর্থ শ্রেণী ২৪১; মুরশিদাবাদ—তৃতীয় শ্রেণী ৩০৮; চতুর্থ শ্রেণী ১৫৮; মেদিনীপুর—তৃতীয় শ্রেণী ৫৩২; চতুর্থ শ্রেণী ৪১২; পশ্চিম দিনাজপুর—তৃতীয় শ্রেণী ১৫১; চতুর্থ শ্রেণী ১১১; মালদহ—তৃতীয় শ্রেণী ১৩৪; চতুর্থ শ্রেণী ১৫০; কোচবিহার—তৃতীয় শ্রেণী ১৪৪; চতুর্থ শ্রেণী ১২৯; জলপাইগুড়ি—তৃতীয় শ্রেণী ১৭৫; চতুর্থ শ্রেণী ২৬৯; দারজিলিং তৃতীয় শ্রেণী ২৩৮; চতুর্থ শ্রেণী ১৫৬; বীরভূম—তৃতীয় শ্রেণী ২৩৪; চতুর্থ শ্রেণী ১৪৬; বাঁকুড়া—তৃতীয় শ্রেণী ২০০; চতুর্থ শ্রেণী ২২৮; বর্ধমান—তৃতীয় শ্রেণী ২৮১; চতুর্থ শ্রেণী ২৬৭; পুরুলিয়া—তৃতীয় শ্রেণী ২৭২; চতুর্থ শ্রেণী ২৯১।

শিক্ষক চাই

কুমারী হাই স্কুলের জন্য একজন বি, এ, শিক্ষকের প্রয়োজন (শিক্ষক শিক্ষন ট্রেনিং প্রাপ্তের অগ্রাধিকার থাকিবে)। এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিবার শেষ তারিখ ২৮-২-৭৩।

শ্রীগতিগোবিন্দ মাহাত
সম্পাদক
কুমারী হাই স্কুল
পোঃ—কুমারী জেলা—পুরুলিয়া।

১৭-২-৭৩

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মাননীয় 'মুক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

পুলিশী আচরণের একটি নমুনা

মহাশয়,

সম্প্রতি পুরুলিয়া থানার সিন্দুরপুর গ্রামে দুপুর বেলায় জনতা কর্তৃক একটি গৃহস্থ বাড়ী আক্রান্ত ও লুন্ঠিত হওয়ার যে সংবাদ পাওয়া গেছে, সেই ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের আচরণ সম্পর্কে আমার মনে কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন ও আশঙ্কা জেগেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ৯ই ফেব্রুয়ারী মুরগী লড়াইয়ের সমাবেশে একটি মারামারির ঘটনা অবলম্বনে পরদিন ১০ই দুপুরে বহুলোক পূর্বদিনের আঘাতকারীর গৃহ আক্রমণ করে এবং বহু দ্রব্যাদি লুন্ঠন করে। আরও প্রকাশ যে এইদিন ঐ গ্রামে পূর্বদিনের ঘটনার একটি পঞ্চায়েতী বিচার হবার কথা ছিল। পুলিশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রামের কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করেছে ও আরও অনুসন্ধান চলছে।

১১ই সকালে জানতে পারি যে পুলিশ পূর্বরাত্রেই উক্ত ঘটনার সূত্রে দেউলি ও আড়িতা গ্রামের কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করেছে। আরও খবর পাই যে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু লোক ঘটনার দিন আদৌ সিন্দুরপুর গ্রামে যাননি। আমি সকালেই পুরুলিয়া থানায় গিয়ে পুলিশ অফিসারকে (O. C.) জিজ্ঞেস করি যে অভিযোগের প্রাথমিক রিপোর্টে (F. I R.) ধৃত ব্যক্তিদের সকলের নাম আছে কিনা। তিনি ইতিবাচক (আছে) উত্তর দেন। আমি তাঁকে কয়েকজন ধৃত ব্যক্তির ঘটনাস্থলে অনুপস্থিতির সংবাদ জানালে (এর মধ্যে একজন রেলওয়ে কর্মচারী) তিনি জানান যে তখনও রীতিমত অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয়নি। তাই এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পারেননা। তবে বহু আসামীর নাম প্রাথমিক রিপোর্টে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন গ্রামের বহুলোককে ক্রমশঃ ধরা হবে।

প্রসঙ্গতঃ পুলিশ অফিসার ঘটনাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা দিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ির কথা উল্লেখ করে জানান যে তিনি এর প্রতীকার করতে বদ্ধপরিকর। দোষীদের শাস্তি হোক, এটা সকলেরই কাম্য। তবে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের অভিযুক্তদের সংখ্যা অধিক হলেও গোটা সম্প্রদায়ের কথা ওঠে কি করে বুঝতে পারলামনা। যতদূর বুঝতে পারছি, এই ঘটনায় স্থানীয় সাধারণের মনে কোনও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ওঠে নাই। অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসারের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এব থানা থেকে কারও জামিন হওয়া সম্ভব নয় জেনে আমি মনে কিছুটা আশঙ্কা নিয়েই ফিরে আসি। বলে রাখা ভাল, আমি যাদের জন্য থানায় গেছিলাম, তারা সকলেই এই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক।

পরদিন ১২ই সোমবার এই কেসের প্রাথমিক অভিযোগের রিপোর্টে পূর্বোক্ত ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর কারও নাম নাই জেনে বিশেষ বিস্মিত হই। পুলিশ অফিসার যদি সমস্ত ব্যাপারটিই গোপন রেখে আমাকে কিছুই জানাতেননা—আমার বলবার কিছু ছিলনা। কিন্তু আমাকে ধোঁকা দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ যে মোটেই কঠিন নয়, তা কি তিনি খেয়াল করেননি? আরও প্রশ্ন ওঠে, যাদের প্রাথমিক অভিযোগে নাম নাই এবং বলছেন যে সিন্দুরপুর গ্রামে ঘটনার দিন আদৌ যাননি তাদের গ্রেপ্তার করা হলো কিসের ভিত্তিতে? আসলে পুলিশ অফিসার তো তখনও অনুসন্ধান শুরুই করেননি! এই গ্রেপ্তারের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যা কিছু অনর্থক হয়রানি ও ক্ষতি হতে পারে (বিশেষ করে রেলওয়ে কর্মচারীটির) তার জন্য দায়ী কে হবে?

অরাজকতা দমন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা পুলিশের কাজ। এর জন্য অপরাধীর শাস্তি যেমন প্রয়োজন, নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনর্থক হয়রানি থেকে রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক। এর যে কোনও একটির অভাবই অরাজকতার পরিচায়ক। অথচ পুলিশ কর্তৃক নিরপরাধ ব্যক্তির হয়রানি ও উৎপীড়ন আগের মতই ঘটে চলেছে—এই ধারণা সাধারণ লোকের মন থেকে এখনও দূর হয়নি। কি উদ্দেশ্যে এই উৎপীড়ন ঘটে, তাও কারও অজানা নয়। আলোচ্য ঘটনাটিতেও ধৃতব্যক্তিগণের উপর বে-আইনী উৎপীড়নের সংবাদ বেশ কিছু কানে আসছে। লক্ষণীয় যে, বর্ত্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনর্থক উৎপীড়নের সুযোগ পাওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

তাই আমি আপনার পত্রিকার মাধ্যমে এই সকল বিষয়ের প্রতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিশেষ ও জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা প্রায়শঃই জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সহযোগিতার কথা বলে থাকেন। এটা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে পুলিশকে অবশ্যই উৎপীড়নমূলক যথেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন করতে হবে এবং নিরপেক্ষ ও সুসঙ্গত আচরণের দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে হবে। কর্তৃপক্ষেরও সাধারণের অভিযোগগুলির ন্যায্য প্রতীকার বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে। কেবল বক্তৃতায় কিছু হবে—এ আশা বৃথা।

ইতি—
নিবেদক
শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা
হটমুড়া

১৫-২-৭৩

আসামে বাংলা ভাষা সংগ্রামের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

১২ই ফেব্রুয়ারী এক সংবাদে প্রকাশ যে গত ৪ঠা জানুয়ারী দিল্লীতে কাছাড়ের কংগ্রেস প্রতিনিধি দল, আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে, সি, পন্থের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তারই সূত্র ধরে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী শিলং-এ ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে কাছাড়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য দিন ধার্য্য হয়েছে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কাছাড়ের তিনটি জেলা কংগ্রেসের একটি যৌথ সভায়—আটক বন্দীদের মুক্তি ও আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য্য করার দাবী করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেই অনুযায়ী আসামের মুখ্যমন্ত্রী ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে মিসায় আটক সমস্ত বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেন।

আলোচনার জন্য এই সম্মেলনে কাছাড় থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যরা ছাড়া কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্র ও যুব সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ, আসামের মন্ত্রীসভার সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে, সি, পন্থ বা শ্রীআর, এস মৃধা কেন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে থাকতে পারেন।

—•—

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সার উৎসব

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ক্ষেত্রেও নানা প্রকার দুর্নীতি আর এতদিন পর্য্যন্ত উন্নত চাষের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার এ জেলায় রেওয়াজ ছিল না। সুতরাং আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা প্রচলনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি এই জেলায় গড়ে তোলা সকলের কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলেন যে জমির প্রকৃত খাদ্য হোল জৈব সার। সুতরাং জৈব সার ঠিকমত দিয়ে জমির ক্ষুধা মেটাতে না পারলে শুধু রাসায়নিক সার প্রয়োগে জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাবে না। সুতরাং এই অতি আবশ্যক বিষয় সম্পর্কে জেলার চাষীদের পূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন কর্তৃক সার সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করে শ্রীঘোষ বলেন যে—সারা দেশে রাসায়নিক সারের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সেই জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ সার আমদানী করতে হয়। কিন্তু দেশের রাঘববোয়াল সার ব্যবসায়ীরা আমদানী করা সমস্ত সার নিজেদের কুক্ষীগত করে নেয়, ফলে সাধারণ চাষীরা কালোবাজারের দরে ভেজাল সার কিনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য হয়। পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রে এই সঙ্কট অতি উৎকটভাবে দেখা দিচ্ছে। লোকব্রতী সোসাইটীর মাধ্যমে জেলায় উন্নত বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চাষীদের সরবরাহ করে জেলায় কৃষি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের যে সংহত প্রচেষ্টা চলছে সেটা এই সব কারণে ব্যাহত হচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেণ।

এই অনুষ্ঠান সূত্রে একটি সার প্রদর্শনী ও মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। একটি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার দ্বারা অনুষ্ঠান স্থলে মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়।

—•—

সর্বভারতীয় অকংগ্রেসী ফ্রন্ট।

উড়িষ্যার একদা কংগ্রেস নেতা শিল্পপতি এবং অন্যতম প্রখ্যাত ধনিক শ্রীবিজু পট্টনায়ক একটি সর্বভারতীয় অকংগ্রেসী ফ্রন্ট গঠনের জন্য কিছুদিন থেকেই প্রচার করছেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতায় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে এই ফ্রন্টের নেতৃত্ব ভার গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে কলিকাতায় তার সঙ্গে দেখা করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে তার বিশদ আলোচনা হয়। তিনি সি-পি-এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন।

এই ব্যাপার নিয়ে সোমবার ১২ই ফেব্রুয়ারী সি-পি-এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীসুন্দরায়া বিকালে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে দেখা করে বিশদ আলোচনা করেন।

এদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণ এই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। সোমবার ১২ই এক সাংবাদিক সম্মেলনে জয়প্রকাশ নারায়ণ তার অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে—অবশ্যই এই ব্যাপারে তিনি তার নৈতিক সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছেন, পরামর্শ দিতেও প্রস্তুত আছেন।

তিনি জানান যে ১৯৫৪ সনেই তিনি দলীয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছেন এবং দলীয় রাজনীতিতে আর না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল।

সি-পি-এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু সাংবাদিকদের জানান যে—শ্রীবিজু পট্টনায়কের অকংগ্রেসী ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাকে বলেছি নিজেদের দলে আলোচনার আগে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। জ্যোতিবাবু বলেন—শ্রীনারায়ণের দুটি প্রস্তাবে আমরা রাজী হয়েছি। শ্রীনারায়ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চান--আমরা এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছি। কারণ আমরা মনে করি কংগ্রেস জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্ব্বাচন যাতে হয় সেজন্য জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন করার জন্য শ্রীনারায়ণ প্রস্তাব দিয়েছেন। কংগ্রেস সরকার অবাধ নির্ব্বাচন করতে চায়না—আমরা শ্রীনারায়ণকে সমর্থন করেছি।

অন্যান্য বামপন্থীদলে প্রতিক্রিয়া

এদিকে উৎকল নেতা বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে সর্ব্বভারতীয় অকংগ্রেসী ফ্রন্ট গঠনে সি-পি-এম এর প্রচেষ্টায় কয়েকটি বামপন্থী দল ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস-ইউ-সি এই ব্যাপার মোটেই পছন্দ করছেননা।

আর-এস-পি মনে করে প্রস্তাবিত ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হয়ে সি-পি-এম এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই রকম ফ্রন্ট জনগণকে বিভ্রান্ত করবে। কারণ এটা কোন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হবেনা—এটা হবে সুবিধাবাদী ফ্রন্ট।

—·—

কে কাকে কি জন্য ধরে?

আসল পুলিশ

বর্ধমানের খবর। ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার মাঝরাতে বর্ধমান সহরে লরিতে চাল পাচারের অভিযোগে চারজন পুলিশ কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৬৫ বস্তা চাল বোঝাই একটি লরিও আটক করা হয়েছে।

প্রকাশ যে একটি লরিকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় টাউন কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী লরিটিকে জোর করে থামিয়ে তল্লাসী চালিয়ে চালের বস্তার নিচে পুলিশের পোষাক পান। থানায় খবর দিলে—থানা থেকে পুলিশ এসে লরির পুলিশদের গ্রেপ্তার করে। জি, টি, রোড দিয়ে ঐ চাল বিহারে পাচার করা হচ্ছিল—সাদা পোষাকে পুলিশের পাহারায় (!)

আবগারী পুলিশ

এটা সোমবারে অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারী হাওড়া ষ্টেশনের ঘটনা।

আবগারি বিভাগের সাদা পোষাকে পুলিশ ষ্টেশনে প্রায়ই যাত্রীকে থামিয়ে তার বাক্স বিছানা প্লাটফরমের উপরেই তল্লাস করে—এর কোন বাছবিচার নেই এবং এক এক সময় এদের ব্যবহার এত অপমানজনক হয় যে তা বলা যায়না। অনেক নির্দ্দোষী লোকও এদের হয়রানী থেকে বাঁচবার জন্য ২/৪ টাকা দিয়ে চলে যায়।

সোমবার কামরূপ এক্সপ্রেসে আগত একজন যাত্রীকে তল্লাসীর নাম করে হাওড়ার এক্সাইজ ইনটেলিজেন্স ব্যূরোর সিপাহীরা আবগারি অফিসে নিয়ে যায়। ঐ যাত্রীটির কাছে প্রায় আড়াই হাজার টাকা ও কিছু সোনার ভাঙ্গা গয়না ছিল। আবগারী কর্মীরা ঐ সময় ঐ যাত্রীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা নেয়। ঐ যাত্রী পরে হাওড়ায় জি, আর, পিতে এসে অভিযোগ করেন। পুলিশ যেয়ে ঐ আবগারি কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। তারা জামিনে মুক্ত আছেন।

—·—

শোক সংবাদ

গত ২৪শে মাঘ ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নাথুড়ি নিবাসী শ্রীযুবরাজ মাহাত বেলা ২টার সময় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার ৮৩ বৎসর বয়স হয়েছিল। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা এবং অনেক নাতি নাতনি রেখে যান।

শ্রীযুবরাজ মাহাত লোক সেবক সংঘের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বদিন পর্য্যন্ত লোক সেবক সংঘকে সাহায্য করে গেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি নিজেই শুধু একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেননা—কর্মীদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করে গেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে কারাবরণ করেছিলেন।

শ্রীযুবরাজ মাহাত একজন নিরলস কর্মী ছিলেন। এই ৮৩ বছর বয়সেও তিনি নিজের হাতে মাটি কাটতেন।

তাহার মৃত্যুতে তাহার পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।

—·—

শোক সংবাদ

গত ১৫ই ডিসেম্বর বাং–২৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা ১০/১১ টার সময় তুলসিডি (থানা বান্দোয়ান) গ্রামের শ্রীযুক্ত বানেশ্বর মাহাত পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হয়েছিল।

তিনি তুলসিডি গ্রামের একজন বড় চাষী কার্ত্তিক মাহাতর ছোট পুত্র ছিলেন। বাণেশ্বর মাহাতর সন্তান সন্ততি ছিল না, একমাত্র বিধবা স্ত্রী ও বড় ভাই স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র মাহাতর ছেলেমেয়েরা শ্রীমান অটল চন্দ্র মাহাত, প্রাণকৃষ্ণ মাহাত, দেব সাগর মাহাত আছেন।

—·—

নিরুদ্দেশ

আমার একটি আধা পাগল ছেলে ঘর থেকে চলে গেছে। ছেলেটির বয়স ১০ বৎসর। পরনে সাদা ফুলপ্যান্ট এবং একটি বুসসার্ট। ২৭শে মাঘ হইতে ছেলেটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। পিতার নাম ৺বৈদ্যনাথ ব্রহ্মচারী গ্রাম দুলারী। ছেলেটির সম্পূর্ণ মাথার গোলমাল আছে। রং শ্যামলবর্ণ। যদি কেহ কোন স্থানে অনুসন্ধান পান, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দয়া করিয়া পাঠাইলে উপকৃত হইব। ছেলেটির নাম সুভাষ ব্রহ্মচারী।

তাং ১৬-২-৭৩

বৈদ্যনাথ ব্রহ্মচারী
গ্রাম—দুলারী
পোঃ সোমানআমড়া
জেলা—পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

পুয়াড়া জুনিয়ার হাই স্কুলে একজন সহায়ক শিক্ষক আবশ্যক। শিক্ষকের যোগ্যতা বি, এ, বি, টি। উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ আগামী ২৮-২-৭৩ তাং-এর মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীরাম চরণ কুইরী
সেক্রেটারী পুয়াড়া জুনিয়ার স্কুল
১৭-২-৭৩

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | সোমবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্বে অন্ততঃ কিছু বিশেষ লোকের মধ্যে একটা দার্শনিক বিপ্লব ঘটেছে। ● ● সমস্ত লোকের মানসিক অবস্থা আজ যা আছে কালই তার পরিবর্তন হতে পারেনা। কিন্তু তার একটা আরম্ভ তো চাই! এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। ● ● এই রকম একটা পরিবেশে জনজীবন দূষিত হয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্র অসম্ভব হয়। ● ● আমাদের অনুসন্ধান, আত্ম নির্ভরতা এবং মুক্তির আকাঙ্খাকে অনুশীলন করতে হবে। মানুষের নিজের উপর বিশ্বাসই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি।

—এম, এন, রায়

—)·(—

আসামের শিলংএ বাংলা ভাষা সম্পর্কে বৈঠক ভেঙ্গে গেল

২৫/২৬ ফেব্রুয়ারী আসামে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যে বৈঠক হবার কথা ছিল—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী শিলংএ সেই বৈঠক বসে। বিতর্কিত ভাষা-মাধ্যম নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাছাড়ের নেতৃবৃন্দ ২২শে তারিখে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন—শেষ পর্য্যন্ত তা ভেঙ্গে গেছে। আটটি সংগঠনের মোট ৭১ জন প্রতিনিধি কাছাড় থেকে এসে এই আলোচনায় যোগ দেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ, পূর্তমন্ত্রী শ্রীলুৎফর রহমান এবং সর্ব্বদলীয় কাছাড় কো-অরডিনেশন কমিটির সভাপতি মৌলানা আবদুল জলিল এম, এল, এ উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎ চন্দ্র সিংহ এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ তালুকদার। মাঝখানে কয়েক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে আলোচনা বেলা ১১টা থেকে রাত্রি প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত চলে।

কাছাড়ের প্রতিনিধিরা মীমাংসার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু এই গুরুতর বিষয়টির সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কোন নূতন প্রস্তাব দিতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রী এক বক্তৃতার পরে প্রস্তাব করেন যে এই সমস্যাটি খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত।

এই কমিটিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একজন করে প্রতিনিধি; গৌহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপাচার্য্য আর কাছাড়ের দু জন শিক্ষাবিদ থাকবেন। আলোচনায় ওঠার আগেই প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়। কারণ ঐ কমিটির অভিমত বের না হওয়া পর্য্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার সম্বন্ধে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে রাজী নন। ভাষা-মাধ্যম সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী গত ১১ই নভেম্বর (১৯৭২) তারিখের বিবৃতিতে অসমীয়াকে এখনই আসামের স্কুলগুলিতে যে আবশ্যিক করা হয়েছে সেটা তিনি চালু রাখতে চান।

এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিলেননা।

—·—

ভুট্টোশাহী পাকিস্তান আবার বিস্ফোরণমুখী

রাজ্যপালগণ বরখাস্ত ঃ দিকে দিকে পাক সৈন্যাভিযান

পাকিস্তানে আয়ুবশাহীর উত্তরাধিকারী ইয়াহিয়া খানের আমলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে গণহত্যা ও নারকীয় অত্যাচারের ফল স্বরূপ জনগণের বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম বাংলাদেশ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময়ে সিন্ধু, বেলুচীস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই পরিস্থিতিতে পীপলস পার্টির নেতা জনাব জুলফিকর আলী ভুট্টো শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্রের ধ্বজা ধরে পাকিস্তানের গদীতে আরোহণ করেন; আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অপসারিত হন। পাকিস্তান থেকে সামরিক শাসন অপসারণ করে যত সত্বর সম্ভব নূতন সংবিধান ও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বারংবার পাকিস্তানী জনসাধারণকে দিতে থাকেন। কিন্তু প্রায় এক বৎসরকাল অতীত হতে চললেও সামরিক শাসন অবসান হওয়ার পরিবর্তে পাকিস্তানে জঙ্গীশাহী আরও শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে থাকে এবং নরপশু জেনারেল টিক্কা খানের হাতের পুতুলে ভুট্টো সাহেব পরিণত হন। ফলে একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত সমগ্র পাকিস্তানে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে এবং দিকে দিকে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিতে সুরু করে। ধীরে ধীরে পকিস্তানের পরিস্থিতি আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে।

ইরাকী দূতাবাসের ঘটনা

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবস্থিত ইরাকী দূতাবাসে হানা দিয়ে পাকিস্তানী পুলিশ নাকি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। অস্ত্রশস্ত্রগুলি ছিল সব রাশিয়ায় তৈরী।

পাকিস্তানের অভিযোগ যে বালুচ খণ্ডজাতিদের হাতে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানী দেবার জন্য ইরাকী দূতাবাসে অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়েছিল। পাকিস্তান উপরোক্ত অভিযোগে ইরাকের রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তান থেকে বহিস্কারের আদেশ দেয় এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ইরাকও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ইরাক থেকে বহিস্কার করে দেয়। এইভাবে পাকিস্তান এবং ইরাক—এই দুটি মুস্লিম রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

কিছুকাল ধরে ইরাক ও ইরাণের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র সীমান্ত সংঘর্ষও হয়ে গেছে। আরব-অধ্যুষিত ইরাণের আরবি-স্তান এলাকাটির উপর ইরাক দাবী জানিয়েছে। ইরাণের বালুচ খণ্ডজাতিদের এলেকা একেবারে পাকিস্তানের সীমান্তে। সুতরাং ইরাক, ইরাণের বালুচ ও পাকিস্তানের বালুচ খণ্ডজাতি উভয়কেই গোপনে অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে এই অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে চায় ইরাণ ও পাকিস্তানের এই অভিযোগ। আর এই গোপন ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ও রাজনৈতিক নেতা জড়িত আছেন এইরূপ সন্দেহ করা হয়। বালুচীস্তানের সঙ্গে জঙ্গী পাক সরকারের সম্পর্ক কোনও দিন ভাল ছিলনা। এই সম্পর্ককে তিক্ততর করার জন্য বালুচীস্তানের প্রাদেশিক সরকার গোপনে কাজ করছেন প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর এইরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

গভর্ণরগণ বরখাস্ত

সুতরাং প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মরীয়া হয়ে একের পর এক নাটকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুরু করেন। ভুট্টো সাহেব প্রথমে বালুচীস্তানের নির্ব্বাচিত মন্ত্রী সভাকে বাতিল করেন এবং তারপর ঐ প্রদেশের গভর্ণর বরখাস্ত হন। বালুচ গভর্ণরের পদচ্যুতির অব্যবহিত পরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণরকেও ভুট্টো বরখাস্ত করেন। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এই যুক্তি দেখান—দেশের যা অবস্থা তাতে প্রদেশগুলিতে এমন গভর্ণর ও সরকার থাকা চাই যাঁরা প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে পালন করবেন এবং যাঁদের উপর প্রেসিডেন্টেরও পূর্ণ আস্থা থাকবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরেই প্রেসিডেন্টকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে বলে ভুট্টো জানান।

পর্য্যবেক্ষকদের ধারণা যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার যুক্তি ওজুহাত মাত্র। প্রকৃত কারণ হোল বালুচীস্তানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে ভুট্টো সাহেবের নিজের দল ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পীপলস্

পার্টির যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে—তারই জের স্বরূপ ভুট্টো এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বালুচীস্তানে "লাস বেলা" এলেকায় ভুট্টো-পন্থীদের উস্কানীতে খণ্ড জাতিদের মধ্যে গোলমাল পাকানো হয় এবং পরে সেই অজুহাতে গভর্ণর সমেত বালুচ সরকারকে পদচ্যুত করা হয়। ভুট্টো চান যে সমগ্র পাকিস্তানে কেবলমাত্র তাঁর নিজস্ব থয়ের থাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে—অন্য কোনও বিরোধী দলকে পাত্তা দেবেননা।

জেনারেল টিক্কা খানের কেরামতী

পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রধান তাৎপর্য্য হোল যে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল টিক্কা খানই আসলে পাকিস্তানের সর্ব্বেসর্ব্বা আর প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁর বশংবদ মাত্র। টিক্কা খানের মতলব—(১) সিমলা চুক্তির রূপায়ণ অনিশ্চিত করে তোলা এবং তার দ্বারা ভুট্টোর ভাবমূর্ত্তি বিনষ্ট করা এবং ভারত-বিদ্বেষী জিগির তোলার পথ প্রশস্ত করা।

পাকিস্তানে দলীয় বিরোধ

বালুচীস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুই প্রধান দল হোল যথাক্রমে ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি ও জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম। এই দুটি রাজনৈতিক দল ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে ভুট্টোকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক নেতারা ভারতের সঙ্গে বিরোধ জীইয়ে রাখতে চান এবং সেই জন্য ভুট্টোর পীপলস পার্টির সঙ্গে আওয়ামী পার্টি ও জমিয়ত-উলের বিরোধ পাকিয়ে তোলা হচ্ছে। সেইজন্য ঐ দুই প্রদেশে নির্ব্বাচিত সরকার বাতিল করে এমন দুজন গভর্ণর নিয়োগ করা হোল যাঁরা আওয়ামী পার্টি ঘোর বিরোধী এবং চরম ভারত-বিদ্বেষী।

পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং ভুট্টোর গদীও বেসামাল হয়ে উঠেছে। সুতরাং গদী রাখার জন্য দিকে দিকে পাক সৈন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। সমগ্র বালুচীস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ পাক সৈন্যতে ছেয়ে গেছে। অন্যদিকে পীপলস পার্টির বিরোধী দলগুলিকে বিশেষ করে আওয়ামী পার্টিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার প্রস্তুতি চলছে।

এক কথায় পাকিস্তান আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে এবং যে কোনও সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। বাংলাদেশের মত বালুচীস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সর্ব্বনাশা নেশায় মেতে আবার হয়ত ভারত আক্রমণ করতে পারে।

—•—

ভারতীয় হাই-কমিশনে পাকিস্তানী হানাদার

দুইজন হানাদার নিহত ও একজন ধৃত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সকাল প্রায় ৯-৩০ ঘটিকার সময় তিনজন মুখোশ পরিহিত পাক হানাদার লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে অতর্কিতে হানা দিয়ে বেপরোয়া গুলি চালাতে থাকে এবং কয়েকজন ভারতীয় কর্ম্মচারীকে মারধোর করে এবং আষ্টে পিষ্টে বেঁধে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘটনার চার মিনিটের মধ্যে বৃটিশ পুলিশ এসে পৌছায় এবং হানাদারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশের গুলিতে দুইজন হানাদার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি ধরা পড়ে।

ভারতীয় হাই কমিশনের লণ্ডনস্থ আটতলা ভবনটি মহানগরীর বিশেষ জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন; অষ্ট্রেলীয় রাষ্ট্রদূত ভবন; লণ্ডন থিয়েটার প্রভৃতি পার্শ্বেই অবস্থিত।

উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে এই সব তথ্যাদি জানতে পারা যায় যে "ব্লাক ডিসেম্বর" নামে একটি উগ্রপন্থী পাকিস্তানী সংস্থার সদস্যরা ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সর্ব্বনাশা পন্থা গ্রহণ করে, ভুট্টোশাহী পকিস্তানের উগ্র ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের শীকাররূপে এই উগ্রপন্থী দল চরম ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থাদি জোরদার করা হচ্ছে। এই ঘটনার ফলে পাক-ভারত সম্পর্কে অবনতি অবিলম্বে না ঘটলেও তিক্ততার সৃষ্টি হবে। ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে পাকিস্তানী হানাদারদের এই বর্ব্বর আক্রমণকে বহু দেশ তীব্রভাবে নিন্দা করেছে পাকিস্তান নিন্দা ত দূরের কথা ভারত, বৃটেন, আফগানীস্তান প্রভৃতি দেশকে চোখ রাঙিয়েছে। সশস্ত্র পাকিস্তানী হানাদারদের গুলি করে মারার জন্য পাকিস্তান বৃটিশ পুলিশের নিন্দা করেছে এবং ভারতীয় হাই কমিশনকেও প্রকারান্তরে চোখ রাঙিয়েছে যে পাকিস্তান ভবিষ্যতে আর এরকম কাজ বরদাস্ত করবেনা। ভুট্টোশাহী পাকিস্তানের পক্ষে এই আচরণ যথোপযোগী হয়েছে—কারণ চীনের দোসর পাকিস্তানের কাছ থেকে এ ছাড়া ভিন্ন আচরণ আশা করা যায় না।

—•—

নতুন সমাজ ? নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ?

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান বলেন যে আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন সমাজের উপযোগী করে নতুনভাবে ঢেলে সাজতে হবে।

তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ের শিক্ষার মান আন্তর্জ্জাতিক মানের তুল্য হওয়া চাই। আর সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিতে হবে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাও যেন শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীহাসান বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি কাজ হল সাধারণ মানুষদের সঙ্গে শিক্ষিতদের যোগসাধন। গবেষণা প্রকল্পগুলি এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে দেশের সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত হয়। একটি জাতীয় সেবা কার্য্যক্রম চাই যাতে শিক্ষক ও ছাত্ররা অংশ নেবেন।

যাঁরা শিক্ষিত হবেন তাঁদের যেন জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। তাঁরা যেন আঞ্চলিকতা, ভাবাবাদ, জাত-পাত ইত্যাদি সংকীর্ণতার দ্বারা চালিত না হন। সাধারণ মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত সংহত শিক্ষিত শ্রেণী দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা বিলোপের প্রস্তাব

ঐ ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখেই—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান ইন্দোরের বিমান বন্দরে বলেন যে, তাঁর আশা, দশম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ শীঘ্রই বিলোপ করা হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ ওই প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে শিক্ষা রাজ্যো সরকারদের বিষয়। তাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলিকেই নিতে হবে।

একটা জাতিকে যেভাবে তৈরী করতে হবে--সেই জাতির সেই রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই রকম হওয়া চাই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে ধরণের অথবা যে নীতিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা চলুক না কেন – যে শিক্ষায় প্রকৃত মানুষ গড়ার ব্যবস্থা হয়না সে শিক্ষা দেশের সর্বনাশ করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী যে সমস্ত কথা বলেছেন সে সমস্তই অতি উচ্চ স্তরের মহৎ কথা—কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা কতকগুলি অমানুষ বেকার তৈরী করা ছাড়া আর কিছুই করছেনা। এই ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নভাবে একক হতে পারেনা। জাতীয় জীবনে সামগ্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই একে ব্যবস্থিত করতে হবে। জাতীয় নেতৃত্বে যদি খাঁটি মানুষ থাকে তবেই দেশে খাঁটি মানুষ তৈরী করার জন্য বাঞ্ছনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে। প্রকৃত অভাব সেখানেই।

—•—

অভাবের তাড়নায় জমি বিক্রী করে থাকলে ফেরত পাবেন

বৃহস্পতিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় "হস্তান্তরিত জমি প্রত্যার্পণ" বিষয়ে একটি বিল পাশ হয়।

যে সব গরীব চাষী অভাবের তাড়নায় অনধিক ১৫ বিঘা জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন তারা যাতে জমি ফিরে পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই বিলটি আনা হয়েছিল। ১৯৬৭ থেকে ৫ বছরে যে সব দরিদ্র চাষী ঐ কারণে জমি বিক্রী করেছেন তারাই এই বিলের আওতায় পড়েছেন।

—•—

মুক্তি

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৯, সোমবার

বাড়ছে ! বাড়ছে !! কেবল বাড়ছেই !!!

আমাদের ভারতবর্ষে কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে রাজ্যে গণতান্ত্রিক লোকসভা ও গণতান্ত্রিক বিধান সভা গুলির এখন বাজেট অধিবেশন চলছে। অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সরকারী আর্থিক বৎসর—কাজেই ৩১শে মার্চের আগে সারা বছরের আয় ও ব্যয় লোকসভা ও বিধান সভার সদস্যদের দ্বারা মঞ্জুর করাতে হবে। সংবিধান মতে—এই ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা মঞ্জুর হলে তবে সেই অনুযায়ী গবর্মেন্ট আদায় ও খরচ করতে পারেন। এই হচ্ছে নিয়ম। এই আয় ব্যয়ের যে বার্ষিক ফিরিস্তি গবর্ণমেন্ট আইন সভায় পেশ করেন তাকে বাজেট বলা হয়। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে এই বাজেট পেশ হয় – এর উপরে তর্কবিতর্কের একটা অনুষ্ঠান হয়, আরও নানারকম সব কায়দা কানুন আছে—যাতে সদস্যরা সব এই বাজেটে বক্তৃতার সুযোগ পান। অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেন। সাধারণ আলোচনায় তিনি সমস্ত বক্তৃতার পরে যে যা বলেছে তার উত্তর দেন—তারপরে একে একে বাজেটের এক এক খাতে আয় ব্যয় এক এক বিভাগের মন্ত্রী পেশ করেন। তার উপর তর্ক বিতর্ক হয় তারপরে সেইখাতে বরাদ্দ পাশ হয়ে যায়।

কেন্দ্রে লোক সভায় দুটি বাজেট পেশ হয়। একটি রেল বাজেট আর একটি কেন্দ্রীয় সমস্ত আয় ব্যয়ের বাজেট। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী লোক সভায় রেল বাজেট পেশ করা হয়েছে এবং আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ বাজেট পেশ করা হয়েছে।

রেলমন্ত্রী শ্রীললিত নারায়ণ মিশ্র ২০শে তারিখে রেল বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে রেল মন্ত্রীর মতে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মতে জনসাধারণের উপকারের জন্যই তৃতীয় শ্রেণীর রেলের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে : রেলে মাল চলাচলের মাশুলও বাড়ান হয়েছে। কত বাড়ছে ? যাত্রীভাড়া বাড়ার জন্য বাড়তি আয় ২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং এই ভাড়া ও মাশুল বাড়ার দরুণ মোট বাড়তি আয় হবে ৪৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বহু জিনিষের দাম বেড়ে যাবে। বিবিধ কাঁচামালের মাশুল বাড়িয়ে দেবার জন্য বহু জিনিষের দাম শতকরা ৮ ভাগ বেড়ে যাবে। ইস্পাত, ইউরিয়া সার, সিমেন্ট, কাগজ, খইলের দাম বেড়ে যাবে। তারপরে কয়লার কথা। কয়লা পরিবহণের জন্য শতকরা ৩টাকা বেশী কয়লার মাশুল বাড়ানো হয়েছে। কয়লার দাম এমনিই বেড়েছে – আরও বাড়বে। এই বাড়ার ব্যাপারে একটার দাম বাড়লে আরও দশটার দাম বাড়বে। অর্থাৎ এই বাড়াটা সর্বব্যাপী হয়েই বাড়ছে।

১লা এপ্রিল থেকে এই বাড়ার ব্যাপারটা চালু হবে। এ তো রেল বাজেট এর পরে আছে সাধারণ বাজেট ! এই সাধরণ বাজেটে অনেক দিক দিয়ে আরও অনেক কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শুল্ক, ট্যাক্স প্রভৃতি বাড়বেই।

সরকারী সমীক্ষাতেই স্বীকার করা হয়েছে যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম এত বেড়েছে যে গরীব জনসাধারণের উপর তার আঘাত প্রচণ্ড হয়েছে। শুল্ক ট্যাক্স আর বাড়ানো যায়না। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে !

সাধারণ ভাবে গতিটা দেখা যাচ্ছে সব দিক দিয়ে বাড়তিরই দিকে। এটা অস্বীকার করলে চলবেনা যে—পরিস্থিতি এমন হয়ে পড়েছে বা এমন করা হয়েছে যে—এ ক্রমশঃ আয়ত্তের বাইরে চলেই যাচ্ছে। গরীবী হটাবার কথা বলা হচ্ছে – আর বাস্তবে গরীবদের গরীবী ও দুর্দ্দশা বেড়েই চলেছে। সমাজতান্ত্রিক মতে ধনিকদের ধন কমাবার কথা বলা হচ্ছে আর তাদের টাকা ও পুঁজি আরও বেশী বেড়ে চলেছে। কোন ব্যাপারটা না বাড়ছে ? অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, দুঃশাসন, গরীবী, বড়লোকী, প্রভৃতি যা কিছু ভারতবর্ষের সাধারণের জীবনে দুঃখ দুর্দ্দশা ও বিপর্য্যয় বাড়ায় তা সবই বেড়ে চলেছে। একথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন ? কেউ না—কারণ আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত এ সমস্তই কেন্দ্রীভূত হয়ে বাস্তব আঘাত হেনে চলেছে।

এ যে কেমন করে কোথায় জাতিকে নিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করার দরকার হয়না। এর গতিই তার পরিচয় দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে - কি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও কি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে যারা বসে আছেন তারা ঠিক এটা উপলব্ধি করতে পারছেন না—এরা পারেনা। কিন্তু এটা ঠিক যে বিপর্য্যয়ের দিকেই গতি বাড়ছে বেড়েই চলেছে। জাতির সাধারণ জনসাধারণ কি এ বিষয়ে অবহিত হবেন ?

বি, দাসগুপ্ত

—•—

কয়লার কথা

কয়লা ! আজ গ্রাম থেকে সহরে সর্বত্রই, গরীব থেকে মধ্যবিত্ত বড়লোক সকলেরই রান্নার জন্য কয়লা ছাড়া উপায় নেই। গ্রাম দেশে কাঠের প্রচলন ছিল কয়লা লোকে জানতোনা – সেই গ্রাম দেশে এমনকি বনের মধ্যেও যারা বাস করে তারাও কাঠ পায়না। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য মাড়-ভাত সিদ্ধ করতেও কয়লা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

এই কয়লার খনি ও কয়লার ব্যাপারটা সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। এটা খুবই বড় কাজ হয়েছে – কিন্তু অব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের বড় দুর্ভোগও সৃষ্টি হয়েছে।

এই পুরুলিয়া সহরেই ধরা যাক ; কয়লার মন পাঁচ টাকা করে বিক্রী হচ্ছে। কয়লার কারবারীদের অভিযোগ হচ্ছে—কয়লা পাওয়া যাচ্ছেনা-- বা আনতে গেলে যে সমস্ত সরকারী লোক ব্যবস্থার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের বেশী টাকা দিতে হচ্ছে। সুতরাং যে সমস্ত পাথুরে কয়লা অবিক্রীত হয়ে বহুদিন ধরে পড়ে আছে সেগুলিও পাঁচ টাকা মন দরে গরম তেলে-ভাজার মতে বিক্রী হয়ে গেল এবং বিক্রী হচ্ছে।

গবর্মেন্ট থেকে বলা হচ্ছে যে অবশ্যই কয়লা সরবরাহ ও ব্যবস্থার ব্যাপারে অব্যবস্থা যথেষ্ট হচ্ছে অস্বীকার করা হচ্ছেনা ; কিন্তু সে সাময়িক। মন্ত্রীও তাই বলছেন—অব্যবস্থা সাময়িক। কিন্তু এই সাময়িকটা কতদিনের জন্য—সেটাও একটা চিন্তার বিষয়।

সমস্যা গুরুতর। ব্যক্তিগত মালিকানায় দাম বাড়ে – মালিকদের লাভের ও লোভের শীকার হয়ে জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। আবার রাষ্ট্রের মালিকানায় এলে ভারপ্রাপ্ত সরকারী ব্যক্তিরা অব্যবস্থা ও ঘুষের বহরে জনসাধারণের কাছে ঐ একই জিনিষ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য করে তোলেন। জনসাধারণের সুবিধার দিক দিয়ে যে – বড় একটা সুবিধা হয় তা হয়না।

কয়লা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার পিছনে জনসাধারণের সুবিধার চেয়ে রাজনৈতিক কারণই বেশী। লৌহ শিল্প ও কয়লার ব্যাপারটা জাতির মধ্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে যে এগুলি যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তারা শাসন ও প্রশাসন থেকে দেশের গবর্মেন্টের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতি গতি নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেদিক দিয়ে কয়লার ব্যাপারটা – সমাজতান্ত্রিক ব্যাপারে যাই হোক না কেন—এই শক্তিটা ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা একেবারেই উচিত নয়।

কিন্তু গবর্মেন্ট ! যে জিনিষের সঙ্গে দরিদ্রতম ব্যক্তিরও প্রয়োজনের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ রয়েছে—তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার মতো সংগঠন সরকারের নাই। এবং দায়িত্বশীল সরকারী ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—লুব্ধ ব্যবসায়ীদের চেয়ে গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ নয় বরং বহু ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট। এই অবস্থায় একমাত্র সুপরিকল্পিত জনসংগঠনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন গতি নেই। ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যাপারে নিবেদন

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই বিবৃতি প্রকাশ করতে হচ্ছে।

রঘুনাথপুরের শ্রীজ্যোতিষ রায় চৌধুরী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে—পেন্সন পাচ্ছেন বলে জানতে পারলাম। এই পেন্সনটা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সন। এই ব্যাপারে আমার কাছে আমারই বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রামী এসে অভিযোগ জানিয়েছেন যে—সরকারী বিধিমতে জ্যোতিষ বাবুর ৬ মাস কারাদণ্ড সহ কারাবাস হয় নাই—অথচ সে কেমন করে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেন্সন পাচ্ছে। বহু সংগ্রামী যারা সরকারী বিধিমতে পেন্সন পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই তারা দরখাস্ত করতে এসেও ফিরে গেছেন - যেহেতু বিধিমতে আমি তাদের সুপারিশ করতে পারিনা। তারা এখন অনেকেই আসছেন—কারও ৩ মাস বা ৪ মাস সাজা, কারও কারাদণ্ড ও হাজত বাস নিয়েও ৬ মাস হচ্ছেনা—বলছেন আমরাও দরখাস্ত করতে চাই—এবং আপনি লিখুন যে শ্রীজ্যোতিষ বাবুর যখন ৬ মাসের কমেই পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে—তখন আমাদেরও কেন হবেনা।

এবিষয়ে একটি বিষয় পরিস্কার করে জানিয়ে দিতে চাই যে—রঘুনাথপুর থেকে শ্রীজ্যোতিষ রায় চৌধুরী আমার কাছে মুক্তি প্রেসে আসেন। সেই সময় সব সংগ্রামীদের পেন্সনের জন্য আবেদন পাঠাবার ব্যাপারে অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবেদন করার সম্বন্ধে বলাতে আমি তার কারাদণ্ড, কারাবাস, হাজতবাস প্রভৃতি সমস্তই তার সঙ্গে আলোচনা করি হিসাব করি। দেখা যায় যে কোন মতেই তার পেন্সন পাবার যোগ্য কারাবাস হয় নাই। তিনিও এ কথা আলোচনা করে স্বীকার করে চলে গেলেন।

সুতরাং তার এই পেন্সন প্রাপ্তির ব্যাপারে আমার বা আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। বিধিসঙ্গতভাবে তিনি পেতে পারেন না—যদি তিনি পাবার যোগ্য বলে সরকার মনে করেন--তবে সেই নিয়মে আরও বহুজনকে দিতে হয়। নচেত গুরুতর অন্যায় ও অবিচার করা হয়।

আমরা পূর্বেই আমাদের অভিমত প্রকাশ করছি যে যারাই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কিছু মাত্রও সংগ্রাম করেছে—তাদের সকলের জন্যই ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু সে হল আলাদা কথা—কেন্দ্রীয় সরকার যা স্থির করেছেন তা আমরা মেনে নিয়েই আবেদন করছি। সে ক্ষেত্রে যদি কেহ বা কাহারোও কোনরূপ অবাঞ্ছনীয়ভাবে আচরণ করে তবে সরকারকেও যেমন প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দেওয়া দরকার—জনসাধারণের মধ্যেও তার প্রকাশ দরকার।

এবিষয়ে আমরা আরও কতকগুলি বিশেষ দুঃখজনক সংবাদ পাচ্ছি। তা হচ্ছে অনেকেই—যাদের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে জানি—তিন মাসের বেশী জেল হয় নাই তারাও ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়েছে বলে এফিডেবিট করে দরখাস্ত করেছে। এর মধ্যে বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে আমি যাদের ফিরিয়ে দিয়েছি তারা কংগ্রেসের মারফত মিথ্যা এফিডেবিট করে দরখাস্ত করেছে।

তারপরে কোন কোন অঞ্চল সম্বন্ধে পাইকারী জালিয়াতি চলেছে। আমরা আশা করব সরকার অন্ততঃ এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং যাতে যোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই পেন্সনের সুযোগ পান সে বিষয়ে যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

—·—

প্রাক্তন সেন্সাস কর্ম্মচারীদের অবস্থান ধর্ম্মঘট

পুরুলিয়ার ১৩৪ জন প্রাক্তন সেন্সাস কর্ম্মচারী গত ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সম্মুখস্থ গান্ধী পার্কে লাগাতার অবস্থান ধর্ম্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের দাবী—পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারীর গত ১/১২/৭২ তারিখের সার্ক্যুলার অনুযায়ী প্রাক্তন সেন্সাস ষ্টাফকে বিনা ইন্টারভিউএ সরকারী পদে নিয়োগের যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল - তা পুরুলিয়া জেলার ক্ষেত্রেও কার্য্যকরী করতে হবে। এই জেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে যে সকল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ খালি আছে অবিলম্বে সেই সকল পদে নিয়োগে প্রাক্তন সেন্সাস ষ্টাফকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এই বিষয়ে প্রাক্তন সেন্সাস কর্ম্মচারীদের অভিযোগ যে ৮০ জন টেকনিকাল সেন্সাস কর্ম্মীর অধিকাংশই বিনা ইন্টারভিউএ বিভিন্ন সরকারী পদে নিযুক্ত হলেও ১৪০ জন নন-টেকনিক্যাল সেন্সাস কর্ম্মীদের মধ্যে গত ১৩ মাসে মাত্র ৬ জন প্রাথমিক শিক্ষক পদ বা অনুরূপ কাজে নিযুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছেন—বাকী ১৩৪ জনই বেকার আছেন এবং সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের ইন্টারভিউ, পরীক্ষা প্রভৃতি দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। মন্ত্রী বা এম, এল,এরা কেউই নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সচেষ্ট হচ্ছেন না।

অবস্থান ধর্ম্মঘটকারী প্রাক্তন সেন্সাস কর্ম্মচারীরা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যে তাঁদের দাবী পুরণের কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হোলে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে তাঁরা পালাক্রমে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করবেন।

—·—

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটীর বিক্ষোভ মিছিল

২৪শে ফেব্রুয়ারী রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটীর পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল সহর পরিক্রমা করে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ ; বেকারদের কর্ম সংস্থান ; সরকারী দমন পীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানো হয় এবং প্রতিবিধান দাবী করা হয়।

—·—

মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন

আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ্চ মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হরিপদ সাহিত্য মন্দির ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন ভারতের এ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভের ডাইরেক্টার ডঃ সুরজিৎ সিংহ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদা শংকর রায় সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে সাহিত্য সভা; মানভূম সম্পর্কিত সেমিনার ও ছৌ-নাচ সম্পর্কিত বিশেষ আলোচনা সভায় বিশিষ্ট সুধী ও মানভূমের লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদগ্ধ ও প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করবেন। ধানবাদ, চাষ, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও লোকশিল্পী এবং প্রতিনিধিবর্গ এই অনুষ্ঠানে যোগদান ও অংশ গ্রহণ করছেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষে মানভূম সম্পর্কিত প্রদর্শনী এবং লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের অনুষ্ঠানাদি হবে।

—·—

লাক্ষা চাষ সম্পর্কে আলোচনা চক্র

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ঝালদা ব্লক অফিসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প দপ্তরের উদ্যোগে লাক্ষা চাষ সম্পর্কে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপি, এন, রায় এস-ডি-ও এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রীএ,কে, গঁরাই আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন। ভারতের লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের (নামকুম) ডাইরেক্টার ডাঃ জে,সি, চ্যাটার্জ্জী ; ডাঃ সি, পি, মালহোত্র ; ডাঃ টি, পি, এস, তেওহা ; ডাঃ এ, ভট্টাচার্য্য ; ডাঃ এস, কে, সাহা ; শ্রীবি, পুরকায়স্থ ; শ্রীএ, কে, সরণ প্রমুখ এবং ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের ডেপুটী ডাইরেক্টার শ্রীনীতেন চক্রবর্ত্তী ; শ্রীঅমূল্য চক্রবর্ত্তী প্রমুখেরা এবং ভারতের লাক্ষা উন্নয়ন বোর্ডের ডাইরেক্টার শ্রীমহান্তী এই অনুষ্ঠানে যোগদান ও অংশ গ্রহণ করেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও উন্নত প্রথায় লাক্ষা চাষ এবং লাক্ষা চাষীদের সুবিধা অসুবিধার বিষয় আলোচিত হয়। পুরুলিয়ার লাক্ষা উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅমল কুমার ব্যানার্জ্জী বলেন যে গত বৎসর খরার জন্য ভারতে ও সমগ্র বিশ্বে লাক্ষা চাষের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় "বীহন লা" এর নিদারুণ অভাব দেখা দেয়। সেইজন্য ২০ কুইন্টাল কুসমী লা এর বীহন এই জেলার চাষীদের দেওয়া সম্ভব হয়।

—·—

অন্ধ্রের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

এখন দিল্লীতে সংসদের অধিবেশন চলছে—অন্ধ্রের পৃথক বাদী নেতারা সবই এখন প্রায় দিল্লীতে।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজ্য সভায় ও লোক সভায় অন্ধ্র সম্বন্ধে আলোচনা চলে। সেই আলোচনাতে অন্ধ্রের প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে যোগ দিয়ে অন্ধ্রের জনগণের ইচ্ছানুসারে সেখানকার সমাধান দাবী করা হয়।

লোক সভায় ও রাজ্য সভায় যে সমস্ত অন্ধ্রের কংগ্রেসী সদস্য আছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসীদের সঙ্গে একসঙ্গে না বসে তাদের জন্য পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট করার জন্য স্পীকারকে জানান।

ওদিকে অন্ধ্রে অবস্থার যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি সেটা ঠিকই যদিও সরকার পক্ষ থেকে এবিষয়ে জোর দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারী ও বেসরকারী নেতারা অন্ধ্রের নেতাদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে রাজী হয়েছেন। কারণ এছাড়া কোন উপায় নেই। তবে তারা বলছেন—আগে শান্তি ফিরিয়ে আন।

—·—

সহরে সহরে সরকারী কয়লার ডিপো

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাজ্য সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে খনিমন্ত্রী শ্রীকুমার মঙ্গলম জানান যে—গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য কয়লার যে দাম বেড়েছে তা নিবারণের জন্য সরকার সহরে সহরে মজুত কয়লার ডিপো করা স্থির করেছেন। এই সব ডিপো থেকে গৃহস্থদের কয়লা সরবরাহ করা হবে। কয়লার দাম বাড়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে—যেসব মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা আছেন তারা খুব বেশী লাভ করার চেষ্টা করেছেন বলেই এত দাম বেড়েছে।

—·—

সারা ভারতে গমের ও পশ্চিমবঙ্গে চাউলের পাইকারী ব্যবসা সরকার হাতে নিচ্ছেন

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এক বেসরকারী প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সেই প্রস্তাবে গবর্ণমেন্টকে চাউল ও গমের পাইকারী ব্যবসা হাতে নিতে বলা হয়েছে এবং সহর ও গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ন্যায্য মুল্যের দোকান খুলে সেগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়ে পঃ বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশী কান্ত মৈত্র বলেন যে—কেন্দ্রীয় সরকার গমের পাইকারী ব্যবসা হাতে নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং শনিবার দিন অর্থাৎ ২৪শে তারিখে নয়াদিল্লীতে এবিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী ঘোষণা করা হবে। চাউলের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেছেন।

—·—

আনন্দমার্গের আনন্দমূর্তির জামীন অস্বীকার

পুরুলিয়ার জনসাধারণ আনন্দমার্গের কথা বিশেষভাবেই জানেন এবং মুক্তিতেই সর্ব্বপ্রথম আনন্দমার্গের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়—ফলে দেশে এবিষয়ে একটা আলোড়ন হয়।

বেশ কিছুদিন হল আনন্দমার্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রভাত সরকার যাকে আনন্দমূর্ত্তি বলা হয়ে থাকে তাকে এবং তার ৪ জন শিষ্যকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে।

হত্যার অভিযোগে প্রকাশ যে আনন্দমূর্ত্তির শিষ্যত্ব ত্যাগ করার জন্য ৬ জন অবধূত অর্থাৎ শিষ্যকে হত্যা করা হয়। ঐ ছয় জনের মৃতদেহ রাঁচী ও সিংভূমের জঙ্গলে পাওয়া যায়। ঐ ছয় জন অবধূত বা শিষ্যকে হত্যা করার অভিযোগেই আনন্দমূর্ত্তি ও তার ৪ জন শিষ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকাশ যে আনন্দমূর্ত্তিরই একজন বিশিষ্ট অবধূত শিষ্য রাজসাক্ষী হয়ে অনেক গুরুতর বিষয় প্রকাশ করেছেন।

আনন্দমূর্ত্তির বিরুদ্ধে তদন্তের ভার নিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যুরো। নিম্ন কোর্টে সর্বত্রই তার জামীনের প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়। গত ১৭শে ফেব্রুয়ারী পাটনা হাইকোর্টে তার জামিনের আবেদন বিচারপতি গিরিজানন্দন প্রসাদ বাতিল করে দেন।

—·—

শোক সংবাদ

গত ৫ই ফাল্গুন শনিবার হুড়া থানার অন্তর্গত লক্ষণপুর লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীঅনিল কুমার চৌধুরী পরলোক গমন করেছেন। তিনি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ কর্মী ছিলেন।

আমরা তাহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

—·—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(১)

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

নিম্নলিখিত বিষয়টী প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায়, পুরুলিয়া ২ নং ব্লকের কয়েকটি টি, আর স্কীম ও বালিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা তছরূপের অভিযোগ প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অকর্ষণ করিয়াছি।

অনেকক্ষেত্রে তদন্ত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শোনা যাইতেছে যে বহু পে মাষ্টার এর বিরুদ্ধে এফ, আই, আরও করা হইয়াছে কিন্তু আজ ৩/৪ মাস গত হোল কাজে কিছুই দেখা যাইতেছে না। এমনকি রহস্যজনক ব্যপার আছে যাহার জন্য নাকি অভিযোগগুলি ফাইলচাপা হয়ে পড়ে আছে ? আর অভিযুক্ত পে মাষ্টারগণ আবার পরের আশায় বহাল তবিয়তে দিন গুনছে। হুটমুড়া অঞ্চলে ভবানীপুর হইতে হাড়ামজাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তায় তিন তিন বার এষ্টিমেট হয়েছে। শোনা গিয়াছে যে ১৬/২০ হাজার টাকা পে মাষ্টার শ্রীহরি গঁরাই (ভবানীপুর) তুলেছেন আর হাজার দুই টাকার অঙ্ক জমা করেছেন, আমরা জনসাধারণ জানতে চাই যে রাস্তাটীর কোন পরিমাপ বি, ডি, ও বা ওভারসিয়র লইবেন কি ? **কারণ আমরা জানি** যে রাস্তার মাপ লওয়া হয় নাই। জেলাধীশ মহাশয়এর দৃষ্টি এই রাস্তাটীর উপর বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। ইহার তদন্ত করিতে মর্জ্জি হয়। ইতি

আহ আনসারী
বালিগাড়া

---

(২)

নিম্নলিখিত আর একটি বিষয় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

আমাদের বালিগাড়া গ্রামের ও পুরুলিয়া (খ) থানার গ্রামের নডিহা সেটেলমেন্ট (c) Camp এ জনসাধারণের যে দুর্ভোগ তাহার নমুনা স্বরূপ সংবাদ প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন। এই সেটেলমেন্ট ক্যাম্প অফিসে পড়চার নকল, ৪৪(১) ধারার নকল, ৪৪(২) ধারার নকল পাইবার জন্য সরকারী নির্দ্ধারিত আর্জেন্ট কোর্ট ফি দিয়া দরখাস্ত করিলে যাহা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাইবার কথা তাহা একমাসের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। বারবার জনসাধারণ আসিয়া হয়রান হইয়া ফিরিয়া যায় ! বর্তমানে যিনি R. O. আছন তিনি জিজ্ঞাসা করিলে শুধু একটা কথা বলেন যে আমাদের লোক নাই। আর জনসাধারণ মামলা ইত্যাদিতে ঐ সমস্ত কাগজ পত্রের নকল না পাইয়া মহা মুস্কিলে পড়ে। আমরা জনসাধারণ সরকারী ন্যায্য কোর্ট ফি দিয়া সরকারী শৈথিল্যের কারণে যে দুর্ভোগ ভোগ করিতেছি তাহার আশু ব্যবস্থা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ করিবেন কি ? আর লোক বা ষ্টাফ না থাকার জন্য কি জনসাধারণ দায়ী ? এহেন দায়িত্বপূর্ণ কাজে অবহেলার অবসান দাবি করি। ইতি

আহ আনসারী
বালিগাড়া, পুরুলিয়া

—·—

শিক্ষা সংস্কার, গোড়ার কথা

মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত

শিক্ষা সংস্কারের উচ্চ ঘোষণায় কান আমাদের ঝালাপালা, সরকারী প্রচার যন্ত্রও মারাত্মকভাবে সরব। কংগ্রেসী শাসনে শিক্ষা সংস্কার হবেই, একাদশ নয় দশম শ্রেণীতেই শেষ হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও পরিবর্তন সাধিত হবে, পরীক্ষা ব্যবস্থাও ত্রুটিহীন করা হবে—এসব ঘোষণায় কার না কান ঝালাপালা হচ্ছে ?

যাঁরা শিক্ষা সংস্কার নিয়ে এত কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা শিক্ষাকে শিক্ষায়তনের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটা বিশেষ কিছু ব্যবস্থারূপে কল্পনা করেছেন। শিক্ষা জগতে এত নৈরাজ্য; এত বিশৃঙ্খলা; তার মূল কোথায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় না আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ? নিশ্চয়ই শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের ছায়া পড়বে। যে সমাজে আমরা বাস করছি সেখানে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পীড়িত, শুধু পীড়িত কেন, জরাগ্রস্থও বলতে পারেন। চোর, বদমায়েস, গুণ্ডা ও বিক্রীত-বিদ্বানদের কৃপায় সভ্যতার নাভিশ্বাস উঠছে। পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে, অফিসে কাছারিতে শঠতার কারবারীরা পসরা সাজিয়ে বসে আছে। এ অবস্থায় আশা করাই ভুল যে নকল না ক'রে আমাদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দেবে। কাজেই একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় করার মধ্যে সমস্যার সমাধান নেই। বার বার বহুবার শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বঞ্চনা দেখলাম। এবারও সেই বঞ্চনারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে, আলোচনা চলবে কর্ম্ম-মুখী শিক্ষা বিষয়ে, তুফান উঠবে পরীক্ষা সংস্কার নিয়ে--কিন্তু আমরা রইবো যে তিমিরে সেই তিমিরেই কারণ শিক্ষা সংস্কার এদেশে সরকারের অবশ্য পালনীয় কাজ নয়, শিক্ষার স্থান হয়েছে নির্দ্দেশমুলক নীতিতে। কাজেই সরকার যা করবেন দয়া করেই করবেন আর জনসাধারণকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাতেই।

—•—

স্বাধীনতার পরে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ

ইয়াহিয়া খানের আমলে বাংলাদেশে ডঃ এ, এম; মালিক ছিলেন গর্ভর্ণর। তার মন্ত্রীসভায় যারা ছিলেন—বাংলাদেশে একে একে তাদের বিচার করে দেশদ্রহীতার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এইসব অপরাধীদের বিচার করার জন্য ১৯৭১ সালেই এক সরকারী আইন জারী করা হয়েছিল যার নাম হচ্ছে— "বাংলাদেশ কোলাবরেটার্স অর্ডার ১৯৭১"। অর্থাৎ যারা শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগসাজসে বা যোগাযোগে ছিলেন তাদের বিচারের আইন। এই আইনে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাক্তন গভর্ণর খোদ মালিকের বিচার হয় এবং দেশদ্রোহীতার অপরাধে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—বাংলাদেশের গভর্মেণ্ট এবং বাংলার জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তারপরে ডাঃ মালিকের মন্ত্রীসভার আর একজন মন্ত্রীকেও ঐ অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে ইয়াহিয়ার আমলের একজন মন্ত্রী মৌলানা মহম্মদ ইশাককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। একে নিয়ে ইয়াহিয়ার আমলের তিনজন মন্ত্রীর বিচার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। আরও অন্যান্য লোকের বিচার হবে এবং শাস্তি পাবে তার ব্যবস্থা হয়ে আছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ব্যবস্থা হয়েছিল। যতসব দেশদ্রোহী ছিল সরকারী এবং বেসরকারী--যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম বিরোধিতা করেছে—দেশের লোকের উপর, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুর হিসাবে অকথ্য অত্যাচার করেছে তারাই সমস্ত দেশপ্রেমিকের শিরোপা নিয়ে সত্যিকার স্বাধীনতার সংগ্রামীদের ঠেলে সরিয়ে দিল। এরাই হলেন—দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ—কি জেলাতে, কি রাজ্যে, কি কেন্দ্রে। এখনও এরা এবং এদের স্বধর্মীরাই রাজত্বের—কি জেলাতে কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে ক্ষমতা পরিচালনা করছেন। বেশীদূর যেতে হবেনা এই পুরুলিয়া জেলাতেই যারা প্রখ্যাত জনশত্রু ছিলেন বা এখনও আছেন তারাই অনেকে ক্ষমতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা করছেন।

অনেকেই আশা করেছিলেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হয়তো জনক্ষেত্র থেকে এই সব ভণ্ড জনশত্রুদের উৎখাত করবেন কিন্তু সে আশা দুরাশাতে পরিণত হয়েছে এখন হয়তো এরাই শ্রীমতী গান্ধীকে উৎখাত করবেন।

স্পনসর্ড টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
পুরুলিয়া
পোঃ ও জিলা—পুরুলিয়া (পশ্চিম বঙ্গ)

১৯৭৩-৭৪ সেসনে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বি, এড, কোর্সে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা নির্দ্ধারিত ফরমে, পুরুষ ও মহিলা, শিক্ষক ও অশিক্ষক; স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দ্ধারিত ফরম ও প্রসপেকটাস কলেজ অফিস হইতে আগামী ৫ই মার্চ ১৯৭৩ তারিখ হইতে দেওয়া হইবে এবং তজ্জন্য নগদ মূল্য বা কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে এক টাকা (১·০০) পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইতে হইবে ও তৎসহ ৯"×৪"আকারের নিজ নাম ঠিকানাযুক্ত ৪০ পয়সার ডাক টিকিট সম্বলিত একটি খাম পাঠাইতে হইবে। কোন রকম মাসিক বেতন লাগেনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ মত স্টাইপেণ্ড ও ডেপুটেশন পে দেওয়া হয়। অশিক্ষক প্রার্থীদের এডমিশন টেষ্টের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত করা হইবে এবং শিক্ষক প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশানুসারে ভর্ত্তি করা হইবে। যথাযথভাবে পূরণ করা নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্তটি যত শীঘ্র সম্ভব এবং অবশ্যই ৩১-৩-৭৩ তারিখের পূর্বে কলেজ অফিসে পৌঁছাইতে হইবে।

কর্ম্মখালি

কুড়ুকতোপা প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য একজন বি, এ, অথবা বি, এ, অনার্স (ইংরাজী) ও একজন বি, এস, সি অনার্স (অঙ্ক) এবং একজন করণিক (টাইপিষ্ট) আবশ্যক। ১০ই মার্চ (১৯৭৩) এর পূর্ব্বে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

সম্পাদক—
কুড়ুকতোপা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পোঃ—কুড়ুকতোপা পুরুলিয়া।

WANTED

" Wanted for Santamayee Girls' Higher Secondary School, Purulia, temporary Asst. teacher strong in Physics or Honours or M. Sc. in Physics, to teach in Higher classes on pay and other allowances admissible under the rules. The post is likely to be made permanent. Apply with relevant particulars about academic qualification and experiences in teaching to the Secretary by 5/3/73. "

S Mookherjee
Secretary
Santamayee Girls' Higher
Secondary School. Purulia

WANTED

Wanted a Lady clerk S/F. H/S. for Hutumura Harimati Girls' Junior High School. Apply to the Secretary on or before 10th march 1973.

Po.
Dist } Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | সোমবার, ৫ই মার্চ, ১৯৭৩ ২১শে ফাল্গুন, ১৩৭৯ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

কিষাণ

"আমার কথা যদি চলে তবে বলি আমাদের বড়লাট এবং প্রধানমন্ত্রী আসিবেন কিষাণদের মধ্য হইতে। বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে—কিষাণরাই পৃথিবী রাজ্যের উত্তরাধিকারী। যাহারা কৃষি ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে এবং নিজ হাতে উৎপন্ন ফসল হইতে অন্ন করিয়া লয় এই কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ উচ্চ পদের যোগ্য হইতে হইলে, নিরক্ষর থাকিলেও কৃষকের সাধারণ বুদ্ধি বলিষ্ঠ হওয়া চাই, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেষ্ঠ সাহসিকতা থাকা চাই। চারিত্রিক শক্তি অখণ্ড ও নির্দোষ হওয়া চাই এবং স্বাদেশিকতায় তাহাদের সন্দেহের অতীত হওয়া চাই। ধনের প্রকৃত উৎপাদক বলিয়া তাহারাই হইল আসল মালিক বা প্রভু অথচ আমরা তাহাদেরই চাকর করিয়া রাখিয়াছি"

—**গান্ধীজী :** (২৯ জানুয়ারী ১৯৪৮)

উড়িষ্যায় রাজনৈতিক নাটক

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর অকস্মাৎ পদত্যাগ : মন্ত্রীসভারও আকস্মিক পদত্যাগ : বাজেট অধিবেশন চলাকালীনই বিধানসভার সাময়িক বিরতি। উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন : বিধানসভা বাতিল—ভেঙ্গে দেওয়া হল।

ঘটনা এই ঃ উড়িষ্যার বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলছিল। সংবাদটি সংক্ষেপে এই যে—উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী সকলের অজ্ঞাতে এমনকি তার মন্ত্রীসভার বিশিষ্ট কয়েকজন মন্ত্রীরও অজ্ঞাতে ১লা মার্চ্চ তারিখে উষাকালে--উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীবি ডি জেটির কাছে তার ও তার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। রাজ্যপাল পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে উড়িষ্যা বিধান সভার সাময়িক বিরতি ঘোষণা করেন এবং বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন।

ঘটনাটি এরকম নাটকীয় আকস্মিক যে একজন উপমুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর দিতে এসে দেখেন বিধান সভার দরজা বন্ধ। সরকারী কর্ম্মচারীরা ফাইল নিয়ে এসে ফিরে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার এই আকস্মিক পদত্যাগ কংগ্রেসী মহলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক মহল ছাড়াও দেশের সর্বত্রই এই পদত্যাগ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

মন্ত্রীসভার দুজন বিশিষ্ট সদস্য উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীনীলমনি রাউত রায় এবং আর একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর প্রধান পৃথকভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয়।

১লা মার্চ্চ ভোর ছটা বেজে চল্লিশ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী শতপথী রাজভবনে আসেন, ছটা বেজে পয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি তাঁর ও মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র রাজ্যপালের কাছে পেশ করেন।—একটু পরেই রাজভবন থেকে এই ঘোষণা প্রচারিত হল যে—রাজ্যপাল শ্রীমতী শতপথী ও তার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন। সকাল ৮টার সময় বিধানসভার অধিবেশন বসার কথা আর সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় বিধানসভার সাময়িক বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়।

উড়িষ্যায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে সাড়ে আট মাসের নব কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এক ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা কি হল—

শরৎকালের মেঘ ও রৌদ্রের মত আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আলো আঁধার, ওঠাবসা পরিবর্ত্তন পরিবর্ধন কেমনভাবে চলে তার একটা খুব বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক কুতূহলের ব্যাপার ছিল—হরিয়ানার ব্যাপার। গণতন্ত্রটা আমাদের দেশে সংখ্যার ব্যাপার—মাথা গুণে—আমাদের দেশে গণতন্ত্র চলে এবং সেই জন্য যারা ভোট খরিদ করে মন্ত্রী হয়—তাদের যারা খরিদ করতে পারে—যে মূল্যেই হোক—তারা যখন খুশী মন্ত্রীসভা ভাঙতে পারে, গড়তে পারে—আমাদের গণতন্ত্রের ব্যাপারটা হল মুখ্যতঃ এই। তারপরে অন্য অনেক ব্যাপার আছে—কিন্তু আদর্শ অথবা জনকল্যাণের কোন বালাই নেই সদস্যদের দলছুটের ব্যাপারে।

উড়িষ্যার ব্যাপার যেটা হল সেটা হচ্ছে এই। উড়িষ্যা বিধানসভা ১৪০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে ৮০ জন সদস্যের কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী দিল্লীর রাজ্যসভার সদস্যপদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ ছেড়ে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলেন। এখানে কিছুদিন পরে বিধানসভার উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বসলেন—উড়িষ্যায় স্থায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেসী অর্থাৎ নবকংগ্রেসী মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা হল। শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তথা প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশক্রমেই উড়িষ্যাতে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

এখন হঠাৎ উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীনীলমনী রাউত রায় ও আর একজন মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর প্রধানকে নিয়ে পঁচিশ জন বিধানসভার সদস্য কংগ্রেসের দল ছেড়ে শ্রীবিজু পট্টনায়কের প্রগতি দলে যোগ দিলেন। এটাও অকস্মাৎই হল ফলে নন্দিনী শতপথীর আর সংখ্যা গরিষ্ঠতা রইলনা। মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে হল।

ব্যাপারটা বিশেষভাবে গুরুতর হয়ে দেখা দিল একটি উপনির্বাচনে। শ্রীভৈরব মহান্তি--কটক থেকে উড়িষ্যা বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন। তিনি শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর জন্য সদস্য পদ ত্যাগ করেন। শ্রীমতী শতপথী তার শূন্যস্থানে দাঁড়িয়ে উড়িষ্যা বিধানসভার সদস্য এবং পাকাপাকিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হন। শ্রীভৈরব মহান্তিকে এরপরে রাজ্যসভায় শ্রীমতী শতপথীর শূন্য আসনে দাঁড় করান হয় উড়িষ্যা বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন একজন আদিবাসী নেতা শ্রীদেবানন্দ আমট। বিরোধীরা একে সমর্থন করেন। ১লা মার্চ্চ রাজ্যসভার এই উপনির্ব্বাচনে বিধানসভার সদস্যদের ভোট নেওয়া হয়। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীভৈরব মহান্তি পান ৬০ ভোট আর তার বিরোধী প্রার্থী শ্রীআমট পান ৭৭ ভোট। ১৪০টি ভোটের মধ্যে ১৩৭টি ভোট এইভাবে ভাগ হয়ে যায় এবং কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমহান্তি হেরে যান। স্পষ্টতঃই দেখা গেল যে শ্রীমতী শতপথীর সমর্থকরা তার বিরোধীদের সমর্থন করছে। তারপরেই মন্ত্রীসভা ভাঙ্গলো।

আগের ব্যাপার—পটভূমিকা—

দলত্যাগের ফলে এই মন্ত্রীসভা যে ভাঙ্গলো এতে কংগ্রেসের বা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বলার কিছু নেই কারণটা হচ্ছে তারাই যাদের দল ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এসে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তারাই আবার কংগ্রেস ছেড়ে আগের দলে মিশেছে।

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সনে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র দল, উৎকল কংগ্রেস (যারা নব কংগ্রেস নয়—বিজু পট্টনায়ক, বীরেন মিত্র, শ্রীমহতাব প্রভৃতির নেতৃত্বে গঠিত উৎকল কংগ্রেস) প্রভৃতি মিলে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল তার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ দাস। তখন ১৪০টি আসনে কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা ছিল ৫৬। বিরোধী দলের উৎকল কংগ্রেসের ২৮ জন, স্বতন্ত্র দলের ৯ জন এবং ঝাড়খণ্ড দলের ১ জন এরা কংগ্রেসে ভিড়লেন। শ্রীমতী সতপথীর কংগ্রেসী সমর্থকদের সংখ্যা দাঁড়াল ৯৪। শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলেন। ১৯৭২ সনে ১৭ই জুন শ্রীমতী সতপথীর মন্ত্রীসভা শপথ নিয়ে কায়েম হয়ে বসলেন।

কিন্তু এর পরেও আবার টানা পোড়েন চলল। কিছুদিন পরে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড উৎকল কংগ্রেসের সদস্যদের কংগ্রেসে নিতে চাইলেন না—তারা চাইলেন যে এরা বিধান সভায় সমর্থক হিসাবেই থাকে। ফলে ১১ জন উৎকল কংগ্রেসে ফিরে গেলেন। শ্রীমতী সতপথীর সমর্থন থাকল ৮৩ জনের।

এর কিছুদিন পরে দলবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব ও শ্রীকুনায়কে অভিযুক্ত করা হল। তারা আরও ৩ জন সদস্যকে নিয়ে কংগ্রেস পরিষদীয় দল ছেড়ে চলে এলেন। ওদিকে আবার স্বতন্ত্র দলের আরও দুজন কংগ্রেসে যোগ দিল। ফলে শ্রীমতী নন্দিনী সতপথীর কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পক্ষে সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল—৮০।

বর্ত্তমানে সংখ্যা যা দাঁড়াচ্ছে—

এই ৮০ জনের মধ্যে ২৫ জন বেরিয়ে গেলেন - কংগ্রেসের রইল মাত্র ৫৫। এরা বিজু পট্টনায়ক ও মহতাবের প্রগতি দলে যোগ দেবার ফলে বিরোধী নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক দাবী করছেন যে প্রগতি দলের সমর্থকদের সংখ্যা হল ৭২ এবং ভোট হলে ৭৮ জনের সমর্থন পাবেন কারণ তারা সি, পি, এম ঝাড়খণ্ড ও নির্দ্দলের ২জন করে সদস্যের সমর্থন পাবেন বলে আশ্বাস পেয়েছেন।

ঠিক পরেই কি হল—

১লা মার্চ বিকেলে বিরোধী নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক তার সমর্থক বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে মিছিল করে রাজভবনে যান বিকল্প সরকার গঠন করতে পারবেন এটা বোঝাতে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজ্যপালকে সমর্থক সদস্যদের সংখ্যা গুণতে অনুরোধ করেন।

শ্রীবিজু পট্টনায়ক দাবী করেছেন—তার সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়েছে—সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মতে তাকে বিকল্প সরকার গঠন করতে ডাকা হোক।

শ্রীমতী নন্দিনী সতপথী রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়েছেন বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্ব্বাচন করা হোক।

উড়িষ্যার প্রাক্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বর্ত্তমান বিরোধী দলের অন্যতম নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব কয়েকজন বিরোধী নেতা নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন—যারা কংগ্রেস ত্যাগ করে এসেছেন—তারা তাদের পুরোনো দলে ফিরে এসেছেন। বিকল্প সরকার গঠন করা এ কারণে সঠিক হবে। তার মতে যদি আবার নির্ব্বাচন হয় তবে কংগ্রেস সরকারের আর স্থায়িত্ব আশা সম্ভব হবেনা। একই ঘটনা ঘটবে।

এই দলত্যাগ করিয়ে মন্ত্রীসভা ভাঙ্গার ব্যাপারটা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও কংগ্রেসের নেতৃত্বেই হয়েছিল উড়িষ্যায়। এখন তারাই দলত্যাগ করে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ভাঙ্গলো।

গণতন্ত্রের এই প্যাটার্নে কারোই কিছু বলবার নেই। দল ভেঙ্গে যখন আসে তখন তারা খুব প্রগতিশীল থাকে আবার দলভেঙ্গে যখন চলে যায় তখন তারা হয় প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং কার্য্যকারণে কারোই কোন কারণ হিসাবে বড় বড় কথা বলার কোন মানে হয়না।

সোজা কথা যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা হস্তগত করে ব্যক্তিস্বার্থ গোষ্ঠিস্বার্থ এবং এগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য দলস্বার্থ বজায় রাখা, প্রভুত্ব করা—এই হচ্ছে সোজা ব্যাপার! আমাদের গণতন্ত্রের প্যাটার্নটা কি সেটা উড়িষ্যা চমৎকার পরিচয় দিয়েছে এবং সেজন্যই এ ব্যাপারটা একটু বিস্তারিতভাবে লেখা হল।

রাষ্ট্রপতির শাসন ঃ বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হল—

৩রা মার্চের খবর এই যে উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হল এবং বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হল। সুতরাং আজ হোক কাল হোক উড়িষ্যায় পুনর্নির্ব্বাচন হতে চলেছে।

উড়িষ্যায় এই তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হল। কংগ্রেস গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন ভেঙ্গে যাওয়ায় ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাচনের পর শ্রীবিজু পট্টনায়কের নেতৃত্বে জনপ্রিয় মন্ত্রী-সভা গঠিত হয়। ১৯৭১ সনের ১০ জানুয়ারী স্বতন্ত্র কোয়ালিশন ভেঙ্গে যাওয়ায় আবার উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ্চ শ্রীবিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির শাসনে অবসান ঘটে।

আগামী বছরের গোড়ার দিকে উত্তর প্রদেশের নির্ব্বাচনের সময়েই সম্ভবতঃ উড়িষ্যাতেও নির্ব্বাচন হবে।

—•—

১৯৭৩-৭৪ সনের কেন্দ্রীয় বাজেট আয় ব্যয়

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে লোকসভায় অর্থমন্ত্রী চাবন ভারত গবর্মেন্টের ১৯৭৩-৭৪ সনের জন্য বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণী অর্থাৎ বাজেট উপস্থাপিত করলেন। এই বাজেট—একটা গবর্মেন্ট বিশেষ করে ভারত গবর্মেন্টের মত একটা বিরাট দেশের গবর্মেন্টের এই বাজেট—অর্থাৎ বার্ষিক আয় ব্যয়ের জটিলতা, শুধু অর্থনীতিতেই নয়, যাকে বলে পাবলিক ফাইন্যান্স তাতে যারা বিশেষজ্ঞ তার মধ্যেও বিশেষজ্ঞদের হিমসিম খাইয়ে দেয়—সাধারণ লোকের পক্ষে এই বাজেটের ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝা বা তাদের সহজভাবে বোঝান সম্ভব নয়। তবুও একটা সাধারণ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আয় থেকে খরচ বেশী হলে—সেটা হয় ঘাটতি আর খরচ থেকে আয় বেশী হলে সেটা হয় বাড়তি। গৃহস্থের ক্ষেত্রে যদি আয় থেকে ব্যয় বেশী হয় তাহলে হয় তাকে খরচ কমাতে হয় নয় ধার করতে হয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে যদি কেবলই কর্জ্জ করতেই হয় এবং লোকসান বা ঘাটতি পুরণের কোন সম্ভাবনাই না থাকে তবে তাকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়, না হয় দেউলিয়া যাকে বলে লালবাতি জ্বালা তাই করতে হয়। একটা রাজ্যের গবর্মেন্টের বেলায় কিন্তু ধারাটা সেই লাইনে হলেও ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা গবর্মেন্টের আয় হচ্ছে সাধারণ ভাবে দেশের লোকের কাছ থেকে ট্যাক্স প্রভৃতি বাবত যে আদায় হয়ে থাকে—সেই আয়। এ হচ্ছে রাজস্ব বাবত আয়। তারপরে রেলওয়ে ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি এই ধরণের যে সমস্ত ব্যাপারে গবর্মেন্ট আয় ব্যয় করেন সেগুলিকে বলা হয় মূলধনী খাতে আয় ব্যয়। এবার ভারত সরকারের আয় ব্যয়ের ব্যাপারটা মোটামুটি বলা যেতে পারে এবং দেশের অতি সাধারণ লোক যারা অন্ততঃ কিছুও যোগ বিয়োগ জানে তারাও একটা ধারণা করতে পারবে। এই যে আয় ব্যয়ের হিসাব সেটা আদায় ও খরচ করার পরে নয়। এটা হচ্ছে—কি হবে কি হতে পারে সেটা হিসেব করে এটা আগাম তৈরী করা হয়। একটা দেশের সরকারের খরচ যদি তার আয়ের চেয়ে বেশী হয় তবে তা পুরণের জন্য সরকার ট্যাক্স বসায় দেশের লোকের উপর বা ব্যবসা বাণিজ্যের উপর। যে সব ক্ষেত্র থেকে ট্যাক্স বা শুল্ক আদায় করা হয় সেই সব ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া বা নতুন নতুন জিনিষের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করে ঘাটতি পুরণ করা হয়।

এবার ১৯৭৩-৭৪ সনের বাজেট বা ভারত সরকারের আয় ব্যয়ের অবস্থা বা চেহারাটা দেখা যাক যেটা এই ২৮শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় পেশ করা হয়েছে।

ভারত গবর্মেণ্টের ১৯৭৩-৭৪ সনের আয় দেখানো হয়েছে

রাজস্ব খাতে—	৪৮৩১ কোটি টাকা
মূলধনী খাতে—	২৪৬০ কোটি টাকা
মোট—	৭২৯১ কোটি টাকা

ব্যয় দেখানো হয়েছে

রাজস্ব খাতে—	৪৭৫২ কোটি টাকা
মূলধনী খাতে—	২৮৭৪ কোটি টাকা
মোট—	৭৬২৬ কোটি টাকা

দেখা যাচ্ছে মোট আয় হচ্ছে—৭২৯১ কোটি টাকা আর ব্যয় হচ্ছে—৭৬২৬ কোটি টাকা অর্থাৎ খরচ বেশী হচ্ছে ৩৩৫ কোটি টাকা। সুতরাং এটা ভারত সরকারের ৩৩৫ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট।

এখন আসুন এই ঘাটতিটা কেমন করে পুরণ করা যাবে? ট্যাক্স বসিয়েই পুরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এই বাজেটে সেই জন্যই নানা ব্যাপারে ট্যাক্স বাড়িয়ে—নতুন ট্যাক্স ধার্য্য করে ২৯২ কোটি টাকা তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। (শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২১শে ফাল্গুন, ১৩৭৯, সোমবার

কোন দিকে—কোথায়?

গত ৩রা মার্চ সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান করে উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা হল! সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উড়িষ্যায় শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করলেন। বিধানসভাও ভেঙ্গে দেওয়া হল।

গত ১লা মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীমতী শতপথী পদত্যাগ পত্র দেবার সময়েই রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দিলেন বর্তমান অবস্থায় উড়িষ্যায় স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব নয়—সেই কারণেই এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা উচিত। দিল্লী থেকে সেই নির্দ্দেশই এল। শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী যা বলেছিলেন কার্য্যতঃ তাই করা হল।

এদিকে প্রগতি দলের নেতারা অর্থাৎ বিজু পট্টনায়ক ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, আর এন সিং দেও রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ—তাদের মন্ত্রীসভা গঠন করতে ডাকা হোক কিন্তু তারা তার সুযোগ পেলেননা রাজ্যপাল তার আগেই রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছেন। এমন কি বিজু পট্টনায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্যারেড করিয়ে নিয়ে রাজ্যপালের সামনে হাজির করলেন। কিন্তু রাজ্যপাল বলে দিলেন - এখন যা করবার রাষ্ট্রপতিই করবেন।

গত সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৭২ সনে হয়ে ছল। সমস্ত রাজ্যে বিধান-সভায় কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন বিপুল ছিল যে বুঝি এগুলি অটল হয়েই থাকবে। উড়িষ্যায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলনা—দল ভাঙ্গিয়ে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা করা হল। তাও সেটা টিকলনা; তারপরে এইমাত্র ছয়সপ্তাহ আগে ১৮ই জানুয়ারী তারিখে অন্ধ্র প্রদেশ যেখানে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপুল সেখানেও রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে হল—অবশ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় নাই। সাধারণ নির্ব্বাচনের এক বছরের মধ্যেই এই ১৯৭৩ সনের প্রথমেই দুটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে হল। এই দুই রাজ্যে কারণ যাই থাকনা কেন এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও—কংগ্রেসীরাই এই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। অন্ধ্রে কংগ্রেসীরা এক হয়ে এমন আঘাত হানল যে—কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হল; আর উড়িষ্যাতে কংগ্রেস দলের মধ্যেই এমন ভাঙ্গাভাঙ্গি চলল যে—সেখানে বিধানসভাটাই ভেঙ্গে দিতে হল রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনতো বটেই। সাড়ে আটমাস আগে উড়িষ্যার যুক্তফ্রন্টের দল ভাঙ্গিয়ে শ্রীমতী শতপথী যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়ে উড়িষ্যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলেন তখন কংগ্রেস হাই কমাণ্ড, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বা শ্রীমতী শতপথী কেউ কল্পনাও করেননি যে—এই মন্ত্রীসভা এমনভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে। এমনিভাবেই হিসাবে ভুল হয়। এবং এই গতির অনুসরণ করেই আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক যে ১৯৭২ সনে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক রাজনীতির যে স্থিতির একটা চেহারা দেখা গিয়েছিল সেটা অধ্যাস অর্থাৎ কাচে কাঞ্চন ভ্রম। ১৯৭৩ সনের সুরুতে এই অটলতা সম্পর্কে আর নিশ্চিত থাকা যায়না—কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠতা যত বিপুলই হোক না কেন। যে অবস্থাটা প্রকৃত—অন্ধ্র ও উড়িষ্যা তার একটা দিগ্‌দর্শন মাত্র। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা লঘিষ্ঠতা নির্ভরযোগ্য কোন স্থিতি নয়। একই অগ্নি যেমন পাত্র ভেদে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়—তেমনি একই কারণ রাজ্য-ভেদে বিভিন্নরূপে স্থায়িত্বকে অস্থায়ীত্বে পরিণত করছে। স্বাধীনতার পরে বিগত পঁচিশ বছর ধরে কংগ্রেসী নেতৃত্ব যে মূলগত ভুল করে চলেছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বও সেই একই ভুল করে চলেছে। আমরা শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে আশা করেছিলাম যে তিনি হয়তো বিগত দিনগুলির অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাবে ও কর্ম্মে একটা আদর্শের পুনঃস্থাপনা করবেন—কিন্তু তিনিও তার পূর্ববর্তীদের পন্থা আরও খারাপভাবে অনুসরণ করেছেন। আমরা বহুবার এবিষয়ে আলোচনা করেছি এবং এরা যে ভুল করে চলেছেন তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে দেখিয়েছি। কিন্তু যে ক্ষমতার রাজনীতি কোন ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠিকে বা দলকে শ্রেয়ঃর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে একমাত্র যে কোন উপায়ে ক্ষমতা অর্জ্জন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মহারা করে—তাদের জনকল্যাণের ইচ্ছা থাকলেও—তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী যে ব্যবস্থা সঙ্গতভাবে হয় তা ঐ কল্যাণ প্রচেষ্টাকেই শুধু ব্যাহত করেনা—ক্ষমতা অর্জ্জন ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাকেও ব্যাহত ও প্রতিহত করে। এই সুনিশ্চিত সত্যকে কেউ কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করতে পারেনা। বর্ত্তমান কংগ্রেস হাই কমাণ্ড, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও একে অতিক্রম করতে পারবেননা—যে পথে চলেছেন সেই পথে চলে। উড়িষ্যা ও অন্ধ্র সূচনা মাত্র। কিন্তু এর দ্বারা কি নেতৃত্ব ভিন্নভাবে চিন্তা করবেন? তারা করবেননা—গতি তা নয়। ফলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হতেই হবে।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

অন্ধ্রের পরিস্থিতি এখন আলোচনার পর্য্যায়ে এসেছে

পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে যেমন চলছে—তেমনি দিল্লীতে পৃথকবাদী অন্ধ্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আলোচনাও চলছে। যদিও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থ একেবারে জোর করে বলেছেন যে কোন প্রকার রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য কোন কমিশন গঠন করা আর হবেনা—তা হলেও অন্ধ্র সম্বন্ধে আগে তাদের যেমন একটা "কিছুতেইনা" মনোভাব ছিল এখন সেটা আর নেই। এদের তো বটেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরও বোলচালের গতি নরম হয়ে এসেছে।

পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা হলেন শ্রীবি, ভি, সুব্বা রেড্ডি—অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা। তাকে আলোচনার জন্য আসবার জন্য কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ও প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী তিনি দিল্লীতে আসেন এবং গত ৪ঠা তারিখে অন্ধ্রের সংসদ সদস্যদের এক বৈঠকে যারা পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ চান না তাদেরও অন্ধ্র প্রদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। তিনি বলেন যে অন্ধ্রে এখন যে আন্দোলন চলছে তা হচ্ছে একেবারে গণ-আন্দোলন—এবং অন্ধ্রের জনসাধারণের দৃঢ় সিদ্ধান্ত হচ্ছে পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ করতেই হবে।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে—অন্ধ্র প্রদেশ-কংগ্রেস-পৃথকবাদী সংগ্রাম সমিতি—প্রধান মন্ত্রীকে অন্ধ্রের বাস্তব অবস্থা জানাবার জন্য ক্ষমতা দিয়েছে।

অন্ধ্র থেকে সংসদ সদস্যের সংখ্যা হল ২৬। এদের মধ্যে ১৪ জন সদস্য পৃথক অন্ধ্র প্রদেশের জন্য দাবী করেন। অন্ধ্রের সংসদ সদস্যদের বৈঠকে যারা পৃথকবাদী নন সেই সমস্ত সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকে, এল রাও এবং রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীনাগেশ্বর রাও।

শ্রীসুব্বা রেড্ডি ৪ঠা সকালে রাষ্ট্রপতি গিরির সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন।

শ্রীসুব্বা রেড্ডি ৫ই মার্চ তারিখে বেলা ১১টার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে বলেন যে—পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ গঠন ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। শ্রীমতী গান্ধী সব শুনে গেছেন কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই বা কোন প্রস্তাবও দেন নাই।

যেসব সংসদ সদস্যরা পৃথক অন্ধ্র আন্দোলনের বা দাবীর সঙ্গে যুক্ত নন তারা অন্ধ্র প্রদেশের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য গত ৫ই এক বৈঠক করেন।

অন্ধ্র প্রদেশ পৃথক করা ছাড়া কংগ্রেস বা প্রধানমন্ত্রীর কোন গত্যন্তর নাই—এবং এটাই হবে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের অব্যাহত গতির বাধার সুরু।

—•—

স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেন্সনের জন্য সওয়া লক্ষ আবেদন

নয়াদিল্লী থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ—স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা তাঁদের পোষ্যদের কাছ থেকে সরকার এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২১ হাজার পেনসনের আবেদন পেয়েছেন। এ ছাড়া এখনও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতি এক পক্ষকালে এক হাজার করে আবেদনপত্র আসছে।

পেনসনের আবেদন সব চেয়ে বেশি এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে। আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৮ হাজার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিম বাংলা ও বিহার। আবেদনপত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩,৮৫০ এবং ১১,৮০০।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ জানিয়েছেন, সরকার এ পর্যন্ত ১২,৬০০ আবেদনকারীকে পেনসন মঞ্জুর করেছেন। এখন পর্যন্ত ২৯ হাজার আবেদনপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং শীঘ্রই ওই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকার প্রতি মাসে প্রায় ১৫ হাজার আবেদনপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছেন। আগামী ১৫ আগষ্ট-এর মধ্যে পেনসনের সব আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে বলে সরকার আশা করেন।

আবেদনকারীদের মধ্যে যাঁদের বয়স ৮০ বছর বা তার বেশি, তাঁদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এর পরেই বিবেচনা করা হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ বছর বয়সের আবেদনকারীদের বিষয়।

আগামী ৩১ মার্চ্চ পর্যন্ত পেনসনের জন্য যে সব আবেদন পাওয়া যাবে, সেগুলি মঞ্জুর হলে তা কার্যকর হবে গত বছর ১৬ আগষ্ট থেকে। ওই তারিখের পরে পাওয়া আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে তা মঞ্জুর হবে '৭৩ সালের ৩১ মার্চ্চ থেকে।

এ পর্যন্ত ১৫০০০ হাজার দরখাস্ত সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানবার জন্য আবেদনকারী অথবা রাজ্য সরকারের কাছে ফেরত পাঠান হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪৫৯টি আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

—.—

যুবকদের প্রশংসনীয় কাজ

স্থানীয় রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে যে চক্ষু চিকিৎসা ও অপারেশনের ব্যবস্থা হয়, তাতে পুরুলিয়া নামোপাড়া মহল্লার পাঁচজন যুবক ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত প্রায় সর্ব্বক্ষণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেন। এমন কি অপারেশন থিয়েটারেও এঁরা শল্যচিকিৎসককে সাহায্য করেন। যুবকেরা সমবেতভাবে রোটারীক্লাবের চিকিৎসা সংক্রান্ত তহবিলে ১০৮ টাকা দানও করেন। উল্লেখযোগ্য যে এঁরা সকলেই কর্মহীন বেকার। যুবকদের নাম, শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

—.—

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মাননীয়
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
"মুক্তি" পত্রিকা, পুরুলিয়া।

মহাশয়—

আমার এই অভিযোগ পত্রটি, আপনার বহুল প্রচারিত "মুক্তি" পত্রিকায় স্থান পাইলে বাধিত হইবে।

আমার অভিযোগগুলি নিম্নরূপ :—

"অল ইণ্ডিয়া রেডিও" (রেডিও খুলিলেই শুধু ইন্দিরার পদ বন্দনা)র কলিকাতার আকাশবাণী হইতে আজ বেশ কিছুদিন ধরে, রাত্রি ১০টার প্রচারিত "সংবাদ পরিক্রমা" নামক অনুষ্ঠানে শুধু বাংলাদেশের নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। অন্যদিকে "সংবাদ পরিক্রমায়" অন্ধ্রের কথা, কাছাড়ের কথা, উড়িষ্যার কথা, ত্রিপুরার খরার কথা, পুরুলিয়ার খরার কথা কি পরিবেশন করা যায় না? না-কি সেখানে দিল্লীর দিকে চেয়ে সিদ্ধার্থবাবুর নিষেধ আছে?

সংবাদ পত্রগুলি (বেশ কিছু দৈনিক যাদের নাম করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই) তাদের নিরপেক্ষতার অধিকার বিসর্জ্জন দিয়ে কিভাবে যে সরকারের কাছে বিক্রয় হয়ে আছে তা দেখে কি মনে হয় আমরা "বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে" (ওদের ভাষায়) বাস করছি? শুধু কি তাই? আমি-স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক (যদিও গণতন্ত্রের নাম গন্ধ আজ দেশে নেই) দেশের নাগরিক, আমি বেকার, তাই আমার নাম employment exchange এ লেখাতে গেলে, সেখানে প্রয়োজন হয় এম, এল এ অথবা এম-পির certificate : অতএব পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে আমি যে বেকার তা প্রমাণ করতে গেলে তার আগে আমাকে হতে হবে একজন যুব কংগ্রেসী অথবা ছাত্র পরিষদের সদস্য। এদের এই আচার-আচরণ দেখে মনে হয় না-কি যে সরকার সারা দেশটাকে নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি ভেবে বসে আছে? এর প্রতিকার কি হবে না? কবে হবে? কারা করবে? কিভাবে করবে? আজ নব কংগ্রেসীদের এই, এক পার্টি, একনেত্রী, এক মন্ত্র, আর একবার মনে করিয়ে দেয় হিটলারকে।

দেশের প্রতি যুবকদের কর্ত্তব্যের কথা ঐ অল্ ইণ্ডিয়ার রেডিও বা ঐ চামচ কাগজগুলির মাধ্যমে প্রচার করা হয় কিন্তু দেশের বেকারদের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য এবং বেকার যুবকদের অধিকার সম্বন্ধে তাদের মাথা ব্যথা দেখি কই?

পরিশেষে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছত্র—

'আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।"

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
২৬।২।৭৩ নামোপাড়া, পুরুলিয়া

—.—

মাননীয় "মুক্তি" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আশাকরি আপনি অবগত আছেন যে মিউনিসিপ্যালিটীর assessment এর কাজ সুরু হয়ে গেছে। কিসের জন্য এই assessment? নিশ্চয়ই কর বৃদ্ধির জন্য।

বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পাস হতে চলেছে—মানে কর-বৃদ্ধি; রেলওয়ে বাজেট পাস হতে চলেছে পরিণাম ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি প্রাদেশিক সরকারের বাজেট এসেছে—অবশ্যম্ভাবী ফল কর বৃদ্ধি, একটা ঘাড়ের উপর এতগুলো খাঁড়া! গরীব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাঁচবার আশা বিলুপ্ত। এর প্রতিকার ও প্রতিবাদ একান্ত প্রয়োজন। আশাকরি এর প্রতিকার ও প্রতিবাদের জন্য আপনারা যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ধনীর কর হ্রাস হবে এবং গরীব মধ্যবিত্তদের কর বাড়াতে দালালদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। বাৎসরিক দুর্গা পূজার মত কেন এই বাৎসরিক করভার চাপাবার ব্যবস্থা? আর assessment যদি আইনানুযায়ী অপরিহার্য্যই হয়ে থাকে তবে স্থানীয় কোন ভদ্রলোকের কি Assessor হবার উপায় নাই?

অন্য কোন উপায় না দেখে আমরা আপনাদের শরণ নিলাম ইতি—

১। সর্ব্বশ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, ২। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। ধনঞ্জয়লাল সিংহদেও ৪। ফনীভূষণ সেনগুপ্ত ৫। শঙ্কর প্রসাদ দাসগুপ্ত ৬। প্রফুল্ল কুমার চ্যাটার্জি ৭। ব্যোমকেশ মুখার্জী ৮। কৃষ্ণকিশোর সেনগুপ্ত ৯। সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী ১০। গৌরীশঙ্কর গাঙ্গুলী ১১। অবনীভূষণ মুখার্জী।

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়! ছাপাইতে অনুরোধ জানাই যে বরাবাজার ব্লকের অন্তর্গত লটপদা অঞ্চলে নোয়াডি গ্রামে প্রায় ১৬/১৭একর জমিতে গম চাষ ও আরও জমিতে আলু ও কফি চাষ হইয়াছে। ইহাতে পুষ্করিণীর জল সব শেষ হইয়াছে। এখন ধারণা হইতেছে প্রায় ৮/৯ একর জমির গম মরিয়া যাইবে। গ্রামে কোথাও পানীয় ও ব্যবহারের জল নাই। এই গ্রামে ২০/২৫টী সেচ কুয়া মঞ্জুর হইয়াছে শুনা যাইতেছে তাহাও আরম্ভের কোন লক্ষণ নাই। ঐ নিকটে কুটুরকুমা গ্রামেও পুষ্করিণীর জল প্রায় শেষ হইয়াছে মাত্র আর কয়দিন জল থাকিবে। গ্রামে পানীয় জলের কোন কিছু আশা বা ব্যবস্থা নাই। একটি টিউওয়েল খনন করা হইয়াছে তাহার কাজ ঠিকাদার সম্পূর্ণ না করায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত। যাহাতে এই কূপটির কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং এই দুই গ্রামের পানীয় জলের অতি শীঘ্র ব্যবস্থার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

শ্রীহরিহর মাহাত, কুটুরকুমা (বরাবাজার)

সমবায়ের মাধ্যমে কয়লা সরবরাহ

কয়লা সম্বন্ধে অতি সম্প্রতি সরকারীভাবে এক সংবাদে প্রকাশ যে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করর্পোরেশন (এন, সি, ডি, সি,) সমবায় সংস্থার মাধ্যমে কয়লা সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে সমবায়ের মাধ্যমে কয়লা সরবরাহের উদ্যোগ ব্যর্থ হলে এন, সি, ডি,সি, নিজেই ডিষ্ট্রিবিউটারের ভূমিকা নেবে।

এন, সি, ডি, সির ডিরেকটর শ্রীবি, এল ওয়াদেবী ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটনাতে সাংবাদিকদের জানান যে—এন, সি, ডি, সি কয়লার দাম এক পয়সাও বাড়ায়নি। বেসরকারী প্রাক্তন মালিকরা যে দাম রেখে গিয়েছিলেন এখনও সেই দামই আছে অর্থাৎ—প্রতি টনের মূল্য ৪৮ টাকা থেকে ৬০ টাকা।

—.—

রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারী ফেডারেশনের বিক্ষোভ

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারী ফেডারেশনও আন্দোলনের পথে নেমেছেন। গত ১৪ই থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যান্ত তাঁরা পথ সভা করে এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। সরকারী আমলাতন্ত্রের দমন পীড়ন নীতি; ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদককে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার ও সাময়িক বরখাস্ত করা প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেন ও প্রতিকার দাবী করেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের হারে মহার্ঘ্য ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা প্রভৃতিও দাবী করেন।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাঁদের দাবীর সমর্থনে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ঋষি নিবারণ পার্কে ২৪ ঘন্টাব্যাপী অবস্থান ধর্ম্মঘট পালিত হয়। ফেডারেশনের এই আন্দোলনে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এবং হোম গার্ড ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েসন সমর্থন জানান।

আন্দোলনের কর্ম্মসূচী অনুসারে ফেডারেশন ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে গণ অনশন করছেন।

—.—

১৯৭৩-৭৪ সনের কেন্দ্রীয় বাজেট আয় ব্যয়

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই নতুন কর ধার্য্যের বা চলতি কর বেশী করার ব্যাপারটা মোটামুটি দুইভাবে করা হচ্ছে। এক হচ্ছে উৎপাদন শুল্ক—অর্থাৎ উৎপাদন করার জন্য সরকার শুল্ক ধার্য্য করছে বা বাড়াচ্ছে আর একটা হচ্ছে বাণিজ্য শুল্ক অর্থাৎ উৎপাদনের উপর শুল্ক বাড়ছেনা কিন্তু বিক্রীর দাম বাড়ছে।

যাই হোক সবশুদ্ধ মোটামুটি এইগুলির উপর শুল্ক বাড়ছে বা নতুন করে শুল্ক ধার্য্য হচ্ছে যথা—সিগারেট, পেট্রোল, গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্লাইউড, দাড়ি কামাবার ক্রিম ও বড় রেকর্ড, রেফ্রিজারেটার ও তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন, কষ্টিক সোডা, তামার তার, রবার, কেমিকাল, গ্লিসারিন, হাতের তাঁতে তৈরী কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম তন্তু ও লাইলন, লুব্রিকেটিং তেল ও গ্রিজ, কাঠের মণ্ড, ট্যালো, কয়েক ধরণের প্লাসটিক দ্রব্যাদি ষ্টেনলেস ইস্পাত, প্রভৃতি প্রভৃতি।

এই ২৯২ কোটি টাকার একটা বড় অংশ আসবে উৎপাদনশুল্ক ও বিদেশ থেকে আমদানী শুল্ক (কাষ্টম) বাড়িয়ে বা নতুন কর ধার্য্য করে। অবশ্যই উৎপাদনকারীরা বা আমদানীকারকরা বাড়তি শুল্কের বোঝা নিজেরা বইবেন না—এটা খরিদদারদের ঘাড়েই চাপাবেন।

মোটামুটি এই কেন্দ্রীয় বাজেটের ফলে মধ্যবিত্তের খরচের বোঝা অনেক অনেক বাড়বে। তাদের খরচ শতকরা ৩০ থেকে ৫০ বাড়বেই। আজকাল যে জিনিষের উপর কর বাড়ে কেবল সেই জিনিষেরই দর বাড়েনা তার জের অন্যান্য বহু জিনিষের উপরই পড়ে। বর্ত্তমানে প্রায় সমস্ত জিনিষেরই দর বেড়েই চলেছে এই বাজেটের ফলে সেই সব কত উঁচুতে যে উঠবে তা ধারণা করা যায়না।

তারপরে চাষীদের কৃষি আয়কর। এ বিষয়ে কৃষি নিয়ে যারা আছেন তারা বুঝুন। আমরা ব্যাপারটা কি তার বিশদ বিবরণ পরে দিলাম :—

কৃষি ও অ-কৃষি আয়ের উপর সংহত আয়কর

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে কৃষি এবং অ-কৃষি আয়ের আংশিক সংহতির কথা ঘোষণা করেছেন। অ-কৃষি আয় সম্পর্কে কর-হার ধার্য করতে গেলে কৃষি আয়ের কথা বিবেচনা করতে হবে বলে কে এন রাজ কমিটি যে সুপারিশ করেছিলেন তা গ্রহণ করেই শ্রীচবন এ কাজ করেছেন।

এই পরিকল্পনা প্রযোজ্য হবে ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, অরেজেষ্ট্রিকৃত সংস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে। করদাতাদের আয়ের অ-কৃষি অংশের ক্ষেত্রে। করদাতার আয়ের অ-কৃষি অংশের ক্ষেত্রে আয়কর-হার ধার্য করার জন্য অ-কৃষি আয়ের প্রথম ৫০০০ টাকা সর্ব্বনিম্ন স্তরভুক্ত হবে। এই স্তর করমুক্ত। কৃষি আয় মধ্যবর্তী স্তরগুলির আওতাভুক্ত হবে। অ-কৃষি আয়ের বাকিটা মোট আয়ের ঊর্দ্ধতন স্তরগুলির আওতায় পড়বে।

অর্থমন্ত্রী কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধের জন্য অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের উপর উচ্চতর আয়কর-হার ধার্য্য করেছেন। বর্ত্তমানের ২৪ মাসের পরিবর্তে ৬০ মাসের বেশী সময়ের জন্য করদাতা যে মূলধনী সম্পদ রাখবেন তার জন্য তিনি করদানে সুবিধাভোগের উপযুক্ততা অর্জ্জন করবেন। এর ফলে একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে মোট আয়ের উপর আয়কর ধার্য্যের যে প্রস্তাব হয়েছে তাতে নির্বাচিত কয়েকটি আয়ের স্তরের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বক্তব্যের ফল দাঁড়াবে এরূপ :

নিচের তালিকায় ১, ২, ৩, ৪, ৫ সংখ্যার নিচে যথোপযুক্ত অংকগুলি বসান হয়েছে। ১-এর ঘরে আছে মোট আয়। অর্থাৎ আয়কর আইনে কর ধার্য্যের উপযুক্ত আয়। ২-এর ঘরে আছে কৃষি আয় না থাকলে আয়কর কত হবে। ৩-এর ঘরে আছে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নিট কৃষি আয় থাকলে আয়কর কী দাঁড়াবে। ৪-এর ঘরে আছে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিট কৃষি আয় থাকলে আয়কর কত দিতে হবে। আর ৫-এর ঘরে আছে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি আয় থাকলে আয়কর কত হবে।

কৃষি জাত আয়ের উপর আয়কর

মোট আয় (আয়কর আইন অনুযায়ী যে পরিমান আয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে)	যেখানে কৃষিজাত আয় নাই সেখানে যে পরিমান ট্যাক্স দিতে হবে	যেখানে কৃষিজাত আয় ৫০০০ টাকা সেখানে যে পরিমান ট্যাক্স দিতে হবে	যেখানে কৃষিজাত আয় ১০০০০ টাকা সেখানে যে পরিমান ট্যাক্স দিতে হবে	যেখানে কৃষিজাত আয় ২০০০০ টাকা সেখানে যে পরিমান ট্যাক্স দিতে হবে
		(টাকায়)		
১	২	৩	৪	৫
৫,০০০	—	—	—	—
৬,০০০	১১০	১৮৭	৩৩২	৪৬০
৭,৫০০	২৭৫	৪৬৮	৭২৯	১,১৫০
১০,০০০	৫৫০	৯৩৫	১,৩৯০	২,৩০০
১২,৫০০	১,০১৮	১,৬৬৪	২,২৫৩	৩,৭৩৮
১৫,০০০	১,৪৮৫	২,৩২৫	৩,১১৫	৫,১৭৫
২০,০০০	২,৮৭৫	৪,০৫০	৫,৪১৬	৮,০৫০
২৫,০০০	৪,০০০	৬,৩৫০	৮,২৯০	১১,৫০০
৩০,০০০	৬,৯০০	৯,২২৫	১১,১৬৫	১৪,৯৫০
৪০,০০০	১২,৬৫০	১৫,৫৫০	১৮,০৬৫	২১,৮৫০
৫০,০০০	১৯,৫৫০	২২,৪৫০	২৪,৯৬৫	২৯,৯০০
৬০,০০০	২৬,৪৫০	২৯,৯২৫	৩৩,০১৫	৩৭,৯৫০
৭০,০০০	৩৪,৫০০	৩৭,৯৭৫	৪১,০৬৫	৪৬,৫৭৫
৮০,০০০	৪২,৫৫০	৪৬,৩১৩	৪৯,৬৯০	৫৫,২০০
৯০,০০০	৫১,১৭৫	৫৪,৯৩৮	৫৮,৩১৫	৬৪,৪০০
১,০০,০০০	৫৯,৮০০	৬৩,৮৫০	৬৭,৫১৫	৭৩,৬০০
১,৫০,০০০	১,০৫,৮০০	১,০৯,৮৫০	১,১৩,৫১৫	১,১৯,৬০০
২,০০,০০০	১,৫১,৮০০	১,৫৬,১০৮	১,৬০,০৯০	১,৬৬,৭৫০
২,৫০,০০০	২,০০,৬৭৫	২,০৫,০১৩	২,০৮,৯৬৫	২,১৫,৬২৫
৩,০০,০০০	২,৪৯,৫৫০	২,৫৩,৮৮৮	২,৫৭,৮৪০	২,৬৪,৫০০
৫,০০,০০০	৪,৪৫,০৫০	৪,৪৯,৩৮৭	৪,৫৩,৩৪০	৪,৬০,০০০
১০,০০,০০০	৯,৩৩,৮০০	৯,৩৮, ৩৮	৯,৪২,০৯০	৯,৪৮,৭৫০

—.—

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী

১৯৬১ এর ৮নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ

(নোটিশ ফরম—৪)

১। প্রকাশের স্থান—চাইবাসা রোড, পোঃ পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ।
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক : সোমবার।
৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস : পুরুলিয়া।
৪। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—মুক্তি প্রেস : পুরুলিয়া।
৫। সম্পাদকের নাম—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ।
৬। মালিকের নাম—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—শিল্পাশ্রম : পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ।

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তাং—৫ মার্চ : ১৯৭৩ স্বাঃ রামচন্দ্র অধিকারী
পুরুলিয়া

—•—

এগুলি শুধু প্রকাশ হয়েছে

দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চুরি ডাকাতি রাহাজানি এবং মানুষের ষড়রিপু ঘটিত বহু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—তার মধ্যেও দু একটি থাকে যা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

বিহারে হাজারিবাগ জেলার কোডারমা থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি সংবাদ—

হাজারিবাগ জেলার ইচাক ব্লকের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন মহিলা শিক্ষিকা ১৯৬৬ সালে ঐ স্কুলে নিযুক্ত হন এবং ঐ ১৯৬৬ সালের নভেম্বর নাগাদ মারা যান। কিন্তু এখনও তার নামে মাসিক বেতন আসছে এবং নেওয়া হচ্ছে। এটা নাকি এখন হাজারিবাগ জেলার শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার তদন্ত করছেন।

এই ব্যাপারে আর একটি পরিস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কোডারমা মহকুমায় ৪টি সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে—তার মধ্যে বাড়হির কাছে পঞ্চমাধব গ্রামের বুনিয়াদী বিদ্যালয় একটি। এই স্কুলটি পাঁচ বছর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দৈনিক ছাত্রের উপস্থিতির সংখ্যা ৬ জনের বেশী কোনদিনই হয়নি। স্কুলে কিন্তু ৯ জন শিক্ষক আছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে—এবং এই শিক্ষকদের বেতন হিসাবে সরকার ২৪০০০৲ চব্বিশ হাজার টাকা খরচ করে থাকেন।

এটা শুধু প্রকাশ হয়েছে। বাংলা বিহার সর্বত্রই এরকম যে কত আছে তার ঠিক নেই—সেগুলি প্রকাশ হয়নি—এই যা। শিক্ষাজগতে সমস্ত পরিস্থিতির এটা দিগ্‌দর্শন।

—•—

গমের সরকারী ব্যবসা হাতে নেবার সরকারী সিদ্ধান্ত পাকা

গত ২৪শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠক হয়। গম কেনা বেচার আগামী মরসুম থেকেই গমের পাইকারী ব্যবসা হাতে নেবার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষক মন্ত্রক যে প্রকল্প তৈরী করেছেন মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে সেই প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

এই প্রকল্প অনুযায়ী গমের সংগ্রহ ও বণ্টনের প্রধান সংস্থা হবে এফ. সি, আই। পাইকারী ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাকে চাষীর কাছ থেকে কিছু পরিমান খাদ্যশস্য কিনতে দেওয়া হবে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা থাকবে। তাদের লাইসেন্স নিতে হবে এবং কতটা গম তারা বেচতে পারবে—তা সরকার নির্দ্দিষ্ট করে দেবেন।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভায় বলেন যে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ একটি বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছে। যত বাধাই আসুকনা কেন সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন পাইকারী ব্যবসা সরকারের হাতে এলে দেশের খাদ্য অর্থনীতিতে একটা পরিবর্ত্তন আসবে। খাদ্যাভাবের মনোভাবের ফলে যে মজুদ করা হয় সেই রকম মজুদ করা আর সম্ভব হবেনা।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া জেলার সর্ব্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিতায় জীবন বীমার নূতন ব্যবসা ও পলিসির সংখ্যা অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, জনসাধারণের স্বার্থে পুরুলিয়ার জীবন বীমা করপোরেশনের অফিস ইং ৪/৩/৭৩ তারিখ হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে—

নূতন ঠিকানা

লাইফ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
বাগাড়িয়া মানসন
(রাজার বেড়) বরাকর রোড, পুরুলিয়া

সকল বীমাকারী, এজেন্ট ও জনসাধারণকে বীমা সংক্রান্ত কাজের জন্য উপরোক্ত তারিখ হইতে আমাদের নূতন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

ডি, বি, রায়
ডিভিসানাল ম্যানেজার
আসানসোল

তাং—২৪/২/৭৩

WANTED

Wanted a B. Sc. (with Math.) B T. Lady teacher for Chittaranjan Girls' High School, Purulia, capable to teach Mathematics and General Science in higher classes and English in lower classes. Apply to the Secretary by 12/3/73. All applicants to appear at an interview on 14/3/73 at 7-30 A. M. in the School premises. Selected candidates to join immediately.

S. Roy. Secretary
CHITTARANJAN GIRLS' HIGH SCHOOL
PURULIA.

WANTED

Wanted a graduate lady teacher with Sanskrit in the B. A Examination (Preferably trained) against a leave Vacancy for about three months in the B. C, Girls' Jr. High School, P. O.—Chelyama. Dist—Purulia. Intending Candidates are requested to apply sharp to the Secretary and to appear before the Selection Commitee on 13/3/73 during the School hours along with academic certificates and testimonials.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ১১শ সংখ্যা | সোমবার, ১২ই মার্চ, ১৯৭৩ ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়॥
হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়॥

—রবীন্দ্রনাথ

স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে শাসক দল আওয়ামী লীগের ইতিহাস-সৃষ্টিকারী জয়লাভ

৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসনে আওয়ামী লীগের জয়

গত ৭ই মার্চ বুধবার বাংলাদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

পটভূমিকা ঃ মাত্র এক বছর হল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থে একটা বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। বিধ্বস্ত অর্থে পাকিস্তান গবর্মেন্ট—ইয়াহিয়া, ভুট্টো, টিক্কাখান এমনি হত্যাই করেছে প্রায় ৪০ লক্ষ লোককে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করে দিয়ে গেছে। একটা লোককে পিটিয়ে লাঠিমেরে তার সমস্ত হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়ে তাকে একেবারে অকর্মণ্য উত্থানশক্তি রহিত করলে যেমন হয় বাংলাদেশের অবস্থাও তাই—বরং তার চেয়েও খারাপ। তবে এর মধ্যেও তার প্রাণ ছিল। বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হলেও বাংলাদেশ মরেনি।

তারপরে পাকিস্তানের অনুচর বা পাকিস্তান প্রেমিকরা যারা রয়ে গেছে তারা পদে পদে ধ্বংস সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়ে ছদ্মবেশে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, শাসন কাঠামোকে নতুন করে গড়তে হচ্ছে। পাকিস্তানের ধ্বংস কার্য্যের ফলে দেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের অবস্থা চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুর্গতদের চেয়েও খারাপ অবস্থা। কিন্তু এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান—বাংলাদেশে শান্তি স্থাপিত করে এক নূতন গণ-তান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে এই গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নির্ব্বাচন সমাধা করলেন—মাত্র এক বছরের মধ্যে।

বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের সংখ্যাতত্ত্ব

বাংলাদেশের নূতন সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী মাত্রেরই ভোটের অধিকার আছে। আর বয়সের সীমা কমিয়ে যার ১৮ বছর বয়স—তাকেই ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী বর্ত্তমান নির্বাচনের পরিস্থিতি—

মোট ভোটার : ৩৫২২২৮৬৪
মোট আসন : ৩০০
নির্বাচন হচ্ছে : ২৮৮ আসনে
বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত : ১১ জন
নির্ব্বাচন স্থগিত : ১টি কেন্দ্রে
মোট দল : ১৪
প্রার্থী সংখ্যা : ১০৭৫
মহিলা প্রার্থী : ২
ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা : ১৫০৩৭

নির্বাচনের পরের ফলাফল

মোট আসন—৩০০
আওয়ামী লীগ (শাসক দল)—২৯১
ন্যাপ (ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি মুজঃফর আহম্মদ পরিচালিত)— ১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল— ১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ— ১
নির্দ্দল— ৫
অন্যান্য দল— ০
নির্বাচন স্থগিত— ১

যা উল্লেখযোগ্য—বিরোধী ১৩টি দলের মধ্যে মাত্র ৩টি দল ১টি করে আসন পেয়েছে। বাকী সব নির্ব্বাচনে নির্মূল হয়ে গেছে। বিরোধী দলগুলির মধ্যে বাংলাদেশে অন্যতম বিশেষ প্রভাবশালী নেতা মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি ১৬৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কিন্তু একটি আসনও পায়নি।

বাংলাদেশ জাতীয় লীগের নেতা জনাব আতাউর রহমান একজনই জয়লাভ করেছেন। ইনি পূর্ব্ব পাকিস্তানের একসময়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ইনি ধামরাই-ঢাকা থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। এই কেন্দ্রের ফলাফল হচ্ছে—

আতাউর রহমান (বাংলাদেশ জাতীয় লীগ)—৪৪৬৩৭ (নির্বাচিত)
জামালুদ্দীন (আওয়ামী লীগ)— ৪০৮৪২
আনোয়ার আলি (জাসদ)— ১০০০
এম হক খান (নির্দ্দল)— ৮৭৪

আর বিরোধীদের মধ্যে জিতেছেন যারা তাদের নাম—মুস্তাক আহম্মদ চৌধুরী (মুঃ ন্যাপ) চট্টগ্রাম থেকে; আবদুস সত্তার (জাঃ সঃ দ)—টাঙ্গাইল থেকে; জনাব আবদুল্লা সরকার নির্দ্দল কুমিল্লা থেকে; জনাব সালাউদ্দীন নির্দ্দল—ফরিদপুর থেকে; জনাব আলি আসরফ নির্দ্দল কুমিল্লা থেকে; শ্রীমানবেন্দ্র নাথ লারমা নির্দ্দল, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম থেকে; শ্রীচাই থোবাই রোয়াজা—নির্দ্দল, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে।

বিরোধী ১৩টি দল সবশুদ্ধ ৬৭৭ জন প্রার্থী দিয়েছিল তারমধ্যে পেয়েছে ৩টি।

নির্দ্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছিল ১২০ জন তারমধ্যে পেয়েছে ৫টি আসন।

যে একটি আসনে নির্বাচন হয়নি—সেটি শূন্য হয়েছিল এক পথ দুর্ঘটনার ফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব আবদুর রবের মৃত্যুতে। এপ্রিল মাস নাগাদ এই আসনে নির্বাচন হবে।

নির্বাচনে বিরাট জয়ের পরে মুজিবর রহমান কি বলেছেন

৮ই মার্চ তারিখে নির্বাচনে বিরাট জয়ের পরে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার করে ঘোষণা করেন। ঢাকাতে সমবেত সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন—

"শীঘ্রই বাংলাদেশের মাটিতে পাক যুদ্ধবন্দীদের বিচার শুরু হবে। নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এতটুকুও পাল্টায়নি। আমরা যুদ্ধবন্দীদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতেই করব এবং শীঘ্রই করব। যারা আমার দেশের মানুষের উপর অত্যাচার করেছে তাদের ছাড়ি কি করে? তবে কতলোকের বিচার হবে এখনই তা বলতে পারিনা।"

"আমার সরকার মূল কোন নীতি পাল্টাবেনা। আমরা প্রত্যেকদিন ভোরে নীতি পাল্টাবার মতো লোক নই। আমাদের চারিটি মূল নীতি হল—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।"

জয়ের সম্বন্ধে সাংবাদিকদের শেখ সাহেব বলেন যে—"এই জয় আমার জয় নয়। এই জয় জাতির জয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জয়। এই জয় আমার জনগণের জয় এবং তাদের জয় যাদের--ত্যাগ ও জীবনদানে এই স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে।"

বিরোধীদের এই শোচনীয় পরাজয় সম্বন্ধে তিনি সাংবাদিকদের বলেন —"বিরোধীদের সব রকমের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। জনগণ ওদের না চাইলে আমি কি করতে পারি? আপনারা দেখেছেন কতটা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। জনগণ স্বাধীনভাবে রায় দিয়েছে।"

তিনি বললেন—"গণতন্ত্র মানেই এই নয় যে—যে যার ইচ্ছামত কাজ করবে। গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে দায়িত্বও আছে। এখন সবাইকে তা পালন করতে হবে। অস্ত্র নিয়ে গুণ্ডামী করলে কাউকে আর বরদাস্ত করা হবেনা। কোন বিদেশী চরকেও আর বরদাস্ত করা হবেনা।

শেখ মুজিবর রহমান তার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেন যে—মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র, বেকারী এবং অন্যান্য অর্থ নৈতিক দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি কার্য্যক্রম গ্রহণ করবেন—তবে তার ভবিষ্যৎ নীতিতে ক্ষুধা এবং দারিদ্র দূর করাই সবচেয়ে প্রথম ও বড় কাজ হবে। তিনি বলেন—"আমি চাই আমার দেশের লোকেরা ক্ষুধা থেকে মুক্ত হোক। আমি চাই আমার দেশ থেকে দারিদ্র সমূলে দূর হয়ে যাক।"

বাংলাদেশে কোন সংখ্যালঘু নাই

একজন ভারতীয় সাংবাদিক ঢাকাতে মুজিবর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেন—সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে তার নুতন গবর্মেন্ট কি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে কাজ করবেন।

মুজিব উত্তর দিলেন "বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বলে কিছু নাই—আমরা সবাই বাঙ্গালী।

বিরোধীরা কে কি বলছেন

ন্যাপ এর (মুজঃফর—এরা মস্কোপন্থী) সাধারণ সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ ভট্টাচার্য্য বলেন —"সরকারী দল আওয়ামী লীগ শুধু প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবহার করেনি, পুলিশ, রক্ষীবাহিনী ও সমাজ বিরোধীদের অস্ত্র দিয়ে বিরোধী ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে। বিরোধী পক্ষের ভোটাররা যেতে পারেনি। সিলেট কুমিল্লা ও বরিশালে কোন কোন এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে।

হাসপাতালে মৌলানা ভাসানি (সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিরোধী-পন্থী) আক্ষেপ করে বলেন—"আমি সব বিরোধী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট করতে চেষ্টা করেছি—পারিনি। সব দলই চান মাতব্বরী করতে। আমাকে বহুলোক হাসপাতালে জানিয়েছেন প্রচুর ভুয়া ভোট পড়েছে। আমি মুজিবকে বলেছি তুমি দেশ থেকে যদি অরাজকতা দূর করতে না পার—তোমার অবস্থা হবে আয়ুবের মত।"

অভিনন্দন জ্ঞাপন

ভারতবর্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশে নির্বাচনের এই ঐতিহাসিক জয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেছেন "আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার অগ্রগতির জন্য যে পথ বেছে নিয়েছে সেই পথে অবাধ গতিতে চলবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশই যে আদর্শে উৎসর্গীকৃত সেই আদর্শের দিকে আমরা—আপনার গবর্মেন্ট এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগীতা নিয়ে চলব।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সঙ্গে বলেন যে—আমি এবং আমার সহকর্মীরা আমাদের অন্তরের সাগ্রহ সংবর্দ্ধনা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে এটা একটা শাশ্বত গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে যে—এমন একটা অত্যন্ত কঠোর সংগ্রামের পরে তারা অবাধ ও স্বাধীন ভোটে তাদের মনোমত একটি গবর্মেন্ট নির্বাচন করেছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এডওয়ার্ড হীথ ৮ই তারিখে শেখ মুজিবর রহমানকে তার দলের বিরাট জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।

—•—

হস্তিমূর্খের ব্রহ্ম-জ্ঞান

পুরুলিয়া কংগ্রেসের মুখপত্র হিসাবে একটি জাতীয়তাবাদী পাক্ষিক পত্রিকা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। এর সম্পাদক—বিশিষ্ট ও কুখ্যাত সাম্প্রদায়িকতাবাদী একজন বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী বিরোধী—লোক সভার সদস্য। পত্রিকাটির মুদ্রাকর বর্ত্তমান কংগ্রেসের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যার কাছে বিশ্বের যাবতীয় রহস্য বাক্স।

এ হেন পাক্ষিকের ৭ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যা ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি যথাযথ মুদ্রিত করে দিলাম—

মহাত্মা গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তী

গত ৩০শে জানুয়ারী সকাল ৮টার সময় জেলা কংগ্রেস অফিসে জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তী ভাব গম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়। (বড় টাইপ আমাদের)

জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ডাঃ তারাপদ রায় মহাশয় গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন। সর্ব্বশ্রী লালদেব মাহাত, শরৎচন্দ্র দাস এম. এল. এ, রামকৃষ্ণ মাহাত এম, এল, এ, টাউন কংগ্রেসের সম্পাদকগণ ফনীন্দ্র নাথ চট্টোঃ, শরৎচন্দ্র রায়, যুবরাজ মাহালী, কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ চট্টোঃ, শম্ভু বক্সি সহ-সভাপতি টাউন কংগ্রেস নকুল রায়, করালী পদ দে, সনৎ কুমার মিত্র প্রভৃতি বহু কংগ্রেস কর্মিগণ পুস্পার্ঘ দান করেন। সন্ধ্যায় গান্ধীজীর জীবন আদর্শের ও কর্ম্মধারার বিষয় বিষদভাবে আলোচনা হয়। বেলা ৯টার সময় স্থানীয় আদালত প্রাঙ্গণে জেলাধীষ শ্রীললিত নারায়ণ পারিয়ার আই, এ' এস মহাশয় গান্ধীজীর মূর্তিতে ও সহীদ বেদীতে মাল-দান করেন। জেলার মহকুমা হাকিম শ্রীমুখার্জী সহ অন্যান্য অফিসারগণ ও পুস্পার্ঘ দান করেন। সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রি শ্রীমতী উষা চট্টোঃ মহাশয়ার পরিচালনায় জাতীয় সঙ্গীত ও রামধুন সুললীত কণ্ঠে গীত হয়।

জেলা কংগ্রেস ও টাউন কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও পুস্পার্ঘ দেওয়া হয়। জেলা ও টাউন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মূর্তিতে পুস্পার্ঘ দেওয়া হয় বেলা ১১টার সময় সরকারী অফিসে দু মিনিট নিরবে দণ্ডায়মান হইয়া গান্ধীজীর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। (এখানেই শেষ)

৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস নয় গান্ধীজীর নিধন দিবস--মৃত্যু দিবস। ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্ম দিবস—এবং সেই দিনই জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়ে থাকে।

প্রকাশিত সংবাদটির সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করা চলেনা। এটা ঠিক ভুল নয়—এটা অজ্ঞতার বাচালতা। যারা সেখানে উপস্থিত হয়ে গান্ধীজীর আত্মার শান্তি কামনা করেছিলেন তারা কি সকলেই ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তী পালন করেছিলেন? বলবার কিছু নেই। পুরুলিয়া জেলার লোক এই সব হস্তিমূর্খদের লোকসভায় বিধান সভায় পাঠায় আর এরা সব সেখানে ভাঁড়ের ভূমিকায় বিধান সভায় ও লোক সভায় হাসির খোরাক জোগান। আর এরাই যখন কেন্দ্রে, রাজ্যে এবং জিলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—অর্থাৎ দেশবাসী এদের অধিষ্ঠিত করেছেন—তখন যত অনর্থই হোক না কেন—বলবার কিছু নেই।

গান্ধীজীর আত্মার শান্তি কামনার দরকার নেই। কারণ তিনি নির্বান লাভ করেছেন। তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। কারণ এরাই জীবন্ত গান্ধীজীকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে চিতায় দাহ করছে এবং কবরে সমাধি দিচ্ছে। এই হস্তিমূর্খরা ভারতের ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পুরুলিয়ার শাসন প্রশাসন, ক্ষমতার ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন অবাধে বিচরণ করলে—পুরুলিয়া জেলার লোকেরা মহানির্বান লাভ করবেন।

———

মুক্তি

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭৯, সোমবার

বাংলাদেশের জয়

বাংলাদেশে নির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগের যে অতুলনীয় জয় হয়েছে তা অপ্রত্যাশিত নয়। তিনশ আসনের মধ্যে আওয়ামী-লীগের-নয় এমন যে আট জন জয়লাভ করেছেন, তার মধ্যে তিনজন তিনটি রাজনৈতিক দলের এবং পাঁচজন নির্দ্দলীয়। পাঁচজন নির্দ্দলীয়ের ব্যাপারে রাজনৈতিক আদর্শ, কর্ম প্রভৃতির কোন প্রশ্নই আসেনা—তারা তাদের ব্যক্তিগত প্রভাবে জয়লাভ করেছেন। তিনটি রাজনৈতিক দলের তিনজন প্রার্থী সম্বন্ধে একটু আলাদাই করে বলতে হয় যে—এরা যে জয়লাভ করেছেন সেটাও ঐ ব্যক্তিগত প্রভাবেরই ব্যাপার বলে মনে হয়—অন্ততঃপক্ষে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য ও বিবরণ বেরিয়েছে--তাতে এই ধারণাকেই সমর্থন করে। সাধারণভাবে বিরোধী কোন ব্যক্তি বা দলের নীতি বা আদর্শের জন্য বাংলাদেশের লোক ভোট দেয়নি মুখ্যতঃ তারা ব্যক্তিকেই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে।

আওয়ামী লীগের সম্পর্কে এই কথাটাই বাস্তব যে বাংলাদেশের ভোটারদের মধ্যে যে শতকরা ৫৫ জন ভোট দিয়েছেন তাদের শতকরা প্রায় ৭৪ জন যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছেন - তারা প্রধানতঃ শেখ মুজিবর রহমনের নেতৃত্বকেই অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন—চেয়েছেন।

বাংলাদেশের নির্ব্বাচনেও অনেক কারচুপি হয়েছে বলে কোন কোন মহল থেকে শুধু অভিযোগ নয় জোরালো অভিযোগ করা হচ্ছে। হয়তো হতে পারে। কতদূর কি হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশিত না হলে ও বিষয়ে আলোচনা যুক্তিযুক্ত হবেনা। এসব সত্বেও সকলকেই এটা স্বীকার করতেই হবে যে—এরকম বিরাট জয় ভোটার জনগণের বিপুল সমর্থন ছাড়া সম্ভব নয়-- হতে পারেনা।

বাংলাদেশে মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব যে এরকম সমর্থন পেল এটা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। মুজিব তার দৃঢ় নেতৃত্বের উৎকর্ষ দ্বারা এই সমর্থন অর্জ্জন করেছে - যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা দলের দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

অন্যান্য অনেক দিক বাদ দিলেও দেখা গেছে ১৯৭০ সনে বর্ত্তমান বাংলাদেশ—প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছিল। নির্ব্বাচন হয়েছিল সরাসরি পাকিস্তান সরকারের অধীনে, শাসনে ও নিয়ন্ত্রণে। মুজিব ও আওয়ামী লীগ তখন জবরদস্ত পাকিস্তান সরকারের বিরোধী শক্তিই শুধু নয় প্রবল বরোধী শক্তি--যার এবং যাদের অস্তিত্ব পাকিস্তান সরকার একেবারে বিলুপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নাই - কারণ মুজিবের নেতৃত্ব পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণকে সমস্ত সংকটে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে পরিচালিত করে তাদের মধ্যে এক আপোষহীন সংগ্রামী শক্তিকে উদ্বোধিত করেছিল, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণশক্তি, যুবশক্তি ও জনশক্তি বিশ্বে অকল্পনীয় দানবীয় ধ্বংসের তাণ্ডবের মোকাবিলা করে নিজেদের পরাজিত হতে দেয় নাই। ১৯৭০ সনের নির্ব্বাচনকে ইয়াহিয়া খান তথা পাকিস্তান সরকার প্রথমে অবাধ ও স্বাধীন নির্ব্বাচন বলে ঘোষণা করে পরে নিজেদের দুষ্কার্য্যের সাফাইয়ের জন্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে কারচুপি করার অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু তখনকার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে একথা আরও দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে বিরোধী শক্তি হিসাবে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন কারচুপীতে দখল করা সম্ভব নয়। নিরঙ্কুশ প্রবল জনসমর্থনেই কেবলমাত্র এরকম জয় সম্ভবপর হয়।

১৯৭০ সনে মুজিবর রহমানকে যে পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল --সেটা ছিল অপমান, অত্যাচার, লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ একটা জাতির মুক্তির অভিযানে। সেই নেতৃত্বের মধ্যে দুর্ব্বোধ্য কিছু ছিলনা, ফাঁকি ছিলনা—সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও স্বার্থহীনভাবে জাতির আশা ও আকাঙ্খার মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার সাধনা ছিল। আর ছিল জাতির বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যের জন্য অনমনীয় আপোষহীন দৃঢ়তা ও নিজেদের ভাবনা ও শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়।

তারপরে যখন দানবীয় ধ্বংস-তাণ্ডবে পূর্ব পাকিস্তানকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করার জন্য অভিযান চলেছিল তখন মুজিবের নেতৃত্ব জাতির মধ্যে যে ভাব ও শক্তির সঞ্চার করেছিল তার অনুপস্থিতিতে সেই ভাব রূপে মূর্ত্ত হয় এবং শক্তি সংহত হয়ে দুর্দ্দমনীয় প্রতিরোধে পরিণত হয়। শেখ মুজিবর রহমান জাতিকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তার নেতৃত্ব তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির অপেক্ষা রাখে নাই।

আজ এই নেতৃত্বই বাংলাদেশের বাঙ্গালী জাতিকে তার কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় জীবনকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে আর নেতৃত্ব কোথায়? ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোন নেতৃত্বের কোন আহ্বানে আজ বাঙ্গালী জাতি সাড়া দেবে —মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আহ্বানকে অস্বীকার করে? বাংলাদেশের আজিকার নির্বাচনকে অনুধাবন করতে হলে মুজিবের নেতৃত্বের পূর্বাপর পটভূমিকায় ঘটনা ও কর্ম্মের পরম্পরাক্রমে একে দেখতে হবে। তাহলেই এই তত্ত্বই সঠিকভাবে উপলব্ধ হবে যে—সমস্ত বাঙ্গালী জাতি এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুজিবের এই আহ্বানকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। মুজিবের যে নেতৃত্ব জাতিকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে—আজ সেই নেতৃত্ব সেই জাতির কাছে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হল।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ করে এই নেতৃত্বের বিষয়ে কিছু আলোচনা অপরিহার্য্য। মুজিবের নেতৃত্বকে--মুজিববাদ বা কোন ব্যক্তিবাদ বলবনা। বাংলাদেশের বাঙ্গালী জাতি আজ অন্ধের মতো মুজিবের পিছনে চলেছে—একথাও ঠিক নয়। যারা এই নির্ব্বাচনের সাফল্যকে নির্বাচনে কারচুপির পরিণতি বলে এর ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ করতে চাইছেন তাদের সেই প্রচেষ্টাও সঙ্গত অথবা ঠিক নয়। যদি ১৯৭০-এর নির্বাচনে মুজিবের নেতৃত্ব ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয় সম্ভব করে তুলতে পারে তবে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ এর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লাগাতার পরিস্থিতির বিচার করলে আজ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসনে মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের জয়লাভ খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত।

এই নেতৃত্বকে যারা ছোট করে দেখবেন বা দেখাতে চাইবেন তারা ভুল করবেন। সমষ্টিগতভাবেই হোক বা ব্যক্তিগতভাবেই হোক এর চেয়ে অধিকতর নেতৃত্বশক্তি অর্জ্জন করবার এবং নেতৃত্ব দেবার সকলেরই সুযোগ ছিল এবং আছে। সে পথে বাধা কোন দিক দিয়েই নেই। যে কোন সংঘ বা ব্যক্তি তাদের বা তার কর্ম্ম ভাব ও সাধনা দ্বারা কোন শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্যে এর পরিবর্ত্ত নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারলে কেউ তা আটকাতে পারবে না। কিন্তু একে ছোট করে এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে এর বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টার দ্বারাই সেই বাঞ্ছিত অবস্থা আসবেনা। দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণই যদি কাম্যলক্ষ্য হয় তবে এই নেতৃত্বের কর্ম্মধারায় সে বিষয়ে যেখানে যেখানে ত্রুটি থাকবে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সম্ভাব্য ব্যবস্থার দ্বারাই সেটা সাধা হবে। যে কোন নেতৃত্ব যদি তা অস্বীকার করে বা অগ্রাহ্য করে তবে ক্ষুদ্র বলে আপাতপ্রতীয়মান ত্রুটিগুলিই নাশধর্মী হয়ে সেই নেতৃত্বকে বিনাশ করবে।

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নুতন দেশ নুতন জাতির গঠনের যে যাত্রা সুরু হল তাকে আমরা আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে সংবর্ধনা করছি। এই সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য বলে মনে করি যে—ভারতের স্বাধীনোত্তর কালের নেতৃত্ব, পরিস্থিতি ও পরিণতি যেন বাংলাদেশের সংগঠকরা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। এবং তার অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের নীতি ও ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে নির্ধারণ করে গ্রহণীয় যা এবং বর্জনীয় যা তাতে দৃঢ় থেকে কর্ম ও ব্যবস্থার রূপদান করলে--বাংলাদেশ কল্যাণের পথে যাবেই। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দেশের জনগণকে সংবিধানে সার্বভৌম লিখে জনশক্তিকে অস্বীকার করে কায়েমী স্বার্থশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে মানুষের মূল্যকে মূল্যহীন করেছে। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে গণনারায়ণকে সর্বসিদ্ধির শক্তি বলে নেতৃত্বকে এক মাত্র সেই শক্তির উপর নির্ভর ও ভরসাশীল করতে পারলে সত্যকারের মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রে মানুষের মূল্যকে অমূল্য করতে পারবে। পূর্ব দিগন্তে নবারুণের আলোকে ভারত ও বিশ্বের মানব এই মহামূল্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করি তাদের কামনা সার্থকহবে।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

পুরুলিয়ায় শিল্প স্থাপনের ঘোষণা

পুরুলিয়ায় বহু কিছু প্রকল্পের জন্য সরকারের বহু কোটি টাকার ঘোষণা পুরুলিয়ার লোকেরা বছর বছর ধরে শুনছে। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসে—এই প্রকার ঘোষণা ততই ঘন ঘন হতে থাকে।

সম্প্রতি দুটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

গত বুধবার ৭ই মার্চ পঃ বঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন কালে কংগ্রেস সদস্য শ্রীসুকুমার ব্যানার্জীর প্রশ্নের জবাবে শিল্প মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে—পুরুলিয়া জেলার মধুকুণ্ডাতে মিশ্র ইস্পাত এবং ঝালদায় সিমেন্ট কারখানা "নিশ্চয়ই স্থাপিত হবে"। তিনি জানান ভারতের সিমেন্ট করপোরেশনের রিপোর্ট তাদের বিবেচনাধীন। মিনারেল করপোরেশনকেও চুনা পাথরের (লাইম ষ্টোন) খোঁজ করতে বলা হয়েছে। পুরুলিয়া পৌর এলাকায় আর একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও প্রশ্ন ও জবাব হয়।

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে খনি ও ইস্পাত দপ্তরের ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীসুবোধ হাঁসদা বলেন যে—জেনারেল এলয় ষ্টীল লিমিটেড কোম্পানীকে পুরুলিয়াতে বাৎসরিক ২৫০০০ টন মিশ্র ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের জন্য এক কারখানা স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই কোম্পানীর সঙ্গে বৈদেশিক সহযোগীতার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করছেন।

উৎপাদন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য কোম্পানী সরকারকে অনুরোধ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সেগুলির পরীক্ষা করছে।

তাকে প্রশ্ন করা হয়—কবে থেকে বাস্তবে একাজ আরম্ভ হবে।

কেন্দ্রীয় ডেপুটি মন্ত্রী জবাবে বলেন—No fiirm date regarding its Commission could be indicated—অর্থাৎ কবে থেকে এর কাজ আরম্ভ করা হবে তার স্থির নির্দ্দিষ্ট তারিখের সময়ের কোন আন্দাজও দেওয়া যেতে পারে না।

যথারীতি পুরুলিয়া জেলায়—মিশ্র ইস্পাতের কারখানা, বাৎসরিক ২৫০০০ টন ইস্পাত পিণ্ডের কারখানা এবং সিমেন্ট কারখানা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় জলবুদ্বুদের মতোই উঠে শেষ হয়ে গেল।

হস্তিমূর্খ নির্ব্বাচনের পূর্ব পর্য্যন্ত আরও বহু শিল্প বহু কারখানা বহু ফ্যাক্টরী স্থাপনের ঘোষণা চলবে কিন্তু কাজ সুরু করার দিন স্থিরও হবেনা—আর আসবেও না।

আসামে বাংলা ভাষা নিয়ে সংগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

কিছুদিন পূর্ব্বে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী ও আসামের সরকারী তরফের সঙ্গে আসামের বিশেষ করে কাছাড়ের বাংলাভাষী নেতৃবৃন্দের বৈঠক ভেঙ্গে গেল। বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই যে গত ৪ঠা মার্চ শিলচর থেকে কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ কাছাড় থেকে নির্ব্বাচিত দুজন রাজ্যমন্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে আসামের ভাষা সমস্যার সমাধান না হলে তারা যেন মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন।

৪ঠা মার্চ তারিখেই বদরপুরে সংগ্রাম পরিষদের এক সভা হয় ঐ সভায় ২জন মন্ত্রী সহ ১৪ জন এম, এল, একে অনুরোধ জানান হয়—বিধান সভার বাজেট অধিবেশন পর্য্যন্ত যদি ভাষা সমস্যার সমাধান না হয় তবে তারা যেন বিধানসভা বয়কট করেন।

সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ জানান যে তিনি পরিষদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মেনে চলবেন।

প্রকাশ যে বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আর একটি বৈঠক অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। গত বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় ভবিষ্যৎ আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপন্থের যোগদান অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু বৈঠকের তারিখ সম্বন্ধে এখনও কোন ঠিক না হওয়ার জন্য কাছাড়ের কংগ্রেস ও সংগ্রাম পরিষদ উভয় দলই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তারা আশা করেছিলেন যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়তো ৪ঠা মার্চ রবিবারের মধ্যেই হবে কিন্তু তা হয়নি।

আসামের ভাষা সমস্যা নিয়ে গতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক বা আসাম রাজ্যসরকারই হোক তারা কোন ন্যায্য সমাধান করতে চান না— তা চাইলে এত বৈঠক ও সংগ্রামের প্রয়োজন হত না এ সমস্যা গুরুতর নয় খুবই সোজা কিন্তু অসমীয়াদের এবং রাজ্যে ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের প্রাদেশিক বিদ্বেষ এবং কেন্দ্রের বাংলাভাষী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে অবহেলা এবং অসমীয়াদের সন্তুষ্টি বজায় রাখার মনোভাবের জন্য—এই সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে।

৮ই মার্চ এর এক সংবাদে প্রকাশ যে—আসামের সরবরাহমন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ ৮ই তারিখে নয়া দিল্লীতে এসেছেন আসামের ভাষা বিতর্কের ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা করবেন। তিনি জানান যে—তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কাছাড়কে পৃথক করতে চান না

গত ৮ই মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের উপমন্ত্রী শ্রী এফ এইচ, মহসীন রাজ্য সভায় জানান, আসাম থেকে কাছাড় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাকে পৃথক করার জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ এসেছে। কিন্তু সরকার আসামের কোন অঞ্চলকে পৃথক করতে চান না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহসীন আরও জানান, এধরণের পৃথকীকরণের বিরোধিতা করেও কেন্দ্রের কাছে দরবার করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার ও শাস্তি

৮ই মার্চের আর এক সংবাদে প্রকাশ : শ্রী এন আর, চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহসীন এদিন রাজ্যসভায় জানিয়েছেন যে, কাছাড়ে সাম্প্রতিক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৭,৯৬৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে ২৯৯ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়। আসাম সরকারই এ তথ্য দিয়েছেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মহাশয়

আপনারা প্রায়ই সরকারের বিরুদ্ধে কেন যে লিখেন তাহা আমি একটুও বুঝি না—অথচ সরকারী বিভাগে নানা কাজে যে সতর্ক দৃষ্টি তাহা যদি আপনি জানেন, তবে আমি জোর দিয়ে বলছি আমাদের তো লজ্জা হয়ই আপনাদেরও নিশ্চয়ই লজ্জা হতো। একটি উদাহরণ দিই—তুলিনে পঃ বঃ সরকারের একটি লাক্ষাকেন্দ্র আজ প্রায় ১০।১৫ বছর আছে।

তাহাতে কি নাই? মোটা টাকার ঘর ভাড়া, ম্যানেজার তার সহকারী, ইঞ্জিনড্রাইভার; যেখানে যা সাজে সবই আছে, চৌকিদারও আছে, দূরে পুকুর হতে জল নেবার জন্য পাম্প আছে, লম্বা পাইপ আছে, ভিতরে দানা ধোয়ার মেসিন। এইরূপ আর একটি কেন্দ্র আছে বলরামপুরে—দুটির মাথায় আছেন এল. ডি. ও সাহেব।

পুরুলিয়া জেলার নিজস্ব শিল্প এই লাক্ষার উন্নতির জন্য পঃ বঃ সরকার মাসে মাসে বিরাট অঙ্কের টাকা অবলীলাক্রমে ব্যয় করে চলেছেন।

সম্প্রতি তুলিন কেন্দ্রের ম্যানেজারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। কলকাতায় সরকারী শিল্প বিভাগে নিশ্চয়ই ধন্য ধন্য পড়ে গেছে যে; উপরওয়ালাদের এমন সতর্ক দৃষ্টি যে কোন কর্ম্মচারী ফাঁকি দিতে পারবে না। এ যেন সেই ঘোড়ার ডিম কেনা বেচার অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামানো, কাগজের পর কাগজ লেখালেখি চলছে বিরাট অঙ্কপাত।

তুলিন লাক্ষা কেন্দ্রে ৫।৭ বছর কাজ কর্ম্ম বন্ধ জলের পাইপ হয়তো বা ইঞ্জিন প্রভৃতি চুরির কাজে কত আগেই এ নিয়ে সংবাদ পত্রেও বহু সংবাদ বেরিয়েছে। সরকারের নজর পড়ে নাই। অবশ্য কেহ না ভাবেন যে ঘর ভাড়া বা কর্ম্মচারীর বেতন বাকী ছিল। এখন তবে ম্যানেজার সাসপেণ্ড কেন? না হলে যে আইন থাকে না উপরের খাতাপত্রে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, বিরাট কাজ চলছে। গাফলতির জন্য সাসপেণ্ড মাসের পর মাস বেতন নেওয়াই যেখানে একমাত্র কাজ তার আবার কাজ না করার শাস্তি ইহাই সরকারী কানুন।

পুরুলিয়া জেলায় লাক্ষা শিল্পের উন্নতির জন্য প্রতিবৎসর এত কর্মচারী এত অর্থ ব্যয় তার ফল কি হলো হচ্ছে এবং হবে তাহা কি কেহ একটু দেখবেন?

তাং—৫.৩.৭৩
তুলিন।

শ্রীপীতাম্বর কান্দু
তুলিন, পুরুলিয়া

আসামের ভাষা সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণ নেই

নয়াদিল্লীর ৯ই মার্চের সংবাদে প্রকাশ যে—আসামের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর জন্য ৯ই আসামের সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

শ্রীপুরকায়স্থ প্রধানমন্ত্রী মতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভরতির ব্যবস্থার দাবিতে কলকাতায় আসামের বেশ কিছু ছাত্র অনশন করছেন।

শ্রীমতী গান্ধী শ্রীপুরকায়স্থের মাধ্যমে ছাত্রদের অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীপুরকায়স্থ ভাষা সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে, সি, পন্থের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল : জটিল অবস্থার অবসানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং কাছাড় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে যুক্ত বৈঠক হবে তাতে শ্রীপন্থের যোগদান।

শ্রীপুরকায়স্থের রাজধানী সফরের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, সর্ব-দলীয় কাছাড় সংগ্রাম সমিতি সম্প্রতি এক প্রস্তাব নিয়েছেন যে, যদি ১৫ মার্চ্চের মধ্যে ভাষা সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে কাছাড় থেকে নির্বাচিত ২ জন মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করতে হবে। কাছাড়ের কংগ্রেস আ্যাকশন কমিটি ১৪ মার্চ্চ এক বৈঠকে বসে ওই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং মন্ত্রীদ্বয়কে যথাযথ উপদেশ দেবেন।

দুজন মন্ত্রীসহ বারজন এম, এল, এ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যদি ভাষা সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে তাঁরা যেন বিধানসভার অধিবেশন বয়কট করেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ১৬ মার্চ্চ। কাছাড় জনগণের দাবি, কাছাড়ে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে, যেখানে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তাছাড়া, ডিব্রুগড় এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসামী ভাষা ছাড়াও পরিবর্ত্ত মাধ্যম হিসাবে বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী রাখতে হবে। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসামী ভাষাই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। গৌহাটিতে দশ বছরের জন্য দ্বিতীয় মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে রাখা হয়েছে। কাছাড়ের জনগণ চান, অন্ততঃ ডিব্রুগড়ে গৌহাটির নিয়ম চালু করা হোক।

অন্ধ্র প্রদেশের ব্যাপারে চরম পত্র

অন্ধ্র সম্বন্ধে পরিস্থিতিটা ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে অন্ধ্রের পৃথকবাদী নেতা শ্রীচুন্না রেড্ডী এবং অন্যান্য পৃথকবাদী কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের প্রথম দফা দেখা শোনা ও আলোচনা শেষ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্র অন্ধ্ররাজ্য পৃথক করার দাবী মেনে নেবেন কিনা তার কোন লক্ষণই তারা দেখতে পাননি।

৮ই তারিখে শ্রী রেড্ডী সাংবাদিকদের বলেন যে তিনি ৯ই তারিখে আবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। হায়দ্রাবাদে রওয়ানা হবার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে তিনি (রেড্ডী) তাদের পৃথক করণের দাবী সম্বন্ধে জনসাধারণকে কি বলবেন—সেটা প্রধানমন্ত্রী তাকে বলুন।

এই পৃথকবাদী নেতার দৃঢ় অভিমত এই যে অন্ধ্রপ্রদেশ বিভক্ত করার সিদ্ধান্তে কেবল রাজ্যের জনগণের স্বার্থই রক্ষা হবেনা—কংগ্রেস-দলের স্বার্থও এতে বজায় থাকবে। তিনি সতর্ক করে বলেন যে—তা যদি না হয় তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

তিনি বলেন যে—এপর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রী অথবা কোন কেন্দ্রীয় নেতাই রাজ্যের বিভক্ত করণের দাবী খারিজ করেননি।

শ্রী রেড্ডী বলেন—"কেন্দ্র যদি তাদের রাজ্য বিভক্ত করার দাবী অগ্রাহ্য করেন তবে আমরা আমাদের দাবী ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকবো না। যাতে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ হয় সেটা দেখতে আমি কৃতসংকল্প।

শ্রীচুন্না রেড্ডী কেন্দ্রীয় নেতাদের বলেছেন অন্ধ্রপ্রদেশ বিভক্ত করার জন্য জনমত যাচাই করার ব্যাপারে না হয় গণভোটই নেওয়া হোক যদি —জনগণ যে এবিষয়ে একমত সেদিকে তাদের কোন সন্দেহ থাকে। যাই হোক তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।

এদিকে অন্ধ্রের প্রাক্তনমন্ত্রী শ্রীচেন্না রেড্ডীর নেতৃত্বে—'পৃথক তেলেঙ্গানার জন্য কংগ্রেস ফোরামের' গত ৬ই মার্চ হায়দ্রাবাদে এক অধিবেশনে দাবী করা হয়েছে যে—পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব তেলেঙ্গানার জনসাধারণ মেনে নেবে না।

যাই হোক এদিকে সব দেখাশোনা আলোচনা শেষ করে পৃথকবাদী নেতা চুন্না রেড্ডী—কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক মাসের সময় দিয়ে এক চরমপত্র দিয়েছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা গরিবী হটানো যায় না

গত ৭ই মার্চ নয়া দিল্লীতে স্থানীয় একটি মহিলা কলেজের এক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধী তার ভাষণে বলেন যে—ভারতবর্ষ এখন এক যুগসন্ধির মধ্য দিয়ে চলেছে যার ফলে জনসাধারণের ও জাতির কিছু দুঃখকষ্ট অপরিহার্য্য। তিনি বলেন গত ২৫ বৎসরের মধ্যে দেশে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে এবং একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে—ভারতবর্ষ আজ এক যুগ থেকে অন্য যুগে যাচ্ছে। এই যুগ পরিবর্তনের সময় কিছু ক্লেশ ও কষ্ট অপরিহার্য্য হবেই।

দারিদ্র-সমস্যার সম্বন্ধে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে— যদিও গবর্মেণ্ট জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য—যা কিছু করা দরকার সবই করছেন তবুও দারিদ্র কখনও সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না। কোন দেশেই এটা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু দরিদ্র শব্দটাই আপেক্ষিক শব্দ (রিলেটিভ টার্ম)। খুব ধনী দেশেও কিছু লোক আছে যারা দরিদ্র।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আজ এই উপলব্ধি কি অভিজ্ঞতার ফলে না অক্ষমতার ফলে? কারণ জনসাধারণ এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারে যে নির্বাচনের সময় 'গরীবী হটাও' এর শ্লোগান সম্পূর্ণ ধোঁকার শ্লোগান ছিল—এবং এখনও আছে।

তবে আমরা মনে করি দারিদ্রটা কোন আপেক্ষিক শব্দ নয়। এ মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রার একটা অতি প্রয়োজনীয় অবস্থার অভাব। তবে দারিদ্র যে দূর করা যায় না তা নয়—তবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বা তার অনুবর্তিদের দ্বারা সম্ভব নয়। এরা দারিদ্র বাড়িয়েই যাবেন—যাচ্ছেন। কারণ শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দারিদ্র দূর করা নয় লোকের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করা। কেউ আছেন কি যে এই সত্যের প্রতিবাদ করতে পারেন?

সরকারী ওষুধপত্র বে-আইনীভাবে রাখার অভিযোগে ৬ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার

গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীএস, ডি, মল্লিক সদল বলে সহরের একটি বিশিষ্ট ওষুধের দোকান 'সেবা ভবনে' হানা দেন। উপরোক্ত ঔষধের দোকানে দুইবার খানাতল্লাসী করা হয় এবং প্রকাশ, কিছু সরকারী হাসপাতালের জন্য সরবরাহ করা ঔষধপত্র আটক করা হয়। তারপর উক্ত ঔষধের দোকানের মালিকের গৃহ খানাতল্লাসী করে প্রচুর পরিমাণ সরকারী সেণ্ট্রাল মেডিকাল ষ্টোর্সের ওষুধপত্র; সরকারী ডাক্তারদের নিকট প্রদত্ত "ফ্রী স্যাম্পল" এবং বিনা লাইসেন্সে রাখা বেবী ফুড উদ্ধার করা হয়। আরও প্রকাশ, খানাতল্লাসীর প্রাক্কালে বে-আইনীভাবে রাখা ঔষধপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করার অভিযোগে তিনজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঔষধের দোকানের মালিক, কম্পাউণ্ডার ও সেলসম্যানকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৯৪০ সালের ড্রাগস এণ্ড কসমেটিকস্ এ্যাক্টের ২৭ নং ধারা অনুসারে সকল আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সূত্রে ধৃত রিক্সাচালককে কেবল জামীনে মুক্ত করা হয় বাকী ৬জন আসামীকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

ধৃত আসামীদের নাম শ্রীঅশোক মুখার্জ্জী, শ্রীকালিদাস মিত্র, শ্রীসমর উপাধ্যায় (খাদ্য কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টার) শ্রীস্বপন সিংহ, শ্রীতড়িৎ ব্যানার্জ্জী ও শ্রীপরেশ সরকার (সরকারী কর্ম্মচারী)।

খানাতল্লাসীর সময় স্থানীয় ড্রাগস্ ইন্সপেক্টার সরকারী ঔষধপত্র সনাক্ত করেন।

মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন পুরুলিয়ায় প্রথম অধিবেশন—১৯৭৩

গত ৩রা ও ৪ঠা মার্চ মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের দুই দিন ব্যাপী অধিবেশন পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শান্তিনিকেতনের খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুধীর করণ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী দুর্গা ঘোষ উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী তাঁর স্বাগত ভাষণে অধুনালুপ্ত মানভুম জেলা ও বৃহত্তর মানভূমের লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির অখণ্ডরূপের ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেন। জেলার বিশিষ্ট লোকনৃত্য ছ-নাচকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সন্তোষজনক সমাধান ছ-নাচ বিষয়ক বিশেষ আলোচনা সভার মাধ্যমে সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এই সম্মেলনের অন্যতম বিশেষ শাখারূপে মানভূম সেমিনারের অনুষ্ঠান হয় এবং এই সেমিনারে মানভূম ও বৃহত্তর মানভূমের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ব, নৃতাতত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডঃ বিজয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য; অধ্যাপক মনোরঞ্জন ব্যানার্জী; শ্রীক্ষুদিরাম মাহাত, শ্রীপশুপতি মাহাত, শ্রীমিহির চক্রবর্ত্তী প্রমুখেরা। অধ্যাপক হরিনারায়ণ মিশ্র এই সেমিনার পরিচালনা করেন।

সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সুবোধ তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে পুরুলিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা "ছত্রাক" কে কেন্দ্র করে গঠিত যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী এই সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনে অগ্রণী হয়েছিলেন তার বিবরণ দেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি; রাষ্ট্রপতির সচিব শ্রীঅশোক মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য ডঃ রমা চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট সুধীবর্গের শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করা হয়।

এই সম্মেলনের সূত্রে আয়োজিত মানভূম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রীএল বি পরিয়র মহাশয়। এই প্রদর্শনীতে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জেলা সংগ্রহশালার প্রত্নতাত্বিক সম্পদ সমূহ; লোক সেবক সংঘের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি ও শিলালিপি; শ্রীমতী রেখা মল্লিক ও শ্রীঅনিল চৌধুরীর সংগৃহীত প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন; প্রাচীন পুঁথি; ফসিল, নৃতাত্বিক নিদর্শন প্রভৃতি, শ্রীঅজিত মিত্রের সংগৃহীত টেরাকোটা; শিলালিপি, বিবিধ খনিজ প্রস্তর এবং জনজীবনের দৈনিক ব্যবহার্য্য সামগ্রী, শীকারের অস্ত্র প্রভৃতি শ্রীশত্রুঘ্নাদিত্য দেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।

প্রথম দিনের অধিবেশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে টুসু, ঝুমুর, ভাদু, করম, অহীরা: প্রভৃতি লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমিহির বরণ সিংহ দেও; শ্রীআহ আনসারী, শ্রীপ্রভাত ব্যানার্জী, শ্রীত্রিলোচন মাহাত প্রমুখ বিশিষ্ট লোকশিল্পীগণ, নিস্তারিনী কলেজের ছাত্রীগণ ছ-নৃত্যের অনুকরণে একটি মনোজ্ঞ নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপিকা আঙ্গুর মাইতি ও শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনের প্রথম কার্য্যসূচী ছিল—ছ-নাচ বিষয়ক সিম্পসীয়াম তথা আলোচনা সভা। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ লোকনৃত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত ডঃ কে, এল, ভার্ম্মা। এই সভা উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ। এই আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত; ডাঃ সুধীর করণ; শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ; শ্রীঅচিন্ত্য গঙ্গোপাধ্যায়; শ্রীঅরুণ প্রকাশ সিং প্রমুখেরা এবং বিশিষ্ট লোকনৃত্যবিদ শ্রীগোকুল রায়; শ্রীহীরালাল রায়; শ্রীধনঞ্জয় মাহাত প্রমুখেরা। এই আলোচনা সভার আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীঅজিত মিত্র।

বৈকালে সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু এবং এই সভা উদ্বোধন করেন জেলা ও দায়রা জজ শ্রীপি, কে, রায় মহাশয়। সাহিত্য সভার কবি সম্মেলনে শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী বেণু দেবী হাজরা, শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রতীপ দাসগুপ্ত, শ্রীশান্তি সিংহ, শ্রীবিমলেন্দু ত্রিপাঠী, শ্রীছবিন্দ্র রায় প্রমুখেরা অংশ গ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার কবি ও কবি বিষয়ক আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী সর্বচৈতন্য। শ্রীদেবল দেববর্মা (অজিত চট্টোপাধ্যায়) স্বরচিত গল্প পাঠ করেন। শ্রীপরিতোষ বন্দোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর গল্প শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। পুরুলিয়ায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার উপর আলোচনামূলক শ্রীসুশান্ত হাজরার প্রবন্ধ শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। পুরুলিয়ার নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীসন্তোষ রায়ের প্রবন্ধ শ্রীসতীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। শিশু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীউৎপল হোম রায়। মানভূমের একটি রূপকথা পাঠ করেন শ্রীঅরুণ প্রকাশ সিংহ। সাহিত্য সভার সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক অপূর্ব্ব সান্যাল।

সভাপতি শ্রীমনোজ বসু তাঁর ভাষণে ভাষা আন্দোলনের উল্লেখ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অমর সহীদ ও মানভূমের বীর সন্তানদের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেই সূত্রে আসামে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতি তীব্র ধিক্কার জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে শাখা সভাপতি ও বিশিষ্ট অতিথিদের পক্ষ থেকে ডঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য; ডঃ সুধীর করণ; ডঃ কে, এল, ভার্ম্মা; শ্রীমাণিক সরকার প্রমুখেরা সম্মেলন সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত জ্ঞাপন ও পরামর্শ দান করেন।

সর্ব্বশেষে মূল সভাপতি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় তাঁর সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং অনুষ্ঠান শেষে কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমতী দুর্গা ঘোষ উদ্বোধনী ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

"দুই দিনব্যাপী মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে স্থানীয় লোকসাহিত্য অনুরাগীগণ গভীর আগ্রহে এখানকার সংস্কৃতির যথাযথ অনুশীলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতেছে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইতেছে যে—

মানভূম সংস্কৃতি যথাযথ অনুশীলন ও সংরক্ষণ করিবার জন্য মানভূম সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হউক।"

—•—

সদর হাসপাতালের শৌচাগারের শোচনীয় অবস্থা!

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের আপাতঃ উন্নতি কিছু হয়েছে। কিন্তু রোগীদের শৌচাগারগুলি দেখলে শিউরে উঠতে হয়। হাসপাতালের নিজস্ব সাফাইকর্মী এবং হাতের কাছে P. W. D. থাকা সত্বেও একটি আরোগ্যশালায় এই নরকগুলিকে কেন রাখা হয়েছে, বোঝা মুস্কিল।

হাসপাতালের অধিকাংশ রোগী আধুনিক শৌচাগারের ব্যবহার জানেন না—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করা যায় না, অথবা নালা অবরুদ্ধ হয়ে নোংরা জমে থাকলে সেই অবস্থাতেই ফেলে রাখতে হবে, এটা অবশ্যই মানা যায় না। রোগ নিরাময় যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য সেখানে রোগসৃষ্টির কতকগুলি আধার জিইয়ে রাখা অতুলনীয় অপরাধ। কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিন।

WANTED

One Part-time lecturer in Bengali for Two months. Women candidates preferred. Candidates must be at least 2nd Class M A. in Bengali with 2nd class Honours Remuneration of Rs. 100/- (Rupees One hundred) fixed per month. Apply to the Principal, Nistarini College, P O. & Dt. Purulia on or before 15-3-73 and appear for interview on 17-3-73 at 11 A. M. in the college office with all the original degrees and diplomas. No T. A. and D. A. is admissible for the journey.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | সোমবার, ১৯শে মার্চ, ১৯৭৩, ৫ই চৈত্র, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ॥
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে—আত্মাকে অবসন্ন করিবেনা। কেননা আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই আত্মার শত্রু।

নিজেকে নিজেই উদ্ধার করবে—নিজেকে কখনও অবসাদগ্রস্ত কোরোনা কেননা তুমি নিজেই নিজের বন্ধু, তুমি নিজেই নিজের শত্রু।

ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ, জাতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এই সত্য অমোঘ শাশ্বত সত্য।

—)(•)(--

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

কর্ত্তৃপক্ষ কি এই দুর্বৃত্ততার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন?

মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু
মাননীয় মহাশয়,

আপনার নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে গত জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের থেকে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের বাসিন্দা—কতকগুলো ঘটনা প্রথম থেকেই ঘটছে যাতে আমরা—বিপন্ন বোধ করছি।

প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যক চোঙ্গা প্যান্ট ও ধোপদুরস্ত পোষাক পরিহিত বিশ চব্বিশ বৎসরের তরুণ আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভেতর ঢুকে পড়ছে এবং তাদের লক্ষ্য আমরা—এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দ। অথচ এই প্রতিষ্ঠানের দুইটি প্রধান গেটের উপরই লেখা রয়েছে 'Residential Institution', 'Tresspass is not allowed' অনুসন্ধানে জেনেছি এরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী পলিটেকনিক কলেজের হোষ্টেলে অবস্থানকারী ছাত্র। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের মাত্র কিছু সংখ্যক নির্দ্দিষ্ট তরুণই পুনঃ পুনঃ এরূপ আচরণ করছে। যাতে বোঝা যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্রই সদাচার সম্পন্ন। মাত্র কয়েকজনের বিকৃত আচরণের ফলেই আমাদের উদ্বিগ্নবোধ করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই তারা আমাদের হোষ্টেল এলাকায় ঢুকে পড়ে। এবং তাদের কাজের মধ্যে দেখতে পাই বিশেষভাবে আমাদের ব্লকের সম্মুখে ঘোরাঘুরি—অযাচিত বাক্যালাপের চেষ্টা, উপদেশ প্রদান বিদ্রূপ ইত্যাদি। এর জন্যে অত্যন্ত বিব্রত এবং অস্বস্তিবোধ করলেও কোনও প্রকার অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব যাতে না হতে পারে তার জন্য আমরা সহ্য করেছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে দুইটি বিশেষ ঘটনার ফলে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা বারোটার পর আমাদের মধ্যে দুইজন ছাত্রী বাসে করে বাড়ী যাচ্ছিল। পলিটেকনিক গেটের সামনে থেকে কয়েকজন তরুণ ঐ বাসে ওঠে এবং তাদের মধ্যে একজন পরিষ্কার বাংলায় আমাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি কি জে, বি, টির ছাত্রী" তারপর তারা নিজেদের মধ্যে হিন্দিতে কথাবার্তা বলেছিল আমাদের প্রসঙ্গেই—একজন বলল, "আমি যদি জে, বি, টিতে যাই তবে এক ঘণ্টার মধ্যেই কুড়িটা মেয়েকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিতে পারি।

তারপর দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলাকার ঘটনা। সেদিন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাত্র ৮ জন ছাত্রী ছিলাম এবং সকলেই "শ্রীঅরবিন্দের দেহাবশেষ দর্শনের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুলে যাই। আমাদের মধ্যে ৪ জন পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে সেখান থেকে সন্ধ্যা ৬-৩০ এ জীপে করে পলিটেকনিক গেটের ভেতর দিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে একজন তরুণ সাইকেলে করে জীপটির অনুসরণ করে এবং দেখে যে চারজন ছাত্রী জে, বি, টি কলেজের হোষ্টেলের গেটের সামনে নামল। ছাত্রী চারজন আপন ভবনে পৌছাবার কিছুক্ষণ পরে দেখতে পায় যে সার্ট পেণ্ট পরা চারজন তরুণ আমাদের হোষ্টেল এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে মেয়েদের বাথরুমের দিকে উকি দিচ্ছে। তারপর ছেলেদের ভবনের সামনের দিকে ঘুরে কোন কিছু লক্ষ্য করে। তাদের এইরকম সন্দেহজনক আচরণে ভীত হয়ে আমরা বিষয়টী সহপাঠী ভাইদের ডেকে তাদের জানাই, ছুটির দিন থাকায় তারা অল্পসংখ্যক উপস্থিত ছিল। সংবাদ পেয়ে তারা আমাদের ভবনের সামনে দ্রুত ছুটে আসে। এই সময় আমাদের একটি ঘরের পেছনের জানালায় উপর্য্যুপরী করাঘাত শোনা যায়। ভায়েরা পেছনের দিকে গিয়ে কাউকে দেখতে পায়না তাদের মধ্যে একজন একাকী আমাদের বাথরুমের দিকে অনুসন্ধানার্থে অগ্রসর হয় ঠিক তখনই তার বুকে একটা ইটের বড় টুকরো এসে পড়ে এবং বাথরুমের ভেতর থেকে ছুটে এসে তার গলা টিপে ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় কিন্তু জ্ঞান হারাবার পূর্ব্বেই সে লক্ষ্য করেছিল যে দুষ্কৃতকারীরা সংখ্যায় চারজন এবং তারা লুকিয়েছিল মেয়েদের বাথরুমের মধ্যে ও সামনে।

এই দুইটি ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি বিশেষভাবে আতঙ্কিত এইটি উপলব্ধি করে যে রাতের অন্ধকারে মেয়েদের বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে যে তরুণরা তাদের উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে! এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয়ের একার পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্রীকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। এই কলেজের অতীতের ঘটনা থেকে জেনেছি পূর্ব্বতন ছাত্রীদের পক্ষেও এমনি লাঞ্ছনা বারে বারে ঘটেছে। জানিনা এই দুষ্কৃতকারীদের হাতে আমাদের ভাগ্যেও কোন মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ঘটবে কিনা—বিপন্ন আমরা—এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দ। জেলার কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়ার যুবক তরুণ ও পুরুলিয়ার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের উপর বহিরাগত বিকৃত রুচি তরুণদের দ্বারা লাঞ্ছনার হাত থেকে আমাদের স্থায়ীভাবে রক্ষা করুন।

নিবেদন ইতি—
ভবদীয়া জে, বি, টি,' র ছাত্রীবৃন্দ।

—•—

দায়ী কে হবে?

মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু
মহাশয়,

আমার বাড়ী চণ্ডীকর লেনে। চণ্ডীকর লেনে সমস্ত জল ৮/৯ বৎসর আগে আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন একটা নর্দ্দমার মধ্য দিয়ে চলে যেত সোজা বুঁচাবাঁধে। তারপর গত ৫/৬ বৎসর আগে আমাদের বাড়ীর পিছনের সেই নর্দ্দমা পাঁচিল দিয়ে বন্ধ করে দেয় সেই থানের একজন বাসিন্দা। কেউ কিছু বাধা দিল না—মিউনিসিপ্যালিটি নাকে তেল দিয়ে তখন ছিলেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তারপর জল পড়তে লাগল গিয়ে আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা ডোবায়। আস্তে আস্তে ডোবা ভরে সেই পচা দুর্গন্ধময় জল উঠে এলো আমাদের বাড়ীর উঠানে। তারপর বার বার মিউনিসিপ্যালিটির কাছে আবেদন করলাম অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে। কিছু গ্রাহ্য করল না। একটা মেথর পাঠিয়ে কর্ত্তব্য শেষ। আবার আবেদন জানালাম কারণ তা নাহলে ঘর ধ্বসে যাচ্ছে। একই ব্যাপার।

কিছুদিন হল সেই নর্দ্দমার শেষ প্রান্তও বন্ধ হয়ে গেছে। জল জমে আছে আমাদের উঠানে আর বাড়ীর পাঁচিল সংলগ্ন নালায়। বাড়ীর পূর্ব প্রান্তটা ফেটে ধ্বসে এসেছে।

এখন আমার প্রশ্ন আমাদের এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে? কে দিবে এর ক্ষতি পূরণ?

ইতি

শ্রীকমল কিশোর তেওয়ারী

চণ্ডীকর লেন, পুরুলিয়া।

—•—

বোম্বাইতে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়

গত ৯ই মার্চ বোম্বাইতে মিউনিসিপ্যালিটির করপোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে কংগ্রেসের নেতারা বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

বোম্বাই করপোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যা ১৪০ বর্ত্তমানের নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ১৩৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। তার মধ্যে এবার মাত্র ৪৫টি আসনে জয়লাভ করেছে।

অন্যান্য সব দল যে সংখ্যক আসন পেয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হল। ব্রাকেটের মধ্যে সংখ্যা গতবারের সংখ্যা।

শিবসেনা (৩৫)—৩৯; মুসলীম লীগ (২)— ৬, জনসঙ্ঘ (২)—১৫; সোস্যালিষ্ট পার্টি—৮; সংগঠন কংগ্রেস—৮; সি. পি. আই—৩; সি, পি, এম,--১; নির্দলীয়—৫।

কংগ্রেসের পক্ষে এই পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল। কংগ্রেস এই নির্বাচনে সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এবিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিল। এই নির্বাচনে বোম্বাইতে নয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও আরও দুই জন মুখ্যমন্ত্রী প্রচার অভিযান চালিয়েছেন এবং তাদের ও কংগ্রেসের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে রেল মন্ত্রী শ্রীটি, এ. পাই এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত ছিলেন। দেখা গেল এদের কোন প্রভাবই ভোটারদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই।

এদের অভিযান ছাড়াও প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রতি ভোটারদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন—"আপনারা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সেই রকম ব্যক্তিকেই ভোট দিন যারা দক্ষ, কর্মিষ্ঠ, প্রগতিশীল—যারা নূতন ভারতের ভাবনার প্রতীক, যারা দেশে যে বৃহত্তর শক্তি কাজ করেছে তা অনুধাবন করে এবং যারা নাগরিকদের সত্যকারের চাহিদা পূর্ণ করবে।

কিন্তু এই বাণী ভোটারদের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তারই করতে পারে নাই। তার একটা অন্যতম প্রধান কারণই হল-যে রকম গুণবান প্রার্থীকে শ্রীমতী গান্ধী ভোট দিতে বলেছিলেন—কংগ্রেসের প্রার্থীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার বিপরীত লোক ছিলেন। সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—বোম্বাইতে মুসলীম লীগের এত বেশী সংখ্যক আসন লাভ। জনসংঘ ও শিবসেনাও বেশী আসন পেয়েছে।

এই নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে বোম্বাইয়ের জনসাধারণ সমগ্রভাবে কংগ্রেসের সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছে। লোকের চাহিদামত এবং কংগ্রেস নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং সাধারণভাবে দেশের—বিশেষ করে গরীব জনসাধারণের—জন্য কিছুই করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলেই বোম্বের লোকেরা মনে করে--এবং এই ভোটের মধ্য দিয়েই তারা তা প্রকাশ করেছে।

—•—

রেজিষ্ট্রেশন কর্ম্মচারী সমিতির স্মারকলিপি

পশ্চিমবঙ্গ রেজিষ্ট্রেশন কর্মচারী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে কর্মচারীদের বিভিন্ন স্থানীয় ও সার্বিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে গত ১৫-৩-৭৩ তারিখে জেলা নিবন্ধকের নিকট রেজিষ্ট্রেশনে কর্মচারীদের গণ স্বাক্ষর সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্থানীয় দাবীগুলির অন্যতমগুলি হল—(১) একমাত্র পুরুলিয়া জেলাতেই 'একস্ট্রা মোহরারদের দ্বারা ইনডেক্স" করার প্রথা বাতিল; (২) সরকারী নিয়মানুযায়ী এই জেলায় আরও অধিক সংখ্যক অফিস খোলা এবং (৩) অফিস ঘরের সংস্কার সাধন করে কাজকর্মের উপযোগী করে তোলা। কর্মচারীদের পক্ষে স্মারকলিপি পেশ করেন সর্বশ্রী রজতবরন ব্যানার্জী, নেপাল চৌধুরী এবং তরণীকান্ত কুইরী। স্মারকলিপির প্রতিলিপি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশনে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হয় এই কর্মসূচীর মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশনে কর্মচারীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে।

—•—

গরিবী হঠাও ?

কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পরিমান

বছর	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	মোট
১৯৬১-৬২	২ কোটি	৫৫'১ কোটি	৫৭'১ কোটি
১৯৬২-৬৩	২৭'২ কোটি	৪৩'৫ কোটি	৭০'৭ কোটি
১৯৬৩-৬৪	৬৫'৫ কোটি	১৯৫'৩ কোটি	২৬০'৭ কোটি
১৯৬৪-৬৫	১৪'৮ কোটি	২৫'৫ কোটি	৪০'৩ কোটি
১৯৬৫-৬৬	১২'৯ কোটি*	৬'৫ কোটি	—
১৯৬৬-৬৭	৫২'৭ কোটি	৪১'৮ কোটি	৯৪'৫ কোটি
১৯৬৭-৬৮	—	৫৬'২ কোটি	৫৬'২ কোটি
১৯৬৮-৬৯	১'৮ কোটি	৪৮'৯ কোটি	৫০'৭ কোটি
১৯৬৯-৭০	১১'০ কোটি	৮৫'৩ কোটি	৯৬'৩ কোটি
১৯৭০-৭১	৫'০ কোটি	১১৯'৮ কোটি	১২৪'৮ কোটি
১৯৭১-৭২	৪৫'৫ কোটি	২১৪'৫ কোটি	২৬০'০ কোটি
১৯৭২-৭৩	১৪'১ কোটি	১০৯'৪ কোটি	১২৩'৫ কোটি
১৯৭৩-৭৪	১৪'০ কোটি	২৩৬'০ কোটি	২৫০'০ কোটি

* ১২'৯ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ কর কমানো হয়েছে।

সূত্র : ইকনমিক টাইমস' ১-৩-৭৩

উপরের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত ৯ বছরে শাসক কংগ্রেস সরকার মোট প্রত্যক্ষ কর বসিয়েছে ১৭৪'৯ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ কর বসিয়েছে মোট ৫৫৮'১ কোটি টাকা।

আর ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হবার পর, শ্রীমতী গান্ধীর শাসক "কংগ্রেস" "সমাজতন্ত্র" ও "গরিবী হঠাও" এর নাম করে, ১৯৭০-৭১ সাল থেকে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত যে পর পর চারিটি বাজেট পেশ করেছেন, তাতে এই মাত্র চার বছরে শাসক ইন্দিরা কংগ্রেস মোট মাত্র ৭৮'৬ কোটি টাকা এবং ৬৭৯'৭ কোটি টাকার বিরাট পরিমাণ পরোক্ষ কর বসিয়েছেন।

—গণশক্তির সৌজন্যে

—•—

বেকার সমস্যা

(মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত)

পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ বেকার হাজার হাজার চাকুরীর আশায় পথ চেয়ে দিন গুনছে। সরকারী ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছিল ডিসেম্বরে চাকুরী হবে। হয় নি। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী গেল। এমনিভাবে দিন মাস বছর পেরিয়ে যাবে। এত লোকের চাকুরী হবে না, কিছুই হবে না—কারণ চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, পবিত্র প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, বেকার সমস্যা সমাধানের এটাই কি যথার্থ এবং বৈজ্ঞানিক পথ?

যেদিন মুখ্যমন্ত্রী সজোরে ঘোষণা করলেন যে সাড়ে সতের হাজার বেকার যুবককে চাকুরী দেওয়া হবে সেদিনই ভাবা উচিত ছিল সব কিছু। তিনি ভাবেননি কারণ তাঁরা জেগে ঘুমান। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কি কথা বলে? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চোটে সাধারণ মানুষ দিশেহারা, কল কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি কাগজে কলমে হচ্ছে, নতুন কলকারখানা স্থাপিত হয়নি। এমতাবস্থায় বেকার সমস্যার সমাধান হবে—ভাবাটা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই "সরকারী চাকরী দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে"—এই মর্মে যে ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে আমরা কি বলব, মিথ্যাচার না লোক ঠকানোর কৌশল? যাইহোক বর্তমান সরকার যে বেকার সমস্যা সমাধানে অপারগ সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। লক্ষ লক্ষ বেকারের কাজ করার ঘর বাঁধার স্বপ্ন এ রাজত্বে আর সফল হবে না কারণ স্বয়ং শ্যামই হয়েছেন নেশাখোর।

—•—

মুক্তি

৫ই চৈত্র, ১৩৭৯, সোমবার

পতন ও অভ্যুদয়

এই সৃষ্টিতে সবই চলমান—স্থায়ী এবং স্থাণু কিছু নেই বলে—বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। এবং কোন কোন মহাপুরুষ এই জগত এবং জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে সকলেরই গতি ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সবই ঢেউয়ের মতো চলছে। উঠছে পতনের জন্য পড়ছে উঠবার জন্য। একভাবে কিছুই থাকেনা। যে জিনিষ ওঠে তল থেকে শীর্ষে—তার রূপান্তর হয়, আর যে জিনিশ শীর্ষ থেকে নামে তখনও তার রূপান্তর হয়। এ একেবারে বাস্তব তত্ত্ব।

ভারতবর্ষে বর্তমানে চারপাশে তাকালে এবং পরিষ্কার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে যে পরিবর্তনটা লক্ষিত হয় সেটা যেন খুব একটা সুস্থ অবস্থার পরিচয় দেয় না। বিপ্লবের কথা বলছিনা—বিকাশ দ্বারাও পরিবর্তন হয় তবে সে পরিবর্তনটা একটা উন্নত অবস্থার প্রকাশ করে।

ভারতের রাজনৈতিক গগনে ১৯৭১-১৯৭২ এই সময়টা যেন একটা যুগসন্ধির যুগ।। নূতন তত্ত্ব কিছু না থাকলেও নূতন নেতৃত্বের সম্মুখে, পশ্চাতে দক্ষিণে, বামে—সমস্ত দেশটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কোন যুক্তি নেই, যুক্তির কোন স্থানও নেই, অবস্থা ও পরিস্থিতির কোন সমীক্ষা নেই, সৎ এর কোন মূল্যায়ন, অসতের কোন বাধা নেই—কর্দমাক্ত জলের প্লাবন সব এক করে দিল। লোকে তারই মধ্যে ভরসা করতে লাগল—অন্ধকার দূর হবে—হচ্ছে।

আজ পরিক্রমা করে দেখা যাচ্ছে—জাতি যেন ব্যর্থতার ক্ষোভে নড়তে আরম্ভ করছে। রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করে অযোধ্যায় যখন ফিরলেন হাজার হাজার বাঁদর তার সঙ্গে এসে বাধাহীন উৎপাতে অযোধ্যাবাসীদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিল। আজ ভারতবাসীর জীবনেও সেই একই রামায়নের পুনরাবৃত্তি চলছে। শ্রীকৃষ্ণ খুবই বাস্তববাদী ছিলেন গোটা মহাভারতটাই তার সেই পরিচয় দেয়। তিনি একটা শাশ্বত সত্য অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য বলে গেছেন—যার কোন ব্যতিক্রম কোন সময়েই হতে পারে না। সব যুগে, সব দেশে মানুষের মধ্যে একটা অবস্থা আসে যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়; সাধু যারা তাদের মাথায় যত দুষ্কৃতকারীরা ডাণ্ডা মেরে লাফায়। কিন্তু এটা স্থায়ী হয়না। যে নিয়মেই হোক না কেন--কোন অবতার রূপেই হোক বা গণশক্তি অতিষ্ট ও মরীয়া হয়েই হোক—নির্মমভাবে এদের ধ্বংস করে ফেলে। এ হতেই হবে—না হলে এ পৃথিবীটা বা পৃথিবীর কোন দেশই আর মানুষের বাসের যোগ্য থাকতে পারেনা। সৃষ্টিতে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য রাখার জন্য প্রকৃতির এটা নির্মম ব্যবস্থা।

ভারতের নানাদিকে এখন সমস্যাসঙ্কুল চাঞ্চল্য অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রকট হয়ে চলেছে। পুরাতন যে কংগ্রেস ভেঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নূতন কংগ্রেস করে নূতন সৃষ্টির ভরসা দিয়েছিলেন সে ভরসা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যে নূতন উপাদান নিয়ে যাত্রা করা হোল সে উপাদানগুলিই পূর্বের চেয়েও আরও খারাপ। ফলে তাদের কাজের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াই শুধু নয় সরাসরি জনজীবনে নানাদিক দিয়ে কুকাজ ও দুষ্কার্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ঢেউ চলেছে সে ঢেউয়ের ঢাল এখন নিচের দিকে। এরা এখন দুষ্কৃতকারী হয়ে সাধুদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে লাফাচ্ছে।

আজ মনিপুর থেকে গুজরাট, আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি জায়গায় নূতন কংগ্রেসকে নূতন নূতন সমস্যা নিয়ে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কিন্তু মোকাবিলা করার মত কোন শক্তি সম্বল তাদের নেই—এক সরকারী শক্তি ছাড়া। এই অবস্থা এক নূতন অবস্থা ও পরিস্থিতিকে সৃষ্টি করে চলেছে যার ফলে—বর্তমান নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী। তবে এরপরে কার--কাদের অভ্যুদয় হবে তার জন্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই করতে হবে শুধু নয় তাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখতে হবে। বর্তমান সাধু যারা আছেন তাদের সামনে এইটাই কাজ এবং একমাত্র কাজ।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

কেরলে কংগ্রেস সি, পি, এম, নির্ব্বাচনী আঁতাত

কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম থেকে ১৩ই মার্চের খবর—

কেরল রাজ্যের মাল্লাপুরম জেলার তিরুর পৌরসভার সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ও সি, পি, এম, নির্ব্বাচনী আঁতাত করে একজোট হয়ে নির্ব্বাচন লড়বে বলে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা করেছে।

ভারতবর্ষে সি, পি, এম, ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্ব্বাচনী আঁতাত এই প্রথম। তারপরে কেরলে যেখানে সি, পি, এম, এর মন্ত্রিত্ব ছিল—সেই মন্ত্রিত্বকে উৎখাত করে সি, পি আই ও কংগ্রেসের মিলিত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা চলছে এবং সি, পি আই এই কোয়ালিশনের পাণ্ডা।

কেরলে সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা হচ্ছেন মিঃ জন মনজুরান। ইনি সি, পি, এম এর সমর্থনে কেরালা বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন যে—কংগ্রেস ও সি, পি এম, নিজেদের সুবিধাবাদী বলে প্রকাশ করল। একটি কি দুটি আসনের জন্য এরা শয়তানের সঙ্গেও জোট বাঁধতে পারে।

অবশ্যই মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন একটা স্থানীয় ব্যাপার, তা হলেও এটা রাজনৈতিক গতি বর্জিত নয়। এবং এটা দেখা গেছে—কি মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কি অন্যান্য ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর নির্বাচন কোন ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের সঙ্গে সি, পি, এম, কোন দিন কোন ক্ষেত্রেই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে তো বটেই--জোট বাঁধেনি।

সেই জন্যই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস—সি, পি, এম, নির্ব্বাচনী আঁতাত একটা বিশেষ ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা কি।

কেরালাতে মাল্লাপুরম জেলাতে মুসলিম লীগের প্রভাব ও প্রাধান্য খুবই বেশী--ঐ জেলার ভিতরে তো বটেই। মুসলিম লীগ সেখানে ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এদিকে মুসলিম লীগ আবার কেরালায় সি, পি, আই, কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের এক বড় শরীক। কেরালায় মুসলিম লীগ বেশ ভাল সংখ্যক আসনের মালিক। সেজন্য সি, পি, এম, এর নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের মুখ্যমন্ত্রীত্বে যখন কেরালায় যুক্তফ্রন্ট গবর্মেন্ট ছিল তখন মুসলিম লীগকে শরীক করতে হয়েছিল। এবারেও অচ্যুৎ মননের নেতৃত্বে যে সরকার তাকেও মুসলিম লীগকে শরীক করতে হয়েছে।

যাই হোক এই নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় ২৪টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১৩টি আসন দাবী করে এবং বাকীগুলি বিভিন্ন দল যারা আছে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলে।

দুটো কারণ। একটা হল কংগ্রেস কিছুতে সরকারীভাবে মুসলিম লীগের প্রাধান্য স্বীকার করতে চায়না আর একটা হল ওখানকার যুব কংগ্রেসের চাপ--যারা মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন প্রকার জোটের বিরোধী। বিশেষ করে বোম্বাই করপোরেশনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ২টোর জায়গায় ১৫টি আসন পাবার ফলে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই সবের ফলে কংগ্রেস রাজী হলনা—তবে কংগ্রেস অথবা সি, পি, এম, একক লড়াই করলে কেউ সুবিধা করতে পারবেনা—আর মুসলিম লীগের বেশী প্রাধান্য হলে দুই দলেরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন সে জন্য কংগ্রেসকেও মুসলিম লীগ ও সি, পি, এম, এর মধ্যে বাছাই করতে হল।

কংগ্রেসের এই ব্যাপারে মুসলিম লীগেরা সব রেগে গেছে। তাদের সব কাগজ বলছে--কি! কংগ্রেস সি, পি, এমকে দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু বলেছে আর তারই সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে? এই ব্যাপার কেরালার কোয়লিশন মন্ত্রীত্বের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

যাই হোক ভারতেও রাজনৈতিক মহল কেরালার এই কংগ্রেস সি, পি, এম এর নির্ব্বাচনী জোটের ব্যাপারে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। যদিও ক্ষুদ্র একটি মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনের ব্যাপার তা হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাপক।

—•—

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক মন্ত্রীসভা

গত ১৬ই মার্চ ঢাকাতে বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবসহ মন্ত্রিসভার ২১জন সদস্য শপথ নিলেন। জাতীয় ভাষা বাংলায় শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি আবু সঈদ চৌধুরী। মন্ত্রীদের সকলেই ক্যাবিনেট পর্যায়ের।

বিদায়ী মন্ত্রিসভার ২৩ জন সদস্যের মধ্যে তিনজন বাদ পড়েছেন। মন্ত্রিসভার একজন নূতন লোক এলেন শ্রীমনোরঞ্জন ধর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইনি জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাছাড়া ফণিভূষণ মজুমদারও মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। তিনিই সর্বজ্যেষ্ঠ। বয়স ৭২। সর্বকনিষ্ঠ কামাল হোসেন।—বয়স ৩৬।

রাষ্ট্রপতি আবু সঈদ চৌধুরী বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রথমে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে শপথ বাক্য ও মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করান। তখন বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৪০ মিনিট।

মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের দফতর

১৬ই মার্চ রাত্রে গণভবনে মন্ত্রীসভার সচিব কর্তৃক মন্ত্রীদের দফতরের নাম ঘোষিত হয়।

(১) প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান প্রতিরক্ষা, মন্ত্রিসভা সম্পর্কীয়, যোজনা ও অফিস সংক্রান্ত।

(২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম—শিল্প, রাষ্ট্রীকৃত শিল্প, পাটকল করপোরেশন।

(৩) শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ—অর্থ, পাট রপ্তানী, পাট ট্রেডিং করপোরেশন, পাট বোরড পাট মারকেটিং ও পাট সম্পর্কীয় অন্যান্য।

(৪) শ্রীমনসুর আলি—রেলওয়ে, যোগাযোগ, সড়ক ও বন্দর।

(৫) খোন্দকার মুসতাক আমেদ--সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ ও জল সম্পদ।

(৬) এ এইচ এম কামারুজ্জমান—বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য।

(৭) ডাঃ কামাল হোসেন—বিদেশ দফতর।

(৮) শ্রীমনোরঞ্জন ধর—আইন ও সংসদীয় দফতর।

(৯) ফণিভূষণ মজুমদার—খাদ্য ও সরবরাহ।

(১০) শ্রীজহুর আলো চৌধুরী—শ্রম ও সামাজিক দফতর।

(১১) অধ্যাপক ইউসুফ আলি—শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধূলা।

(১২) শ্রীমতিয়ার রহমান--সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও স্বায়ত্তশাসন।

(১৩) ডাঃ মফিজ চৌধুরী--প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা।

(১৪) শ্রীসোহরাব হোসেন—পূর্ত ও শহর উন্নয়ন।

(১৫) আবদুল মান্নান--স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।

(১৬) শ্রীআবদুস সামাদ—কৃষি।

(১৭) জেনারেল এ জি ওসমানী—জাহাজ, অসামরিক ও বিমান চলাচল, আন্তঃ নদী পরিবহণ এবং ডাক ও তার বিভাগ (এটি নতুন)

(১৮) শ্রীমীজানুর রহমান চৌধুরী--ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

(১৯) আবদুল মালেক উকিল—স্বরাষ্ট্র।

(২০) শ্রীআবদুল রব সারিনিয়াবত—ভূমি প্রশাসন, ভূমি পুনর্গঠন, ভূমি রাজস্ব; এই সঙ্গে নতুন মৎস্য দফতরও।

(২১) শ্রীআবদুল আজিজ—তথ্য ও প্রচার।

মন্ত্রিসভার সচিব শ্রীতওফির ইমাম—সাংবাদিকদের কাছে বলেন—যে সমস্ত দফতর মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি, সেগুলি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বেই থাকবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিনন্দন

বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সার্থকরূপে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৬ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে অভিনন্দন জানায়।

অভিনন্দন বার্তায় শ্রীব্রেজনেভ প্রেসিডেন্ট পদগরনি ও প্রধান মন্ত্রী শ্রীআলেকসি কোসিগিন বলেছেন, আওয়ামী লীগের এই বিপুল জয় সরকারের কর্মসূচীকে বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনেরই প্রকাশ।

মন্ত্রীসভায় একমাত্র নবাগত শ্রীমনোরঞ্জন ধর তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সেই ব্রিটিশ আমল থেকে দীর্ঘ ২৭ বছর জেলে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। নির্বাচনের আগে তিনি রাষ্ট্রদুতের পদে ইসতফা দেন।

শ্রীধরের জন্ম ময়মনসিংহে ১৯০৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি রেল লাইন সম্পার্কে সমীক্ষা চলছে

পুরুলিয়া জেলা বাদ

নয়াদিল্লীর ১৩ই মার্চের সংবাদ—পশ্চিমবঙ্গে ৬টি নতুন রেল লাইন সম্পর্কে সমীক্ষা চলছে। এবং একটি লাইন নিয়ে সমীক্ষা হবে ১৯৭৩-৭৪ সালে।

যে কয়টি লাইন নিয়ে সমীক্ষা চলছে সেগুলি হল: (১) পুরাতন মালদহ-বালুরঘাট লাইন ভায়া গাজল; (২) হাওড়া-শিয়াখালা লাইন ব্রডগেজ হিসাবে পুনঃপ্রবর্তন, (৩) লক্ষীকান্তপুর-কাকদ্বীপ লাইন ভায়া কুলপি, (৪) হাওড়া-আমতা লাইন ব্রডগেজ হিসাবে পুনঃপ্রবর্তন, (৫) ক্যানিং-গোলাবাড়ী এবং (৬) হাসনাবাদ-ক্যানিং ভায়া প্রতাপাদিতানগর।

ব্রডগেজ হিসাবে বড়গাছিয়া চাঁপাডাঙ্গা লাইনের পুনঃপ্রবর্তন সম্পর্কে সমীক্ষায় হাত দেওয়া হবে ১৯৭৩-৭৪ সালে।

১৩ই লোকসভায় শ্রীজ্যোতির্ময় বসুর (সি পি আই এম) একটি প্রশ্নের উত্তরে একথা জানান সহকারী রেলমন্ত্রী শ্রীশফি মহম্মদ কুরেসী। তিনি জানান সমীক্ষার কাজ শেষ হলে এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আরও বিবেচনা করা হবে।

সহকারী রেলমন্ত্রী আর এস পির শ্রীত্রিদিব চৌধুরীকে জানান, রাণাঘাট লালগোলা লাইনে পুতন করে রেল লাইন পাতার কাজ শেষ হবে ১৯৭৬-৭৭ সালে। ৩৫ কিলোমিটার নতুন রেল লাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। এর পরের ৬৯ কিলোমিটার পথে কাজ চলছে। বাকি ১৫২ কিলোমিটার পথের কাজ হবে ১৯৭৪-৭৫ সালে।

শ্রীকুরেসী কংগ্রেসের শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসীকে জানান যে, লতাগুড়ি দোমোহনী-চ্যাংরাবাঁধা লাইন পুনঃপ্রবর্তনের প্রশ্নটি তিস্তার উপর রেল ও সড়ক সেতুর প্রসারের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ ছাড়া বাংলাদেশের রেল লাইন বসানোর কাজে রেল কর্তৃপক্ষ পুরোপুরী ব্যস্ত। এই সব কাজ শেষ হলে এবং তিস্তার উপর সড়ক ও রেল সেতু আরও বিস্তৃত করার কাজ সম্পূর্ণ হলে ওই লাইনটির বিষয় বিবেচনা করা হবে।

এই রেললাইন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে পুরুলিয়া কোটশিলা লাইন ব্রডগেজ করার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করা হয়নি। জেলার দুজন বাঘা বাঘা এম, পি লোকসভায় একেবারে 'পেছনের সারিতে ঝিমান। কাজেই তারা সময় পাননি—অথবা প্রশ্ন করে জানবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। না হলে আজ বহুদিন হল এই লাইনটিকে ব্রডগেজ করার জন্য অনেক সমীক্ষা হয়ে গেছে এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতর চেষ্টায় এটা তোলবার সিদ্ধান্ত করেও তুলতে পারেনি। কিন্তু শুধু এই ব্যাপারেই নয় পুরুলিয়ার অন্যান্য ব্যাপারেও লোক সভায় পুরুলিয়ার দুজন সদস্য সেখানে একেবারে 'মৃত সৈনিক'। সংসদে এরা কিছু বলতে গেলে, কইতে গেলে ভিরমী খান তৎপর এবং খুবই সুদক্ষ কেবল খোসামোদী করার বেলায়। পুরুলিয়ার জনসাধারণ কি এদের সংসদে কেবল ইন্দিরা গান্ধীর সংসদ সেবক হিসাবেই পাঠিয়েছেন ?

—•—

মনিপুরে দলত্যাগে মন্ত্রীসভা বিপন্ন

মনিপুর রাজ্য বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা ৬০। এই রাজ্যের বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা মাত্র ১৯। মনিপুরে অকংগ্রেসী দল "ইউনাইটেড লেজিসলেটার" পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় মন্ত্রীসভা গঠন করে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

মনিপুরের রাজধানী হল ইম্ফল সহর। ১৫ই মার্চের এক সংবাদে প্রকাশ যে—শাসক দল থেকে দশ জন সদস্য পদত্যাগ করে প্রগ্রেসিভ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গ্রুপ বলে এক নূতন দল গঠন করে মন্ত্রী সভাকে বিপাকে ফেলেছে। এই দশজন সদস্যের মধ্যে আছেন ডেপুটি স্পীকার মিঃ টুম্বা সিং; উন্নয়ন মন্ত্রী মিঃ নগুরজিংলিয়েন এবং শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হোলখোমাঙ্গ।

এরা পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহেরুর কাছে। স্পীকার বিধানসভার অধিবেশন মুলতবী রেখেছেন।

প্রকাশ যে--কংগ্রেস, সি,পি,আই এবং এই দলত্যাগী দলকে নিয়ে বিধানসভায় ৩৪ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করা হয়েছে এবং এরা তার যোগে রাজ্যপালকে জানিয়েছেন যে—মুখ্যমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলিমুদ্দীনের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রীসভা যেন বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এই ৩৪ জন সদস্য হলেন কংগ্রেস - ১৯; সি পি আই—৫; এবং দলছুট পি আই জি (প্রগ্রেসিভ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গ্রুপ) ১০। এই দলছুট দলের নেতা প্রাক্তন উন্নয়ন মন্ত্রী মিঃ এনগুরজিংলিয়েন বলেন যে কংগ্রেস এবং সি, পি, আই সদস্যদের সমর্থনে তারা এখন রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠন করতে পারবেন। এদের পক্ষ থেকে—তারা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা করবেন—এই সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেস দলের নেতা ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী কংগ্রেস দল থেকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সি, পি, আই নেতা মেথচন্দ্র সিংও তাদের অনুরূপ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআলিমুদ্দীন—সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে—উন্নয়নমন্ত্রী ও শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে তিনি রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন এখনও তার প্রতি সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থা আছে। এটা দাবী ও পাল্টা দাবীর কোন প্রশ্ন নয়। এর ফয়সলা সভা কক্ষেই হতে পারে।

এদিকে সমস্ত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহরু ১৬ তারিখেই মনিপুর এসেছেন। কংগ্রেস থেকে মনিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রবর্ত্তনে আপত্তি করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে। মনিপুর এবং উড়িষ্যার ব্যাপারের ধরণ একই যদিও আকৃতিটা পৃথক। উড়িষ্যায় কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ করে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে বিপাকে ফেলে মন্ত্রীসভা ও বিধানসভাকে ভাঙ্গা হয়েছে। উড়িষ্যাতে যদিও বিরোধী বিজু পট্টনায়ক ও শ্রীমহতাবের দাবী ছিল তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা হয়েছে এবং তাদের মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেওয়া হোক - তখন কোন কিছু যাচাই না করেই সব ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন করা হোল। মনিপুরে শাসক দল ইউনাইটেড "লেজিসলেটার পার্টি" থেকে দশজন সদস্য পদত্যাগ করে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেছে এবং কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য জিদ্ ধরেছে। একই পরিস্থিতিতে উড়িষ্যায় বিকল্প মন্ত্রীসভার দাবী ছিল কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষের এবং সেই একই পরিস্থিতিতে মনিপুরে কংগ্রেসের দাবী হচ্ছে বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠন করা। পক্ষপাতশূন্য ব্যবস্থা নিলে মনিপুরে কোনরকম যাচাই না করে বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়।

উড়িষ্যাতে কংগ্রেস গেল—মনিপুরে কংগ্রেস আসছে—ব্যবস্থাটা পক্ষপাতশূন্যভাবে কি নেওয়া হল তার জন্য দেশবাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

—•—

পুরুলিয়া জেলার সর্ব্ব সাধারণের প্রতি আবেদন

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত বৎসর এই জেলায় ধানের ফলন আশানুরূপ হয় নাই। ইহা সত্বেও কিছু স্বার্থান্বেষী ও দুস্কৃতিকারী লোক চাল/ধানের চোরা কারবার করিতেছে ও অবৈধভাবে চাল/ধান এই জেলার বাহিরে পাচার করিতেছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা এ বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা চাই। তাহারা যেন নিম্নলিখিত বিধিগুলি যথাযথ পালন করেন এবং করিতে সাহায্য করেন।

(১) পুরুলিয়া জেলা হইতে চাল/ধান জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত জেলার বাহিরে (বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের) অন্যান্য জিলায় পরিবহন করিবেন না।

(২) ধান বা চাল উপর ধার্য্য লেভির সম্পূর্ণ অংশ যথাসময়ে যেন জমির মালিকরা দিয়ে দেন ও রসিদ সংগ্রহ করেন।

(৩) পাইকারী (হোল সেলার) ও খুচরা (রিটেইনার) যথাক্রমে ২৫০ কুঃ ও ১০ কুঃ এর বেশী চাউল ঘরে, দোকানে বা গুদামে মজুত রাখিবেন না।

(৪) জমিহীন গৃহস্থরা ১ কুঃ ৮৭ কেজির বেশী চাউল বা ২ কুঃ ৮ কেজির বেশী ধান ঘরে মজুত রাখিবেন না।

(৫) রাত ৯টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত ধান/চাউলের কোন পরিবহন বা আদান প্রদান সড়কে রাস্তায় বা রেলগাড়ীতে চলিবে না।

(৬) রাত ৮টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত কোন হাসকিং বা চিড়াকল চালান যাইবে না।

উপরোক্ত বিধিগুলি অমান্য করিলে অমান্যকারী আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

সুতরাং জনসাধারণের নিকট অনুরোধ যে যদি কোন লোক উল্লিখিত বিধিগুলি অমান্য করেন তবে জনসাধারণ যেন এইরূপ লোকের সংবাদ স্থানীয় থানায়, পুলিশ সুপারিইনটেনডেন্ট, পুলিশ ডেপুটি সুপারিইনটেনডেন্ট, জেলা অধিকারী বা জেলার অন্যান্য অফিসারকে জানান।

খবর প্রদানকারীদের নাম গোপন থাকিবে এবং যথার্থ খবর প্রদানকারীদের পুরস্কৃত করা হইবে।

মদন গোপাল
৬-৩-৭৩
পুলিশ সুপারিইনটেনডেন্ট
পুরুলিয়া

পালটেকনিক শিক্ষক ও ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট

পুরুলিয়া পলেটেকনিক ষ্টাফ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারি জানাচ্ছেন যে—স্পনসর্ড কলেজ ও পলেটেকনিকের কর্মচারীরা, অনাবাসিক ছাত্ররা ২১শে মার্চ থেকে গান্ধী পার্কে বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবস্থান সত্যাগ্রহ করবেন। তাদের প্রধান দাবী হচ্ছে স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি গবর্মেন্ট নিয়ে নিক।

—•—

WANTED

Wanted two asst. teachers for Kunchia Prop. High School with minimum Qualification B Sc & B. A. Preferably be trained & experienced. Apply to the Secretary with in 25th March '73.

Secretary Kunchia
Prop. High School.
P. O. Kunchia. Dt. Purulia.

—•—

আসামের লামডিং সহরে আসামের বাঙ্গালীদের সম্মেলন

সম্প্রতি আসামের লামডিং সহরে কাছাড় ও আসামের বাঙ্গালী এবং অন্যান্য যারা আসামের ভাষা-জুলুমে নিগৃহীত তাদের এক বিরাট সম্মেলন হয়ে গেল। আসামের ভাষা সমস্যা ও সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সম্মেলনে আসামে বাঙ্গালী এবং তাদের সঙ্গে আরও অনেকে যে লক্ষ্য, যে ভাব, ও যে পরিচয়ের প্রকাশ করেছেন--আসামের ভাষা সমস্যা সমাধানের পথ তাতে জানা যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার তথা আসাম সরকারের এই ভাষা সমস্যা সমাধানের গতির পশ্চাতে সত্যকারের কি মনোভাব কাজ করছে তারও খানিকটা হদিস পাওয়া যায়—যেটা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের জানা বিশেষ দরকার। কারণ আসামের এই বাংলাভাষা নিয়ে দ্বন্দ্বের ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণেরও গুরুতর দায়িত্ব আছে। অথচ পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালী মালিকানায় প্রভাবশালী কোন পত্রিকাতেই এবিষয়ে তারা—যেটা অসুবিধাজনক মনে করেন—তার প্রকাশ ঠিক দেননা - বা যেগুলির গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেই গুরুত্ব দিতেও তারা পরাঙ্মুখ। সেই জন্যই লামডিংএ বাঙ্গালী অধিবাসীদের সম্মেলনের কোন বিশদ বিবরণ কোন কাগজেই বিশদভাবে প্রকাশ হয়নি।

সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকাতে' এর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সেই পত্রিকা থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে পুনঃ প্রকাশ বা পুনর্মুদ্রিত করে-দিলাম। এটা লামডিং-এ গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত সম্মেলনের বিবরণ। তারপরে অবশ্যই অনেক কিছুই ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে তাহলেও এই সম্মেলনে এমন কতকগুলি বিষয় আলোচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে—যা জানলে পরে পরবর্তী ব্যাপারগুলিরও সম্যক অনুধাবন ঠিকভাবে হতে পারবে।

'স্বস্তিকায়' প্রকাশিত বিবরণ

সম্প্রতি লামডিং সম্মেলনে শ্রীপুরকায়স্থ অভিযোগ করেন যে, আসামের ভাষা হাঙ্গামায় মন্ত্রীসভার তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর হাত আছে। শ্রীপুরকায়স্থের কাছে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে সি পন্থ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জরুরী তলব পাঠান। যাই হোক, লামডিং সম্মেলন যে স্থির জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছে তা দেখাই যাচ্ছে। এমন একটা আশাও করা গিয়েছিল। লামডিং সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ যথারীতি প্রকাশিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণটি এখানে দেওয়া হল।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লামডিং শহরে অনুষ্ঠিত ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে এই সাংঘাতিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন আসামেরই অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ। তিনি বলেন—এবারের সর্বাত্মক বাঙ্গালী-হিন্দু-ধ্বংসী দাঙ্গায় শুধুমাত্র পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারাই নয়—অনেক মন্ত্রীসভার সদস্যও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। যেখানে মন্ত্রীরাই দাঙ্গার সময়কার প্রশাসনিক ও পুলিশি ত্রুটি বিচ্যুতির তদন্তে নিযুক্ত সেখানে আসাম সরকারেরই একজন অফিসার শ্রীভাটনগর কি করে সফলতা লাভ করতে পারবেন এই প্রশ্ন তুলে শ্রীপুরকায়স্থ একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির দ্বারা সম্পূর্ণ ঘটনাবলীর পূর্ণ তদন্তের দাবী জানান।

লামডিং শহরে গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই সংখ্যালঘু ভাষাভাষী সম্মেলনে আসামের সমস্ত জেলাগুলি ও প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন—কিন্তু সেখানে ছিল না পার্টিবাজী বা দলগত রাজনৈতিক কচকচি। এই সম্মেলনে বিশেষ করে এসেছিলেন পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন উপজাতি, চা বাগানের সাঁওতাল ও হিন্দী-ভাষী শ্রমিক,—মনিপুরী, নেপালী, ও বাঙলাভাষী হিন্দু ও মুসলমান। যোগ দিয়েছিলেন দলে দলে যুবক-ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-ব্যবসায়ী-বুদ্ধিজীবি-বিধান সভা ও সংসদের সদস্যরা, এমন কি গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ও মৌলবী। সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন বি ভি ন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়। দুদিনের জন্য লামডিং শহর বহু বিচিত্রের মধ্যে একতার একটি সুন্দর তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। লামডিং কলেজ ও কালীবাড়ির পবিত্র অঙ্গনে বিভিন্ন ধর্মের এক অপূর্ব সমাবেশ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেছিল। গত ৫/৬ মাসের বিষাক্ত হিংস্র হাওয়াই যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল এই মিলনভূমিতে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উত্তরকাছাড় পার্বত্য জেলার স্বয়ং-শাসিত জেলা কাউন্সিলের সভাপতি শ্রীসোনারাম হাউসেন। প্রকাশ্য সম্মেলনে তিনি বলেন—কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ভাষান্ধ লোকের হাতে ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপূর্ব সীমান্ত আজ খণ্ড বিখণ্ড হয়েছে এবং আরও হতে চলেছে। যে সব পার্বত্য জাতি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরোধীতা করে আসামেই রয়ে গিয়েছিল তারাও আজ হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার—তাই আজ অতি দুঃখের সঙ্গেই উত্তর কাছাড় ও মিকির পাহাড় জেলার অধিবাসীরা নতুন করে আসাম থেকে বেরিয়ে যাবার কথা চিন্তা করছে। এবং সে পরিণাম মোটেই সুখদায়ক নয়। তিনি অভিযোগ করেন প্রদেশের একটি প্রাদেশিক ভাবাপন্ন গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে রাজ্যের আদি বাসিন্দা—ছোট ছোট উপজাতিদের ওপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি রাজ্যের আদি বাসিন্দা ও অন্যান্য ভাষাগত সংখ্যালঘুদের একতাবদ্ধ ভাবে এর প্রতিবিধানে সচেতন হতে আহ্বান জানান।

সমতলের উপজাতি সমিতির সম্পাদক বিধানসভা সদস্য শ্রীচরণ নার্জ্জারী তাঁর সাবলীল বাংলা ভাষণে বলেন—পৃথিবীর সকল মানুষেরই নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার ও শিক্ষালাভের অধিকার আছে এবং এই মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কোনওরূপ আপোষ চলতে পারে না। তিনি আসামের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে—একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ঘোষণাটি প্রত্যাহার করে ইংরেজী—হিন্দী--অসমীয়া ও বাংলা এই চারটি ভাষাকেই কলেজ পর্য্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম এবং বড়ো, মণিপুরী ও নেপালী ভাষাকে মাধ্যমিক পর্য্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণার দাবী জানান।

আসাম বিধানসভার ভূতপূর্ব সহঃ স্পিকার শ্রীরথীন সেন তাঁর আবেগময় ভাষণে আসামের দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সচেতন হতে আহ্বান জানান। তিনি বজ্রকণ্ঠে বিশাল জনতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বলেন—"ইন্দিরা এসে দেখে যান—জাতি জেগেছে—জাতির ঘুম ভেঙ্গেছে"।

শ্রীকালিপদ ঘটক মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে বলেন—এই শরৎ বাবুকেই দেখা গেছে ১৯৫৫ সালের দাঙ্গায় গোয়ালপাড়াতে ভাষা সংখ্যালঘুদের প্রতি উপদ্রবে সমাজবিরোধীদের মদত দিতে।

যুবনেতা আবদুল বশিত চৌধুরী একটি সময়োচিত ভাষণ দেন।

—•—

পরিচয় সংশোধন

মুক্তির গত সংখ্যায় (১২ই মার্চ ১৯৭৩) "সরকারী ওষুপধত্র বে-আইনীভাবে রাখার অভিযোগে ৬জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার" শীর্ষক সংবাদে ধৃত ব্যক্তিদের পরিচয় যা দেওয়া হয়েছিল তার কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন প্রয়োজন বিধায় সংশোধন করে দেওয়া হল—

১। শ্রীঅশোক মুখার্জি (মুখোপাধ্যায়)—ক্লার্ক ; ডি আই অফ স্কুলস। পুরুলিয়া।

২। শ্রীসমর উপাধ্যায়— এফ, সি, আই এর সাব ইন্সপেক্টার। বলরামপুরের মাল আটক বাবত বর্তমানে সাসপেন্সন অবস্থায় আছে।

৩। শ্রীস্বপন সিংহ— লাগদা হাই স্কুলের শিক্ষক।

৪। পরেশ সরকার— ক্লার্ক ষ্ট্যাটিসটিকেল ব্যুরো, পুরুলিয়া।

ভ্রম সংশোধন

গত ১২ই মার্চ ১১ সংখ্যায় 'মুক্তির' প্রথম পৃষ্ঠায় 'স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন শীর্ষক লেখায় '৩০০টি আসনের মধ্যে ৪৯১টি আসনে আওয়ামী লীগের জয়' শিরোনামায় এই লাইনে ৪৯১টির স্থলে ২৯১ হবে।

মুক্তি সম্পাদক

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা | সোমবার, ২৬শে মার্চ, ১৯৭৩, ১২ই চৈত্র, ১৩৭৯ | বার্ষিক —৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

SELF HELP

I think we can. The first lesson we must learn is of self help and self reliance. If we assimilate this lesson we shall at once free ourselves from disastrous dependence upon foreign countries and ultimate bankruptcy This is not said in arrogance but as a matter of fact.

স্বাবলম্বন

আমার মনে হয়, আমরা ইহা করিতে পারি। ইহার প্রথম পাঠ হিসাবে আমাদের স্বাবলম্বন ও আত্ম নির্ভরতা শিখিতে হইবে। বিদেশের উপর নির্ভরতা সর্ব্বনাশকর, তাহার পরিণাম নিঃস্বতা। এই শিক্ষা হইবামাত্র তাহা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব। অহঙ্কারের বশে একথা বলিতেছি না, ইহা বস্তুতই সত্য।

—গান্ধীজী

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

জে, বি, টি.র ঘটনা সম্পার্কে সংবেদন

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
'মুক্তি' সাপ্তাহিক,
পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন

১৯শে মার্চের ৩৪বর্ষ ১২শ সংখ্যা মুক্তিতে জে, বি, টি,র ছাত্রীবৃন্দের চিঠিটি পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। পরিচিত মহলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি যে সকলেই চান এই জংলীপনা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। নইলে এটা ক্রমশ সমস্ত জেলার জীবনকেই কলুষিত করবে।

এ ব্যাপারে কয়েকটি তথ্য জানা দরকার। তথ্যগুলি চিঠিটিতে নেই। ছাত্রীদের ওপর এই নোংরা হামলার বিরুদ্ধে জে, বি; টি,র অধ্যক্ষ মশাই কোন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছেন কি না? পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ মশাইকে, জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার মশাইকে তিনি এই ব্যাপার জানিয়েছেন কি না? কারণ " Tresspass is not allowed " লেখাটাই বড় কথা নয়, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্বও অধ্যক্ষমশাইয়ের আছে। হয়তো তিনি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সেটা জনসাধারণের জানা দরকার। কাজেই এই ব্যাপারে তথ্যসহ একটি বিবৃতি তাঁর কাছ থেকে আমরা আশা করছি। অনুরূপ বিবৃতি আমরা আশা করছি পলিটেকনিকের অধ্যক্ষমহাশয়ের কাছ থেকেও?

যদি দেখা যায় যে চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কোন প্রতিকার কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি, তখন জনসাধারণকেই অগ্রসর হতে হবে এর প্রতিকারে। আইনের শাসন না থাকলে নিরাপত্তার অধিকার মানুষকে নিজের হাতেই প্রয়োগ করতে হবে। সেই জন্যই সব ব্যাপারটা জানা দরকার।

এ ব্যাপারে পলিটেকনিকের সৎ ছাত্রদেরও দায়িত্ব আছে। তাঁরা ইচ্ছা করলে সবচেয়ে দ্রুত ও সবচেয়ে কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন গুটিকয়েক জংলী ছেলের বিরুদ্ধে। ইতি

নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়
২২/৩/৭৩

—)•(—

রাজধানী দিল্লীতেও মেয়েরা নিরাপদ নয় কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলের ছাত্রীদের উপর হামলা

গত ৩রা মার্চ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হোষ্টেলের একজন ছাত্রী অভিযোগ করেন যে--সন্ধ্যা প্রায় ৮-৪৫টার সময় তিনি গেটের বাইরে একজন বন্ধুর সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলছিলেন তখন একটি গাড়ী থেকে তিনজন লোক নেমে তার দিকে ধাওয়া করলে সে হোষ্টেলের দিকে দৌড়তে থাকে। লোকগুলি তার পেছনে তাড়া করে। হোষ্টেলের চৌকীদার ও আরও একজন গার্ড এসে পড়লে ওরা পালায়। পরে হোষ্টেলের ছাত্রীরা দল বেঁধে—ঐ গাড়ীর মালিক এক ধনী ব্যবসায়ী নারাঙ্গ ব্রাদাসের বাড়ী ঘেরাও করে। পুলিশ অতঃপর গাড়ীর খোঁজ পেয়ে—তিনজন ছাত্রের খোঁজ পায় এবং তাদের গ্রেপ্তার করে।

এই গাড়ীটিই একটি সাদা এম্বাসাডার যার নম্বর হচ্ছে U S.S.--5113। ১৭ই ফেব্রুয়ারী—রাত্রে তাতে চড়ে তিনজন ছাত্র হোষ্টেলের আর একজন আবাসিকার উপর হামলা করে। আবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত ১২টায় এসে হর্ণ বাজাতে আরম্ভ করে। চৌকীদার হর্ণ শুনে এলে তাকে এয়ার গান থেকে গুলী করা হয়। আরোহীরা পালায়।

২০শে মার্চ সংসদে এই প্রসঙ্গ ওঠে এবং জানা যায় যে ৭ই মার্চ তারিখে মিরাণ্ডা হাউসের সামনে একটি মোটরে একটি মেয়ে যখন অপেক্ষা করছিল—তখন ট্যাক্সি করে ৩টি লোক আসে এবং মেয়েটিকে গাড়ী থেকে টেনে বের করতে চেষ্টা করে মেয়েটি চীৎকার করে উঠলে তারা পালায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান যে—ছাত্রীদের এবং মেয়েদের নিরাপত্তা বিষয়ে খুব কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আর একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা

সম্মান রক্ষায় বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে তরুণীর মৃত্যু বরণ

দিল্লীতে গত ১৬ই মার্চ শুক্রবারে দুজন সেনাবাহিনীর সেবিকা অফিসার,--দুজনেই লেফটেন্যান্ট করনেল--যখন মিনি-বাসে করে রাত্রের শোয়ে সিনেমা দেখে হাসপাতালে ফিরছিলেন, তখন দুজনেই দিল্লি ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়েন, ফলে একজনের মৃত্যু হয়, অপরজনকে আহত অবস্থায় দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

বাস কর্মীরা ২২ বছর বয়স্কা ঐ সেবিকাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে তাঁরা চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন।

পুলিশ একজন বাসচালক এবং কনডাকটরকে গ্রেফতার করেছে। ঐ বাসটিকেও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই ধরণের ঘটনা এর আগেও একবার ঘটেছে। বাসের কর্মীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অপর একজন মহিলাও লাফিয়ে পড়েছিলেন এবং তাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

সেবিকা দুজনের নাম কুমারী পুষ্পা সুদ এবং কুমারী ডি জানেথ। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে তাঁরা প্রথমে একটি স্কুটার ভাড়া করেন—কিন্তু স্কুটার চালক তাঁদের মধ্যপথে নামিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে দিল্লী ট্রান্সপোর্টের একটি প্রাইভেট বাস পেয়ে তাঁরা উঠে পড়েন। চালক বলে সে তাঁদের হাসপাতালের কাছে নামিয়ে দেবে।

সমস্ত যাত্রী নেমে গেলে বাসের চালক সহকারীকে বাস চালাতে দিয়ে নিজে বাসের পেছনের দিকে চলে আসে।

তারপর চালক তাঁদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে তাঁরা বাধা দেয়। বাস তখন নির্জন রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বাসের দরজা খুলে চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়েন। কুমারী সুদ তৎক্ষণাৎ মারা যান। মিস জেনেথের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কয়েক মাস আগে এক ট্যাক্সী চালকের হাতে একজন বিদেশী মহিলা খুন হয়।

দিল্লীর কিছু সংবাদ দেওয়া হল। সেখানে এই সব ব্যাপার নিয়ে সংসদে তুমুল বাকবিতণ্ডাতে গবর্মেণ্ট ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে।

পুরুলিয়াতে কিছুদিন থেকেই সহরেও দু এক স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে রিক্সাতে বালিকাদের উপর হামলার সংবাদ আমরা পেয়েছি। এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের লোকসভা বিধানসভার সদস্যরা মূক ও বধির ও অন্ধ। সহরের যুবশক্তি ও তরুণ শক্তি কি এই সমস্ত ব্যাপার বরদাস্ত করে চলবে!

কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা জানতে চাই ও দেখতে চাই। মেয়েরা কি নিজেরা ব্যবস্থা নিতে পারেন না? শক্ত মেয়েরা শক্ত হাতে চপ্পল ব্যবহার করতে পারেন। দুদিনেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিষাক্ত মদে মৃত্যু ঃ মাদক বড়ির নেশায় পঙ্গু

গুজরাট

আমেদাবাদ থেকে ১২ই মার্চের এক সংবাদে প্রকাশ যে—১২ই তারিখে বিষাক্ত মদ খেয়ে অন্ততঃ ৪০ জন লোক মারা গেছে। ভারতবর্ষেই শুধু নয় সমগ্র পৃথিবীতেই গুজরাট একমাত্র রাজ্য যেখানে মদ তৈরী, বিক্রয় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ।

যারা মারা গেছে তাদের কোন ময়না তদন্ত হয়নি। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে দুজন বে-আইনী মদের কারবারী ছিল। পুলিশ অফিসাররা এ বিষয়ে তদন্ত করছে।

অন্ধ্র

গত ফেব্রুয়ারীর ২৮শে নাগাদ অন্ধ্র প্রদেশে সূর্যাপেটে বিষাক্ত মদ খেয়ে কমপক্ষে ৭২ জন মারা যায়। এই মদ খেয়ে অসুস্থ ৫১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়েছিল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে দুর্গতদের মত হায়দ্রাবাদ থেকে মেডিকেল রিলিফ পাঠাতে হয়েছিল। সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়—এক ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করতে থাকেন। ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২ জনা আবগারী অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়। একটি বিশেষ অনুসন্ধান কমিটিকে তদন্ত করবার জন্য সেখানে পাঠান হয়। কেন্দ্রীয় সরকার একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারকে সেখানে পাঠান। দিল্লী ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স থেকে ২ জন ডাক্তারকে রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য পাঠান হয়। এই ব্যাপারে দুর্গত পরিবারদের সরকার থেকে ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়।

এই হল মদের ব্যাপার। সামান্য নমুনা।

পশ্চিমবঙ্গে—পুরুলিয়ায় ম্যানড্রেক্স খেয়ে তিন হাজার যুবক যুবতী মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত

গত ২১শে তারিখে পঃ বঙ্গ বিধানসভায় গুরুতর অভিযোগ ওঠে যে—সাধারণতঃ ঘুমের পিল হিসাবে মানড্রেক্স নামে একটি দ্রব্যের পিল ব্যবহারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার যুবক মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা বলেন, ওই ধরণের অভিযোগ তিনিও পেয়েছেন এবং এ সম্পর্কে অনেকটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওই ওষুধ আপাততঃ যাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত না হয় তার জন্য তিনি ডাইরেকটর অব ড্রাগ কনট্রোলকেও বলেছেন। তাছাড়া তাঁর মেডিকেল ইনটেলিজেন্সও এব্যাপারে তদন্ত করেছেন।

এনিয়ে এদিন কংগ্রেস সদস্য শ্রীসুকুমার ব্যানার্জী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওই ওষুধটির নাম করে বলেন যে, এটা ঘুমের পিল হিসাবে চলছে। যুবক এবং বেকার যুবকরাই নানা সামাজিক কারণের চাপে এ সব গ্রহণ করছেন। অথচ এই জিনিস এল-এস-ডি অথবা মারিজুয়ানার চাইতেও মারাত্মক নেশার সৃষ্টি করে। তারপরই রোগ দেখা দেয়। কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলাতেই ইতিমধ্যে তিন হাজার যুবক যুবতী এই পিল খেয়ে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন। বহরমপুর ও মুরশিদাবাদেও বহু লোকের মানসিক ভারসাম্য এই পিল খেয়ে নষ্ট হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, এতে লোকে পঙ্গুও হচ্ছেন, এমনকি ব্লাড ক্যানসার হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

এই হল ম্যানড্রেক্স পিলের ব্যাপার। এই পিলটি গত নির্বাচন উপলক্ষ্যে পুরুলিয়াতে প্রবর্ত্তিত হয়।

ব্যক্তির, সংগঠনের নেতৃত্বের কোন্ আদর্শ ও নীতি এদের সংহত সংগঠিত রাখবে?

কংগ্রেস প্রাক্তন ও বর্ত্তমান

হাওড়ায় উপনির্ব্বাচনে দুই কংগ্রেসে সরাসরি লড়াই

হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকে দুজন প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন এর ফলে এখন মাত্র দুজন প্রার্থী রইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সরাসরি।

১৭ই মার্চ শনিবার সংগঠন কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীঅবনীমোহন ঢাং ও নির্দল প্রার্থী শ্রীশিবশঙ্কর সাউ তাঁদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এদিন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। এর ফলে এখন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসুপ্রিয় বসু ও সংগঠন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীভূপতিনাথ ভক্তের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

এদিন বেলা তিনটা নাগাদ রিটার্নিং অফিসার শ্রীশ্যামল দাস এক বিশেষ বৈঠকে ওই দুজন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীক চূড়ান্তভাবে ঠিক করে দেন। কংগ্রেসের প্রতীক গাইবাছুর এবং সংগঠন কংগ্রেসের প্রতীক চরকা চালনরত স্ত্রীলোক চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে।

বর্ত্তমান কংগ্রেসে সহিংস অন্তর্দ্বন্দ্ব

যুবক খুন, হাওড়ায় বন্‌ধ

রবিবার ১৮ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ মধ্য হাওড়ায় এম, সি, ঘোষ লেনে শ্রীদুলাল মাঝি (২১) নামে যুব কংগ্রেস সমর্থক একজন যুবক আততায়ীর রিভলবারের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন হাওড়া শহরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার হাওড়ার শহরাঞ্চলে জেলা যুব কংগ্রেসের ডাকে বন্ধ পালিত হয়। পুলিস সূত্রে প্রকাশ, নিহত শ্রীমাঝিকে কাসুন্দিয়া অঞ্চলে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর তাঁর দেহ দাহ করার জন্য দেওয়া হয়। তাঁর দেহে মোট চারটি গুলির চিহ্ন ছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে প্রকাশ। ময়না তদন্তের পর শ্রীমাঝির মৃতদেহ নিয়ে এক শোকযাত্রা বেরোয়। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। বন্ধ-এর সময় মধ্য ও দক্ষিণ হাওড়া এলাকায় কোনরকম যানবাহন চলাচল করেনি। ওই এলাকার স্কুল; কলেজ, সিনেমা, দোকানপাট প্রভৃতি বন্ধ ছিল। সরকারী অফিসগুলিতেও হাজিরার সংখ্যা যথেষ্ট কম ছিল। তবে উত্তর হাওড়া এলাকায় যথারীতি বাস চলাচল করেছে। দোকানপাটও খোলা ছিল বলে পুলিশ জানায়।

স্থানীয় এলাকার অধিবাসীদের অভিযোগ, যে জায়গায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেই এলাকার লাইটগুলি গত দু-দিন ধরে নেভানো ছিল। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে মোট আটজনকে গ্রেফতার করেছে।

বন্ধ উপলক্ষে মল্লিক ফটকের কাছে একটি দোকান বন্ধ করা নিয়ে দু দলের সংঘর্ষ হয়। এতে মোট নয়জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

মুক্তি

১২ই চৈত্র, ১৩৭৯, সোমবার

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন—চাউল ও গমের পাইকারী ব্যবসায় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। এটা এখন সুনিশ্চিতভাবে কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এ সম্বন্ধে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরাই বিনা দ্বিধায় একমত হয়ে এই ব্যবস্থা সমর্থন করেছিলেন।

সম্প্রতি গমের পাইকারী ব্যবসায় নেওয়া হচ্ছে। এবিষয়ে কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যেই মত পার্থক্য রয়েছে—যদিও আপত্তিকারীরা সংখ্যায় কম। গত ২১শে মার্চ্চ নয়া দিল্লীতে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের এক বৈঠকে সদস্যরা পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ নিয়ে বেশ বাক্‌বিতণ্ডাও হয়। বিহার থেকে একজন রাজস্থান থেকে একজন সদস্য এর প্রচণ্ড বিরোধীতা করেন। পশ্চিমবঙ্গের সদস্য জনাব ইশাক ও অন্ধ্রের রামগোপাল রেড্ডি এর বিরোধীতা করেন।

এদিকে ১১ই মার্চ্চ তারিখে নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় খাদ্য শস্য ব্যবসায়ীদের এক বিরাট সম্মেলনে খাদ্যশস্য ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করণের তীব্র বিরোধীতা করা হয়। তারা এর বিরুদ্ধে ২১শে মার্চ্চ তারিখে ব্যবসায়ীদের একদিন হরতাল পালনের প্রস্তাব পাশ করেন এবং সমগ্র ভারতে সেই দিন বিশেষ করে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীরা হরতাল পালন করেন। এই সম্মেলনের কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা ছাড়াও এই সম্মেলন সমস্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছেন যেন তারা—যেসব রাজনৈতিক দল গবর্মেণ্টের এই নীতিকে সমর্থন করেন—তাদের কোনরকম সমর্থন না জানান। চাঁদা ইত্যাদি সব বন্ধ। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান শ্রীলক্ষ্মীনারায়ন পোদ্দার সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করে বলেছেন—মৌলিক অধিকারের পরিপন্থীরূপে তারা সুপ্রীম কোর্টেও এই নিয়ে লড়বেন। অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও এ সম্বন্ধে তাদের বিরোধীতা প্রকাশ করেছেন।

বোম্বাই থেকে ১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ যে সর্বোদয় নেতা শ্রীজয় প্রকাশ নারায়ণ খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করণের প্রবল বিরোধীতা করে বলেছেন যে—"যারা একচেটিয়া ও **সমাজতন্ত্র** সম্বন্ধে আবোল তাবোল বকেন তাদের বলতে চাই যে- খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্ত করণের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ বা একচেটিয়া ব্যবস্থার কোন সম্পর্কই নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই নীতি শুধু ধনীদের কাছেই নয় গরীব জনসাধারণের দৃষ্টিতেও সমাজতন্ত্রবাদকে কলঙ্কিত ও হেয় করবে।"

এদিকে কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে—এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত গমের পাইকারী ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে সরকার হাতে নেবেন। অবশ্যই সব রাজ্যেই একসঙ্গে নয়—মধ্যপ্রদেশে প্রথম আরম্ভ হচ্ছে।

এবিষয়ে সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশের মন্তব্য কঠোর হলেও গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্যের কেনা বেচার ব্যাপারটা—প্রাসাদের আমীর থেকে আরম্ভ করে রাস্তার অতি দীন ভিক্ষুককেও তার পেটের খাবার সরবরাহ করা—তা সে সাধ্যমত লোকে দিনে দুবারই খা'ক বা দুদিনে একবারই খা'ক। রাষ্ট্র থেকে এই খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় হাতে নেবার অর্থ হচ্ছে দেশের পঞ্চান্ন কোটি লোককে যে সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য সরবরাহ করে সেই সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ীদের নিয়মিত এবং সুবিধামতো বিক্রীর জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ করা এবং দেখা যে তারা যেন বিধিমতো এবং নির্ধারিত দামে এবং পরিমাণে খাউকীদের খাদ্যশস্য ঠিকভাবে সরবরাহ করে।

খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্মম এবং নিষ্ঠুরভাবে অতিলাভের জন্য এ নিয়ে কালোবাজার ও কালোবাজার করার জন্য মজুত করার ব্যাপারটা দেশে অনেক সময় বিপর্য্যয় সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নাই। এদিক দিয়ে ছোটবড় ব্যবসায়ীমহল যদি কিঞ্চিৎ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুস্থ ব্যবস্থা করতেন—তা হলে পরিস্থিতি অন্য রকম হত। যে সম্মেলন করে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে সেই রকম ব্যবসায়ীদের সম্মেলন করে ও রাজ্যে রাজ্যে জিলায় ব্যবসায়ীদের সংগঠন করে যদি ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধভাবে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রন প্রবর্ত্তন করতেন তবে এই ব্যাবস্থার প্রয়োজন হতনা। এই ব্যাপারে যে সরকারী কর্মচারীদেরও অবৈধ যোগসাজস আছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা জানি এক একজন মার্কেট ইন্সপেক্টর লাখপতি হয়ে চাকরী ছেড়ে ব্যবসায় করছে। খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ীরা কি সরকারকে কি দেশবাসীকে এই নিশ্চয়তা ব্যবসায়ে দিতে পারেন যে খাদ্যশস্য সম্বন্ধে কোন রকম মজুতদারী বা কালোবাজারী হবেনা? তারা সে নিশ্চয়তা নিয়ে এগিয়ে আসুননা?

তা যদি না হয় তবে কি হতে পারে? অবশ্যই এটা ঠিক যে সরকার পাইকারী খাদ্যশস্যের ব্যবসায় হাতে নিলে—ব্যবস্থার ত্রুটিতে অবস্থার আরও বেশী অবনতি হতে পারে। কারণ এজন্য যে জনসংগঠন বা সরকারী সংগঠন দরকার দেশে তা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে হবারও সম্ভাবনা নেই। তারপরে সরকারী কর্মচারী সম্প্রদায় ব্যবসায়ীদের চেয়েও অধিকতর অর্থ লাভের তাড়নায় বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারে—এবং হবেও।

এই পরিস্থিতিতে ও পরিপ্রেক্ষিতে নীতি হিসাবে এই খাদ্যশস্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতির সম্বন্ধে আপত্তি করার মতো কিছু নেই কিন্তু ব্যবস্থাটা কিভাবে কি করা হয় তার উপরে সব নির্ভর করছে। যে লক্ষ্যে এই ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরে যদি সে লক্ষ্য কার্য্যকরী না হয়ে বিপরীত বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে তবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে—তার আঘাতে রাষ্ট্রের বর্ত্তমান নেতৃত্বতো বটেই—বর্ত্তমান কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়বে। এসমস্ত দিক দিয়েই বিচার করে এই কথাই বলতে হয় যে—এর খুঁটিনাটি সমস্ত যোগ্য ব্যবস্থা করে পরিবেশ সৃষ্টি করে এই নীতি কার্য্যকরী করার পক্ষে পদক্ষেপ বিজ্ঞজনোচিত হত। বর্ত্তমান এই ব্যবস্থা খানিকটা দ্যূতক্রীড়ার মতো হচ্ছে। এবং দুইপক্ষ পাশার দান ফেলছে- সরকারী পক্ষ ও ব্যবসায়ী পক্ষ। জনসাধারণকে এই দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখা হয়েছে।

শাস্ত্রে বলে ব্যক্তিগতভাবেই হোক বা সমষ্টিগতভাবেই হোক—পরিণতি যা হবে সেই অনুযায়ী তার বুদ্ধি ও কার্য্যপন্থা হবে।

বি, দাসগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা একবার দেখুন!

সত্য নয় এমন প্রচার

গত ১২ই মার্চ কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএ, পি, সিনধে লোকসভায় এক বিবৃতিতে জানান: গত ২ মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে চালের দাম গত ১ ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহের তুলনায় কম ছিল। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, খোলাবাজারে চালের দাম যদি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে, তাহলে চাল সংগ্রহ ব্যাহত হতে পারে। কারণ, ভারতের খাদ্য করপোরেশনকে বেঁধে দেওয়া দামে ধানচাল সংগ্রহ করতে হয়।

বিবৃতিতে জানানো হয় যে, শিলিগুড়ি, বসিরহাট ও মতিয়াহাট ছাড়া অন্যত্র বাজারে চালের দাম কমেছে।

যারা চাল কিনে খাচ্ছেন—তারা কি বলেন? চালের দাম তো হু-হু করে বেড়ে চলেছে। এই পুরুলিয়াতেই যারা কিনে খাওয়া লোক কিছুদিন পরে তাদের যে দূর্গতি হবে তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সবই বাড়তির মুখে

এই বাংলায় চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা ভারতের সব রাজ্যের চেয়ে বেশী। ৯ই মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহন ধারিয়া রাজ্যসভায় ১৯৭২ এর সর্বাধুনিক হিসেব দিয়ে বলেছেন—রেজিষ্টারেই দেখা যাচ্ছে পঃ বাংলায় মোট চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা হচ্ছে—৯৪৮,৩২৯। এদের মধ্যে যে সমস্ত গ্রাজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট চাকুরী প্রার্থী তাদের সংখ্যা কমবেশী—১০০৯৬১। এই সংখ্যাগুলিও চূড়ান্ত সংখ্যা নয়। এই চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে— আর্টসে ৪৬০১০, সাইন্সে—২৪৬৬৩, মেডিসিনে—৩৩, ইঞ্জিনীয়ারীং-এ—১৬৪০, অন্যান্য ২৮৬১৫।

বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

বিষ্ণুপুরে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। সেখানে কয়েকজন কৃতীকর্মীর উদ্যোগে রামানন্দ কলেজটি স্থাপিত হয়।. রামানন্দ কলেজের আর্থিক দুরবস্থা এখন চরমে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসের বেতন অধ্যাপকরা এখনও পাননি। এমনকি কলেজের দৈনন্দিন ব্যয়ভার চালানও সম্ভবপর হচ্ছেনা। আগামী ২/৩ মাসেও শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভবপর হবে কিনা সন্দেহ। এ নিয়ে মহকুমাশাসক, জেলা-শাসক, ভূমিসদ্ব্যবহারমন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনও সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

১২টি বিষয়ে অনার্স সহ রামানন্দ কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ। প্রথম থেকেই কলেজটিকে অর্থাভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পাওয়ায় কেবল ছাত্রদের দেওয়া বেতনের উপর নির্ভরশীল কলেজটি আজ বন্ধ হবার মুখে। কলেজটি সরকারী সাহায্য পায় বছরে মাত্র ১২ হাজার টাকা—তাও অনিয়মিত।

বুঝুন ব্যাপারটা! পশ্চিমবঙ্গে একটা গবর্মেণ্ট আছে—কিন্তু সেটা আছে কি করতে? এই কলেজটির মতো কলেজ যদি অর্থাভাবেই বন্ধ হয়ে যায় তবে তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা শিক্ষা বিভাগের কি হতে পারে?

—•—

সিনেমায় জাতীয় সঙ্গীত

(কাজল সেন)

জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের দিকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এবং তার বহুল প্রচারের জন্য সিনেমাকে বেছে নেবার একটা হাস্যকর এবং অসমীচীন প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে এবং বহু চিন্তাশীল ও সরকার সমর্থক লোকেও তার প্রতিবাদ এবং সমালোচনা করে আসছেন। এই তোঘলকী প্রচেষ্টা থেকে সরকারকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা কতদূর ফলপ্রসূ হবে জানিনা—তবুও সাধারণের অবগতির জন্য দু একটি ঘটনা বিবৃত করতে চাই যার মূল অনেক গভীরে।

জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্বজনস্বীকৃত এবং অবিসংবাদিতভাবে শাস্তির যোগ্য অপরাধ। এমনকি অতিউগ্রপন্থি দেশেও যাঁরা বিশ্ব মানবতার দোহাই পেড়েও স্বাদেশিকতাকে একটুও ছোট করতে পারেনা—তাঁরাও জাতীয় সঙ্গীতকে যথোচিত মর্যাদা না দেওয়াটা অপরাধ বলে গণ্য করে থাকেনা।

প্রথমতঃ সিনেমাতে ইদানীংকালে বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে বাড়াবাড়ি রকমের বাহুল্য দেখা যায়। অনিচ্ছাসত্বেও দেড় ঘণ্টার ছবির সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টার বিজ্ঞাপন দেখতে বাধ্য হতে হয়। এক্ষেত্রে—মেট্রো ইত্যাদি ২/১টা হলে পরিষ্কারভাবে সময় জানিয়ে দেওয়া হয় যে কতক্ষণ কি বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে—সেইরকম প্রত্যেক হলে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তাতে লোকের সুবিধে হয়—যাঁরা বিজ্ঞাপন দেখতে চান তারাও বঞ্চিত হন না।

দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন দলে দলে দর্শককে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে দেখতে খুবই খারাপ লাগে—বিদেশীদের চোখে তো নিজেকে খুবই হেয় মনে হয়। এই ব্যবস্থা যদি চালাতেই হয়—সরকার যদি সিনেমায় জাতীয় সঙ্গীত চালাতে বদ্ধপরিকর থাকেন তাহলে জাতীয় সঙ্গীত শেষ না হওয়া পর্যান্ত হলের বহির্গমনের দরজা বন্ধ রাখতে হয়। আরও বেশী দরকার হলে, সরকারী লোক রেখে আসন ত্যাগ না করতে এবং দাঁড়াতে যেন বাধ্য করা হয়।

জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা একটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র এবং মহান। এই জাতীয় সঙ্গীত বা পতাকার জন্য বহু লোক অতীতে প্রাণ দিয়েছেন।

এর প্রতি শ্রদ্ধা সাধারণের ভেতর থেকে আসা উচিত এবং তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। এটা মন্ত্রনা করে, লোককে বাধ্য করে বা লোককে ভুলিয়ে করা যায় না—করলেও তার কোনও সার্থকতা নেই। এর সার্থকতা—দেশবাসীর ভক্তিপ্লুত, শ্রদ্ধাজড়িত, স্বতোৎসারিত, স্বতস্ফূর্ত্ততায়—বাধ্যতামূলক মান্যতায় নয়। লোক দেখানো, প্রেষ্টিজ জড়িত নয়—এটা লোকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে, এ বিষয়ে সরকারের শুভবুদ্ধির যত তাড়াতাড়ি উদয় হয় ততই মঙ্গল।

বেশীরভাগ হলে কিছু কিছু লোক শ্রদ্ধাবশতঃই জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান দেখায়। কিছু লোক না করলে নয় বা লোক দেখানো ভাবে - রওয়ানা হতে উদ্যত এইভাবে—নিমপাতা খাওয়া মুখ করে শোনেন এবং কিছু লোক বেপরোয়াভাবে জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন বেরিয়েই যান।

এছাড়া আরেকটি শ্রেণী আছে। ঘটনাটি বিবৃত করলে বোঝা যাবে। কিছুদিন পূর্ব্বে বেলা এগারটায় খেয়ালবশতঃ রাজাবাজারে তসবীর মহল টকীজে ঢুকে পড়ি। বই হচ্ছিল "হাসীনো কা দেওতা"। হলটি যেমন জঘন্য তেমনি ব্যবস্থা, দুপাশে অনেক ফাঁক যা দিয়ে আলো ঢুকছে। একটু বাদেই চোখ জ্বালা করতে লাগল।

বই শেষে জাতীয় সঙ্গীত, তখন সমানে লোক বেরোতে 'লেগেছে' গান শেষ হওয়ার আগেই হল ফাঁকা। জাতীয় সঙ্গীত থামলে দেখা গেল আমি ও মাত্র অপর একজন দাঁড়িয়ে (অনুমান লোকটি গ্রাম থেকে এসেছিলেন) আমার ২/১ টা মন্তব্যও কানে গেছল যার মানে পুরোপুরি বোঝা গেল না। তবু আংশিক বোধগম্যতায় আমার মনে হোল এরা বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ, তার জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সঙ্গীত পছন্দ করেন না এবং তার বিরোধী—পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে—সেই ঐতিহাসিক, তুলনাহীন, স্বাধীনতাযুদ্ধে দুর্নিবার স্বাধীনতালিপ্সার পরিচয় যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ দিয়েছিলেন এঁরা তাঁদের সগোত্র তো ননই বরং তাঁদের অপছন্দ করেন—তার পরিচয় আমরা তখনই পেয়েছি। ভারতবর্ষের সরকার এবং কোটি কোটি জনসাধারণ যখন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে—একটা অভূতপূর্ব সংগ্রামের ফলাফলের আশায় উদ্বেল তখন এঁদের নিস্পৃহতা এবং কোথাও কোথাও বিরোধিতা খুবই বেদনাদায়ক। যখন কোটি কোটি লোক কোটি কোটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর দুঃখে ব্যথিত, সহায়তাদানে ব্যস্ত তখন জানিনা এঁরা হয়তো পাকিস্তানশাহী ভুট্টো এবং ইয়াহিয়ার জয় চেয়েছেন। লক্ষ্যণীয় যে ভারতসরকারের নানারকম বিরোধীতা বা সমালোচনা অন্য সময়ে করলেও এ ব্যাপারে সমস্ত দলমত এক হয়েছিল এবং যে যার সাধ্যমত কাজ করেছিল যতটা পারে—দলগতভাবেই হোক আর ব্যক্তিগতভাবেই হোক। এমনকি রাজনৈতিক মতামতে অনেকে যাঁরা মুজিববিরোধী - তাঁরাও এ ব্যাপারে মুজিব তথা মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ছিলেন দ্বিধাহীন—কুণ্ঠাহীন।

বাংলাদেশের বহু মুক্তিযোদ্ধা—বহু সাধারণ নাগরিক বহু মুসলমান ভাই এবং এখানকার প্রগতিকামী বহু মুসলমান-হিন্দু ভাই চেষ্টা করেও এঁদের এই মনোভাব যোগাতে পারেনি। যদিও এটা বিশেষ প্রয়োজন। এ দায়িত্ব আমাদের সকলের—আচার আচরণে—মেলা মশায়—খোলামনে এ ভ্রান্তি দূর না করতে পারলে ভারতের উন্নতি ও অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হবে কারণ এঁরা সকলেই স্বাধীন, সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক। ভারত সরকারের পক্ষে এটা বরদাস্ত করা কোনোমতেই উচিৎ নয় যে সামান্যসংখ্যক রাজাকার বা ভারতবিরোধী লোক (যারা বাংলাদেশেও ত্যাজ্য), চোরাচালান বা সীমান্ত প্রহরার ছিদ্রপথে এসে সরল সাধারণ, ধর্মভীরু সংখ্যালঘুদের মিথ্যাধর্ম প্রচারে—ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে উসকিয়ে দিয়ে তাদের মনকে বিষাক্ত করে দেশের সমূহ ক্ষতি করে যাচ্ছে এবং যাবে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত প্রগতিশীল মুসলমানের অভাব নেই। সর্ব্বোচ্চপদে পর্যান্ত তাঁরা ছিলেন বা আছেনও। তাঁদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কেন এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছেনা?

যেমনভাবে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আজ ভারতবর্ষে ইতিহাসের বস্তুবিশেষ বা ঘটনাবিশেষে পরিণত হয়েছে তেমনি প্রতিটি ভারতের নাগরিককে শুধু ভোট দিয়ে নয় মনে, প্রাণে এবং কাজে রাষ্ট্রানুগ হতে হবে—সরকারের সমালোচনা বা ক্ষমতাসীন দলের কার্য্যকলাপের বিরোধীতা সংবিধান-স্বীকৃত এবং দেশে প্রচলিত হলেও রাষ্ট্রবিরোধীতার স্থান—দেশদ্রোহীতার স্থান ভারতবর্ষে নেই এটা বোঝা এবং বোঝানো আজ আশু কর্তব্য।

—•—

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন

আমাদের শত্রু পুলিশ, সাংবাদিক ও ক্যাপিটেলিষ্ট

একশ্রেণীর পুলিশ, আমলা, সাংবাদিক ও পুঁজিপতি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে। এদের প্রতিরোধের জন্য যুব কংগ্রেসকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

শুক্রবার বিকালে কলকাতায় এসপ্ল্যানেড ইষ্টে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের একটি মহতী সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা ওই আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের পথে যে অন্তরায় রয়েছে তা দূরীকরণ এবং আমলাতন্ত্রের চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুব কংগ্রেস যে আন্দোলনের কর্ম্মসূচী নিয়েছেন—এদিনই ছিল তার সূচনা দিবস। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন একটি বড় মিছিল নিয়ে গিয়ে বিধানসভা অভিযান চালানো হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এই মিছিল বের হয়। পুলিশ রাজভবনের অদূরে এসপ্লানেড ইষ্ট-এ তার গতিরোধ করে।

নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি এম, পি, বলেন, শুধু লালবাজার মহাকরণে আর বিধানসভায় মিছিল নয়। মিছিলের মুখ এখন ঘুরিয়ে দিতে হবে—কালোবাজারী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। ওদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে।

কংগ্রেসের শত্রু

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের শত্রু পুলিশ সাংবাদিক ও ক্যাপিটালিষ্ট—এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জাগ্রত জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

রাজ্য মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন বলেন, রাজ্য সরকারের প্রশাসন যন্ত্রে অনেক ত্রুটি। বাস্তু ঘুঘুদের আস্তানা। এদের কালো হাত ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যুব শক্তিকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ওই সমাবেশে যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি **সর্ব্বশ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**, মৃগেন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ রায় এম, এল, এ, গৌতম চক্রবর্ত্তী, দেবব্রত রায়, তুহিন সামন্ত, দেবপ্রসাদ রায়, বীরেন মাহান্তি, সৌগত রায়, প্রভাস খাঁ ও অসিত মিত্র প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সরকার জনগণের সরকার নয়

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন,—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সরকার হয়েছে সত্য কিন্তু জনগনের সরকার এখনও হয়নি। যে কাঠামোর মাধ্যমে সরকার চলছে তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্খার রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় ভারতের কোথাও এখন প্রকৃত জনগনের কোনো সরকার নেই।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন : আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু জনগণের অনেক আশা-আকাঙ্খার প্রতীক কিন্তু তিনি জনগণের জন্য যা করার দরকার তা করতে পারছেন না। আমি হোম মিনিষ্টার বটে কিন্তু প্রকৃত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েকজন বুরোক্রাট। মনে হয় আমি আই-জি হোম সেক্রেটারি বা পুলিশ কমিশনারের অধীনেই কাজ করি। আমাদের সুবিধা এই যে ওরা আমাদের ধমকাতে পারে না আর মাইনে কাটতে পারে না।

সুব্রতবাবু দাবি করেন সরকারের অনেক আইনকানুন, বিধির পরিবর্ত্তন করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থারও সংস্কার দরকার। প্রসংগত তিনি মনে করেন, **এখনও যে মন্ত্রী একটু ভাল ইংরাজী জানেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী একটু বেশি খাতির করেন। বিলেত ফেরত না হলে পশ্চিমবঙ্গে নেতা হওয়া যায় না।** শ্রীঅরবিন্দই বসুন আর জোতি বসু, সিদ্ধার্থ রায় বলুন সকলেই বিলেত ফেরত তাই লোকে নেতা বলে মেনেছেন। প্রিয়দা এবং আমিও মস্কো ঘুরে এসেছি বলে আপনারা নেতা বলে মানছেন, না হলে হয়ত মানতেন না।"

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, এবারও অনেক জায়গায় জোতদাররা জোর করে পুলিশের সাহায্যে বর্গাদারদের ধান কেটে নিয়েছে। আগামী বছর অন্তত যে তিনটা জেলা তাঁর অধীনে আছে সেখানে যাতে জোতদাররা এই কাজ করতে না পারে তা তিনি দেখবেন। না পারলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবেন।

সুব্রতবাবু অভিযোগ করেন এক শ্রেণীর পুলিশ বিশেষ করে 'বেঙ্গল পুলিশের' লোক সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে এটা প্রতিরোধের জন্য তৈরি হতে হবে।

নবজাতকের দুই চরণ

সিদ্ধার্থ রায় ও বিজয় সিং নাহার

বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার দফা

গত ১৬ই মার্চ শুক্রবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং শ্রীবিজয় সিং নাহারের মধ্যে বেশ কিছুটা বাদানুবাদ ঘটে যায়।

প্রসঙ্গ সরকারী কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের হাল। প্রশ্নোত্তরকালে শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কং) জানতে চেয়েছিলেন, সরকারী কাজকর্মে পুরোপুরি বাংলা ভাষা এখনো কেন চালু হচ্ছে না? কবে হবে? উত্তরে তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁরা পুরোপুরিই বাংলা চালু করার চেষ্টা করছেন। তবে যেসব বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম বাংলা টাইপরাইটারের অভাব।

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সদস্য শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল পরিপূরক প্রশ্ন—টাইপ্রাইটারই যদি প্রধান বাধা হয়, তবে তা দূর করার জন্য কতকাল দরকার? কতদিন ধরে চেষ্টা হচ্ছে টাইপরাইটার সংগ্রহের?

রাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব—আগে কী হয়েছে জানি না, আমরা এক বছর ধরে আছি এবং প্রথম থেকেই চেষ্টা করছি। পূর্ণভাবেই বাংলার প্রচলন আমরা করতে চাই। এবার পরিপূরক প্রশ্ন একসঙ্গে বেশ কয়েকজন সদস্যের। এঁদের অন্যতম শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। প্রবীণ সদস্য শ্রীনাহারকে দেখে অন্য তরুণ সদস্যগণ বসে পড়লেন। শ্রীনাহার বিধানসভার মুদ্রিত কাগজগুলি হাতে তুলে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অন্তত এগুলি বাংলায় ছাপানোর ব্যবস্থা হতে পারে কি না দেখবেন।

শ্রীনাহার বসতেই উঠলেন মুখমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনি বললেন, বিধানসভার কাগজ সম্পর্কে অধ্যক্ষ যা হয় করবেন, তবে সরকারের সম্পর্কে তিনি বলতে পারেন, ১৯৬২-তে যাঁরা সরকার চালাচ্ছিলেন তাঁরা এটা চালু করবেন বলে শুনিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছুই করেননি। ১৯৬৭-তে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কী করছেন জানি না। তবে আমরা এই অল্পদিনে অনেকটা এগিয়ে এনেছি।

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনাহার এবার উঠে প্রতিবাদ জানালেন—তখন কিছু হয়নি একথা ঠিক নয়। তখন বাংলা টাইপরাইটার তৈরি করানো হয়েছে কাজও হয়েছে। এখন কী হচ্ছে?

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়—আপনারা কী করেছেন তা না বলাই ভাল।

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনাহার—বলুন না, জনসাধারণ জানুক—কী কাজ কারা কতখানি করল।

শ্রীরায়—অনেক বড় বড় কথা বলাই হয়েছে। কাজ যা হয়েছে তা না বলাই আপনাদের পক্ষে শুভ।

শ্রীনাহার—বড় বড় কথা তখন হয়নি—হচ্ছে এখন।

শ্রীরায়—তখন বড় কথা বলবার ছিল কী? কাজ কিছু হলে ত বলা।

শ্রীনাহার—ফাইল দেখুন না তখনকার। সব তথ্য রাখুন।

এ সময়—মুখ্যমন্ত্রীকে বিরোধী পক্ষের দিকে দেখিয়ে বলতে শোনা গেল—ওসব কথা ওদিকে গিয়ে বলুন।

শ্রীনাহার আর দাঁড়াননি। অধ্যক্ষ অন্য প্রশ্নের অবতারণা করলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীনাহার অধিবেশন কক্ষের বাইরে এলে তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন—মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁকে বিরোধী পক্ষে বসতে বললেন?

শ্রীনাহার বললেন,—না, ওরকম কথা শ্রীরায় বলেননি।

পুরুলিয়া রাস ময়দানে এস,ইউ,সি,র জনসভায়

শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ

গত ২১শে মার্চ পুরুলিয়া রাস ময়দানে এস, ইউ, সি,র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণদান প্রসঙ্গে বর্তমান ইন্দিরা সরকারের পুঁজিবাদী ও ফ্যাসীবাদী স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন।

দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণী ভাষণে তিনি বলেন যে যতদিন দেশে পুঁজিবাদী শাসনকাঠামো বজায় থাকবে ততদিন পর্যান্ত বেকারী, কালোবাজার, দুর্নীতি ও দারিদ্র্য দেশে বিরাজ করবেই।

শাসক কংগ্রেসের সাথে ফ্রন্ট নয়
সি, পি, এমের কেরালা রাজ্য কমিটির বিবৃতি

মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের কেরালা রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে: ত্রিকুর পৌর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গঠিত ফ্রন্টের চরিত্র সম্পর্কে রাজ্যকমিটি আলোচনা করেছে। এই ফ্রন্ট সাধারণভাবে কেরালার শাসক কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ মোর্চা।

কিন্তু ফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় একটি কেন্দ্রে একজন দায়িত্বশীল শাসক কংগ্রেস প্রার্থীর নাম দেখা গেছে। এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের পার্টির পরিপন্থী নীতি। রাজ্য কমিটি সম্পাদকমণ্ডলীকে ক্ষমতা দিচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে আলোচনা করে এই মারাত্মক ভুলের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

—গণশক্তির সৌজন্যে

পুরুলিয়ার এম, এল, এর কাছে
পুরুলিয়ার চীফ মেডিকেল অফিসারের ক্ষমা প্রার্থনা

২৩শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ যে--পুরুলিয়ার চীফ মেডিকেল অফিসার বৃহস্পতিবার শ্রীদুর্গাদাস বাউরি এম.এল.এর কাছে নিঃসর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্গাদাস বাবুকে অপমান করার অভিযোগ করা হয়েছিল।

কদিন আগে বিধানসভাতেও শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অভিযোগ করলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত কুমার পাঁজা এদিন পুরুলিয়ায় চীফ মেডিকেল অফিসারকে কলকাতায় ডেকে পাঠান। বিধানসভা ভবনে তাঁর ঘরে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশতদল মাহাত এম, এল. এ শ্রীমদন মাহাত এম, এল এ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত এম. এল. এর সামনে চীফ মেডিকেল অফিসার নিঃসঙ্কোচে দুর্গাদাসবাবুর কাছে ক্ষমা চান। তারপর তাঁরা দুজনে করমর্দন করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীপাঁজাও স্বাস্থ্য দফতরের তরফে দুর্গাদাসবাবুর কাছে ক্ষমা চান।

অভিযোগ ছিল কয়েকজন রোগী ও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে দুর্গাদাসবাবুকে চীফ মেডিকেল অফিসার বিশ্রীভাবে অপমান করেন।

সরকারের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার
ব্যবসায়ীর মানহানী ও ক্ষতি পূরণের মামলা

পুরুলিয়াতে সাব জজের আদালতে পুরুলিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীতুলসীরাম আগরওয়ালা পশ্চিম বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে মানহানী ও একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে—এক মামলা করেছেন এবং তা চলছে। তার অভিযোগ হল যে—১৯৬৫ সনে তাকে ভারত রক্ষা আইনে যে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তা—বে-আইনী এবং বিদ্বেষপ্রসূত। এই মামলাতে আসামী করা হয়েছে—(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার (২) মিঃ এস, চৌধুরী আই, এ, এস. তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার এবং বর্তমানে ডি, ভি, সির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (৩) মিঃ এস সেন তদানীন্তন ডি, ই, বি, ইন্সপেক্টর (৪) এবং আর চক্রবর্তী তদানীন্তন খাদ্য ও সরবরাহের ডিষ্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার।

বাদীর পক্ষে মিঃ এস, টিব্রিওয়াল ব্যারিষ্টার শ্রী এস, চৌধুরীকে গত ১৭ই মার্চ জেরা করেন। জেরায় শ্রীচৌধুরী বলেন যে—করাপসন অর্থাৎ দুর্নীতি প্রধানতঃ ঘুষ, অন্যায়ভাবে টাকা নেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। পক্ষপাতিত্ব করে অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় ও অনুগ্রহ দানও দুর্নীতির মধ্যে পড়ে—অবশ্যই সেটা অবস্থানুযায়ী বিচার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন তাঁর সময়ে পুরুলিয়ার পুলিশের দক্ষতা সম্বন্ধে তিনি কোন অভিমত প্রকাশ করতে পারেন না।

এই মামলা পুরুলিয়ার উকীলমহল ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

কল আছে জল নাই

গত ২১শে মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্য্যন্ত তিনদিন পুরুলিয়ায় কলের জল হঠাৎ বন্ধ থাকে। জনসাধারণকে এ ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করা হয় নি এবং পরেও এর কারণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কোন বিবৃতি দেন নি। জলকলের কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্বভাবতই মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে।

পুরুলিয়ার পানীয়জল সরবরাহের ব্যাপারটি প্রথম থেকেই গোলমেলে। কথা ছিল দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ আরম্ভ হলে প্রাথমিক পর্যায়ের গোলমাল সংশোধন করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ কোন যুগে আরম্ভ হবে, ঈশ্বরও জানেন না।

পানীয় জল সরবরাহের প্রাথমিক পর্য্যায় থেকে বর্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। কোনরকম দূর্নীতির খেলার ফলে মানুষের এই দুর্ভোগ কি না, তা' জনসাধারণের জানা দরকার।

WANTED

Wanted a teacher able to teach in Hindi for Balbharati Junior Basic School Apply to the Secretary before 2-4-73.

Secretary
Bal Bharati
Junior Basic School
Purulia

Office of the Commissionors of Purulia Municipality, Purulia, (W. B.)
Dated 20-3-73.

Applications in prescribed form, obtainable from the office of the Municipality, on payment of Rupee one (Re 1/-) only, are invited to fill up nine posts of "TEACHERS" of Primary Schools of the Municipality on scale of pay, D. A. Etc. admissible. Six posts are reserved for female candidates and one for "URDU" Trained candidate, who preferably be a male.

Minimum qualification required :— Passed Matriculation/S.F./H.S. or its equivalent.

(None need apply who possess higher qualification)

Applications are to be enclosed in a 9"X4" closed cover and addressed to Dr. Kanti Bilas Mukherjee, Commissioner, Conveneor, selection Committee, Purulia Municipality, P. O. & Dist. Purulia.

No application will be accepted after 4-30 P. M. of 7th April (7-4-73) 1973.

Sd/- K. B. Mukherjee
20-3-73
Convenor,
Selection Committee

Vice-Chairman,
Purulia Municipality
21-3-73

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা | সোমবার, ২রা এপ্রিল, ১৯৭৩, ১৯শে চৈত্র, ১৩৭৯ | বার্ষিক—৬, সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

কিন্তু স্রষ্টা সব যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি সৃজিছে মানুষ—
অচেনা রহিল তারা। কথার ফানুস
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী......
আজটাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।
আজ তাহা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,—
পূজা নয়—আজ শুধু করিনু স্মরণ।

—নজরুল

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

সম্পাদক
মুক্তি পত্রিকা, পুরুলিয়া।

"মহাশয়"

১৯শে মার্চের মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত পুরুলিয়ার "জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ" এর মিথ্যা কুৎসা রটনায় আমরা স্বভাবতঃই মর্ম্মাহত এবং ক্ষুব্ধ। এরই প্রতিবাদে আমাদের লেখা চিঠিখানি আপনাকে পাঠালাম। আপনি এই চিঠিটি আগামী সংখ্যায় আপনার "মুক্তি" পত্রিকায় ছাপিয়ে আমাদিগকে বাধিত করিবেন :—

"কেন এই মিথ্যার বেসাতি"

১৯শে মার্চ ১৯৭৩ সালের মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত "কর্তৃপক্ষ কি এই দুর্বৃত্ততার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।" নামক চিঠিখানি পাঠ করে আমরা পুরুলিয়া পলিটেকনিক হোষ্টেলের ছাত্রগণ, অধ্যক্ষ মহাশয়, হোষ্টেল সুপারেনটেনডেন্ট, অন্যান্য অধ্যাপকগণ এবং কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। পুরুলিয়ার জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের এহেন মিথ্যা অপপ্রচারের নমুনা এবং ঔদ্ধত্যের পরিচয় পেয়ে প্রতিবাদের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ এই মিথ্যা কুৎসা রটনা করেছেন, সে সম্পর্কে পুরুলিয়ার জনসাধারণকে কিছু জানাবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি।

চিঠিতে লেখা আছে ছাত্রীরা অনুসন্ধানে জানতে পেরেছেন যে তাঁদের পার্শ্ববর্তী পলিটেকনিক হোষ্টেলের ছাত্ররাই তাঁদের প্রতি অশালীন আচরণ করেছেন।

এইখানে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিংএর ছাত্রীদের কাছে আমাদের প্রশ্ন তাঁদের অনুসন্ধানের সূত্রটি কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যে অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা আমাদের নামে এই কুৎসা রটনা করেছেন সেই সূত্রটা কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আমাদের ওপর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে মোট প্রায় ১০০ জনের উপর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক আছেন, ১০/১২ জন পিয়ন আছেন, অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে বন্দুক আছে, আসে-পাশে অসংখ্য পথচারী সর্বদাই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চলাফেরা করছেন। এহেন অবস্থায় মাত্র ৪/৫ জন দুর্বৃত্তরূপ ছাত্র উনাদের ছাত্রীদের দিনের পর দিন ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন, এটা কিরকম ব্যাপার? ছাত্রীরা বিজ্ঞাপনে সংবাদ দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই নিজেদের কর্তৃপক্ষকে কিছু বলেছেন, আর যদি বলে থাকেন, তবে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? অত্যাচার নাকি দিনের পর দিন চলছে, তবে তাদের বাধা দিতে কিংবা পাকড়াও করতে উনারা ১০০ জন মিলে পারছেন না কেন?

এ ব্যাপারে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষকেও কয়েকটি প্রশ্ন করার আছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ঘটনাকে কেন্দ্র করে উনারা পুলিশে সংবাদ দিয়েছিলেন। পুলিশকে উনারা দুষ্কৃতকারীদের হোষ্টেলের ছাত্র বলেই সন্দেহ করে নানান্ কথা বলেছেন, পুলিশ যথারীতি ইন্‌কোয়ারী করেছেন এবং এখনও করছেন। অতীতেও কর্তৃপক্ষ অনেকবার পুলিশ ডেকেছেন এবং প্রতিবারেই আমাদিগকে সন্দেহ করেছেন। আমাদের প্রশ্ন, কর্তৃপক্ষ পুলিশ রিপোর্টে আমাদিগকে কখনও অভিযুক্ত হতে দেখেছেন কি? সেরকম রিপোর্ট আপনাদের হাতে কিছু আছে কি? আপনারা পুলিশে সংবাদ দিতে পারেন, ডি, সি, ডি, আই কে চিঠি লিখতে পারেন, কিন্তু আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে আপনাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় কখনও আপনাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন কি? আপনাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের মিত্রতার কিছু অভাব আছে কি? কই তা'ত নয়। তিনি আমাদের অধ্যক্ষের সঙ্গে দাবা খেলেন, পলিটেকনিক স্টাফ ক্যাম্পাশের গোলাপ বাগানে ঘুরে বেড়ান, গোলাপ গাছ নিয়ে গবেষণা করেন এবং একত্রে চা পান করেন, তবে আপনাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের এরূপ আচরণ কেন? কর্তৃপক্ষ পুলিশকে বলেছেন যে দুষ্কৃতকারীরা ফুলপ্যান্ট পরে আসে, অতএব তারা হোষ্টেলের ছাত্র। পলিটেকনিকের সামনে যাঁরা বাসে ওঠেন বা রাস্তায় ঘোরা ফেরা করেন তাঁরা অনেকেই ফুলপ্যান্ট পরেন, তবে কি তাঁরা সকলেই আমাদের হোষ্টেলের ছাত্র? বরাকর রোডের ওপর এই অঞ্চলের অন্যতম স্থায়ী বাস ষ্টপেজ পলিটেকনিক হোষ্টেল গেট। সুতরাং এই ষ্টপেজ দিয়ে কত অসংখ্য চোঙা প্যান্ট পরা যাত্রী প্রতিনিয়ত বাসে ওঠা নামা করেন তা একদিন দাঁড়িয়ে অভিযুক্তকারীরা দেখবেন কি? তাঁদের কি বিশ্বাস হোষ্টেল গেটে কোন তরুণ যদি বাসে ওঠেন এবং বাংলা কথা বলে যদি হঠাৎ হিন্দিতে কথা বলেন তবে তাঁরাই কি পলিটেকনিক হোষ্টেলের ছাত্র? এবং এরকম কোন যাত্রীর ব্যবহারের জন্য কি আমরা দায়ী?

ছাত্রীদের একটি অসত্য অভিযোগের প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চিঠিতে ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন, ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৮-৩০ এর সময় তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রী যখন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে শহর থেকে জীপে করে হোষ্টেলের পথ দিয়ে ফিরছিলেন, তখন একজন তরুণ সাইকেলে করে জীপে তাঁদের অনুসরণ করছিল। তাঁরা সনাক্ত করতে পারেন ছেলেটি হোষ্টেলের এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুসরণ করছে। এমত অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে ঐ জীপে পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ মহাশয় ছিলেন, তখন ভালমানুষের মতন ব্যাপারটা তাঁর গোচরে না এনে পরে পত্রিকার মাধ্যমে এই কুৎসা রটনার উদ্দেশ্য কি? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি যে আমরা (হোষ্টেলের ছাত্ররা) সকলেই বহিরাগত এবং আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য কোনও সাইকেল নেই! সুতরাং এই অভিযোগ যে কতখানি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তা সহজেই অনুমেয়।

কই, আপনাদের পাশেইত রয়েছে বি, টি, কলেজ। সেখানে আপনাদের থেকে অনেক বেশী মহিলারা আসেন, কই তাঁরা তো আমাদের ভয়ে ভীত বা সন্ত্রস্ত হচ্ছেননা। আসে-পাশে প্রায় ৪/৫ শত মহিলারা থাকেন; কই তাঁরা তো কোনও অভিযোগ করছেন না? কেবল আপনাদেরই অসুবিধে হচ্ছে, তা ব্যাপারটা সত্যি করে আপনারা বলবেন কি? আমাদের কলেজে বিশ্বকর্মা ফাংশনে ৪/৫ শত মহিলারা আসেন, একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা দেখতে শতাধিক মহিলারা আসেন এবং সেখানে

আপনাদের সমস্ত মহিলারাও আসেন, আপনাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ও আসেন, কই কোনোদিন কোন মহিলার সম্মান হানী হয়েছে কি? এর কিছু জবাব জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীবৃন্দ দিতে পারবেন কি?

পরিশেষে, পুরুলিয়ার চিন্তাশীল জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রার্থনা এই ভদ্র ঘরের সন্তানদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কুৎসা রটনা জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীবৃন্দরা করেছেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠুন। মহিলাদের বা আমাদের দেশের মেয়েদের সম্মান রক্ষা করার কর্ত্তব্য এবং সংস্কৃতি আমাদের আছে এবং থাকবে। আমরা আমাদের দেশবাসীকে এবিষয়ে আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে বলি। ইতি—

ভবদীয়

পুরুলিয়া পলিটেকনিক হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ।

(২)

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিযুক্তি

সম্পাদক-মহাশয় সমীপেষু
মুক্তিপত্রিকা, পুরুলিয়া
মহাশয়,

আপনার ২৬শে মার্চের মুক্তিতে পুরুলিয়া পৌর সভার প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখলাম। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ব্যাপার সাধারণের গোচরে আনতে চাই আপনার পত্রিকার মাধ্যমে।

পৌরসভার কমিশনার শ্রীনির্মল কুমার মুখার্জী তার কন্যা শ্রীমতী মঞ্জু চ্যাটার্জীকে (বিবাহিতা) সাময়িকভাবে পৌরসভার প্রাথমিক শিক্ষিকারূপে নিয়োগ করিয়েছেন এবং শ্রীমতী চ্যাটার্জী এখনও শিক্ষকতা করছেন। সাময়িকভাবে শিক্ষিকা নেওয়া হবে; একথা কেউ জানতে পারেননি। কারণ কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি।

বর্ত্তমান বিজ্ঞাপনটিতে লেখা আছে *"Minimum Qulification required :-- Passed Matriculation /S.F./H.S. or its equivalent. (Non need apply who possesses higher Qulification)"*

শ্রীমতী মঞ্জু চ্যাটার্জী *B. A.* পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। তিনি পতিগৃহে দমদমের মতিঝিল কলেজ থেকে *B. A.* পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত *Qulification*-গুলির তুলনায় শ্রীমতী চ্যাটার্জী *"Possesses higher Qulification"*.

মোট ৯টি পদের মধ্যে ৬টি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংরক্ষণের সার্থকতা আমরা বুঝতে পারছিনা।

পৌরসভায় সাময়িক শিক্ষিকা নিযুক্তির ব্যাপারে যে আত্মীয় পোষণ দেখেছি স্থায়ী নিযুক্তির ক্ষেত্রে যাতে তা না হয় তাই ব্যাপারটি জনসাধারণের গোচরে আনলাম।

বিনীত—

শ্রীরাধেশ্যাম চৌধুরী, শ্রীরঞ্জিত কুমার সেন (নডিহা), শ্রীশিবশঙ্কর মুখার্জী (নামোপাড়া) পুরুলিয়া।

মহাবিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের মহাপ্রয়ান

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মঙ্গলবার ২৭শে মার্চ বিকালে কলকাতায় তাঁর হিন্দুস্থান পার্কে-এর বাসভবনে পরোলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২। শ্রীমজুমদার বর্তমান বিধানসভারও একজন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে শ্রীমজুমদারের শয্যাপার্শ্বে ছিলেন তাঁর ছোট ভাই শৈলেশ মজুমদার এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। এ ছাড়া রথীন তালুকদার, লক্ষীকান্ত বসু, পঙ্কজ ব্যানার্জী প্রভৃতি।

রাজ্যপাল শ্রী এল. ডায়াস খবর পেয়ে পরলোকগত শ্রীমজুমদারের বাড়ীতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। সন্ধ্যার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সংগঠন কংগ্রেস নেতা ডঃ প্রতাপচন্দ্র, প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা, অধিকাংশ মন্ত্রী, ছাত্র এবং যুবনেতা, প্রবীণ বিপ্লবী ও বিধানসভার বহু সদস্য পরলোকগত নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন।

শ্রীমজুমদারের মৃত্যুর খবর পেয়ে হুগলি জেলার বিভিন্ন সংগঠন থেকে শোক প্রকাশ করা হয়।

শ্রীমজুমদার বিগত নির্বাচনে চুঁচুড়া কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হন।

প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিপ্লবী নেতা শ্রীভূপতি মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বুধবার আদালত এবং ট্রেজারী ছাড়া রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিসে বেলা দুটোর পর ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

শোকযাত্রা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা ও বিধানসভার সদস্য শ্রীভূপতি মজুমদারের মরদেহ নিয়ে ২৮শে মার্চ বুধবার এক দীর্ঘ শোকযাত্রা বের হয়। তাঁর দক্ষিণ কলকাতার বাসভবন ২৯ বি, হিন্দুস্থান পার্ক থেকে শোকযাত্রাটি অগ্রসর হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস অফিস মহাজাতি সদন বিধানসভা ও মহাকরণে এসে পৌঁছায়।

বিধানসভা ভবন থেকে মহাকরণ পর্য্যন্ত শোকযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ।

বিধানসভা ভবনে স্পীকার শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার-শ্রীভূপতি মজুমদারের মরদেহে পুষ্পার্ঘ দেন। এদিন শ্রীমজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিধান সভার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস পরিষদীয় দলও শ্রীমজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। দীর্ঘ শোকযাত্রা শেষ হয় হুগলি শ্মশানঘাটে।

বুধবার রাত্রি প্রায় নটায় হুগলি কালীতলা শ্মশানঘাটে অমর বিপ্লবী শ্রীভূপতি মজুমদারের মরদেহে অগ্নি সংযোগ করেন তাঁর ভাইপো শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার। বিপ্লবীর ছোট ভাই শ্রীশৈলেশ মজুমদার, ভাগ্নে শ্রীআশীষ সেন ও পরিবারের অন্যান্যরা শ্মশানঘাটে যান।

কলকাতা থেকে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, ত্রিবেণী হয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে মরদেহ হুগলি চক্‌ বাজারের বসতবাড়িতে পৌঁছলে সেখানে কয়েক হাজার লোকের এক বিরাট জনতা বিপ্লবী জননায়কের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জমায়েত হন।

রাজ্য মন্ত্রীসভার শোক

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা বুধবার এক বৈঠকে বিপ্লবী নায়ক শ্রীভূপতি মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ নীরবে দাঁড়িয়ে পরলোকগত দেশনেতার উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর মন্ত্রিসভার বৈঠক মুলতুবি রাখা হয়।

ছাত্র পরিষদ (চৌরঙ্গী) অনুশীলন ভবন, পৌর প্রতিনিধি পরিষদ প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, জননায়ক শহীদ হেমন্ত বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে স্বর্গত বিপ্লবী নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মহাজাতি সদনে তৈল চিত্র স্থাপনের উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ ঠিক করেছেন যে, মহাজাতি সদনে স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপতি মজুমদারের তৈল চিত্র স্থাপন করার সমস্ত ব্যয়ভার ছাত্র পরিষদ বহন করবে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীমজুমদারের জন্ম হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায়, ১৮৯০ সালে। তাঁর বাবা শ্রীনীলমাধব মজুমদারের কর্ম্মস্থল ছিল কৃষ্ণনগরে। সেজন্য তাঁর বাল্যকাল কেটেছে কৃষ্ণনগরেই। তাঁরা তিন ভাই, চার বোন। শ্রীমজুমদার দ্বিতীয়।

অত্যন্ত অল্প বয়সেই ভূপতিবাবু বিপ্লবী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবী মন্ত্রের পাঠ নেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মাত্র ষোল বছর বয়সে ১৯০৬ সালে তিনি প্রথম কারাবরণ করেছেন। পরে শ্রীমজুমদার কৃষ্ণনগর থেকে হুগলিতে এসে কলেজে ভর্তি হন। তিনি বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১১ সালে ইন্দো-জারমান ষড়যন্ত্রের প্রয়োজনে বিদেশে যান। ১৯১৪ সালে যান পূর্ব এশিয়ায়। পরে ১৯১৫ সালে তিনি সিঙ্গাপুরে গ্রেফতার হন। ১৯২৩ সালে শ্রীমজুমদার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বরাজ্য

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

১২শে চৈত্র, ১৩৭৯, সোমবার

একটি মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ

শ্রীভূপতি মজুমদার ৮২ বছর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করেছেন। যারা এই লোকটিকে জানতো বুঝতো তারা সকলেই এইটাই অনুভব করেছে অন্তর দিয়ে যে—একটি মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ হল।

মানুষের সঙ্গে পরিচয় এমনকি খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও মানুষকে জানার বা বোঝার যথার্থ মাপকাঠি নয়। মানুষের অন্তরে যে মানুষটি নিয়ত জাগ্রত তার অভিজ্ঞাই তার সার্থক পরিচয়। ভূপতি মজুমদারের সদ্যোস্ফুট তরুণ অন্তরে মহাবিপ্লবী যতীন মুখার্জি যে মানুষটিকে মাতৃবন্দনায় অভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন দেশ ও কাল অতিক্রম করে তার শেষ মূহর্ত পর্য্যন্ত তা সদ্যোস্ফুট কোরকের মতোই অম্লান ও সজীব ছিল।

সেই ১৯০৫ সালে একটি কিশোর তার স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ গৃহবাস ছেড়ে অনিশ্চিত পথের অভিযাত্রীদের সহযাত্রী হয়ে যাত্রা সুরু করেছিল মৃত্যুর অভিযানে স্বদেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে সমিধ আহরণে। আজকের দিনের মানুষের কোন কল্পনাই এদের জীবনের গতির নাগাল পায়না। দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে একটি জীবন স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা ও স্বদেশের কল্যাণকর্ম ছাড়া আর কিছু করে নাই। ভূপতি মজুমদার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেননা—কিন্তু তার কোন গৃহ ছিলনা; তিনি সংসারত্যাগী যোগী ছিলেননা--কিন্তু সংসারী দেশবাসীর কল্যাণ সাধনই তার যোগ ছিল। ধ্রুব তারার মতো যে আদর্শ তার জীবনের দিশারী ছিল—এই অক্লিষ্টকর্মার কর্ম্মানুষ্ঠান সেই আদর্শকেই অভিব্যক্ত করে গেছে। এই কর্মকে প্রাণময় করার জন্য যে সাধনা—সে সাধনা অতি দুস্তর সাধনা--দেশকে গড়ার জন্য মানুষকে গড়ার জন্য নিজেকে গড়ার সাধনা। লক্ষণের জীবনে যে সাধনা তাকে ইন্দ্রজিত বধের যোগ্য অধিকারী করেছিল—ভূপতি মজুমদারের জীবন সাধনাও তাকে সেইরকমভাবেই যতীন মুখার্জির যোগ্য উত্তর সাধকরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বাংলাদেশের বিপ্লবী! বিশ্বের বিপ্লবীদের ইতিহাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের জীবনগঠন সাধনা—এক উজ্জল অধ্যায়। ভূপতিবাবু যতীন মুখার্জির সম্বন্ধে একটি কথা প্রায়ই বলতেন—যতীন মুখার্জিকে কেউ কোনদিন কোন অবস্থাতেই চমকাতে দেখেনি। এমনি ছিলেন এরা শক্ত মানুষ। বাংলার বিপ্লবীরা বজ্রকঠোর ছিলেন তাদের সম্বন্ধে—যারা দেশের মানুষের জন্য দুঃখ সৃষ্টি করেছে, বন্ধন সৃষ্টি করেছে মনুষ্যত্বকে আহত করেছে। এই বজ্রকঠোর মানুষগুলি ক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখের অপনোদনে, দুর্গতদের সেবায় আবার কুসুমের মতোই কোমল ছিলেন। এদের তরুর মতো সহিষ্ণু জীবনে দৃঢ়গতি ছিল অভিমান বর্জিত। এই ছিল বাংলার বিপ্লবী। ভূপতি মজুমদারের জীবনে এই বিপ্লবীই জীবন্ত মূর্ত্ত ছিল যা কখনও ম্লান হবার অবসর পায় নাই।

খাঁটি মানুষ না হলে সত্যকারের বিপ্লবী হতে পারেনা। সেই খাঁটী মানুষটির চিন্তায় ও কর্মে অভিব্যক্ত হয় একটি শক্ত মানুষের শক্তির পরিচয়। এ শক্তি কেবল দুঃখকে বরণ ও জীবন আহবে সম্মুখ গতিই নয়—এ শক্তি সেই শক্তি যে শক্তি সাধনার পথে যখন ঐশ্বর্য আছে তখন সেই ঐশ্বর্য বৈরাগ্যের হোমানলে যোগীর ভস্মে পরিণত হয়। চরিত্রের এই অসাধারণত্ব এদের যারা ফাঁসীর মঞ্চে পাঠিয়েছে, নির্য্যাতনে জর্জরিত করেছে তাদের কাছেও পরম শ্রদ্ধেয় করে রেখেছে।

বাংলার বিপ্লবীদের জীবনে ধ্বংস, সৃষ্টি ও গঠন এই ত্রিধারা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে মিলিত হয়েছিল। যে শক্তি কল্যাণকে প্রতিহত করে দেশে দুঃখ সৃষ্টির কারণরূপে দম্ভধর্মী—তার ধ্বংস যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল তেমনি দেশের জীবনে শ্রেয়াভিমুখী গতির সঞ্চার এবং তদুপযুক্ত ও তদ্ধর্মী গঠন এদের জীবনের একটা বৈশিষ্ট ছিল।

ভূপতি মজুমদার একটি সাধন-যুগের কঠিন ক্ষেত্রে গগনস্পর্শী বনস্পতি ছিলেন। তার সহযাত্রী, সহকর্মী ও সহধর্মী কয়েকজন মাত্র এখনও জীবিত আছেন এবং তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেই শুধু নয় ভারতবর্ষে এক মহাজীবনের এক দুর্লভ যুগের অবসান হয়ে যাবে এবং সেজন্যই আজ জাতির বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এদের সমৃদ্ধ জীবনের অমলিন অধ্যায়ের সংকলন ও সংরক্ষা আমাদের একটা অপরিহার্য্য জাতীয় কর্তব্য। বর্ত্তমানে বিপ্লব শ্লোগানে পর্য্যবসিত এবং জাতির কল্যাণ দলীয় গোষ্ঠির অপরিসর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে আছে। দেশের বা জনগণের কল্যাণকামীরা ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের মঞ্চে ভীড় করে পরস্পরের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপই নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পথ বলে বেছে নিয়েছেন। কর্মের পিছনে এখন সাধনার প্রয়োজন হয়না সুতরাং চরিত্র গঠন অবাস্তব ও উপহাস্য। তরুণ শক্তি লক্ষ্যহীন—গণপতি মূষিকবাহিত। রাজনীতির উপক্রমণিকা শাঠ্য এবং তার প্রয়োগ দুরাচার। সত্য ও নিষ্ঠা আজ অবাস্তব --শিবাগোষ্ঠি আজ পূজা সমাদৃত ও সম্মানিত। দেশ আজ ভস্মে আচ্ছাদিত বলেই বনস্পতি আজ দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু এ সাময়িক। দেশ সমাজ ও মানুষকে এ ধারণ করে রাখতে পারেনা। মনুষ্যত্বের বিকাশ না হলে মানুষ বা মানুষের সমাজের বিকাশ হতে পারেনা। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য—মানুষের, দেশের, সমাজের বিকাশের জন্য বিবর্ত্তন ও বিপ্লবের পথে মানুষের দেশের সুস্থ অগ্রগতির জন্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে মহাজীবনের প্রয়োজন—শাশ্বত প্রয়োজন।

অন্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত—দেশের প্রয়োজনে বিপ্লবীর মূর্ত্ত প্রতীক ভূপতি মজুমদার—সেই মহাজীবন। তার মহাপ্রয়াণ দেশ জাতি ও মানুষের জন্য যে আহ্বান রেখে গেল—আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমাদের জীবনে তাকে সার্থক করার প্রচেষ্টাই—এই মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বি, দাসগুপ্ত

জাল বিল দাখিল করিয়া টাকা লওয়ার চেষ্টায় গ্রেপ্তার

পুরুলিয়া টাউন থানার পুলিশ কোন এক সূত্রে সংবাদ পাইয়া বলরামপুর নিবাসী শ্রীস্বপন মুখার্জ্জী নামক এক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে! তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে—প্রায় ১৮হাজার টাকার এক জাল W.Q.S. বিল দাখিল করিয়া স্থানীয় এফ, সি, আই, (ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া) থেকে টাকা লওয়ার চেষ্টা করে। প্রকাশ পুলিশের পক্ষ হইতে ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। প্রকাশ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বহু গভীর বিস্ময়কর বিষয় উদ্ঘাটিত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। সংবাদে ইহাও প্রকাশ--ধৃত যুবকের পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি মত সমর উপাধ্যায় নামক জনৈক এফ, সি, আই ইন্সপেক্টরের উপর গ্রেপ্তারি পারোয়ানা জেলে জারী করা হইয়াছে। উক্ত সমর উপাধ্যায় বর্ত্তমানে পুরুলিয়া জেলে, এই সহরের এক ঔষধের মামলায় হাতে নাতে ধরা পড়িয়া আটক আছে। উক্ত সমর উপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে বলরামপুরের এফ, সি, আইর গুদাম হইতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ধান ইত্যাদি উধাও করার বা গোলমালের অভিযোগে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে এক সাসপেণ্ড অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান জাল বিল দাখিলকারী শ্রীস্বপন মুখার্জ্জী অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক কংগ্রেসী এম, এল, এর ক্যাডার হিসাবে চাকুরীর জন্য মনোনীত হইয়া স্থানীয় পুলিশ বিভাগে সাব-ইন্সপেক্টর এর জন্য "ইণ্টারভিউ" ইত্যাদি দিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কেবল পি, ভি, আর ও মেডিক্যাল রিপোর্ট দেওয়া বাকী ছিল।

১লা এপ্রিল থেকে ডাক বিভাগ শরণার্থী শুল্ক তুলে দিয়েছে

১লা এপ্রিল থেকে ডাকের জিনিষপত্রের ওপর থেকে শরণার্থী ত্রাণ শুল্ক উঠে গেছে। সংসদে গৃহীত শরণার্থী ত্রাণ শুল্ক (বিলোপ) বিল অনুসারে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ডাক ও তার বিভাগের এক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, যাদের কাছে অব্যবহৃত শরণার্থী ত্রাণ ডাকটিকিট (৫ পয়সার) বা এই টিকিট লাগানো অন্তর্দেশীয় পত্র ও এরোগ্রাম আছে, তাঁরা যে কোন ডাকঘরে সেগুলি ফেরত দিয়ে পরিবর্তে নগদ মূল্য বা ডাকটিকিট নিতে পারবেন।

সরকারী অফিসগুলি তাদের শরণার্থী ত্রাণ সার্ভিস ডাকটিকিটগুলি ট্রেজারীতে জমা দিয়ে সাধারণ সার্ভিস ডাকটিকিট নিতে পারেন।

১লা এপ্রিল থেকে শরণার্থী ত্রাণ শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত দশ পয়সার রেভিনিউ ডাকটিকিট লাগবে না।

অন্যান্য শুল্ক যা উঠে যাচ্ছে

১। কোন কোন দলিলের উপর থেকে অতিরিক্ত ১০ পয়সা স্ট্যাম্প।

২। খবরের কাগজের ওপর থেকে ২ পয়সা উৎপাদন শুল্ক।

৩। রেলযাত্রী ভাড়ার যে শতকরা ৫ বেশী নেওয়া হত।

৪। অন্তর্দেশীয় বিমান ভাড়া যে শতকরা ৫ বেশী নেওয়া হত।

যারা রেল ও বিমানের টিকিট অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনেছেন তাঁদের সেই অতিরিক্ত পরিমাণ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়েছে।

বেড়েই চলেছে পুলিশের জুলুম
পুরুলিয়ার অপোগণ্ড এম. এল. এরা বিধানসভায় করঙ্ক বহন করেন
নদীয়া জেলায় কালিগঞ্জ থানায় ৭৫ বছরের বৃদ্ধকে মারপিট

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার অফিসার-ইন-চারজকে সাসপেনড করেছেন। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ একজন শিক্ষক সহ আটজনকে তিনি থানার মধ্যে বেআইনীভাবে আটক করে মারধর করেছেন।

গত ২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় বিধানসভার অধিবেশনে তাঁর ওই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, একজন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ এবং তাঁর ছেলেকে থানায় নিয়ে এসে মারধর করা হয়েছে। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তিনি লোককে থানায় ডেকে পাঠিয়ে টাকা চান। টাকা দিতে না পারলে মারধর করেন।

মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পুলিশের এই অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। নইলে সভ্য সমাজের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারবো না। (ওই সময় কংগ্রেস সদস্যগণ টেবিল চাপড়ে অভিনন্দন জানাতে থাকেন।) এর জন্য যদি দরকার হয় আমরা পাঁচ হাজার পুলিশ অফিসারকে সাসপেনড করব, পুলিশে পাঁচ হাজার নতুন লোক নেওয়া হবে। পুলিশ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন করতেই হবে।

শ্রীরায় বলেন এখানে ঘোষণার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে বিধানসভার সদস্যদের জানানোর জন্য—উদ্দেশ্য প্রতিটি থানায় বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

পুরুলিয়া সহরে বাস কর্মীকে মারপিট

গত বৃহস্পতিবার ২৯শে মার্চ অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া স্কুলের কাছে ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসের সামনে একজন পুলিশ কনেষ্টবল ও একজন পুলিশের দারোগা নাম শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডু দুইজন বাস কর্মীকে নির্দ্দয়ভাবে ব্যাটন দিয়ে প্রহার করতে থাকে ও সারা রাস্তা তাদের মারতে মারতে পুরুলিয়া সহর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বেলা ১১॥টা—কোর্ট কাছারী রাস্তা লোকে ভর্ত্তি সকলেই এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। নিজেরা প্রহৃত হবার ভয়ে দর্শক পথচারীরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে ঐ বাস কর্মী দুজনের সঙ্গে ডিভিজনাল ফরেষ্ট অফিসের কাছে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে নাকি কথাকাটাকাটি বা ঝগড়া হয় তার পরেই এই ঘটনা ঘটে। প্রহৃতরা অল্প বিস্তর আহত হয় এবং তাদের চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠান হয়।

পুরুলিয়াতে এই ব্যাপারে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং যারা এই ব্যাপার দেখেছিল—তাদের মধ্যে অনেককেই যথেষ্ট উত্তেজিত দেখা যায়। কিছুলোক এবং বাস কর্মীরা দল বেঁধে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এর কাছে যায় এবং এর আশু প্রতিকার ও পুলিশের শাস্তি দাবী করে। কিছু ছাত্র ও বাস কর্মীদের এক শোভাযাত্রা সহরে বের হয় এবং তারা ধ্বনি দিতে থাকে যে—পুলিশ জুলুম চলবে না, পুলিশ কর্মচারীর শাস্তি চাই ইত্যাদি।

এই শোভাযাত্রা তারপরে পুলিশ অফিসের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে।

এবিষয়ে কি ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—সে সম্বন্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে একটি বিবৃতি দিলে ভাল হয়।

পুরুলিয়ায় বান্দোয়ানের কথা

আমরা বান্দোয়ান থানায় অনুষ্ঠিত সেখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের উপর পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা বিশদ বিবরণ সহকারে অনেকবারই প্রকাশ করেছি। কালিগঞ্জ থানায় পুলিশের যে আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবু পাঁচ হাজার পুলিশ অফিসারকেও সাসপেণ্ড করার কথা বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন তার চেয়েও অনেক অনেক নির্মম অত্যাচার ও টাকা নেওয়ার ব্যাপার বান্দোয়ান থানায় চলেছে। এখানে পুলিশ পিটিয়ে লোককে মেরে ফেলেছে, চির জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিয়েছে—এবং তারপরে দিব্যি বহাল তবিয়তে একই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কালিগঞ্জ থানার ও সি কে যদি সাসপেণ্ড করা হয় তবে বান্দোয়ান থানার অনেক কর্মচারীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে জেলে দেওয়া দরকার। অবশ্যই বান্দোয়ান থানার এম, এল, এ, অর্থোপার্জনে ব্যস্ত এবং পুরুলিয়া জেলার এম, এল রা সবাই—করঙ্ক বাহক। নাহলে বান্দোয়ানের কথা উল্লেখ করে এরা সিদ্ধার্থবাবুর ঘোষণায় কিছু পরিবর্ত্তন আনতে পারতেন। কিন্তু সে তাগদ এদের নেই। তারপরে "যাবন্নভাষতে" কথা বলতে গেলেই বিশেষ করে বিধানসভায় লোকসভায় এরা ধরা পড়ে যাবেন। এমন একটা অপোগণ্ড অথচ অর্থ উপার্জনে দক্ষ বিধানসভার সদস্যের নির্ব্বাচন এই জেলার ইতিহাসকে ও জনসাধারণকে উপহাস করে চলেছে।

নিমডি লোক সেবায়তনের বিশুদ্ধ সরিষার তেল

সম্প্রতি সরিষা প্রাপ্তির অসুবিধা ও নানা কারণে নিমডিতে উৎপাদিত সরিষার তেলের সরবরাহ পুরুলিয়া সহরে আমরা অব্যাহত রাখতে পারিনি বলে আমরা দুঃখিত। এখন সে সমস্ত অসুবিধা দূর করে আমরা নিয়মিত তেল সরবরাহের সুব্যবস্থা করেছি। মুক্তি প্রেসে অবস্থিত গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত আপনি তেল পাবেন। মাঝে বেলা ১২টা নাগাদ ১ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে।

কর্মাধ্যক্ষ
নিমডি লোক সেবায়তন
গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্র : মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া।

সমস্ত অবস্থাটার একটা সাধারণ দিগ্‌দর্শন

ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবেনা। এখন কলিকাতায় বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলছে। এই বিধানসভাকে ঘিরে প্রতিকারের ব্যবস্থা ও প্রতিকারের আশায় যে সমস্ত আন্দোলন চলছে—মিছিল, বিক্ষোভ, অনশন ও অবস্থানের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি হচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র সমস্যারও বর্তমান সরকার কোন সমাধানের পথ করতে পারেনি। আমরা কেবল বুধবার ২১শে মার্চ ও বৃহস্পতিবার ২২শে মার্চ্চ এই দুদিনের আন্দোলনের একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি। আপনারা দেখবেন—এদের দাবী কিন্তু বড় একটা কিছু নয়—কিন্তু এরা কোন পথ দেখতে পাচ্ছেনা বা সরকারের সব ঘোষণা শপথ ও বাক্যেই সীমিত।

বুধবার ঃ ২১শে মার্চ্চ

বুধবার তপশীলী জাতি ও উপজাতির একটি মিছিল বিধানসভা অভিযানে এলে এসপ্লানেড ইষ্টের কাছে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে।

পরে ওই মিছিলের পক্ষে আট জনের এক প্রতিনিধি দল বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলের দাবি : পশ্চিমবঙ্গের জনগণের এক বিরাট অংশ শিক্ষা, সামাজিক, অর্থ নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত 'পশ্চিমবঙ্গ তপশীল জাতি-উপজাতি সমাজ কল্যাণ পর্ষদের' সিদ্ধান্তগুলি সরকার বাস্তবে রূপায়িত করলেননা।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন : সর্ব্বশ্রী সুধীর বেরা, এম এল এ, শেখ সেরাজুল ইসলাম (প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সেলের সাধারণ সম্পাদক), হরিপদ বিশ্বাস, নীলকমল সরকার (সাধারণ সম্পাদক, তপশীলী সমাজ কল্যাণ পর্ষদ), ধীরেন মণ্ডল, প্রাক্তন মন্ত্রী, শ্রীচারুমিহির সরকার অনিল কুমার কায়রন ও শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক এম এল এ।

অশিক্ষক কর্মীদের বিক্ষোভ, দাবী

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বুধবার বিধানসভা ভবনে তাঁর কক্ষে এক প্রতিনিধি দলকে জানান, অনুমোদিত কলেজ, পলিটেকনিক ও ষ্টুডেণ্টস হোমের অ-শিক্ষক কর্মীদের সমহারে বেতন চালু করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীরায় বলেন, অশিক্ষক কর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তার দিকটাও সরকার নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন। এই ধরণের কর্মীর সংখ্যা হবে সাড়ে চার হাজারের মত।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে অশিক্ষক কর্মীরা বিধানসভার কাছে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারিদের পক্ষে অধ্যাপক অসমঞ্জ দে এম এল এ, অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রামানিক এম এল এ শ্রীমতী ইলা মিত্র প্রভৃতি দেখা করেন।

স্পনসরড কলেজ কর্মীদের অবস্থান

স্পনসরড শিক্ষায়তনগুলিকে সরকারীকরণ অন্যথায় এগুলির কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিতে বুধবার সকল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এসপ্লানেড এলাকায় অবস্থান ধর্ম্মঘট করা হয়। স্পনসরড ইনসটিটিউশন কর্ম্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির ডাকে বিভিন্ন স্পনসরড কলেজ, পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ও ষ্টুডেনটস হোম-এর কর্মীরা এই অবস্থানে যোগ দেন। ছ'টি জেলাতেও সারাদিনব্যাপী অবস্থান চলে।

শিবির কর্মীদের বিক্ষোভ, গ্রেফতার

বিকল্প চাকুরির দাবিতে শিবির কর্ম্মচারীদের আন্দোলনের ৬৩তম দিবস বুধবার বিভিন্ন জেলার শিবির কর্মচারীরা রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ৭০ জন অবস্থান ধর্মঘটীকে পুলিশ গ্রেফতার করে বলে শিবির কর্ম্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীশচীন নাগ এক বিবৃতিতে জানান। এ ছাড়া রাজভবনের সামনে ৬ জন শিবির কর্মী আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ২৩ মারচ বেলা ১টায় হাজরা পারকে শিবির কর্ম্মচারীদের এক কেন্দ্রীয় সমাবেশ হবে।

আয়ুর্বেদ হাসপাতাল কর্ম্মীদের অনশন ভঙ্গ

৪৮ ঘণ্টাব্যাপী অনশন ধর্ম্মঘট পালনের পর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্যামবাজার বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ও বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ হাসপাতালের কর্ম্মীগণ মঃ সামসুজ্জোহা এম, এল, এর হাত থেকে ফলের রস গ্রহণ করে অনশন ভঙ্গ করেন! সরকারী বেতন হার চালু করা এবং অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ দাবী পূরণের দাবিতে এঁরা অনশন পালন করেন।

অনশন ভঙ্গের পর রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর সভাপতি শ্রীশচীন বসু যুগ্ম সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, কবিরাজ দেবকীদুলাল দত্ত, শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য এবং মঃ সামসুজ্জোহা প্রভৃতি কর্মীদের দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

শ্মশানঘাট সংস্কার দাবিতে অনশন

শ্রীরামপুরের পৌর কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের কাছে কালীবাবুর শ্মশান ঘাটটির সংস্কারের জন্য বারবার আবদন করেও কোন ফল না পাওয়ায় শ্রীরামপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅরুণ কুমার গোস্বামীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের কংগ্রেস কর্মিগণ ওই কালীবাবুর শ্মশান ঘাটটি সংস্কার ও উন্নয়নের দাবিতে ২০শে মার্চ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে ৭২ ঘণ্টা পৌরভবনে অনশন শুরু করেছেন।

আরও ২৭ জন গ্রেপ্তার

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে অনশনরত আরও ২৭ জন সেনসাস কর্মীকে বুধবার রাত্রীর দিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানানো হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সেনসাস কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ মিত্র আছেন।

বৃহস্পতিবার ২২শে মার্চ্চ

বৃহস্পতিবার চৌকিদার দফাদারগণ বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবিতে রাজভবনের পূব দিকে পথের উপর অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখান। এর পর তাঁদের এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল লাঠি, পতাকা ও ফেস্টুন।

তাঁদের দাবিদাওয়ার মধ্যে আছে পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মচারিরূপে তাঁদের স্বীকৃতিদান, সরকারী হারে বেতন বৃদ্ধি, পেনসন চালু প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ কর আদায়কারী সঙ্ঘের উদ্যোগে কর আদায়কারীরা বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবিতে সুরেন্দ্রনাথ পারকে অবস্থান চালান। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েৎ মন্ত্রীর কাছে তাঁদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ কর্মীদের অনশন

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে সমিতির আট-দফা অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবিতে অনিশ্চিতকালের জন্য অনশন শুরু করা হয়।

সমিতির আট দফা দাবিদাওয়ার মধ্যে আছে : [১] গ্র্যাচ্যুইটি, বকেয়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গৃহনির্ম্মাণ বাবদ ঋণ, হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি, [২] কর্ম্মচারীদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাবিধান, [৩] ক্যানটিন ও গ্রন্থাগারের অর্থ অপচয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তির অপসারণ, [৪] পর্ষদের সভায় সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

স্কুলের ছাঁটাই কর্মীদের অনশন

কালকাটা বয়েজ স্কুলের সামনে তাঁদের সকলের পুনর্বহালের দাবিতে অনশন শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের অনশনের ১০ দিন অতীত হল। ছাঁটাই কর্মীরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

সারা ভারত জাতীয় সমাজের গণ-অনশন

বুধবার সারা ভারত জাতীয় সমাজের উদ্যোগে খাদ্য, আশ্রয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি আট-দফা দাবিতে এসপ্লানেড ইসটে গণ-অনশন অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁদের আট-দফা দাবিদাওয়ার মধ্যে আছে : [১] অনাহারে মৃতদের সম্পর্কে তদন্ত, [২] খাদ্য, আশ্রয় ও কর্ম্মসংস্থানের দাবি পূরণ, [৩] সোদপুরে সাড়ে তিনশত লুণ্ঠিত পরিবারের পুনর্বাসন, [৪] সত্যাগ্রহীদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি।

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারী ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন [শিবির] কর্ম্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে শিবির কর্মচারী আন্দোলনের ৬৪তম দিবসে শ্রীনিত্যানন্দ ভুঁইয়ার নেতৃত্বে ১১ জন শিবির কর্মচারী বিধানসভা ভবনের প্রধান ফটকের সামনে প্রায় দশ মিনিট বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর গ্রেফতার হন। এ পর্যন্ত মোট ১৫১ জন শিবির কর্ম্মচারী কারাবরণ করেছেন। শিবির কর্ম্মচারী প্রতিনিধি শ্রীনীলমণি দাস ও সেনসাস কর্মীদের প্রতিনিধি শ্রীগোবিন্দ মিত্র আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। উভয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবনতির দিকে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আরজি

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধি দল রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে দাবি জানান, ছাত্র-সংখ্যা নির্দিষ্ট হারের অবলুপ্তি ঘটানো হোক : বিদ্যালয়কে অনুমোদন দানের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটতিভিত্তিক অনুদান দেওয়া হোক। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অনুত্তীর্ণ ছাত্রীদের বেতন দেওয়ার জন্য যে সরকারী নির্দ্দেশনামা জারি হয়েছে, প্রতিনিধি দল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির প্রতিনিধি

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। সরকার কর্তৃক ঘোষিত বেতন ঘাটতি অনুদানের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে কিছু শর্ত থাকায় রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই এই সুবিধা গ্রহণে বঞ্চিত হচ্ছিল। সমিতির বহু দিনের দাবি সরকার কর্তৃক আংশিকভাবে স্বীকৃত হলেও সমিতির বিবেচনায় পরিকল্পনাটি গ্রহণের অনুপযুক্ত।

কর্মরত একসট্রা মোহরার, কপিস্টদের দাবি

ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের, ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আলির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার মহাকরণে রাজ্য আইন ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুল সাত্তারের সঙ্গে দেখা করেন। ওই সময় রেজিসট্রেশন বিভাগে কর্মরত একসট্রা মোহরার কপিসট প্রভৃতি কর্মীদের দাবি নিয়ে কথাবার্তা হয়।

সার্টিফিকেট নয়, কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের অনুমতি যাচঞা

সোসালিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে সর্ব্বশ্রী বিমল মিত্র ও শৈলেন অধিকারী বুধবার বিধানসভা ভবনে রাজ্য কৃষিমন্ত্রী শ্রীআব্দুস সাত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, বনগাঁ সুন্দরপুর অঞ্চলে গত বছর খরার জন্য কৃষিদের চাষ মার খেয়েছে। তাই তারা কৃষি ঋণ সারের ঋণ ইত্যাদি যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেন নি। এখন তাদের উপর ওই সব ঋণ পরিশোধের জন্য নির্বিচারে সারটিফিকেট জারি করা হচ্ছে। এতে কৃষকরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

— • —

মহাবিপ্লবী ভূপতি মজুমদারের মহাপ্রয়ান

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দলভুক্ত হন। কিছুদিন পরে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বাংলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পরই তিনি আবার কারাবরণ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেপথ্য নায়কদের একজন ছিলেন ভূপতিবাবু। ইংরেজ সরকার তাঁকেও গ্রেপ্তার করে মধ্যপ্রদেশের জেলে ৯ বছর কারারুদ্ধ করে রাখেন। মুক্তি পাবার পর তিনি কংগ্রেসের সংগঠন গড়ার কাজে লেগে যান। মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে শ্রীমজুমদার ১৯৪২ সালে কারাবরণ করেন। জীবনের পঁচিশ বছর কেটেছে জেলের অন্ধকারে। ১৯৪৫ সালে মুক্তি পাবার পর তিনি ১৯৪৬ সালে এম. এল. এ হন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর শ্রীমজুমদার প্রথমে ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। পরে তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় সেচ, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দফতরের মন্ত্রী হন। প্রথম দুটি সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়ী হন। এবং ১৯৭১ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি পঃ বঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন।

দেশ মাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃত ভূপতি মজুমদার সারা জীবন অকৃতদার ছিলেন।

—•—

অবশেষে মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন বিধানসভা বাতিল

গত ২৮ মার্চ তারিখে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি মণিপুরের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ২৮শে প্রচারিত রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে মণিপুর বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সংসদের দুই সভায় রাষ্ট্রপতির শাসনের ঘোষণা পত্রটি পেশ করা হয়।

বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল শ্রীবি, কে নেহরুর সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। রাজ্যপাল বলেছিলেন, বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয়। এবং নতুন নির্ব্বাচনও নয়।

স্পষ্টতই, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মেনেছেন। ২৮শে সকালে মন্ত্রিসভা এ নিয়ে আলোচনা করেন।

বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআলিমুদ্দিন।

এইভাবে ছয় বছরে তিনবার মনিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন হল।

এখন তিনটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ। অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা, মণিপুর।

লোকসভায় সি পি আই এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু ও স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীপিলু মোদী বলেন, এইরকম অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁদের সদস্যদের মধ্য থেকে দুজনকে জোর করে অপহরণ করা হয়েছে বলেই আলিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন।

স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে সি পন্থ বলেন, রাজ্যপালের রিপোর্ট সভার সামনে পেশ করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

এদিকে মণিপুরে সংযুক্ত পরিষদ দলের মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ফলে সংসদকে ৩১ মার্চের মধ্যে ভোট অন একাউন্ট পাশ করতে হবে।

ওড়িশার মত ইমফলেও রাজনৈতিক দলত্যাগের ফলে আলিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। ১৫ মার্চ্চ সহকারী অধ্যক্ষসহ সংযুক্ত পরিষদ দলের ১০ জন সদস্যের পদত্যাগের ফলে সরকারের উপর শক্তি পরীক্ষার দায় চাপে। অবশ্য বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা হয়নি।

৩১ জন সদস্যের (কংগ্রেস, সি পি আই ও প্রগতিশীল নির্দ্দল) সমর্থিত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে তৃতীয় দিনে আলোচনা চলাকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আলিমুদ্দিন সোমবার তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করার পর মনিপুরে গত মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সংযুক্ত পরিষদ দলের মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

—•—

গুজরাট নব কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভগ্নদশা

আহমেদাবাদের ২১শে মার্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে—গুজরাটে কংগ্রেসের অবস্থা বর্তমানে একটি অনিয়ন্ত্রিত জনতার ভীড়ে পরিণত হয়েছে।

উপদলীয় সংঘর্ষ চরমে উঠেছে। ফলে সংগঠন কংগ্রেস যা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল—সেই কংগ্রেস আবার বেশ শক্তি সঞ্চয় করে দাঁড়াচ্ছে। নির্ব্বাচনে হেরে যাবার ভয়ে নব কংগ্রেস এবার আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির ২টি আসনের উপনির্ব্বাচনে প্রার্থী না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ও তার উপদলের বিরুদ্ধে আর এক উপদল অভিযান শুরু করার ফলে অবস্থা এমন চরমে উঠেছে যে কংগ্রেস সভাপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা ১৭ই মার্চ্চ তারিখে গুজরাটে যেয়ে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতাদের শান্ত করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেছেন।

ডঃ শর্মার সঙ্গে ওই বৈঠকে গুজরাটের যে সব বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা আলোচনা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন—চিমনভাই প্যাটেল (যোজনামন্ত্রী), শ্রীকান্তিলাল ঘিয়া (অর্থমন্ত্রী). শ্রীমাধবলাল শাহ (প্রাক্তন মন্ত্রী). আরও দুজন এম এল এ শ্রীছবিলদাস মেটা এবং শ্রীগঙ্গারাম রাওয়াল।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঘনশ্যাম ওঝার বিরুদ্ধে দলের অধিকাংশ এম এল এ একটি স্মারকলিপিতে সই দিয়েছেন বলে যা শোনা যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বৈঠক বসে।

বিক্ষুব্ধ নেতারা আলোচনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু বলেননি। তবে প্রকাশ, তাঁদের দাবি, গুজরাটের ১৩৯জন কংগ্রেসী এম এল এর মধ্যে ৮০ জন বিধানসভায় দলের নেতা বদল চান।

—•—

লবনের দর এখানে সবচেয়ে বেশী

সব রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকদের লবণের দাম বেশী দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে বেশীরভাগ লবনই বাইরে থেকে আসে—ওষুধপত্র, রাসায়নিক জিনিষপত্রের জন্য—লোকের খাবার জন্য।

এখন ব্যাপারটা দেখুন—সৌরাষ্ট্র অথবা তুতিকোরিণে ১টন (মোটামুটি ২৭ মন) লবনের দাম ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা। জাহাজ বোঝাই হয়ে ভাড়া এবং অন্যান্য খরচে এর দাম পড়ে যায় ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা টন। ফলে এখানকার সাধারণ লোককে তো প্রতি গ্রাসে গ্রাসে বেশী দিতে হয়ই তাছাড়া অনেক ওষুধ প্রভৃতির কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে।

অথচ পশ্চিমবাংলায় উৎপন্ন ইস্পাতের দাম কলিকাতায় যা—আমেদাবাদ, দিল্লী এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় একই রাখা হয়েছে। আপনারা আছেন কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেছেন জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই

গত ১০ই মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ কলিকাতায় নিখিল ভারত ডিরেক্টারদের সম্মেলন উদ্বোধন করার সময় তার ভাষণে বলেন যে—

"আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নাই।" তারপরেই তিনি বলেন যে—"রাজনীতিতে আমাদের গণতন্ত্র আছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন গণতন্ত্র নেই এবং বিপুল সংখ্যক বেকার কাজ পাবার সুযোগের জন্য বসে আছেন।

এই হচ্ছে পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীর ওজন করা কথা। তা হলেই এরা করলেন কি—করছেন কি?

WANTED

"Wanted for Santamayee Girls' H. S. School a Lady Graduate Teacher capable of teaching all subjects including Mathematics upto class VIII in a temporary vacancy on usual pay and allowance. Preference will be given to B T. candidate Apply to the Secretary on or before 9th April, 1973."

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা | সোমবার, ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৩ ২৬শে চৈত্র, ১৩৭৯ | বার্ষিক -৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

জালিয়ানওয়ালাবাগের গান

নেহী রাখনী, নেহী রাখনী সরকার
জালিম নেহী রাখনী,
ইনহোনে হামে মার মুকায়া
চালায়ারে চালায়া পেটেঁ কি পর
জালিম নেহী রাখনী।
জালিয়ানওয়ালাবাগ কী অন্দর
মারেয়া, মারেয়া আড়াই হাজার
জালিম নেহী রাখনী।
বহু বেটিকো ঘোঙট উঠায়া
বাচ্চেঁ য়েঁ কো বেত লাগায়া
কিয়াজী কিয়াজী বহত লাচার
জালিম নেহী রাখনী।

এটী প্রথম গেয়েছিলেন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সালতামামী

মুক্তি পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু,
মহাশয়,

আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছি। আমার কর্মজীবনে চরম দুরবস্থার কথা আপনার জনপ্রিয় "মুক্তি" পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করছি।

মহাত্মা গান্ধীজী থেকে শুরু করে বড় বড় মনীষীর ভাষায় শিক্ষক সমাজের শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবী, "সমাজের কর্ণধার", অনেক মনীষী এখনও বর্তমান, তাঁদেরকেও বড় বড় সভা সমিতিতে বলতে শুনেছি "শিক্ষক আমাদের পরম বন্ধু," "অজ্ঞানে জ্ঞান সঞ্চার করেন শিক্ষক"। শিক্ষক জীবনে প্রথম প্রবেশে আমিও তাঁদের theory-র আওতায় পড়েছিলাম। কিন্তু বর্তমানে ভুলে যাচ্ছি যে, আমি সেই সমাজের crown-এর উপরের কোহিনুর মনি। ভুলিয়ে দিচ্ছে আমার দরিদ্রতা। দরিদ্রতা মানুষকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

চাকরী করি মাইনা পাইনা। পাইনা বললে ভুল হবে পেয়েছিলাম কিন্তু তখন ছিল শীতকাল। কন্‌কনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে চাদর গায়ে মাইনার টাকা কয়টা বাজারে মশলার দোকানে, চালের দোকানে শোধ দিয়ে গেলাম। বর্তমানে মশলার দোকানে মশলা পাওয়া যায়না। চালের দোকানে চাল পাওয়া যায়না। আজ বাজারে গেছলাম থলি নিয়ে। ফিরলাম শুধু থলিটি নিয়ে। চাল, ডাল, তেল, নুন, তরকারী পাওয়া গেলনা। ধার ওরা আর দিতে চায়না। ওদেরই বা আর দোষ কি বলুন। আমি সময়মত তাদের টাকা দিতে না পারার জন্য দায়ী তারা নয়। তবু মাথা উঁচু করে ঠাণ্ডা মাথায় চলে গেলাম স্কুলে। আমি যে সমাজের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী। কিন্তু কাজে মন বসেনা, যখনই মনে পড়ে আমার মা, বাবা, বিধবা বৌদি ও ভাইপো-দের অবস্থা তখনই মনে হয় আমি মনীষিদের theory-র আওতা থেকে যেন বেরিয়ে যাচ্ছি।

মনে হয় রিক্সা টেনেও পয়সা রোজগার করে মা-বাবাকে সাহায্য করি। পারবনা আমি? নিশ্চয়ই পারব আমি অবিবাহিত যুবক তাছাড়া লোকেতো আর বুঝছেনা আমি সমাজের কর্ণধার। তাহলে কি গান্ধীজীর আত্মা আমার সেই কাজে বাধা দেবে? আমি যদি গান্ধীজীকে বলি আমি সংসার নির্ব্বাহের জন্য রিক্সার হাণ্ডেলে হাত দিয়েছি তাহলে কি তিনি বাধা দেবেন? তিনি কি বলবেন তোমার মা, বাবা অভুক্ত থাকুন তুমি সমাজ সেবকের ভূমিকা না-ও। কিন্তু আমারতো তাঁদের উপরেও তো কর্ত্তব্য রয়েছে।

আমার দরিদ্রতার কথা গান্ধীজী মন্টেস্কু, রুশো, লেনিন, মার্কস্ এঁরা যেন না শুনেন তাহলে তাঁদের আত্মা কষ্ট পাবে। তাঁরা যে কথা বলেছেন তার জন্য ছুটে যাবেন বিধান সভায় আবার কেউ কেউ যাবেন পার্লামেণ্টে।

আমার কথা জানবেন সকলে, আশা করি উচ্চ কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। বুদ্ধিজীবি মানুষেরমনে রেখাপাত করবে সমাজ সেবীর দুরবস্থার কথা।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
সহঃশিক্ষক পোদ্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ—মানবাজার জিলা—পুরুলিয়া।

(২)

বরাবাজারের ব, ডি, ও

মাননীয়মুক্তি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
নিম্নলিখিত বিষয়টি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

নব কংগ্রেসি পরিচালিত বরাবাজার থানা ব্লকের বি, ডি, ও এবং ব্লকের ওভারশিয়ারের (S. A. E.) কীর্ত্তি কাহিনী।

বরাবাজার থানার লটপদা অঞ্চলের আমড়াবেড়া গ্রাম হইতে শ্রীরামচন্দ্র মাহাত জানাইতেছি।

গত ৩০-৩-৭৩ তারিখে লটপদা অঞ্চলের মধ্যে সনাদহ গ্রামে একটি বাঁধ রিলিফ্ স্কীমের মাধ্যমে খনন করা হইতেছে। ঐ বাঁধটি মার্চ মাসের প্রথম দিকে হইবার কথা ছিল। ১০-৩-৭৩ তারিখে আমি বি, ডি, ও অফিসে গিয়াছিলাম। সেই সময় বি, ডি, ও মহাশয় আমাকে বলেন যে লটপদা অঞ্চলে নেতা আছে সেই জন্যে ভাল কাজ করাতে দিচ্ছেনা। সেইজন্য বাঁধের কাজ করা হয় নাই। আমি বি, ডি, ও,কে বলি যে নেতারা কোনদিন ভাল কাজে আপত্তি করে নাই। আপনার অফিসের অফিসাররা ভাল কাজ করাইতে চায় নাই। এইভাবে বাদানুবাদ হওয়ার পরে বি,ডি,ও মহাশয়, ব্লকের ওভারশিয়ার শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্রকে উক্ত বাঁধের কাজ ৩০-৩-৭৩ তারিখে আরম্ভ করার নির্দ্দেশ দেন। ওভারশিয়ার মহাশয় বাঁধের উত্তরদিকের পাড়ে রেজা কুলিকে কাজে লাগান। উক্ত পাড়ের সম্পূর্ণ মাটি আমার জমিতে ফেলিয়া নূতন পাড় তৈয়ারী করিয়াছেন। এবং কিছু অংশ জমির বাঁধের সামিল করিয়া দিয়াছেন। মাটি কাটার সময় আমার ভাইপো শ্রীনীলকমল মাহাত বাঁধের নিকট যাইয়া পে মাষ্টারও রবিবাবুকে বলে আমাদের জমিতে এরূপভাবে মাটি ফেলিতেছেন কেন? আমাদের জমিতে অন্যায়ভাবে মাটি ফেলিবেননা। কিন্তু নাবালক ভাইপোর কথা রবিবাবু ওভারশিয়ার কর্ণপাত করেন নাই এবং বীরত্বের সহিত বাঁধের কাজ করাইয়া যান, এবং আমার জমির উপর জবরদস্তিভাবে মাটি ফেলিয়া পাড় তৈরী করিবার নির্দেশ দেন। উক্ত তারিখে আমি বাড়িতে ছিলামনা। পুরুলিয়া গিয়াছিলাম। ৩১-৩-৭৩ তারিখে আমি উক্ত বাঁধে যাইয়া দেখি আমার জমিতে সম্পূর্ণভাবে বাঁধের পাড় হইতেছে এবং কিছু অংশ জমি বাঁধের সামিল করিয়া দিয়াছেন। আমি পে-মাষ্টারকে বলি যে আমার জমিতে মাটি ফেলিতে দেবনা। সুতরাং পে-মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রেজা কুলিকে মাটি ফেলা বন্ধ করেন। এবং তিনি বি,ডি,ও অফিসে আসিয়া ওভারশিয়ার বাবুকে বলেন রামবাবু মাটি ফেলিতে বন্ধ করিয়াছে, এই সংবাদে ৩১-৩-৭৩ তারিখে বেলা প্রায় ২টার সময় রবিবাবু ওভারশিয়ার আমাকে একটি চিঠি পাঠান। উক্ত চিঠিতে রবিবাবু জনসাধারণের কল্যাণের কথা আপত্তির কথা, ভাল কাজের কথা, ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা লেখা আছে।

শ্রদ্ধেয় রবিবাবু, নমস্কার জানিবেন, গত ৩১-৩-৭৩ তারিখে আপনার চিঠি পাইয়াছি। এর আগে কি আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের দরকার ছিলনা বলে আমার জমি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন অতএব এর-প্রতিবিধানের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অতি সত্বর ক্ষতি পূরণ দিয়া প্রতিবিধান করিবার আশা রাখি।

বিনীত
শ্রীরামচন্দ্র মাহাত
সাং আমড়াবেড়া, বরাবাজার

১-৪-৭৩

সিকিমে বিদ্রোহ

ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে—ভারতের মিত্ররাজ্য সিকিম। পাহাড় পর্বত সঙ্কুল ছোট্ট রাজ্য। সেখানে এখনও রাজতন্ত্র বহাল—রাজার নাম চোগিয়েল। লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে দু লক্ষ।

সিকিমের রাজধানীর নাম গ্যাংটক। কিছুদিন হল সেখানে শাসন সংস্কার ও অন্যান্য দাবী নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেস বলে দুটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে ওঠে—সিকিম রাজ্যের জনসাধারণের রাজনৈতিক মুখপাত্ররূপে।

সিকিমে এরা চান গণতান্ত্রিক সরকার। এই ব্যাপারে নির্বাচন পদ্ধতি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং আরও কিছু দাবী নিয়ে কয়েক মাস থেকেই—সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেসের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি জনসাধারণের এই সমস্ত দাবীগুলি পরিপূরণ করার জন্য রাজা চোগয়েলের কাছে দাবী করতে থাকে।

সিকিমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সিকিমে নেপালী, লেপচা ও ভুটিয়ারা বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজা সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কাউন্সিলের প্রবর্তন করেন। এই কাউন্সিলে ২৪ জন সদস্য। সিকিম ন্যাশন্যাল পার্টি—অধিকাংশতঃ ভুটিয়াদের, সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেসে যথাক্রমে ১১টি, ৫টি ও ২টি আসন নিজেদের দলের পক্ষ থেকে দখল করে। আর বাকী ৬টি সরকার মনোনীত। রাজা এই তিন দলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্য মনোনয়ন করে মন্ত্রীসভা গঠন করে।

সিকিমের গত সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যায়ক্রমে ২ মাস ধরে চলে এবং গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তার ফলাফল ঘোষিত হয়।

আন্দোলন ও বর্ত্তমান পরিণতি

কিছুদিন থেকেই জনসাধারণ যতই সচেতন হচ্ছিল ততই সিকিমের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাতে এবং রাজা যেভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করছিলেন--তাতে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই ধূমায়িত অসন্তোষ ফেটে পড়ে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে—রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেবার অভিযোগে জনতা কংগ্রেসের নেতা মিঃ প্রধানকে গত ২৭শে মার্চ যখন গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্দোলন সক্রিয়রূপ নিল

৪ঠা এপ্রিল—রাজপ্রাসাদে যখন রাজা চোগিয়েলের পঞ্চাশতম জন্মদিনের সমারোহ অনুষ্ঠান চলছে, সেই সময় গ্যাংটক বাজার এলাকায় বিশৃঙ্খল জনতার প্রতি পুলিশ গুলী চালায় তাতে দু তিনজন আহত হয়। ৩রা তারিখ থেকেই চারদিক থেকে লোক গ্যাংটকে আসছিল এবং ব্যাপার দেখে সহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

১৪৪ ধারা না মানার জন্য পুলিশ গুলি চালায় সকাল ৬॥০ টায়।

আবার বিকালে জনতা এক যোগে প্রাসাদের দিকে আসতে গেলে পুলিশ আবার গুলী চালায়।

উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। সিকিম জাতীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কাজী লেন্দুপ দোরাজী সিকিমে অবস্থিত ভারতের রাজনৈতিক অফিসার মিঃ বাজপাইকে সিকিমের অগ্নিগর্ভ অবস্থার কথা বলে বৈদেশিক মন্ত্রী শ্রীসরণ সিংকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন। তিনি এ কথাও জানান যে আন্দোলনকারীরা শান্ত ছিল—এবং পুলিশ বিনা কারণেই গুলী চালায়।

সিকিমের এই পরিস্থিতির সংবাদ শুনে দিল্লী থেকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একজন প্রবীন কর্মচারী শ্রীঅবতার সিং ৪ঠা তারিখেই বিমানে সিকিমে চলে যান।

ব্যাপক বিদ্রোহের প্রসার

৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ যে—সিকিমে ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেছে। গ্যাংটকে হাজার হাজার লোক এসে জড় হয়েছে। ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে রাস্তায় রাস্তায় ধ্বনি দিচ্ছে প্রতিটি বয়স্ক লোকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচন করতে হবে।

প্রকাশ যে সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারীরা সিকিমের আটটি থানা কার্য্যতঃ দখল করে নিয়েছে। 'আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে বিপদ' দেখা দেওয়ায় সিকিমের চোগিয়াল ভারতের সামরিক সাহায্য চেয়েছেন। কয়েকটি থানার ভার নিতে ভারতীয় সেনারা আসছেন।

নির্ব্বাচন পদ্ধতি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের দাবিতে সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেসের যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গত কয়েকদিন ধরে যে আন্দোলন চালাচ্ছেন—৫ই তা চরমে ওঠে। পুলিশ লাঠি চারজ করে। বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করে। সংগ্রাম কমিটি ঘোষণা করেছে, দাবি না মেটা অবধি আন্দোলন চলবে।

চোগিয়াল 'জন নিরাপত্তার' স্বার্থে ভারত সরকারের সামরিক সাহায্য চেয়ে এখানকার ভারতীয় রাজনৈতিক অফিসার শ্রীকে এস বাজপাইকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং তার অনুরোধের কথা ভারত সরকারকে জানানো হয়েছিল।

এদিকে এখানে যে-সব খবর আসছে, তাতে জানা যায়, একমাত্র রাজপ্রাসাদ ও গ্যাংটক বাজার ছাড়া রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রশাসন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

জেলাগুলির অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। সেখানকার থানা ও প্রশাসনিক অফিসগুলির লোকজন সব চলে গিয়েছে নয় বিক্ষোভকারীরা সেগুলি দখল করে নিয়েছে।

পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য চোগিয়েলের জরুরি অনুরোধে ভারত সরকার বিদেশ মন্ত্রকের সচিব শ্রীঅবতার সিং ৫ই গ্যাংটকে পৌছে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। বিক্ষোভকারীরা জনতা কংগ্রেস নেতা শ্রীকে সি প্রধানের মুক্তিরও দাবি জানান। সকালে একদিকে যখন এই আলোচনা চলছিল আর একদিকে তখন পুলিশ সেমি অটোমেটিক রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সদর দফতরে হানা দেয়, লাঠি দিয়ে মারধর করে সেখানকার লোকজনকে তাড়িয়ে দেয়। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, পুলিশ খুব বর্ব্বর ব্যবহার করে।

যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভাপতি শ্রীকাজি লেন্দুপ দোরজি অভিযোগ করেন--কমিটির অফিসে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়েছেন।

সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, বিক্ষোভকারীরা জায়গায় জায়গায় যে-সব প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে পাওয়া অর্থের অপচয়ের অভিযোগ রয়েছে। বলা হয়েছে, উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসাররা ওই সব অর্থ রাজ্যের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার না করে দুহাতে ওড়াচ্ছেন।

বিক্ষোভকারীদের দখলে যে আটটি থানা রয়েছে, তারমধ্যে রংপুর, রেনক রংলী অন্যতম। এই সব শহরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় আরও পুলিশ চেয়েছেন। রংপুর ও রেনক থেকে গ্যাংটক বাজারে আসার সময় পুলিশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীর কাছ থেকে ১৭টি অস্ত্র আটক করেছে।

সিংটাং থেকে পাওয়া খবরে জানা যায়, বিক্ষোভকারীরা সরকারী অফিস ঘেরাও করে উচ্চপদস্থ অফিসারদের হয়রানি করছেন।

গতরাত্রে রাণীপুরে একদল বিক্ষোভকারীর উপর যুবরাজের এ ডি সি দু রাউণ্ড গুলি ছোঁড়েন। দু'জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিধানসভার বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন, যুবরাজ তাঁদেরই খুঁজছিলেন। তাঁরা গতরাত্রে যুবরাজকে রিভলবার নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। কয়েকজন আবার যুবরাজ একদল বিক্ষোভকারীর উপর গুলি ছুঁড়েছেন বলেও অভিযোগ করেন।

নেতাদের আত্মগোপন। সকালে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সদর দফতরে পুলিশী হানার পর কমিটির নেতারা আত্মগোপন করেছেন।

লাঠি-চার্জের পরে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাজী লেন্দুপ দোরজী যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বলেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে (নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা) ভোটের পদ্ধতির পরিবর্ত্তে প্রতি বয়স্ক লোকের একটি ভোট এই ব্যবস্থা স্বীকার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২৬শে চৈত্র, ১৩৭৯, সোমবার

আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় সপ্তাহ

৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এই সপ্তাহটি জাতীয় সপ্তাহরূপে পালিত হয়। ১৯১৯ সনে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছিল ভারতীয় বৈশাখ মাসের ১লা বৈশাখ। সেবার ১লা বৈশাখে ১৩ই এপ্রিল তারিখ পড়েছিল।

ভারতের জাতীয় জীবনে এই ঐতিহাসিক সপ্তাহটি যে যে ঘটনার সমাবেশ ও সমন্বয়ে সংঘটিত আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের ভারতীয়দের কাছে তার যথোপযুক্ত পরিচয় নাই বা পরিচয় দেবার চেষ্টাও হয় নাই। একটা অনুষ্ঠান হিসাবে সরকারী পক্ষ থেকে বক্তৃতা প্রভৃতি করা হয়—কোন কোন রাজনৈতিক দল ও নেতারা এ বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করেন—জনসাধারণ নির্বিকার ভাবে কিছু শোনে ও দেখে। উপলব্ধি করে—একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে—যার পিছনে কোন আন্তরিকতা নেই—কিন্তু ব্যাপারটা কি তার কোন হদিস পায়ওনা নেয়ওনা।

জাতীয় সপ্তাহের পরিচয় দিতে গেলে যে ইতিহাস বলতে হয়—তাতে একটা বড় গ্রন্থ হয়। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে এই পঁচিশ বৎসর স্বাধীনতার পরেও ইতিহাসের অংশরূপে এই জালিয়ানওয়ালাবাগের কিছু কিছু বর্ণনা বা হদিস পাওয়া যায়—কিন্তু জাতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে পৃথক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ এযাবত রচিত হয় নাই যা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করা যেতে পারে।

সেই ১৯১৯ ইংরেজী সন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরাজ প্রতিশ্রুতি মতো ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ব শাসন না দিয়ে দিলেন রাওলাট এক্ট—পরাধীন ভারতের পরাধীন জীবনকে নির্বিচারে আরও কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে দেবার জন্য। জাতির অপমান, মনুষ্যত্বের অপমান, ক্রীতদাসের শৃঙ্খল এই কালা কানুন সমগ্র জাতি--জাতি হিসাবে ভারতবাসী গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই প্রথম মেনে নিতে অস্বীকার করল। ভারতের সুদীর্ঘ অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক জীবনে--এই রকম গণ অভ্যুত্থান এই প্রথম ; আসমূদ্র হিমাচল দরিদ্র কুটিরবাসী থেকে আপামর জনসাধারণ এক হয়ে এর বিরোধে, প্রতিরোধে গর্জন করে উঠল।

১৯১৯ ইংরাজী সনের ১৩ই এপ্রিল ভারতীয় ১লা বৈশাখ তারিখে পাঞ্জাবের অমৃত সহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বিরাট জনসভা। জালিয়ানওয়ালাবাগ—সহরের মধ্যখানে এক বিস্তৃত খোলা জায়গা যার চার পাশে বাড়ী ও দেওয়াল দিয়ে এমন ভাবে ঘেরা যে কোন লোক একটি মাত্র সংকীর্ণ খোলা জায়গা যেটি ছিল সেটি ছাড়া ঢুকতে বা বেরোতে পারে না।

১লা বৈশাখ ১৩ই এপ্রিল সেই জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা চলছে—কুড়ি হাজার লোকের জমায়েত। বালক বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, শিখ খৃষ্টান স্তব্ধ হয়ে একমনে হংসরাজের বক্তৃতা শুনছে। সেই সময়ে জেনারেল ডায়ার এসে সসৈন্যে বেরোবার একমাত্র পথটি বন্ধ করে একটু উঁচু জায়গা করে দাঁড়ালেন। সামনে ১০০ জন ভারতীয় সৈন্য ও তাদের পেছনে ৫০ জন ইংরেজ সৈন্য। এ বিষয়ে জেনারেল ডায়ার সগর্বে এবং সদম্ভে বলেছেন—

"আমি লোকগুলিকে চলে যাবার আদেশ দিয়ে দু তিন মিনিটের মধ্যেই গুলি করার আদেশ দিই। ১৬০০ রাউণ্ড গুলি করা হয়েছিল—আর গুলি করতে পারা গেল না কারণ গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যরাই আদেশ মতো গুলি করেছিল। বস্তুতঃ আমি একটা আরমার্ড কার সাঁজোয়া গাড়ীও নিয়ে গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় সেটা ঐ সংকীর্ণ পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকলো না—কাজেই সেটাকে ফেলে যেতে হল। না হলে আরও গুলি করতাম। আমার আদেশ অমান্য করে এরা সভা করছিল কাজেই আমি তাদের একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম—যাতে তারা আমাকে অবজ্ঞা না করে। গুলি থাকলে আমি আরও আরও অনেকক্ষণ ধরে গুলী চালাতাম।

কুড়ি হাজার লোক। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল ও বাড়ী দিয়ে ঘেরা, বেরোবার কোন উপায়ই নেই। একমাত্র রাস্তা বন্ধ করে ইংরেজ ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে অজস্র ধারায় গুলি চালাচ্ছে। এ যুগেরই শুধু নয় কোন যুগের মানুষই কি এই অবস্থায় ঐ বিশ হাজার লোকের অবস্থা কল্পনা করতে পারে?

সরকারী হিসাবে ৪০০ লোক মারা গিয়েছিল। আসল হিসাবে আরও অনেক অনেক বেশী। প্রায় দু হাজারের মতো লোক আহত হয়েছিল। সারা রাত ধরে জীবিত ও আহত লোকেরা সেখানে পড়েছিল—কোন চিকিৎসা তো দূরের কথা একটু জল পর্য্যন্ত দিতে দেওয়া হয়নি। কোন রকম সাহায্যই দেওয়া হয়নি বা দিতে দেওয়া হয়নি।

তার পরের ইতিহাস—দাসের শাসকের সচেতন পাশবিকতার এক নির্মম ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসের প্রারম্ভ। ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ বাংলা এবং ভারতের বিপ্লবী সাধকরা মুক্তি সাধনার যে পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী সেই পাদপীঠে গণনারায়ণকে স্থাপন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনন্য বিচিত্র ধারা ও গতি দিলেন। যে সংগ্রামে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের অতি দীনাতিদীন মানুষটিও বীরত্বের পরাকাষ্ঠায় এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে মহিমান্বিত, সার্থক ও সফল করে তুলেছিল।

ভারতের জাতীয় সপ্তাহ ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল প্রতি বৎসর এই বার্তা বহন করে আনে। ভারতবর্ষ বা ভারতবাসীরা, নেতৃত্ব ও নেতারা, ভারতের স্বাধীন সরকার, তারা জাতীয় সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক জাতীয় পতাকা তোলে, আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেয় আর দেশবাসী আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অনুষ্ঠান দেখে শোনে বা দেখেওনা শোনেওনা। দীনাতিদীন যে লোকটির ত্যাগ ও বীরত্বের আলোয় ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সূর্য্যের উদয় হয়েছিল তার কাছে আজ তা কালো মেঘে আবৃত। স্বাধীন দেশের লুব্ধ গোষ্ঠীর কাছে তাদের সুখশয্যা রচনার জন্য এদের প্রয়োজন আছে—কিন্তু এদের যা প্রয়োজন তার কোন মূল্য ওদের কাছে নেই।

জাতীয় সপ্তাহের এই জাতীয় দারিদ্র্য নিয়েই আমাদের স্বাধীন জাতির বর্ত্তমান চলছে। যে জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় সপ্তাহ সৃষ্টি করেছিল স্বাধীন ভারতের সত্যকার জাতীয় সপ্তাহ প্রবর্তন করতে তার বিচিত্র পুনরাবর্তন কি আমাদের জাতীয় জীবনে বিচিত্ররূপে অপরিহার্য্য হয়েই দেখা দিচ্ছে?

বি, দাসগুপ্ত

পুরুলিয়া জেলায় জল

বিশ্বে দেশে দেশে নানা রকমের সমস্যা; ভারতে রাজ্যে রাজ্যে বহুবিধ সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে জিলায় জিলায় বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা—কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় মাত্র একটি সমস্যা—জল, খাবার জল, সেচের জল।

আমরা ভেবেছিলাম এবার বিপুলভাবে পুরুলিয়া জেলায় কংগ্রেসীরা যেভাবে জয়ী হয়েছে তাতে এই জল সমস্যাকে মেটাবার জন্য কিছু কাজের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু না—কোথাও কিছু নাই। প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, মুখ্যমন্ত্রীর মাসান্তিক ভাষণ, লোকসভা ও বিধান সভার মাননীয় সদস্যদের নীরব সাধনা—সবই কি মায়া? সরকারী অফিসে কোটি কোটি টাকার মঞ্জুর করা পরিকল্পনা অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ, বাঁধ, জোড়বান্ধ প্রভৃতি কি কাহিনী হয়েই রইল? কে করবে—কে করাবে? কে ধাক্কা দেবে? অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে—জল ও সেচের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৮ কোটি পরিমাণ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারে ফেরত চলে গেছে। এই জিলার একজন মন্ত্রী আছেন—তিনি ইদানীং বনে বনে ধনের সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু পুরুলিয়ায় জলের সন্ধান করতে পারেননি। অন্য কেউ কিছু করতে পারুক আর না পারুক সেটা—নিজেদের অক্ষমতা সমর্থন করার কোন যুক্তি নয়। আমাদের পাশেই বাঁকুড়া জেলা সেখানে মন্ত্রী এবং সদস্যরা আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন সব রকম ব্যবস্থা করতে করছেনও কিছু কিছু আর আমাদের জেলায়? কে কী করবেন? কোন কোন সদস্য আছেন যাদের সঙ্গে সন্ধ্যার পরে কথা বলা মুস্কিল। আর জনসাধারণ? তারা সব ঝিমুচ্ছে আর তাদের মধ্যে চালাক যাঁরা—তারা ছাঁকা জাল দিয়ে আখের গোছাচ্ছে।

পুরুলিয়া সহরে সকাল থেকে অভূতপূর্ব দৃশ্য। সীমিত সময়ের মধ্যে সীমিত পরিমান জলের জন্য সীমাহীন নর-নারীর ভীড়। ভাঙ্গা কল নয় যেন ভাঙ্গা কপাল।

পুরুলিয়া সহরের জনসাধারণ সব আফিম না খেয়েই ঝিমুচ্ছে। এরা রেডিওতে বক্তৃতা শুনুন—আর জলের আশ্বাসে তৃষ্ণা নিবারণ করুন—এ ছাড়া আর কি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক দারোগাকে সাসপেনসন করার আদেশের প্রত্যাহারের দাবীতে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্ত্তৃক থানা ঘেরাও

ব্যাপারটা বুঝুন ও দেখুন। ৩০শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ যে—নদীয়া জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার ও সি-র উপর থেকে সাসপেনশন আদেশ তুলে নেবার দাবিতে ৩০শে মার্চ প্রায় দু হাজার ছাত্র-যুবক ওই থানা ঘেরাও করেন। ঘেরাও-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় গতকাল বিধানসভায় ওই সাসপেনশনের কথা ঘোষণা করেন। ও সি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অন্যায়ভাবে আটজন লোককে থানায় আটক রেখে মারধর করেছেন।

কালীগঞ্জ থানার ঘটনার তদন্ত

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার ওসিকে সাসপেনশন করার আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে থানা ঘেরাও এবং অনশনের ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য কলকাতা থেকে একজন স্পেশাল পুলিশ সুপারিনটেনডেনটকে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৩০শে মার্চ শুক্রবার রাত্রেই রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে যান।

শনিবার মহাকরণে আই, জি শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত ওই কথা জানান। তিনি বলেন, উক্ত ওসি শ্রীনিখিলেশ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সাসপেনশন আদেশ দেওয়ার মত আপাতদৃষ্টে কেস আছে, এরূপ মনে করেই রাজ্য পুলিশ দপ্তর থেকে ওই আদেশ দেওয়া হয়।

রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, শনিবার বিকালের মধ্যে এই ঘেরাও এবং অনশন তুলে নেওয়া হয়েছে। আই জি জানান, তাঁর কাছে যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে জানা যায় এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে কিছু বিক্ষুব্ধ লোক বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, অনশনও করেছেন। বিক্ষুব্ধ লোকেরা দাবি করেন যে, তাঁরা যুব কংগ্রেসের লোক। এই সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

আই জি জানান, শনিবার কালীগঞ্জ বনধও পালন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন 'ওসির বিরুদ্ধে উত্থাপিত গুরুতর অভিযোগ' সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজে তদন্ত করেছেন।

কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী ঘেরাও

কৃষ্ণনগর থেকে সংবাদে প্রকাশ যে ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের সমর্থকেরা কালীগঞ্জে ৩১শে মার্চ কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাসকে ঘেরাও করেন। এই দুইটি দলের আহ্বানে ৩১শে কালীগঞ্জে বন্ধ পালিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিশ্বাসকে পাঠিয়ে ছিলেন, যাতে সহজে ব্যাপারটা মিটে যায়, তা দেখতে এবং কালীগঞ্জ থানার অফিসার-ইন-চারজকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার ঘটনা সম্পর্কেও তাঁর রিপোর্ট দিতে।

পরে ঘেরাও এবং বনধ দুই তুলে নেওয়া হয়। বেলা আড়াইটার পর থেকে শহর আবার স্বাভাবিক হতে থাকে।

এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। দেশের লোক গতি অনুধাবন করুন। তবে ১লা এপ্রিলের খবরে জানা গেল যে—কালীগঞ্জ থানার ওসির উপর সাসপেনশনের আদেশ প্রত্যাহার করা হবে না—বহাল রইল। শুধু তাই নয় একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়ে তদন্ত করা হবে তারপরে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

—•—

রেলমন্ত্রীকে রেল শ্রমিকরা ঢিল মেরে তাড়াল

দেশে মন্ত্রীদেরও আর সম্মান রইলো না। গত ১লা এপ্রিল কানাপুরে রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের মধ্যে পূর্ব রেলের জোনাল কমিটির বৈঠক হচ্ছিল। সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ও বিহারের অনেক এম, পি, এম, এল এরা এবং রেলওয়ের ও বে-রেলওয়ের বাঘা বাঘা সব অভিজাত লোকেরা হাজির ছিলেন। রেলমন্ত্রী শ্রীললিত নারায়ণ মিশ্র (বিহার) সেই বৈঠক পরিচালনা করছিলেন।

এই বৈঠকের সময় বাইরে প্রায় ১০০০ রেলশ্রমিক ও কর্মীর জনতা ভীড় করে রেলমন্ত্রীকে বাইরে এসে তাদের কাছে বক্তৃতা দিতে বলে। এর পূর্ব্বে সি, পি, আই এর এম পি শ্রীরামাবতার শর্মা মন্ত্রী মহাশয়কে প্রদর্শনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং তাদের কাছে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করলে রেলমন্ত্রী অস্বীকার করে জানান যে—রেল ইনষ্টিটিউট হলে তিনি তাদের কাছে বক্তৃতা দিতে বা তাদের ডেপুটেশন নিতে তিনি রাজী আছেন—কিন্তু বাইরে তিনি বক্তৃতা দেবেন না।

বাস—মন্ত্রী মহাশয় যখন বেরোচ্ছিলেন তখন শ্রাবণের ধারার মতো ইট পাটকেল এসে পড়তে থাকে—নিয়ম মতো পুলিশ ১০০০ লোককে লাঠি চার্জ করে। শ্রমিকদের নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে বিহার ও বাংলার প্রায় জন ১২ এম, এল, এ, ও একজন এম্ পি বেশ জখম হন। মন্ত্রী মশায় দ্রুত গতিতে হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাঁচেন। জনাকয়েক পুলিশ আহত হয়। সাংবাদিকদের বহনকারী বাসটি ভাঙ্গচুর হয়। ক্রুদ্ধ জনতা চলে যেতে অস্বীকার করে।

ঐ সব শ্রমিক ও রেলকর্মীরা যে ইউনিয়নের লোক ছিল—সেই শ্রমিক ইউনিয়ানটি হচ্ছে—কংগ্রেসের রাজনৈতিক মিত্র সি, পি, আই—অর্থাৎ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত—এখনও স্বীকৃতি পায়নি—এ রকম ইউনিয়ন।

—•—

হত্যা ও ডাকাতি

৮/৩/৭৩ তারিখে রাত্রি অনুমান ১২টায় ডাকাতরা পেঁচাড়া গ্রামের (টোলা-কেন্দাডি) কেশব মাহতর ঘর আক্রমণ করে। আঙ্গনে প্রবেশ করে ডাকাতরা আস্ফালন করতে থাকে—'কপাট খুল বেটা'--আমরা তোর ধন নিতে আসি নাই—জীবন নিতে আসেছি। অন্যান্য ঘরে শীকল দিয়া কেশব মাহাত যে ঘরে ছিল ডাকাতরা সেই ঘরের কপাটে ধাক্কা দিতে থাকে। অবশেষে হাঁসকল সোজা করে ভিতরের দিকে টেনে দিয়ে কপাট খুলে ফেলে এবং ডাকাতরা কেশব মাহাতকে নির্মমভাবে—অস্ত্রাঘাত, লাঠির আঘাত ও তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে। বিছানায় রোগ শয্যায় শায়িত তার স্ত্রীকে টাকা কড়ি চাইলে উত্তর দেয় ঐ তো উয়ার জীবনটাই লিলি, আমি কুথায় টাকা পাব। কেশবের বড় বেটা গতি চাল ছেঁদা করে ঘর থেকে দূরে পালায় এবং সেখান থেকে তীর ছুঁড়তে থাকে। ছোট বেটা ভুতুকে লাঠিতে ২/৩ ঘা দিয়ে তাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলে। চোরেরা সমস্ত কাজ আধ ঘন্টার মধ্যে সেরে ১২ মন ধান ৪ মন চাল, থালা বাসন গয়না গাঁটি, কাঁথা কাপড় লইয়া পলায়ন করে। সংবাদ পাইয়া ৩০/৪০ জন পেঁচাড়া গ্রামের লোক ছুটে যায়—কিন্তু ডাকাতরা তখন পলায়ন করেছে।

এই ঘটনার পর চারিপাশের গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দাডি টোলার ১৭টি পরিবার বসতি ছাড়িয়া পাশের বস্তীতে আশ্রয় লইয়াছে। নিখুঁত তদন্ত ও ডাকাতদের অনুসন্ধান করে এই অঞ্চলের জনসাধারণ অপরাধীদের শাস্তি দাবী করিতেছে।

—•—

স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন আবেদনের শেষ তারিখ

এ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সন মঞ্জুরের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ ১৯৭৩ ধার্য্য ছিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ পিছিয়ে দিয়েছেন। ৭ই মার্চের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে—৩০ জুন পর্য্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।

—•—

সাংঘাতিক ট্রাক দুর্ঘটনা

৭ই এপ্রিল শনিবার রাত্রে পুরুলিয়া পি, ডব্লিউ, ডির ইস্যুজ খোলা ট্রাকে একদল কর্মচারী ও কিছু বাইরের লোক দীঘা প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। খবর পাওয়া গেছে যে গড়বেতার কাছে সেই ট্রাকে দুর্ঘটনার ফলে বহুলোক মারা গেছে এবং বহু আহত হয়েছে। সকলেই পুরুলিয়ার লোক। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর পরের সংখ্যার দেওয়া হবে।

—)(•)(—

সিকিমে বিদ্রোহ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তিনি বলেন সশস্ত্র গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা যখন ভারত গবর্মেন্টের অফিসে অবস্থার কথা জানাতে যান তখন তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে আসতে হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর এই গুণ্ডারা অমানুষিক হামলা চালায়।

৫ই তারিখে সিকিম জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও কাউন্সিলের একজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভারত গবর্মেন্ট সিকিম সরকারের সাহায্যের জন্য সমস্ত প্রকার সাহায্য দেবেন বলে জানিয়েছেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সিকিমে গিয়ে সেখানে অবস্থার ভার নিয়েছেন।

সংলগ্ন জেলাকে সতর্ক

সিকিমের পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, সজাগ থাকতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সরকারীভাবে আরও জানা যায়, তিব্বতের সঙ্গে সিকিম সীমান্ত পর্য্যন্ত যে পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে সিকিমের রাজা চোগিয়ালের নির্দেশে সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কড়া পাহারারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—•—

দেশে প্রশাসনের দুরবস্থা

মাঝগঙ্গায় যাত্রীসমেত ষ্টিমার ছিনতাই

মাঝগঙ্গায় একদল সশস্ত্র লোক যাত্রীসমেত একটি ফেরি ষ্টিমারকে ছিনতাই করে। মুঙ্গের থেকে ষ্টিমারটি গঙ্গার ওপারে যাচ্ছিল যাত্রী সেজে ওই লোকেরা ষ্টিমারে চেপে বসে। হঠাৎ তারা নাবিকদের উপর চড়াও হয়। নাবিকদের পর্যুদস্ত করে দুর্বৃত্তরা ষ্টিমারের দখল নেয়। তারপর যাত্রীদের অনুরোধে ষ্টিমারকে নদীর ওপারে নিয়ে যায় যাতে যাত্রীরা নেমে পড়তে পারেন। তারপর আবার সেটিকে মাঝগঙ্গায় নিয়ে আসে। কিছু লোক নৌকায় করে ষ্টিমারের কিছু কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি নিয়ে চম্পট দেয়।

কিছুক্ষণ পর নৌকায় চড়ে পুলিশের দল ষ্টিমারে উঠে এবং ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করে। তারা একটি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বলে জানা যায়। ষ্টিমারটি একটি বেসরকারী সংস্থার। সেটি আরেকটি ষ্টিমারে বেঁধে মুঙ্গের নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যাপারটার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নাই। অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাগুলি সামাজিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গতির পরিচয় দেয়। যে দেশে দিনের বেলায় মাঝগঙ্গায় যাত্রীবাহী ষ্টিমার গুটিকয়েক লোক দখল করে নিতে পারে—সে দেশের সর্বাঙ্গীন গতিটা কোন দিকে সেটা একটা দেখবার এবং বিবেচনার কথা। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে কর্মকর্তারা যখন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য—তখন এটা ছিনতাই হবে, না অন্য কিছু হবে—সেটা ইউনিয়ন কোন দলের সেটার উপর নির্ভর করে। তবে এটা একটা বৈপ্লবিক ছিনতাই সে বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবসর নাই।

—•—

জেলের কয়েদীর উপর আফসার পুত্রের নৃশংসতা

রাজ্য কারা-দপ্তরের এক বড় আমলার পুত্রের প্রহারে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলের এক বন্দীর একটি চোখ নষ্ট হবার আশঙ্কা হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় সে এক হাসপাতালে।

বন্দীর নাম আনোয়ার আলি। নম্বর ৪৮৯৩ বি। ওই আমলা বসেন মহাকরণে। কোয়ার্টার্স আলিপুরে। কারাবিধি অনুযায়ী ওই আমলার বাড়িতে কোন বন্দীর গৃহভৃত্য বা অন্য কোন ধরণের কাজ করতে যাবার কথা নয়। তবে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অনেক অলিখিত নিয়মের মত ওই আমলার বাড়িতেও কাজের জন্য বন্দীদের পাঠানো হয় রোজ।

জেল সূত্রে পাওয়া এই খবরে বলা হয়েছে, আনোয়ারকে কাজ করতে পাঠানো হয়েছিল যথারীতি। অভিযোগ তার কাজে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমলা পত্নী ভীষণ কটূক্তি করতে থাকেন। আনোয়ার আপত্তি জানায়। কাছেই ছিল তাঁর তরুণ পুত্র। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি একটা লোহার শিক এনে নাকি তার বাঁ-চোখের কাছে বিঁধিয়ে দেন। রক্তাক্ত অবস্থায় আনোয়ার লুটিয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দীদের মধ্যে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারা কর্তৃপক্ষ আনোয়ারকে এস,এস,কে,এম হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর অবস্থা আয়ত্তে এলে তাকে জেল হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছে।

কারা বিভাগের এক পদস্থ অফিসারের কোয়ার্টারে ঐ বন্দীকে প্রহারের অভিযোগ সম্পর্কে কারামন্ত্রী শ্রীজ্ঞানসিং সোহনপাল সোমবার ২রা এপ্রিল তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, বন্দীদের দিয়ে পদস্থ অফিসারের বাড়িতে কাজ করানোর কোন নিয়ম নেই।

কয়েদীকে দিয়ে অফিসারের বাড়ীতে কাজ করানো আর সরকারী পিয়নকে দিয়ে গৃহভৃত্যের কাজ করানো বৃটিশ আমল থেকে চলতি রেওয়াজ আরও বেশী উদগ্রভাবে চলছে। এই তরুণ দুলালটিকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে হাজতে পাঠিয়ে তাকে সাংঘাতিক জখমের অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল।

---

২০ হাজার টাকা কুড়িয়ে পেয়েও যারা ফেরত দেয়

রিলিফের নামে যারা বুভুক্ষু ও মুমূর্ষু লোকদের জন্য বরাদ্দ খাবার চুরি করে—তাদের জন্য

রাস্তায় ২০ হাজার টাকার প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়ে তা পুলিশের কাছে জমা দেওয়ার জন্য কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী কলেজের ২ জন ছাত্রকে সততা-পুরস্কার দিয়েছেন। তাঁদের নাম শ্রীঅরুণ কুমার সাহা এবং শ্রীরবি কুমার খাণ্ডেলওয়াল। বয়স ১৯ / ২০র মধ্যে। দুজনই বি-কম-এর ছাত্র।

শ্রীচৌধুরী সোমবার ২রা এপ্রিল সাংবাদিকদের ওই কথা জানান। তিনি সংশ্লিষ্ট ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে বলেন, গত ২৬শে মার্চ বেলা প্রায় আড়াইটার সময় একজন ঝাঁকাওয়ালা মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে রাস্তার একটি প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়ে তা নিয়ে চলে যেতে থাকে। ঝাঁকাওয়ালাকে প্যাকেটটি নিয়ে চলে যেতে দেখে শ্রীসাহা তাকে বাধা দেন এবং বলেন, দেখি প্যাকেটে কী আছে। ওই সময় শ্রীখাণ্ডেলওয়াল তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

ঝাঁকাওয়ালার কাছ থেকে প্যাকেটটি নিয়ে তা খুলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে ২০ হাজার টাকার নোট আছে। নোটগুলি সবই ১০০ টাকার। তখন তাঁরা ঝাঁকাওয়ালকে বলেন, পরের টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছিলে কেন?

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। শ্রীসাহা ও শ্রীখাণ্ডেলওয়াল বড়বাজার থানায় ঘটনা সম্পর্কে ফোনে জানান। এতগুলি টাকা দেখে ভিড়ের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। টাকাটার কী গতি করা হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে। কেউ কেউ টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়ার কথাও তোলে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে পুলিশ এসে পড়ে এবং প্যাকেটটির ভার নেয়

শ্রীচৌধুরী জানান, তিনি এদিন শ্রীসাহা, শ্রীখাণ্ডেলওয়াল এবং ঝাঁকাওয়ালা শ্রীযজ্ঞেশ্বর সাউয়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এই সম্পর্কে যে আদেশ দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে শ্রীসাহা যে কাজ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। এমনকি সমবেত জনতা কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শনের মধ্যেও তিনি পুরা টাকা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। শ্রীখাণ্ডেলওয়াল তাঁকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। তাঁরা যে সততাকেই প্রথম কর্তব্য বলে গণ্য করেছেন এটি আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়।

শ্রীচৌধুরী বলেন, শ্রীসাহাকে ৫০০ টাকা, শ্রীখাণ্ডেওয়ালকে ২৫০ টাকা এবং ঝাঁকাওয়ালাকে ২০ টাকা পুলিশ কমিশনারের পুরস্কার তহবিল থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসাহা বঙ্গবাসী কলেজ এবং শ্রীখাণ্ডেলওয়াল ক্ষুদিরাম সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্র। তাঁরা পাথুরিয়াঘাটা এবং বিধান সরণীর বাসিন্দা।

পুলিশ কমিশনার জানান, টাকার মালিকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাওয়ার সময় এই টাকা তাঁর ব্যাগথেকে পড়ে যায়। আরও তদন্ত সাপেক্ষে টাকা এখন পুলিশের হেফাজতে আছে।

এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটেনা। তবে এরকম দু একটি ঘটনা অন্ধকারে আলোর মতন ভরসা জাগায় যে—বর্তমানটাই শেষ নয়।

—•—

মেয়েদের সম্মান রক্ষায় এখনও এদেশে যুবশক্তি সক্ষম, সক্রিয় ও অতন্দ্র

দিল্লীর ২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবারের খবর। দক্ষিণ দিল্লীর কলোনিতে দুজন তরুণ একজন মেয়ের অসম্মানকারীকে খুন করে থানায় এসে আত্মসমর্পন করে। তাদের একজনের হাতে একটি রক্তমাখা ছোরা ছিল।

এই দুটি তরুণ একে অন্যের বন্ধু। নিহত লোকটি এদের একজনের ভগ্নীকে অসম্মানজনকভাবে বিরক্ত করত এবং পিছু ঘুরতো। পুলিশকে বলে যে—ঐ ছেলেটাকে তারা অনেকবার তিরস্কার করেছে এবং সাবধান করেছে কিন্তু সে কোন দৃকপাতই করেনি।

সেদিন সকালে এক বন্ধু অন্য বন্ধুর বাড়ীতে একটি ছোরা নিয়ে যায় এবং এই সমস্যার একটা স্থায়ী ফয়সলা করার সিদ্ধান্ত করে—তারা একটা চুলকাটার সেলুনে গিয়ে ওকে দেখতে পায় এবং সেখানে ওকে আক্রমণ করে।

আহত লোকটিকে অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই দুটি তরুণ বর্ত্তমানে সত্যই একটা আদর্শ স্থাপন করেছেন। সাধারণতঃই মেয়েদের পেছনে ঘুরে তাদের নানাভাবে উত্যক্ত করা অসম্মান করার ব্যাপারটা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে—এবং এর কোন দিক দিয়ে কোন বাধা না পেয়ে বরং এবিষয়ে ভীতির সৃষ্টি করে এটা একটা অত্যন্ত ক্লিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। একযুগে নেপালী খড়্গ বাহাদুর সিং কলিকাতায় এমনিভাবেই একজনকে নিহত করে দেশে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে যে—তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাকে অবশেষে দণ্ড দিয়েও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং কলিকাতার জনসাধারণ তাকে অভূতপূর্ব্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমরা আশা করব সরকার যোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই ঘটনাটির বিচার করবেন এবং দেশবাসী এদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবে। রজনীর ছায়ায় যখন সর্বদেশ ম্লান তখন এদের এই যুবধর্ম একটা আশা ও ভরসার দীপ্তি নিয়ে এসেছে।

—•—

রিক্সা কি তুলে দেওয়া হবে?

নয়াদিল্লীর ১৬ই মার্চের সংবাদ যে বিভিন্ন রাজ্য সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাইকেল ও হাতে টানা—দু রকম রিক্সাই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। শ্রম মন্ত্রী শ্রীরঘুনাথ রেড্ডী ১৬ই রাজ্য সভায় এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান।

স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয় পরিষদ ১৯৭০ সালের নভেম্বরে যে সুপারিশ করেছিলেন, সেই অনুযায়ী ওই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হয়েছে। পরিষদ রিক্সার জন্য নতুন লাইসেন্স না দিতে; রিক্সাচালকরা যাতে নিজেরা অথবা সমবায়ের ভিত্তিতে গাড়ির মালিক হতে পারেন, সেজন্য তাদের সাহায্য দিতে এবং যেখানে সম্ভব রিক্সার স্থানে অটোরিক্সা চালানোর জন্য সুপারিশ করেছেন।

যারা রিক্সা চালিয়ে জীবীকা নির্বাহ করে তাদের নিয়ে সরকারীভাবে অনেক গবেষণা হয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে পরিণামে এই কাজ খুবই ক্ষতিকর। কিন্তু যদি তুলেই দেওয়া হয় আইন করে তবে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক যারা রিক্সা চালিয়ে খাবার জুটাচ্ছে তাদের সরকারীভাবেই ঠিকমত কাজের ব্যবস্থা করতে হয়।

সেদিকে কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি?

—•—

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা
পরীক্ষার্থীর বিপুল সংখ্যা

এবার রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লক্ষ আটষট্টি হাজার। গতবারের থেকে চব্বিশ হাজার বেশী।

এত অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এর আগে কখনও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেননি। ৩৭৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে। শতকরা ৪০টি কেন্দ্র ছাত্রীদের জন্য ছিল।

মোট এক লক্ষ ৬৭ হাজার পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিলেন। ... এপ্রিল পর্য্যন্ত এই পরীক্ষা চলেছে।

গতবারের তুলনায় এবার পরীক্ষা অনেক নির্বিঘ্নে পার হয়েছে।

—•—

শোক সংবাদ

পুরুলিয়া সহরের বিশিষ্ট এবং প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীঅরবিন্দ নাগ গত ১৬ই চৈত্র শুক্রবার রাত্রি ৯টার সময় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স মাত্র ৬২ বৎসর ছিল। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা এবং বহু নাতি নাতনি রেখে গিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ নাগ পুরুলিয়ার বিখ্যাত ও পুরাতন নাগ পরিবারের একজন সম্মাণীয় ব্যক্তি ছিলেন। নিজের প্রচেষ্টায় তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলকেই আকৃষ্ট করতেন।

আমরা তাহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করছি?

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে মুক্তিতে একখানা চিঠি প্রকাশিত হবার পরে পুরুলিয়া পলিটেকনিকএর হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দের এক পত্র প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে আর কোন আলোচনা বা চিঠি পত্রাদি আর মুক্তিতে বর্ত্তমানে প্রকাশ করা হবে না।

৬ই এপ্রিল, ১৯৭৩ মুক্তি সম্পাদক

—•—

নিমডি লোক সেবায়তনের বিশুদ্ধ সরিষার তেল

সম্প্রতি সরিষা প্রাপ্তির অসুবিধা ও নানা কারণে নিমডিতে উৎপাদিত সরিষার তেলের সরবরাহ পুরুলিয়া সহরে আমরা অব্যাহত রাখতে পারিনি বলে আমরা দুঃখিত। এখন সে সমস্ত অসুবিধা দূর করে আমরা নিয়মিত তেল সরবরাহের সুব্যবস্থা করেছি। মুক্তি প্রেসে অবস্থিত গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত আপনি তেল পাবেন। মাঝে বেলা ১২টা নাগাদ ১ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকে।

কর্মাধ্যক্ষ
নিমডি লোক সেবায়তন
গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্র : মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া।

WANTED

" Wanted for Hutmura High School (Multi purpose) P. O. Hutmura Dist. Purulia, the following teachers. Apply to the Secretary on or before the 16tb. April, 1973.

(1) One B. Sc. trained (honours preferred) On leave vacancy for 6 months.
(2) One B. Sc. (Hon.) / M. Sc. (Math.) trained, On deputation vacancy
(3) One traind graduate B.A.B.T. (vacancy permanent at present on temporary basis). "

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা | সোমবার, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৩, ৩রা বৈশাখ, ১৩৮০ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

এ জগতে যদি বাঁচিবি

এ জগতে যদি বাঁচিবি—
ওরে অক্ষম ওরে দুর্বল
বীর বিক্রম কর সম্বল
যদি জীবন ধারণে বাসনা।
ওরে অধম চপল ঘৃণা,
নিজ সংযম বল ভিন্ন
কহ আছে কি অন্য সাধনা।
বিপদে অভয় জীবনে বিজয়
কোথা কেবা আর যাচিবি?
সাধনার পর নির্ভর কর—
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

—বিজয় চন্দ্র মজুমদার

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কর্ত্তৃক ময়দাকলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ১১ই এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র "শ্রীমা রোলিং ফ্লাওয়ার মিল" এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে আবগারী, বন ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত সভাপতিত্ব করেন। দৈনিক ৩০ টন ময়দা উৎপাদনে সক্ষম এই ময়দা কল স্থাপন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এবং উদ্যোক্তাদের শেয়ার বাবদ ৫ লক্ষ টাকা তুলতে হবে বলে শ্রীব্রজবিলাস মুখোপাধ্যায় ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে সরকারী আমলাদের সহযোগিতা না পেলে ময়দাকল চালানো সম্ভব হবে না।

শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন প্রসঙ্গে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার যে ছয়টি ময়দাকল স্থাপন করেছেন পুরুলিয়ার কলটি তার অন্যতম। তিনি এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে বড় বড় ব্যবসায়ীদের অন্যায়ভাবে ১০০ টনের ময়দাকলের লাইসেন্স দিয়ে ছোট ছোট কলের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছেন। তিনি আরও বলেন যে পুরুলিয়ার মত অনগ্রসর জেলায় একটি ছোট ময়দা কলই যেখানে যথেষ্ট সেখানে আরও দুটি বড় ময়দাকলের লাইসেন্স কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। সেইজন্য খাদ্য মন্ত্রী ৩০ টনের কলটিকে সর্ব্বপ্রকার সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সতর্ক করেছেন যে বড় বড় ময়দাকলগুলির জন্য তিনি কোনও গমের কোটা মঞ্জুর করবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদের বিশেষ কোটা মঞ্জুর করিয়ে কল চালাতে হবে।

বন মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত বলেন যে আগামী মে মাসে পুরুলিয়ায় একটি বৃহদাকারে পোলট্রি ফার্ম্ম স্থাপন করা হবে।

দুগ্ধ শীতলীকরণ প্রকল্প

১১ই এপ্রিল বৈকালে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র পুরুলিয়া দুগ্ধ শীতলীকরণ প্রকল্পের (Chilling Plant) উদ্বোধন করেন। আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীত এই প্রকল্পে দৈনিক ২০০০ লিটার দুগ্ধ শীতলীকরণ করা সম্ভব হবে। সরকার খোলা বাজার থেকে নির্দ্দিষ্ট দরে দুগ্ধ ক্রয় করে এই প্রকল্পে তা পরিশুদ্ধ ও শীতলীকরণ করবেন এবং নির্দ্ধারিত দরে জনসাধারণকে বিক্রয় করবেন। জনসাধারণকে বিক্রয়ের পরও যদি দুগ্ধ উদ্বৃত্ত থেকে যায় তবে তা দুর্গাপুরের দুগ্ধ প্রকল্পের নিকট পাঠানো হবে।

—•—

পুরুলিয়া বাঁচাও দিবস

যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল বৈকালে পুরুলিয়ার ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে "পুরুলিয়া বাঁচাও দিবস" উদযাপিত হয়। এই দিবসের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীসনৎ মুখার্জ্জী এম-এল-এ বলেন যে অনুন্নত ও খরাপীড়িত পুরুলিয়া জেলার জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য কৃষি-সেচ-শিল্প-কর্মসংস্থান প্রভৃতি সম্পর্কিত নয়-দফা দাবী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে পুরণ করতে হবে। এই দাবীগুলির মধ্যে আপার কংসাবতী প্রোজেক্টের ন্যায় বৃহৎ সেচ প্রকল্প; সিমেন্ট কারখানা; এ্যালয় ষ্টীল প্রভৃতি মাঝারী শিল্প; পুরুলিয়া কোটশিলা ছোট লাইনকে ব্রডগেজ করণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস এম-এল-এ উপরোক্ত দাবীগুলি সমর্থন করে ভাষণ দেন। এই উপলক্ষ্যে জনসমাবেশে যোগদানের জন্য জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রাকে ও বাসযোগে লোকজন আনা হয়।

যুব কংগ্রেসী নেতার ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-কংগ্রেসের নেতা শ্রীসুদীপ ব্যানার্জ্জী এই সমাবেশে ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন যে—"পুরুলিয়া বাঁচাও দিবস" এর আয়োজন খুবই সময়োপযোগী হয়েছে এবং এই দিবসের দাবীগুলি তাঁরা কেবলমাত্র পূর্ণভাবে সমর্থন করছেন না—ঐ দাবী আদায়ের জন্য যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ যুক্তভাবে বিধান সভার ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রাম করবে। পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কর্পোরেশন সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে এই সংস্থাটি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়াবার ব্যবস্থা করবেন (সভা চলাকালীন বৈদ্যুতিক বিভ্রাটের ফলে সভার কাজ সাময়িকভাবে বিপর্য্যস্ত হয়)।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন যে—নির্ব্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণের প্রতি জুয়াচুরী করার অধিকার কারও নেই—কংগ্রেসেরও না। গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ যদি আগামী এক বৎসরে পূর্ণ করা না হয়—তবে কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকারের পতনের জন্য মিলিতভাবে সংগ্রাম করবে। সমাজ-বিরোধী ও দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদের কংগ্রেসে অনুপ্রবেশের বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে জোতদার; পুঁজীপতি ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধেই যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের অভিযান। সুতরাং টাটা-বিড়লা প্রভৃতি একচেটিয়া পুঁজীপতি ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ১২ই এপ্রিল থেকে অভিযান ও সংগ্রাম শুরু হচ্ছে। এই আন্দোলনের প্রথম আওয়াজ হোল—আগামী ৩ মাসের মধ্যে ৮০ হাজার বেকার যুবকের চাকরী দিতে হবে।

বহু জোতদার, পুঃজীপতির দালাল প্রভৃতি কংগ্রেসের পতাকাতলে দুর্নীতি চালাবার জন্য কংগ্রেসে যোগদান করেছে—এই অভিযোগ প্রসঙ্গে শ্রীবন্দোপাধ্যায় বলেন যে যুব-কংগ্রেস কোনও ক্ষেত্রে কোনও প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবে না এবং ঐ সকল কংগ্রেসী জোতদার ও সমাজবিরোধী দালালদের প্রকাশ্য দিবালোকে "ভূড়ি ফাঁসিয়ে" দেওয়া হবে। এর জন্য যদি কেউ হিংসার অভিযোগ তোলেন—তবে তা যুব-কংগ্রেসের পক্ষে "মাথার মুকুট" হবে। তিনি আরও বলেন যে পুরুলিয়া জেলাতে যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব করছেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ মাহাত। অরুণ বাবুর সমর্থন ও সার্টিফিকেট ব্যতীত জেলার কোনও যুব-কংগ্রেসী সংস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। [দুর্নীতি দমন ও দূরীকরণ অভিযানে যুব-কংগ্রেসের "অনবদ্য আবিষ্কার" শ্রীঅরুণ মাহাত। এই "আদর্শ স্থানীয় নীতি পরায়ণ" সভাপতির নেতৃত্বে জেলার যুব-কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল!]

নক্সাল পন্থীদের সতর্কীকরণ

পশ্চিমবঙ্গে নক্সালপন্থিরা পুনরায় মাথা চাড়া দিচ্ছে এবং রাজ্য সরকার খুবই উদ্বিগ্ন—সংবাদপত্রের এই বিবরণের উল্লেখ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়

বলেন যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বা আমলারা এই ঘটনায় যতই উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোন না কেন—যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ নক্সালদের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে নক্সালরা তাদের উৎপাত পুনরায় শুরু করলে "প্রকাশ্যে নক্সালদের হাত কেটে নামিয়ে দেওয়া হবে।"

যুব-কংগ্রেসের সদস্যদের মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক "ঠ্যাঙ্গাড়ে ও গুণ্ডাবাহিনী" বলে অভিহিত করায় তিনি জ্যোতি বাবুর তীব্র সমালোচনা করেন।

কাশীকান্ত বাবুর ভাষণ

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ভাষণ দান প্রসঙ্গে সরকার পক্ষ থেকে "পুরুলিয়া বাঁচাও দিবস" এর পূর্ণ সমর্থন করেন। পুরুলিয়ার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য জেলার গমের মাসিক কোটা ১০০ টন থেকে ৫০০ টন নির্দ্ধারণের কথা ঘোষণা করেন।

এই সমাবেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজার উপস্থিত থাকার কথা ঘোষিত হলেও তিনি আসেননি। বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত সহরে উপস্থিত থেকেও অন্যান্য কার্য্যসূচির অজুহাতে "পুরুলিয়া বাঁচাও দিবসের" অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। কংগ্রেসের ভিতর বিভিন্ন উপদলীয় কোঁদলের জের স্বরূপ বিভিন্ন বিরোধী উপদল অন্য এক উপদল আয়োজিত এই অনুষ্ঠান বয়কট করে বলে জানা যায়।

——)০(——

শোচনীয় বাস দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

গত ৪/৫ এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া থেকে ২০/২২ জন যুবক রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় ইসুজু ট্রাকযোগে দীঘার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। দীঘায় সূর্য্যোদয় দর্শন ও চড়ুইভাতির উদ্দেশ্যে স্থানীয় পি-ডব্লিউ (রোডস) বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মী এই ট্রাকযোগে রওনা হন এবং এঁদের মধ্যে দুতিনজন মহিলা কর্ম্মীও ছিলেন।

প্রকাশ, ট্রাকটি দ্রুতবেগে যাবার সময় প্রায় মধ্য রাত্রিতে গড়বেতার নিকট সাত-বাঁকুড়া নামক রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট এক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। রাস্তা থেকে বহু নীচে ট্রাকটি উল্টে পড়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে ৪ জন মারা যান এবং পাঁচ ছয় জন গুরুতর আহত হন। ড্রাইভার কোনও মতে লাফিয়ে পড়ে অল্প আহত হয় বলে প্রকাশ। গভীর রাত্রে আহত ব্যক্তিদের কোনও চিকিৎসার বা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। পরে মৃত ও আহত ব্যক্তিদের মেদিনীপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বল্প আহতদের গড়বেতা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

মেদিনীপুর থেকে ট্রাঙ্ককলযোগে সংবাদ পেয়ে পুরুলিয়া থেকে কয়েকটি ট্যাক্সী ও ট্রাক রওনা হয়। মৃতদেহগুলি পোষ্টমর্টেম পরীক্ষার পর পুরুলিয়ায় আনয়ন করা হয় এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থাদি করেন। যে চার জন এই দুর্ঘটনায় মারা যান তাঁদের নাম: (১) শ্রীমতী ইরা ব্যানার্জ্জী (২) শ্রীউৎপল দত্ত (৩) শ্রীকরুণা সাও এবং (৪) শ্রীসুশীল পট্টনায়েক।

জন কয়েক গুরুতর আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

———

বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে সংকলন

পশ্চিমবাংলার জেলায়, জেলায় মহকুমা প্রভৃতি থেকে যে সমস্ত সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিক প্রভৃতি প্রকাশ হয় সেসব থেকে সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে খবরাখবর আমরা যতদূর পারি নিয়মিতভাবে এই কলমে দেবার চেষ্টা করব। এতে সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কি হচ্ছে—কে কি করছে বা বলছে তার একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। মফঃস্বলের ছোট খাট সংবাদ পত্রগুলিতে একদিকে যেমন স্থানীয় জনমতের প্রকাশ হয় আর একদিকে তেমনি জনমত তৈরীতে তারা সাহায্যও করে। তাছাড়া স্থানীয় পরিস্থিতির পরিচয় এই সমস্ত পত্রিকার মারফত সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায় বড় বড় বৃহৎ দৈনিক পত্রিকাগুলির চেয়ে। এই জেলার জনসাধারণকে এই সংকলন নানা দিক দিয়ে বিভিন্ন অভিমত ও তথ্য দিতে পারবে বলে আশা করি। এই সংকলন সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক মতামত ও অভিমত নির্বিশেষেই করা হবে।

"পল্লী সংবাদপত্রগুলিই নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও সত্যনিষ্ঠ"

রাণাঘাটে সম্পাদক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

গত ৩রা মার্চ্চ নদীয়া জেলার রাণাঘাটে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ পল্লী সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে বর্দ্ধমানের 'দামোদর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদাশরথি তা মন্তব্য করেন "পল্লী সংবাদপত্রগুলিই অধিকতর নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। দেশে গণতন্ত্র রক্ষা ও পল্লী সংগঠনের কাজে তাদের অবদান শহরের দৈনিক পত্রিকাগুলির অপেক্ষা অনেক বেশী। দুঃখের বিষয়, কি সরকার, কি জনপ্রতিনিধি, কি ব্যবসায়ী কেহই তাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না। অথচ এই ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিই জাতির প্রকৃত দর্পণ।"

রাণাঘাট হতে প্রকাশিত প্রাচীন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক 'বার্ত্তাবহ' পত্রিকার শ্রীরমণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আহুত এই সম্পাদক সম্মেলনে কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হতে প্রায় ৫০ জন সংবাদপত্র সম্পাদক যোগদান করেন। অপরাহ্নে স্বাস্থ্যোন্নতি ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী চত্বরে স্থানীয় পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীর উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সম্মেলনে শ্রীতা বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কলকাতা তথ্যকেন্দ্র হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিখ্যাত সাংবাদিক ও বিপ্লবী নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহচর শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী স্পষ্টতঃ বলেছিলেন, তাঁদের "কলকাতার দৈনিক পত্রসমূহ আসামে বাঙ্গালী নির্যাতনের ব্যাপারে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন নি।" কিন্তু আমরা মফঃস্বলের পত্রিকা সমূহ বুক ফুলিয়ে বলতে পারি আমরা আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি। জননায়ক ও মন্ত্রীরা সভা-সমিতি ও সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংবাদপত্র-সমূহকে সত্য সংবাদ ও নির্ভীক মন্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশের উপদেশ দেন কিন্তু তাঁদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে সংবাদপত্রসমূহের কণ্ঠরোধ হয়। কলিকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রসমূহ ধনী মালিকদের মর্জ্জিমত সংবাদ প্রকাশ বা গাপ করতে বাধ্য হন কিন্তু আমাদের মত পল্লী পত্রিকার--যার মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক মুদ্রক পরিচালক, দপ্তরী এমন কি কোন কোন সময়ে পিওন পর্য্যন্ত একই ব্যক্তি --সে সব বালাই নেই। তাই তাঁরা নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলতে পারেন। নদীয়ার জেলা শাসক শ্রীদীপককুমার ঘোষ বলেন, ছোট ছোট সংবাদপত্রের দ্বারা আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হই। কেননা গ্রামাঞ্চলের খুঁটিনাটি সংবাদ এঁরা পরিবেশন করেন, বড় কাগজগুলিতে যা পাওয়া যায় না। সেজন্য যাতে এই পত্রিকাগুলি বেঁচে থাকতে পারে ও ঠিকভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে তার জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য।

(আসনসোল বাণী)

বিদ্যুৎ সরবরাহ

তুমি যাবে বঙ্গে।
তোমার কপাল যাবে সঙ্গে॥

অভিশপ্ত আকাশমুখী এ জেলায় বড় শিল্প ত নাই। ছোট খাট দু একটি কারিগরী কারখানা বিদ্যুৎ চালিত মোটরের সাহায্যে চলিতেছিল তাও বিদ্যুতের অভাবে কর্মীদের ৮ ঘণ্টা কার্যকালের মধ্যে কোনদিন দুই ঘণ্টা, কোন দিন বা একেবারেই বিদ্যুৎ অভাবে কারখানা বন্ধ থাকিতেছে।

আরোও দুঃখের বিষয় পৌরসভাকে পাঁচ শত্যধিক টাকা সেলামী দিয়া আরো চার-পাঁচ শত টাকা খরচ করিয়া পৌরবাসীগণ বাড়ীতে যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও আজ বিদ্যুৎ অভাবে বিপর্যস্ত।

পৌরনাগরিক সমিতি বহু চেষ্টা করিয়া সভা সমিতি ও অবস্থান ধর্মঘট করিয়া পুঁজিপতি মেসার্স বি, এন, ইলিয়াসের নিকট হইতে বাঁকুড়া শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ সরকারের হস্তে হস্তান্তরিত করার পর হইতে দেখা যাইতেছে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই? আমাদিগকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে।

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৩রা বৈশাখ, ১৩৮০, সোমবার

নববর্ষ: সন—১৩৮০

দেশবাসীকে নববর্ষের প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানাই।

মাঘ পূর্ণিমার শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। এই ১৩৮০ সনেও কলিযুগেই চলবে। কলিযুগে পাপ হচ্ছে ত্রিপাদ ও পূণ্য একপাদ। কলিযুগের বহু লক্ষণের মধ্যে একটা মুখ্য লক্ষণ হচ্ছে—সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি--অর্থাৎ সাধুরা বিপর্য্যস্ত হয় এবং দুর্জ্জনেরাই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এটা একটা অতিবাস্তব সত্য যা দেশবাসী অতি নির্মমভাবে ভোগ করে যাচ্ছে এবং যাবে। সুতরাং এই যে ১৩৮০ সনের নূতন বর্ষ আরম্ভ হল এই নূতন বর্ষে আমরা দেশবাসীর কল্যাণ কামনা নিশ্চয়ই করব; তাদের জীবন সুখময়, শান্তিময় এবং স্বচ্ছল হোক এই প্রার্থনা এবং আশা নিশ্চয়ই করব, কিন্তু যেখানে দুর্জ্জনেরাই প্রভুত্ব করবে এবং সাধু যারা তারা বিপর্য্যস্ত হবে—যতই দিন যাচ্ছে অর্থাৎ কলিযুগ পুরোনো হচ্ছে, ততই এটা বেশী হয়ে চলেছে—সেখানে দুর্জনদেরই মহোৎসব এবং যারা দুর্জ্জন নন বা হতে পারবেন না তাদের সব দিক দিয়েই ভোগান্তি এটাই নববর্ষের আরও বেশী করে হবে। একে প্রার্থনা ও শুভ কামনা দ্বারা নিবারিত করা যাবে না। তা হলেও আমরা শুভ কামনা নিশ্চয়ই করব।

এ বছরটাতে ভারতবর্ষের পক্ষে একটু চিন্তার বিষয় আছে। গতি যে রকম চলেছে তাতে অসন্তোষের মাত্রা বেড়ে চলেছে। যে সব দুর্জনেরা প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে আছেন তাদের কেবল প্রতিশ্রুতি বাক্য—যে বিপুল সংখ্যক দেশবাসী কষ্টে আছেন—তাদের শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারছে না। ফলে জনসমুদ্রের আরও বেশী দুর্জ্জন হবার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে জনসমুদ্র উদ্বেলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বা তার কারণ সমূহ সঞ্চিত হচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার অবস্থা এই নূতন বৎসরে খুব যে একটা ভাল চলবে তার লক্ষণ বা নিদর্শন দেখা যাচ্ছেনা। বেকারী ঘোচাবার যে একটা লক্ষ লক্ষ চাকুরীর মায়ামৃগ নৃত্য করছিল বাস্তবে সেটা মায়ামৃগ বলেই ধরা পড়ল - আবার এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার্থী সুতরাং শিক্ষিত নব যুবক ও তরুণ বেকারের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বা যাবে, এদের ব্যবস্থা কথায় হবেনা সুতরাং যে নামই দেওয়া হোক না কেন—সন্ত্রাস এবং ষড়যন্ত্রের দিকেই গতিটা খানিকটা বেসামাল হবে। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে এবং আরও বাড়বে। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে অকল্যাণ যোগ পরিদৃশ্যমান।

পুরুলিয়া জেলায় এ বৎসর দুর্জ্জনদের প্রতিপত্তি আরও বাড়বে। জনসাধারণ আরও বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবে এবং হায় হায় করে পড়ে পড়ে মারা যাবে। খাদ্যাভাব ও জলাভাব চরমে উঠবে। রিলিফের জন্য টাকা বরাদ্দ হবে এবং শতকরা ৯০ টাকা দুর্জ্জনরা আত্মসাৎ করবে।

তবুও নববর্ষে আমরা প্রার্থনা করব দেশে এ বৎসরটা শুভ হোক। যদিও বাস্তবে তা হবে না। তবে নববর্ষে একটা প্রার্থনা করতে পারি যে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের, পশ্চিমবঙ্গ ও পুরুলিয়ার জনসাধারণের এই সুমতি হোক ও শক্তি হোক যে তারা যেন দুর্জ্জনদের সায়েস্তা করে—দুর্জ্জনঃ সীদতি এবং সাধুঃ প্রভবতি—এই অবস্থা আনতে সক্ষম হন।

নববর্ষের এই একমাত্র প্রার্থনা এবং এরই কার্য্যকারীতার উপর এই বৎসরের ফলাফল নির্ভর করছে।

বি, দাশগুপ্ত

——•——

সিকিম—রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে

১৩ই এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে—সিকিমে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে দশদিন ব্যাপী জনগণের যে আন্দোলন চলেছিল সেই আন্দোলন শেষ হল। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হল। যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভাপতি জানান যে ভারত সরকার ও চোগিয়েলের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি হয়েছে—চোগিয়েল (সিকিমের রাজা) সিকিমের জনগণের দাবিদাওয়ার অধিকাংশই মেনে নিতে রাজী হয়েছেন।

সিকিমে জনগণের সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ হয় গত ৪ঠা এপ্রিল থেকেই। সিকিম কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেসের যুক্ত নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে এক জনসমাবেশে সিকিমের-যুবরাজ তেনজিং বিক্ষুব্ধ জনতার উপরে গুলি চালিয়েছিলেন—প্রায় তিনজন তাতে মারা যায়।

এই সময় থেকেই বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়। জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে এবং সংগঠিত হয়ে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে—ফলে প্রশাসন একেবারে ভেঙ্গে যায়—সমস্ত রাজ্য বস্তুতঃ যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে জনগণের হাতে আসে। তারা থানা প্রভৃতি দখল করে নেয়। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা শোভাযাত্রা করে রাজধানী গ্যাংটকে আসতে থাকে। চোগিয়েলের প্রতিকৃতি পোড়ান হয়, রাজ প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ দেখান হতে থাকে। এই আন্দোলন দরবার বিরোধী আন্দোলন বলে পরিচিত হয়। জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে এক অভূতপূর্ব্ব জাগরণ ও অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়ে যায়।

গত ৬ই এপ্রিল রাজা তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় চোগিয়েল ভারত সরকারকে - রাজধানী গ্যাংটকের নিয়ন্ত্রণ ভার নিতে অনুরোধ করেন।

যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের দাবিতে রাজধানীর দিকে মিছিল করে আসছে—এই খবর পেয়েই চোগিয়াল ভারত সরকারকে ফৌজ পাঠানোর অনুরোধ জানান।

চোগিয়াল ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন রাজধানী গ্যাংটকের নিয়ন্ত্রণভার আপনারা গ্রহণ করুন। ভারতীয় ফৌজ গ্যাংটকের ভার নেওয়ায় সিকিমী পাহারাদাররা প্রাসাদ এলাকায় গিয়ে জমা হয়। ভারতীয় ফৌজকে জনতা সাদরে সম্বর্ধনা জানায়।

মিছিল এগিয়ে আসছে বলে খবর চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাংটক একেবারে ভুতে পাওয়া শহরের চেহারা নেয়। রাস্তাঘাট জনশূন্য। ঘরবাড়ির জানালা-দরজা একদম বন্ধ।

এইসব ঘটনার মাঝখানে যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করেন—'আমরা কচুকাটা হওয়ার আগে দ্রুত সর্ব্বশক্তি দিয়ে আপনি হস্তক্ষেপ করুন।'

নেতৃবৃন্দের অনুরোধে ৬ই রাত ৮টার অল্প পরেই রাজধানীগামী মিছিল থেমে পড়ে। স্বেচ্ছাসেবীরা রাতটা খোলা আকাশের নিচেই কাটান। ওই এলাকায় মোতায়েন সিকিমী প্রহরীদের তুলে নিয়ে সেখানে ভারতীয় ফৌজ সব কিছুর ভার নিয়ে নেন।

যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও সিকিম দরবারের অফিসারদের মধ্যে আলোচনা ভেঙে যাওয়ায় 'গ্যাংটক চলো' ধ্বনি দিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের মিছিল রাজধানীর দিকে এগোচ্ছিল।

সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস ও সিকিম জনতা কংগ্রেসকে নিয়ে গঠিত যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ ৬ই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন করেছেন--আমরা সবংশে নিহত হওয়ার আগে আপনি তাড়াতাড়ি সর্বশক্তি নিয়ে হস্তক্ষেপ করুন। আমাদের জীবন বাঁচান। ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করুন। বর্তমানে যে-অবস্থা চলছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন। গণতন্ত্র বিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করান।

রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করতে ১৫ হাজার সিকিমীর পদযাত্রা

৭ এপ্রিল—প্রায় পনের হাজার সিকিমী রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করার সংকল্প নিয়ে পদযাত্রা করতে করতে গ্যাংটকে প্রবেশ করেন। পদযাত্রীরা সম্পূর্ণ শান্ত এঁরা সকলেই সিকিম জাতীয় কংগ্রেস এবং জনতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক।

সিকিম রাজপ্রাসাদ একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ভারতীয় বাহিনী প্রাসাদ এবং সেখানকার আবাসিকদের নিরাপত্তার ভার নেয়। চোগিয়াল প্রাসাদেই থাকেন।

স্বেচ্ছাসেবকেরা প্লাকার্ড নাড়ছিলেন—স্লোগান দিলেন। বহু সিকিমী পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অনেক অফিসারও তাই করেন।

ভারতীয় বাহিনীর প্রতি সকলেই সপ্রশংস। ভারতীয় বাহিনী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। রাস্তাগুলিতে টহল দিচ্ছে। যানবাহন চলাচল নিরাপদ ও অব্যাহত রেখেছে।

চোগিয়ালকে নিরাপদে রক্ষা করেছে ভারতীয় বাহিনী। আবার 'ইণ্ডিয়া হাউস'-ই আশ্রয় দিয়েছিল সংগ্রাম কমিটির নেতাদের। তাঁরা পরে রানীহলে গিয়েছেন।

সিকিম ন্যাশনাল পারটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। ওই দলের নেতারাও সরকারীভাবে চেয়েছেন যে, ভারত সরকার সিকিমের আইন-শৃংখলার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করুন। ওই দলের দুই নেতা নেটুক লালা ও মানবাহাদুর বেশেনট ভারতীয় পলিটিকাল অফিসার কে এস, বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করে ওই অনুরোধ জানান।

৭ই বিকালে রাজধানী গ্যাংটকের রাস্তা হাজার হাজার মানুষের মিছিলে ভরে যায়। শহরে জনতার মিছিলে প্রবেশের পর পরিস্থিতি আরও দানা বেঁধে উঠে। শ্রীচোগিয়ালের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পরোক্ষ আলোচনা হলেও তাঁরা চান প্রত্যক্ষ আলোচনা, ভারত সরকারের সম্মতি-ক্রমে চোগিয়ালের সঙ্গে চুক্তি চাই।

ভারত সরকার সিকিমের প্রশাসন হাতে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করুন—এই দাবি এখানে ভারতের রাজনৈতিক অফিসারের কাছে এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও জানানো হয়।

৭ই বিকাল ৩টার পর মিছিল গ্যাংটক শহরে ঢোকে। সিকিম কংগ্রেস, জনতা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১০/১২ হাজার মানুষের মিছিল নানা ধ্বনি দিতে দিতে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই মিছিলে বহু মহিলাও ছিলেন। বিরাট মিছিল পাহাড়ের কোল ঘেঁষা পথ বেয়ে শান্তিপূর্ণ সুশৃংখলভাবে এগিয়ে যায়। এই শহরে এতবড় মিছিল আগে কোনদিন কেউ দেখেন নি। এই মিছিল দেখতে রাস্তার দুধারে ভিড়, রাস্তার দুপাশের বাড়ীতে বাড়ীতেও ভিড়। মিছিলের শ্লোগান ছিল জনতার রাজ কায়েম করতে হবে, কে সি প্রধানের মুক্তি চাই, ভারতীয় বাহিনী জিন্দাবাদ, সিকিম পুলিশ মুরদাবাদ। চোগিয়ালের অনুরোধে গতকাল রাত্রি থেকে গ্যাংটক শহর থেকে ১৪৪ ধারা তুলে দেওয়া হয়।

গ্রেফতার হওয়ার আশংকায় সিকিম জাতীয় কংগ্রেস, জনতা কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা ইণ্ডিয়া হাউসে আশ্রয় নেন। ভারতীয় বাহিনী এখানে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁরা অন্যত্র চলে যান।

মিছিল প্রাসাদের পথ পরিবর্তন করে সেক্রেটারিয়েট ঘুরে পালজোড় স্টেডিয়ামে সমবেত হন। এখানে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন নেতা বক্তৃতা করে জনতাকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান।

আগে কখনও এমন আন্দোলন দেখেনি কেউ এখানে। কোথাও যানবাহনের চিহ্ন নেই।

সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ও জনতা কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে ছোটা-ছুটি চলছে। ওদের ধ্বনি—রাজতন্ত্রের অবসান হোক। চাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

পুলিশ ও বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মীরাও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এ-সব জায়গায় সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নেই। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও নেমেছেন আন্দোলনে।

আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন প্রধানত যুব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ও জনতা কংগ্রেস মিলিয়ে যে যুক্তফ্রণ্ট হয়েছে তাদের যুব-কর্মীরা যুব কংগ্রেস গড়েছেন। গতকাল তাঁরা সিকিমের সর্বত্র সভা করে দরবার হল দখলের সঙ্কল্প নেন।

গ্যাংটক শহরের শান্তি শৃঙ্খলার ভার ভারতীয় সেনাবাহিনী গ্রহণ করে।

রাজা মুরদাবাদ জনতা রাজ কায়েম করতে হবে--আন্দোলন অনেকটা গণ-অভ্যুত্থানের পর্যায়ে পৌঁছালেও আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণ।

যুক্তফ্রণ্টের কর্মীরা মিলিতভাবে কাজ করছেন। কে কোন দলের বোঝা যায় না।

এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী গ্যাংটক শহরের আইন শৃঙ্খলার ভার নেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির ভাব দেখা দিয়েছে।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রশাসন ভার গ্রহণ

৮ই এপ্রিল—চোগিয়ালের লিখিত অনুরোধ এবং দিল্লীর নির্দেশে বেলা ১টা থেকে ভারতীয় মিশনের রাজনৈতিক অফিসার শ্রীকে এস বাজপেয়ী সারা সিকিমের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন সিকিম পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী এই দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রীবাজপেয়ীর কাছে পাঠানো চোগিয়ালের চিঠি এবং ভারত সরকারের বিদেশ দফতরের সচিব শ্রীঅবতার সিং এর সঙ্গে সিকিমের ন্যাশনাল কংগ্রেসের ও জনতা কংগ্রেসের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর সিকিমের অস্থির পরিস্থিতির দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটে। ওই নেতারাও শ্রীসিং ও শ্রীবাজপেয়ীকে বলেন যে, জনগণের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য ভারত সরকার সমগ্র সিকিমের প্রশাসনিক দায়িত্ব হাতে নিন। সিকিমের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নেবার পর তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভারতীয় মুখ্য প্রশাসক নিযুক্ত

৯ই এপ্রিল—চোগিয়ালের অনুরোধে ভারত সরকার দিল্লী মিউনিসিপাল করপোরেশনের কমিশনার শ্রীবি এস দাসকে সিকিমের মুখ্য প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

তাঁর বয়স সাতচল্লিশ। শ্রীদাস লণ্ডন ও মসকোতে ভারতীয় মিশনে কাউনসিলার পদে ছিলেন। বর্তমানে কাজ করছিলেন দিল্লী পৌর করপোরেশনের কমিশনার হিসাবে। ভূটানে চার বছর তিনি ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি। ফলে সিকিম-ভূটান অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান রয়েছে।

সিকিমের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, সেখানকার জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার চাইছেন।

ভারত সরকারের বিবৃতি

গত ৯ই এপ্রিল—বহির্বিষয়ক দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্র পাল সিং, লোকসভায় বলেন, 'সিকিমের জনগণের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির দিকে তাদের অগ্রগতিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার' জন্য ভারত সরকার 'সর্বপ্রকার চেষ্টা' করবে।

কী পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকে সিকিমের প্রশাসন হাতে নিতে হল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, 'চোগিয়ালের অনুরোধে এবং সিকিমের জনগণের দাবিতে সাড়া দিয়ে' ভারত সিকিমের প্রশাসন ভার গ্রহণ করেছে। সিকিমের প্রশাসক হিসাবে কাজ করার জন্য দিল্লীর বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীবি এস দাসের মত একজন প্রবীণ অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কর্মসূত্রে শ্রীদাস এক সময় ভূটানের থিমপুতে ছিলেন।

শ্রীসিং বলেন, সিকিমের-থানাগুলির ভার এবং আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নেওয়ার জন্য শ্রীচোগিয়াল প্রথমে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান। ভারত সরকার এই অনুরোধ গ্রহণ করায় সিকিমের জনগণ ব্যাপকভাবে অভিনন্দন জানান।

আইন ও শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙ্গে পড়লে ভারত সরকারকে তখন গোটা সিকিমের প্রশাসন ভার হাতে নিতে অনুরোধ জানানো হয়। কিছু প্রবীণ অফিসারের সাহায্যও চাওয়া হয়। জনগণ ও তাদের নেতাদের পক্ষ থেকেও রাজ্যের প্রশাসন ভার হাতে নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

শ্রীসিং জানান, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নেতারা' সিকিমের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানান এবং পরিবর্তে শান্তি স্থাপনে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আমরা এখন জনগণের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে তাদের অগ্রগতিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

পটভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রীসিং বলেন, সিকিমের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে উত্তেজনা বেশ বাড়তে থাকে এবং সিকিম দরবারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দুর্নীতি, অসদুপায় অবলম্বন ও কারচুপির অভিযোগ ওঠে ফলে দরবার, রাজনৈতিক দলগুলি এবং জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। দরবার কড়া ব্যবস্থা নেয় এবং ২৭ মার্চ সিকিম জনতা কংগ্রেস সভাপতিকে গ্রেফতার করে। এরপর পুলিশী অত্যাচারেও অনেক হতাহত হয়।

শ্রীসিং আরও জানান, তারপর বড় বড় বিক্ষোভ সমাবেশ হয়, গ্যাংটকে ২০ হাজার বিক্ষোভকারী জমায়েত হয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী জানান। জনগণ কর্তৃক কয়েকটি থানা দখলের ঘটনার কথা উল্লেখ করে শ্রীসিং বলেন, পরিস্থিতি চোগিয়ালের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

জনগণের দাবী

১১ই এপ্রিল—যুক্ত সংগ্রাম কমিটি সিকিম ও ভারতের মধ্যে ১৯৫০ সালে যে চুক্তি হয়েছে তা বাতিল করার ও সিকিমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন। গ্যাংটকে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ওই দাবির কথা তুলে ধরা হয়। তার আগে সংগ্রাম কমিটির নেতারা সিকিমের মুখ্য প্রশাসক শ্রীবি এস দাস ও রাজনৈতিক অফিসার শ্রীকে এস বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবির কথা জানান। ওই প্রস্তাবে কয়েক দফা দাবির মধ্যে চোগিয়ালের অপসারণের যে দাবি ইতিপূর্বে করা হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। গতকাল রাত্রে শ্রীদাস ও শ্রীবাজপেয়ীর সঙ্গে সংগ্রাম কমিটির নেতাদের দীর্ঘ আলোচনার পর আজ এই দাবির কথা মুলতুবি রাখা হয়েছে। তাঁর বদলে ১৯৫০ সালের সিকিম ভারত চুক্তি বাতিল করে দু দেশের মধ্যে নতুন করে চুক্তি করার কথা বলা হয়েছে। নতুন চুক্তি করা হলেও তারা ভারতের হাতে সিকিমের পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাখতে চান। কিন্তু '৫০ সালের চুক্তিতে রাজ পরিবারকে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি বন্ধ করতে চান। অর্থাৎ চোগিয়ালের ক্ষমতা তাঁরা কমাতে ইচ্ছুক

১১ই শ্রীদাস সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত যুক্ত সংগ্রাম কমিটি, দরবার সমর্থক ন্যাশনাল পারটি ও দরবারের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কল্পে সিকিমের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

স্বয়ং চোগিয়াল ঘোষণা করেছেন তাঁর বিশ্বাস অচিরেই সিকিমে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধিত হবে। অন্য দিকে যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বলেছেন, 'এ জয় সিকিমের জনতার জয়।' গ্যাংটকের পথে পথে জনতার মুখে ভারতের ইন্দিরাজীর প্রশংসা।

সংগ্রাম কমিটির সভাপতি কাজি লেনডুপ দোরজি—গ্যাংটক ময়দানের এক বিশাল জনসভায় বলেন, 'জনতাকা জয় হোগিয়া। আমাদের বেশীর ভাগ দাবীই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চুক্তি কার্যকর করার ব্যাপারে ভারত সরকারের উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।'

শ্রীচোগিয়াল কি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে কাজি সাহেব বলেন, 'হাঁ। যুবনেতা শ্রীরবাহাদুর খতিয়ারা বলেন, ষোল ছটাকে এক সের হয়। আমরা চৌদ্দ ছটাক পেয়েছি।

যুক্ত সংগ্রাম কমিটির বিক্ষোভকারী এবং দরবার-ঘনিষ্ঠ ন্যাশনাল পারটির বিক্ষোভকারীদের দুটি দলই গ্যাংটক শহর থেকে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেছেন। দু'দলই শহরের পথে পথে ধ্বনি দেন। যুক্ত সংগ্রাম কমিটির লোকেরা জয়ের আনন্দে এবং পালটা বিক্ষোভকারীর চোগিয়াল থাকছেন —এই আনন্দে।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীকেবল সিং আজ সকালে 'দল্লী ফি র গিয়েছেন। ভারতের রাজনৈতিক অফিসার শ্রীকে এন বাজপেয়ী পয়লা মে এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

ওই চুক্তি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি শ্রীচোগিয়াল ও ভারত সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চোগিয়ালের সঙ্গে চুক্তি

সিকিমের অধিবাসীরা শ্রীচোগিয়ালের প্রজা নয়; সিকিমের স্বাধীন নাগরিক বলে বিবেচিত হবেন—এই কথাও ওই চুক্তিতে আছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত এখানেও গণতন্ত্র ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা হবে।

এ ছাড়া সরকার ও জনগণের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করার কথাও উঠেছে। আর আছে এখানে গোলমেলে নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা।

চোগিয়ালের বক্তব্য

চোগিয়াল আশা প্রকাশ করেছেন খুব শীঘ্রই সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ শুরু হবে। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, সংস্কারমূলক কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য তিনি শীঘ্রই সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করবেন। নয়াদিল্লিতে যুবরাজ তেনজিং সাংবাদিকদের বলেছেন, ওই সর্বদলীয় সম্মেলনে ভারত সভাপতিত্ব করবেন।

চোগিয়াল আরও বলেন; ভারতের বিদেশ সচিব শ্রীকেবল সিং-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ। কোন সমস্যারই রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। সময়ে তা হবেই।

চোগিয়াল আরও বলেন সম্প্রতি সিকিমে যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে ভারত বা অন্য কারো হাত নেই।

দাবি-দাওয়া

যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভাপতি শ্রীদোরজী চুক্তির শর্তাবলী বিস্তারিত প্রকাশ না করলেও তিনি ১৪ দফা দাবি-দাওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেই দাবিগুলি হল: সিকিমে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা, মৌল অধিকার সম্বলিত লিখিত সংবিধান, প্রতি একজনে-একটি ভোট—এই নীতি অনুযায়ী সিকিমে পুনর্নির্বাচন, সংখ্যালঘু লেপচা-ভুটিয়াদের জন্য রক্ষাকবচ, নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ও আইন বিধিবদ্ধকরণ। দু'পক্ষে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়—সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভারত-সিকিম চুক্তির পর্যালোচনা।

অন্যান্য দাবির মধ্যে আছে: ১৯৬১ সালের সিকিম প্রজা আইন বাতিল করে নাগরিক অধিকার দান, জনপ্রতিনিধি নিয়ে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন, ভারতীয় সাহায্যবাবদ পাওয়া অর্থের অপব্যবহার সংক্রান্ত তদন্ত সাম্প্রতিক আন্দোলনে পুলিশী জুলুমের তদন্ত এবং যে সমস্ত তিব্বতী উদ্বাস্তু সিকিমিদের উপর জুলুম করেছে, তাদের বহিষ্কার ইত্যাদি।

—•—

১৯৭২ সালের জন্য ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জী পুরস্কার

(১)

যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য অসাধারণ বীরত্ব বা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন কিংবা নিজেদের বিপন্ন কোন সহকর্মীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিরাট ঝুঁকি অথবা আত্ম বিসর্জন করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিকে ১৯৭২ সালের জন্য উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির উপরিউক্ত কোন ঘটনার বিবরণ জানা থাকে অথবা ঐরূপ কোন ঘটনার সহিত জড়িত থাকেন তাহলে তিনি ঘটনার বিশদ বিবরণ সহ স্থানীয় ব্লক উন্নয়ণ অফিসার অথবা জিলা শাসক মহাশয়কে জানাইতে পারেন।

(২)

উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে সকল যক্ষা রোগী আছেন তাঁহাদের সুচিকিৎসার জন্য বর্তমান সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল রোগী জেলা শাসকের মারফৎ দরখাস্ত করিলে তাঁহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ দ্বারা প্রচারিত।

মুক্তি প্রেসের কাজের সময়

গত ৯ই এপ্রিল সোমবার থেকে মুক্তি প্রেসের কাজের সময় সকাল ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত করা হয়েছে। মুক্তি ও মুক্তি প্রেসের অফিস ঐ সময়ে খোলা থাকবে।

প্রতি সপ্তাহে সরকারী বিধান অনুযায়ী এক দিন পূর্ণ ও অর্দ্ধ দিবস ছুটি থাকে। মুক্তি প্রেস বুধবার অর্দ্ধ দিবস ও বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে।

কর্মাধ্যক্ষ
মুক্তি ও মুক্তি প্রেস,
পুরুলিয়া।

—•—

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি মাসান্তিক ভাষণে আরও শত শত গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা উদাত্ত কণ্ঠে উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু যেখানে পাকাপাকি স্থায়ী ব্যবস্থা আছে সেখানে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা করাই প্রথমতঃ বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ সরবরাহ মন্ত্রীর খরদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

সাপ্তাহিক 'মল্লভূম' (বাঁকুড়া)

সহে না সহে না এ দুঃসহ যাতনা

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র বেকারীত্বের কঠিন কালো হাত নিংড়ে নিংড়ে বের করে দিচ্ছে যৌবনের প্রাণশক্তিকে। এই জেলার জন সংখ্যা ১৭-৫২ লক্ষ (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী)। এর মধ্যে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের পুরুষ ও মহিলা কর্মীর (Working people) সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ (৫,২২,৪৯৪) জন সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৬১)। আদমসুমারীতে কর্মী বলতে প্রকৃত পক্ষে কর্মক্ষম লোকের কথাই বলা হয়। উৎপাদনশীল শ্রমই এই রিপোর্টের মাপকাঠি—এই শ্রমের বিনিময়ে কে কত আয় করল বা না করল সে বিচার আদমসুমারীতে করা হয় না। এই বিপুল সংখ্যক শ্রমশক্তির মধ্যে ২ লক্ষ নারী-পুরুষ (এক তৃতীয়াংশ) কাজ করেন চা-বাগানগুলিতে। আর বিভিন্ন রেজিষ্ট্রিকৃত কলকারখানায় ১৯৭০ সালের হিসাবে কাজ করেন ২০,৩৫৭ জন। গ্রামের ক্ষেত খামারে এবং অন্যান্য ছোটখাটো কাজ ও অফিসের কাজ করেন কিছু লোক। সর্ব্বসাকুল্যে এদের সংখ্যা ধরা যায় দেড় লক্ষ। তা হলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এই জেলার মোট প্রকৃত বেকার সংখ্যা দেড় থেকে দুই লক্ষের মধ্যে হবে। অবশ্য জেলার বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জগুলিতে ১৯৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নাম লেখানো আছে ৫,৮৯৬ জনের এবং আন-এমপ্লয়েড গ্রাজুয়েটস্ এসোসিয়েশনের কাছে নাম লিখিয়েছেন, প্রায় দুইশত স্নাতক।

যে জেলার মানুষের শ্রমে উৎপাদিত চা-য়ে ৩৮ কোটি টাকা বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা আসে আর রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে বৎসরে ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা, যে জেলায় মাথা পিছু গড় আয়ের হিসাব দেখান হয় ৪০৪ টাকা সেই জেলায় দুই লক্ষ বেকার এক সকরুণ কৌতুক ছাড়া আর কি? এ জেলার মাটিতে সোনা ফলে। বিপুল বনসম্পদ এর সুপ্ত ঐশ্বর্য। অথচ দারিদ্র ও বেকারীত্বের জ্বালায় জেলার অধিকাংশ পরিবার জর্জ্জরিত।

এই বিপুল বেকারির দিনে কেউ চাকরী পান সেটা আনন্দের কথা—তা তিনি যে দলেরই হোন না কেন। কিন্তু প্রয়োজনের প্রাধান্য যখন দেওয়া হবে না, তখন যোগ্যতার বিচারেই সেই সব কাজ হওয়া উচিৎ ছিল। তা ছাড়া প্রচলিত নিয়ম ও রীতিকে পদদলিত করে একেবারে বিনা ইন্টারভিউতে নিয়োগপত্র দেওয়া উৎকট দলবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট সরকারও এমন নির্লজ্জ হতে পারেনি।

আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে জেলার-অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে। উপরন্তু দুই লক্ষ বেকারের দুঃসহ যন্ত্রনা জেলার সামাজিক-অর্থ নৈতিক কাঠামোকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। অবিলম্বে যদি এর সমাধানের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তবে তার বিষময় ফলের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। কেবল বেকার যুবকদের দায়ী করে আমরা রেহাই পাবো না। এ কথা আজ আর বলা যায় না দেশের যুব সমাজ শ্রমবিমুখ। সৎপথে বাঁচবার জন্যই শিক্ষিত বেকারেরা আজ কোদাল ধরেছেন। কারণ তারা বুঝেছেন মিথ্যা শিক্ষাভিমানে জঠরজ্বালা নিভবে না।

সাপ্তাহিক জনমত—(জলপাইগুড়ি)

পঃ বঙ্গে শিক্ষার উপর এত আঘাত কেন?

যে শিক্ষার উপর একটি স্বাধীন দেশের সামগ্রীক কল্যাণ নির্ভর করে, জাতীয় ভিত্তি গঠনের মূল দায়িত্ব যে প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই শিক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে এত উপেক্ষা, তার কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তা অথবা প্রগতির মুখে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিতে আগ্রহ ও সক্রিয়তা, ইহা স্বেচ্ছাকৃত, অজ্ঞতা প্রসূত অথবা দায়িত্ব পালনে যোগ্যতার অভাব প্রসূত ইহা বুঝিয়া উঠা ক্রমশঃই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। পঃ বঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিরোভাগে ছিল স্বাধীনতার পূর্ব্বে, স্বাধীনোত্তর ভারতে সেই পঃ বঙ্গই শিক্ষাক্ষেত্রে তথা সর্ব্বক্ষেত্রে এত পিছাইয়া পড়িতেছে ইহা কি স্বাধীনতার অভিশাপ? অথবা আবশ্যক যোগ্যতার অভাবে, কর্মে অনীহার জন্যই দায়িত্ব গ্রহীতার কারণে এই ক্রমাবনতি? সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরের উপর দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এই দীর্ঘ ২৫ বৎসরে, শিক্ষা বলিতে একরূপ কিছুই হয় নাই, কতকগুলো দালান কোঠা গড়িয়া তুলিলেই শিক্ষা হয় না বরং স্বাধীন ভারতে ইহা দুর্নীতি প্রসারেরই কেবল সহায়ক হইয়া চলিয়াছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষ গড়া, কোথায় তলাইয়া গিয়াছে! মানুষ গড়িয়া না উঠিলে দেশ গড়িয়া উঠিবে কোন্ ভিত্তির উপর?

সাপ্তাহিক 'ত্রিস্রোতা' (জলপাইগুড়ি)

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কত দূরে

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়,

আপনাদের রাজত্বকাল বার মাস ছাড়াইয়া তের মাসে পড়িল, কিন্তু তের হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কতটা কি হইল? প্রাথমিক শিক্ষক পদপ্রার্থী এ জেলার অনেক ছিলেন—তাঁহাদের সকলেই নহেন, গুণগত যোগ্যতা প্রদর্শনের অথবা আপন দেহযষ্টি প্রদর্শনের পরীক্ষায় হাজিরা দিয়াছিলেন ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনেকে, যদিও আবেদনপত্র যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আপনার অধীনে সরকারী দপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্ম্মীও কিছু কিছু নিয়োগ হইয়াছে। কে কে কিভাবে পাইয়াছেন সে কথা নূতনভাবে লিখিয়া আপনার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করিবার প্রয়োজন আমি বোধ করিতেছি না, অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে, হইবে কিন্তু নূতন করিয়া যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে তাঁহাদিগের কি হইল? স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শিক্ষাদপ্তর হইতে তাঁহাদিগের যখন নিমন্ত্রণ হয়, অন্যান্য দপ্তরে তখনও নিমন্ত্রণ করা হইবে কি হইবে না—এই দোলায়মান ভাব বিদ্যমান ছিল। আপনার মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হইলেও তিনি মুখ খোলেন নাই—হয়ত তিনি ভাবিয়া থাকিবেন—বোবার শত্রু নাই, হয়ত তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন সংবাদপত্রের জিজ্ঞাসার যদি উত্তর দেওয়া একান্ত আবশ্যক হয়-ই তাহা হইলে সেটা রাজধানীর দৈনিক অথবা সাপ্তাহিকের লেখার উপর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাই বলিয়া মফস্বলের সংবাদপত্রের প্রশ্নের জবাব? নৈব নৈব চ!

আমরা অন্য আর কিছুই জানিতে চাহি না, শুধু এই সমস্ত আশার ছলনায় জর্জ্জরিত যুবক কুলের শাপমুক্তি কতদিন পরে ঘটিবে সঠিক সেই তারিখটি আপনি ঘোষণা করুন। ইহাতে সকলের শান্তি আসিবে না ঠিক, তথাপি ভাগ্যবান আর অভাগাও চিহ্নিত হইতে পারিবে।

সাপ্তাহিক 'চন্দ্রভাগা' (সিউড়ী বীরভূম)

সেচের জন্য অটো ফ্লো-নলকূপ

ঝাড়গ্রাম মহকুমার বহু অঞ্চলে বিশেষ করে যে সকল জায়গার কাছাকাছি নদী বা স্বাভাবিক ঝরণা বা খাল প্রবাহিত হচ্ছে সেইসব স্থানে ক্ষুদ্র সেচের জন্য অটো-ফ্লো নলকূপ বসানো যেতে পারে। সঠিক স্থানে এই রকম নলকূপের মুখ দিয়ে বিনা পাম্পে বছরের সব সময় অবিরাম ভূগর্ভস্থ জল বের হতে থাকে। —এই রকম নলকূপগুলিতে সাধারণতঃ ২॥ ইঞ্চ ব্যাসের পাইপ দরকার হয়। এর জলে কমপক্ষে ১২ থেকে ১৪ বিঘা জমিতে বার মাস সেচের কাজ চলে।

ঝাড়গ্রাম থানার ৭নং অঞ্চলে কংসাবতী নদীতীরবর্তী জয়পুর গ্রামে ৪টা, বাঁকুড়া শাল মৌজায় ৭টি বামনা বাঁধ, বারকুড়া, মুড়াবনি ও শালপাতড়া মৌজায় একটি করে এই রকম অটো-ফ্লো নলকূপ সংশ্লিষ্ট চাষীরা নিজের চেষ্টায় ও সরকারের কোনরকম সাহায্য না নিয়েই নিজের খরচে, করেছে, ঐ নলকূপগুলির গভীরতা ২০০ ফুটের মধ্যে। কেবলমাত্র শালপাতড়া মৌজার অটো-ফ্লো নলকূপটির গভীরতা ৪০০ ফুট। ২০০ ফুট গভীরতার নলকূপগুলির জন্য বোরিং, পাইপ ও ফিলটার সমেত মোট খরচ পড়েছে প্রতিটির জন্য ১০০০—১২০০ টাকা। ঝাড়গ্রাম থানার ৭নং অঞ্চলের অপর দিকে মেদিনীপুর সদর থানার ২নং অঞ্চলের মগড়া মৌজায় ২টি আলমপুর মৌজায় অনুরূপ ৬টি অটো-ফ্লো নলকূপকেও বারো মাস সেচের কাজে লাগানো হয়েছে। যে কোনও উৎসাহী চাষী এগুলি দেখে আসতে পারেন।

সাপ্তাহিক 'নির্ভীক' (ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর)

—০—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা | সোমবার, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭৩, ১০ই বৈশাখ, ১৩৮০ | বার্ষিক - ৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

১২ই বৈশাখ

ডাক সবে ডাক
এই মহা-দীপ হতে
আলো নিয়ে যাক্।
১২ই গড়েছে যার
মৃত্যুঞ্জয়ী বেদী
তার দীপ জ্বলিতেছে
অন্ধকার ভেদী
এই আলো অন্তরেতে
থাক বেঁচে থাক।
১২ই বৈশাখ॥

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

১২ই বৈশাখঃ ঋষি নিবারণ চন্দ্র জন্ম জয়ন্তী আগত

১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল, বুধবার ঋষির পুণ্যস্মৃতি অন্তরে প্রদীপ্ত হোক

বৈশাখের হোমানলে তাপদগ্ধ ধরণীতে রুদ্র দেবতা তপস্যায় সমাহিত হন। বর্ষার আবির্ভাবের কামনায় তাঁর চিত্ত মগ্ন থাকে,—রুদ্রের তপস্যাকে ব্যর্থ বলে মনে করবার কিছু নেই। রুদ্রের সেই তপস্যার পরিণামেই আসে প্রাবৃটের বর্ষণ সমারোহ—আসে সৃষ্টি।

তেমনি বিশ্বজীবনে সাধকের দল কঠোর দুঃখবরণ ও ত্যাগের তপস্যায়, নিজেদের জীবনকে তিলে তিলে আহুতি দেন। তাঁদের সেই সাধনা নিছক বিলুপ্তি বা ব্যর্থতা নয়। তাঁদের মহৎ অবদানেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির প্রাণ প্রবাহ জাগে।

একদিন ১৮৭৬ সালে ১২ই বৈশাখে, রুদ্রদেবতার বৈশাখী তাণ্ডবের পরিবেশে যে মহীয়ান পুণ্যশ্লোক ঋষির আবির্ভাব হয়েছিল—তাঁরও সারাজীবন রুদ্রের তপস্যার মতই দুঃখবরণের, ত্যাগবরণের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। সে আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। সেই অবদান অগণিত মানুষের হৃদয়ে জীবনের বীজ, আত্মচেতনার বীজ, সৃষ্টির বীজ দিয়ে গেছে। আজ ১৩৮০ সালের ১২ই বৈশাখ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমরা স্মরণ করব তাঁর মহান স্মৃতি,—তাঁর মহান অবদান।

মহান ঋষি জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধা-পূত চিত্তের অর্ঘ্যানিবেদনে সার্থকরূপে উদ্‌যাপিত হোক—কামনা করি।

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ।

বর্ষ সমীক্ষা

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়—এম, এ)

বিজ্ঞান ও দর্শনের একটি মৌলিক সত্য এই যে দুনিয়ায় কিছুই শেষ হয়ে যায় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র। ছাত্র হিসাবে কথাটা জেনেছিলাম অনেকদিন আগে। কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝিনি। বুঝলাম নবকংগ্রেসের এই এক বছরের রাজত্বে।

রাজন্যভাতা বিলোপের ঢক্কানিনাদে চারদিক প্রকম্পিত করে শ্রীমতী ইন্দিরা কংগ্রেসের নবজন্ম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল শ্রীমতী গান্ধীর নবকংগ্রেসও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পিতৃ-পিতামহের সংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি। লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচনে হাত শক্ত করে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ঢাকে জোড়াকাঠির আওয়াজ দিলেন—'সমাজবাদ' আর 'গরিবী হঠাও'! এ আওয়াজ আবাদি কংগ্রেসে শ্রীনেহরুর ঢাকের বাদ্যিকেও ছাড়িয়ে গেল। যাই হোক, শক্ত হাত নিয়ে লোকসভায় গিয়েই শ্রীমতী গান্ধী ভাতাহারা রাজন্যদের জন্য বার্ষিক মোটা টাকার ব্যবস্থা করলেন—নামটা অবশ্যই 'ভাতা' রইল না শ্রীমতী গান্ধীর সমাজবাদের রূপান্তরটা এইভাবে বৈপ্লবিক দ্রুতগতিতেই ঘটল।

যে কংগ্রেসের অধীনে ৺জওহরলাল নেহরু একচ্ছত্র প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছিলেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রীত্বেরও সূচনা যে কংগ্রেসের অধীনে, সেই মোরারজী-পাতিল-অতুল্য ঘোষ-প্রভাবিত কংগ্রেসকে পুঁজিবাদী ও কোটা-পারমিটসেবিত বলে পরিহার করে শ্রীমতী গান্ধী নবকংগ্রেস করলেন। কিন্তু হায়, মোরারজী-পাতিল-অতুল্যবাবুদের কোটা-পারমিট-লাইসেন্সের যুগসঞ্চিত রেকর্ড মাত্র ২।১ বছরেই ডিঙ্গিয়ে গেছেন শ্রীমতী গান্ধীর নববাবুর দল। এখানেও সার্থক নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। শ্রীমান সঞ্জীবের মারুতি কোম্পানী তারই নিদর্শন। এশিয়ার মুক্তিসূর্য প্রথমে নিজের ঘরের আলোটাই জ্বালাবার চেষ্টা করছেন এবং সারা ভারতে তাঁর দলের মুক্তি-জোনাকিরা যথাসাধ্য তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন। ফলে কেবল বংশীলালের হরিয়ানাতেই নয়, ভারতের গ্রামে গঞ্জে বশংবদ মারুতিদের কোম্পানী গড়ে উঠছে। শিল্প-লাইসেন্স, ইস্পাতের কোটা, সিমেন্টের পারমিট, এমন কি সামান্য চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরী পর্য্যন্ত এদের হাতে। শতকরা ১৫।২০ জন নাগরিকের ভোট পেয়ে যে নববাবু এম, এল, এ হয়েছেন (পুরুলিয়া জেলায় গত নির্বাচনে শতকরা প্রায় ৭০ জন ভোটার ভোট বয়কট করেছেন) তাঁর সুপারিশ না থাকলে চাকুরীপ্রার্থীর সমস্ত যোগ্যতাই বিবেচনার অযোগ্য হয়ে যাবে—পশ্চিমবঙ্গে একবছরের নব-কংগ্রেসী রাজত্বে এই জংলী স্বেচ্ছাচার কায়েম হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবুদের মতে এ ব্যবস্থা আগমার্কা গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী ব্যবস্থা। কারণ এশিয়ার মুক্তিসূর্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একজন খাঁটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদী প্রধানমন্ত্রী। এহেন প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করার জন্য যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক, তা' গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী ব্যবস্থা বলেই মানতে হবে। সুতরাং এম, এল, এ-দের যদি পাঁচ বছরের জন্য জমিদার করে দেওয়া হয়, বলবার কিছু নেই। কিন্তু সব মানুষ সমান নয়। অনেক দুর্বিনীত আছে, যারা মনে করে যে তারা কোনও এম, এল, এ, এম, পি, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এমন কি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিরও খাস তালুকের প্রজা নয়। এই দুর্বিনীতদের জন্য ঠেঙ্গাড়ে, গুণ্ডা, সি, আর, পি এবং 'মিসা'র চালাও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং সব কিছুকে একটি পেলব বিনয়ে ঢেকে রাখার জন্যে আছে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুর কুশলী অভিনয়—"আন্দোলন করবেন না!"

তবু মুস্কিল বাড়ছেই। কারণ জমিদারী উঠে গেলেও নবকংগ্রেসের পদ্ধতির ভেতর দিয়ে দলের মধ্যেই একাধিক জমিদার তৈরী হচ্ছে—এবং শ্রীমতী গান্ধীর হাত শক্ত করার ব্যাপারে নিজের নিজের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠায়

তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ফলে পারস্পরিক সংঘর্ষ, গালাগালি বেড়েই চলেছে। শুধু পুরুলিয়া নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতেই নবকংগ্রেসের আভ্যন্তরীন কলহ আজ উৎকট আকার ধারণ করেছে। কালিয়াগঞ্জের ও, সির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন ওখানকার স্থানীয় কংগ্রেস এম, এল, এ সিদ্ধার্থবাবু জেলামাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সুপারের অগোচরে রাইটার্স থেকেই সাময়িক বরখাস্তের অর্ডার পাঠালেন। ফলে ওখানকার যুবকংগ্রেস ও, সির পক্ষ অবলম্বন করে থানা ঘেরাও করল। অর্থাৎ ঝগড়াটা এম, এল, এ বনাম যুব কংগ্রেস এবং এই ঝগড়ায় পুলিশ-প্রশাসনকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। যে পক্ষ পুলিশ কর্মচারীর মদত পাচ্ছে সে পক্ষ তুষ্ট হচ্ছে, অপর পক্ষ চটছে। কয়েকজন কংগ্রেসীকে পাঁচ আইনে আটক করায় বর্ধমানের পুলিশ সুপারের বদলী দাবী করা হয়েছে। সরকারী ওষুধের চোরা ব্যবসা, সীমান্তের চোরাকারবার ইত্যাদি ব্যাপারে যাতে কোন নববাবুর গায়ে আঁচড় না লাগে তার জন্য প্রভাব বিস্তার চলছে। ফলে ধুরন্ধর আমলারা শাসক-দলের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছে। সম্প্রতি পুলিশের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তিনি নাকি পুলিশ কমিশনার এবং আই, জি-র অধীনে একটা ভালো মাইনের চাকুরী করছেন মাত্র। নিজের অযোগ্যতার এমন অকপট স্বীকৃতির পরেও সুব্রতবাবু পাঁচ বছরের মেয়াদী চাকুরীটি কোন আদর্শের প্রেরণায় আঁকড়ে আছেন জানতে ইচ্ছে করে। শ্রীমতী গান্ধীর হাত শক্ত করার জন্য কি? নিজেকে অযোগ্য জেনেও চেয়ার আঁকড়ে থাকলে হাত শক্ত করা তো হবেনা সুব্রতবাবু? তাহলে কারণটা কি? অবশ্যই স্বার্থ, ব্যক্তিগত অথবা উপদলীয়। আর এই দুর্বলতার জন্যই সুযোগ-সন্ধানী আমলারা নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে মন্ত্রীদেরও ওপরে।

নবকংগ্রেসের এই স্বার্থের লড়াই সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়েছে। কংগ্রেসের সোস্যালিষ্ট ফোরাম আর নেহরু ষ্টাডি ফোরাম এই লড়াইয়ের আখড়া। সম্প্রতি কংগ্রেস ফোরাম ফর সোস্যালিষ্ট অ্যাকশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই গোষ্ঠি-দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে এবং উভয়পক্ষ পরস্পরকে 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল', 'বিদেশী শক্তির দালাল' ইত্যাদি বলতে থাকেন। সবচেয়ে মজার কথা, দু'পক্ষই নিজেদের শ্রীমতী গান্ধীর আদর্শের ধারক ও বাহক বলে দাবী করেছে (মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধী, তোমার নাম এরা করে না, এ তোমার সৌভাগ্য)। যুক্তিপরম্পরা মানতে হলে বলতে হয় যে এদের যে পক্ষের দাবীই যথার্থ হোক, শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীদের মধ্যে 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল' 'বিদেশী শক্তির দালাল' ইত্যাদি সবই আছে একথা শ্রীমতী গান্ধীও সম্প্রতি [১২ই এপ্রিল—আকাশবাণী] পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। সোস্যালিষ্ট ফোরামের মৃত্যু ঘোষণা করে তিনি আফশোস করে বলেছেন যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা এবং গরিবী হঠাও কর্মসূচিতে দলের যাদের কাছ থেকে তিনি সহায়তা আশা করেছিলেন, তারাই আজ সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা মনে করি ধুতুরা গাছ রোপণ করে কেউ যদি আমের ফলন আশা করে, তবে বুঝতে হবে তার আশাটাই আন্তরিক নয়, ভান মাত্র। জোতদার, পুঁজিপতি, টাকাওয়ালা ঠিকাদার নিয়ে দল গঠন করে, কিছু যুবককে অবস্থার সুযোগে বিভ্রান্ত বিপথগামী করে যদি কেউ সমাজবাদের স্বপ্ন দেখেন তবে তিনি ভাবের ঘরে চুরি করেন মাত্র।

ভারতের লোকসভায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বজনপোষণের অভিযোগ ঝুলছে। এ অভিযোগকে নস্যাৎ করার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে লোকসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কাজেই সমাজবাদে বাধা দিলেও কাউকে দল থেকে বের করে দেবার সংসাহস এখন শ্রীমতী গান্ধীর নেই। কিন্তু সোস্যালিষ্ট ফোরাম ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে মনে হয় জল একটু ঘোলা হবেই।

এবার পশ্চিমবাঙলার চেহারাটা দেখুন। পশ্চিমবাঙলার প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে খাদ্য, কৃষি ও বেকার সমস্যা। কৃষির সঙ্গেই ভূমিব্যবস্থা সম্পৃক্ত। পশ্চিমবাঙলার নবকংগ্রেস সরকার এই তিনটি সমস্যার আশু সমাধানের জন্য যেমন বক্তৃতা বাড়াচ্ছেন তেমনি সমস্যাত্রয়ও বেড়েই চলেছে। নববর্ষের প্রারম্ভেই খাদ্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে গমের পাইকারী ব্যবসা। সরকার অধিগ্রহণ করছেন জেনে মানুষ আশান্বিত হওয়ার বদলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কারণ সরকারের অপদার্থতা সম্পর্কে মানুষের কোন সন্দেহ নেই এবং সরকারের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের কোন সশ্রদ্ধ আস্থা নেই। সঙ্গগুণে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ইদানিং বেশ চটকদার কথা বলতে শিখেছেন। সম্প্রতি পুরুলিয়ায় এসে পুরুলিয়ার মানুষকে তিনি দুধে স্নান করিয়েছেন এবং পুরুলিয়ার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেছেন। তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে পুরুলিয়ার খরাজনিত খাদ্যসংকটও তিনি মোচন করবেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীমৈত্রর ঘোষণা আমাদের কিন্তু একটুও আশান্বিত করছেনা।

শ্রীমৈত্র খাদ্য সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় কথা বলেছেন—লিখে রাখলে একখানা কাশীকান্তি মহাভারত হোত। কিন্তু করেছেন তার উল্টো। মন্ত্রীসভায় ৬মাস পূর্তি উপলক্ষে তাঁর খাদ্যবিভাগ প্রচার করেছে যে ৯ লক্ষ ২১ হাজার ১০০ টন গম এবং ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টন ধান উৎপন্ন হয়েছে ছ'মাসে। আগের তুলনায় এটা দ্বিগুণ। বলা হোল যে সরকার রেশনে সপ্তাহে ২৫০০ গ্রাম গম ও ১১০০ গ্রাম চাল দিচ্ছেন। কিন্তু রেশন কমে গেল এবং মডিফায়েড এলাকায় কেবল 'ক' শ্রেণীর কার্ডে ৭০০ গ্রাম চাল দেওয়া হল, অন্যান্য কার্ডে চাল-গম বন্ধ হোল। কারণ খাদ্যবিভাগ খাদ্যসংগ্রহ করতে পারেন নি। শ্রীমৈত্র পূর্বাশ্রমে সমাজতন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেসে বার্তায় এখনও মজুতদার-মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে বিষ ঢালেন। কিন্তু ১৯৭১-৭২ এর সর্ব্বোচ্চ খাদ্যোৎপাদন পেয়েও তিনি খাদ্য সংগ্রহে শৈথিল্য দেখিয়ে মজুতদার-মুনাফাখোরদের যে স্বর্ণ সুযোগ দিয়েছেন, রেশনে চিনির দাম বাড়িয়ে যেভাবে মুনাফা লুটেছেন এবং গ্রামাঞ্চলে রেশনব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে গরীব জনসাধারণকে যে ভাবে মজুতদার-মুনাফাখোরদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তার কোন নজির পাওয়া যাবে না।

দেশের কৃষি ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন এ সরকার আনতে পারেননি। মুখে, আকাশবাণীর মাধ্যমে সবুজবিপ্লবের বড় বড় বাণী প্রচারিত হলেও দেশের চাষীকে এখনও আকাশের উপর নির্ভর করতে হয়, প্রয়োজনের সময় সার পাওয়া যায় না, বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রচারে সরকারী উদ্যোগ নেই। বরং পশ্চিমবাঙলার কয়েকটি জেলায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এ ব্যাপারে ভালো কাজ করছেন। ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ সরকার প্রকৃতপক্ষে নতুন কিছু করতে পারেননি। যুক্তফ্রন্ট যে সব লুকোনো জমি উদ্ধার করেছিল, সেই সব জমিই বন্টন করা হচ্ছে—অধিকাংশই আবার বড় জোতদারদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জমি দেওয়া হয় নি এবং এদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। অথচ বহু স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ২/৪ বিঘা জমিও ন্যস্ত করা হয়েছে সরকারে। ফলে এরকম অজস্র পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছে। গত ২৫ বছরের কংগ্রেসী শাসননীতি এখনও একইভাবে চলছে, অবশ্য গায়ে নামাবলী দিয়ে। কোন নিম্নবিত্ত উন্নীত হয়নি মধ্যবিত্তের পর্য্যায়েও, কিন্তু প্রতিদিন অজস্র মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের পর্য্যায়ে নেমে আসছে এবং এইটাই হচ্ছে এদের সমাজবাদের সাফল্য।

শিক্ষার কথা না তোলাই ভালো। শিক্ষায়তনে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা, ছাত্র অশান্তি ইত্যাদি সব কিছুর জন্য অনেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেন। কিন্তু সত্যই কি তাই? যুগ পরিবেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হওয়া দরকার এবং সেই হিসাবেই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন কাম্য। অন্যান্য ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে কি? সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে অথচ শিক্ষাব্যবস্থা প্রগতিশীল হবে এমন আশা করাটা অত্যন্ত হাস্যকর। বরং বলা যায় যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতির ফলেই শিক্ষা আজ পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

সারা দেশ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে অথচ দেশের অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র শিক্ষার সুযোগ পায়। এই অবস্থায় সেই সীমিত সুযোগকেও পঙ্গু করে ফেলার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অথচ তাই করা হচ্ছে। ছাত্র আন্দোলন, ছাত্র বিক্ষোভ, প্রভৃতি আগেও ছিল। কিন্তু সরকারী প্রশাসন কোথাও নিজেকে পক্ষভুক্ত করে নি। বর্তমানে সরকারী প্রশাসন এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। শাসকদলের এম. এল. এর প্ররোচনায় শিক্ষক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষেরা ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হলে সরকারী প্রশাসনিক প্রধান উপদেশ দেন ছেলেদের সঙ্গে আপোষ করে নিতে। এই প্রশাসনিক চাপ স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত আছে। যেহেতু

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

১০ই বৈশাখ, ১৩৮০, সোমবার

জয়তু নিবারণ চন্দ্র

১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্মদিন। এই জন্মদিন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তার ভাবধারার একটু পরিচয় দেওয়া হল। ১৯২৯সালে "মুক্তিতে" প্রকাশিত 'জন জাগরণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। নিবারণ চন্দ্র লিখছেন—

"যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি সবাই চলিয়াছে চলিতেছে, চলিতে আরম্ভ করিয়াছে ঐ একই উদ্দেশ্যে—দুর্ব্বলকে নিপীড়িত করিবার, নির্ব্বোধকে ঠকাইবার, বুদ্ধিমানকে ধাপ্পা দিবার চেষ্টায়। দেশের ভালমন্দের দিকে ইহাদের নজর নাই। দেশের লোক না খাইতে পাইয়া মরিলেও ইহাদের ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবার বিরাম নাই। অশিক্ষায় ও কুশিক্ষায় লোক উৎসন্ন যাইতে বসিলেও ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহারা মনে করে যে এমনি ভাবেই আমাদের দিন কাটিয়া আসিয়াছে আর এমনি ভাবেই বুঝি কাটিবে।

কিন্তু হায়! তাহাত হইয়া উঠে না। জগতের ইতিহাসে চিরদিন একভাবে কোথাও কাটে নাই আমাদের দেশেও কাটিবেনা। ঐ যে নিরন্ন বুভুক্ষু উপেক্ষিত জন সাধারণ ক্ষুধিত দৃষ্টি লইয়া তোমার দিকে চাহিয়া আছে তাহারা কি, মনে করিয়াছ, এমনি করিয়া উপেক্ষিত হইয়া অসহায়ভাবে কেবল চাহিয়াই থাকিবে? তাহারা তাহা থাকিবে না। তাই আজ প্রভাতেই তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি তোমরা এখনও পথ ঠিক করিয়া লও। মহামারীর লক্ষণ দেখিলে চিকিৎসকগণ যেমন সকলকে সাবধান হইতে উপদেশ দেন—এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেও তেমনি তোমাদের আমরা বলিতেছি এখনও নিজের পথ চিনিয়া লও।

দেশের কোটী কোটী নিপীড়িত মানব যখন প্রপীড়িত হইয়া অস্থির হইয়া ওঠে তখন সেই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাহার যাহাই নাম দেও না কেন এবং তাহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য যে উপায়ই অবলম্বন কর না কেন, মানুষের জীবনে জন্ম মৃত্যুর মত তাহা নি[illegible] করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকে না। এই দেশেই তোমাদের হীন [illegible] দ্বারা তোমরা যে অবস্থার সৃষ্টি করিতেছ তাহাতে উপেক্ষিত ও [illegible]ঞ্চিত জন সাধারণ যদি মুক্তির পথ খুঁজিতে যাইয়া তোমাদের সাধের আয়াসের এমন জীবনের অবসান একেবারে করিয়া দিতে আসে তখন তাহা রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তোমাদেরও থাকিবে না আর তোমাদের পৃষ্টপোষক মহামান্য সরকারেরও থাকিবে না।

দিকে দিকে উপেক্ষিত জনসাধারণের মনের জড়তা ভাঙ্গিয়া তাহাদের মনের মধ্যে যে অভাববোধ জাগ্রত হইতেছে তাহাই যখন মূর্ত হইয়া একদিন তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন আর আফশোষের অবসর থাকিবে না। যতদিন তাহাদের মনে অভাববোধ না জাগিয়াছিল, যতদিন তাহারা তাহাদের আশা আকাঙ্খা ও অবস্থার সম্বন্ধে নির্ব্বিকার ছিল ততদিন তোমরা যাহা ইচ্ছা করিয়াছ। কিন্তু এখন তাহাদের ঘা খাইয়া খাইয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিবার শক্তি আসিতেছে, গণপতি তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু লইয়া নিজের বিরাট দেহের পরিমাণ এত দিন বুঝিতে পারে নাই কিন্তু তোমরাই তাহাকে আঘাত করিয়া তাহার দৃষ্টি তাহার বিরাট দেহের দিকে ফিরাইয়াছ।

তাই বলি এখনও সাবধান হও। অমন মমত্বহীন দৃষ্টি লইয়া ইহাদের দিকে তাকাইও না ইহাদের সুখ দুঃখের প্রতি অমন করিয়া উদাসীন হইয়া নিজেদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিওনা। অমন ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে ইহাদের উপেক্ষা করিও না। ইহাদের কষ্টার্জ্জিত সামান্য অর্থ শোষণ করিয়া ইহাদের সম্মুখে ভোগবিলাসের পঙ্কে গা ভাসাইয়া থাকিও না। 'ইহাদের কর নমস্কার'—ইহারা যে মানুষ এই মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাবোধ ইহাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোল, ইহাদের অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থা অমন করিয়া পৃথক করিওনা। ইহাদের দোষ ত্রুটীর জন্য দায়ী তোমরা, ইহা মনে রাখিও। আজ ইহারা অশিক্ষিত আজ ইহারা যে ঘৃণ্য—তাহার জন্য দায়ী তোমরাই। তাই এখনও সময় থাকিতে ইহাদের সহিত যোগ দাও, ইহাদের জীবনের সহিত তোমাদের জীবন এক করিয়া তোল—রক্ষা পাইবার এই একমাত্র উপায়। হাসিয়া উড়াইও না, উপেক্ষাভরে চলিয়া গেলে চলিবে না। কাল চক্রের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না—তুমিত কোন ছার; তাই এখনও সময় থাকিতে নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ইহাদের স্বার্থের দিকে তাকাও। বহু পুরুষ হইতে তোমরা স্বার্থটাকে সুখ-সুবিধাটাকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছ। মনে করিয়াছ এমনি করিয়াই চিরদিন রাখিবে কিন্তু কালচক্র ঘুরিয়াছে—আজ তোমাদের স্বার্থ আর ইহাদের স্বার্থ এক করিতে হইবে। তোমরা না করিতে চাও ইহারা জোর করিয়া করাইবে।

তাই বলিতেছিলাম আর বেশী দিন নাই—এখনও নিজেদের একমুখী স্বার্থবুদ্ধি ছাড়, ইহাদের দুঃখ কষ্ট নিজেদের দুঃখ কষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লও।

—•—

আসামে ভাষার ব্যাপারে সাময়িক চুক্তি

শিলং থেকে ১৮ এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎ-চন্দ্র সিং এবং বাংলাভাষী কাছাড়ের নেতাদের দু'দিনের বৈঠকের পরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য তাঁদের মধ্যে একটি 'সাময়িক চুক্তি' হয়েছে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী আসামের জনগণের কাছে আঞ্চলিক মনোভাব দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন। কাছাড়ের দুটি সংগ্রাম পরিষদও এখন আন্দোলন করবেন না বলে রাজি হয়েছেন।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীগোবিন্দনারায়ণ ছিলেন মধ্যস্থের ভূমিকায়, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। তিনি বলেন, দু পক্ষই বৈঠক শেষে একটি বিবৃতিতে সই করেছেন।

বিবৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষার বাহন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেবেন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার নয়। তবে ঐ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্য সরকার সাহায্য করতে পারেন। আবশ্যিক হিসাবে অসমীয়া এ বছর চালু হবে না।

দু পক্ষের সই করা ওই বিবৃতি এক হাজার শব্দের। তবে এতে শিক্ষার বাহনকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা তার সমাধানের জন্য কোন নির্দিষ্ট ফরমুলা নেই।

ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ১০ বছরের জন্য ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিবৃতি তাকে স্বাগত জানিয়েছে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়েও এই একই ব্যবস্থা রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য শিক্ষা দফতর ৩০ মার্চে যে নির্দেশ জারি করেছেন তা সংশোধন করা হবে। ওই নির্দেশে অসমীয়াকে মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক করার কথা ছিল।

বিবৃতিতে বর্তমান সমস্যার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ আছে। (১) আসামে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার বাহন, (২) মাধ্যমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষা পড়ানোর ব্যবস্থা এবং (৩) অনুন্নত এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রথায় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এর সব ক'টি বিষয়েই মীমাংসা সম্ভব।

অসমীয়ার পরিবর্তে ইংরাজীকে মাধ্যম হিসেবে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই ভাষার শিক্ষাগত উৎকর্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা করা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। এ জন্যেই ইংরাজিকে মাধ্যম হিসেবে রাখার প্রয়োজন হতে পারে।

আসাম সরকারী ভাষা আইন সহ অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারের পরি-প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে শাস্ত্রী ফরমূলার ব্যাখ্যা করতে হবে। কাছাড়ের নেতারা বিবৃতিতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিটি সই করেন, এক পক্ষে আসামের দফতরহীন মন্ত্রী শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ এবং কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মওলানা আবদুল জলিল চৌধুরী সহ কাছাড়ের এগারোজন নেতা। অপর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

শ্রীপুরকায়স্থ বলেন, আলোচনার ফলাফলে তিনি সন্তুষ্ট।

—•—

স্বতন্ত্র কাছাড় রাজ্য গঠনের দাবী

বিগত ২৫শে মার্চ অপরাহ্নে স্থানীয় মদন মোহন মাধব চরণ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাক্তন এম, পি, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র, দেব মহাশয়ের সভাপতিত্বে করিমগঞ্জের বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের একটি আলোচনা সভায় স্বতন্ত্র কাছাড় রাজ্য গঠনের প্রস্তাব বিতর্ক মূলকভাবে আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীমুকুন্দ মুরারী সেন, বি, এল, এবং সমর্থন করেন অধ্যাপক ইন্দ্রজিত দাস। কানিসাইলের প্রভাবশালী শিক্ষক মহম্মদ সফিকুর রহমান, অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বতন্ত্র কাছাড় রাজ্যের দাবী সমর্থন করেন।

শিলচরের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীসনৎ কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে স্বতন্ত্র কাছাড় রাজ্যের উজ্জল ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারনা সৃষ্টি করেন। পাথারকান্দির বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা শ্রীমৃনাল দাসগুপ্ত বিরূপ সমালোচকদের যুক্তিকে দক্ষতার সংগে খণ্ডন করেন এবং প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান।

সভাপতি শ্রীসুরেশ চন্দ্র দেব মহাশয়ের তথ্যভিত্তিক দৃপ্ত ভাষণের পর প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘট ঃ কর্মবিরতি

অবশেষে এই কংগ্রেসী প্রশাসনে পঃ বঙ্গের কলেজের প্রফেসার ও শিক্ষক প্রভৃতি ধর্মঘট বা কর্ম্মবিরতি করতে বাধ্য হলেন।

১৮ই এপ্রিল বুধবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিনশ কলেজের সাড়ে সাত হাজারের মত শিক্ষকশিক্ষিকা কর্ম্মবিরতি শুরু করেন। তাঁদের মূল দাবি সকলের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুত বেতন হার চালু করতে হবে।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী মঙ্গলবার রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে পত্র দিয়েছেন।

ওই চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীব্যানার্জী অধ্যাপকদের তাঁদের লাগাতার ধর্ম্মঘট থেকে বিরত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর চিঠির জবাবে সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী পত্র দিয়েছেন। জবাবে সরকারকে নীতির ভিত্তিতে চুক্তি করার অনুরোধ জানিয়েছেন—এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী আদেশ জারির অনুরোধ জানানো হয়েছে। আর এ ছাড়া যে চুক্তি হবে তা কার্যাকর করার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবিও জানানো হয়েছে।

চিঠিতে একথাও বলা হয়েছে যে—শিক্ষকশিক্ষিকারা যত তাড়াতাড়ী সম্ভব ক্লাস রুমে ফিরে গিয়ে অধ্যাপনা শুরু করতে চান। সেই সঙ্গে এটাও চান যে সরকার তাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ সভাপতি শ্রীমৃন্ময় ভট্টাচার্য্য জানান, সরকার দাবি না মানলে লাগাতার কর্ম্মবিরতি চলবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী গত ১৯৫৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন কলেজ শিক্ষকদের বেতনহার হবে ৩০০—৮০০ টাকা। এর সঙ্গে অন্যান্য ভাতা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষক সেই বেতন হার পান না। তা ছাড়া রাজ্য সরকার একটি নূতন আদেশ জারি করে এক হাজার কলেজ শিক্ষককে সরকারী মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

সমিতির একটি দাবি হল, পেন্সন চালু করতে হবে। সরকার নূতন বেতন হার চালু না করায় পুরোনো বেতন হার ২০০—৫০০ টাকার উপরেই শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড জমা পড়ছে।

সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কলেজের প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক পান মূল বেতন ১৭০ টাকা হিসাবে। প্রায় সমস্ত কলেজ শিক্ষককে বেতন নিতে হয় ২২টি কিস্তিতে। ৮০টি কলেজে শিক্ষকদের কোন বেতন হার নেই। অনেকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ঠিকমত জমা পড়ছে না।

শ্রীভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন কলেজ শিক্ষকদের বেতন নিয়মিতভাবে পাওয়া নিয়ে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহু কলেজে তিন থেকে তের মাস পর্য্যন্ত বেতন পাননি।

শ্রীভট্টাচার্য্য জানান, কলেজ শিক্ষক ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণ সফল এবং শান্তিপূর্ণ। তাঁরা সব সময়েই মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি।

কলেজ শিক্ষকদের ন্যূনতম ৩০০ টাকা বেতনের ব্যবস্থা

১৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, যতদিন বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকদের বেতন নির্ধারণ না হচ্ছে ততদিন যাতে তাঁরা ন্যূনতম অর্থাৎ মাসিক তিন শত টাকা পান সেজন্য সরকারী অনুদান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া অধ্যাপকরা যাতে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে বেতন পান সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রিম টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে। এ কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে অধ্যাপকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা উচিত।

শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (সি পি আই) বলেন, বেতন নির্ধারণ করতে ছয় মাস লাগবে শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য অধ্যাপকরা মানতে রাজি নন। এক মাসের মধ্যে এটা হবে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বললে কর্ম্মবিরতি অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী সকাশে প্রতিনিধিদল

জানা গিয়েছে যে, শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতির পর এদিন সন্ধ্যায় সি পি আই এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চারজন অধ্যাপক বিধানসভা ভবনে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পর শ্রীমৃন্ময় ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন যে, বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি তাঁদের হতাশ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীব্যানার্জী আরও বলেন, গত কয়েক দিন ধরে আলোচনা করে সরকারের সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী যে প্রধান প্রধান দাবিগুলি সরকার মেনে নিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১) মাসে মাসে পুরা মাহিনা দেওয়ায় সরকারী সহায়তা, (২ সংযুক্তহারে বেতন নির্ধারণ, (৩) প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে সরকারের দেয় বকেয়া অংশ দান, (৪) বি এস সি পাশ ডেমনষ্ট্রেটরদের উন্নত হারে বেতন নির্ধারণ, (৫ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ এবং সেই ভিত্তিতে পদগুলির অনুমোদন এবং (৬) ৬০-৬৫ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতন হারের সুবিধা দান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্ত্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ফিরে আসার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন পড়াশোনার সুযোগ ফিরে পেয়েছেন, ঠিক সেই সময় অধ্যাপকদের ধর্মঘটের দরুণ আবার নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। তাই অবিলম্বে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের জন্য তিনি আবেদন জানাচ্ছেন।

রাত্রে শিক্ষক সমিতির পক্ষে এক বিবৃতিতে সাধারণ সম্পাদক শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী জানান, যতদিন তাঁদের কর্ম্মবিরতি চলবে ততদিন তাঁরা শিক্ষকতা বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই করবেন না।

অধ্যক্ষ পরিষদ সারা বাংলাব্যাপী স্পনসর্ড ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতি সমর্থন ও তাঁদের কর্ম্মবিরতিতে সহানুভূতি জানিয়ে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি দিয়েছেন। ন্যায্য দাবিদাওয়া রাজ্য সরকার অবিলম্বে মেনে নিয়ে ছাত্রদের স্বার্থে এবং শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এই কর্মবিরতির যাতে আশু অবসান ঘটান তার জন্য অধ্যক্ষ বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠান-কর্ম্মীদের প্রতীক কর্ম্মবিরতি ও গণডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠান যথা, কলেজ, বি, টি; কলেজ, পলিটেকনিক, লাইব্রেরী, ষ্টুডেন্টস হোমের কর্ম্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ স্পনসর্ড প্রথা বিলোপ করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারীকরণ ও স্পনসর্ড কর্মীদের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ হারে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দানের দাবীতে আন্দোলন করে আসছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মী সমিতির সমন্বয়ে গঠিত যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে সমস্ত স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ২১শে মার্চ ৭৩ গণঅবস্থান পালন করেন।

কর্মীদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া পূরণের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রচেষ্টাই অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়নি। এই অবস্থায় তাই আগামী ২৫শে এপ্রিল ৭৩ সমস্ত স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা একদিনের কর্মবিরতি পালন করবেন। স্পনসর্ড ইনষ্টিটিউশন এমপ্লয়ীজ জয়েন্ট আকসন কমিটির পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য প্রতিটি কর্মচারী বন্ধু, ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন ও জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন জানাতে আহ্বান করেছেন।

বর্ষ সমীক্ষা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শিক্ষকের নোট বই লেখা অন্যায় নয় সেইহেতু ছাত্রদের পরীক্ষায় চুরি করাটাও অন্যায় হতে পারে না—কোন মন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে একথা ঘোষণা করেন, তখন সেই মন্ত্রীর অশিক্ষা এবং মানসিক অপকর্ষ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। গত বছর দেখেছি চুরির সুবিধের জন্য কোন প্রকাশক পকেট নোট বুক বের করেছেন। কিন্তু সেটা সরকারের দৃষ্টিতে পড়েনি কেন? সরকারী শিক্ষা বিভাগ এমন অজস্র বই অনুমোদন করেন, সেগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়লে ছাত্রছাত্রীরা ফেল করবেই। একই প্রকাশকের একই বই বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ডি, আইয়ের নাম দিয়ে চলতে দেখেছি। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের দোষ থাকতে পারে--সে সব ক্ষেত্রে ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ হওয়া অবশ্যই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু সেই বিক্ষোভের প্রকাশটা উচ্ছৃংখল ও বিকৃত হওয়া উচিত নয় এবং কোন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে জড়িত হওয়া উচিত নয়। স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ছাত্র, শিক্ষক সকলেরই অধিকার আছে রাজনীতি করার—কিন্তু সে রাজনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে নয়, তা প্রযুক্ত হোক দেশের বৃহত্তর জনজীবনের ক্ষেত্রে। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। সমগ্র জনজীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জোয়ার আনতে না পারলে শিক্ষায়তনের ছোট ডোবাটার জলটাই শুধু ঘোলা হবে—প্রগতির স্বচ্ছতা আসবে না। অনেকে দুঃখ করেন যে শিক্ষায়তনে ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে এবং পাশ করাটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রোগের মূল কারণ দূর না করলে রোগ তো ছাড়ে না। ছেলেদের সামনে যদি আত্ম প্রতিষ্ঠার হাজার পথ খোলা থাকত, শিক্ষায়তনে ভিড় হোত না। কোথাও কোন উপায় নেই বলেই অধিকাংশ ছেলে শিক্ষায়তনে ভিড় করে এবং একমাত্র উপায় হিসেবে একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহের চেষ্টা করে।

সরকারী শিক্ষা বিভাগ চান স্কুলগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন। অথচ দেশের মুষ্টিমেয় মডেল স্কুল ছাড়া কোথাও বিশিষ্ট শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই—এমন কি সরকারী স্কুলগুলিতেও নেই। এই উদ্ভট নীতির সার্থকতা কোথায়? শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কেও সরকারের আন্তরিক আগ্রহ নেই। পুরুলিয়ার শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের আজও নিজস্ব বাড়ী নেই ল্যাবরেটরী নেই। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি বলেন 'টাকা নেই—সবাইকে রাত্রে পড়তে বলুন, যে সব জায়গায় ল্যাবরেটরী আছে।" ল্যাবরেটরীর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা যে রাত্রে হওয়া সম্ভব নয়—এবং সবাইকে রাত্রে পড়ানোও সম্ভব নয়, এই সামান্য জ্ঞানটুকু আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর নেই। তাই বলছিলাম শিক্ষার কথা না তোলাই ভালো। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন নির্লজ্জ বৈষম্য আজ পঁচিশ বছর ধরে চলছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় সরকারের বর্ণ বৈষম্যকে লজ্জা দেবে। পৌর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুল বোর্ডের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হারের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক আছে। পৌর এলাকার শিক্ষকেরা স্বায়ত্তশাসন বিভাগ থেকে গ্রামীণ শিক্ষকেরা একে তো স্বল্প বেতন পান, তাও পান ন'মাসে ছ'মাসে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ এঁদের যেন নেহাৎ কৃপা করেই মাঝে মাঝে করুণার ছিটে ফোঁটা দিয়ে থাকেন। অথচ মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অশিক্ষিত এম, এল, এ, পর্য্যন্ত এঁদের বাণী দিয়ে থাকেন এঁদের কর্তব্য সম্পর্কে। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার উপযুক্ত বেতন প্রতিমাসে নিয়মিত দিয়ে তারপর কঠোর হাতে কর্তব্যচ্যুত শিক্ষকের শাস্তি বিধান করলে আপত্তির কিছু থাকবে না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েই দু'একটি চটকদার পাঁয়তারা দেখিয়েছেন। তারপরই স্বাস্থ্য দপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা "স্থিরো ভবঃ।" বলে তাঁকে স্থাবর করে সাজঘরে বসিয়ে রেখেছে। অথচ শ্রীপাঁজা শপথ নিয়েছিলেন স্বাস্থ্যদপ্তরে ঘুঘুর বাসা তিনি ভাঙবেন। বীরদর্পে সেখানে প্রবেশ করে আজ তিনি নির্গমনের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল অধিগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেও এখনও তা তিনি করতে পারেন নি। উল্টে তাঁর দপ্তরের উদ্ভট সার্কুলারের ফলে ঐ হাসপাতালে অবসর গ্রহণোন্মুখ ডাক্তারেরা এবং কালোত্তীর্ণ হাউস সার্জেনেরা এখনও বহাল রইলেন। ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন নূতন ডাক্তারদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে রইল। স্পষ্টতই কায়েমী স্বার্থের হাতে পুতুলের ভূমিকা নিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ইতিপূর্বে পুরুলিয়ার কয়েকজন যুব কংগ্রেসীর কথা শুনে তিনি জনৈকা মহিলা ডাক্তারের কাছে উদ্ভট কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন। ওঁর জায়গায় অন্য একজন মহিলা ডাক্তারকে আনার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট যুব কংগ্রেসীদের। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে যুবকদের মানড্রেক্স-প্রীতি নিয়ে অনেক কেঁদেছেন শ্রীপাঁজা। কিন্তু এ প্রীতি তো নব কংগ্রেসেরই দান। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগের মূলে থাকে একটি রোগ "ম্যাল নিউট্রিসন," অর্থাৎ সুষম খাদ্যের অভাব। কংগ্রেস ২৫ বছরেও দুমুঠো খাবার দিতে পারে নি দেশের মানুষকে, এই সত্যটা স্বীকার করার সাহস শ্রীপাঁজার নেই। অথচ মন্ত্রী হিসেবে একটা কিছু বলা দরকার, তাই মানড্রেক্স সম্পর্কে দু'কথা বলে কর্তব্য সারলেন। উড়িষ্যা থেকে ডাক্তার আনার ব্যাপারটা তো মহম্মদ বিন তোঘলকের মতো ইতিহাসে একটা হাসির খোরাক হয়ে রইল।

সম্প্রতি বেকার সমস্যার সমাধানে ১৭ হাজারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে খুব। প্রথম কিন্তু এটা ঘোষিত হয়েছিল ৪০ হাজার বলে। ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে রাজ্য সরকার ইচ্ছে করলেই ৫০/৬০ হাজার যুবকের কর্মসংস্থান করতে পারেন বিভিন্ন দপ্তরে। হয়তো ৫০/৬০ হাজার যুব কংগ্রেসী পাওয়া যাবে না বলেই ১৭ হাজারে নামানো হয়েছে। গণতন্ত্র ও সংবিধানের এমন বীভৎস ব্যভিচার পৃথিবীর কোন দেশে হয়েছে কি না জানি না। যাই হোক এই ১৭ হাজার নিযুক্ত হতে হতে খাস কোলকাতাতেই ৩০ হাজার বেকার হয়েছে সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে। কোলকাতায় ১০০ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে এই ৩০ হাজার লোক কাজ করতেন। কাঁচা মালের জন্য সরকারের প্রতীক্ষা করে করে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে গেল আবার সুতোর অভাবে পশ্চিমবাঙলার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ তাঁতী বেকার হয়ে গেল। অথচ ন্যাশন্যাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকারের ৩৭টি মিলে দৈনিক ৫লক্ষ কেজি সুতো তৈরী হচ্ছে এবং সুতোর পাহাড় জমে আছে [যুগান্তর ৮ই এপ্রিল]। সরকারের শিক্ষা অনুদান নূতন নীতির ফলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষক ছাঁটাইয়ের ও বেকারত্বের প্রতীক্ষা করছেন। বাঁকুড়ার রামানন্দ কলেজের অধ্যাপকেরা মাসের পর মাস আর্থিক দুর্গতি ভোগ করার পরও সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে কলেজটি বন্ধ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সমিতির প্রস্তাব সরকার অগ্রাহ্য করায় আরও বহু বেসরকারী কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং কয়েক হাজার অধ্যাপক ও কর্মচারী বেকার হবেন। সুতরাং গরিবী হঠানেওয়ালা সরকার মাত্র এক বছরে কত লক্ষ নূতন বেকার সৃষ্টি করলেন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু আকাশবাণী মারফৎ সে হিসেবটা দাখিল করবেন কি? নেহাৎ নির্লজ্জ না হলে এর পরেও ১৭ হাজারের ঢাক কেউ পেটাতে পারে না।

মালদহের আমের চেয়ে সিদ্ধার্থবাবুর প্রিয় হচ্ছেন মালদহের মন্ত্রী শ্রীবরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী। এখানে ওখানে আরও প্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু বরকত সাহেবের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সিদ্ধার্থবাবু। কোন ভাগ্যবান এম এল, এর জনক মিল-ফ্যাক্টরীর লাইসেন্স পেলে একটু দৃষ্টিকটু লাগলেও খুব বেশী আপত্তির কারণ থাকে না, বিশেষ করে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পুত্র যখন পাব্লিক সেক্টরের জন্য নির্দ্দিষ্ট কারখানার লাইসেন্স প্রাইভেট সেক্টরে পেতে পারেন। যাই হোক সম্প্রতি সরকারী অর্থে বংশের স্মৃতিসৌধ নির্মানের রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে। জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীমতী ইন্দিরার নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে যদিও রামমোহন, বিদ্যাসাগরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় নেই। শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি মালদহ জেলার বাগমারী ঘাটে ভাগীরথীর উপর নতুন একটি সেতুর শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এবং সেতুটি উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁর প্রিয়পাত্র সেচ মন্ত্রী বরকত সাহেবের পরলোকগত আব্বাজান খান বাহাদুর আবুল হায়াৎ খান চৌধুরী সাহেবের পবিত্র নামে। খানবাহাদুর তাঁর একনিষ্ঠ ইংরেজ সেবার ইনাম পেয়েছিলেন ঐ উপাধি। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের পর থেকে তিনি অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে কংগ্রেস সেবা শুরু করেন। সুতরাং নানান বাবদে ৫০ হাজার টাকারও বেশী সরকারী লোন পেতে তাঁর কোন

অসুবিধে হয় নি। খোদার ফজলে এ ঋণও তাঁকে শোধ করতে হয় নি, যদিও কয়েকটি Certificate Case হয়েছিল—

১। Certificate Case No.—148/Mise/65-66. Loan under small Irrigation Scheme, Loan Case No.—1/60-61. (আসল ৮৪০০ টাকা, সুদ-২২৩=১৫)।

২। Certificate Case No.—147/Mise/65-66. Loan under reclamation of waste land scheme. (আসল—৩৮০০/—, সুদ ২৩৭=৫০)।

৩। Certificate Case No.—232/Mise/62-63. Loan under demonostration centre operation—60-61. (আসল—৩০৩৭=৬৪)।

৪। Certificate Case No.--225/54-55. (আসল ৪০০০/—. সুদ--২৫৮=৫৪ [বাঙলাদেশ--৩০শে মার্চ]।

আরও বহু কেস আছে। এহেন হায়াৎ খানের নামে ভাগীরথীর ওপর সেতু হচ্ছে। স্বয়ং মা ভাগীরথী যে পাপ ধারণ করেছেন, সাধারণ মানুষ তা যদি সহ্য না ক'রে তবে বেআদবী হবে বৈকি!

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাত প্রথম শক্ত করেছিল দেশের বামপন্থী দলগুলি. একযোগে ভোট দিয়ে শ্রীভি. ভি. গিরিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। তারপর শ্রীমতী স্বয়ং এবং তার অনুগামীরা হাতখানাকে এমনভাবে শক্ত করে তুলছেন যে তা অচল অনড় ফসিলে পরিণত হতে চলেছে। ফসিল হবার আগেই শ্রীমতী গান্ধীর কিছু করণীয় আছে এবং তিনি করবেন বলেই মনে হচ্ছে। সুতরাং আমরা এবার 'অভিনব কংগ্রেসের" প্রতীক্ষায় রইলাম।

আমাদের সমাজতন্ত্র

(মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত)

সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে ধনতন্ত্রের পাশব বিকাশ লক্ষ্য করছি আমরা কোটি কোটি ভারতবাসী। এ এক আজব দেশ; বাহাদুর বটে এদেশের শাসকদল, তা না হোলে এটা কি করে সম্ভব যে সবুজ বিপ্লব হচ্ছে দেশে অথচ খাদ্যশস্যের দাম আকাশচুম্বী, জাতীয় আয় বাড়ছে অথচ নিরন্ন দরিদ্রের হাহাকার কমছে না। তাজ্জব বলে যাই সব কিছু দেখেশুনে।

আমাদের সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মন্ত্রী এবং আমলারা তো প্রতিদিনই মাঠে ময়দানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু সংবাদপত্র, রেডিও, মন্ত্রী, আমলা কারুর কাছেই শুনতে পাই না সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝতে হবে।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রভৃতির কথা নাই বা তুললাম। তাঁরা সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যা বলেছেন তার সঙ্গে আবার বিপ্লব বৈপ্লবিক আঘাত ইত্যাদির কথাও আছে। পশ্চিমবাংলায় যাঁরা মার্কস লেনিনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তাঁদের অনেককে আবার মিসায় গ্রেপ্তার করে আটকে রাখা হ'য়েছে গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য। এমতাবস্থায় মার্কস লেনিনকে বাদই দিলাম কারণ বেঁচে বর্তে থাকতে হবে তো। তবু বুঝতে চেষ্টা করা যাক সমাজতন্ত্র কি জিনিষ আর আমাদের দেশে তার রূপায়নই বা কতটা সম্ভব হ'য়েছে।

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে Modern Encyclopaedia (vol. 7) এ বলা হয়েছে, Socialism হচ্ছে—" A Political term. was first used in the early 19th. century. but the idea is much older. ……………since 1945 socialism has seen increasingly associated with the proivision of Social security and full employment."

অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ধরতে গেলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এখন দেখা যাক আমাদের সরকার সামাজিক নিরাপত্তা এবং পূর্ণ নিয়োগ সম্বন্ধে কি করছেন। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে বেকার ভাতা, বার্দ্ধক্য ভাতা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতির। আমাদের দেশে দীর্ঘ ২৬ বৎসরের সাধনায় বেকার ও বৃদ্ধদের ভাতার ব্যবস্থা করা যায়নি। পূর্ণ নিয়োগের কথা বাদ দিন। আমরা সবাই জানি দেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা। কাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা শুধু কথা ছাড়া আর কি?

এরপর আমরা সামান্য যা বুঝি তাও বলি। আমাদের মনে হয় সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে এবং জাতীয় আয়ের সমবণ্টনে। রাষ্ট্র কলকারখানা, শিল্প বানিজ্য চালাবে এবং লাভের কড়ি বা উদ্বৃত্ত আয় ধীরে ধীরে আরো বেশী বেশী পরিমাণে লগ্নী করে দেশের দ্রুত উন্নতির পথ পরিষ্কার করবে; সাধারণ মানুষও কল কারখানা খেত খামারে কাজ করে সুখী জীবন যাপন করবে। আমাদের সরকার এ সবের ধারে কাছেও যাচ্ছেন না। দেখে মনে হয়, তাঁদের ধারণা, কিছু কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই সমাজতন্ত্র এসে যাবে। কলকারখানা তো রাষ্ট্রের পরিচালনায় চলছে, কিন্তু সে সবের উদ্বৃত্ত আয় কোথায় যাচ্ছে? নিশ্চয়ই কলকারখানায় উৎপাদন ও আয় নেই, তা না হোলে বছর বছর এত কর বাড়াতে হচ্ছে কেন? একটা গোটা জাতিকে এভাবে করভারে জর্জ্জরিত করে আর যাই করা যাক সমাজবাদ আনা যায় না। এভাবে বেশীদিন চলতেও পারে না।

বিহারে উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়

কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

বিহারে বাঁকা লোকসভা উপনির্ব্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস সদস্য শ্রীশিবচন্দ্রিকা প্রসাদের মৃত্যু হওয়ার পর ঐ শূন্য আসনে উপনির্ব্বাচন হয় এবং ১৮ই এপ্রিল তার ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরে দেখা যায় সোসালিষ্ট নেতা তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি কম্যুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীবাসুদেব যাদবকে ৩৫২৫৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। কংগ্রেস প্রার্থী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থী অপেক্ষা আরও ৩৪৮০৩ ভোট কম পান।

বাঁকা লোক সভার আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

চাকা কিভাবে ঘুরছে এই বাঁকা উপনির্ব্বাচন তার একটি বাস্তব পরিচয়। শ্রীমধু লিমায়ে ১৯৬৪ সালে বিহারে মুঙ্গের লোকসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে উপনির্ব্বাচনে জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রথম যান। ১৯৬৭ সালেও সাধারণ নির্ব্বাচনে ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রেই তিনি জয়লাভ করে সাত বছর যাবত লোক সভার সদস্য থাকেন। ১৯৭১ সালের নির্ব্বাচনে তিনি পরাজিত হয়ে আসন হারান। এই উপনির্ব্বাচনে আরও ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

এই বাঁকা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশিবচন্দ্রিকা প্রসাদ কম্যুনিষ্ট প্রার্থী শ্রীবাসুদেব যাদবকে ৯০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন।

এই ১৯৭৩ সালে বিহারে কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হবার মত শোচনীয় পরাজয় দিল্লীর কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে চিন্তান্বিত করেছে। এবিষয়ে তারা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কারণ অনুসন্ধান করছেন।

কংগ্রেসজনরা সরাসরি স্বীকার করেছেন যে—আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—তারপর বিহার কংগ্রেসে শোচনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এই পরাজয় নিশ্চিত করে তুলেছে।

WANTED

" Wanted a Hindi knowing trained Mathematics & Science graduate lady teacher against a permanent vacancy for Kasturba Hindi Balika Vidyalaya, Purulia on pay & D. A. as per government rules. Apply to the Secretary by the 5th May. with testimonials."

O. M. Khedia
Secretary
Kasturba Hindi Balika Vidyalaya
Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা | সোমবার, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৩, ১৭ই বৈশাখ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

কালপূর্ণ

কাকের মাংস যদি
কাকেতেই খায়—
অন্ধ যদি ঘন ঘন
আরশি পানে চায়—
জেনো ভাই কালপূর্ণ,
সন্দেহ নেই তায়!

—অজ্ঞাত

পুরুলিয়া পৌরসভা পুনরায় বাতিল

এস-ডি-ও (উত্তর) কর্তৃক পৌরসভার কর্তৃত্বভার গ্রহণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রশাসনিক অযোগ্যতা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি অভিযোগাবলীর জন্য বাতিল করে সদর-মহকুমা-অফিসার (উত্তর) শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য্যকে পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সেই অনুসারে গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে সকালে শ্রীভট্টাচার্য্য পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যানের নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

পুরুলিয়া পৌরসভা বাতিলীকরণের সরকারী আদেশ পৌরসভার কর্তৃপক্ষ ও কমিশনারগণের নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় আসে। বিশেষ করে কংগ্রেস-সি-পি-আই গোষ্ঠীর যুক্ত পরিচালনায় যেখানে পৌরসভা চালানো হচ্ছে—সেই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকার যে এরূপ "কঠোর ও হতাশাব্যাঞ্জক আদেশ" জারী করবেন সেটা স্থানীয় কংগ্রেস-সি-পি-আই গোষ্ঠী কল্পনাও করতে পারেন নি। বিশেষ করে সুদীর্ঘ ১১ বৎসর কাল পুরুলিয়া পৌরসভা "সরকারী প্রশাসকের কুক্ষিগত" থাকার পর গত বৎসর সাধারণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয় এবং এক বৎসর অতিক্রম করতে না করতেই যে এই নির্ব্বাচিত বোর্ড (মূলতঃ কংগ্রেস পরিচালনাধীন থাকা সত্বেও) বাতিল করার "স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক" সরকারী আদেশ দেওয়া হবে তা কংগ্রেসী মহল ভাবতেই পারেনি।

বাতলী করণের নেপথ্য কাহিনী

সরকারী আদেশে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বাতিল করার কারণ স্বরূপ যে কয়দফা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে - সেগুলি বাতিলীকরণের সরকারী বাঁধা গৎ। আসল কারণ অবশ্য নেপথ্যে থেকে গেছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই বাতিলী করণের পশ্চাতে দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমতঃ, নিবারণ সায়র (সাহেব বাঁধ) সংস্কারের নামে সরকারী অর্থের যে "মোচ্ছব" চলেছিল সে সম্পর্কে গোপন পুলিশী তথা প্রশাসনিক রিপোর্ট। দ্বিতীয়তঃ, তিনজন কমিশনারের "দল বদলের" পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল নাগরিক বোর্ডে যে ভাঙ্গন দেখা দেয় তাতে কংগ্রেস-সি, পি, আই গোষ্ঠী-সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও "নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা" অর্জ্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সাধারণ সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হলেও—বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান অপসারণ সম্ভব হয় নি। ফলে স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানকে অপসারিত করার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেন।

ইতিমধ্যে, চেয়ারম্যান শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে অন্যায় ও অবৈধভাবে অপসারণের জন্য প্রশাসনিক অপচেষ্টা ও চক্রান্তের অভিযোগে কলিকাতা হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করেন। ফলে, পুরুলিয়া পৌরশাসনে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস-সি-পি-আই গোষ্ঠী সংখ্যাধিক্যের জোরে তাঁদের দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করে পৌরসভার চেয়ারম্যানের যাবতীয় কার্য্যকে বাধা দেওয়ার নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিশনারগণ গ্রহণ করায় চেয়ারম্যান প্রকৃতপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটীর কাজকর্ম বন্ধ করে দেন।

এই অচল অবস্থার মধ্যে রাজ্য সরকার বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানকে অপসারণ করার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন এবং অচলাবস্থা অবসানের একমাত্র উপায়রূপে বোর্ড বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুরুলিয়ার জেলা শাসকের নিকট থেকে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বাতিল করার সুপারিশ পাওয়ার পর রাজ্য সরকার ঐ মর্ম্মে আদেশ জারী করেন। সমস্ত বিষয়টি এরূপ গোপন রাখা হয় যে স্থানীয় কংগ্রেসী মহল তথা কমিশনারগণ ঘূণাক্ষরেও এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেন নি।

চাঞ্চল্যকর রেল-প্রতারণার ঘটনা

দেড় লক্ষাধিক টাকার মাল উদ্ধার :: ৩ জন গ্রেপ্তার

রেলওয়েকে প্রতারণা করে প্রায় আড়াই লক্ষের অধিক টাকার মাল পাচার করার চাঞ্চল্যকর ঘটনা পুরুলিয়া ষ্টেশনে ঘটেছে। রেলওয়ে পুলিশের রেলরক্ষীবাহিনীর সূত্রে জানা যায় যে গত ডিসেম্বর মাস থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের মাল গুদাম থেকে পাঁচ ওয়াগন ভর্ত্তি লোহার ছড়, ষ্টীলের চাদর, বিলেট প্রভৃতি আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের মাল মেসার্স আর, এন, গুপ্ত, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেডার্স নামক এক ভূয়া প্রতিষ্ঠান জাল রেলওয়ে রসীদের সাহায্যে ডেলিভারী নেয়।

পুলিশী বিবরণের সূত্রে আরও জানা যায় যে—ভিলাই ও রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা থেকে দিল্লী, আলীগড়, লক্ষৌ ও মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত লৌহদ্রব্যে বোঝাই ৫টি ওয়াগনকে প্রতারণা পূর্ব্বক পুরুলিয়া ষ্টেশনে আনা হয় এবং উপরোক্তভাবে জাল রসীদের সাহায্যে ডেলিভারী নেয়। এইভাবে মাল পাচার হবার প্রায় একমাস পরে বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে এবং পুরুলিয়ার ষ্টেশন মাষ্টার লিখিতভাবে জি-আর-পির নিকট অভিযোগ করেন। ঐ অভিযোগ অনুসারে পুরুলিয়া রেলরক্ষীবাহিনীর ইন্সপেক্টার শ্রীবিষ্ণু মুখার্জ্জী, অফিসার-ইন-চার্জ্জ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের নেতৃত্বে রেল পুলিশ গত ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল পুরুলিয়া থেকে টাটানগর পর্য্যন্ত জোর তল্লাসী চালান। রেলরক্ষী বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীজে, সি, বিশ্বাস এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হন।

এই তল্লাসীর ফলে পুরুলিয়া ও টাটানগর থেকে প্রায় তিন ওয়াগন পরিমাণ লৌহ দ্রব্যাদি পুলিশ উদ্ধার করে। ঐ উদ্ধারকৃত মালের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। পুরুলিয়ায় থানাতল্লাসীকালে ডি-এস-পি শ্রীমল্লিকের নেতৃত্বে টাউন পুলিশও রেল পুলিশকে পূর্ণ সাহায্য করে এবং বেকার বাঁধের নিকট মেসার্স কে, সি, পাল এ্যাণ্ড সন্সের কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণ মাল উদ্ধার করে এবং একজনকে গ্রেপ্তার করে। পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের গুদাম থেকে মালপত্র ছাড়াবার কাজে নিযুক্ত আরেকজন ব্যক্তিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই সূত্রে টাটানগরের স্বর্গ ষ্টীল ট্রেডার্সের মালিক শ্রীপ্রেমনারায়ন আগরওয়ালাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উপরোক্ত তিনজন ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮ ধারা ও ১২০ (খ) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আরও চাঞ্চল্যকর তথ্যাদি প্রকাশ হবে।

লোকব্রতী সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন উদযাপিত

বিগত ২০শে ও ২১শে এপ্রিল শুক্রবার ও শনিবার লোকব্রতী সোসাইটির সাগমা কৃষিকেন্দ্রে সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী নদীর তীরে সাগমা কৃষিকেন্দ্রে বৃক্ষচ্ছায়ায় সম্মেলনের জন্য তৈরী শিবিরে দু'দিনব্যাপী সম্মেলন পরিচালিত হয়। সম্মেলনে দুই শতাধিক, প্রতিনিধি যোগদান করেন। বৈশাখে নববর্ষে কর্মীরা মিলিত হন।

লোকব্রতী সোসাইটির বিভিন্ন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কর্ম্মীরা ও কৃষি প্রচার ভবনের শাখা সমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা যোগ দেন। সম্মেলনে নিমডি লোক সেবায়তনের মহিলা কর্ম্মীরা ও মাশিহিড়া গঠন কেন্দ্রের কর্ম্মীরাও এই সম্মেলনে যোগ দেন। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। মণ্ডপে বিশ্ববন্দ্য গান্ধীজীর পুষ্প মালা শোভিত বিরাট প্রতি কৃতির মধ্যে গঠনকর্ম্ম ও মানবসেবার বাণী নিয়ে গান্ধীজী জাগ্রত প্রহরীর মত দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে বেদমন্ত্রে প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সম্মেলনের কাজ সুরু হয়। সোসাইটির প্রারম্ভ কাল থেকে বাংলা বছরের বর্ষশেষ পর্য্যন্ত এই নাতি দীর্ঘকালের মধ্যে লোকব্রতী সোসাইটি যে সমস্ত কর্ম্মলক্ষ্য নিয়ে যে সব কর্ম্মধারা অনুসরণ করেছেন—যে সবের বিশদ বিবরণ সোসাইটির সম্পাদক অরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রদান করেন। সোসাইটির নীতি, কর্ম্মাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠনরূপ সমূহের বিশ্লেষণ সম্পাদক করেন। সম্মেলনে বিবিধ আলোচনায় যোগদান করেন—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝা, শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীভজহরি মাহাত, শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত ও শ্রীবলরাম মাহাত প্রমুখ বিশিষ্ট কর্ম্মীরা।

সম্মেলনে যে সমস্ত আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে—তার মধ্যে সর্বোচ্চ বিষয় ছিল—সোসাইটির কর্ম্মসংগঠনের ও কর্ম্মীদের জীবন গঠনের দিক। সম্মেলনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন আলোচনায় এই দুইটি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অন্যান্য আরো যে বিষয় প্রাধান্য লাভ করে তা' হচ্ছে—কর্ম্মী ও চাষীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষার বিস্তার।

লোকব্রতী সোসাইটির পক্ষ থেকে কৃষি বিষয়ে মাসিক পত্র 'চাষীর আলো' নামে প্রকাশিত হয়েছে—সেই মাসিক পত্রের গ্রাহক হবার এবং করার বিষয়ে কর্ম্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

প্রগতিশীল চাষী মণ্ডলী নামে যে সংস্থা কাজ আরম্ভ করেছে—লোকব্রতী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ও কর্ম্মপরিচালনায় সেই সংস্থার প্রসার ও সংগঠন বিষয়ে কর্ম্মতালিকা লওয়া হয়।

লোকব্রতী সোসাইটির যে বিভিন্নমুখী কর্ম্মধারা রয়েছে তা' আরো সুগঠিত ও উন্নততর করার লক্ষ্যে আলোচনা হয়।

১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী আগত বলিয়া তাঁহার পুণ্য জয়ন্তী বিষয়ে সম্মেলন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

দ্বিতীয় দিন শনিবারে বেলা ১০ টায় সম্মেলনের প্রথম বার্ষিকী পরিসমাপ্ত হয়।

বিনা বিচারে আটক আইন 'মিসার' বিপর্য্যয়

আইনটির ইংরাজী নাম হচ্ছে—মেনেটেনেন্স অফ ইন্টারনেল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ১৯৭১—বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা রক্ষা আইন ১৯৭১। বাংলাতে এবং ইংরাজীতে সংক্ষেপে একে বলা হয়—"মিসা"।

এই আইনে একটি ধারা আছে ১৭ ক।

এই ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার জরুরী অবস্থার সময় যে কোন লোককে তিন মাসের অধিক কাল এবং বেশী পক্ষে ২ বছর পর্যন্ত উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ ছাড়াই আটক রাখতে পারতেন।

কোন্ কোন্ মামলার এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ ছাড়াই রাজ্য সরকার কাউকে আটক করতে পারেন—তাও এই ধারায় বলা আছে।

সংসদে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত রক্ষা আইন পাশ হয়। ওই আইন বলে মিসা আইনের ভিতর ওই ১৭ (ক) ধারাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হুগলী কালেকটরেটের সরকারী কর্মচারী শ্রীশম্ভুনাথ সরকার হুগলীর জেলা শাসকের ২৫-১-৭২ তারিখের আদেশ মিসা আইনে আটক হন। জনশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন কোন কাজ থেকে শ্রীসরকারকে নিবৃত্ত করার জন্যই ওই আদেশ জারি হয়েছিল।

মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে শ্রীসরকার সুপরিম কোর্টে হেবিয়াস করপাস আবেদন করেন। তিনি ওই আইনের ১৭ ক) ধারাটির বৈধতাও চ্যালেঞ্জ করেন। হেবিয়াস করপাসের আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ করে আদালত আদেশ দেন, বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক।

নয়াদিল্লীর ১৯শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ ১৯৭১ সালের মিসা আইনের ১৭ (ক) ধারাটিকে ৭জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সুপরিম কোর্টের একটি ফুল বেঞ্চ আজ সংবিধান-বিরোধী ও অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। রায় দেওয়ার সময় তাঁরা সংবিধানে গ্যারান্টি প্রদত্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের পবিত্রতার উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

মিসা আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুযায়ী আটকের আদেশ দেওয়া হত। এই ধারাটি সংবিধান-বিরোধী বলে ঘোষিত হল। এই ধারায় সংবিধানের ২২ (৭)(ক) ধারাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে।

পঃ বঙ্গে মিসায় আটক ১৭৬০ জনকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা মিসার ১৭-ক ধারা অনুসারে আটক আছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁরা সবাই আইনত ছাড়া পাবেন, কিন্তু কার্য্যত মুক্তি পাবেন না। কারণ 'ছেড়ে দিয়েই' জেলায় জেলায় তাঁদের অনেককে আবার অন্য আইনে ধরা হবে।

সমগ্র রাজ্যে এখন মিসার ১৭-ক ধারায় আটক আছেন ১৭৬০ জন। অধিকাংশ নকশাল, কিছু সি, পি, এম, এবং পুলিশের ভাষায় 'কিছু কংগ্রেসী বলে পরিচয় দেওয়া সমাজবিরোধী ছেলে।"

পশ্চিমবঙ্গ ও সর্বভারতে মিসায় আটক বন্দী

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন (মিসা) অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি—২,৫৩৮ জন পশ্চিম বাংলায় আটক রয়েছেন। সরকারী সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে।

মিসায় আটক ব্যক্তিদের রাজ্যওয়ারি হিসাব—অন্ধ্র : ২৮, পাঞ্জাব : ৬১, মহারাষ্ট্র : ২২, মধ্যপ্রদেশ : ১০, কেরল : ৯, গুজরাট : ৭, উত্তরপ্রদেশ : ৪, দিল্লী : ৪, ওড়িশা : ২ এবং হরিয়ানা বিহার ও মিজোরামে একজন করে।

আসাম মেঘালয়, জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং ত্রিপুরায় কতজনকে মিসায় আটক রাখা হয়েছে, সে হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

এই ধারায় বন্দী পশ্চিমবঙ্গে অনেককে ছাড়া হলেও তাদের আবার অন্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সম্প্রতি পুরুলিয়ার ২জন দমদমে অরাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন। তাদের মুক্তির জন্য দমদম থেকে পুরুলিয়া জেলায় আনা হয় এবং মুক্ত করা হয়। কিন্তু মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আবার জেল গেটেই গ্রেপ্তার করে—জেলে পাঠান হয়েছে।

—— • ——

পশ্চিমবঙ্গের চৌকীদার ও দফাদারগণের দাবী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় দশ হাজার চৌকিদার দফাদার ও পঞ্চায়েত কর আদায়কারী রাজভবনের সামনে কার্জন পার্কে ৪৮ ঘঃ অবস্থানের পর ২৩শে মার্চ্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে পঃ বঃ সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগের সচিব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করেন। প্রতিনিধিগণ চৌকিদার দফাদার ও পঞ্চায়েত কর আদায়কারীদের চাকুরীর বেতন ও অন্যান্য শোচনীয় ব্যবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করে অবিলম্বে সরকারের নিকট তার প্রতিকার দাবী করেন। সরকারের পক্ষ হতে সচিব মহাশয় প্রতিনিধিগণকে জানান যে শীঘ্রই রাজ্য বিধান সভায় পঞ্চায়েত বিল আনয়ন করা হবে এবং বিলের মাধ্যমেই চৌকিদার দফাদার পঞ্চায়েত কর আদায়কারী প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের চাকুরীর অবস্থা সর্ত্তাদির উন্নয়নের ব্যবস্থা হবে। অন্তর্বর্ত্তী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনান্তে সচিব মহাশয় নিম্নলিখিত দাবী শীঘ্র পূরণ ও কার্য্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেন।

—— • ——

মুক্তি

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮০, সোমবার

পুরুলিয়ার পৌরসভা

পুরুলিয়ার কংগ্রেসী পৌরসভার বোর্ড বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সঙ্গত ও যোগ্য কাজ করেছেন বলে পুরুলিয়ার সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরাই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে যে ভাবে এই অর্থনৈতিক বিপর্য্যস্ত সহরটিতে নতুন এসেসমেন্টের লগুড় পুরুলিয়ার করদাতাদের মাথা ভাঙ্গবার ব্যবস্থা করেছিল—এই পৌরসভা বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে সেই এসেসমেন্ট বাতিলের সম্ভাবনায় পুরুলিয়ার করদাতারা শুধু যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে তা নয় তারা খানিকটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে। এসেসমেন্টের কথা বিশদভাবে আমরা পরে আলোচনা করব। আমরা এ বিষয়ে করদাতাদের কাছ থেকে তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা করছি যাতে দেখা যাবে যে এই এসেসমেন্টের ব্যাপারে উন্মাদের মতো যথেচ্ছাচরণ করা হয়েছে এবং যা এবং যত পারা যায় দশহাত দিয়ে টাকা ছিন্‌তাইয়ের ব্যাপার করা হয়েছে।

পৌরসভার ব্যাপারে এই এসেসমেন্টের কথাটা প্রথমেই উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এটা একটা নির্মম ও নিষ্ঠুর দুঃস্বপ্নের মতো পুরুলিয়ার করদাতাদের জীবনে অসহায় ঘূর্ণীপাকের অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছিল। এর দ্বারা চলতি বোর্ডের ধারা ও গতির সুস্পষ্ট পরিচয় অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে প্রকট ও প্রকাশ হয়ে পড়ছিল—যদিও এসেসর অন্য জায়গা থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং আপীল কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এসেসমেন্ট চলেছিল। কিন্তু এতে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সেখানেও আর্থিক লেনদেনের উপরই প্রধানতঃ করের পরিমাণ হ্রাসের ব্যবস্থা নির্ভর করার লক্ষণ সমূহ অপ্রকাশ ছিল না।

যে বোর্ডই হোক না কেন পুরুলিয়ার জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন তারা প্রায় সকলেই দুএকজন ছাড়া—বয়সে নবীন। দুএকটি সংখ্যার ব্যবধানে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ না হওয়ায় যে সমস্ত অকংগ্রেসী সদস্যরা একসঙ্গে মিলে পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন—তারা সামগ্রিকভাবে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ভালভাবেই কাজকর্ম করে যাচ্ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কি জনসাধারণের পক্ষ থেকে—কি সরকারী পক্ষ থেকে কোন গুরুতর অভিযোগের কারণ হয়নি। সব দিক থেকেই কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা উন্নতির চেষ্টা এবং সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তারাও চিরাচরিত ভুল করলেন প্রথম থেকে—অন্য দলের অবাঞ্ছিত একটি লোক নিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা করা এবং পরিশেষে কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব। ঐ আসা-সদস্যটি আরও দুএকজন সদস্য নিয়ে আবার কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন এবং তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ করে কংগ্রেসী বোর্ড গঠনে তাদের ব্যবহারিক সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করলেন।

তা হলেও আমরা ভেবেছিলাম—কংগ্রেসী বোর্ড হলেও এবং দলত্যাগী সদস্যদের নিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা করলেও যারা নুতনভাবে বোর্ড পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাদের মধ্যে প্রবীন নবীন সকলে মিলে আরও ভালভাবে বোর্ড পরিচালনা করে করদাতাদের ভরসা স্থল হবেন। যদিও প্রাক্তন অকংগ্রেসী বোর্ডের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেনি (এসম্বন্ধে বিবরণ এই সংখ্যাতেই অন্যত্র দ্রষ্টব্য) তাহলেও কংগ্রেসী বোর্ডের কাজের নির্বাধ গতির সম্বন্ধে কোন বাধা বা অসুবিধা ছিল না। এবং আমরা আশা করেছিলাম যাই হোক এরাই তো একদিন রাজ্য প্রশাসনের বা সর্ব্বভারতীয় প্রশাসনের দায়িত্ব নিতে পারে সুতরাং পৌর-প্রশাসনের ক্ষেত্রে এদের প্রশাসনিক দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা ও জনসেবার যে সুযোগ রয়েছে তার দ্বারা এরা গতি পরিবর্ত্তন করবেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত দুঃখজনকই শুধু নয় অপরাধজনক। নিবারণ সায়র (সাহেব বাঁধ) পুরুলিয়ার অধিবাসীদের পানীয় জলের ভরসাস্থলই শুধু নয় সহরের একটি দর্শনীয় সৌন্দর্য্য। যে লক্ষাধিক টাকা রাজ্য সরকার এর উন্নতি বিধানের জন্য বরাদ্দ করেছেন তা দ্বারা এই জলাশয়টির স্থায়ীভাবে প্রভূত উন্নতি করা যেতে পারতো। এর প্রতিটি পয়সার সদ্ব্যবহার হবে বলেই আমরা আশা করেছিলাম কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অত্যন্ত দায়িত্ব হীনের মতো বে-আইনীভাবে টাকাগুলির অযথা অপব্যয়েরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মৎস্য বিভাগ মৎস্য সংরক্ষণার নামে গোষ্ঠির মৎস্যাভার দূর করেছেন এবং এই জলাশয়টির নির্দ্দয়ভাবে সর্ব্বনাশ করেছেন—আর পুরুলিয়ার এই অধুনা প্রাক্তন কংগ্রেসী বোর্ড সহরের একটা ভাল কাজ করার যথেষ্ট অর্থ ও সুযোগের অপরাধজনক অপব্যবহার করেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের ব্যাপারও যা প্রকাশিত হচ্ছে এবং যে সব ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে একটি বিষয়ের দুঃখের সঙ্গে হলেও উল্লেখ না করে পারা যায় না যে—যাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে তাদেরও পৌরসভার করদাতাদের কল্যাণের জন্য বরাদ্দ সামান্য টাকার সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা—এর মধ্যে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত বা দলগত ব্যাপারের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা মুস্কিল।

এই পৌরসভার ব্যাপারে পৌরসভা পরিচালকদের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্বও যথেষ্ট আছে। কতকগুলি এমন কাজ হয়েছে যা প্রকট এবং ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অপরিহার্য্য ছিল। যে কোন কারণেই হোক তিনি তা করেন নাই।

পৌরসভার প্রশাসনের দায়িত্ব এই জেলার এস, ডি, ওর (উত্তর) উপর বর্তমানে দেওয়া হয়েছে। তিনি করদাতাদের স্বার্থে দৃঢ় হস্তে এই পৌরসভার ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন এবং পরিস্থিতি জনসাধারণকে জানাবেন বলেই আমরা আশা করি।

এই পৌরসভা বিষয়ে যে কোন লোক গোষ্ঠি বা দলের যদি কিছু বক্তব্য থাকে আমরা তা প্রকাশ করব। তবে বক্তব্য সংক্ষেপে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বি, দাশগুপ্ত

—— • ——

পুরুলিয়া আদালত প্রাঙ্গণে ৪জন সশস্ত্র যুবক গ্রেপ্তার

গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া আদালত প্রাঙ্গনে ৪ জন যুবকের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ অনুসারে একটি হোটেলে হানা দিয়ে তিন জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবকদের থানা তল্লাসী করে একটি পাইপ গান, কয়েকটি কার্তুজ, ছোরা, টর্চ্চ লাইট প্রভৃতি পায়। পুলিশের অনুমান যে ঐ যুবকেরা কোথাও ডাকাতি করার উদ্যোগ আয়োজন করছিল এবং সেই অনুসারে বাসযোগে রওনা হবার ব্যবস্থা করছিল।

ধৃত যুবকদের নাম—১। জীতেন কুমার সরকার (২০) রঘুনাথপুর কলেজের ছাত্র; ২। স্বপন কুমার সরকার (২০) সাঁওতালডি; ৩। কানাই সরকার (২১) বাটানগর; এবং ৪। বিপদ্দি মুদী (২১) আল্লাদী গ্রাম রঘুনাথপুর।

উপোরক্ত যুবকদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯/৪০২ ধারা এবং ভারতীয় আগ্নেয়াস্ত্র আইনের ২৫ (ক)/২৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামীরা এখন জেল হাজতে আছে।

—— • ——

বরাবাজার থানায় ঋষি নিবারণ জন্ম-জয়ন্তী

আমড়াবেড়া গ্রামে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে বেলা ৫টার সময় শ্রীশ্রীহরি মন্দিরে অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে হরিনাম পরিচালনা করেন—১) শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত ২) তরণী মাহাত ৩) মান গোবিন্দ মাহাত (খোলবাদক) মূল গায়ক ছুটুলাল মাহাত (হারমনিয়াম) জীবন মাহাত (বাঁশী) ৭টা পর্য্যন্ত হরিনাম হয় গ্রামের মেয়েরা, আরতির জন্য পর পর আসতে থাকে। আরতির পর শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি শ্রীরামচন্দ্র মাহাত ও শ্রীপদক চন্দ্র মাহাত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবনী রাজনীতি ধর্মনীতি অর্থনীতি ও বর্ত্তমান সমস্যা আলোচনা করেন।

—— • ——

নিবারণ সায়র (সাহেব বাঁধ) প্রকল্পে হাজার হাজার টাকা লুঠপাট

পুরুলিয়া সহরের এই বিরাট সায়রটির উন্নতিকল্পে গবর্মেন্ট থেকে যে ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল—সেটা যে কি রকমভাবে কেমন করে লুঠপাট হয়েছে যে কোন ব্যক্তি ঐ বাঁধটীর কাছে গেলেই দেখতে পাবেন। আর এই কাজটি করেছেন পুরুলিয়া পৌরসভার কমিশনার গোষ্ঠি। জলশূন্য পুরুলিয়া সহরে জলাধারটির এভাবে সংস্কারের নামে সংহার করা অমানুষিকতা ও নৃশংসতা। সরকার ও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা করুন। মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—সেই জেহাদের রূপটা এই নিবারণ সায়রের টাকা লুঠের ব্যাপারেই দেখা যাবে। পুরুলিয়ার নাগরিকেরা কি আফিমের নেশাতেই থাকবেন ?

এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে দেওয়া হল। যদি কারও সাধ্য থাকে এ বিষয়ে বলুন নচেৎ কর্তৃপক্ষ যদি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে তাহাদেরও এর অংশ ভাগী হতে হবে।

১। পৌরসভার কোনও প্রস্তাব ছাড়াই জেলাশাসক বিশেষ কর্ম্মসংস্থান প্রকল্পের (সাহেব বাঁধ স্কীম) ১লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ টাকার দায়িত্ব পৌরভাইস চেয়ারম্যানকে দিয়েছেন।

২। সরকারী প্রকল্পের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ রীতিবিরুদ্ধভাবে দিয়েও জেলাশাসক সাহেব বাঁধের কাজে প্রশাসনিক তদারকী করেন নি।

৩। বাতিল পৌসভার ভাইসচেয়ারম্যান পৌরসভার অনুমোদনসূচক প্রস্তাব ছাড়াই কোন অধিকারে সাহেব বাঁধ প্রকল্পের তহবিল পৌরসভার তহবিলের সামিল করেছেন ? পৌরসভা কোনও প্রস্তাব দ্বারা তাঁকে এই অধিকার দেয় নি।

৪। শ্রীশান্ত মুখার্জী, শ্রীনাগরীরঞ্জন গাঙ্গুলী, শ্রীসতীশ বাউরী এবং শ্রীপ্রভাত কুণ্ডুকে নিয়ে তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যান যে উপসমিতি গঠন করেন তা পৌরসভার অনুমোদিত। কিন্তু সাহেব বাঁধের কাজে তহবিলের অর্থ ব্যবহারের কোনও অধিকার পৌরসভা এঁদের কারুকে দেয় নি। সুতরাং শ্রীনাগরীরঞ্জন গাঙ্গুলীকে ৫০০ টাকা এবং শ্রীশান্ত মুখার্জীকে ৮৯ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীসত্যনারায়ণ দাস বেআইনী কাজ করেছেন।

৫। তহবিল থেকে কয়েকবারে ৯০ হাজার টাকা তোলা হলেও উপসমিতির কোনও বৈঠক হয় নি ; শ্রীসতীশ বাউরীকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এক পয়সারও হিসেব লেখা হয় নি। হিসেব বইয়ে আগের টাকার হিসেব না পেয়েও তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীশান্ত মুখার্জীকে বারবার এবং শ্রীনাগরী গাঙ্গুলীকে একবার টাকা দিয়েছেন।

৬। বিশেষ কর্ম্মসংস্থান প্রকল্পের অধীন হলেও সাহেব বাঁধের কাজে বেশী মজুর নিয়োগ করা হয় নি। অন্যান্য সাময়িক নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় নি এবং প্রয়োজনীয় ইট তৈরী না করে বিনা টেণ্ডারে খরিদ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যবিরোধী এইসব কাজে জেলাশাসক হস্তক্ষেপ করেন নি।

৭। পৌরসভা বাতিল হবার পরেও কয়েকদিন যাবৎ তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যান অথবা শ্রীশান্ত মুখার্জী, শ্রীনাগরী গাঙ্গুলী ও শ্রীপ্রভাত কুণ্ডু চাইবাসা রোডস্থ সিমেন্ট গুদামের চাবি ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে জমা দেন নি। এখানকার সিমেন্ট দিয়ে অনেক প্রবীণ কমিশনারের বাড়ী মেরামত হয়েছে এবং কিছু সিমেন্ট কালোবাজারে গেছে।

৮। ভারপ্রাপ্ত অফিসার একদিন পরে এই সিমেন্ট স্টোরের কথা জানতে পারেন। তাঁর উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে স্টোরটি সীল করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধরে এনে মজুত মালের হিসেব দেখা।

৯। সাহেব বাঁধের কাজে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তার খরিদের কোনও রসিদপত্র নেই। পাথরের ব্যাপারে শ্রীপ্রভাত কুণ্ডুর নামে একটি মামলাও হয়েছিল।

সাহেব বাঁধের কাজে যে সব গুরুতর বিচ্যুতি আছে তাতে দুর্নীতির প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। জেলাশাসকের কাজও রীতিবিরুদ্ধ। কাজেই জনস্বার্থে ব্যাপারটির একটি উচ্চপর্য্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি

পৌরসভার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচার, স্বজনপোষণ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সাময়িক নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন না দিয়ে কমিশনারের মেয়ে, আত্মীয়া এবং বন্ধুবান্ধবকে নিয়োগ করা হয়েছে।

বাতিল ভাইসচেয়ারম্যান এবং শ্রীকান্তিবিলাস মুখার্জী ৯টি শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেন এবং দরখাস্তের ফরম বিক্রি করে ৭০০ টাকা পৌরসভার তহবিলে আসে। অথচ মজার কথা এই যে পদগুলি সাময়িক অথবা স্থায়ী তার কোনও উল্লেখ বিজ্ঞাপনে নাই। যদিও ডি, এর উল্লেখ আছে, কিন্তু এই পদগুলির জন্য ডি, পি, আইয়ের অনুমোদন নেওয়া হয় নি। অথচ ডি, পি, আইয়ের অনুমোদন ছাড়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার এক্তিয়ার পৌরসভার নেই। সুতরাং ভাইসচেয়ারম্যান এবং শ্রীমুখার্জী প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত করে বেকার যুবক যুবতীদের কাছ থেকে ৭০০ টাকা পৌরতহবিলে এনেছেন।

সাধারণ প্রশাসনে স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচার

বাতিল ভাইসচেয়ারম্যান সাধারণ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদা নিয়ে বহু বেআইনী নির্ম্মানকার্য্যে তিনি মেনে নিয়েছেন। দশের বাঁধের পাড়ে শ্রীগোপাল শর্ম্মার বেআইনীভাবে নির্মিত ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আবার তা' নির্মিত হোল ভাইসচেয়ারম্যানকে ১৫০০ টাকা চাঁদা দিয়ে। এইভাবে চাঁদা আদায় সম্পূর্ণ বেআইনী। কারণ চাঁদা দেবার টাকার জোর যাদের আছে তারাই পৌরসভার সুযোগ-সুবিধা আদায় করবে এবং সাধারণ করদাতারা বঞ্চিত হবে, এটা কোনও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হতে পারে না।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ৯৭তম জন্ম-জয়ন্তী

গত ১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ৯৭তম জন্ম-জয়ন্তী এক অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। সকালে ৯-৩০ ঘটিকায় নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে মালাদান ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। এই উপলক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়।

সন্ধ্যায় ৭ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে ঋষির স্মরণ সভা ও জয়ন্তী অনুষ্ঠান বিভিন্ন কার্য্যসূচির মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীজয়ন্ত দাঁ ও শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত প্রথমে স্বস্তিবাচন করেন। তারপর শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ ও শ্রীমান প্রহ্লাদ মাহাত প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবন ও আদর্শ আলোচনা করে শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক চৌধুরী ভাষণ দেন। শ্রীসন্তোষ রায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

ঋষির স্মরণ সভার সঙ্গীতানুষ্ঠানে ডাঃ অমর শঙ্কর দে, শ্রীমতী প্রীতি রায়, কুমারী সংঘমিত্রা সেন ও শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র মাহাত অংশ গ্রহণ করেন। মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবন কথা অবলম্বনে এক গীতি-আলেখ্য রঘুবর স্মৃতি অবৈতনিক স্বর সাধন কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

এই গীতি-আলেখ্য রচনা-গ্রন্থনা ও সুর-সংযোজনা করেন শ্রীভজনানন্দ ভক্তিগীতি সুধাকর এবং শ্রীজয়ন্ত দাঁ পরিচালনা করেন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে কুমারী ইলা দাস, কুমারী উষা দাস, শ্রীমান দোলন দাস, শ্রীমান নির্ম্মলেন্দু দাস ও শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জী। বেহালায় শ্রীপটল চন্দ্র ঘোষ, তবলায় শ্রীরত্নাকর অধিকারী ও শ্রীখোলে শ্রীরুহিদাস দাস সঙ্গত করেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানরূপে তেলকলপাড়ার কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ।

——)•(——

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(১)

কে এবং কারা পুলিশের এই যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করবে ?

মুক্তি সম্পাদক, সমীপেষু

মহাশয়, গত ২৫/৪/৭৩ রাত্রি ১২/১ টার সময় বান্দোয়ান থানার দারগাবাবু ও আরও ১০/১২ জন পুলিশ আমার বাড়ীতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে আমরা বাইরে ঘুমিয়ে ছিলাম। উঠে দেখি বাড়ীর বাইরে চারিদিকেই পুলিশ। আমার ছেলে মোহন মাহাত সে বাইরের দরজার সামনে ছিল। ৩/৪ জন তাকে ঘিরে দাঁড়ায় ও জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ? তিনি কোথায় ? সে (মোহন) তার পরিচয় দিয়ে বলে যে বাবা ঐ বারান্দায় আছেন তখন জন দুই পুলিশ তার কাছে যায় বাকি আরও ৪/৫ জন সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে খুজতে থাকেন বড়বাবু মোহনের খাটিয়ার মাথার দিকে দরজায় দাঁড়িয়ে মোহনকে জিজ্ঞাসা করেন মহবৎ সদ্দার কোথায় থাকে। সে বলে কে কোথায় থাকে বা ঘুমায় জানি না। তখন দারোগাবাবু বলেন যে বাইরে ওরা কারা। আমি (অভিরাম) বলি যে, আমার বাগাল ৩টী আছে ও পাশের ঘরে আরও লোক আছে। বাগালগুলি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ঘরের বাইরে আসি। সেই সময়ের মধ্যে পুলিশ ঘর তল্লাসী শেষ করেন এবং বড়বাবুকে বলেন, কিছু নাই। তখন বড়বাবু বলেন যে, তোমরা চোরকে পুষছ ও চোরের মাল লও। মোহন বলে যে, আমরা কোন দিন চোরের মাল নি নাই। চোর যাতে শাস্তি পায় সবসময় তার চেষ্টা করি। এবং ২/৪ জন চোর ও মালকারকে ধরে আমরা নিজেরা তাদের শাস্তি দিয়াছি। তাও যদি আমরাই মালকার হই তবে সমস্ত ঘর আরো ভাল করে দেখে নিন। তখন দারোগা বলেন যে,—সে পরের কথা পরে হবে আমার খাতায় তোমাদের নাম আছে. জান গোপাল ও মদন চোরের মাল লয়। মোহন বলে যে হোতে পারে সেই জন্যই তো গ্রামের সমস্ত ঘর দেখতে বলছি। দারোগা বলেন যে, বেশী কথা বাড়াবেন না। মহবৎকে এখানে থাকতে দেবেন না সে পটমদা থানার আসামী। যদি থাকতে দেন তাহলে আপনাদের নামে কেশ হবে। মহবতের উপর বড়বাবুর রাগ মহবৎ পুলিশের ভয় দেখিয়ে, টাকা নেওয়ার কথা একবার মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল।

এরপর যাইবার সময় আমার বাগাল টেকু সররকে বিছানা হইতে উঠায় এবং তার নাম জিজ্ঞাসা করে। সে বলে দেয়। আজ ৫/৬ বৎসর হলো সে আমার বাড়ীতে বাগাল আছে। কোনদিন বাড়ী যায়নি। এই সব জেনে নিয়ে পুলিশ চলিয়া যাইতেছিল। সেই সময় একজন পুলিশ বললেন একেই নিয়ে যাওয়া যাক। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাকে ঘিরে দাঁড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠতে বলেন এবং মারের ভয় দেখায়। টেকু আমাকে (অভিরাম) বলে যে আমি যাচ্ছি। আমি বাগালের জন্য আপত্তি করলেও তাকে ধরে নিয়ে যায়। ফলে আমার গরু কাড়াগুলির খাবার দেওয়া ও বিভিন্ন চাষের কাজের দারুণ হায়রান হইতেছিল ও ক্ষতি হইতেছে।

আমরা গ্রামের সাধারণ ভদ্র লোক শান্তিতে বাস করিতেছিলাম। কিছুদিন আগে পুলিশের অন্যায় কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিয়া খবরের কাগজে দিয়াছিলাম, তার জন্য আমাদের উপর থানার বড়বাবুর আক্রোশ তারপরে কিছুক্ষণ পরে আবার ৪ জন পুলিশ আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। আমি তাদের সঙ্গে বড়বাবুর নিকট যাই। তখন বড়বাবু বলেন যে, ৭ দিনে মধ্যে মহবৎকে থানায় পৌছাবেন নচেৎ আপনার নামে কেশ হবে। এবং আপনারা সাবধান থাকিবেন। এই বলিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দেন এবং গ্রাম হতে চলিয়া আসে।

গ্রামে এই ভাবে পুলিশ রাত্রে এসে আমাদের ভয় দেখিয়ে অযথা হয়রাণি করিয়ে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছেন। এইভাবে আমাদের নাগরিক জীবনে পুলিশ শান্তি রক্ষার কাজ না করে বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। আমরা পুলিশের এই কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করছি এবং যাহাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে বলিতেছি। ইতি শ্রীঅভিরাম মাহাত। গ্রাম--হলুদবনী, বান্দোয়ান।

——•——

(২)

এরা কি খুনে নয় ?

মুক্তি সম্পাদক

মহাশয়, অধীনের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি পুকা গ্রাম নিবাসী শ্রীসুনীল চন্দ্র মোদক পিতা ৺চিন্তামনী মোদক।

গত ৯-৪-৭৩ তারিখে আন্দাজ সকাল ৫ ঘটিকার সময় আমার মেয়ে কুমারী দিপালী মোদকের হঠাৎ গলা ফুলিয়া যায় এবং তাতে মেয়েটি কান্নাকাটি করে। এমতাবস্থায় আমি পুকা স্থানীয় হাসপাতালে লইয়া যাই এবং সেখানে 'out door' টিকিট করিয়া আমি ডাক্তার দেখাই। ডাক্তার বাবু মেয়েটিকে দেখিয়া পেসক্রিপসন টিকিটের উপর লিখিয়া দেন, (যাহার ক্রমিক নম্বর ৬০২৩) সেই টিকিটখানি লইয়া আমি কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে দেখাই তাহাতে তিনি আমাকে মাত্র চারটি টেবলেট দেন এবং বলেন যে আর কোন ঔষধ নাই আপনি বাড়ী চলিয়া যান। তখন আমি বাধ্য হয়ে আমার অসুস্থ মেয়েকে কোলে করে বাড়ী চলে আসি।

তারপর হঠাৎ দুপুর বেলার সময় মেয়েটির বাক্ বন্ধ হইয়া যায় তখন পুনরায় দৌড়াদৌড়ি হাসপাতাল ডাক্তার শ্রীসুধাংশু শেখর মুখার্জী মহাশয়কে বলাতে তিনি আমার নিকট চার টাকা ভিজিট লইয়া আমার বাড়ী আসেন এবং বাড়ী এসেই মেয়েটিকে দেখে বলেন যে হাসপাতালে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে তাহা খাওয়ান হইয়াছে কি না বা হাসপাতালে ইনজেকসেন দেওয়া হইয়াছে কি না তখন আমি ডাক্তার বাবুকে বলি যে কম্পাউণ্ডারকে পেসক্রিপসন দেওয়াতে তিনি চারটি টেবলেট ভিন্ন আর কিছু লেখা নাই আপনি বাড়ী চলে যান। আমার বক্তব্য শুনে ডাক্তারবাবু আমার কাছ হইতে প্রেসক্রিপসনটি লইয়া দেখেন এবং বলেন যে ইহাতে ইনজেকসন ছিল। এরপর ডাক্তারবাবু বলেন এখানে কিছু করবার নাই একে হাসপাতালে লইয়া চল। আমি তখনই কাল বিলম্ব না করে ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু আমার অসুস্থ মেয়েকে কোলে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাই কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পর আমার মেয়েকে কিছুক্ষণ পরে দুইখানি ইনজেকসেন করিয়া বলেন যে এখান থেকে রুগীকে লইয়া বাড়ী চলে যাও ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইবে।

এতদ্বারা জানতে পারলাম যে ডাক্তার বাবুও এত বড় একটি রুগীকে ভর্ত্তী করিবার উপযোগী বলিয়া মনে করেন নাই, আমি এমন কোন শিক্ষিত বা ডাক্তারী জানি না যে রুগীর কি হইতেছে তাহা জানতে পারব। সেই সময় মেয়েটির মুখে লালাও বাহির হইতেছিল তাহা সত্বেও আমি বাধ্য হয়ে আমার সাথী শ্রীশক্তিপদ মোদককে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হই।

হঠাৎ ২০-২৫ হাত দূরে এসে আমার কোলেই মেয়েটি মারা যায়। তখন আমার সাথী আমাকে ধরে এবং মৃত মেয়েটিকে কোলে তুলে নেয় ! সঙ্গে সঙ্গে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি তারপর কি হইয়াছে আমি জানিনা।

অতএব মহাশয় অধীনের নিবেদন এই যে এই দরখাস্তকারীর দরখাস্তের বিবরণ ঠিকমত তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিতে মর্জি হয়। ডাক্তার সাহা আজ কয়দিন হাসপাতালে না থাকার ফলে এইরূপ অন্যায় অত্যাচার রুগীদের উপর হয় বা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও এক কপি দেওয়া হল।

শ্রীসুনীল চন্দ্র মোদক পোঃ—পুকা জেলা—পুরুলিয়া।

——•——

(৩)

ব্লকে চুরী—কিনারা নাই

মহাশয়, গত ২৩/২/৭৩ তাং—হুড়া ব্লক অফিস হইতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি চুরি গিয়াছে। ব্লক হইতে প্রায়ই চুরি যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। যদিও ৩/৪ জন নাইট গার্ড আছে।

১। দুস্থদের জন্য গভর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য বাবত ৫১খানা ধুতি ও সাড়ি

২। গুঁড়া দুধ ছয় বস্তা।

৩। সাইকেল ১টী (Leprosy Dept.)

আপনার নিকট 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইলাম।

ইতি

শ্রীনীলকণ্ঠ দে, হুড়া।

——•——

ওরা আমাদের মনে করে দ্বিপদ জন্তু

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,

২৬শা চৈত্রের মুক্তি পত্রিকায় দেখিলাম বরাবাজার ব্লকের বি, ডি, ও সাহেব বলছেন লটপদা অঞ্চলে নেতা আছেন, মানুষ নাই, ভাল কাজ চায় না। লটপদা অঞ্চলে কয়েকটি রিলিফ কুয়া বাঁধানো হইতেছে। আমরা বি, ডি, ও সাহেবকে বললাম সনাদহের রিলিফ কুয়াটী নীচ হইতে ১৫ পনর ফুট পর্য্যন্ত ৫ পাঁচ ইঞ্চি কোন দিকে ১০ ইঞ্চির গাঁথনিতে বাঁধানো হইতেছে। এবং গোবিন্দপুর আমড়াবেড়ার কুয়াটি নীচ হইতে ১০ ইঞ্চির গাঁথনিতে বাঁধানো হইতেছে। বাঁধানো কি এই সরকারের এরকম নিয়ম আছে? বি, ডি, ও, বললেন না? কেন এরূপ করিতেছেন আমি তাহা তদন্ত করিব। আমড়াবেড়ার বড় বাঁধটী পঙ্ক উদ্ধারস্কীমে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। তাহার প্রায় দুই হাজার টাকার মত কাজ হইয়াছে। আমড়াবেড়া বাঁধের ওয়ারিশগণ অভিযোগ করিয়াছেন যে পঙ্ক কি সমস্ত কাটানো হইয়াছে? তাহা তদন্ত এবং আমাদের সামনে মাপ করা হউক। কিন্তু কোন কাজই তদন্ত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এইসব বলা বা অভিযোগ করার জন্যই কি লটপদা অঞ্চলে মানুষ নাই, ভাল কাজ চায় না? আমরা কি? লেজ, শিং বিশিষ্ট গৃহপালিত তৃণভোজী দ্বিপদ প্রাণী?

শ্রীঅখিল চন্দ্র মাঝি গ্রাম—সনাদহ থানা—বরাবাজার।

---

(৫)

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা

মানবাজার থানা কামতা জাঙ্গিদিরী অঞ্চল গ্রাম মোহনডি অতি সত্বর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে।

মহাশয়,

গ্রাম মোহনডি ৩৩০ নং প্লট বড় বাঁধ হইতে গ্রামের প্রজাগণের বর্ষার সময়ে ২৮ একর জমিতে জল সেচন হয়। সেচন সম্বন্ধে কনোরূপ জল কর লাগে না।

গত ৪ বৎসর হইতে ৬০ / ৬৫ বিঘায় বোরো ধানের চাষ হইয়া আসিতেছে—বর্তমান বৎসর বাঁধের মালিকগণের কম বেশী অংশ থাকার জন্য একটি গোলমাল সৃষ্টি হয়।

১। শ্রীভোলানাথ দাস, ২। শ্রীঅমূল্য রতন দাস ৩। শ্রীকিরিটি ভূষণ দাস—ইহাদের বেশী অংশ আছে ও ইহাদের জমি হইয়া আন্দাজ ১৫ বিঘা বোরো ধানের জল সেচন হইয়া আসিতেছিল—বর্তমান ১/২ বার জল পার করিতে না দেওয়ার জন্য পত্রা ও জয়া ধান্য মরিয়া গেল। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫০ শত মন ইহার ফলে গ্রামে গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে কারণ পরস্পর চাষীর যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

এই বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি নিবেদন ইতি— ১৩৮০ সাল ১০ই বৈশাখ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মাহাত, গ্রাম—মোহনডি

---

(৬)

এম. এল. এ মহাশয় কিছুই করেন নাই

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়, এই চিঠিটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

মানবাজার নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রাক্তন এম, এল, এ মহাশয় সমীপেষু,

মহাত্মন,

আবেদনকারীগণের নিবেদন প্রচণ্ড খরায় জরা, জীয়ন্তে আধমরা, এই অবস্থায় কোনরূপে দিন কাটাইতেছিলাম। সর্ব্ব ভক্ষ হুতাশন গত ১১ই এপ্রিল বেলা ১২ টার সময় তাঁর লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমাদের আস্তানাগুলি গ্রাস করিয়াছেন। গৃহের কাপড় চোপড় বাসনাদি, ধান চাউল বহ্নির করাল গ্রাস হতে রক্ষা পায় নাই। এক নম্বর আবেদনকারী আমি পত্নী পুত্র লয়ে গাছের তলায় বাস করিতেছি। ২ ৩, ও ৪ নং আবেদনকারীগণের একটি করিয়া গৃহ অগ্নিদেবের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ক্ষতির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	নাম	ধান/চাউল	গৃহ
১।	শ্রীমহেশ্বর রায়	সমস্ত	৪টী
২।	শ্রীদাহু রায়	আংশিক	৩টী
৩।	শ্রীফুটি বালা রায়	—	১টী
৪।	শ্রীসুজন মাহাত	আংশিক	৩টী

উপসংহারে আবেদন যাহাতে পরিধান যোগ্য বস্ত্রাদি, ত্রিপল, কাঠ ও টালি এবং কিছু টাকা সাহায্য পাই তাহার বিহিত ব্যবস্থা দানে আপনার মর্জ্জি হয়।

১। শ্রীমহেশ্বর রায় ২। শ্রীপঞ্চু রায় মাহাত ৩। টিপসহি ফুটিবালা রায় বঃ সুধীর মাহাত ৪। টিপসহি সুজন মাহাত বঃ সুধীর মাহাত।

—)•(—

সাঁওতালডি প্রকল্প অনেক দূরে?

১১ই এপ্রিল এর সংবাদে প্রকাশ—সাঁওতালডি বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হতে আরও দেরি হবে। কেননা সময়মত এই প্রকল্পের দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিটের বয়লারগুলি এসে পৌছবার সম্ভাবনা নেই। এই তথ্য জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জি।

এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী মুখার্জি বলেন, ওই বয়লারগুলি সরবরাহের কনট্রাক্ট নিয়েছেন এভিবি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এভিবি একমাত্র প্রথম ইউনিটের জন্য বয়লার সরবরাহ করেছেন। দ্বিতীয় ইউনিটের বয়লার এখনো আসেনি। চুক্তি ছিল ১৯৭২ সালে এই ইউনিটের বয়লারটি সরবরাহ করা হবে। হয় নি। আগামী জুলাই অবধি সময় নিয়েছেন এভিবি। কিন্তু নানা কারণে তাঁরা এই চুক্তিও রক্ষা করতে পারছেন না।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জি এভিবি ওয়ারকমেনস ইউনিয়নের সভাপতিও। তিনি বলেন, এভিবি সাঁওতালডি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের চুক্তিমত কাজ করতে পারছে না।

তিনি বলেন, এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য এভিবি কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে লক আউট বা লে-অফ ঘোষণা করতে পারবেন।

শ্রী মুখার্জি জানান, গত ৬ এপ্রিল এভিবি কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদকসহ ৪ জন শ্রমিককে সাসপেণ্ড করেছেন। চারজ সীট দিয়েছেন একজনকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন।

শ্রী মুখার্জি অভিযোগ করেন, এভিবি কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুরে তাঁদের কারখানার সম্প্রসারণ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। তাঁর মতে পশ্চিমবাংলার বাইরে এই ইউনিটকে সরিয়ে নেওয়াই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শ্রী মুখার্জি স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ করেন। বলেন গত ৬ এপ্রিল এভিবি কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্যে কারখানা থেকে একটি মোটর সরিয়ে ফেলেন। কোন শ্রমিকই এতে বাধা দেননি। এখন বলা হয়েছে, শ্রমিকরা মোটরটি সরাতে বাধা দিয়েছেন। শ্রী মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুলিশের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন।

এভিবি কর্তৃপক্ষের মনোভাবের সমালোচনা করে শ্রী মুখার্জি বলেন, রাজ্য শ্রম কমিশনার ঐক্যচেষ্টার জন্য যে বৈঠক ডেকেছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন।

—•—

শোক সংবাদ

পুরুলিয়ার স্বর্গীয় অখিল চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধরণীধর দত্ত গত ৩১শে মার্চ দ্বিপ্রহরে পরলোক গমন করেন। তিনি রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ৬৫ ছিল এবং তিনি ২টি পুত্র ও ২টি কন্যা রেখে গেছেন।

ধরণীবাবু পুরুলিয়ার অন্যতম পুরাতন ও বনেদী ব্যবসায়ী ও বাসিন্দা দত্ত পরিবারের কৃতি সন্তান ছিলেন। দোল গোবিন্দ দত্তের নামে প্রখ্যাত পুস্তক ও ষ্টেশনারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করছিলেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা তাহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

দেশের দুর্দশা লয়ে যার
ব্যবসায়
অন্ন তার অকল্যাণ মাতৃ রক্ত
প্রায়।

—রবীন্দ্রনাথ

৩৪ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা | সোমবার, ৭ই মে, ১৯৭৩ ২৪শে বৈশাখ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

নেতাজীর আহ্বানে আটচল্লিশ লাখ টাকার দাতা আজ নিঃস্ব

১১, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ঈষ্ট-এর ফ্রিডম ফাইটার্স এসোসিয়েশন-এর আহ্বায়ক জানাচ্ছেন:

আমাদের অফিসে গত এক বছর ধরে যে সহস্র সহস্র আত্মবিসর্জ্জনকারী দেশ প্রেমিক এসেছেন তার মধ্যে চট্টগ্রাম নিবাসী এক মুক্তিপাগল দম্পতির জলন্ত দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জনের অতুলনীয় কাহিনী আজ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরব। চট্টগ্রামের শ্রীভূপেন্দ্র লাল চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চৌধুরী অল্পবয়সে রেঙ্গুনে পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন ও কিছুদিনের মধ্যে প্রচুর বিত্তশালী হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযানকে সার্থক করার জন্য নেতাজীর উদাত্ত আহ্বানে এই দম্পতি এগিয়ে এলেন তাঁদের সর্ব্বস্ব, এমন কি আত্মত্যাগের অটুট সঙ্কল্প ভরা মন নিয়ে। এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁরা একে একে তুলে ধরলেন তাঁদের কষ্টার্জিত ধন সম্পদ সোণাদানা যার মূল্যায়ণ হোল আটচল্লিশ (৪৮) লক্ষ টাকার উপর। অবাক বিস্ময়ে অভিভূত নেতাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর পাশে দাঁড়ানো আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী শ্রীদেবনাথ দাসকে ডেকে বল্লেন, 'বৌমাকে অনুরোধ করুন, সামান্য কিছু অর্থ তাঁদের নিজেদের ও ভবিষ্যতের সন্তান সন্ততিদের জন্য সরিয়ে রাখতে। এর উত্তরে এই দম্পতি সেদিন নির্ভীক চিত্তে বিনীত নিবেদনে নেতাজীকে জানিয়েছিলেন, 'দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের এই চরম সময়ে তাঁদের প্রয়োজনের কোনই স্থান নেই। সেই দিনই তাঁরা নিজেরাও দেশের সেবায় আত্ম নিয়োগের শপথ গ্রহণ করেন। সেই সভায়-ই নেতাজী মহান্ আত্মত্যাগের জন্য আজাদ হিন্দ সরকারের শ্রেষ্ঠ পদক 'সেবক-ই-হিন্দ' দ্বারা তাঁদের ভূষিত করেন।

রাজ ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ভিক্ষুক হওয়ার কথা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেত যদি না সেদিন শ্রীমতী চৌধুরী আমাদের অফিসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সনের খোঁজ নিতে আসতেন। দৈবক্রমে সেদিন শ্রীদেবনাথ দাস আমাদের অফিসে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিশ বছর পরে জীর্ণদেহ সেই মহিয়সী নারীকে তিনি চিনতে পারেন ও ত্রিশ বছরের পূর্ব্বের সেই গৌরবময় মূহূর্ত্তের স্মৃতি চারণ করেন।

আজ এই মহান্ চৌধুরী পরিবারের বড়ই দুঃখের দিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বৃটিশ সরকার এই পরিবারের বর্ম্মার সমস্ত জমিজমা বাজেয়াপ্ত করেন ও তাঁদের রেঙ্গুন কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে তাঁদের চট্টগ্রামের পৈত্রিক সম্পত্তিও হারান। আজ তাঁরা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিপীড়িত, স্নায়বিক অবসাদগ্রস্ত।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা একদিন রাজ-ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্রের মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন, আজ তাঁদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই। কোনমতে জীবন ধারণের জন্য তাঁদের আজ ক্ষুদ কুঁড়ার জন্য হাত পাততে হয়। সরকারী সাহায্য যাতে পান তার জন্য আমরা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু দেশের সেবায় এই মহান আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তের প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন মুক্তহস্তে দান করে এঁদের উদ্দেশ্যে একটা 'ধন্যবাদ জ্ঞাপক ফাণ্ড' গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যে কোন দানই কৃতজ্ঞচিত্তে প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে।

ভক্ত কুমার ঘোষ
কনভেনার
ফ্রিডম ফাইটার্স এসোসিয়েসন
১১, গভর্মেণ্ট প্লেস ইষ্ট
কলিকাতা-১

—•—

পুরুলিয়া ফ্রিডম ফাইটার্স অফিস

গত প্রায় এক বৎসর যাবত মুক্তি প্রেসে পুরুলিয়া ফ্রিডম ফাইটার্স অফিসে কর্মীরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সনের জন্য আবেদন পাঠাবার বিষয়ে সর্বপ্রকারে যথাসাধ্য ব্যবস্থা ও সাহায্য করে আসছেন। আমাদের নিকট যে সমস্ত তথ্য আছে তার ভিত্তিতে এই জেলাতে আবেদন করার যোগ্য জীবিত যারা আছেন এবং মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবার যারা আছেন তাদের মধ্যে আবেদন করতে বাকী আর বিশেষ কেহ নাই।

যাহা হোক গত ৬ই মে ২৩শে বৈশাখ থেকে নতুন কোন আবেদনের ব্যবস্থা করা আর সম্ভব হবে না। অবশ্যই যাদের আবেদন পাঠানো হয়েছে তাদের সম্পর্কে যোগাযোগের ধারা অব্যাহত থাকবে।

পুরুলিয়া
৭ই মে ১৯৭৩

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

—•—

আততায়ীর আঘাতে লোকসেবক সংঘের একটি কর্ম্মীর জীবনাবসান

মানবাজার থানার বৈদ্যনাথপুরের শ্রীনকুল চন্দ্র মাহাত লোকসেবক সংঘের বহু দীর্ঘকালের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। গত ২রা মে জনৈক গ্রামসেবকের আক্রমণে তাঁর জীবনাবসান হল। এই হত্যার অন্যতম কারণ ঘরোয়া বিবাদ। ঐ গ্রামসেবক স্বর্গত নকুলের কাকা। এই বিবাদ মূলতঃ পারিবারিক হ'লেও এর বহুলাংশ রাজনৈতিক ছিল। কারণ ঐ গ্রামসেবক শ্রীরাখাল মাহাত হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক তথা কংগ্রেসের একজন অনুচর ছিলেন এবং এখনও আছেন। সেই কারণেও সংঘ কর্মী নকুল তাঁর অত্যন্ত চক্ষুশূল ছিল।

আততায়ীর হাতে নকুলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে লোকসেবক সংঘের মানবাজার থানা ব্যবস্থাপক শ্রীচুনারাম মাহাত ছুটে যান। পরে শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত প্রমুখ কয়েকজন সংঘ কর্মী বৈদ্যনাথপুরে গিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁদের কাছে গ্রামবাসী সমবেত হন। গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে স্বর্গত নকুলের মা ও তার ভগ্নি ও অন্যান্য কয়েকজন সমস্ত বিবরণ বলেন এবং গ্রামবাবীরাও পরে উপস্থিত হয়ে যা দেখেন সব বলেন। যা' তথ্যাদি নেওয়া হয়েছে - তা নিচে দেওয়া হল, একদফা পুলিস তদন্ত হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা আরো বলেন যে, প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের মধ্যে নকুলের যে ভাগ্নির এজাহারের বিশেষ মূল্য রয়েছে তারই এজাহার এখনো নেওয়া হয় নি। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত থানার কাছে যে বিবরণ দিয়েছে তা এই:—

খুনের রিপোর্ট

বৈদ্যনাথপুর

মানবাজার থানার অন্তর্গত বামনি মাঝিহিড়া অঞ্চলের মোহাড়া গ্রামের টোলা বৈদ্যনাথপুর গ্রামে শ্রীবিহারী মাহাত ও শ্রীরাখাল মাহাত দুই ভাই। শ্রীবিহারী মাহাত আজ প্রায় আট নয় বছর আগে মারা যান। বিহারী মাহাতর তিন ছেলে। শ্রীনকুল মাহাত, শ্রীরথু মাহাত, শ্রীভূতনাথ মাহাত। এই শ্রীনকুল মাহাত দিগরের সঙ্গে তাদের কাকা শ্রীরাখাল মাহাতদের জমি-জমা ব্যাপার লইয়া কয়েক বৎসর যাবৎ মামলা মোকর্দ্দমা চলছিল। বর্ত্তমানেও জমি-জমা ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি চলছে। এই মামলা মোকর্দ্দমা চলার জন্য এদের মধ্যে কোন দিনই সদ্ভাব নাই।

গত ২-৫-৭৩ বাংলা ১৯শে বৈশাখ বুধবার দিন বেলা প্রায় ৭টার সময় নকুল তার নিজের বাড়ীতে ছড়ানো গোবর জমা করিতেছিল। নকুলের এক ভাগ্নি বয়স প্রায় ৫/৬ বৎসর নকুলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ নকুলকে গোবর জমা করতে দেখে, তার কাকা শ্রীরাখাল মাহাত ও তার দুই ছেলে শ্রীদীলিপ মাহাত, শ্রীশক্তি মাহাত লাঠি লইয়া নকুলের উপর আক্রমণ করে। প্রথমেই রাখাল মাহাত নকুলকে ধ'রে মুখ বন্ধ করে দেয়। এবং তার দুই ছেলে লাঠি দ্বারা নকুলকে মারতে থাকে। মামাকে মারতে দেখে মেয়েটি চিৎকার করে উঠে। সেই চিৎকার শুনে নকুলের মা ছুটে যান এবং দেখেন যে, রাখাল মাহাত নকুলের মুখ বন্ধ করে ধরে আছে। এবং তার দুই ছেলে লাঠি দিয়ে মারছে। এবং রাখাল মাহাত তার স্ত্রী শৈলকে ডেকে বলে শাবলটি নিয়ে আয় একে মেরে ফেলবো। তার স্ত্রী শাবল এনে বড় ছেলে দিলীপের হাতে দেয় এবং দিলীপ তার মাথা ফাটিয়ে ভেঙ্গে দেয়। তাতে নকুলের মায়ের চিৎকার শুনে নকুলের ভাই শ্রীরথু মাহাত ও গ্রামের শ্রীহরি মাহাত শ্রীপ্রভাকর মাহাত প্রভৃতি ছুটে ঘটনাস্থলে আসেন। এবং দেখেন, নকুলকে মেরে ফেলে দিয়েছে? শ্রীহরি মাহাত ও শ্রীপ্রভাকর মাহাতকে নকুলের মা বলেন যে রাখাল মাহাত, দীলিপ মাহাত ও শক্তি মাহাত নকুলকে মেরে দিয়ে চলে গেছে।

শ্রীরথু মাহাত এই ঘটনা দেখে উত্তেজিত হ'লে আবার রাখাল মাহাত দিগর লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে রথুকে আক্রমণ করতে আসে। এবং রথুকে বলে দাঁড়া নকুলকে মেরেছি তোকেও মরাবো। শ্রীহরি মাহাত ও শ্রীপ্রভাকর মাহাত আবার আক্রমণের হাত থেকে রথুকে রক্ষা করেন। রাখাল মাহাত দিগর সেদিন বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তাঁরা বাঁড়ীতে ছিল। গ্রামের অনেকেই দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নকুলকে কুদা হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে। নকুল অল্পক্ষণ পরেই হাসপাতালে মারা যায়।

এই ঘটনা গ্রামের শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত ও চৌকিদার মানবাজার থানায় জানায়। ও, সি, সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রামে এসে তদন্ত করেন। আজ পর্য্যন্ত কোন আসামীদের এ্যারেষ্ট করা হয় নাই।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ :
সচিব,
লোক সেবক সংঘ

—·—

কোনটা সত্য!

গ্রামে খরা খাদ্যাভাব নিয়ে বিধান সভায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা

বিভিন্ন জেলায় গ্রামে প্রচণ্ড খরা এবং খাদ্যাভাব নিয়ে ৩রা মে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কংগ্রেসের অনেক সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্দ্ধাহারে অনাহারে মারা যাবার উপক্রম। একজন তরুণ কংগ্রেস সদস্য উৎকণ্ঠা জানিয়ে বলেন, যদি একজনও অনাহারে মারা যান তবে সরকারের পতন ঘটা ছাড়া বিকল্প থাকতে পারে না।

কংগ্রেসের শ্রীগৌতম চক্রবর্তী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় খরা এবং খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মানুষ অনাহারে কাটাচ্ছে—প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী। অনাহারে মানুষ মারা গেলে সরকারের পতন ঘটবে। শ্রীচক্রবর্তী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত বর্ত্তমান সংকটের মোকাবিলা করার দাবি জানান।

শ্রীচক্রবর্তী বলেন, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মালদহে একটি জনসভায় বলেছেন যদি একজন লোক অনাহারে মারা যায় তবে সরকারের পতন ঘটবে। শ্রীচক্রবর্তী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বিভিন্ন জেলায় খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা না করলে মানুষ অনাহারে মারা যাবে।

শ্রীআবদুলবারি বিশ্বাস (কং) বলেন, গ্রাম বাংলায় রেশনে গম সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষের পরনে কাপড় নেই, খাদ্য নেই। চালের দর কিলো প্রতি ২ টাকা ২০ পয়সায় উঠেছে। আমরা উদ্বিগ্ন, মানুষের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না।

আলিপুরদুয়ারের শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য (কং) বলেন, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রেশনে চাল নেই। বাজারে চালের দাম ১৬০ টাকা কুইন্টাল। অবিলম্বে রেশনে চাল দিতে হবে আগে নেপাল থেকে চাল রেশনে চলে যাচ্ছে।

কাটোয়ার শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটাচ্ছে। ব্যাপক হারে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করতে হবে এবং শতকরা ১৫ জনকে খয়রাতি সাহায্য দিতে হবে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ক্ষুধা কোন আইন মানে না। পশ্চিমবঙ্গে আজকে নিয়মের রাজত্ব চলছে। মানুষ বাঁচার তাগিদে মরীয়া হয়ে ক্ষুদার জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নেবে। তার জন্য সরকার আগে থেকে তৈরি না হলে পরিস্থিতির অবনতির জন্য মন্ত্রিসভাকেই দায়ী হতে হবে।

বিধানসভা সদস্যদের বেতন বৃদ্ধির দাবি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সদস্যদের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি দানা বেঁধে উঠেছে। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার বিধানসভার মধ্যে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যকে একটি দরখাস্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে দেখা যায়। এদিন প্রায় একশ জনের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। দরখাস্তটি বিধানসভার নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দেওয়া হবে।

ওই দরখাস্তে সদস্যদের বেতনবৃদ্ধি, ফ্রি টেলিফোনের সুযোগ, এম, এল, এ হোসটেলে মাসিক পনের টাকা ভাড়ায় ঘর ও সদস্যদের অ্যাটেনডেন্টদের জন্য রেলওয়ে কুপনের দাবি জানানো হয়েছে।

এই সব দাবির সমর্থনে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের কাছে বিহার হরিয়ানা ও অন্যান্য রাজ্যের এম, এল, এ-দের সুযোগ-সুবিধার বিষয় তুলে ধরলেন। বিহার বিধানসভার সদস্যরা মাসে ৪৫০ টাকা বেতন পান। পাটনা শহরে ফ্রি টেলিফোন ও পনের টাকা মাস-ভাড়ায় তিন ঘরের বাংলা বা ফ্ল্যাট প্রভৃতিও পান। হরিয়ানা বিধানসভার সদস্যরা মাসে ৬০০ টাকা বেতন পান। চণ্ডীগড় শহরে বিনামূল্যে থাকার ও যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং একজন করে টাইপিস্ট পান।

সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যরা প্রতি মাসে ২৫০ টাকা বেতন পান। এম, এল, এ হোস্টেলে থাকতে হলে তাঁদের একটি ফ্ল্যাটের জন্য প্রতিদিন আড়াই টাকা করে ভাড়া গুনতে হয়। একটি ঘরে তিনজন করে এম, এল এ-দের থাকতে দেওয়া হয়। এম.এল.এ রা এখন যা পান, তাতে তাদের চলতে পারে না। জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের খরচও বেড়ে গিয়েছে। কলকাতায় এসে থাকতে হলে যে খরচ হয়, তার থই তাঁরা পান না। প্রতিদিন রাহা-খরচ যা পান, তাতে কুলোয় না।

এদিকে একদিন সরকারী মহলে খবর নিয়ে জানা গেল, বিধানসভার সদস্যদের মাসে অনিরিক্ত একশ টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বিধানসভায় চলতি অধিবেশনে একটি বিল আনা হবে। এই একশ টাকা ভাতা দেওয়ার বিষয় আগেই স্থির হয়েছিল।

গরু হারাইয়াছে

হুড়া থানার অন্তর্গত মাগুড়া নির্ব্বান মঠের পক্ষ থেকে শ্রীভূষণ মাহাত জানাইতেছে।

গত ২৮-৪-৭৩ তারিখে রাত্রিতে একটি বয়স্কা গাভী ঐ মাঠ হইতে চুরি গিয়াছে।

বর্ণনা—রং সাদা, সিঙ দুটি ভাঙ্গা সুচালো বাম পাশের একটি সিঙ ছোট ও দাইন দিকের সিঙটি বাকানো ও বড়। উচ্চতা আন্দাজ ৩' ফুট থেকে ৩½ ফুট শরীর বলিষ্ঠ ও তিন চারি মাস গর্ভবতী আছে।

অতএব কোন ভদ্রমোহদয় এই গাভীটির সন্ধান পাইয়া থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় জানাইয়া দিলে বাধিত হইব। শ্রীভূষণ মাহাত, গ্রাম+পোঃ—মাগুড়া, (লালপুর); থানা—হুড়া; জেলা—পুরুলিয়া।

মুক্তি

২৪শে বৈশাখ, ১৩৮০, সোমবার

পুরুলিয়ার দণ্ডভাল

দেশের চতুর্দ্দিকে সমস্যা পরিমাণে ও ব্যাপকতায় এত বেশী এবং পারস্পরিক এমনভাবে সম্পর্কিত যে কোন একটা বিষয়ের পৃথকভাবে সমাধান হয় না বা সমাধান চলেও না। মূল সমস্যাকে একটা সমাধানের পথে না নিলে বা না নিতে পারলে পৃথক পৃথক ভাবে কোন সমস্যার সমাধান হয়ও না বা হতেও পারে না।

আমাদের জাতীয় জীবনে এটা যেমন সত্য— আমাদের জিলার জীবনেও এটা তেমনি সত্য। এই পুরুলিয়া জেলার মূল সমস্যা যেটা সেটার কোন বিহিত না হলে এই জিলার কোন বাস্তব অগ্রগতি সম্ভব নয়।

এটা একটা সর্বসম্মত ব্যাপার যে এই কৃষিভিত্তিক ও কৃষি নির্ভর পুরুলিয়া জেলার জল এবং সেচ সমস্যার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে এই জিলার জনজীবন নিরন্তর একটা দুর্বহ দারিদ্রের বোঝা নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ভারস্বরূপ হয়ে আছে এবং থাকবে। এখানকার কৃষিভিত্তিক জীবনে যদি কৃষিটা সহজ এবং ফলদায়ী হয় তবে অন্যান্য প্রয়োজনগুলি যেমন শিল্প প্রভৃতিও এখানকার জনজীবনে সহজ স্থান করে নিতে পারবে।

কিন্তু গত ছাব্বিশ বৎসরে এই জেলায় জল ও সেচের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই এগোয়নি। এজন্য টাকার বরাদ্দ ও টাকার খরচ যে কম কিছু হয়েছে তা নয়। কিন্তু সে সমস্ত টাকা সেচ বা জলের পিছনে খরচ হয়নি। ফলে এ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। সম্প্রতি পুরুলিয়া সহরে বিরাট সমারোহের সঙ্গে একটি পুরুলিয়া বাঁচাও দিবস বলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হল। যারা প্রশাসন ও মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা রাখেন তারা পুরুলিয়া সম্বন্ধে খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তাদেরই গবর্মেন্টকে একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে--তার মধ্যে উন্নয়নের কাজ না করলে—আন্দোলন ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চরম সাবধান বাণীতে তাদের সংকল্প ঘোষণা করে গেলেন। এদিকে আমরা যে সমস্ত সংবাদ পাচ্ছি তাতে সরকারী পর্য্যায়ে যে সমস্ত বাঁধ ও কুঁয়ার যে টুকু ব্যবস্থা করা হয়েছে তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গোষ্ঠি বিশেষের অর্থাগমের সহজ উপায় হয়েছে। এবিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কারণ গত পঁচিশ বৎসর ধরে তথ্যাদি দিয়ে এসম্বন্ধে এত আলোচনা হয়েছে যে অধিক আলোচনা কেবল পুনরাবৃত্তিই হবে। কিন্তু যারা পুরুলিয়াকে বাঁচাবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন তারা যদি—সরকারী ব্যবস্থায় যে সমস্ত কুঁয়া বাঁধ প্রভৃতি হচ্ছে সেগুলিতে যাতে প্রত্যেকটি পয়সার সুপ্রয়োগ হয় এবং না হলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে কঠোরভাবে সত্যকার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করতে পারেন এবং পানীয় ও সেচের জন্য জলের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেন তার পুরুলিয়ার বাঁচবার কিঞ্চিৎ সুরাহা হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা হবার নয় এবং স্থানীয় যারা—চেষ্টা করলে হয়তো সেটা হতে পারতো—তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত কাজের সহধর্মী ও সহকর্মী। এটা সকলেরই সুবিদিত। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং আগামী বারে ভোটের ক্ষেত্র বজায় রাখার ব্যাপারে এই সব বাঁধ কুয়ার আমাদের জেলায় একটা চিরন্তন ঘোষণা হয়ে এসেছে—তা হলেও যদি বাস্তবিকই এর দ্বারা কাজটা কিছু হত তা হলেও হত। কিন্তু এ কেবল জেলাবাসীর সামনে মরীচিকার সৃষ্টি করেই চলেছে। জনসাধারণের অর্থ নৈতিক উন্নতির এখনও পর্য্যন্ত মূল ভিত্তি হল কৃষি এবং কৃষির জন্য সেচ। আর অর্থ নৈতিক উন্নতি না হলে কোন দিক দিয়েই এর অগ্রগতি সম্ভব নয়।

এই জেলার শিল্প প্রভৃতি নিয়ে প্রায়ই জিলার সরকারী অধিকর্তাদের ও বেসরকারী দু একজনকে নিয়ে বৈঠক হয় এবং পরিকল্পনা ও উদ্যোগেরও অভাব থাকেনা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কাজ যে বিশেষ কিছু এগোয় তা এগোয়না। একেবারেই যে কিছু হয়না তা বলছিনা কিন্তু কার্য্যকরী কিছু দেখা যায়না। শিল্পের ক্ষেত্রে এখানে সিমেন্ট, মিশ্রিত লোহা প্রভৃতির কারখানার কথা জিলাবাসী শুনে শুনে ওবিষয়ে কি হবে না হবে সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই জিলায় একটা জিনিষের বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সেটা গৌণ হয়ে বা অবহেলিত হয়েই আছে। সেটা হচ্ছে লাক্ষা শিল্প কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই হোক আর রাজ্য সরকার থেকেই হোক এখানে যদি লাক্ষা শিল্পের--বাইরে চৌরী চালান দেবার লক্ষ্যে নয়— সম্বন্ধে উদ্যোগ ও গবেষণা করে দেশের প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ তৈরীর ব্যবস্থা করা হয় তবে একদিকে চাষীর ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রকৃত উন্নতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই ক্ষুদ্র মাঝারি ও বড় বিরাট শিল্প গড়ে উঠতে পারে যাতে গ্রামের অশিক্ষিত চাষী ও মজুর থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত ছেলেরাও প্রচুর কাজ ও অর্থ পেতে পারে। এই লাক্ষার ব্যাপারে এই জিলায় যে কত বড় বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে সেই দিকটা কোনদিনই যাচাই হয়নি বা সমীক্ষা হয়নি। এখানকার লাক্ষার চাষ ও দর নির্ভর করছে চৌরী চালনের উপর—আর চৌরীর চালান ও দর নির্ভর করছে—বিদেশে চালান দেবার সিপারসদের উপর। এদিক ওদিক যা কিছু হয়েছে তা কেবল একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। ফলদায়ী কিছু নয়।

দেশে অনেক সমস্যা আছে থাকবে এবং সেগুলির গতি নির্ভর করে মূল সমস্যার উপর। কে কোথায় জজ নিযুক্ত হলেন বা না হলেন—তাতে আমাদের জিলার জনসাধারণের কিছু আসে যায়না। কিন্তু জিলার প্রথম মূল সমস্যা যে কৃষি ও সেচ যেটা অনায়াসে সমাধান করা যায়—সেটা এখন পর্য্যন্ত পরিকল্পনাতেই পর্য্যবসিত আছে। পুরুলিয়ার দণ্ডভালে সে কি কোনদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে?

বি, দাশগুপ্ত

—·—

তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কমিটি

আমরা সংবাদ পেলাম ঝালদা থানায় তুলিনে নাকি পুরুলিয়ার জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক সম্মেলন ও এক জিলা কমিটি গঠনের আয়োজন চলেছে। আমরা জনসাধারণকে জানিয়ে রাখছি যে পুরুলিয়া জেলার বেশীর ভাগ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আমাদের এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ও যোগাযোগ নাই। এর মধ্যে দুএক জনকে জেলা কমিটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হবে বলে চিঠি দেওয়া হয়েছে—সেটা অস্বীকার করা হচ্ছে।

ঝালদা থানায় স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা পেন্সন পাবার যোগ্য তাদের আমরা জানি এবং তাদের মধ্যে যারাই আমাদের কাছে এসেছেন তাদের আবেদন পাঠান সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। থানায় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যকিঙ্কর দত্ত, হরি মাহাত, রজনী মাহাত, মটরু মাহাত, গোপী মাহাত প্রভৃতি, তারপরে সহদেব মাহাত প্রভৃতি যারা গুলিতে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়েছেন—স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের অবদান অবিস্মরনীয়। এদের মধ্যে দু একজন ছাড়া অনেকেই মারা গেছেন। তবে ঝালদা থানায় সংগ্রাম দুর্বার গতিতে ১৯২৮/২৯ থেকে ১৯৩২/৩৩ পর্য্যন্তই চলেছিল। ১৯৪২ সালে খুবই সীমিত ছিল।

আমরা সংবাদ পেলাম যে এই থানা থেকে পাইকারী হারে মিথ্যা এফিডেবিট করে পেন্সনের জন্য বহু দরখাস্ত গেছে এবং বর্তমান এম, পি যার সঙ্গে জেলের কোন সম্পর্ক কোন দিনই ছিলনা তিনি অনেককে সার্টিফিকেট দিয়েছেন ও অনেকের জন্য তদ্বির করেছেন। এবিষয়ে আমরা কোন প্রশ্ন তুলছিনা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কমিটি বা সম্মেলন এই সমস্ত জাল সংগ্রামীদের পেন্সনের দাবীটার একটা ভিত্তি তৈরীর কৌশল কিনা। বর্ত্তমান সময়ে অনেক কিছুই এমন হচ্ছে যে সে সম্বন্ধে বিস্মিত হবার কোন অবকাশ থাকেনা। তুলিনে এই সম্মেলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কমিটি তৈরীর ব্যাপারে যে একটা অশোভন ব্যস্ততা এবং আয়োজন দেখা যাচ্ছে—পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সে সম্বন্ধে একথা বলতে আমরা বাধ্য হলাম।

বিভূতি দাশগুপ্ত

—·—

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল পিতা শ্রীসুরজ নারায়ন মণ্ডল সাং জোড়বেড়া টোলা আমসলা থানা পাড়া জেলা পুরুলিয়া ৪-৫-৭৩ তাং এফিডেবিট মূলে অজিত কুমার মণ্ডল নামে পরিচিত হইলাম।

ইতি
শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল
৭-৫-৭৩

—·—

একটি হত্যার কাহিনী

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত শ্রীদাশরথি তা সম্পাদিত সাপ্তাহিক "দামোদর" (২৭শে এপ্রিল ১৯৭৩) থেকে আমরা একটি ঘটনার সংবাদ নিয়ে যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম। আমরা বহুবিধ শাসন ও বহু রাজত্বের সঙ্গে পরিচিত। বাংলায় ইংরেজ ও পুলিশের অত্যাচার ও তাদের দ্বারা নির্য্যাতন কাহিনীর সঙ্গে 'আমরা তুলনা করি না। কিন্তু গ্রাম দেশে বেসরকারীভাবে প্রকাশ্যে এরকম ঘটনার পরিচয় আমাদের জানা নাই। যদি কাহারও জানা থাকে আমাদের জানালে উপকৃত হব। তারপরে স্বাধীনতার পরে আমরা বিহার ও পশ্চিমবাংলার বহু মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্ব দেখলাম এবং আইন ও শৃঙ্খলার ভঙ্গের ও রক্ষার অনেক উন্নতি ও অধোগতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের কথা আমরা উল্লেখ করছিনা—(ইয়াহিয়া খানের ব্যাপার) কিন্তু পশ্চিমবাংলায় নব কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের শাসনকালে আইন ও শৃঙ্খলার যে কেমন অমানুষিক অবনতি হয়েছে—এই ঘটনাটি তার একটা বড়ই দুঃখজনক পরিচয়। ঘটনাটি আনুপূর্বিক পড়লেই এটা উপলব্ধি হবে যে—মানুষ তার কৃতকার্য্যে শাসন সম্বন্ধে কি রকম বে পরোয়া থাকলে এরকম করা সম্ভবপর। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে—দুর্বৃত্তরা জানে তাদের বিশেষ কিছুই হবেনা—পুলিশী তদন্ত একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র।

কালনার একচক্রা গ্রামে নরপশুদের নৃশংস তাণ্ডব

যুবককে কুচাইয়া কাটা ঘায়ে নুন-লঙ্কা ছিটাইবার পৈশাচিক উল্লাস

জননেন্দ্রিয়ে পেরেক পোঁতার লোমহর্ষক কাহিনী

কালনা, ২৬শে এপ্রিল,—এবার এখানে নববর্ষ সুরু হয়েছে এক অবিশ্বাস্য নারকীয় কাণ্ড দিয়ে। ১লা বৈশাখ বেলা ৯টায় এই পৈশাচিক কাণ্ড সুরু। বাপ কার্তিক কোলে(৪৬)কে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে রেখে, জ্যেঠা গণেশ কোলেকে শাবল তুলে আটকে রেখে, স্নেহময়ী মাতার আর্তনাদকে তুচ্ছ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একচাকা গ্রামের পঁচিশ বছরের যুবা সুশীলকে ছিনিয়ে এনে ঐ গ্রামের উঠতি গুণ্ডার দল যেরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তা শুনলে শিহরিত হতে হয়।

দুর্বৃত্তগণ দলবদ্ধ হয়ে তাদের বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ফেলে সুশীলকে বেঁধে এনে ক্লাবঘরে নিয়ে যায়। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছোরা মারা হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ দোকান হতে আনা হয় নূন ও লঙ্কা এবং কাটা-স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করা হয়। শরীরের নানাস্থানে পেরেক পোঁতা হয়, কুড়ুল করে থেঁতলানো হয়, তার প্রস্রাবদ্বারে পেরেক পোঁতা হয়। বুকের উপর মার্বেল ছড়িয়ে কাঠের পাটা দিয়ে উপরে চাপ দিয়ে দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। সুশীল জল জল করে চীৎকার করলে, তার ছোট ভাই জল নিয়ে ছুটে যায়, তাতেও বাধা দেওয়া হয় এবং বলা হয় "প্রস্রাব খেতে দে।" দুর্বৃত্তগণ ক্লাবঘরের রক্তাক্ত মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বে মা এসে শেষ জল দেন মুখে। পুলিশ তদন্ত হচ্ছে। গতকাল গ্রামবাসী একজন আসামীকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছে।

কালনা থানার কল্যাণপুর অঞ্চলের এই একচাকা গ্রাম নানা কারণে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবদের পরম তীর্থ স্থান। মহাপ্রভুর হরিসঙ্কীর্ত্তনের শ্রীখোলের উদ্ভব হয় এই একচাকা গ্রামে! বিখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীবিধুভূষণ মালিকের বাড়ী এই গ্রামে।

সরাবী কংগ্রেসী

'দামোদরের' ঐ একই সংখ্যা থেকে আর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হল। দামোদর সম্পাদক শ্রীদাশরথি তা একজন রসজ্ঞ ব্যক্তিবলে সুবিদিত। 'সরাবী কংগ্রেসী' কথাটি তার একটি মৌলিক অবদান—বিশেষ করে বর্তমান কংগ্রেসের যথাযোগ্য পরিচয় হিসাবে। পুরুলিয়া জিলায়ও সরাবী কংগ্রেসী ও সরাবী কংগ্রেসী এম, এল, এর সংখ্যা কম নয় বলে গর্ব করা যেতে পারে। এখানে ঠিক অনুরূপ ঘটনার পরিচয় না পাওয়া গেলেও 'সরাবী কংগ্রেসী' অনুচর কর্ত্তৃক নারী ধর্ষণের ঘটনা বিরল নয়। এবং উল্লেখযোগ্য এই যে যেখানে বর্ধমানে এম এল এ মহাশয় প্রতিবিধানে অগ্রসর হয়েছিলেন এখানে কংগ্রেসীরা সেই নারী নিগ্রহ সমর্থন করে প্রতিবাদকারীদের মুণ্ডচ্ছেদ করতে বাকী রেখেছিলেন মাত্র। যাই হোক উদ্ধৃত ঘটনাটি একটি দিগ্‌দর্শন এবং ঘটনাটি এই:—

মেমারীতে সরাবী কংগ্রেসীর উপদ্রব

প্রবীন ব্যবসায়ী গোকুল গুহ প্রহৃত

আনন্দবাজার পল্লীতে দেশী-বিলাতীর সমন্বয়

মেমারী, ২৫শে এপ্রিল,—১৫ই এপ্রিল রাত্রি ১০টায় স্থানীয় নব কংগ্রেসের পাণ্ডা বলে পরিচিত তিন জন পানোন্মত্ত যুবক এখানকার বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যবসায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীগোকুলচন্দ্র গুহকে অতর্কিতে নাকে ঘুঁসি মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় পাকা নর্দ্দমায় ফেলে দেয়। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে বলতে থাকেন, "এরাই কংগ্রেস? আমরা কোন রাজত্বে বাস করছি?"

ঐ যুবক তিনজন হচ্ছে স্থানীয় বিধানসভা সদস্যের দাদা ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীন কংগ্রেস নেতা ও স্থানীয় ব্লক কংগ্রেসের সভাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র মৃণালকান্তি বিষয়ী ও ভ্যাঁটা নামক একজন। বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন তারা এখানকার আনন্দবাজার বলে কথিত পল্লীতে পাশাপাশি অবস্থিত দেশী ও বিলাতী মদের দোকান হতে দুই রকমের সরাব পান করে উন্মত্ত অবস্থায় শ্রীজগবন্ধু সামন্তের দোকানের বারান্দায় উপবিষ্ট শ্রীগোকুল চন্দ্র গুহকে প্রহার করে পালায় এবং পথিপার্শ্বে অবস্থিত কয়েকজন মৎস্য বিক্রেতাকে টাকার জন্য আক্রমণ করে ও মারপিট করে, শ্রীকাশীশ্বর গুপ্তের দোকানের দরজায় ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করতে থাকে, অন্য এক ব্যবসায়ী শ্রীশ্যাম সুন্দর পালের পুত্র নিমাইকে মারপিট করতে আরম্ভ করলে স্থানীয় লোকজন লোহার রড নিয়ে তাদের তাড়া করলে পালিয়ে যায়। গোকুলবাবুকে প্রহারের সংবাদ টেলিফোনে পেয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীঅনন্ত দেব নায়েক ও সম্পাদক শ্রীসুনীল গুহ প্রভৃতি রাত্রি ১১টায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস কার্যালয়ে সংবাদ দেন। তখন বিধানসভার সদস্য শ্রীনবকুমার চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হলে জনতা বলতে থাকে, সি পি এম আমলে এরূপ অত্যাচার হয় নাই। শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দেন পরদিন সকালে ঐ তিনজনকে কংগ্রেস অফিসে হাজির করে বিচার করা হবে। পরদিন সকাল হতে বেলা ১০টা পর্যন্ত কংগ্রেস অফিসে হাজির করে ক্ষমা চাওয়ানো হয়। ব্যবসায়ী সমিতি এতে খুশী নন তাঁদের দাবী কংগ্রেস হতে এইরূপ অসচ্চরিত্রদের বের করে দিতে হবে। ব্যবসায়ী সমিতি এর প্রতিবাদে 'মেমারী বন্ধ' করবেন বলে জানা গেছে।

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ব্বদিন ২৫শে জানুয়ারী এখানকার পুরাতন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধার সাবরেজিষ্ট্রি অফিস ও আনন্দম চিত্রমন্দিরের কাছাকাছি একটি বিলাতী মদের দোকানের শুভ উদ্বোধন হয়েছে। এখানে এক বোতল মদের দাম কমপক্ষে ত্রিশ টাকা। অতএব অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, চাঁদা আদায়কারী, ছিন্তাইকারী ও ওয়াগনব্রেকার মস্তানগণই এর খরিদ্দার। দোকানটি খুব চালু। এই খরিদ্দারদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

পুরুলিয়ায় কংগ্রেসী পৌরসভা বাতিলের পুনরাবৃত্তি

পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির অব্যবহিতপরে পুরুলিয়া পৌরসভার সাধারণ নির্ব্বাচনে নাগরিক সংঘের বোর্ডের পরিবর্তে কংগ্রেসী বোর্ড গঠিত হয়। কিন্তু প্রায় বৎসর কালের মধ্যে ১৯৫৮ সালে অযোগ্যতা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি বিবিধ অভিযোগে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী বোর্ড রাজ্যের কংগ্রেসী সরকারের আদেশে বাতিল হয়। তারপর ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১৩ বৎসর পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী সরকারী প্রশাসক তথা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের পরিচালনাধীন থাকে।

১৯৭১ সালে মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস—সি-পি-আই গোষ্ঠী ১০টি আসন লাভ করে অন্যদিকে নির্দ্দলীয় ও সি-পি-এম সমর্থিত

প্রার্থীরাও ১০টি আসন লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে সি-পি-আই গোষ্ঠীর কমিশনার শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায় নিজ দলের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় নির্দ্দলীয় গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ৩১শে আগষ্ট ১৯৭১ তারিখে ১১ জন কমিশনার নিয়ে নির্দ্দলীয় ও সি-পি-এম সমর্থিত গোষ্ঠী "প্রগতিশীল নাগরিক বোর্ড" নামে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হন শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীবিশ্বনাথ বুটেলিয়া।

এক বৎসরের অধিককাল মিউনিসিপাল বোর্ড পরিচালনার পর প্রগতিশীল নাগরিক বোর্ডে ভাঙ্গন দেখা দেয়। নির্দ্দলীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, সি-পি-এম সমর্থিত শ্রীমীঠু গাঙ্গুলী এবং পূর্ব্বে দলত্যাগী শ্রীনির্মল মুখার্জ্জী—এই তিন জন কমিশনার দল বদল করে কংগ্রেস সি-পি-আই গোষ্ঠীতে যোগ দেন। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস—সি-পি-আই গোষ্ঠী ১২-১২-৭২ তারিখের বোর্ড মিটিংএ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন এবং ১২ জন কমিশনারের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য আইন অনুযায়ী যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্য অর্থাৎ ১৪জন কমিশনারের সমর্থন না থাকায় আইনতঃ চেয়ারম্যান অপসারণ সম্ভব হয় না। ফলে দুই সপ্তাহ পরে মিউনিসিপাল বোর্ডের পরবর্ত্তী সভায় শ্রীসত্যনারায়ণ দাস নূতন ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অর্থাৎ গত জানুয়ারী মাস থেকে নির্দ্দলীয় শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চেয়ারম্যান থাকলেও নব নির্ব্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীসত্যনারায়ণ দাসের মাধ্যমে কংগ্রেস—সি-পি-আই গোষ্ঠী মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালনা করতে থাকেন।

মাত্র চার মাস কাল বোর্ড পরিচালনা করার পর রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী বোর্ডকে নিম্নলিখিত আদেশ অনুসারে বাতিল করে নিলেন।

পুরুলিয়া পৌরসভা বাতিলের সরকারী আদেশ

Government of West Bengal
Department of Municipal Services

No. 1392/M I M-137/72 Dated, Calcutta,
the 21st April, 1973.

ORDER

WHEREAS in the opinion of Governor the Comissioners of the Purulia Municipality in the district of Purulia—

1. have shown incompetency to perform the duties imposed on them by and under the Bengal Municipal Act, 1932, (Bengal Act XV of 1932) -

(a) in not being able to pass the revised budget for 1071-72 and budget for 1972-73 in time as provided under section 112 to 114 of the said Act;

(b) in not taking proper legal steps as provided in the said Act for realisation of Municipal taxes in a number of cases resulting hereby accumulation of arrear taxes ;

(c) in not clearing up dues of the Primary teachers for a long time even after Government has sanctioned loans to the Municipality to tide over its financial difficulties;

2. have persistently made default in the performance of the duties imposed on them by and under the said Act and have exceeded and abused their powers—

(a) by incurring expenditure after the 31st March, 1972 out of the Municipal fund in the absence of a legally authorised budget;

(b) by not utilising fund placed by Government for development and improvement of communication in time;

(c) by not observing the approved procedure regarding conduct of meetings and recording of resolutions,

AND WHEREAS there is persistant default in the performance of duties by the Commissioners of the said Municipality;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Subsection (1) of section 553 of the Bengal Municipal Act 1932 (Bengal Act XV of 1932), the Governor is pleased herby to declare the Commissioners of the said Purulia Municipality in the district of Purulia to be incompetent' to be in default, and to have exceeded and abused their powers, ahd supersede them for a period of one year with effect from the 24th April, 1973.

By order of the Governor
Sd/-A. K. Phani
Deputy Secretary to the
Govt. of West Bengal.

**Memo No. 1392/M I M-137/72/1(8) Dated,
the 21st April, 1973.**

Copy forwardod to the :—1. Commissioner, Burdwan 2. Duputy Commissioner, 3. Chairman, Purulia Municipality, 4. Shri T. K. Bhattacharyya, S. D. O. Purulia (North) 5. Home (G. A.) Deptt. 6. Accountant General, West Bengal. 7. Inspector of Local Bodies Burdwan. 8. Department of information & Public Relation.

for information and necessary action.

2. Deputy Commissioner' is requested to see that the charge of the Municipality is taken over in time.

Sd/-A. K Phini
Deputy Secretary.

(অনুবাদ)

যেহেতু রাজ্যপালের বিবেচনায় পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ—

(১) তাঁদের উপর ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (১৯৩২ ৪নং বঙ্গীয় আইন) অনুসারে অর্পিত দায়িত্ব পালনে অপদার্থতা প্রদর্শন করেছেন; (ক) যেমন উপরোক্ত আইনের ১১৩-১১৪ ধারা অনুযায়ী ১৯৭১-৭২ সালের রিভাইজড বাজেট এবং ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পাশ করতে সক্ষম হননি; (খ) উপরোক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বহুল পরিমাণ বকেয়া ট্যাক্স জমে যায়; (গ) মিউনিসিপ্যালিটীর আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য সরকার কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করা স্বত্বেও প্রাথমিক শিক্ষকদের পাওনা টাকা দীর্ঘকাল মিটিয়ে দেওয়া হয় নি।

(২) কমিশনারগণ তাঁদের উপর আইনানুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালনে বারংবার ব্যর্থতা প্রদর্শন করেছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও মাত্রা অতিক্রম করেছেন;

(ক) আইনসিদ্ধ কোনও বাজেট না থাকা স্বত্বেও ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর অর্থব্যয় করেছেন;

(খ) উন্নয়ন ও রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া স্বত্বেও ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার করার অক্ষমতা দেখিয়েছেন;

(গ) সভা পরিচালনা এবং প্রস্তাবাদি লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে বিধিবদ্ধ নিয়মাদি পালন করেন নি এবং যেহেতু উপরোক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারবৃন্দ কর্তব্যপালনে ক্রমাগত অযোগ্যতা প্রদর্শন করে চলেছেন;

সুতরাং সেই কারণে; ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের (১৯৩২ সালের ১৫নং বঙ্গীয় আইন) ৩৫৩ ধারার ১নং উপধারা অনুসারে রাজ্যপাল এতদ্বারা ঘোষণা করছেন যে পুরুলিয়া জেলার উপরোক্ত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ অপদার্থ, অযোগ্য এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও মাত্রা অতিক্রম করায় ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৩ থেকে এক বৎসরের জন্য তাদের বাতিল করা হোল।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাঃ এ, কে, ফনি
ডেপুটী সেক্রেটারী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কলিকাতা
২১-৪-৭৩

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(১)

সাবরেজেষ্ট্রী অফিসে দুর্ব্যবহার

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

অদ্য ২/৫/৭৩ তাং আমাদের বালিগাড়া গ্রামের লোক আমাকে পুরুলিয়া সাবরেজেষ্ট্রি অফিসে দলিলের জমি বিলি করিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যায়। দলিল নং—৮০০৬ ও ৮০০৭। লেখকের নিকট দলিলগুলিতে সহি করি, আমি ও দাতাগণ দলিলগুলি সাবরেজিষ্টার মহাশয়ের নিকট দাখিল করি। সরকারী হিসাব অনুসারে যথারীতি ফিস দাখিল করা হয়। আমরা পুনরায় টিপসহি গ্রহণকারী কর্ম্মচারীর নিকট কয়েকবার খোঁজ নি যে আমাদের দলিলগুলির টিপসহি কখন হবে কিন্তু বেলা ১-৩০ মিনিট এর সময় দেখি যে আমাদের উক্ত দলিলগুলির পরের নম্বরের দলিল টিপসহি হয়ে লোক চলে যাচ্ছে. আর আমরা বসে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার চলছে তাই সিরিয়াল নম্বর পার করে কাজ হচ্ছে। আমি টিপসহি গ্রহণকারী কর্ম্মচারী বাদল বাবুকে বললাম যে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো। তিনি বলেন এখন থাকতে হবে। আমি প্রতিবাদ করি যে এমন কেন হবে। তখন তিনি আমার জামার কলার ধরিয়া শাসাইয়া আমাকে ধমকান। আমরা জনসাধারণ একজন সরকারী কর্মচারীর কাছে এইরূপ ব্যবহার পেয়ে বাড়ী ফিরলাম। এই আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের নাগরীক অধিকার। ঘটনা বহু জন দেখেছিল। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে আরও বহুজন ঐ ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। আমার নিবেদন যে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান কর্তৃপক্ষ করিবেন কি?

ইতি—

আহ আনসারী (বালিগাড়া)।

—•—

(২)

মুক্তির সম্পাদক মহাশয়কে চ্যালেঞ্জ

মাননীয় সম্পাদক, "মুক্তি" পত্রিকা সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার ৩০শে অপ্রিল "মুক্তি" পত্রিকায় সাহেব বাঁধের কাজে হাজার হাজার টাকা লুঠ এবং দুর্নীতি সম্বন্ধে যে তথ্য আপনি দিয়াছেন, আমি সাহেব বাঁধ প্রকল্পের সঙ্গে অয়াঙ্গীভাবে এবং অধিকার বলে জড়িত থাকায় আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

আপনার পত্রিকা মারফৎ সাহেব বাঁধ প্রকল্পের দুর্নীতির অভিযোগে আনীত ৯টা ধারা সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি যে এরূপ মিথ্যা তথ্য আপনার মতো ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত হওয়ায় আমি দুঃখিত এবং স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানাই যে আপনার দ্বারা প্রচারিত প্রতিটি অভিযোগই মিথ্যা একথা প্রমাণ করার মতো সমস্ত তথ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা আমি রাখি।

আপনার সুবিধা মতো যে কোন দিন যে কোন সময়ে ঋষি নিবারণ পার্কে জনগণের সম্মুখে এ তথ্য প্রকাশ করার জন্য আমি প্রস্তুত।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩-৫-৭৩

(মেম্বার ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিটি) পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

"(গত ৪ঠা মে তারিখে স্নেহাস্পদ শ্রীমান হীরেন ভট্টাচার্য মুক্তি অফিসে এসে উপরোক্ত চিঠিটি মুক্তিতে ছাপাবার জন্য অনুরোধ করে। আমি তাকে বলি যে চিঠিটিতে পরিষ্কার তথ্য কিছু নাই—এর সঙ্গে তথ্যাদি দিলে ভাল হয় কথাবার্তার পরে হীরেন বলে যে—আপনি এটা ছাপুন এবং সমস্ত তথ্য আমি প্রেসে ছাপাতে দিয়েছি সেই কাগজ আপনাকে দিয়ে যাবো। আমি বললাম যে বেশ মুক্তিতে ঐ সমস্ত তথ্য একবারেও যদি না কুলোয় তাহলেও দুতিন বারেও দিয়ে দোবো। তারপরে গত ৫ই মে তারিখে হীরেন এসে বলে যে আমার চিঠিটার একটা জমকালো হেডিং দেওয়া দরকার—বললাম যে বেশ দাও। তারপরে হেডিংটি লিখে ছাপানো কাগজটি দেবে বলে গেল। রবিবার বেলা ১১ টা পর্য্যন্তও কোন ছাপান কাগজ সে আমাকে দেয়নি বলে এবার ওর তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হল না। —মুক্তি সম্পাদক)

—•—

জয়পুর থানা (পুরুলিয়া) প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন

গত ইং ২৮/৪/৭৩ তারিখে গড়জয়পুর বাগতি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জয়পুর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পুরুলিয়া জেলা কার্য্যকরী কমিটির সদস্য শ্রীপশুপতি গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে পুরুলিয়া ১নং সার্কেলের সমিতির সম্পাদক শ্রীসনাতন মাহাত ও ১২ই জুলাই কমিটির পুরুলিয়া জেলাশাখার বিশিষ্ট নেতা শ্রীশরদিন্দু মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন ও তাহা গৃহীত হয়।

আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দকে লইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে কর্ম্মকর্তা মণ্ডলী গঠন করা হয়।

সভাপতি—শ্রীশ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি—শ্রীঅশ্বিনী চট্টরাজ, শ্রীমুরলীধর দাস মহান্ত, সম্পাদক—শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক—শ্রীনীলকমল মাহাত, শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—ধনঞ্জয় দে।

—•—

নিমডিতে মেয়েদের জন্য কনডেন্সড কোর্স

আগামী ১লা জুলাই ১৯৭৩ তারিখ থেকে নিমডি লোক সেবায়তনে মেয়েদের জন্য বর্তমানে দুই বছরের কনডেন্সড কোর্স আরম্ভ হচ্ছে। যে সমস্ত মেয়েদের ১৮ বছর থেকে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স এবং যারা অন্ততঃ অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ে ঘরে বসে আছেন তারাই আবেদন করতে পারেন। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০শে মে ১৯৭৩। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে একটি ২০ পয়সার ঠিকানা সহ খাম পাঠাতে হবে। না পাঠালে জবাব পাওয়া যাবেনা।

সেক্রেটারী
লোক সেবায়তন
পোঃ নিমডি, জেলা সিংভূম
(বিহার)

—)•(—

পুরুলিয়া পলিটেকনিকে চাঞ্চল্য

সংবাদে প্রকাশ যে গত ৩০শে এপ্রিল পুরুলিয়া পলিটেকনিকের জনৈক শিক্ষক অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসের মধ্যে কতিপয় ছাত্র ও কর্ম্মচারীর সম্মুখে একজন কর্ম্মচারীকে প্রহারার্থে জুতো উত্তোলন করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

—•—

WANTED

" Wanted one Hons or M. A in English Preferably trained, Capable to teach Sanskrit and Mathematics in top classes, for Talajuri Srimati High School, P. O.—Gourangdih, Dist—Purulia.

Apply to the Secretary, on or before 12th May. Preference will be given to local candidates, if available. "

—•—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা | সোমবার, ১৪ই মে, ১৯৭৩, ৩১শে বৈশাখ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলেনা। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা ও চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। কোনে বসিয়া কেবল 'গেল' 'গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোন ফল নাই।

• • •

আমাদের বুদ্ধি আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে সবলভাবে সচলভাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠা।

—রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশী সমাজ)

বান্দোয়ান পুলিসের লক্ষ্য কি লোকসেবক সংঘ?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

কতকগুলি গুরুতর ঘটনার পটভূমিকা

পুরুলিয়া সহরেরই একজন অধিবাসী বর্ত্তমানে বান্দোয়ান থানার ও, সি (বড় দারোগা বাবু)। নাম শ্রীশক্তিপদ ঘোষ। তিনি বান্দোয়ান যাবার পূর্বে মানবাজারে ছিলেন। মানবাজারে গিয়ে কাজ আরম্ভ করার দিনকতক পর থেকেই টের পাওয়া গেল যে, তিনি একজন প্রতাপান্বিত পুলিস। জনসাধারণের দিক থেকে আমাদের কাছে বহু অভিযোগ, আসতে লাগল—ওঁর বিরুদ্ধে।

বান্দোয়ান ও, সির বর্ত্তমান কর্ম্মতৎপরতা কিসের পরিচয়?

বান্দোয়ানে উনি পুলিসের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা হবার পর থেকেই ওঁর বিভিন্ন প্রতাপ এবং পুলিস-সুলভ বিভিন্ন আচরণ প্রকট হ'তে লাগল। আমাদের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীভজহরি মাহাত এবং আরো অনেকের কাছ থেকে বান্দোয়ান ও, সির বিবিধ ব্যাপার শুনতে পাচ্ছিলাম। সম্প্রতি বান্দোয়ান থানার এই পুলিস বিধাতা লোকসেবক সংঘের কর্ম্মী ও অনুগামীদের ওপর মারাত্মক উপদ্রব করার অভিযান শুরু করেছেন। হয়তো বা শাসনকারী রাজনৈতিক দলের এটা ধারণা হয়েছে যে—শ্রীশক্তিপদ ঘোষ যোগ্য লোক। অন্য রাজনৈতিক দলের উচ্ছেদ সাধনের যে কাজ তাঁদের রয়েছে—শক্তিবাবু তার একজন অন্যতম উৎসাহী সহায়ক হ'তে পারবেন। সেজন্য তাঁকে হয়তো এই কাজের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা পুলিসী যথেচ্ছারের বিরুদ্ধে পথের কাঁটাস্বরূপ এই লোকসেবক সংঘের ওপর বিরূপ হয়ে শক্তিবাবু লেগে পড়েছেন—বান্দোয়ানে লোকসেবক সংঘের দলনে আপন শক্তির প্রকাশ করতে। ব্যাপার যাই হোক—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাজতন্ত্রেই এটা ঘটছে। এবং কী ঘটছে তা শুনুন।

শবর সম্প্রদায় যে অবস্থার মধ্যে ছিল

এ জেলায় শবর সম্প্রদায় অত্যন্ত দরিদ্র, প্রায় গৃহহীন যাযাবরের ঝুপড়িতে বাস করে। বছরের অর্দ্ধেক সময় বনের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। ইংরেজ আমলে এরা অপরাধ প্রবণ জাতি হিসাবে গণ্য ছিল। অভাবে প'ড়ে এদের অনেকে চুরি ডাকাতির মধ্যে জড়িত হত। স্বাধীনতার পর আমরা চেষ্টা ক'রে এদের এই বদনাম দূর করি। জাতি হিসাবে ওদের চোর ডাকাত বলে গণ্য করার আইনটা রদ ক'রে দেওয়া হয়। ওদের সমাজ-জীবনে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইংরেজ আমল থেকেই আমরা নিজেদের দিক থেকে বিশেষ চেষ্টা করি এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারের দিক থেকে যাতে ওদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়—তারও বিশেষ চেষ্টা করি।

দেশসেবী শবরও আজ দেশী পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত

ওদের মধ্যে কাজ করার ফলে শবরদের অনেকের জীবনে পরিবর্তন আসে। বহু শবর ভাই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। বহু নির্য্যাতন, কারাবরণ প্রভৃতি ক'রে সমাজ-জীবনে ওরা একটা ইতিহাস রচনা করেন। আজ ওদের মধ্যে কিছু লোক স্বাধীনতার সংগ্রামী হিসাবে পেন্সনও পেতে চলেছেন। শ্রীশক্তিপদ ঘোষদের মত বহু পুলিস যখন ইংরেজ আমলে সরকারের অনুচর হিসাবে লাঠী হাতে দেশের সেবকদের নির্য্যাতন ক'রে জাতির কলঙ্ক স্বরূপ হয়েছেন—তখন তারই পাশে এই তথাকথিত বন্য অশিক্ষিত শবরেরা দেশ সেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, নির্ভিকভাবে পুলিসের নির্ম্মম অত্যাচারসমূহ বরণ ক'রে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন এবং তথাকথিত শিক্ষিত গর্ব্বিত পুলিশ ও অন্যান্যেরা যারা বিদেশীর অনুচর ছিলেন তাদের গর্ব্বের কান মুলে দিয়েছেন। এই শবরেরা আজ আবার স্বদেশী পুলিসপ্রবরদের হাতে কী লাঞ্ছনা ভোগ করছেন দেখুন।

শবররা আজ পুলিসের অনেক অপরাধ বা অসামর্থ্য ঢাকা দেবার যন্ত্র হয়েছে

শবর সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে চুরি ডাকাতির প্রবণতা একেবারে চলে গেছে এমন কথা কেউ বলবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় সহ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন চোর ডাকাত আছে এদের মধ্যেও তেমনি আছে। পুলিসদের মধ্যেও অনেকে চোর ডাকাতদের সঙ্গে যোগাযোগে নিয়মিত চুরি ডাকাতির কাজ কারবার চালাচ্ছে—এমনও আছে। তবে কোনো থানায় কোথাও চুরি ডাকাতি হ'লে অনেক দারোগা বাবু পেয়ে বসেন—নিরপরাধ শবরদের ওপর জুলুম করতে, তাদের চালান দিতে। কারণ, আগে থেকে ওদের বদনাম আছে। আসল উদ্দেশ্য পুলিসের স্নেহভাজন চোর ডাকাতরা যাতে ধরা না পড়ে অথচ চুরি ডাকাতি কোথাও হ'লে সে বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব খালাস, কৃতিত্ব প্রদর্শন তাঁরা যাতে করতে পারেন—তারজন্য এ হেন শবরদের পিছনে লেগে পড়েন।

বান্দোয়ান থানা—পুলিসী অপকর্ম্মের একটি সিদ্ধপীঠ

বান্দোয়ান থানাটি পুলিসের এইসব অপকর্ম্ম করার একটি ভাল জায়গা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সৎমনোভাবাপন্ন দরিদ্র শবরদের কাজ দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া সংঘ-কর্ম্মীরা নিজেদের দায়িত্ব ব'লে মনে করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁরা বহু ব্যবস্থাও করেছেন। আজ বান্দোয়ানের ও, সি, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন শক্তি বাবু এক ঢিলে দু পাখী মারছেন। তাঁর শবর বিতাড়ন ও লোকসেবক সংঘ দলন দুইই চলছে। এখন আসল ঘটনার কথা বলি।

হলুদবনীতে শবরেরা কাজ ও আশ্রয় পেয়েছিল

হলুদবনী গ্রামে আমাদের লোকসেবক সংঘের কর্ম্মী (ঐ অঞ্চলে জনপ্রিয় ব্যক্তি) শ্রীঅভিরাম মাহাতর বাড়ীতে লোকসেবক সংঘের একজন শবর কর্ম্মী শ্রীসনাতন শবরের ছেলে মাতবর শবর কাজ করত। ওর সঙ্গে শ্রীচুপু শবরও কাজ করত। দুজনেই অভিরামের বাড়ীতে থাকত। আর ওদের সঙ্গে শ্রীসহবৎ শবরও অভিরামের বাড়ীতে কাজ করত। সবাই এই শবর ভাইদের ভাল লোক বলেই জানে। এদের কাজ দেওয়া অভিরামেরা কর্ত্তব্য বলে মনে ক'রে এদের রেখেছিলেন। এরা চুরি ডাকাতির সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত হয় ব'লে কেউই মনে করে না। সহবৎ কিছুদিন আগে হোমগার্ড ছিল। কিন্তু সব হোমগার্ড ভাগ্যবান নয়। নিয়মিত হোমগার্ডের কাজ পাওয়া সকলের ভাগ্যে জোটে না।

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

নৃশংস ডাকাতি

গ্রামে অগ্নি সংযোগ : আটজন জীবন্ত দগ্ধ

বান্দোয়ান থেকে শ্রীঅতুল মাহাত এই সংবাদ দিয়েছেন

আমরা যখন কাল ৯ই মে বান্দোয়ান থেকে আসি তখন দেখি আমাদের গ্রামের দিকে (তুলসিডি) আগুন দেখাচ্ছে। আমরা ছুটাছুটি করে আসি—দেখি আমাদের গ্রামে নয়। ভোরে সংবাদ পেলাম যে পটমদা থানার হুট্ পাথরে চোরেরা আগুন দিয়েছে এবং ৮জন জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। গেলাম—যে ঘটনা তা দেখলাম। তাহা নীচে লিখছি।

ডাকাতেরা তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। পাহারা যারা দিতেছিল তাঁরা ছুটাছুটি করে ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেয়। ডাকাতেরা তখন খলা ঘরের ছাউনির উপরে উঠে এবং খলা ভাঙ্গতে থাকে। ঘরগুলি মাটির ২ তালা কোনটি ৩ তালা খলার ছাউনি। শেষে ডাকাতেরা প্রথমে নিমাই মাহাতর প্রাচীরে আগুন দেয়। সেই আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ডুগর মাহাত আমাদের খগেন;—তার ঘরে দেখলাম নীচের তলায় কাঁথা চাপা নিয়ে একটি কুটরীতে ৭ জন যেন আরাম করে ঘুমুচ্ছে এবং আর ১টিতে একজন। সেও কাঁথা ঢাকা নিয়ে পড়ে আছে। ভাবলাম এঁরা মনে করেছিল আগুন নিশ্চয় ভিতরে যাবেনা তবে বারান্দাগুলিতে আগুনের স্তুপ গাদা হয়ে আছে। এবং আগুনের ঝলসানিতেই তারা এ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। যারা মারা গেছে তারা সকলেই ডুগরু মাহাতর পরিবারভুক্ত। তাদের নাম—

১। নীরোদ মাহাত— পিতা—ডুগরু মাহাত বয়স—৯ বৎসর
২। ফনি মাহাত— ডুগরুর নাতি " ৮/৯
৩। চম্পক লতা— " মেয়ে " ১৪/১৫
৪। লুধি " " " " ১২/১৩
৫। ফুড়কু " " " " ১০/১১
৬। গুলপা— " নাতনী " ৭
৭। ডুগরুর পুত্র বধু " ৩০
৮। অনন্ত মাহাত হেত্যাকোলের, ডুগরুর নাতি (১৫/১৬) এ ছাড়াও এবং ঘর পুড়েছে ৫টি; ছাগল—৮টি। গোবিন্দ মাহাত, যোগিন্দ মাহাত, খড়ু, ও করুর; ৫টি ঘর, ধান, নিমাই মাহাতর ৮টি ঘর, ধান, জোনার, কুর্ত্তি আর নকুল মাহাত এবং যুগল মাহাতর ঘরে যা ছিল সকলই নিয়ে গেছে।

ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বেশী; সমস্ত গ্রামটিই ধ্বংস হয়ে গেছে। বিহার পুলিশ, এম-এল-এরা তদন্ত করছেন। ডাকাতেরা কেহ কেহ ধরা পড়েছেন।

—·—

সাম্প্রতিক সমীক্ষা

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়)

বিচারকের বিচারক ঃ

গত ২৫শে এপ্রিল ভারতের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শ্রীঅজিত নাথ রায়কে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করায় দেশের বুদ্ধিজীবি ও আইনজ্ঞ মহলে একটা প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। কারণ তিনজন বিচারপতি, শ্রীজে. এল. সেলাট (অবসর গ্রহণের তারিখ ১৩ই জুলাই, ১৯৭৩; শ্রীকে. এস, হেগড়ে (১৯৭৪ এর জুনে অবসর নিতেন) এবং শ্রী এ. এন, গ্রোভার (১৯৭৪ এর মার্চে অবসর নিতেন) শ্রীঅজিতনাথ রায়ের চেয়ে কর্ম্মজীবনে প্রবীণতর। এই প্রথম প্রবীণতার দাবীকে অগ্রাহ্য করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হোল।

আমাদের দেশের কোটী কোটি সাধারণ মানুষ দেশের বিচারব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ বিচার পেতে হলে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়, তার সঙ্গতি সাধারণ মানুষের নেই। সুতরাং নির্বিচারে সবরকমের অবিচার সহ্য করে যাওয়াই অধিকাংশ ভারতীয় নাগরিকের বিধিলিপি। বিচারব্যবস্থা যেখানে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে সেখানে কে প্রধান বিচারপতি হলেন আর কে হলেন না তাতে সাধারণ মানুষের কিছু এসে যায় না। রাবড়ির দুধটা গোরুরই হোক আর মোষেরই হোক, ফেন খেয়ে যে বেঁচে আছে তার চিন্তার কিছু নেই।

কিন্তু কাজটা যেভাবে হোল তাতে চিন্তা একটু হবেই। কারণ দরিদ্র সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধভাবে অন্তত সীমাবদ্ধক্ষেত্রেও বিচারের সুযোগ অর্জন করতে পারে। হুগলীর সামান্য করনিক মিসার কবলে পড়ে হয়তো সারাজীবন মিছাই পচতেন জেলখানায়। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ শক্তি বিচার আদায় করে তাঁকে মুক্ত করলো এবং আরও বহু বন্দীর মুক্তির পথ তৈরী করলো :

তিনজন বিচারপতিকে ডিঙিয়ে শ্রীরায় প্রধান বিচারপতি হলেন। এই নিযুক্তির স্বপক্ষে বলা হচ্ছে, প্রবীণতর ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে, এমন কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। বিচারপতির যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ করার অধিকার সরকারের আছে, একথা প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির ইচ্ছানুযায়ী শ্রীমতী গান্ধী শ্রীরায়ের নাম সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতিকে এই নিয়োগ করিয়েছেন।

প্রবীণতার দাবী সম্পর্কে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক কমিটি এবং প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন, এ ব্যবস্থা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক কমিটির সদস্যরা নিজেদের বুদ্ধির মান (standard) নিয়েই বিচারপতিদের যোগ্যতা বিচার করবেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক কমিটির সদস্যদের বুদ্ধির মানই বিচারপতির যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। ব্যাপারটা কেমন ভয়াবহ চিন্তা করুন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন ও গণটোকাটুকির সোপান বেয়ে সাফল্যের সঙ্গে মনে করুন কেউ দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং অন্যান্যেরা হলেন রাজনৈতিক কমিটির সদস্য। এঁরা কেমন বিচারপতি নিয়োগ করবেন ?

বিদ্যুতের দূত

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে গ্রামে আলো জ্বালার কথা জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন এক বছর আগে। হায়, রায় মশায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতাতেও যদি হতভাগা আলোগুলো জ্বলতো ! আমাদের জেলাতেও এই বিদ্যুতের দূত এসে '৭৩ এর জুনমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সাঁওতালডি'র একটি ইউনিট চালু করার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। দিন এগিয়ে এলো, শোনা গেল শ্রীরায় আসছেন সাঁওতালডিতে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি এলেন না, দুর্গাপুর হিন্দুস্থান ষ্টিলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ী থেকে সপরিবারে নামলেন তাঁর প্রিয়পাত্র সেচ ও বিদ্যুতমন্ত্রী বরকত সাহেব। শ্রীরায়ের না আসার রহস্য বোঝা গেল কয়েক দিন পরে। জুন মাসের মাঝামাঝি সাঁওতালডির ইউনিটটি চালু তো হচ্ছেই না, কবে হবে তাও বলা যাচ্ছে না। বিদ্যুতের দূত তাই বিদ্যুতগতিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন।

গ্রামে গ্রামে আলোর মতো জেলায় জেলায় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সংকল্পগুলিও আলেয়ার মতো পুরান খবরের কাগজের পাতায় পাতায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। পুরান শিল্পগুলিই বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে। গত ১০ই মে শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য বিধান সভায় বলেছেন যে বিদ্যুতের অভাবে গত তিনমাসে পঁচিশটি কারখানায় ৮৮ হাজার শ্রমিককে লে-অফ করতে হয়েছে। বিদ্যুত যেখানে নেই, প্রদীপ সেখানে কী ভরসা দেবে ?

এম, এল, এর প্রতাপ

গত ১০-৪-৭৩ তারিখে (বেলা প্রায় ৪টার সময়) বান্দোয়ান ব্লক অফিসে শ্রীশীতল চন্দ্র হেম্ব্রম, এম-এল-এ স্থানীয় কয়েকজন যুবকসহ সদল বলে উপস্থিত হন। প্রথমে ব্লকের A. E. O র সঙ্গে কথা বলার পর তিনি উত্তেজিত হইয়া ক্যাশিয়ারের নিকট যান। ক্যাশিয়ারের সঙ্গে দু-এক কথা বলার পর তাহাকে ঠেলাঠেলি করিতে থাকেন। অফিসের পিয়ন শ্রীবিজপদ হালদার তাহাকে বাধা দিতে গেলে তাহাকেও ঠেলাঠেলি করা হয়। সরকারী অফিসে এই ভাবে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া হঠাৎ কি কারণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিলেন —তাহাতে লোকে অবাক হয়ে যায়।

আরও জানা যায় যে ইহার পর এম-এল-এ মহাশয় হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া হাসপাতালের জনৈক কর্ম্মীকে কিছুক্ষণ স্নানাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

—·—

মুক্তি

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮০, সোমবার

আমরা কি করতে পারি ?

নিরাশার কথা নয়—তবে যেভাবে চলছে তাতে ভরসাও একটা কিছু কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভরসা অর্থে দেশে যে সমস্ত নীচের তলার অধিবাসীরা রয়েছেন তাদের আহার বিহার যাতায়াত চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে একেবারে যেটুকু না হলে নয়—বর্ত্তমানে সেটুকুরই ব্যবস্থা। এখন এইটাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হয়ে পড়েছে—বস্তুতঃ কোথা দিয়ে কে কি করবে তার কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছেনা—অথচ এগুলি না করলেই নয়।

প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে চলেছে এবং দাম বেড়ে বেড়ে এত উঁচু হয়ে পড়েছে যে সাধারণের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া আর সম্ভব হচ্ছেনা। অথচ ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। শুধু নিম্নবিত্তই নয়—মধ্যবিত্তও আমাদের দেশের জীবনে একটা বাস্তব। এদের ছেলেপুলে নিয়ে দুবেলা অন্ততঃ ভাত রুটিটা খেতে হবে—কৌপীনবস্ত হয়ে চলা ফেরা সম্ভব নয়, ছেলে মেয়েগুলোকে যা হোক স্কুল কলেজে পড়াতে হবে, তারপরে রোগ পীড়া আছেই—কেবল রামনামে অসুখ সারেনা—ডাক্তার হাসপাতাল ওষুধ করতেই হয়। কিন্তু এগুলি আর হয়ে উঠতে পারছেনা—চেষ্টা করেও নয়—যা হচ্ছে যেটুকু হচ্ছে সেটা প্রাণকে পণ রেখে হচ্ছে, অনেক ফন্দী ফিকির করে কোন রকমে হচ্ছে; দুঃসহ অভাবের বিরামহীন আঘাতে নীতিবোধ মর্য্যাদাবোধ বেঁচে থাকবার কোন অবকাশ, কোন পথ পাচ্ছেনা। মহামারীর মতো এর সংক্রমণ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে পড়েছে—শুধু একপুরুষেই নয় পুরুষানুক্রমে।

নেই কি ? লোকসভা, রাজ্যসভা, রাজ্যে রাজ্যে বিধান সভা—কোন কিছুর কমি নেই। রাষ্ট্রপতি আছেন জবরদস্ত প্রধান মন্ত্রী - মন্ত্রীমণ্ডলী; রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ও বশংবদ মন্ত্রীরা,—মহাকরণ, প্রশাসনযন্ত্র জিলায় ব্লকে ব্লকে। অফিসার, হাকিম আদালত পুলিশ, হোম গার্ড, গ্রাম সেবক—সব আছে কিন্তু তবুও যেন একটা নৈরাশ্য চলছে। রেলগাড়ী ঠিক সময়ে চলে না চালাতে পারেনা। সকালের গাড়ী বিকালে এল নয়তো এলইনা। সহরে বিজলী মায়ার খেলা গ্রামে কেরাসীনের অন্ধকার। আইন কঠোর অতি কঠোর—আইন হচ্ছে মন্ত্রী মহাশয় পুঁজিপতি একচেটিয়াদের কঠোরভাবে সাবধান করে দিচ্ছেন—চালের ব্যবসা, গমের ব্যবসা সরকার নিজেরা নিচ্ছেন আর সহরের দারোগা বাবু তার অতিথির জন্য আধসের ময়দা দোকানে দোকানে ঘুরেও পাচ্ছেন না—নেই। মন্ত্রী মহাশয় হাজার হাজার বেকারের চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর বিজলীর অভাবে চালু কল কারখানা বন্ধ হয়ে লাখ লোক বেকার হয়ে পড়েছে। স্বাধীন দেশে আজ পঁচিশ বছর ধরে ঠিকই হলনা শিক্ষা কি হবে শিক্ষার ধারা প্রণালী কি হবে ? আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শেখেনা—টাকা দিয়ে পাশ ফেল করে বেকার হয়ে জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে সমস্ত বোধই হারিয়ে ফেলে। দেশে সমাজে কোন বন্ধন নেই, রাষ্ট্রের শাসন ও নিপীড়ন আছে—ব্যবস্থা নেই। পঞ্চান্ন কোটি দেশবাসী আছে তাদের কোন নেতৃত্ব নেই—কোন আদর্শ নেই।

একটা গবর্মেণ্ট তা যে গবর্মেণ্টই হোক কেবল আইন করে দেশ শাসন করতে পারেনা। বস্তুতঃ আমাদের দেশে আইনের কোন মর্য্যাদাই নেই—যারা আইন করছে তাদের কাছেও নয়—যাদের জন্য আইন হচ্ছে তাদের কাছেও নয়। আমাদের এই গণতন্ত্রে আইন করে গবর্মেণ্ট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা। এ হয় না। রাষ্ট্রায়ত্ত করণ আর সমাজতন্ত্রী করণ - এ এক নয়। আর সমাজতন্ত্র আংশিক হয়না, মিশ্র হয়না ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন বা পুঁজিবাদ রেখে তার নিয়ন্ত্রন দ্বারা হয়না। এ এক অদ্ভুত বৌকাবাজী চলেছে দিনের পর দিন। দেশের শিক্ষিত, বুদ্ধিমান—সবাই সমাজতন্ত্রের কথাই বলে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নাকি ব্যবস্থা করে চলেছেন—আর পঞ্চান্ন কোটি লোক দিনের পর দিন দুরবস্থার থেকে আরও দুরবস্থার দিকে চলে দিব্যি এই সমাজতান্ত্রিক ফাঁকিতে মুগ্ধ হয়ে কপালে চপেটাঘাত করে হাহাকার করে চলেছেন।

জনক্ষেত্রে কোন নেতৃত্ব নেই—ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের যে নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে সংগঠন চেতনা আদর্শ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের গতি সেই দিকে প্রধাবিত করে একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়—সেই নেতৃত্ব নেই। গতি আছে কিন্তু সেই গতিকে সুবিধাবাদ গোষ্ঠিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থে বেদখল করে জাতির স্বার্থকে প্রতিহত করে চলেছে। দেশের যে সর্ব্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস পতন ও অভ্যুদয়ের পথে বর্ত্তমান অবস্থায় যে রূপ নিয়ে চলেছে সেটা অধিকাংশতঃ সুবিধাবাদীদের সমবায় হিসাবে চলেছে। প্রথমতঃ যারা আজিকার কংগ্রেসে এসেছেন—কর্মীরূপে হোক বিধান সদস্য রূপেই হোক আর যে রূপেই হোক তাদের কোন ত্যাগের ভাবনা নেই কর্মের সাধনা নেই আদর্শের প্রেরণা নেই। রাজশক্তি তাদের শক্তির উৎস এবং সমস্ত সংগঠনের মুখ্য লক্ষ্য হল নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র অক্ষত ও অক্ষুন্ন রাখা। একটা সংগঠনকে সংহত করে রাখে একটা বড় আদর্শ—সেই আদর্শের জন্য কর্ম্মসাধনা এবং এই কর্মসাধনার জন্য ত্যাগ ও ত্যাগের ভাবনা। কংগ্রেস এ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত—এর বিপরীতধর্মী উপাদান নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে— যেটা কখনও হতে পারে না। যেখানে কোন আদর্শের সত্যকারের বন্ধন নেই সেখানে ক্ষমতা ও স্বার্থ নিয়ে হানাহানি হবেই। কংগ্রেসের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে এই হানাহানি দেদীপ্যমান ও ক্রমবর্ধমান। একমাত্র নির্ব্বাচনে কোন রকমে জয়লাভ করে স্ব-বিরোধী সুবিধাবাদীদের নিয়ে রাজশক্তির সহায়ে পুনর্নির্বাচনের জন্য সংগঠন করাই—বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে এই সংগঠন থেকে জনগণ প্রকৃত কল্যাণধর্মী কোন ব্যবস্থাই আশা করতে পারেনা—হতে পারেনা। নির্ব্বাচনে জয়লাভ না করতে পারলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ শক্তিহীন ও বিপর্য্যস্ত হয়ে অস্তিত্ব হারাবে। এর নিজের কোন শক্তি নেই, রাজশক্তি এর একমাত্র শক্তি এবং জনগণের অজ্ঞতা ও অচেতনতাই একে রাজশক্তির অধিকারী করে। সুতরাং এর শক্তির ভিত্তিই মানুষের অকল্যাণ ধর্মী উপাদান। এ কি কোন কল্যাণ ব্রতের যোগ্য ?

আজ গভীরভাবে আমরা দেশের চিন্তাশীল, যুবশক্তি ও দেশের প্রকৃত কল্যাণকামীদের দলমত নির্বিশেষে গভীরভাবে এই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্ত মন নিয়ে অনুধাবন করতে বলি। আজ আমরা যে পরিস্থিতির একেবারে কিনারায় এসে পড়েছি এই পরিস্থিতি থেকে সত্যকারের স্বচ্ছ ও সুস্থ জীবন সৃষ্টির দিকে আমাদেরই পদক্ষেপ করতে হবে। একদিনেই হবেনা কিন্তু তার গোড়াপত্তন আমাদেরই করতে হবে। আমাদের বর্ত্তমানের জন্য তো বটেই, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য—জাতির জন্য।

চিন্তা যদি আমাদের এই দিকে প্রধাবিত হয় আমাদের কর্ম্মও সেই অনুযায়ী রূপ নেবে। কি করবনা এইটা যদি কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত করতে পারি তবে স্বাভাবিকভাবেই কি করব - কি করা উচিত তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। কর্ম্মলক্ষ্য নির্ধারণ হলে কর্ম্মপ্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়। সমবেত চিন্তা কর্মলক্ষ্য ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে যে দুর্ব্বার চাহিদা (আর্জ) সৃষ্টি করে সেই চাহিদাই নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। এটা ইউটোপিয়া নয়—এটা বাস্তব ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য।

বি, দাশগুপ্ত

—·—

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার ২৪তম সম্মেলন

গত ৫ই, ৭ই মে '৭৩ নপাড়া হাই স্কুলে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার ২৪তম সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সার্কেল থেকে দেড়শ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্তব্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শিক্ষকদের বিহার আমলের বাকি বেতনাদি আদায়, পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সাথে সাথে উদ্ভূত এই জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের বৃত্তিগত সমস্যা ও নিয়মিত বেতন প্রাপ্তির দাবীতে জেলাগত আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে আগামী বৎসরের কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হন—সভাপতি—শ্রীগৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী, সহসভাপতি—শ্রীরবিলোচন মুখার্জী ও শ্রীকাঞ্চন বরণ পাল, সম্পাদক শ্রীকমলাকান্ত মাহাত সহ সম্পাদক—শ্রীসুধীর মণ্ডল ও শ্রীঅমর মিশ্র এবং কোষাধ্যক্ষ—শ্রীহরিপদ মাহাত।

কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন শ্রীকমলাকান্ত মাহাত, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত, শ্রীপ্রাণনাথ মোদক ও শ্রীসনাতন মাহাত।

মিউনিসিপ্যালিটীর বে-আইনী কাজ

এসেসরের নিযুক্তিটাই বে আইনী : এসেসমেন্টের সমস্ত কাজটাই আইন-বিরোধী

হঠকারী স্বেচ্ছাচারী. বৈষম্য মূলক বে-আইনী ভিত্তিহীন

পুরুলিয়া বার লাইব্রেরী কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত

গত ৫ইমে পুরুলিয়া বার লাইব্রেরী কর্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—ইংরাজীতে সেই মূল প্রস্তাব এবং তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল :—

মূল প্রস্তাব

Resolution No. 7 Notification No. 9

Proceeding of the ordinary general meeting held on 5-5-73 at 9-30 a. m. on the Bar Library premises, Shri B. C. Basu President of the association presided over the meeting.

Members present :—

1. Sri B. C. Basu.
2. Sri K. P. Chatterjee.
3. Sri D. N. Banerjee.
4. Sri D. N. Bhattacharya.
5. Sri J. N. Mukherjee.
6. J. M. Dasgupta
7. Sri D. G. Baxi.
8. Sri K. B Singh Babu.
9. Sri B. N. Chatterjee.
10. Sri J K. Chatterjee.
11. Sri A. Choudhury.
12. Sri S. Sahu.
13. Sri A. K. Bose.
14. Sri N. D. Khan.
15. Sri A. Mandal.
16. Sri Sarat K. Sarkar.
17. Sri B. N. Chatterjee.
18. Sri K. M. Mukherjee.
19. Sri G. Mahato.
20. Sri Satyasray Sarkar.
21. Sri B. Butalia.
22. Sri S. K. Chatterjee.
23. Sri A. K. Mukherjee.

The recent revisional assessment of Municipal holdings within Purulia Municipality on the basis of the annual valuation of individual holdings made by the assessor in the month of March 1973 was considered.

That the assessor was not appointed in accordance with the provisions of law and the entire assessment operation was illegal.

That the assessor completed the work of assessment of the valuation of holdings more than eight thousand within a very short time without personal inspection of the holdings

That it appears from the assessment list that there has been a genaral increase of valuation of holdings from fifty to two hundred percent in which there has been no alteration or improvements of any kind since the last assessment.

That it has also come to the notice of this Association that there has been no increase of the valuation of some holdings in which there has been improvements since the last assessment.

That it also appears that annual valuation of most of the patit lands within the municipality has been increased upto ten times.

That there has been a general dissatisfaction amongst the rate payers regarding the present list.

It is therefore unanimously resolved that the present assessment list being hasty. arbitrary, discriminating, illegal and without basis should be set aside.

Further resolved that a copy of this resolution be forwarded to the—

1) Minister Local Self Government.
2) Deputy Commissioner, Purulia.
3) Administrator, Purulia Municipality.
4) Press.

Sd. B. C. Basu.
President.
5-5-73

(অনুবাদ)

প্রস্তাব নং ৭ নোটিফিকেশন নং ৯

৫-৫-৭৩ তারিখে বেলা ৯-৩০ মিনিটের সময় বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত নিয়মিত সাধারণ সভার কার্যাবিবরণ। এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবি. সি. বসু সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ :—সর্বশ্রী (১) বি. সি, বসু (২) কেপি চ্যাটার্জী. (৩) ডি, এন, ব্যানার্জী, (৪) ডি. এন, ভট্টাচার্য্য (৫) জে. এম. মুখার্জি (৬) জে, এম দাশগুপ্ত (৭) ডি, জি, বক্সী (৮) কে, বি. সিংবাবু (৯) বি এন, চ্যাটার্জি (১০) জে. কে. চ্যাটার্জি (১১) এ, চৌধুরী (১২) এস, সাহু (১৩) এ কে, বোস (১৪) এন. ডি. খান (১৫) এ, মণ্ডল (১৬) শরৎ কুমার সরকার (১৭) বি, এন, চ্যাটার্জি (১৮) কে, এম, মুখার্জী (১৯) জি. মাহাত (২০) সত্যাশ্রয় সরকার (২১) বি, বুটালিয়া (২২) এস, কে চ্যাটার্জি (২৩) এ. কে. মুখার্জী।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ব্যক্তিগত হোল্ডিং এর বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে ১৯৭৩ এর মার্চ মাসে এসেসর কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং এর যে রিভিশন্যাল এসেসমেন্ট করা হয়েছে—তাহা বিবেচিত হল।

যে এসেসর নিযুক্ত করা হয়েছে সেটা বে-আইনী করে করা হয়েছে এবং এসেসমেন্টের সমস্ত কাজটাই আনুপূর্বিক বে-আইনী হয়েছে।

এসেসর হোল্ডিংগুলিকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন না করেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আট হাজারেরও বেশী হোল্ডিং এর মূল্যায়ণের এসেসমেন্টের কাজটা সমাধা করেছেন।

এসেসমেন্টের তালিকা দেখে এটাই প্রতীয়মান হয় যে গত এসেসমেন্ট থেকে যেখানে ঘরবাড়ীর কোন পরিবর্তন অথবা উন্নতি করাই হয়নি সেই-সব হোল্ডিং এর মূল্যাবধারণ এক নাগাড়ে শতকরা পঞ্চাশ থেকে দুইশত হারে বাড়ান হয়েছে।

এই এসোসিয়েশনের গোচরে এই তথ্যও আছে যে গত এসেসমেন্টের পরে বহু হোল্ডিং যেগুলির যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে সে সমস্ত হোল্ডিং এর মূল্য কিছুই বাড়ান হয় নাই।

এটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে—মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বেশীর ভাগ পতিত জমির বার্ষিক মূল্যাবধারণ একেবারে দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান এসেসমেন্ট লিষ্ট সম্বন্ধে রেট পেয়ারদের মধ্যে একটা ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হল যে—যেহেতু বর্তমান এসেসমেন্ট লিষ্টটা হঠকারী স্বেচ্ছাচারী বৈষম্যমূলক বে-আইনী এবং সর্ব-প্রকার ভিত্তিহীন সেজন্য এই লিষ্ট বাতিল করা উচিত।

আরও প্রস্তাব করা হল যে এই প্রস্তাবের এক কপি নিম্নলিখিত স্থানে পাঠান হোক—

(১) স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী (২) ডেপুটি কমিশনার, পুরুলিয়া (৩) এডমিনিষ্ট্রেটর পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী (৪) সংবাদ পত্র।

বি, সি, বসু
প্রেসিডেন্ট

৫-৫-৭৩

——•——

সঙ্কলন

বাঙলা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা

১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুসারে দেখা যায় বর্তমানে বাঙালীরা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী। হিন্দীর পরের স্থানই বাঙলার।

হিন্দী— ১৬,২৫,০০,০০০
বাঙলা— ৪,৪৭,৯২,০০০
তেলেগু— ৪,৪৭,৫২,০০০
তামিল ৩,৭৬,০০,০০০
উর্দু— ২,৮৬,০০,০০০

উর্দুর স্থান ষষ্ঠ। কিন্তু ভারত সরকার থেকে শুরু ক'রে বিহার সরকার পর্য্যন্ত সবাই উর্দুর প্রতি যতটা মনযোগ ও সুযোগ সুবিধা দিতে তৎপর হয়েছেন, দ্বিতীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা তার ভগ্নাংশও পাচ্ছে-না। উর্দু কমিশনের মত একটা বাঙলা কমিশনও কেন নিযুক্ত করা হচ্ছেনা, এর জবাব আমরা আজও পাইনি। উর্দু ভাষার চেয়ে বাঙলা কিছু কম বিস্তৃতাঞ্চলে ছড়িয়ে নেই। বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী বাঙলা-ভাষীদের সংখ্যা হ'ল—

পশ্চিমবঙ্গ—৩,৭৬,০০,০০০
আসাম— ২৯,০০,০০০
বিহার— ১৯,৫৫,০০০
ত্রিপুরা— ১০,০৭,০০০
ওড়িষ্যা— ৩,৩১,০০০
মধ্যপ্রদেশ— ২,৩৪,০০০

বিহারে বাঙলাভাষীদের সংখ্যার ওঠানামা লক্ষ্য করার মত। শেষ দিকের আদম সুমারীর হিসাবে কারচুপি না থাকলে জনসংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও বাঙলাভাষীদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল কি ভাবে? গত ৫ বছর যাবৎ এ নিয়ে আন্দোলন করার ফলে বিহারে বাঙালীদের সংখ্যা গত আদম সুমারীর তুলনায় এক লাফে দেড় গুণের বেশী উঠে গেছে।

বিভিন্ন সেন্সাসে বিহারের বাঙলাভাষীর সংখ্যা নিম্নরূপ—

১৯১১—২১,৭৬,৬২০
● ১৯২১—১৫,৭৭,৪৭২
১৯৩১—১৮,১৬,৩০২
১৯৫১—১৭,৪৭,১৫১
১৯৬১—১১,৬৪,১৩৭
১৯৭১ ১৯,৫৫,০০০

● বিহার থেকে ওড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সংখ্যার হ্রাস হয়েছিল।

১৯৭১-এ বিহারে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা হ'ল নিম্নরূপ -

● হিন্দী - ১,৯৭,৮৭,০০০
উর্দু— ৪৯,৯৯,০০০
বাঙলা— ১৯,৫৫,০০০
পাঞ্জাবী— ৭,৮০,০০০
ওড়িয়া— ৩,৪৪,০০০

● এতে হিন্দী থেকে ভিন্ন ভাষা হওয়া সত্ত্বেও মৈথিলী, মগহী, ভোজ-পুরীকেও সম্মিলিত করা হয়েছে।

কলকাতা পৌর সভার ১৯৭২-৭৩ এর বর্ষপঞ্জী অনুসারে কলকাতার প্রধান-প্রধান ভাষাগোষ্ঠী হ'ল—

বাঙলা—১০,৪৭,৪৮৯
হিন্দী— ৫,১২,৬৩০
উর্দু— ২,৩৭,৩৯৩
ওড়িয়া— ৩৭,৫০১
পাঞ্জাবী— ১৫,৪০৬
তামিল— ৭,৩৫৫
অসমীয়া— ২০৩

'সন্দিপ্তা' – (পাটনা) ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৩

সুতোর অভাবে তাঁতিদের কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। রুজি রোজগার বন্ধ। এদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে। ন্যায্য মূল্যে সুতা পাওয়া যায়না। এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারেনা বা চলা উচিতও নয়। দরিদ্র তাঁতীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন আগে এই জেলার বিভিন্ন থানা ও অঞ্চল থেকে শত শত তাঁতী বাঁকুড়া শহরে যান ও শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন। পরে তাঁরা বাঁচার দাবীতেও ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহের দাবীতে জেলা শাসক মহাশয়ের অফিসের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে যৌথভাবে জেলা শাসক মহাশয়ের নিকট একটি স্মারক লিপি প্রদান করেন। জেলা শাসক মহাশয় যতশীঘ্র ও যতদূর সম্ভব এ বিষয়ে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁতিদের দুর্দ্দশা দূর করার জন্য অবিলম্বে ন্যায্য মূল্যে চাহিদা মত সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুতার অভাব যে শুধু বাঁকুড়া জেলায়, তা নয়। শান্তিপুরেও সুতার অভাবে তাঁতিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে এই রাজ্যে সুতার অভাব দূর করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 'অভিযান'—বিষ্ণুপুর

● ● ● ●

মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসের দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি

কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখর্জী গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল জলপাই-গুড়ির উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করেন। তিনি সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিকও পরীক্ষা করে দেখেন। ১৩ই কংগ্রেস অফিসে তার উপস্থিতিতে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কংগ্রেসের দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। একপক্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসীদের সংগঠন থেকে বের করে দেবার দাবী করেন। কিছু কিছু কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত কনট্রাকটারদের সঙ্গে অশুভ আতাতের অভিযোগ, টাকা নিয়ে মদের দোকানের লাইসেন্স দেবার অভিযোগও করা হয়।

১৪ তারিখ সকালে সার্কিট হাউসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, তারপর গালিগালাজ ও ধস্তাধস্তি হয় মন্ত্রী মহাশয় ঘটনাটি রাজ্য নেতৃত্বকে জানাবেন বলে বলেন। 'জনমত'—জলপাইগুড়ি

● ● ● ●

আসামের শত শত সংখ্যালঘুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সংবিধানের শুদ্ধতা রক্ষা করা যায়না। ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি সংবিধানে দেওয়া আছে। অথচ আসামে ভাষার প্রশ্নে শত শত বাঙ্গালীকে হত্যা করা হচ্ছে, নারী নির্যাতন হচ্ছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেন্দ্র কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেনা। পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ মন্ত্রীসভাও কোন প্রতিবাদ করেনি। এটা দুঃখের কথা যে বাঙালী মালিকানায় বাংলা পত্রিকা আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতীও কোন সংবাদ ছাপেনি বা প্রতিবাদ করেনি। 'জনমত' জলপাইগুড়ি

——•——

বান্দোয়ান থানার চিলাগ্রামে অনাহারে মৃত্যু

১। ননীবালা ভুঁঞা স্বামী ৺ভীম ভুঁঞা, গ্রাম—চিলা পোঃ—জিতান থানা বান্দোয়ান, বয়স—৭৪/৭৫। ননী অনাথিনী ছিলেন বাড়ীতে আর কেহ ছিলনা জিঃ আরই ছিল তাঁর একমাত্র জীবিকার সম্বল। দীর্ঘ তিন চার মাস জিঃ আর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিয়া চলিতে ছিল। চলৎশক্তিহীন হইলে পর আর হাটাহটি করিতে না পারিয়া দীর্ঘ কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর গত ৪ঠা বৈশাখ ১৩৮০ সালে তাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

২। উক্ত গ্রামে আর ১ জন শ্রীযুক্তা যমুনা বালা বাউরী স্বামী শ্রীললিত বাউরী গ্রাম ঐ চিলা বয়স ৪১/৪২ বৎসর। স্বামী একমাত্র রোজ-গারী ঘরে ৬/৭ জন ছেলে মেয়ে তার মধ্যে কোনদিন কাজ জুটে কোনদিন জুটে না। এর আগে ছেলে কিরিটি জিঃ আর পাইত তাতে কোন রকমে চলিত। ৩/৪ মাস জিঃ আর বন্ধ কাজও তেমন নেই তাই দীর্ঘদিন ছেলেদের খাওয়ার পর বাঁচলে নিজেও খায় নচেৎ অনাহারে থাকে। এই অবস্থায় গত তিন মাস অনাহার অর্দ্ধাহারে থেকে থেকে ১৭ই বৈশাখ তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রামটিতে আরও ১০/১২ জন এইরূপ অবস্থায় মৃত্যুর দিন গণিতেছে।

——•——

বান্দোয়ান পুলিসের লক্ষ্য কি লোক সেবক সংঘ ?

(প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাঝরাত্রে হলুদবনীতে দারোগাবাবুর আতঙ্ক সৃষ্টির কাহিনী

একদিন (অর্থাৎ গত ২৫-৪-৭৩ তারিখে) মাঝরাত্রে (রাত্রি ১টার সময়) বড় দারোগা বাবু শ্রীশক্তিপদ ঘোষ অভিরামদের গ্রামে হলুদবনীতে পুলিস-বাহিনী সহ হানা দিয়ে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী শ্রীঅভিরাম মাহাতর বাড়ী এবং সংঘেরই কর্ম্মী আরো দুজনের বাড়ী—শ্রীগোপাল চন্দ্র মাহাতর বাড়ী ও শ্রীমদন চন্দ্র মাহাতর বাড়ী ঘেরাও করেন। মাঝরাত্রে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের ঘুম থেকে উঠিয়ে, ডাকাত পড়ার মত আতঙ্ক সৃষ্টি ক'রে—ঐ সকলের বাড়ীতে হৈ হুল্লোড়, গালমন্দ, খানাতল্লাসী প্রভৃতি ক'রে—বড় দারোগা বাবু হুমকী দিয়ে এসেছেন যে, তোমরা চোর ডাকাত পুষছ ঘরে শবরদের আশ্রয় দিচ্ছ—চোরাইমাল রাখছ—তোমাদের শীঘ্রই মামলায় চালান দেওয়া হচ্ছে।

কারা চোর ডাকাতের সহায়কারী : আর কারা শান্তিপ্রিয় সমাজসেবী ?

চোরাইমাল এরা রাখেনা—এরা চোর ডাকাত পোষে না—সুতরাং এদের বাড়ীতে চোরাই মাল বা চোর ডাকাত পাবার কোনো প্রশ্ন নেই। এরা কর্ম্মহীন ভাল মানুষদের আশ্রয় দিয়ে তাদের সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এই অপরাধ। আর যে সরকার ও তার পুলিস আসল অপরাধীদের পুষছেন—সাংঘাতিক অপরাধসমূহের নায়কদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন—তাদের কোনো ক্ষমতা নেই কর্ম্মহীন পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাজ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার। তারাই আজ তাদের নিজেদের আসল অপরাধ, অপরাধীদের প্রতি তাদের সহায়তার কাজ ঢাকবার জন্য অপর শান্তিপ্রিয় মানুষদের, অপর সমাজসেবী দলের ওপর চড়াও করছেন। আপনারা কেউ কি আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ চান ? তাহলে আমাকে লিখিতভাবে জানান—আমি প্রমাণ দোব।

সংঘের সহায়ক কর্ম্মী একটি শবরের দুর্গতি

একজন শবরভাই এর অপরাধ যে, সে সংঘের সহায়ক। নাম তার শ্রীসনাতন শবর। ঐ থানার পুলিস-বিধাতারা সনাতনকে সম্প্রতি চালান দিয়েছেন চুরি ডাকাতির অপরাধে জড়িত করে। আমাদের সকলে সনাতনকে জানেন যে, সে ঐসব কাজ করার লোক নয়। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে ঐ কথা বললে তো হবে না। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সমাজতান্ত্রিক বিচারের খাঁড়া তো উদ্যত আছেই! কে খাঁড়া পাচ্ছে আর কে ছাড়া পাচ্ছে—তাতো দেশের লোক আজ সবই জানেন। আজ চুরি ডাকাতির ভাগ নিয়ে যাঁরা স্ফূর্ত্তি করছেন—তাঁদের রেকর্ড পরিষ্কার রাখবার জন্য দু-চার জন নিরপরাধ সনাতনকে তো বলি হতেই হবে!

চিল্‌হা গ্রামের লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের ওপর সমাজতান্ত্রিক খাঁড়া

এই গ্রামে যাঁরা সংঘের কর্ম্মী, যে সব অধিবাসী লোক সেবক সংঘের কাজে এগিয়ে আসেন—তাঁদের ঘর প্রতি ২/৩ জনকে ১০৭ ধারার আসামী ক'রে ১৭ জনকে সম্প্রতি এক মামলায় জড়িত করা হয়েছে। এঁদের মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে যদি আমি বলি তবে শ্রীমতী ইন্দিরাজীর শাসনের প্রিয়পাত্র এহেন শ্রীশক্তিপদ ঘোষের পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অপরাধে আমি অপরাধী হ'য়ে পড়বো। এই রকম সব দারোগাদের মহান কীর্ত্তির যে ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে তারজন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দলবল খুব উল্লসিত হ'তে পারেন ; কিন্তু দেশের পুলিস সম্পর্কে ২৫ বছরের স্বাধীন জীবনেও মানুষের ধারণার পরিবর্তন না হ'য়ে কেন আরো খারাপ ধারণা হ'য়ে যাচ্ছে—শ্রীমতী ইন্দিরাজীর সমাজতন্ত্রকে তার বিচার ক'রে দেখতে হবে।

ছোট পড়াশ্যায় সংঘ কর্ম্মীর ওপর পুলিসী উপদ্রব ও মারপিট

সম্প্রতি ছোট পড়াশ্যায় শক্তিবাবুর সাকরেদ ছোট দারোগা বাবু ঐ গ্রাম গিয়ে লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীকৃষ্ণ মাঝি ও তার ছেলেদের ওপর মারপিট করেন। সে তার নিজের লাগানো, তৈরী করা; নিজের ক্ষেতের ধান নিজের ঘরে তুলেছিল। ছোট দারোগা বাবুর কোনো এক পেটোয়া ব্যক্তি নাকি ঐ ধান নিজের ব'লে দাবী করেছিল, এবং তা' পাবার জন্য আব্দার ধরেছিল। প্রিয় পাত্রের সেই আব্দারের কারণেই ছোট দারোগা বাবু এই অভিযানে গেছলেন, না, জাল এক দাবীদার খাড়া ক'রে, থানা থেকে চক্রান্ত ক'রে লোকসেবক সংঘের কর্ম্মী ধোলাইএর ব্যবস্থা করা হয়েছিল—তা বিচার্য্য বিষয়। তবে ঐ থানার জনসাধারণের অভিমত এই যে, নিষ্ঠাবান, আদর্শবান, বহু সংগ্রামে দুঃখবরণকারী, দেশ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ মাঝির পায়ের ধুলো যদি থানার ও, সি, বা ছোট দারোগা নিতেন তবে তাঁরা ধন্য হতেন। এই মানুষকে এঁরা মারছেন! শ্রীমতী ইন্দিরাজীর তথাকথিত সমাজতন্ত্রে মানুষের মর্য্যাদা, সম্মান, নিরাপত্তা ব'লে আজ কোথাও কিছু নেই। সত্যিই, এঁরা যা—তাতে তা' আশাও করা যায় না।

শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে যে সুপারিশ আমরা আশা করছি

বান্দোয়ানের দারোগাবাবুদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। এবারে এই পর্য্যন্ত দিলাম। আগামী বারে আরো কিছু এবিষয়ে দোব। এই অভিযোগগুলি প্রকাশ করছি—দেশের মানুষ বিচার করে দেখবেন সেইজন্য। পুলিসের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচার, উপদ্রব, অমর্য্যাদা প্রভৃতির তদন্ত বা বিচার রাজ্য পর্য্যায়ে বা কেন্দ্র পর্য্যায়ে, বর্ত্তমান শাসকদের দ্বারা হবে ব'লে আশা নিয়ে বা তার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছি না। আমি জানি, এর বিচার তো হবেই না—বরং এই অভিযোগ সমূহ প'ড়েই আমাদের গুণগ্রাহী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু শ্রীমতী ইন্দিরাজীর কাছে সুপারিশ ক'রে পত্র দেবেন যে,—এহেন সুযোগ্য ও, সি শক্তিবাবুকে আগামী বাৎসরিক খেতাব বিতরণ অনুষ্ঠানেই একটা পদ্ম-বিভূষণ বা ঐ গোছের কিছু দিয়ে পশ্চিম বাংলার মুখ উজ্জ্বল করা হোক।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে বলরামপুর থানার অন্তর্গত উর্ম্মা হাটে মাশুল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রতি কেজি তরকারীতে ৩ পয়সা হিসাবে মাশুল আদায় করিতেছেন। আমি গত শুক্রবারে হাটে ১৪ কেজি উচ্ছা লইয়া গিয়াছিলাম, হাটের মালিক ১৫ পয়সা মাশুল দিতে হইবে, শুনিয়া আমি প্রতিবাদ করিলাম যে আপনি মাশুলের চার্ট না দেখাইলে ১৫ পয়সা মাশুল দিব না।

কাঠের মাশুল—যে বিক্রয় করিতেছে তাহার নিকটও মাশুল লইতেছে আর যিনি ক্রয় করিতেছেন তাহার নিকটও মাশুল লইতেছে। ইহাদের কোন বোধাবোধ নাই। হাটের মালিকের আইনে কাপড় ব্যবসায়ীদের মাশুল অত্যন্ত কম কিন্তু কোন ব্যবসায়ী ২০০/৫০০ টাকার মাল বিক্রয় করিয়া ৫০/৬০ পয়সা মাশুল দেয় এবং চাষীদের উপর সকলের থেকে মাশুলের চাপটী বেশী দেওয়া হইতেছে। আর মাশুলের চার্ট যেন হাটে বোর্ড তৈরী করিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় তার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

শ্রীঅধর চন্দ্র মাহাত

সাং—মালডি

পাওয়া গিয়াছে

গত ৯/৫/৭৩ তারিখে ১টি রুপার হার ও ১টি সোনার জিনিষ পাওয়া গেছে এবং পুরুলিয়া সদর থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। মালিক উপযুক্ত প্রমান দিয়ে নিয়ে যাবেন।

বিনীত

শ্রীশিবলাল পাঠক, শ্রীরঘুনাথ মুখার্জী

নামোপাড়া, পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ২১শ সংখ্যা | সোমবার, ২১শে মে, ১৯৭৩ ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

নীতি

নীতির বন্ধন করোনা লঙ্ঘন, রাজশক্তি সার প্রজার রঞ্জন,
হইয়ে রক্ষক হয়োনা ভক্ষক, অবিচারে রাজ্য থাকেনা কখন।
করেছ কলুষে এরাজ্য অর্জন, কলুষে কদ্মাষে করোনা শাসন,
অবাধে হবেনা দুর্বল দমন, দুর্বলের বল নিত্য নিরঞ্জন।
ধ্বংস কংসাসুর-যদু বংশদল, চন্দ্র সূর্য্যবংশ গেছে রসাতল,
গৌরব বিহীন পাঠান মোগল, হয় পাপ পথে সবারি পতন।
কাল জলধিতে জলবিম্ব প্রায় উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়,
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়, আবার পতনে লাগে কতক্ষণ।

—হেমচন্দ্র সেন

—:(০):—

পেন্সনের আবেদনকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সর্বভারতীয় পরিস্থিতি

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতি রাজ্য থেকে কত আবেদন পাওয়া গেছে এবং প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহের কতগুলির কিভাবে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার একটা সাম্প্রতিক সর্বভারতীয় হিসাব প্রকাশ করা হল। সংখ্যাগুলি ইংরাজী সংখ্যাই রাখা হয়েছে। এই তালিকাটি কলিকাতার ফ্রিডম ফাইটার্স এসোসিয়েশন থেকে পাওয়া গেছে।

পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত আবেদনকারীদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে তাদের তালিকা সত্বর প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাজনৈতিক পেন্সনের আবেদন পত্র—রাজ্যবারী সর্ব্বভারতীয় পরিসংখ্যান

	প্রাপ্ত	তৈয়ারী কৃত	মঞ্জুর	বাতিল	নিষ্পত্তি কৃত	স্পষ্টি করণের প্রয়োজন
আন্দামান ও নিকোবার	7	7	—	—	—	7
অন্ধ্র প্রদেশ	9139	3456	2076	875	2749	707
অরুণাচল	—	—	—	—	—	—
আসাম	4420	1788	847	149	996	792
বিহার	12756	4399	3264	173	3437	962
চণ্ডিগড়	135	90	37	7	44	43
দিল্লী	2127	1504	901	96	997	507
গোয়া	1106	561	162	312	394	167
গুজরাট	4117	1915	1011	628	1639	276
হরিয়ানা	3770	888	507	725	79	309
হিমাচল প্রদেশ	1351	151	58	5	63	88
জম্মু ও কাশ্মীর	902	351	74	7	81	270
কেরালা	4751	1528	649	274	923	605
মধ্যপ্রদেশ	3973	1818	791	497	1258	630
মহারাষ্ট্র	12196	7702	5394	916	6310	1392
মনিপুর	244	93	14	1	15	78
মেঘালয়	96	79	30	9	39	40
মিজোরাম	2	2	2	—	2	—
মহীশূর	9250	3089	1749	259	2008	1081
নাগাল্যাণ্ড	2	2	—	—	—	2
উড়িষ্যা	3909	3249	1507	940	2447	802
পণ্ডিচেরী	387	361	147	121	268	93
পাঞ্জাব	10934	2791	1621	22	1643	1076
রাজস্থান	1696	709	220	96	316	393
তামিলনাড়ু	10085	3877	1872	621	2493	1384
ত্রিপুরা	900	351	83	3	86	263
উত্তর প্রদেশ	19292	10994	5917	988	6905	4089
পশ্চিমবঙ্গ	14631	5593	3210	475	3085	1905

——)০(——

সঙ্কলন

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা থেকে কিছু ঘটনা অভিমত প্রভৃতি উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। পশ্চিম বাংলায় সাধারণ পরিস্থিতি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কি রকমভাবে দেখা হচ্ছে—এবং তার দ্বারা অবস্থার গতি প্রকৃতি কি ভাবে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

এগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দলমত নির্বিশেষে সম্পাদকীয় থেকে দেওয়া হল। কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট অংশ কেবল উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

দেশ ও দল

ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস এই সংকটে কী প্রতিবিধান নিচ্ছে? কংগ্রেস অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করছে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি করে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়, বিহারে—অন্যত্রও। কংগ্রেস নেতৃত্বের নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্মীদের কোন চিন্তার সহযোগিতা আছে বলেও মনে হয় না। এক আশ্চর্য ধরণের অজ্ঞতা বিরাজ করছে, দেশ ও দল সম্বন্ধে কংগ্রেসী মহলে। তারা নিজেদের এতটা নিরাপদ মনে করছেন যে দেশের সংকট সম্বন্ধেও তারা একদম উদাসীন। কোন প্রকার গঠনমূলক কাজে গভীরভাবে লিপ্ত করার কোন নীতি নেই। বেকার সমস্যা দূর করতে হলে যে বিরাট কর্ম্ম কাণ্ডের প্রয়োজন হয়, খাদ্য নিয়ে লুটতরাজ বন্ধ করতে হলে যে শেষ পর্যন্ত কৃষি ক্ষেত্রে বিপুল উৎপাদন বাড়াতে হয়, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি সব কিছুতে নবজাগরণ আনতে হলে যে দেশের যাবতীয় শ্রমশক্তি বুদ্ধিশক্তি যুবশক্তি সবটাকে নিয়ে একটা বিরাট গঠনমূলক আন্দোলন ও কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্টি করতে হয়, সেদিকে এদের একটা মৌখিক সমর্থন ছাড়া অন্য কোন সত্যিকার ইচ্ছা দেখা যায় না। যদি ইন্দিরা গান্ধীর পতন কেউ ঘটায়, তবে এরাই তা করবে বলে মনে হয়।

—কম্পাস (কলিকাতা)

কংগ্রেস আবার টুকরো হবে?

গত ৬ই মে যুগান্তর পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সম্মেলন আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতায় বলেছেন, "কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে অশুভ প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে"। তিনি আরও বলেন গত ১৩ মাসে জন সাধারণের জন্য যা করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। "সরকার আছে বলেই সংগঠন আছে"।

ঐ সভায় প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক শ্রীনুরুল ইসলাম বলেছেন—"বিচ্ছিন্নবাদীরা কংগ্রেসের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আমাদের মধ্যে কয়েকজন অতুল্য ঘোষ হতে চাইছে। যুব ছাত্র এবং কয়েকজন মন্ত্রী ও এম-এল-এ রাও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নির্দ্দেশ মানছে না।"

আমরা দেখছি বীরভূমেও কংগ্রেসের গোষ্ঠিতন্ত্র চরমে উঠেছে। যে কোন সময় সংঘর্ষও হতে পারে, যেমন হয়েছে রাজ্যের অন্য স্থানে। যুব ও ছাত্রগোষ্ঠিও বিক্ষুব্ধ। সভা সমিতি আর আত্ম প্রচারের প্রতিযোগিতা চলছে। অচেনা বা অল্প চেনা কংগ্রেস কর্ম্মী যাদের দেশ সেবার ঐতিহ্য নাই তাদের নামে 'যুগ যুগ জিওর' দেওয়াল লিপি পড়ছে। রাজ্যস্তরের নেতাদের মধ্যেও ফাটল দেখা যাচ্ছে। নইলে তারাও সব জেনে শুনে চুপ থাকছেন কেন। বলছেন—সামান্য বিরোধ গণতান্ত্রিক দল মাত্রেই থাকে। আমাদের প্রশ্ন বিরোধ কি নিয়ে, নীতি কার্যক্রম নিয়ে না ক্ষমতা নিয়ে।

অতুল্য ঘোষের আমলেও এ জিনিষ দেখা গিয়েছিল ফলে কংগ্রেসের কবর হয়েছিল, সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এরপর একের পর এক ঘটনা এগিয়ে চললো। কংগ্রেস ভেঙ্গে বাংলা কংগ্রেস হল। আবার দু টুকরো হয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নব কংগ্রেসের সৃষ্টি হল সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য নিয়ে। সংগঠন বা আদি কংগ্রেসও থাকলো সংখ্যা লঘিষ্ট হয়ে। প্রিয় সুব্রতর যুব গোষ্ঠী যুব সংগঠন করে নব কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করলো। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হল। উল্টো দিকে বামপন্থী জোট স্ববিরোধে খান খান হয়ে গেল, জনতা সব দেখেছে। আজও দেখছে বহু আশায় নব কংগ্রেসকে গদিতে বসিয়েও তারা ব্যর্থ হয়েছে। দেশকে কেউ ভাল বাসেনা বাসে গদীকে। সবার মুখে গরীবী হটানর বুলি আর কাজে টাকা রোজগারের ধান্দা। মন্ত্রীরা নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য জনসাধারণের প্রদত্ত টাকা অকাতরে খরচ করছেন। আর বলছেন সমাজতন্ত্র আনবার জন্য নাকি রাত্রে তাদের ঘুম নেই। প্রতিফলে বামপন্থী দলগুলি আবার আসরে নেমেছে। এতেও শাসক দলের চেতনা হচ্ছে না দেখে আমরা বিস্মিত।

—ময়ূরাক্ষী (বীরভূম)

অপদার্থ সরকার

এই অযোগ্য অপদার্থ স্বার্থ সর্ব্বস্ব ক্ষমতালোভী মন্ত্রীতন্ত্রের হাত হইতে দেশের প্রশাসন অন্ততঃ শিল্প, বাণিজ্য ও উন্নয়নকে রক্ষা করিতে না পারিলে সমগ্র দেশ দ্রুত দুর্দ্দশার গভীর অন্ধকূপে পতিত হইবে। কিন্তু তাহা করিবে কে? মন্ত্রীদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু দায়িত্ব নাই। সরকারী প্রকল্পগুলি দিনের পর দিন লোকসান দিতেছে, কিন্তু কৈ তাহার জন্য ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিতাড়িত হইতেছেন না এবং জনগণও তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া পদত্যাগ দাবী করিতেছেনা। বিদ্যুৎ সংকটে শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হইতে চলিয়াছে ও বৃহত্তর কলিকাতার নাগরিকদের প্রাণ ও ওষ্ঠাগত হইয়াছে কিন্তু তবু কৈ বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে শহীদ মিনারের নীচে দাঁড় করাইয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইতেছেনা? খাদ্যাভাবে পশ্চিমবঙ্গ জর্জ্জরিত করিতেছে, রেশনে অখাদ্য চাল দেওয়া হইতেছে তবু তো কেহ খাদ্যমন্ত্রীকে ঘাড় ধরিয়া মহাকরণ হইতে বাহির করিয়া দিতে অগ্রসর হইতেছে না। অস্থায়ী পৌর মন্ত্রী জঞ্জাল সাফ না হওয়ায় পৌর কমিশনারের গৃহে জঞ্জাল ফেলিবার জন্য ছয় লরি ভর্তি জঞ্জাল লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নাগরিকদের নিকট মন্ত্রী হিসাবে তিনিই তো দায়ী, তবু তো কেহ তাঁহার গৃহে জঞ্জাল ফেলিবার কথা চিন্তা করিতেছে না। আর সর্ব্বোপরি মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যখন তাঁহার নিজের দলীয় সদস্যরা পর্যান্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছে এবং তিনি নিজেও বিনাবিচারে আটক রাখিবার আইন ব্যতীত রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এখনও পদত্যাগ করিতেছেন না। সর্বনিকৃষ্ট সমাজদ্রোহী হিসাবে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে 'মিসায়' আটক করিয়া রাখিবার দাবী তো উঠিতেছে না।

অজয় মুখার্জি একবার প্রকাশ্যে নিজের সরকারকে বর্ব্বর সরকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সরকারকে অপদার্থ সরকার বলিয়া ঘোষণা করিবার সৎসাহসটুকুও আজ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নাই।

—যুগজ্যোতি (কলিকাতা)

'বাক্য' নয় 'কাজ'

বক্তৃতা, সম্মেলন, পরিকল্পনা, মিছিল ও নানা রূপ প্রতিশ্রুতির অভিনয় আমরা রাজনৈতিক মঞ্চে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু সমস্যা যেখানে ছিল সেই খানেই রহিয়াছে বলিলে ভুল করা হইবে—নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে।

● ● ● ●

হা অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে যাইতেছে। উচ্চ পর্য্যায়ের কমিশন বসাইয়া গরীবের মুখে হাসি ফোটানো যাইতেছে না। কিন্তু আন্তরিকতা যে নাই সেই কথা বলিতেছি না। কিন্তু আন্তরিকতা থাকিলে কি হইবে দূরদৃষ্টির অভাবে কোন প্রতিশ্রুতিই ফলপ্রসূ হইতেছে না। ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্ব্বাচনের প্রাককালে 'গরীবী হঠাও' এর যে শ্লোগানে গরীবের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা ক্রমেই হতাশায় পরিণত হইতেছে। জিনিস পত্রের দাম আকাশচুম্বী, লেখা পড়া শিখিয়া লক্ষ লক্ষ বেকার অফিসে অফিসে ধর্ণা দিয়াও জীবন ও জীবিকার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছে না অথচ যাঁহারা মাসে মোটা বেতন পান তাঁহারা ওভার টাইম করিয়া বেতনের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহাই হইল ট্রাজেডি। কে কোথায় বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা কত হাজার টন কাগজে ছাপানো হইল ইহাতে সাধারণ মানুষের কিছুই যায় আসে না। সাধারণ মানুষের দাবী হইল মোটা ভাত ও মোটা কাপড়। যাঁহারা দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়া লোকসভা ও বিধান সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন 'মোটা ভাত' ও 'মোটা

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, সোমবার

আমরা কি কোন অসভ্য ও বর্ব্বর রাজত্বে বাস করছি?

নিম্নলিখিত ঘটনাটি যদিও অভিযোগ হিসাবে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিল—আমরা সেটা সম্পাদকীয় হিসাবেই দিলাম—সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্বে। এই ঘটনার প্রত্যেকটি কথাই সত্য।

এখানে জেলার প্রশাসন ও শান্তি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জেলাধীশ ডেপুটি কমিশনার মহাশয় এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। আমরা এদের আহ্বান করে বলছি—এরা আছেন কি করতে? হয় এই সবের প্রতিবিধান ও প্রতিকার করুন—নয়, যদি তারা এই সমস্ত ঘটনা সত্য নয় বলে মনে করেন—তা হলে সম্পাদকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। কারণ বর্বরতার অভিযোগ পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে। পত্রিকায় এই ঘটনা প্রকাশিত হবার পরে তাদের বলতে হবে—হয় এটা মিথ্যা, নয় তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। থানায় থানায় বড় বড় অক্ষরে টেন কমাণ্ডমেণ্ট টানান আছে; মাঝে মাঝে রোটাণ্ডাতে সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রীকে এরা আশ্বস্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 'ফলষ্টাফ' ও 'ডনকুইক্সোটের' সমন্বিত ভূমিকায় সমস্ত সরকার ও সরকারী যন্ত্রটাকে হাস্যাস্পদ, বর্ব্বর ও অপদার্থ করে গরীবের পীড়ণ যন্ত্রে পরিণত করেছেন।

আর এই জেলার কয়েকজন বিধান সভার সদস্য ও দুটি লোকসভার সদস্য সভার শোভাবর্ধন ও নিজেদের অর্থভাণ্ডার বর্ধন করে চলেছেন। বস্তুতঃ আমরা পূর্ব্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে এমন একটা অপদার্থ দল বিধান সভার সদস্য হিসাবে ও লোক সভার সদস্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হয়েছেন যে এরা সমস্ত অপদার্থতাকে ম্লান করে দিয়েছেন। এদেরই বা দোষ কি? অর্থ, প্রলোভন, অজ্ঞতা, অচেতনতা ও বিভ্রান্তির ক্রীড়ণক রূপে দেশের জনসমষ্টি এদের নির্ব্বাচন করেছে—সুতরাং দেশবাসীরাও ধন্য!

তা হলেও সমস্ত অতিক্রম করে মানবতা ও জাতীর গতিপথ সম্বন্ধে অনেকেই তাদের দায়িত্ব এখনও বিসর্জ্জন দেয় নাই এবং দেবেওনা। আমরা প্রকাশিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যা অভিমত প্রকাশ করছি—তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তাকে বিচার করতে হবে। মন্ত্রী হোন, আইনসভার সদস্য হোন, জেলার সর্ব্বোচ্চ অফিসার হোন বা পুলিশ কর্মচারীই হোন আমরা যা অভিমত প্রকাশ করলাম এ বিষয়ে কারও কি কোন কিছু অস্বীকার করার ক্ষমতা আছে? একটা ভিত্তিতে তো চলতে হবে? যদি বর্ব্বর স্বেচ্ছাচারীতার ভিত্তিতেই চলেন তবে তাই বলুন—কারণ ঘটনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব দায়িত্বশীল লোকের কথা—দেশবাসী ভোট দিলেও—শয়তানের শাস্ত্র বাক্য আওড়ান ছাড়া অন্য কিছু মনে করেনা।

আমরা জানি এরা যেমন চালাচ্ছেন তেমনিই চালাবেন কারণ ব্যক্তিগত ভাবেই হোক আর সমষ্টিগতভাবেই হোক পরিণতি যার এবং যাদের যা হবে তাদের বুদ্ধি ও আচরণও তদনুযায়ী হবে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত ভারতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈধানিক কাঠামোর পরিণতি যা হবে—তার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা থাকা সত্বেও—তা এদের বুদ্ধি ও আচরণ দ্বারাই সূচিত করে চলেছে।

বান্দোয়ান-বরাবাজার মার্কা পুলিশ অফিসার, আমাদের পুরুলিয়া ও অন্যান্য জিলার সমস্ত প্রশাসন ও শান্তি রক্ষার জিলাধীশেরা—আমাদের পশ্চিম বাংলায় পুরুলিয়া-জেলা-মার্কা আইন সভার সদস্যরা আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মার্কা মন্ত্রীরা, সর্ব্বোপরি এই জন ময়দানে বিচরণশীল কংগ্রেস কর্মীরা এরা সবাই মিলেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের অবসান করবেন। কংগ্রেসের বাইরের কোন শক্তির দরকার হবেনা জহরলাল-কংগ্রেসের মতো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের অবসান করতে। কংগ্রেসে যারা সব নানা পদে এবং নানা বেশে আছেন—তারাই এর সমাধি রচনা করে চলেছেন—এবং সমাধি রচনা করবেন।

এখন এই পর্য্যন্ত। এবার ঘটনার বিবরণ ঠিক যেমনভাবে লিখে পাঠান হয়েছে তেমনিভাবে দেওয়া হল। ঘটনার বিবরণ দেরীতে পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ করতে দেরী হল। দেশবাসী এখন পড়ুন—

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক সমিপেষু
মহাশয়,

আমাদের এই ঘটনাটি আপনাদের জনপ্রিয় মুক্তি পত্রিকায় ছাপাইয়া বাধিত করিতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা বরাবাজার থানার অন্তর্গত সিন্দরী অঞ্চলের মধ্যে কুদলুং গ্রামের গরীব শ্রেণীর কয়েকজন গরীব চাষী। গত ইং ১৭ই মার্চ বাংলা ৩রা চৈত্র বেলা আন্দাজ ১১/১২টার সময় আমরা পাঁচজন গরীব লোক ধান্য ক্রয় করিয়া মাথায় বহন করিয়া আনিতে ছিলাম, সিন্দরী লাইব্রেরীর নিকট শিব মন্দিরের পার্শ্বের রাস্তা দিয়ে, এমন সময় সিন্দরী ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত জামাদার বাবু ও একজন সিপাই আমরাকে খুব ধমক দিয়া জোর জবর দস্তি সিন্দরী ফাঁড়িতে ধান্য সমেত লইয়া যায় এবং বলে তোমরা কোন গ্রামের? উঃ আমি শ্রীবিজয় মাহাত বলিলাম যে আমরা কুদলুং গ্রামের গরীব চাষী তখন ভারপ্রাপ্ত জামাদার বাবু বলে, মিথ্যাবাদী, চল বেটারা ফাঁড়ি চল। আরও বলে আচ্ছা তাই যদি হয় সিন্দরীর লোক তোমরাকে নিশ্চয় চেনে যদি এখানকার লোক বলে যে এরা পাঁচজন লোক কুদলুং নিবাসী তাহা হইলে ফাঁড়ি হইতে তোমাকে ও তোমাদের ধান্যের বস্তা সহ ছাড়িয়া দিব। আমরা পাঁচজন মধ্যে চার জন পুরুষ ও একজন ছোট ছেলের মা ছেলের বয়স প্রায় ১ বৎসর ছেলের শরীর অসুস্থ সে বলে আমাকে ছাড়িয়া না দিলে ছেলে না খাইয়া আরোও অসুস্থ হইবে। তখন বলে ফাঁড়ি চল তারপর তোমাদের সকলেই ছাড়িয়া দিব। আমাদের ফাঁড়িতে লইয়া গিয়া আমরাকে ধান্য সমেত আটক করিয়া রাখে এবং বলে তোমরা ২৫৲ পঁচিশ টাকা করিয়া দাও ছাড়িয়া দিব না হয় থানা চালাইয়া দিব। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়ীর আমাদের ফাঁড়িতে আটক করিয়া রাখিছে শুনিয়া কয়েকজন গ্রামের লোককে ডাকিয়া সিন্দরী ফাঁড়িতে লইয়া যাই ও সিন্দরীর কয়েক জন লোক আসিয়া ছিল। তন্মধ্যে শ্রীবুদ্ধেশ্বর মাহাত বলে যে এরা গরীব লোক খাইবার জন্য লইয়া যাইতেছে। মহম্মদ আনওয়ার উদ্দিন তিনিও বলে এদের ছেড়ে দিয়া হোক। তখন ভারপ্রাপ্ত জামাদার বাবু বলে আমি আর ছাড়তে পারবনা। আমরা যা আইন করব? তোমরা উপরে দেখ যাও। যখন আমরাকে ছাড়িলনা তখন কুদলুং গ্রামের শ্রীষষ্ঠীধর মাহাত ও শ্রীভরত মাহাত ও অন্যান্য সকল লোক ফাঁড়ি হইতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন জামাদার বাবু বলে যে, এত লোক কি জন্য আসিয়াছ, একজন এলেই তো তোমরাকে ছেড়ে দিতাম। তোমরা নিজের দোষে থানায় চল। তখন বেলা আন্দাজ ৪॥টা ৫টা আমরা সন্ধ্যা ৭-৮ পর্যন্ত সিন্দরী ফাঁড়িতে থাকি। কিন্তু সকাল হইতে একেবারে অনাহারে তারপর জিপে চাপাইয়া আমরাকে পাঁচজনকে বরাবাজার থানায় লইয়া যায়, আমাদের মধ্যে হেমন্ত মাহাতর গাড়ী চাপা অভ্যাস না থাকায় গাড়ীতে বমি হয় ও শরীর অসুস্থবোধ হওয়ায় গাড়ী হইতে থানায় গিয়া নামিয়া ধীরে ধীরে চলে। সিন্দরী ফাঁড়ি হইতে দুই জন সিপাই আমাদের (ধান বস্তা সহ থানায় পৌছায়) গিয়াছিল তাহারা বলে জল্‌দি চল তখন হেমন্ত বলে যাচ্ছি? যাচ্ছি বলার সঙ্গে হঠাৎ খুব জোরে এক চড় মারে বলে? জল্‌দি চল ব্যাটা।

তারপর যখন আমরাকে থানায় ঢুকায় তখন বিজয় মাহাতর সমস্ত কাপড়, জামা ঝাড়াই করিয়া দেখে, আমার সঙ্গে দুই টাকা পয়সা তাহা সিন্দরী হইতে যে সিপাই গিয়াছিল টাকা দুইটি লইয়া বলে আরোও কিছু থাকে তো দাও—তখন আমি শ্রীবিজয় মাহাত বলি আর কিছু নাই কেবল জামাটী পরা আছে। জামা পরা বলা মাত্রেই হঠাৎ খুব জোরে গালের উপর দুই চড় মারে। ব্যাটা আবার বলে জামা পরা তারপরে আমরাকে ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। পরদিন আবার আমাদের গ্রাম হইতে শ্রীঅনন্ত মাহাত শ্রীভরত মাহাত থানায় আসিয়া বড়বাবুর নিকট আমাদের ১০৲টাকা হিসাবে টাকা দিয়া জামিন মঞ্জুর করায় আমরা যখন বড়বাবুর নিকট আসি তখন বড়বাবু বলে, এক দুদিন মধ্যে আমি ইন্‌কুয়ারী যাব ইন্‌কুয়ারী যদি প্রমাণ হয় তবে জামাদার বাবুর ঘাট যাবে। কিন্তু আজ পাঁচ ছয়দিন গত হইল ইন্‌কুয়ারী হয় নাই বা ধান পাইবার কোন আশা পাই নাই। এইরূপ অত্যাচারে আমরা কিরূপভাবে জীবন রক্ষা করিতে পারি বা পারে। প্রকাশ থাকে যে তখন ৪ঠা চৈত্র সকাল ১০-১১টা তখনও পর্যান্ত আমরা একেবারে অনাহারে থানায় যখন খাবার চায় বলে তোমরা পয়সা দাও

খাবার আনাইয়া দিব। অতএব উর্দ্ধতন কর্মচারীদের নিকট আমাদের ইহাই বিনীত নিবেদন, গরীব মানুষের উপর নানারকম অন্যায় ও অত্যাচার করিবার জন্যই কি এই জঘন্য পুলিশ পাঠান হইয়াছে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন? আর তাহা যদি না হয় তাহা হইলে ইতিমধ্যে এই অত্যাচার ও এই ধানের বিহিত ব্যবস্থা করুন। আমরা ইহায় আপনার নিকট অনুরোধ জানাইতেছি!

ইতি—
বিনীত

১) শ্রীবিজয় মাহাত, ২) শ্রীপতি মাহাত, ৩) শ্রীহেমন্ত মাহাত, ৪) শ্রীমাখন মাহাত, ৫) শ্রীমতি ছুনি মাহাতানী সাং কুদলুং বরাবাজার।

এইবার প্রধান মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, জিলাধীশ জিলার আরক্ষাধিকারী সংসদ ও বিধানসভার সদস্যবৃন্দ, কংগ্রেসের জনসেবাব্রতী সেবকবৃন্দ, ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস কি অস্বীকার করতে পারেন যে এই দেশে এখন একটা বর্বর অপদার্থ সরকারের শাসন চলছে? তাই যদি না হয় তবে এর প্রতিকারের ক্ষমতা ও ব্যবস্থা তো এদের হাতেই রয়েছে—ব্যবস্থা হোক। সংবিধানে দেশের জনসাধারণ হচ্ছে সভারেন। একটা দেশের জনসাধারণকে এমন সাংবিধানিক উপহাস করার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি নেই। সভারেন জনসাধারণের মাইনে করা ক্ষুদ্র ভৃত্যরা এই কথাই জানে যে দেশের জনসাধারণ তাদের প্রভু নয় তারা হচ্ছে তাদের টাকা দেবার ও সরকারী বুটের লাথি খাবার চতুষ্পদ জন্তু নাহলে এমন বন্য প্রাণীর মতো ব্যবহার সম্ভব হত না।

আর এদের উপরের কর্তারা বেসরকারী প্রভুরা তারা মন্ত্রীই হোন বা সদস্যই হোন বা শাসকদলের লোক বা করঙ্কধারীই হোন তারা জানেন যে দেশের জনসাধারণ তাদের ভোট দেবার গৃহপালিত পশু—ভোট দেবার সময় এরা সভারেন। প্রতিটি ঘটনায় প্রতি আচরণে এরা এই কথাই প্রমাণিত করে যাচ্ছেন—বর্বরতা ও অপদার্থতার প্রকাশ দ্বারা।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

সঙ্কলন

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাপড়' প্রশ্নের মীমাংসার দায় দায়িত্ব তাঁহাদেরই। গরীব মানুষের চোখের জল মুছাইবার জন্য মিছিল করিবার দায়িত্ব তাহাদের নয় কারণ তাঁহারাই হইলেন ভাগ্যবিধাতা। আপামর জন সাধারণের সুখ দুঃখের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করিতে হইলে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্তমান সময় প্রগতিশীল সার্টিফিকেট লাভের মোহ কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই যে করিতেছে ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মুষ্টিমেয়ের করতালি লাভ করিতে গিয়া বিরাট জনসমষ্টির দুঃখের বোঝা যে বৃদ্ধি করা হইতেছে তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার দিন আসিয়াছে।

• • • •

আমরা দেশের ভাগ্য বিধাতাদের উদ্দেশ্যে বিনীত ভাবে বলিতে চাই —সাধারণ মানুষ আজ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার শেষ কিনারায় আসিয়া পৌছাইয়াছে। বক্তৃতা শুনিবার ধৈর্য্য নাই। 'বাক্য' 'বাক্য' 'বাক্য' আর নয়; 'কাজ' 'কাজ' 'কাজ' এই দাবীই আজ মুখ্য।

—সমাধান (হুগলী)

পশ্চিমবঙ্গে এক বছরে বেকার বেড়েছে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬শ ৯১ জন

কলকাতা, ১১ই মে—রাজ্যের বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ১০ই মে সাজানো বিধানসভায় একটি লিখিত প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৭২ সালের ১লা মার্চ থেকে ১৯৭৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত—অর্থাৎ বিগত এক বছরে ৮,১৫,৬৯১জন কর্মপ্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রসমূহে নাম রেজিষ্ট্রি করেছেন।

বছরে বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রিকৃত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

কর্মসংস্থান কেন্দ্রের নাম	রেজিষ্ট্রিকৃত কর্মপ্রার্থী	কর্মসংস্থান কেন্দ্রের নাম	রেজিষ্ট্রিকৃত কর্মপ্রার্থী
(১) কলকাতা	৭৬,৯৬৯	(২৩) দমদম	৪৮,৩২৪
(২) খিদিরপুর	৫৬,৩১০	(২৪) পূর্ব কলকাতা	২,৯৪৫
(৩) হাওড়া	৪৬,৯৩৯	(২৫) রানীগঞ্জ	১১,০৯১
(৪) বারাকপুর	৩৭,২৬৬	(২৬) সীতারামপুর	১,৮৮০
(৫) আসানসোল	২০,৪২৫	(২৭) ফরাক্কা	১৪,৪১৫
(৬) দার্জিলিং	৮,৩৪৩	(২৮) হলদিয়া	৩৩,৫০৬
(৭) উত্তর কলকাতা	২১,৪৪০	(২৯) রায়গঞ্জ	১৪,৮৩৭
(৮) দুর্গাপুর	৫১,৮৬০	(৩০) প্রভেশনাল একজিকিউটিভ সেকশন	৫,৫৪১
(৯) শ্রীরামপুর	২৭,৯৫৭	(৩১) উলুবেড়িয়া	২৩
(১০) খড়্গপুর	৩৪,৭৫৯	(৩২) ইউনিভারসিটি এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশন অ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো-কলকাতা	৪১২
(১১) বর্ধমান	৩৫,৭৭৭	(৩৩) ইউনিভারসিটি এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশন অ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো-যাদবপুর	৩৩৯
(১২) দক্ষিণ কলকাতা	১৮,৮৩৭	(৩৪) ইউনিভারসিটি এমপ্লয়মেণ্ট ইনফরমেশন অ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো-বর্ধমান	৪১২
(১৩) শিলিগুড়ি	১১,৩০০	(৩৫) বিকলাঙ্গ কর্মসংস্থান কেন্দ্র, কলকাতা	৫৮৪
(১৪) পুরুলিয়া	২৮,২২৪		
(১৫) কল্যাণী	৬০,৭৪০		
(১৬) মালদহ	১৯,২৫৪		
(১৭) বহরমপুর	২২,১৬৫		
(১৮) কোচবিহার	১৭,৬১৬		
(১৯) সিউড়ি	২২,৭৩২		
(২০) বাঁকুড়া	২৭,৮৩০		
(২১) জলপাইগুড়ি	৯,৫১০		
(২২) চুঁচড়া	২৫,১২৯		

সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে, ১৯৭০ সালে এ রাজ্যে রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা ছিল ৫,৮৬,২৮২ জন; ১৯৭১ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮,৬৭,০৮৩ জন; ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বেকারের সংখ্যা ৯,১২,৮০১ জন; ঐ বছর জুন মাসের সংখ্যা ১০,১২,০০০ জুলাই মাসের সংখ্যা ১০,৫৭,০০০; ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা ছিল ১৩,৮১,০০০ জন।

উপরোক্ত হিসেব অনুযায়ী বলা যায়, বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা কমপক্ষে ১৯ লক্ষ।

আর মোট বেকারের সংখ্যা? প্রায় এক বছর আগে সি এম পি ও সমীক্ষায় বলেছে, রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ।

—গণশক্তি (কলিকাতা)

ভেজাল ও সরকার

বোম্বাইএর ন্যায্যমূল্যের দোকানে যে চাল বিক্রী করা হচ্ছে তার মধ্যে লোহার টুকরো পাওয়া গেছে। সংসদে এই নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিলে খাদ্যমন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী জানান যে ফুড কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই খাবারের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এবং তারা নাকি আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে প্রতি কিলো চালের মধ্যে মাত্র দুটি কি তিনটি লোহার টুকরো ছিল। দেশবাসীর উচিত খাদ্যমন্ত্রীর এই উক্তিতে আশ্বস্ত হওয়া। কিন্তু ইতিমধ্যেই আবার খবর এসেছে যে বিহারে পাঞ্জাব থেকে পাঠানো গমের মধ্যেও নাকি লোহার টুকরো পাওয়া যাচ্ছে। কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএ, পি, সিনধে স্বীকার করেছেন যে তের হাজার গমের বস্তায় মিহি লোহার গুঁড়ো ছিল। অবশ্য কিলো পিছু গমের মধ্যে ঐ লোহার গুঁড়োর আনুপাতিক হার কত সেই সম্বন্ধে এখনও সরকারী পরিসংখ্যান জানা যায় নি। আশা করা যায় শীঘ্রই তাঁরা তা জানিয়ে দেবেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীআলি সংসদে বলেছেন যে, সদস্যদের বরং উচিত ফুড কর্পোরেশনের কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগকে প্রশংসা করা। তার কারণ ইতিপূর্ব্বে মাইলোর মধ্যে ধুতুরার বীজের সন্ধান তারাই আবিষ্কার করেছিল। সরকারের এত গুণ, অথচ তার কদর হ'ল না। বাস্তবিকই আপশোষের কথা। কয়েকদিন আগে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছিলেন যে কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি এক হিসেবে ভাল, কেননা এর ফলে পেট্রোলের মধ্যে ভেজাল হিসাবে কেরোসিন মেশানো বন্ধ হয়ে যাবে।

একেবারে নির্ভেজাল যুক্তি। এর পরে দুধেও যাতে ভেজাল না মেশানো হয় সেজই কি তাঁর দেশজোড়া জলসংকটের সমাধান করছেন না?

স্বস্তিকা—কলিকাতা

রাজ্যসভায় আব্রাহাম সাহেবের প্রস্তাব

রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য শ্রীআবু আব্রাহাম গত ১৫ই মার্চ কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেন, বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের বিশেষ করে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মোচন কল্পে গোমাংস ভক্ষণ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রচারকার্য চালানো উচিত। আব্রাহাম সাহেব আরও বলেন, কোনও ধর্মের উপর আঘাত হানার জন্য তিনি এই প্রস্তাব রাখছেন না। গোমাংস খাওয়ার প্রশ্নটির সর্বজনীন রূপের দিকে দৃষ্টি রেখে এই কথা বলছেন। আবু সাহেব আরও বলেছেন, তাঁর অনেক ব্রাহ্মণ বন্ধু আছেন, যারা গোমাংস খেয়ে থাকেন।

আমাদের মনে হয় আবু সাহেব কিঞ্চিৎ ভুল করেছেন। ভারতে এখন গোজাতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ফলে দুধের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অভাব অনুভব করা যাচ্ছে। ভারত সরকারকে এজন্য বিদেশ থেকে বহু গুড়া দুধ আমদানী করতে হচ্ছে। কোন কোন রাজ্যসরকার দুধের যোগান ঠিক রাখার জন্য ছানাজাত দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ করছেন। এটা ভারতের মত বড় দেশের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আব্রাহাম সাহেবের সঙ্গে আমরা একমত যে খাদ্যের অভাব মোচনের জন্য খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। সরকার এখন পিগারী স্থাপনের জন্য কিছু কিছু উৎসাহ দিচ্ছেন। শূয়োরের বাচ্চা একসঙ্গে অনেকগুলো করে হয়। সুতরাং ভারত সরকার যদি শূয়োর মাংসকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উদ্যোগী হতেন, তাহলে সবদিক রক্ষা পেত। এখন যেমন প্রোটিন খাদ্য পাবার আশায় অনেকে পোলট্রি করছেন, সেইভাবে পিগারী স্থাপনের জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালালে ভাল ফল পাওয়া যেত আর প্রোটিনজাত খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

আমাদের অনেক মুসলমান বন্ধু আছেন, যারা বড় বড় হোটেলে শূয়োর মাংস খেতে আপত্তি করেন না। কাজেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা না করে এই প্রস্তাবটির অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা দরকার।

ভারতের খাদ্য সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন আব্রাহাম সাহেব যদি উপরোক্ত প্রস্তাব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন এবং নিশ্চয়ই শূয়োর বা বরাহ মাংস ভক্ষণে উৎসাহ প্রদানের জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবেন। — হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)

সংখ্যালঘু কমিশনের সরেজমিনে তদন্ত

দুমকা, জামসেদপুর, পূর্ণিয়া ও মুজঃফরপুর এলাকা পরিদর্শন

সংখ্যালঘু কমিশনের গত ২৪শে এপ্রিলের বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে, এর ভাষা সংক্রান্ত উপসমিতিটি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য দুমকা, জামশেদপুর, পূর্ণিয়া ও মুজফরপুর অঞ্চল পরিদর্শন করবে। ঐ সব অঞ্চল থেকে যাঁরা পূর্বেই স্মারকলিপি দিয়েছেন অথবা যাঁরা নতুন ভাবে বক্তব্য পেশ করতে চান, কমিশন তাঁদের এবং স্থানীয় শিক্ষা অধিকর্তাদের বক্তব্য শুনবেন। পরিদর্শনের তারিখ এখনো নির্ধারিত হয় নি।

গুরুত্বপূর্ণ এই পরিদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করতে ও তার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত হতে শাখা সমিতি এবং আঞ্চলিক সংগঠকদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—

(১) যাঁরা স্মারকলিপি দিয়েছেন এবং তাতে যে অভাব-অভিযোগের উল্লেখ করেছেন তা যেন প্রতিপন্ন করতে পারেন এমন ভাবে প্রস্তুত থাকবেন। (২) যাঁরা পূর্বে স্মারকলিপি দিয়েছেন, অথচ অভাব-অভিযোগের দৃষ্টান্ত দেন নি, তাঁরা যেন ইতিমধ্যে দৃষ্টান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে রাখবেন। (৩) পূর্বে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত ছাড়াও নূতন দৃষ্টান্ত ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখবেন। (৪) এক বা একাধিক অভাব-অভিযোগ সম্বলিত (দৃষ্টান্তসহ) আবেদন পত্র গ্রামের মুখিয়া, সরপঞ্চ, প্রমুখ এবং/অথবা অন্যান্য দু-চার জনের স্বাক্ষর সম্বলিত করিয়ে তৈরী রাখবেন এবং কমিশনের পরিদর্শনের সময় তাঁদের দু-একজন যাতে জেলাশহরে উপস্থিত থেকে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন, তার ব্যবস্থা করবেন। (৫) পুরাতন তথ্যের কিছু হেরফের হয়ে থাকলে, তা সংশোধন করে রাখবেন। (৬) কমিশনের কাছে সকল বক্তব্য যাতে সংক্ষেপে পেশ করা হয়, তার জন্য সকলকে সচেতন করে রাখবেন।

এই কাজে সমিতির যে সকল কর্মীরা যোগাযোগের জন্য যে যাতায়াত করবেন, তার খরচ যাতে সমিতি বহন করে তার চেষ্টা করা হবে।

ধলভূম, কোল্হান, জামতাড়া, পাকুড়, দুমকা, কিশনগঞ্জ, পূর্নিয়া সদর এবং আরারিয়া মহকুমার ব্যক্তি ও কর্মীদের এ বিষয়ে সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সম্পাদক
বিহার বাঙালী সমিতি

১০-৫-৭৩
পাটনা

—সক্রিতা (পাটনা)

বাঙলা প্রাথমিক স্কুলের সরকারীকরণ

যে সব বাঙলা প্রাইমারি স্কুলের কর্তৃপক্ষ পরিচালনার ভার সরকারের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয় নি, শিক্ষা বিভাগের অধিকারী এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে তাঁরা প্রতিরোধ ও নানা ধরণের চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সমিতির বক্তব্য আমরা উপস্থাপিত করছি।

(১) সরকারের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, সংখ্যালঘুদের স্কুল, তাদের সম্মতি বিনা অধিগ্রহণ করা হবে না। কোনো অফিসার এ বিষয়ে অন্যায় চাপ দিলে, তা বে-আইনী। এ ধরণের কোন ঘটনার কথা আমাদের জানালে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে। (২) সরকারী নির্দ্দেশে বলা হয়েছে (জ্ঞাপঙ্ক—১৭৩ পাটনা ৮-২-৭২) যে যারা কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত করবে না, তাদের গ্রাণ্ট বন্ধ করা হবে না "উনকো বহী অনুদান দিয়া জায় জো বর্তমান রাজকীয় আদেশ কে অনুসার উন্‌হে দেয় হোতা হ্যায়…"।

এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সংখ্যালঘু কমিশনের ভাষাগত সমিতির চেয়ারম্যান রফিক আলম কয়েকবারই মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন যে সরকারী ও বে-সরকারী স্কুলের মধ্যে গ্রাণ্ট সংক্রান্ত কোনো বৈষম্য সরকার রাখবে না. তবুও এ বিষয়ে কোনো লিখিত নির্দ্দেশ আমরা এখনো পাই নি। (৩) প্রাথমিক স্কুলগুলি সরকারী কর্তৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পরই আমরা শিক্ষা সচীব ও ডি, পি, আই. (প্রাইমারীর) সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও লেখা-লেখি করতে থাকি, যাতে গ্রাণ্ট ও পে-স্কেল সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙলা স্কুলগুলির প্রতি কোনো বৈষম্য না করা হয় ও যাতে তাদের অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার অক্ষুন্ন থাকে। এর ফলে, উপরোক্ত সরকারী নির্দ্দেশ গ্রাণ্টের ব্যবস্থা বজায় রাখার কথা ঘোষণা করা হলেও, তার অর্থ স্পষ্ট হয় নি। (৪) সরকার যদি বাঙলা স্কুলগুলিকে নতুন কোনো গ্রাণ্ট না দেয়, তাহলে সেটা হবে গ্রাণ্ট সংক্রান্ত বৈষম্য। সরকার বলছেন, বর্তমানে যা গ্রাণ্ট দেওয়া হয়, তাই দেওয়া হবে। সরকার বর্তমানে দেন পুরাতন স্কেল ও নতুন স্কেলের ডিফারেন্স। সরকার নূতনতর স্কেল প্রবর্তন করলে, নূতন স্কেল ও নূতনতর স্কেলের ডিফারেন্সও সরকারেরই দেয় হয়—সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারেই।

সর্বপ্রথমে দেখতে হবে ছাত্রদের স্বার্থ। স্কুলের পরিচালনা হস্তান্তরিত করলে বাঙালী ছাত্রদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা আছে। স্বাধীনতার পরে হস্তান্তরিত স্কুলগুলিতে এর নজীর পাওয়া যায়। তাই পরিচালক সমিতির পক্ষে শিক্ষকের স্বার্থের চেয়ে ছাত্রের স্বার্থকে বড় করে দেখাটা স্বাভাবিক। শিক্ষকরা ভুল জায়গায় চাপ দিচ্ছেন, চাপটা ম্যানেজিং কমিটিকে না দিয়ে সরকারকে দিতে হবে, কারণ সম্ভাব্য বৈষম্যের স্রষ্টা সরকার। (৬) ম্যানেজিং কমিটিগুলি দু'দিক বজায় রাখার জন্য, সর্তাধীনে স্কুল হস্তান্তরের প্রস্তাব নিতে পারেন। (ক) সর্ত হবে—বাঙলা মাধ্যম বজায় থাকবে, (খ) ট্রাষ্ট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানার বাড়ি বা সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবে না, (গ) কোনো শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষককে নিম্নতর পোষ্টে বা নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বদলী করা যাবে না। আশাকরি সরকারকে দিয়ে এই সর্ত্তগুলি স্বীকার করিয়ে নেবার বিষয়ে পরিচালকেরা শিক্ষক সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা পাবে। (৭) যে সব স্কুলের বাড়ী বা অন্যান্য জিনিষ ট্রাষ্ট বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, সেখানে স্কুল হস্তান্তরিত করেও, সেই বাড়ীতেই, সেই সম্পত্তি নিয়ে, এমন কি সেই নতুন বা পুরাতন শিক্ষক এবং এমন কি সেই ছাত্রদের নিয়েই, পরিচালকেরা নতুন স্কুল স্থাপন করতে পারেন। যথা সময়ে তার রিকগ্নিশনও হতে বাধা, যদি সেগুলি সংখ্যালঘুদের স্কুল হিসাবে স্থাপন করা হয়। —সক্রিতা (পাটনা)

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**—চিঠিপত্র এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে সহজে পড়তে পারা যায় এমনভাবে লিখতে হবে। সংক্ষেপ লেখা বাঞ্ছনীয় নাহলে চিঠিপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। —মুঃ সঃ]

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু. পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আপনার ৭ই মে ১৯৭৩ তারিখের মুক্তি'তে শ্রীমান হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের চিঠিটি দেখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, সাহেব বাঁধের কাজের সঙ্গে তিনি অধিকার বলে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চিঠির শেষে তিনি নিজেকে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ডেভেলপ্‌মেন্ট কমিটির মেম্বাররূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই অধিকারেই তিনি সাহেব বাঁধের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এইটাই বলিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু একজন প্রাক্তন কমিশনার হিসাবে আমি জানি যে, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে ডেভেলপ্‌মেন্ট কামিটি নামে কোন কমিটিই ছিল না এবং নাই। জন সাধারণের জ্ঞাতার্থে আপনার পত্রিকা মারফৎ এই তথ্যটি জানাইলাম।

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীবর
১৫ / ৫ / ৭৩

—o—

হুটমুড়া উঃ মাঃ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৯শে বৈশাখ ১৩৮০ সাল, হুটমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাবগম্ভীর পরিবেশে শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র তর্ক বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ রবীন্দ্র কাব্য হইতে কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে। এই শুভ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী বীথিকা পাঠক, শ্রীযুক্ত জয়ন্ত কুমার দাস ও শ্রীমান পিনাকী রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তবলা সঙ্গতে অংশ গ্রহণ করিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। অনুষ্ঠানটী পরিচালনা করেন শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ওঝা ও শিক্ষক শ্রীযুক্ত শুভেন্দু ওঝা।

WANTED

"Wanted a Clerk for Marbedia 4 class Jn. High School. P. O—SANTURI, Dt.—Purulia. Educational Qualification S. F. / H. S. Passed. Preference will b≥ given to the typist and local candidate. Apply to the Secretary of the School immediately"

—o—

কলেজের ছাত্ররা বেকার বাঁধ পুনঃ সংস্কার করছেন

পুরুলিয়ার জে. কে, কলেজের জাঃ সঃ সেঃ ইউনিটের শিক্ষক কাম্প অরগেনাইজার শ্রীম. মাহান্তি জানিয়েছেন যে জে. কে কলেজের জাতীয় সমাজ সেবা ইউনিট—আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ইউনিটের সঙ্গে এক-যোগে ২৩শে মে থেকে পুরুলিয়ার বেকার বাঁধের পুনঃ সংস্কারের কাজ আরম্ভ করছেন। এই কাজটি 'দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যুব অভিযান' এই কার্য্যক্রম অনুযায়ী করা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিট থেকে ছাত্র এবং ছাত্র-নয় এরকম ১০০ জন করে যুবক লাগাতার ২৫ দিন ধরে এই কাজ করে যাবেন।

Evening B. E D Course

PART-TIME EVENING B. ED. COURSE for training of approved teachers working in recognised Secondary Schools at least for a year will start at MANBHUM VICTORIA INSTITUTION, Purulia from July, 1973.

Apply before 15-6-73 with the following particulars through the headmaster or secretary of the respective schools. (1) Name with qualifications, (2) School, (3) Date of approval, (4) Age on 1-7-73.

Purulia 7-5-73

Secretary
M. V. Institution
PURULIA

একটি ঘোষণা!

ফিকস্‌ড ডিপজিট স্কীম
ইউবিআই তে
সুদের হার বাড়লো!

ইউ বি আই-এর ফিকস্‌ড ডিপজিট স্কীমে এখন টাকা জমানো বেশী লাভজনক। এ বছর পয়লা এপ্রিল থেকে সুদের হার আরও বেড়েছে। মাত্র পনের দিন থেকে পাঁচ বছরের বেশী সময়ের মেয়াদে টাকা রাখা যায়। মেয়াদ অনুযায়ী শতকরা ২¾ থেকে ৭½ হারে সুদ পাবেন। ইউ বি আই-এর ফিকস্‌ড ডিপজিট স্কীমে বেশ মোটা রকম সুদের আয় হয়!

পুরানো সুদের হার	মেয়াদ		নতুন সুদের হার
২%	১৫ দিন থেকে ৪৫ দিন		২¾%
৩%	৪৬ দিন থেকে ৯০ দিন		৩½%
৪¼%	৯১ দিন এবং তার বেশী কিন্তু ৬ মাসের কম		৪¾%
৪½%	৬ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ৯ মাসের কম	৬ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ১ বছরের কম	৫½%
৫¼%	৯ মাস এবং তার বেশী কিন্তু ১ বছরের কম		
৬%	১ বছর এবং তার বেশী কিন্তু ২ বছরের কম		৬%
৬½%	২ বছর থেকে ৩ বছর অবধি	২ বছর থেকে ৫ বছর অবধি	৭%
৭%	৩ বছরের বেশী থেকে ৫ বছর অবধি		
৭¼%	৫ বছরের বেশী		৭½%

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBE-I-73Ba

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা | সোমবার, ২৮শে মে, ১৯৭৩, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠো উঠো সবে
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে
তা যদি না পারো চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই॥

– রবীন্দ্রনাথ

—:(o):—

পুরুলিয়া জেলায় যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে তাদের নামের তালিকা

পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে একমস্তে তাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হল। এর পূর্ব্বেও বিভিন্ন তালিকায় কয়েকজনের নাম ছিল এই সঙ্গে তাদের নামও প্রকাশিত হল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যাদের পেন্সন যেখানে ২০০ টাকার কম লেখা আছে সেখানে তারা রাজ্যসরকার থেকে যে পেন্সন পাচ্ছেন সেটা বাদ দিয়ে পরিমাণ লেখা আছে। মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্ত্রীকে ১০০ টাকা করে পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে—যেখানে তারা রাজ্যসরকার থেকে পেন্সন পাচ্ছেন সেখানে রাজ্য সরকারের পেন্সনের টাকাটা বাদ দিয়ে তাদের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করা আছে।

যে সমস্ত মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবিবাহিতা কন্যা আছে - তাদের জন্য মাথা পিছু ৫০ টাকা করে অতিরিক্ত পেন্সন মঞ্জুর করা হয়েছে—বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তারা এই পেন্সন পাবেন। এক্ষেত্রে গবর্মেন্ট থেকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে এই টাকাটা যেন মেয়ের বিবাহের জন্য জমা করে রাখা হয়—অন্য কোন বাবদে যেন খরচ না করা হয়।

যাদের নাম প্রকাশিত হল তারা প্রত্যেকেই গবর্মেন্টের কাছ থেকে মঞ্জুরীর একটি চিঠি পাবেন। সেই চিঠিতে টাকা পাবার জন্য কিভাবে কি করতে হবে তার নির্দ্দেশ দেওয়া থাকবে। তারপরে তিনি আর একটি চিঠি পাবেন টাকা নেবার জন্য।

এই ক্ষেত্রে পেন্সন প্রাপকদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের কর্ম্মী অথবা মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সন প্রাপক পরিবারদের একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই যে এই টাকার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তারা যেন কোন তথাকথিত হিতৈষীদের খপ্পরে না পড়েন। এই টাকার ব্যাপারে অনেক হিতৈষী ঠগ্ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন এবং নানাভাবে তাদের প্রতারণায় ফেলবার চেষ্টা করবেন। এজন্য তারা যেন থানায় থানায় আমাদের যে সমস্ত বিশিষ্ট কর্মীরা আছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আমরা পুরুলিয়ায় মুক্তি প্রেসে অবস্থিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামী অফিস' থেকে এবিষয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখছি। এবিষয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কোন অসুবিধা হবে না।

তালিকাটি মূল ইংরাজীতেই প্রকাশিত হল। দু এক জায়গায় যদি কোন ভুল থাকে তবে সেটা লিখবার ভুল।

পেন্সন প্রাপকদের আবেদন করার তারিখ এবছর জুন পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি এখনও কেউ যোগ্য পেন্সন প্রার্থী অথবা মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবার বাকি থাকেন তারা বিনা দ্বিধায় আমাদের কাছে আসবেন। আমরা তাদের যা সাহায্য করতে হয় করে দোবো।

এবিষয়ে আমরা পুনরায় জানিয়ে দিতে চাই যে—দলমত নির্বিশেষে সকলকেই আমরা সাহায্য করছি এবং করব। এবিষয়ে কোন ক্ষেত্রেই দ্বিধা বা সংকোচের কোন কারণই নেই। একমাত্র যাঁরা কোন রকম প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্যের সাহায্য নিয়েছেন বলে আমরা জানি তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে আমরা অসমর্থ।

যে সমস্ত সংগ্রামী আবেদন করেছেন অথচ এই তালিকায় তাদের নাম নেই - তাঁরা সরকারী ব্যবস্থায় যোগ্য হলে নিশ্চিত ভাবেই পাবেন এবিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নেই।

এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে - কলিকাতায় 'ফ্রিডম ফাইটার্স এসোসিয়েসনের' কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তাঁরা প্রথম থেকেই যেভাবে এই পেন্সনের ব্যাপারে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামীদের বিশেষ করে এই জেলার সংগ্রামীদের পেন্সনের ব্যাপারে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন—এবং সাহায্য করবার জন্য তৎপর আছেন তাতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

——)o(——

List of persons granted pension from Central Revenue vide sanction letter No. 33/1/Genl/72-FF. III dated 10th May 1973

Dist. : PURULIA

Serial No 1 : file No. 33/5249/72-FF. III

Smt. Abala Nag W/O Late Ram Kinkar Nag, Vill. Pendra, P.O Darodih Dist. Purulia Rs 100

2. 33/8297/72-FF. III

Sh. Abinash Chandra Mahato, S/o Late Mahendranath Mahato Vill. Maguria, P. O. Manguria Dist. Purulia. Rs. 200

3. 33/6046/72-FF. III

Sh. Amar Nath Chaudhury S/o Late Surendra Nath Chaudhury, Sasadhar Ganguly Road Nilkuthidanga, P. O. Purulia, Dist. Purulia. Rs. 200

4. 33/11099/FF. III

Sh Ashis Das Patra S/o Late Radha Nath Das Patra, Vill. & P. O. Raghunathpur, Dist. Purulia, on behalf of Ava Rani Das Patra. Rs. 50 for sister Ava Rani Das Prtra, till her marriage.

5. 33/3790/72-FF III
Adhar Chandra Tanti S/o Late Mehera Tanti Vill. & P.O. Jitan, Dist. Purulia Rs. 200

6. 33 6061/72-FF. III
Sh. Ananda Mahato S/o Late Sankar Mahato Vill. Janara, P. O. Mohara, Dist. Purulia. Rs. 200

7. 33/11675/72-FF. III
Smt. Ambika Majhan, W/O Late Guhiram Majhi, Vill. Bhutadi, P.O Dighi, Dist Purulia. Rs. 100

8. 33/10402/72 FF. III
Sh. Arun Tantubai S/o Late Brindaban Tantubai Vill. Noadi, P.O. Dighi Dist. Purulia. Rs 200

9. 33/5218/72-FF. III
Sh. Arun Chandra Ghosh S/o Late Atul Chandra Ghosh, Vill. Shilpasram Telkalpara, P O Purulia, Dist. Purulia. Rs 200

10. 33/6047/72-FF. III
Smt. Asharani Kundu W/O Late Rabindranath Kundu Vill & P.O. Tulin Dist. Purulia. Rs. 90 P. m. Rs. 40 for the widow and Rs 50 for her daughter Supriya Kundu, till her marriage.

11. 33/5638/72-FF. III
Ashok Nath Chaudhury, Nilkuthidanga, P. O. & Dist. Purulia. Rs. 200

12. 33/11591/72-FF. III
Sh. Bharat Chandra Mahato S/o Late Gobardhan Mahato Vill. Patapahari, P O. Kurharbaid, District Purulia, Rs. 200

13. 33/9629/72-FF. III
Sh. Bholanath Haldar S/o Late Suryanarayan Haldar. Vill. Tulin P. S. Jhalda, District Purulia. Rs. 200

14. 33/13416/72 FF. III
Sh. Bhusan Mahato. S/o Late Rahin Mahato Vill. Tasarbanki. P. O. Fatepur Sindri Dist. Purulia. Rs. 200

15. 33/8916/72-FF. III
Smt Biraja Mahatani W/O Late Rajani Mahato Vill. Nutandih. P. O. Jhalda, District Purulia. Rs. 100

16. 33/6763/72-FF. III
Sh. Bishnu Pada Ghosh S/o Late Rajani Kanto Ghosh. Vill. Barabazar P. O. Barabhum, Dist. Purulia. Rs. 200

17. 33/11155/72-FF. III
Sh, Byomkesh Kar, S/o Late Kishori Mohan Kar Vill & P. O. Raghunathpur Dist, Purulia Rs, 200

18. 33/3964/72-FF III
Sh, Baidyanath Mahato S/o Late Sambhunath Mahato, Vill, Chepua P, O, Kasidi Dist, Purulia Rs, 200

19. 33/5825/72-FF, III
Sh, Baidyanath Dutta S/o Late Kalicharan Dutta Vill, Metyla Dist. Purulia, Rs, 200

20. 33/5882/72-FF, III
Basudev Mandal S/o Late Kedar Nath Mandal, S/o Late Kedar Nath Mandal, Vill, Tamakhun P, O, Purdaha Dist, Purulia, Rs 200

21. 33/10729 71-FF. III
Sh. Basudev Thakur S/o Late Guhiram Thakur, Lakhanpur P. S. Hura, Dist. Purulia. Rs. 200

22. 33/10292/72-FF. III
Sh. Bhadari Mahato S/o Late Bhikhu Mahato Vill & P. O. Konapara Dist. Purulia. Rs. 200

23. 33/5640/72-FF. III
Bhajahari Mahato S/o Sree Chunaram Mahato Vill & P. O. Jitan Dist. Purulia. Rs. 200

24. 33/3838/73-FF. III
Sh. Bholanath Mazumdar S/o Late Girish Chandra Vill. Namopara, P. O. & Dist. Purulia. Rs. 200

25. 33/10670/72-FF. III
Sh. Bhubon Mohan Mahato. S/o. late Baneswar Mahato, Vill. Noadi, P. O, Dighi, Distt. Purulia. Rs. 200

26. 33/9487/72-FF. III
Sh. Bhutnath Paitandi. S/o late Adhar Chandra Paitandi. Vill. Chakalta. P. S. Hura, Distt. Purulia. Rs. 200

27. 22/3967/-FF. III
Sh. Bhutnath Mahato, S/o late Bihari Mahato Vill & P. O. Magura Lalpur Distt Purulia Rs. 200

28. 33/10659/72-FF. III
Sh. Biharilal Majhi, S/o late Biru Majhi, Vill. Sindraidi, P. O. Dighi, Distt Purulia. Rs. 200

29. 33/5346/72-FF. III
Smt Bijoya Ganguli, w/o/ late Sasadhar Ganguli Vill. Nilkuthidanga, Purulia. P. O. Distt. Purulia. Rs. 100

30. 33/5338/72 FF, III
Smt Bimala Mahato w/o late Narsing Mahato, Vill. Chirugora, P. O Purdaha, P.S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs, 100

31. 33/5644/72-FF. III
Shri Bishnupado Mahato s/o late Kinu Mahato, Vill. Ankro, P S. Manbazar Distt. Purulia. Rs. 200

32. 33/3941/72-FF. III
Shri Bipin Mahato, son of late Paran Mahato, Vill. Bagdega, P. O. Majhihira, Distt. Purulia. Rs, 200

33, 33/11502/72-FF. III
Shri Buchan Mahato son of Late Mahindi Mahato, Vill. Konapara, P. S. Puncha, District, Purulia. Rs, 200

34, 33/3963/72-FF III
Shri Buchan Mahato son of Late Chandi Charan Mahato, Vill. Kenda, P, O, Balakdi, P, S, Puncha, Dist, Purulia. Rs, 200

35, 33/3235/72-FF, III
Shri Byomkesh Choudhury son of late Upendranath Choudhury, Vill, and P. O. Rajnwagarh, Distt, Purula. Rs, 200

36, 33/2228/72-FF, III
Shri Chandra Shekhar Mahato son of late Narayan Mahato Vill, Majhihira. P, O, Majhihira, PS, Manbazar, Distt, Purulia Rs, 200

37, 33/5391/72-FF, III
Shri Chandra Shekhar Mahato, s/o late Baneswar Mahato, Vill, Hariharpur. P. O, Balakdi P. S, Puncha. Distt. Purulia. Rs. 200

38, 33/5639/72-FF, III
Shri Chunaram Mahato, s/o late Bhansing Mahato, Vill & P, O, Jitan P, S, Bandwan Dist, Purulia, Rs, 200

39, 33/5655/72-FF, III
Smt Charuni Sutradhar widow of late Satish Sutradhar, Vill, Namopara, Purulia town Distt, Purulia, Rs, 200 (Rs, 100 for the widow and Rs, 50 for her 2 daughters (i) Sankari Sutradhar & Sm, Kabi Sutradhar till their marriage)

40, 33/5109/72-FF, III
Smt Chinola Mahato w/o late Surendra Mahato Vill, Tukya P, O Damda P. S. Manbazar Distt, Purulia. Rs, 150 (Rs, 100 for widow and Rs, 50 for her daughter Susila till her marriage).

41, 33/5322/72-FF, III
Shri Chitta Bhusan Das Gupta, s/o late Nibaran Chandra Das Gupta Vill, & P. O. Majhihira P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 200

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, সোমবার

দেশের মোহ কি এখনও বিগত হয়নি !

এমন অবস্থায় এসে পড়া গেছে যে কোন একটা সমস্যা আলোচনা করে বা অভিমত দিয়ে দেশবাসীর সামনে তাকে পৃথক করে বিচার বিবেচনার জন্য পেশ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। আমাদের জাতির জাতীয় জীবনে রাজনৈতিকই হোক বা অর্থনৈতিকই হোক অথবা আপাত-প্রতীয়মান এ দুইয়ের বাইরে যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে—সেগুলি জাতির অন্তর্নিবিষ্ট নিয়ন্ত্রণহীন চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ। আগ্নেয়গিরির বিদীর্ণ শীর্ষে যখন সামান্য ধোঁয়ার আবির্ভাব দেখা যায় তখন যারা বুদ্ধিহীন এবং সর্ব্বনাশের শিকার তারাই তার মধ্যে নিশ্চিত ব্যাপক বিপদের অগ্রদূতের অগ্রগতি দেখতে পায়না—কিন্তু তা যখন গলিত লাভার তরল অগ্নিপ্রবাহে আকাশ ও মাটি আবৃত, বিপর্যস্ত, দগ্ধীভূত করে সমস্ত কিছুই একেবারে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তখন তাদের হায় হায় করারও অবসর থাকেনা।

আমরা বহু পূর্ব থেকেই দেশবাসীর দৃষ্টি প্রকৃত অবস্থা ও তার স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছি। শুধু আমরাই নয়—যারা স্রোত দেখে স্রোত-বাহিত পদার্থের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারেন তারাও একইভাবে দেশের দৃষ্টিতে বাস্তবকে বাস্তবরূপে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেশবাসী মোহাবৃত উত্তানপাদের মতো আকাশকে মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকাকে আকাশ বলে বিভ্রান্ত হয়ে সমগ্র দেশের জন্য দুর্ভোগের লাভা প্রবাহের বহির্গতির পথ উন্মুক্ত করে চলেছেন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্জ্জন-গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দুর্জ্জয় বীরভদ্র সৃষ্টি করেছে আজ সেই বীরভদ্রই সব কিছুর মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে। সৃষ্টি স্রষ্টাকেই গ্রাস করার জন্য মুখব্যাদান করেছে যার থেকে আর রেহাই নেই।

যেসব ঘটনা ঘটছে—তা সমস্ত আলোচনা ও প্রকাশ করা এত ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। আর বিশদে যাবার মতো প্রয়োজনও নেই। তবে তার মধ্যে অতি সম্প্রতি সংঘটিত দুটি বিষয়ের অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। এক হল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব—আর একটি হল উত্তর প্রদেশে সশস্ত্র পুলিশের বিদ্রোহ—যা আমরা পরে আলোচনা করব।

বর্ত্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে হানাহানি এখন আর অন্তর্দ্বন্দ্বের পর্যায়ে নেই বিভিন্ন উপদল, উপগোষ্ঠি এবং উপনেতৃত্ব পরস্পরকে সংহারের কাজই দেশের সেবায় পরিণত করেছেন। এই বিরোধ মেটেনা মিটতে পারেনা। মহাভারতের মুষল পর্ব্ব সর্ব্ব দেশে রাষ্ট্রে ও সমাজে সর্ব্বকালের একটা বিশেষ অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দুর্নীত দুর্জ্জনরা সেবার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেনা জনগণের বিভ্রান্তিই তাদের প্রতিষ্ঠা করে। প্রভুত্বে ক্ষমতায় বা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দুর্জনগোষ্ঠি আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্জ্জনোচিত উপায় ছাড়া অন্য কিছু জানেনা বা তার প্রয়োগও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে যে কোন সমস্যাই হোক না কেন হনন ও হানাহানি বিরোধ মোকাবিলার একমাত্র উপায় হবার ফলে পারস্পরিক মুষল প্রয়োগ দ্বারা তারা যদুবংশের পরিণতি লাভ করে। উত্তানপাদ দেশবাসী, বিভ্রান্ত সমাজ এবং দুঃশাসিত রাষ্ট্র এই ভাবেই সাময়িকভাবে হলেও—রাহুমুক্তির দিকে এগোয়।

সাম্প্রতিক মাত্র কয়েকটি ঘটনা থেকে—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব কোন পর্য্যায়ে এসেছে তার একটা স্পষ্ট, পরিষ্কার ও নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে।

"বোমার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় দমদমের হরিহর নগর কলোনীর চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের উপস্থিতিতেও এলোপাথাড়ি বোমা পড়েছে। সেই বোমা কয়েকটি বাড়ির মধ্যে টপকে পড়েছে, ফেটেছে সশব্দে। আতঙ্কে বাড়ির মেয়েরা শিশুরা চিৎকার করেছেন, ছোটাছুটি করেছেন, কেউবা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন।

"শুধু হরিহর নগর কলোনী নয়, সুভাষনগর, রবীন্দ্রনগর, দমদম থানার আশপাশ, কাজিপাড়া, নাগের বাজার সাতগাছি, দমদম ক্যান্টনমেন্টের উত্তরাঞ্চল, নিমতা, বিরাটি, বেলঘরিয়ার একাংশ অর্থাৎ কলকাতার উত্তর শহরতলির বিরাট অঞ্চল জুড়ে গোলমাল সুরু হয়েছে। এই গোলমাল হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দলের অর্থাৎ কংগ্রেসের নানা গোষ্ঠির সমর্থকদের মধ্যে। পরস্পর গোলমাল যারা করছেন তাদের সকলের মুখে কোন না কোন কংগ্রেস নেতার জয় ধ্বনি ···· যুগ যুগ জিও। এলাকা দখলের প্রতিযোগিতা চলেছে সমানে সমানে—সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল লিখনও পাল্টে যাচ্ছে। আজ যেখানে হয়ত প্রিয় জিন্দাবাদ ধ্বনি, কাল হয়তো তা মুছে দিয়ে শত ঘোষ "যুগ যুগ জিও" লেখা হচ্ছে। কিংবা উল্টোটা। সতের যে রবীন্দ্র নগরে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র দুর্গাপদ ভট্টাচার্যের হত্যাকাণ্ড এই গোষ্ঠিগত বিরোধের নির্ম্মম পরিণতি। দুর্গাপদকে ধরে নিয়ে গিয়ে যে ভাবে গুলি করে খুন করা হয় তা ক্ষমতার উন্মাদনার এক কলঙ্কজনক নজীর ছাড়া আর কিছু নয়। মাত্র কিছুদিনের মধ্যে এভাবে দমদম, নিমতা, বিরাটি ও লাগোয়া অঞ্চলে অন্ততঃ ছয়জন খুন হয়েছেন।

দমদমের ঘটনা ক্রমে ব্যারাকপুর মহকুমার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে। কংগ্রেসের নানা গোষ্ঠীর সমর্থকদের মধ্যে রেষারেষির সুযোগে গুণ্ডা প্রকৃতির লোকজনও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রেষারেষির পরিণামে নানা গোষ্ঠীর সমর্থকদের মধ্যে রেষারেষির সুযোগে গুণ্ডা প্রকৃতির লোকজনও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রেষারেষির পরিণামে নানা জায়গায় সংঘর্ষ বাধছে। সংঘর্ষে গুণ্ডা প্রকৃতির লোকজনের প্রয়োজন। তাই তাদের চাহিদা বাড়ছে। গোষ্ঠীগত রাজনীতির পুরোভাগে গুণ্ডারা এসে পড়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যারা ছিল বা ভয়ে অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছিল তারাও এই সুযোগে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ঢুকে পড়েছে। রেষারেষি করতে গেলে জনবলের প্রয়োজন। সুতরাং গোষ্ঠী নেতাদের কে ভাল কে মন্দ কিংবা কেই বা অন্য দলের তা বাছাই করার ফুরসৎ নেই।

বর্ত্তমান কংগ্রেসে অন্তর্বিপ্লবের রূপের এ একটি সুস্পষ্ট পরিচয়। গত ২৪শে মে বৃহস্পতিবার রাত্রে উত্তর চব্বিশ পরগণার গাইঘাটার স্থানীয় কংগ্রেস এম-এল-এ শ্রীচণ্ডিপদ মিত্রকে কংগ্রেসের আর এক গোষ্ঠীর লোকেরা গুলি করে এমনভাবে আহত করেছে যে লিখবার সময় পর্য্যন্ত বনগাঁ হাসপাতালে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। আর একদিকে গাইঘাটার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতারা ঝগড়ার পঙ্কিল আবর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের মধ্যে একটা চরম লড়াইয়ের প্রস্তুতি করছেন।

সংবাদে প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের ব্যাপার নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। কেন্দ্র এখন এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত যে এই সব উপদলীয় কোঁদলের মিটমাট করা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। কংগ্রেসী এক উপদলীয় হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেসী আর এক উপদলের উদ্যোগে গোবরডাঙ্গায় চব্বিশ ঘণ্টার বন্ধ পালন করা হয়।

অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন! ক্ষমতাসীন দলের নামে দু দল সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। পুলিশের কাছে অনুরোধ উপরোধ, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ রাশি রাশি আসছে। এক শ্রেণীর পুলিশও এই সংঘর্ষের ব্যাপারে কিছুটা খেলছেন। এক গোষ্ঠীর পক্ষ সমর্থন করে অন্য গোষ্ঠীর সমর্থকদের উপর পুলিসী হয়রাণীর ফলে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের বহু কর্মীকে ঘর ছেড়ে পালাতে হচ্ছে।

দমদম অঞ্চলে কংগ্রেসেরই এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সমর্থকদের নিজের নিজের অঞ্চল থেকে তাড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যে শতাধিক যুবককে বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়েছে। দু চারটি পরিবারকে (কংগ্রেসী) চব্বিশ ঘণ্টা থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একটি ক্লাব ঘরে পুলিশ পাহারায় আতঙ্কগ্রস্ত মহিলা ও শিশুরা আশ্রয় নিয়েছে।

এই সবের মোকাবিলার ব্যাপারে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তাদের বক্তব্য ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বন্ধ করা দরকার এবং তা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়।

কংগ্রেসে যা চলছে তার অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র আমরা আলোচনা করলাম। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশাসনকে একেবারে অকেজো করেছে। অর্ব্বাচীন এম-এল-এ, এম-পিরা জিলার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসন একটা আনুষ্ঠানিক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তার ফলে জনসাধারণের নিরাপত্তা শিকেয় উঠেছে—দুর্দ্দশা ক্রমবর্ধমান।

এই পরিস্থিতিতে কোন কিছু হওয়া বা করা কি সম্ভব? নির্ব্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ও বড় বড় কথার আফিং-এ দেশের লোককে নেশাগ্রস্ত ও মোহগ্রস্ত করে যা খুশী করতে গিয়ে একটা বিপর্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের যত ময়লা এক সঙ্গে জড় করে পবিত্র মন্দির তৈরীর প্রতিশ্রুতির কঙ্কাল আজ পরিদৃশ্যমান। এবার আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করেই দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করছি—আপনাদের মোহ কি এখনও বিগত হয়নি? যদি না হয়ে থাকে তবে কংগ্রেস তো রসাতলে যাচ্ছেই—তার সঙ্গে দেশবাসীকেও রসাতলে টেনে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে অতি রূঢ় বাস্তব সত্য।

বি, দাসগুপ্ত

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট শ্রীভজহরি মাহাতর পত্র

শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

কলিকাতা-১

মহাশয়,

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বান্দোয়ান থানার দারোগা ও তার দলবলের পুলিশী জুলুম ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং থানায় চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে অবহিত করেও কোন প্রতিকার হয় নাই। অতএব বাধ্য হবে আপনাকে সরাসরি জানাচ্ছি। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি—তাতে আপনি বুঝতে পারবেন যে, কিভাবে জন সাধারণের উপর পুলিশী জুলুম চলছে ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে।

গত ২৫-৪-৭৩ তারিখে হলুদবনি গ্রামের শ্রীঅভিরাম মাহাত, শ্রীমদন মাহাত, শ্রীগোপাল মাহাত, প্রভৃতি ব্যক্তিদের গৃহে রাত ১২টার সময় থানার দারোগা দলবল সহ হাজির হন। নিদ্রিত ব্যক্তিদের ঘুম ভাঙিয়ে ঘর বাড়ী তল্লাসী করা হয়। দারোগাবাবু তাদের এই বলে ভয় দেখান যে, তাঁরা যদি বেশী গোলমাল করেন তবে তাদের বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে মারপিট করা হবে। উপরোক্ত ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই গ্রামের বিশিষ্ট লোক ও চাষী।

গত ২-৪-৭৩ তারিখে চিপা গ্রামের শ্রীঅনাথ বাউরী ও শ্রীগনেশ বাউরীকে রাত্রিকালে দারোগাবাবু সদলবলে গ্রাম থেকে মারতে মারতে থানায় আনেন এবং থানাতেও প্রচণ্ড প্রহার করেন। ফলে ওরা অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এত গুরুতর জখম হওয়ার জন্য পুলিস ওদের সদরে চালান না করে এই থানার পার্শ্ববর্তী থানায় (পটমদা-বিহার) গোপনে চিকিৎসা করান হয়। নিজেদের খরচে। প্রায় ২১ দিন পরে তারা বাড়ী ফিরে আসে। এই বিষয়টি ১৭ এপ্রিল ১৯৭৩ বান্দোয়ানে স্থানীয় যুব কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায়ও স্বীকার করা হয়েছিল। এই সমস্ত জুলুমের যাহারা প্রতিবাদ করেন পুলিস তাদেরও মিথ্যা মামলায় জড়িত করেছেন।

গত নভেম্বর মাসে পুলিস পড়াশা গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ মাঝি তার ছেলে-মেয়েদের মারপিট করে।

গত এপ্রিল ৭২ সালে গুপুকুড়ি গ্রামের ৩০।৩৫ জন গ্রামবাসীকে অমানুষিকভাবে মারপিট করে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে। বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়িত করেন।

হলুদবনি গ্রামের ও আরো অন্যান্য গ্রামের শবরদের ও বিভিন্ন জাতের গরীব দুঃখীদের অমানুষিকভাবে মারপিট করা হয় গত ১৯৭২ সালে এরকম আরও অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

যে সমস্ত ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করলাম এর মধ্যে কোন ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলাজনিত কোন অপরাধ দমন অপেক্ষা পুলিসের আক্রোশের ফলেই নিরীহ গ্রামবাসীগণ প্রহৃত হয়েছে, উৎপীড়িত হয়েছে। সরকারী আইন-শৃঙ্খলার নামে দারোগাবাবু ও তার দলবলের ব্যক্তিগত স্বার্থই প্রধান লক্ষ্য। যেখানে এর প্রতিবাদ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই পীড়ন এসেছে নির্মমভাবে। গ্রামবাসীরা প্রহৃত হয়েছে মামলায় জড়িত হয়েছে। সমস্ত থানায় এখন এভাবে পুলিসের সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। এবিষয়ে জেলার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন প্রতিকারের ব্যাবস্থা নেই।

তাই আপনার কাছে অনুরোধ আপনি এবিষয়ে তদন্ত করিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থানার অধিবাসীদের এই সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে রক্ষা করুন। নমস্কারান্তে

তাং – ১৫-৫-৭৩

নিবেদক
ভজহরি মাহাত
প্রাক্তন লোক সভার সদস্য
গ্রাম ও পোষ্ট—জিতান
জেলা – পুরুলিয়া

এই চিঠির কপি মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি, বন ও ত্রাণ মন্ত্রী সীতারাম মাহাতকেও দেওয়া হয়েছে।

——)•(——

পুরুলিয়ার প্রাক্তন সেন্সাস কর্মীরা আবার আন্দোলনের পথে

দীর্ঘ ১৭ মাস ধরিয়া পুনর্বহালের আশায় বসিয়া থাকিবার পরেও, সরকার পক্ষ হইতে কোনও রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুলিয়ার প্রাক্তন সেন্সাস কর্মীরা তাহাদের বিকল্প চাকুরীর দাবীতে পুনরায় আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতেছেন. ইতিপূর্বেও এই দাবীতে কয়েকবার আন্দোলন করা হইয়াছে. এবং সরকার পক্ষ হইতে 'অবিলম্বে পুনর্বহালের' প্রতিশ্রুতি পাওয়ার ফলে সেই সকল আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এখনও ১১০ জনেরও অধিক প্রাক্তন সেন্সাস কর্মী বিকল্প চাকুরীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং এই দাবীর কথা জানাইয়া, সরকারী প্যানেল অনুসারে প্রত্যেককে পুনর্নিয়োগ করিবার আবেদন জানাইয়া সরকারের নিকট সর্বজন স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি পাঠাইয়াছে। অবিলম্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের সরকারী প্যানেল অনুযায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা না হইলে, তাহারা আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে, স্থানীয় গান্ধী পার্কে জেলা শাসকের দপ্তরের সম্মুখে অবস্থান ও অনশন আন্দোলন শুরু করিবেন।

বেকার প্রাক্তন সেন্সাস কর্মীদের কার্য্যকরী সমিতি

গত ১৬ই মে পুরুলিয়াতে বেলা ১২টায় প্রাক্তন বেকার সেন্সাস কর্মীদের এক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে—

সভাপতি—তপন কুমার গুপ্ত; সহ সভাপতি—শ্রীমতী পূর্ণিমা সাও, অমিয় পরামানিক; সাধারণ সম্পাদক—সালে আহম্মদ; যুগ্ম সম্পাদকগণ—তপন কুমার ভট্টাচার্য. আশীষ আচার্য্য, অরুণ কুমার মাহাত; সহ সম্পাদক-গণ—পীযুষ কান্তি রায়, অমৃতময় মজুমদার, বিপ্লব ব্রহ্ম; কোষাধ্যক্ষ—অমল কুমার ভট্টাচার্য্য; সহ কোষাধ্যক্ষ—কুমারী রমা ব্যানার্জি।

সদস্যবৃন্দ—প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত, বিষ্ণুপদ দাস, অসিত কুমার চৌধুরী, সুকুমার রায়, জহরলাল মুখার্জি, সুধীর গুপ্ত, মানিক ওঝা, মুক্তিপদ মণ্ডল, প্রদীপ মিত্র সাধুচরণ মণ্ডল, রতন পরামানিক।

——•——

জাল আর-টী-এ অফিস আবিস্কার

বিহার পুলিসের অভিযোগ ক্রমে পুরুলিয়া টাউন পুলিশ বিহার পুলিসের সঙ্গে জাল আর-টী-এ অফিসের সন্ধানে পুরুলিয়ায় তদন্ত করে এবং সেই সূত্রে চুনকু ঠাকুর নামে জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ কিছুকাল যাবৎ জাল পারমিট প্রভৃতির সাহায্যে বিহারের ধানবাদ ঝরিয়া অঞ্চলে বহু ট্রাক, বাস ট্যাক্সী প্রভৃতি বরাদ্দ করা হতে থাকে। বিহার পুলিশ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং সেই সূত্রে পুরুলিয়াতেও থানা তল্লাসী ও গ্রেপ্তার করা হয়।

——•——

ট্রাক দুর্ঘটনায় যুবকের শোচনীয় মৃত্যু

গত ২২শে মে তারিখে সকালে পুরুলিয়া বরাকর রোডে ঝাপড়া গ্রামের নিকট শ্রীঅশোক কুমার সরকার পুরুলিয়ার একজন তরুণ কন্ট্রাক্টার ট্রাকে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। পুরুলিয়া থেকে খুব সকালে স্কুটার যোগে তিনি তাঁর কর্ম্মস্থল আনাড়ার অভিমুখে রওনা হন এবং তারসঙ্গে একজন কর্ম্মচারীও যান। ঝাপড়ার নিকটে আসার সময় একটি ট্রাকের দ্বারা তিনি মারাত্মকভাবে পিষ্ট হন এবং তাঁর সহযাত্রীও গুরুতর-রূপে আহত হন। আহত ব্যক্তিকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীঅশোক সরকার পুরুলিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি ও ক্রীড়াবিদ ৺রমনীমোহন সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দক্ষ ক্রীড়াবিদরূপে তিনিও পিতার ন্যায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি বি-এক-সি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আমরা তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছি।

———

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

42, 33/5219/72-FF, III
Sh, Choturanan Sen Gupta, (Jugal Kishore Sen Gupta) s/o late S. N. Sen Gupta, P. O. Purulia Munsiff-danga, P. S. Purulia Town Distt. Purulia, Rs, 200

43, 33/5775/72-FF, III
Shri Chunaram Mahato son of late Sankar Mahato, Vill. Nathurdih, P. O. Bamni, Distt. Purulia. Rs. 200

44. 33/11665/72-FF. III
Shri Charan Mahato S/o late Chaitan Mahato, Vill. Chapua P. O. Kasidi, P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 200

45. 33/10754/72-FF. III
Shri Chandra Mohan Mahato s/o late Radhanath Mahato, Vill. Bandwan, P. O. Bandwan, Distt. Purulia. Rs. 200

46. 33/5958/72-FF. III
Smt Dasibala Bhumij, w/o late Jugal Singh Bhumij, Vill. Pargella, P. O. Jitan P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 100

47. 33/1340/72-FF III
Smt Debomoti Kundu w/o Shri Karali Kumar Kundu, P. O. Tulin, P. S. Jhalda, Distt. Purulia. Rs. 200

48. 33/12679/72-FF. III
Shri Dhananjoy Mahato son of late Dinu Mahato, Vill. Jahanabaid, P. S. Barabazar, Distt. Purulia. Rs. 200

49. 33/5901/72-FF. III
Shri Dhananjay Mahato son of late Haripada Mahato, Vill. Bnehechabani, P. O. Jitujuri P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 200

50. 33/5821/72-FF. III
Shri Dhruba lal Dutta son of late Jugal Chandra Dutta. P O. Purulia, Rs 200

51. 33/5872 72- FF. III
Shri Durga Charan Majhi son of late Pitambar Majhi, Vill. and P. O. Konapara, P S Purulia, Distt. Purulia. Rs. 200

52. 33/3880/72-FF III
Shri Falguni Mahato son of late Khechan Mahato, Vill. Chepua, P. S. Manbazar, Distt. Purulia Rs 200

53. 33/11674/72-FF. III
Smt. Fudi Sabar w/o late Rabi Sabar, Vill. and P. O. Boro, P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 100

54. 33/10852/72-FF. III
Shri Gobardhan Modak son of late Nitai Modak Vill. Tulin P. O. Tulin, P. S. Jhalda, Distt. Purulia Rs. 160

55. 33/3908/72-FF III
Smt. Gayatri Mukherji w/o late Ramanuj Mukherji, Vill. & P. O. Ladhurka, P. S Hura, Distt. Purulia. Rs. 150 (Rs. 100 for widow and Rs. 50 for her daughter Manju till her marriage).

56. 33/5119 (A)/72-FF III
Shri Girish Chandra Mahato s/o late Brajamohan Mahato Vill. Metyala, P. O. Metyala P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 200

57. 33/5367/72-FF III
Shri Gobinda Majhi, s/o late Jagat Majhi, Vill, Chalka, P. O. Kumari, P. S. Manbazar, Distt Purulia. Rs. 200

58. 33/5988/72-FF. III
Shri Guhiram Tanti s/o late Chandi Tanti Vill. Mangla, P. O. & P. S. Bandwan, Distt. Purulia. Rs. 200

59. 33/5318/72-FF. III
Shri Guruprasanna Choudhury s/o late Rash Behari Choudhury Vill. & P. O. Hutmura, P. S. & Distt. Purulia. Rs. 200

60. 33/10700/72-FF. III
Shri Hagru Mahato, s/o late Dukhu Mahato Mrigichami, P. O. Kuchya, P. S. Bandwan, Distt. Purulia. Rs. 200

61. 33/3955/72-FF. III
Shri Harakali Mukherjee s/o late Rajani Kanta Mukherjee, Purulia town Namopara, P. O. & Dist. Purulia. Rs. 200

62. 33/3958/72-FF. III
Shri Hemchandra Mahato s/o late Guhiram Mahato, Nathurdih, P. O. Bamni, Distt. Purulia. Rs. 200

63. 33/3780/72-FF. III
Shri Hem Chandra Mahato S/o Late Sridhar Mahato Vill. Ankro P. S. Manbazar Dist, Purulia. Rs. 200

64. 33/4520/72-FF. III
Shri Hiru Singh Sardar son of Late Paran Sing Sardar, Vill. Latpada, P. O. Hijla. P. S. Barabazar Dist. Purulia. Rs. 200

65. 33/4664/72-FF. III
Smt. Hasi Bala Roy, w/o Late Banka Behari Roy, Vill. Nowagarh. P. O. Rajnowagarh. P. S. Puncha, Dist. Purulia. Rs. 100

66. 33/10139/72-FF. III
Shri Hara Mahato s/o Late Bidyadhar Mahato Vill. Sindhri P. O. Fatehpur Sindhri. P. S. Barabazar. Dist. Purulia. Rs. 200

67. 33/13280/72-FF. III
Shri Hangseswar Nandi S/o Late Bholanath Nandi P. O. & Village Bethur. P. S. Patrasayer, Dist Purulia. Rs. 200

68. 33/5881/72-FF. III
Shri Ishan Chandra Mahato s/o Late Thakur-Mahato Chila (Tola Basaburu) P. O. Jitan (West Bengal) Dist. Purulia. Rs. 200

69. 33/11843/72-FF. III
Shri Janglal Mahato s/o Late Sahadev Mahato Village Kansra. P. O. Masina P. S. Jhalda, Dist. Purulia. Rs. 200

71. 33/6269/72-FF. III
Shri Jagadish Chatterji. s/o L. Rudra Prasanna Chatterji Namopara, Purulia Town. Dist. Purulia. Rs. 200

72. 33/5904/72-FF. III
Shri Jagaran Karmakar s/o Late Bhuban Karmakar P. O. Majhihira. P. S. Manbazar. Dist. Purulia. Rs. 200

73. 33/5873/72-FF. III
Shri Jethu Majhi s/o Late Radhanath Majhi P. O. Jitan. Dist. Purulia. Rs. 200

74. 33/10295/72-FF. III
Smt. Juni Bala Mahato W/o Late Shri Darpanarayan Mahato. Chirugora P. O. Purdaha P, S. Manbazar, Dist. Purulia. Rs. 100

75. 33/3806/72-FF. III
Shri Joti Roy, s/o Late Rasbehari Roy P. O. Tulin. P. S. Jhalda, Dist. Purulia. Rs. 200

76. 33/13052/72-FF, III
Shrimati Juhi Bala Mahatani W/o Late Shri Darpanarayan Mahato Vill. Chirugora P O. Purdaha. P.S. Manbazar Dist Purulia. Rs 100

77. 33/1221/72-FF. III
Shri Kalipada Chakrabarti s/o Late Karna Chakraborti Vill & P. O. Chakalta P. S. Hura Dist. Purulia. Rs. 200

78. 3 /5086 72-FF. III
Smt Khandi Mejhan W/o Late Daman Majhi Vill & P. O. Konap ra P. S. Puncha Dist. Purulia. Rs. 100

79. 33/10706/72-FF. III
Shri Khandu Degharia s/o Late Mohendra Nath Degharia Vill. Arita. P.O. Kushtar P.S. & Dist. Purulia. Rs. 200

80. 33/3961/72-FF. III; Shri Khudiram Mahato. s/o Late Madhab Mahato Vill Nathurdi. P. O. Bamni Dist Purulia. Rs. 170

81. 33/6128/72-FF. III; Shri Krishna Prasad Choudhury, s/o Late Hanseswar Choudhury. Vill. & P. O. Lakhanpur. P. S. Hura, Dist Purulia. Rs. 200

82. 33/651/72-FF. III Smt. Khari Mahato. w/o Late Jadab Chandra Mahato. Vill. Narra. P.S. & P. O. Manbazar Dist. Purulia. Rs. 150 p. m, One hundred for widow and Fifty for her daughter Gunu Bala till her marriage.

83, 33/10666/72-FF. III Shri Krittibas Mahato, Vill, Chepua. P. O. Kasidi, P. S. Manbazar. Dist. Purulia, Rs 200

84, 33/13515/73-FF, III Shri Kurso Modak s/o Late Girish Kar Modok. P,O.Barabhum, Dist, Purulia. Rs 200

85. 33/5915/72-FF. III Sh Kusadhwaj Karmakar. s/o late Satrughna Karmakar. Vill Piral Laia. P. O, Rakab-Keshar Garha. P. S. Hura. Distt, Purulia. Rs, 200

86. 33/3929/72-FF. III Smt Kuseswari Ojha. W/o Late Mukunda Ojha. Vill & P. O. Hutmura P.S. Purulia. Dist, Purulia. Rs, 100

87. 33/6058/72-FF. III Smt Labanya Prova Ghosh w/o Late Atul Chandra Ghosh. Town Purulia. P, O. Purulia. Distt, Purulia. Rs, 200

88. 33/3965/-FF. 72 III Shri Lal Mohan Majhi s/o Late Loda Majhi Vill. Sindraidih. P. S. Manbazar. P. O. Dighi Distt. Purulia. Rs, 200

89. 33/3872/72-FF. III Sh. Lombodar Gorain s/o Late Rakhal Chandra Gorain Vill. Lakhanpur. PS. Hura P. O. Lakhanpur. Distt. Purulia. Rs. 200

90. 33/6129/72-FF. III Smt Latika Chaudhury W/o Late Chakradhar Chaudhury. Vill Lakhanpur. PS. Hura, P. O. Lakhanpur. Distt. Purulia. Rs. 200 p. m. Rs. 100 for the widow and Rs, 50 for her two daughter Shova and Padma Chaudhury till their marriage.

91. 33/4431/72 FF, III Sh. Lakxmi Kanta Mahato s/o late Hariram Mahato. Vill, Metyala, PS. Manbazar PO. Metyala. Distt. Purulia, Rs. 200

92. 33/9090/72-FF. III Sh, Madan Mohan Modak s/o late Panchanan Modak. Barabazar, PS, Barabazar PO. Barabhum. Distt. Purulia. Rs 50 p. m, for the deaf & dumb Purnima Modak daughter of Late Sristidhar Modak, till her marriage)

93, 33/5900/72-FF. III Sh. Magaram Mahato s/o late Jethu Mahato Vill & PO Pirra. PS, Puncha Distt. Purulia, Rs. 200

94, 33/12653/72-FF III Sh. Maheswar Mahato s/o late Balai Mahato Vill & PO. Majhihira PS, Manbazar Distt Purulia Rs 200

95 33/10301/72-FF III : Sh. Manohar Mahato, S/o Late Sudarsan Mahato Vill Bhutam Po. Bhutam Dist. Purulia Rs. 200

96. 33/5954/72-FF. III : Smt Mangali Sabar, W/O Late Uddhab Sabar Vill. Boro Ps. Manbazar Dist. Purulia. Rs. 100

97. 33/3119/72-FF. III : Sh. Makar Chandra Mahato S/o Late Khonku Mahato Vill.&Po Metyala, Ps Manbazar Pergana Manbhum Dist Purulia Rs 200

98. 33/6718/72 FF. III : Sh Manindra Ahiri S/o Late Naresh Ahiri r/o Mangura, PS. Mangura Lalpur, P. O Hura. Dist. Purulia. Rs. 200

99. 33/3962/72-FF. III : Sh. Mansab Ali, S/o Late Basit Ali, r/o Balarampur. P. O. Rangadi. Dist Purulia. Rs, 200

100 33/4158/72-FF. III : Sh. Mariram Mahato, S/o Late Rabi Mahato, Vill. Dhabani, PS. Bandwan, District Purulia. Rs. 200

101 33/6840/72-FF. III : Sh Mathan Ch Mahato. S/o Late Damu Mahato, Vill. Herbona, P.O. Barabhum. PS. Barabazar Dist Purulia. Rs. 200

102 33/940/72-FF, III : Smt. Methi Bala Mahato, W/O Late Chunaram Mahato, Vill. Kuda, P. O. Mahara, PS. Manbazar, Dist. Purulia Rs, 80

103. 33/6019/72-FF, III : Smt Mithila Mardanya, W/O Late Bholanath Mardanya, r/o Sindraidih, P. O. Dighi. P. S. Manbazar, Distt. Purulia. Rs. 100

104. 33/13135/72 FF. III : Smt Mohini Mahato. W/o Late Chunaram Mahato, Vill & P o Bamni PS Manbazar Dist Purulia, Rs. 100

105, 33/5196/72-FF, III Smt Mohini Debi Mahatani w/o late Sambhu Mahato Vill, Punura, PO. Panipathar, PS. Puncha. Distt. Purulia. Rs. 200

106, 33/13605/72-FF III Sh. Mohini Majhi s/o late Ratan Majhi Vill, Dhagara, PO. Pidargoria, PS, Manbazar Distt, Purulia Rs, 200

137, 33/2732/72-FF, III Sh. Moti Tamoli S/o late Akshoy Tamoli Vill. Barabazar, P O, Barabhum, Distt Purulia. Rs. 200

108, 33/3764/72-FF, III Sh. Madhab Chandra Chakrabarty, s/o late Karuna Kanto Chakrabarty. r/o Shilpasram. PO. & Dist, Purulia. Rs. 200

109, 33/11641/72-FF, III Smt Maka Mejhan w/o late Kalipada Majhi, Vill. Dangardi. PO. Bora. PS. Manbazar, Dist. Purulia. Rs. 150 Rs. 100 for the widow and Rs 50 for her daughter Suramani Mejhain, till her marriage,

110, 33/4422/72-FF, III Smt Mohinibala Tanti, w/o Kalipado Tanti r/o Mrigichami. P O. Kunchya, Dist. Purulia. Rs. 150 p. m. Rs. 100 for the widow and Rs. 50 for her daughter Binata Tanti till her marriage.

111. 33/3885/72-FF, III Sh. Mohini Lal Mahato s/o late Sukdeb Mahato r/o Pitidiri PO. Dighi PS Manbazar, Dist. Purulia. Rs. 170

112. 33/11671/72-FF III, Shri Muchiram Mudi s/o late Haru Mudi, Vill, Nathurdi P o. Bamni, Distt Purulia. Rs. 200

113. 33/4061/72 - FF. III; Shri Nalinaksh Banerjee s/o late Jogendra Nath Banarjee, Po. & P. S. Purulia, Nadiha, Distt Purulia. Rs. 200

114. 33/7441/72 - FF. III; Smt. Narayani Bhattacherjee w/o Dwijapada, Vill. & Po. Raghunathpur. Distt. Purulia. Rs. 150. Rs. 100 for the widow and Rs. 50 for her daughter Maya till her marriage.

115. 33/13088/72-FF. III; Shri Naran Ch. Mahato s/o Late Kisto Mahato Vill Nadiha Tola Dihagora Po. Jitujuri, P. S Manbazar. Dist. Purulia. Rs. 200

116. 33/5266/72-FF. III, Shri Narendra Nath Mahato S/o Late Baul Mahato, P. O. Majhihira Distt. Purulia (W. B) Rs 200

117, 33/13320/72 - FF. III; Shri Narendra Nath Mahato s/o Late Jethu Mahato Vill. Metyla P. S. Manbazar P. O. Metyla, Pargana Manbhum Dist. Purulia. Rs. 200

118. 33/10749/72-FF. III Smt. Nehar Sutrodhar W/o late Ashutosh Sutrodhar Raghunathpur Po. & Ps. Raghunathpur Dist. Purulia Rs. 100

119. 33/5119 72-FF III Sh. Niranjan Mahato S/o late Debnath Mahato Po. Nathurdi, Bamni Dist. Purulia. Rs. 200

120 33/5935/72-FF. III Sh. Magaram Sahis So/ late Rathu Sahis Vill. Chepua, Po. Kasidi Ps. Manbazar, Dist. Purulia, Rs. 200

121. 33/10303/72-FF III Sh. Nabin Chandra Mahato So/ late Bhagabat Chandra Mahato, Vill. Mohondi Po. Damda, Dist. Purulia Rs 200

122. 33/11676/72 FF. III Niroda Mejhan W/o late Braja Majhi Po. Dighi, Vill. Noadi Ps Manbazar, Purulia. Rs 100.

123. 33/11604/72 FF. III Sh. Padak Chandra Mahato S/o late Kanai Mahato Vill. Herbona, Po. Barabhum, Dist. Purulia. Rs. 200

124. 33/11592/72-FF. III Sh. Piari Bhumij S/o late Digam Bhumij Vill. Jaipur, Tola Jamboni PO. Ankro. Dist. Purulia. Rs 200

125 33/3911/72-FF. III Sh. Phanindra Nath Banerji S/o Late Ram Kumar Po. & Vill. Hutmura Dist. Purulia. Rs 200

126. 33/12647/72-FF. III Sh Prahlad Chandra Majhi S/o late Kanku Majhi PO. Bamni Manbazar. Dist. Purulia. Rs. 200

127. 33/3241/72-FF. III Sh. Prahlad Modak S/o late Rakhal Vill. Barabazar P.S. Barabazar Dist Purulia. Rs 200

128 33/4850/72-FF. III Smt. Prativa Gupta W/o late Mahendra Nath Vill & P O. Jhalda Dist. Purulia. Rs. 100

129. 33/8765/72-FF. III Smt. Priyabala Kewat W/o late Bhusan Chandra PO Barabhum Namopara PS. Barabazar Dist. Purulia. Rs. 100

130. 33/13197/72-FF III Sh Promode Kumar Ghosh S/o late Harinath Ghosh PO Manguria P.S & Dist. Purulia Rs. 200

131. 33/5880/72-FF. III Sh. Provakar Pathak S/o late Ganganarayan PO. Hutmura Vill. Sidpur Dist. Purulia. Rs. 200

132. 33/11593/72-FF. III Smt. Purnima Mahato W/o late Parixit Mahato Vill. Patapahari PO Kurharbaid Dist Purulia Rs. 100

133. 33/10697/72-FF III Smt Purnima Chattaraj W/o late Mihir Kumar r/o PO. Purulia, Nadiha Distt. Purulia. Rs. 50 for Km. Mridula Chattaraj (till her marriage)

134. 33 4418 72-FF. III Sh. Panchanan Thakur S/o late Banamali Po. & Vill. Lakhanpur Distt Purulia. Rs 200

135. 33/3785/72-FF. III Sh. Phani Bhusan Singha Deo. S/o late Kenaram Po. Sanka, Distt. Purulia. Rs. 200

136. 33/12036 72-FF. III Sh. Prafulla Ranjan Das S/o late Ramchandra Das Rupchand Pandit Lane Po. & Distt. Purulia. Rs. 200

137. 33/10304/72-FF. III Shri Prahlad Ch. Mahato, S/o Pnaru Mahato, Vill. Chepua, P. O. Kasidi, Distt. Purulia, (West Bengal) Rs. 200

138. 33/3875/72-FF. III Smt Puti Mahatani, W/O LateGobinda Mahato, P.O. Supurudih, Saga, Dist, Purulia (West Bengal) Rs, 100

139. 33/3236/72-FF. III Smt Piran Mahatani, W/O Late Rohin Mahato, Vill Harbana, P.S. Barabazar, Distt. Purulia. (West Bengal) Rs. 100

140, 33/4419/72-FF III Sri Raghab Singh Sardar, S/o Late Ghasiram Singh, Vill, Madhupur, P S Bundwan P. O. Jitan. Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 200

141, 33/5905/72-FF, III Sri Ratan Majhi, S/o Late Nilu Majhi, P. O. Bundwan, Vill, Mangla, Dist, Purulia (West Bengal) Rs, 200

142, 33/5172/72-FF, III Sri Radhanath Mahato, S/o Late Salabat ahato, Vill, Golhura, P. O. Kunchaya, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs, 200

143, 33/11668/71-FF. III Smt Rajabala Mahatani, W/o Ramchandra Mahato (late) Vill Kanshbahal, P. O. Jitan, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs 100

144 33/5785/72-FF. III Sri Rajendra Nath Mahato, S/o Late Kanchan Mahato, Vill. Nipania, P. O. Kashidih Dist. Purulia. (West Bengal) Rs 200

145. 33/942/72-FF. III Sri Rajendra Nath Rai, S/o Late Chandra Mohan Rai, C/o Abhoy Ashram, Dist. Purulia, (West Bengal) Rs. 200

146, 33 3947/72-FF, III Sri Ram Chandra Adhikary S/o Late Ram Nath, P.O. Purulia Namopara, Dist, Purulia, (West Bengal) Rs. 200

147, 33/5317/72-FF, III Sri Ramnath Jaiswal, Son of Late Bansilal, P, O, Rangadi Balarampur, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 200

148. 33/3792/72-FF. III Sri. Ramkinkar Mahato. S/o Late Bishnu Charan Vill. Bhutam. 1 O. Bhutam. Dist. Purulia, Rs. 200

149. 33/5211/72-FF III Sri Ratan Majhi. S/o Kartik Majhi. Vill. Bhalu. PO. Jitan. Dist. Purulia. Rs. 200

150. 33/5174/72-FF. III Shri Sankar Majhi. S/o Late Paran Majhi. Vill, Noadi. P. O. Dighi, Dist. Purulia. Rs. 200

151. 33/5210/72-FF. III Sri Sankar Bhusan Sur S/o Late Gopal Chandra Sur. Huchukpara Mission Road. PO, & Dist. Purulia. Rs. 200

152. 33/5121/72-FF, III Sri Sankar Choudhury. S/o Late Beharilal. Vill. Ladhurka. PO. Dist. Purulia. Rs. 200

153. 33/11594/72-FF. III Sri Satish Chandra Karmakar. S/o Late Rajun. Vill. & PO. Panipathar. Dist. Purulia, Rs. 200

154. 33/1387/72-FF. III Sri Satyanarayan Choudhury. S/o Late Jwala Prasad. PO. & Dist. Purulia. Sadar Para. Purulia. Rs. 200

155. 33/13087/72-FF. III Sri Shambhu Karmakar. S/o Late Balai Karmakar Vill. Dangardi. PO. Boro, Dist. Purulia Rs. 200

156. 33/4929/72-FF. III Smt. Sabarani (Khera) W/o Late Mahadeb Sabar. Gholhura, Po. Dhadka. Dist Purulia. Rs. 100

157. 33/2133/72-FF. III Sri Sashi Mahato, S/o Mukunda, Vill. Harbona. Dist. Purulia Rs. 200

158, 33/7220/73-FF, III Sri Shyam Lal Sao S/o Late Ramlal Sao, Old Police Line Road, Dist. Purulia. Rs. 200

159. 33/10752/72-FF. III Sri Srinath Sabar, S/o Late Kartik Sabar, P.O. Boro, Vill. Dhadagar, District Purulia, (West Bengal) Rs. 200

160. 33/12265/72-FF. III Sri Srinath Mahato. S/O Late Adwaita, Vill. Kadma. P. O. Bamni, Dist Purulia (West Bengal) Rs. 200

161. 33/5863/72-FF. III Smt Snehalata Chatterjee, W/O Late Haripada, P, O, & P. S, Jhalda, Dist Purulia West Bengal Rs, 100

162. 33/6054/72-FF. III Sri Srish Chandra Banerjee, S/O Late Jagneswar, Silpasram, P O. P S, Purulia, Distt. Purulia, (West Bengal) Rs. 200

163. 33/10298/72-FF. III Sri Sambhu Sabar. S/o late Sanatan Sabar, Vill Boro. PS. Manbazar, Distt. Purulia, (West Bengal) Rs. 200

164. 33/8467/72-FF. III Sri Santosh Kumar Mitra, S/o Late Kedar Nath, Purulia Town, Namopara, P O. & P. S. & Distt. Purulia. (West Bengal) Rs, 200

165. 33/10302/-FF. 72 III Smt Sarada Mejhan, W/o Late Birbal, Vill. Mangla, P O. Bandwan, Distt. Purulia. (West Bengal) Rs. 100

166. 33/5116/72-FF. III Smt Sarala Bala Choubey, W/o Late Nirode Baran, Vill, Sankra, Distt, Purulia. (West Bengal) Rs. 100

167. 33/10365/72-FF. III Smt Sashi Mahatani, W/o Late Gour Mahato, Vill Bhalu, P O. Hetakole Distt. Purulia. (West Bengal) Rs, 100

168. 33/01300/72-FF, III Smt Sashmukhi Karmokar W/o Late Balai Karmokar, P. O. Boro Dangardi, Distt. Purulia. (West Bengal) Rs, 100

169. 33/5815/72-FF. III Sri Sankar Mahato, S/o late Nukai Mahato, Vill. Chepua, P. O. Kashidi. Dist, Purulia. (West Bengal) Rs, 200

170, 33/5976/72-FF. III Sri Shiva Sankar Mukherjee S/o Late Prassana Kumar, Silpasram, Malgodam Road, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs, 200

171. 33/11677/72-FF. III Sri Shrikanta Mahato, S/o Late Behari, Vill. Nathurdih, P. O. Bamni, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 200

172. 33/3974/FF. III Shri Shripati Goswami, S/o Late Shshibhusan, Vill. Magura, P.O, Maguralalpur, Dist. Purulia, (West Bengal) Rs. 200

173. 33/3956/72-FF. III Sri Sibaram Thakur, S/o Late Ranu Thakur, Vill. Lakhanpur, P S. Hura, Dist. Purulia, (West Bengal) Rs. 200

174, 33/3791/72-FF. III Smt Sindhubala Mahato, W/o Late Aghnu Mahato. Vill. Pitidiri, P. S. Manbazar, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 100

175. 33/3876/72-FF. III : Sri Sripati Mahato, S/o Late Baneswar, Vill. Chepua. P. O, Kasidi, Distt. Purulia. (West Bengal) Rs. 200

176. 33/6387/72-FF. III : Sri Suresh Kiron Paul S/o Late Jadunath, P. O. Neturia, Parbelia Colliery. Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 200

177. 33/14205/72-FF. III : Smt Sumati Bala Dutta, W/o Satya Kinkar, Jhalda, P.O. & P. S. Jhalda, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 100

178. 33/1591/72-FF. III : Smt Tushia Mahato, W/o Sahadeb Mahato, Vill. Matyala. P. O. Inchag, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs, 100

179. 33/13876/72-FF. III : Smt Tunibala Mejhan, W/o Late Dolgobinda, Vill. Kelardi, P. O. Pidargoria. Dist Purulia (West Bengal) Rs. 100

180. 33/5902/72-FF. III : Sri Thalu Mahato, S/o Late Sradhyaram, Vill. Nathurdi, P. O. Bamni, Dist. Purulia. (West Bengal) Rs. 200

181. 33/3959/72-FF. III : Sri Upendra Nath Mahato, S/o Late Guhiram, Vill. Bhutam. P, O. Bhutam, Distt, Purulia.. (West Bengal) Rs 200

(Sd/- R. L. Pardeep)
Deputy Secretary to the Government of India.

* * * * * * *

উপরে প্রকাশিত তালিকা ছাড়াও ইতিপূর্বে যে সব লিষ্টে যাদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে তাদের নাম প্রকাশিত হল।

List No. 3 : 64. Parikshit Mahato; Po. Majhihira. Manbazar Purulia Dist;—Rs. 170/- only.

List No. 5 : Letter No, 33 (1)/ gen /72-FF1 Dated 23-10-1972 43. file No. 50 (7796)/72-FFI. Sh. Haripada Rajwar of Rajnoagorh; Ps. Purulia. 170/-only

List No. 6 : Letter No. 33 (1) / c / 72-FF I Dated 13-11-72 45. file No. 33(7895)/72-FFI; Shri Jyotish Chandra Roy Choudhury. Vill. & Po. Raghunathpur Dist. Purulia—Rs. 200/- only.

List No. 10 : Letter No. 33 (1) /g/ 72 FFI Dated. 28-11-72 23. file No. 33(524) 72 FFI Shri Ashutosh Mandal s/o Late Kalipada Mandal; Chakaltore Hura. Purulia W. B. —Rs. 200/- only.

List No. 11 : Letter No. 33(1)/g/72-FFI Dated 12-1-73 107. file No. 33(544)/72/-FFI Shri Haripada Hazra S/o Late Sambhu Hazra, Vill. & Po. Chakalta Ps. Hura. Dist. Purulia. Rs. 200/-only.

108. গ্রাম ও পোঃ আফিসের নাম লেখা আছে কিন্তু কোন ব্যাক্তির নাম লেখা নেই।

মেট্যালায়
বোমা নিয়ে ডাকাতদের দুঃসাহসিক অভিযান
একেই বলে অরাজকতা

গত ২৫শে মে শুক্রবার দিন মেট্যালার নিকটই গোপালনগর গ্রামে হাট ছিল। সেই হাটে ডাকাতের দল একত্রিত হয়। এবং মেট্যালা গ্রামে রাত্রিবেলা ১১৷ ১২টার সময় শ্রীনগেন মর্দ্দন্যা ও তার ভাই ভুটু মর্দ্দন্যার ঘরে ডাকাতী হয়। ডাকাতের দল প্রথমে নগেন মর্দ্দন্যার ও তার ভাই-এর ঘরের দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। সেই সময় পাড়ার লোক জানতে পারে এবং দলবদ্ধ হয়ে ডাকাত তাড়াতে যায়। সেই সময় ডাকাতের দল একটি হাত বোমা গ্রামের লোকের দিকে ছুড়ে দেয়। তাতে ভীষণ আওয়াজ হয়। এবং দুই দলের মধ্যে বাক যুদ্ধ হয়। ডাকাতদের খুব টর্চের আলো থাকায় এবং গোলমাল হওয়ায় আরও গ্রামের লোক আমরা জমা হই। এবং দুই দলের মধ্যে আমাদের বাক যুদ্ধ হয়। এদিকে নগেন তার ঘরের কোঠার উপরে সকলেই উঠে যায়। ডাকাতদল তাকে মারবার জন্য খুব চেষ্টা করে। কিন্তু উপরে উঠতে পারে নাই। তাদের ঘরের টালি খলাগুলি লাঠির দ্বারা সব ভেঙ্গে দেয়। সে শব্দ আমরা সকলেই শুনতে পাই। ডাকাত দল নগেন ও তার ভাইয়ের ধান চাউল ছাগল থলা বাসন একটি সাইকেল যা ছিল নিয়ে যায়। দুই পক্ষের কেহ হতাহত হয়েছে বলে কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে গ্রামের লোক অনেক কাঁড় চালিয়েছিল আমরাকে দেখে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। গত ভাদ্র মাসে এই নগেন মর্দ্দন্যাদের ঘরে ডাকাতি হয়েছিল এবং মারধর করে সব নিয়ে গেছল। সেই ডাকাতিতে নগেন ও ভুটু ডাকাত দলের মধ্যে গ্রামের কে কে ছিল তাহা পুলিশকে বলে সেই কেশ এখনও চলছে এবং আসামীগণ সঙ্গে সঙ্গে জামিনে খালাস পায়।

সকলেই ধারণা করছেন নগেনরা যাহাতে উক্ত কেসে সাক্ষী পুরতে না পারে তার জন্য ডাকাতদের আবার এই হামলা। গতবার ডাকাতিতে পুলিস একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি সে বিষয়ে গ্রামের লোক লিখিত এস-পি-কে জানিয়েছিল।

২৬-৫-৭৩ গিরিশচন্দ্র মাহাত

প্রাথমিক শিক্ষকের উপর নৃশংস আক্রমণ

বিগত ২৫শে মে কাশীপুর থানার আদ্রা সার্কেলের অন্তর্গত রঞ্জনডি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুফল চন্দ্র মাহাত যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে রত ছিলেন সেই সময় উক্ত গ্রামেরই প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীপশুপতি বেলঘরিয়া ও তাহার সহচরবৃন্দ কর্তৃক লোহার ডাণ্ডার আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের সহায়তায় তিনি কোনওক্রমে রক্ষা পান ও তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কাশীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনয়ন করা হয়,—সেখান হইতে আঘাত গুরুতর হওয়ার জন্য তাহাকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই।

—বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে শ্রীমাহাত নিজ অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তাহার উপরে এই জঘন্য বর্বর নিগ্রহের সংবাদ পাইয়া কাশীপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাহারা ২৭শে মে মিছিল সহকারে অত্যাচারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তিদানের দাবিতে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে আবেদন জানান। কিন্তু প্রকাশ যে, এখনও পর্যান্ত পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। এই আক্রমণের সংবাদ জানাইয়া তাহার প্রতিকারের দাবিতে জিলার কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের নিকটে সংবাদ পাঠানো হইয়াছে। শীঘ্রমধ্যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে থানার প্রাথমিক শিক্ষকগণ একযোগে ১লা জুন হইতে অনশন-আন্দোলন শুরু করিবেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ ওঝা

২৯-৫-৭৩ কাশীপুর

পুরুলিয়ায় আগত ট্যুরিষ্টদের অভিযোগ

নিখিল ভারত যুব হোষ্টেল এসোসিয়েসনের শাখা হাওড়া জিলা যুব হোষ্টেল এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীঅরুণ পাল নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশের জন্য ২৫শে মে তারিখে দিয়েছেন—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশ করলে বাধিত হব। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে যখন ট্যুরিজম অথবা পর্য্যটন বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করার নানা আয়োজন চলছে তখন আমাদের দেশে কোন কোন কর্তা ব্যক্তি ভ্রমণকারীদের প্রতি কি ধরণের ব্যবহার করেন তা তুলে ধরার জন্য আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যম বেছে নিয়েছি।

আন্তর্জাতিক ইয়ুথ হষ্টেলস্ এসোসিয়েশনের হাওড়া শাখার একদল যুব সভা কয়েক বৎসর আগে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডির নিকটস্থ অযোধ্যা পাহাড়ের বিখ্যাত আদিবাসী উৎসব দেখে আসেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমরা অন্য ৭ জন সভ্য এবার বুদ্ধ পূর্ণিমায় অযোধ্যা পাহাড়ের উৎসব দেখতে যাই, পাহাড়ের নীচে পুলিশ চৌকির সঙ্গে যোগাযোগ করে পায়ে হেটেই ১১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অপরাহ্নে পাহাড়ের উপরে বন-বিভাগের রেষ্ট হাউসে পৌছাই। সেখানে স্থানীয় বি,ডি,ও, এস,ডি,ও, ডি,এস,পি ইত্যাদী অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দেখে অভ্যর্থনার বদলে আরা ভর্ৎসনা করে অবিলম্বে পাহাড় থেকে নেমে যাবার নির্দেশ দেন, পরিশ্রান্ত দেহে তখন আমাদের বিশ্রাম ও খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের অনুরোধ উক্ত অফিসারদের মনে কোন রেখাপাত করলোনা। অগত্যা আমরা মেলার দিকে চলে গেলাম। আদিবাসীরা কিন্তু খুবই সহৃদয়ভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করলো। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আমাদের আবার ডাক বাংলোয় ফিরে আসতে হয়। এবারও অফিসারগণ আমাদের আশ্রয় দিলেন না। অগত্যা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা জোর করে বারান্দাতেই রাত্রি বাস করতে বাধ্য হই, বাংলোর মধ্যে কর্তাব্যক্তিরা নানা রংয়ের পানীয় এবং অনুনাঙ্গিক নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। স্থানীয় ক্যানটীনে রাত্রির আহার শেষ পর্য্যন্ত আমাদের জুটেছিল। এই ধরনের অফিসার দিয়ে কি ভ্রমণকারীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা যাবে? পর্য্যটনের প্রসার কি এভাবে হবে?

৭৪-তম নজরুল জন্মদিবস পালন

পুরুলিয়া ২৬শে মে, ১৯৭৩

গত ২৪শে মে, পুরুলিয়ার বৈষ্ণবপাড়ার শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গীত ভবনের সভাবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত কাজী নজরুল ইসলামের ৭৪তম জন্মদিবস পালন করা হয়। শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যাক্তি এবং শিল্পীবৃন্দ এই সভা অলংকৃত করেন।

অনুষ্ঠানে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ, আবৃত্তি, নজরুলগীতি ও নজরুল সম্পর্কীয় স্বরচিত কবিতা পরিবেশন করা হয়। যে সকল শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী জগদীশ চন্দ্র দাস, কালোবরণ দাস, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মাজি, অজিত কুমার সিংহ, পরেশনাথ চট্টরাজ, নির্ম্মল হালদার মাঃ বাবু ও মাঃ সুব্রত'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীকালোবরণ দাস।

—সংবাদদাতা

পঃ বঃ জমিদারী অধিকার আইন সংশোধিত ৬৮ হাজার একর জমি সরকারে বর্তাবে

যাঁদের সিলিং এর অতিরিক্ত জমি আছে তাঁরা সমুচিত কারণ না থাকলেও দেওয়ানী কোর্টে মামলা করে ঐ জমি সরকার কর্তৃক অধিকৃত হতে দিচ্ছিলেন না। আদালতে কোন রকমে মামলা হলে বহু বৎসর যাবৎ তার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হওয়া সম্ভব হয় না। এই কারণে বহু জমি যা ন্যায্য ভাবে সিলিংএর অতিরিক্ত হিসাবে সরকারের প্রাপ্য তা আদালতে মামলার কারণে সরকারের হাতে আসছিল না। এই অবস্থায় তার প্রতিকারের জন্য জমিদারী অধিকার আইনের দ্বিতীয় সংশোধন বিল পঃ বঃ বিধানসভায় পেশ করা হয়। ঐ বিল পাশ হয়েছে। তার ফলে এখন আর দেওয়ানী আদালতে মামলা করে সিলিং এর অতিরিক্ত জমি সরকার কর্তৃক অধিকারে বাধা দেওয়া যাবে না। ঐ সম্পর্কিয় আপত্তি বিচারের জন্য রেভিনিউ বিভাগের নিজস্ব যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাতেই ঐ সম্পর্কিত আপত্তির বিচার সীমাবদ্ধ থাকবে। এর ফলে যে সব মামলা দেওয়ানী আদালতে পেশ করা হয়েছে তা অচল হয়ে যাবে ও ৬৮ হাজার একর জমি সরকারের হাতে এসে যাবে। নূতন মামলাও করা যাবে না।

—সর্বোদয়ের সৌজন্যে

পুরুলিয়া মুটে মজুরদের দাবী

গত ২১শে মে বেলা ৯টার সময় পুরুলিয়া ও তৎসংলগ্ন গ্রাম সমূহের মুটিয়া মজদুরগণ মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের ডাকে—প্রায় ৬০০ (ছয়শত) মুটিয়া মজদুরদের এক দৃপ্ত ও জঙ্গী মিছিল মহলধুটা হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা, বাস ষ্ট্যাণ্ড ও আদালতের এলাকার মধ্য দিয়া সহর পরিক্রমা করিয়া স্থানীয় রাস ময়দানে সমবেত হয়। ঐ স্থানে কম্ প্রহ্লাদ বাউরির সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় শ্রমিক নেতাগণ যথাক্রমে কম্ নিখিল মুখার্জী, মহাদেব মুখার্জী, স্বপন ব্যানার্জী, অমূল্য মাহাত ও ছাত্র নেতা কম্ শ্রীগোপাল চৌবে তাহাদের আন্দোলনের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় যুব ফেডারেশন সাহায্য করে। এই কর্মসূচী সফল ভাবে পালিত হওয়ায় মুটিয়া মজদুরদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং আগামী দিনের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়ায় জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।

অমূল্য মাহাতো

২১।৫।৭৩ সম্পাদক

মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন, পুরুলিয়া।

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(১)

সরকারের প্রতি

১। আমি ঝালদা ২নং ব্লকের অন্তর্গত চিৎমু অঞ্চলভুক্ত পগরো গ্রামের বাসিন্দা। আমি যে পাড়ায় বাস করি তার নাম—গহলুডি। গহলুডিতে ২০ ঘরের বাস। এই ২০ ঘরের মধ্যে ১৪/৫/৭৩ তারিখে ১০টি পরিবার চালের অভাবে অনাহারে ছিল। তার পরের দিনও ১৫/৫/৭৩ তারিখে ৫টি পরিবার। টাকায় ২ সেরা চাল। তারও অভাব গ্রাম গ্রামান্তরে টাকা দিয়ে চাল খুঁজলেও পাওয়া যাচ্ছে না। এম. আর, ডিলারের কাছেও রেশন কার্ড নাই। রেশন কার্ড যাদের আছে তারাও চাল আটা পাচ্ছে না। একদিকে অন্নাভাব অন্যদিকে কাজের অভাব। এমন অবস্থার দরিদ্র মানুষ আর কয়টা দিন বাঁচবে?

২। মার্জিনেল ফার্মারের মুস্কিল হয়েছে। যারা কূপ খুঁড়ছেন—তাঁরা যথা সময়ে সিমেন্ট পাচ্ছেন না। যাঁদের ৬—১৩ হাত ডায়মেটার এবং ২৭ হাত পর্য্যন্ত গভীর কূপ তাঁরা প্রজেক্ট অফিসারের প্রচার অনুযায়ী সহায়তা বা লোন পাচ্ছে না। কাল বৈশাখীর ঝড়ে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে কূপগুলি নষ্ট হতে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ ভি. এল. ডব্লিউ মহাশয় (আমাদের অঞ্চলের) খুসির খোরাক না পেলে রিপোর্ট দেন না। তাতেও কাজে ব্যাঘাত যথেষ্ট চলেছে। এমনভাবে যদি দরিদ্র চাষীদের বেলায় ঘটনা ঘটে তবে তারা লোন শোধ করবে কি করে? জমিতে মাটি জমা হয়ে জমি ক্ষতি হয়েছে। গর্ত করে জমি নষ্ট হয়ে যদি থাকে তবে চাষ করবে কি করে? ঋণ পরিশোধের তাদের উপায় কি হবে? তারজন্য সরকারের প্রতি এবং পুরুলিয়া জেলার জননেতাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। তাঁরা যেন এইগুলির অতি সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইতি আবেদনকারী শ্রীদেবঘন তন্তুবায় চিৎমু অঞ্চল—(পগরো)।

(২)

পুরুলিয়ায় পাসবুক নেই

একটি আশ্চর্য্য খবর শুনুন। এপ্রিল মাস থেকে পুরুলিয়া হেড পোষ্টাফিসে সেবিংস ব্যাঙ্কে পাসবুক নেই। সুতরাং জেলার বিভিন্ন ডাকঘরে যাঁদের S. B. account আছে তাঁরা সাবধান। এপ্রিল থেকে পাস বই নেই—কতলোক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তারও ঠিক ঠিকানা নেই। আমরা জানি, এদেশে সবই সম্ভব, তবু ডাকবিভাগের কাছে অনুরোধ তাঁরা যত শীঘ্র সম্ভব পাসবুক সরবরাহের ব্যবস্থা করুন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা জনসমক্ষে জানানো দরকার মনে করছি। বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি ডাকবিভাগের পাস বইয়ে পাতা হয়তো থাকে তিনটি আর হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মাবলী থাকে চার পাঁচ পাতা। ছোট ছোট পাসবুক তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, প্রধান ডাকঘরে কাজের ঝামেলা বাড়ে, হয়রানি বাড়ে জনসাধারণের। পাস বইয়ে পাতার সংখ্যা অনায়াসে বাড়ানো যায় আর নিয়মাবলী হিন্দী ইংরাজী উভয় ভাষায় না চালিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় ছাপালে তো খরচ অনেক কম পড়বে বলেই মনে হয়।

ডাকবিভাগ এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।

২১-৫-৭৩ মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত

—•—

WANTED

"Wanted for Jhalda Satyabhama Vidyapith a clerk on usual scale of Pay and D. A. Minimum qualification required—School Final Pass. Experience in type-writing and office work preferred.

Apply to the Administrator, Jhalda Satyabhama Vidyapith, P. O. Masina (Purulia) by 10.6.73.

Administrator

Jhalda Satyabhama Vidyapith.

J. K. COLLEGE, PURULIA.

Important Notice (all sections).

University Examination fees and forms in respect of U. E. and Part I examinations, 1973, will be collected according to the following programme—

U. E.

Arts—Evening section, External & Ex-regular	...	28.5.73
Arts—Day Section	...	29.5.73
Science—	...	30.5.73
Part I		
Day—Regular Arts	...	4.6.73
Morning—Regular Arts	...	5.6.73
Arts (External & Ex-regular)	...	6.6.73
Day—Regular Science	...	7.6.73
Morning—Regular Science	...	8.6.73
Commerce (all categories)	...	9.6.73

Collection hours between 8 a. m. and 12 noon.

For details regarding rate of fees and documents to be produced at the time of collection college notice board should be consulted.

Principal.

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

NOTICE having been given of the loss of Policy numbered 63378030 on the life of Shri Ram Fada mahato, Clerk-in-Charge Land Reforms Circle Office, Puncha, P. O. Puncha District Purulia issued by L.I.C.I. I.H.O. Metropolitan Group 7, Jawahar Lal Nehru Road, Calcutta-13. Duplicate Policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

Place..........................

Date..........................

Ad/5 9 Sd/-S. Sen,

29.3.73 Asst. Divisional Manager.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা | সোমবার, ৪ই জুন, ১৯৭৩ ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

● ● ● প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
● ● ●
স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে; বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি নাকরি বিচার,
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ।
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।

—রবীন্দ্রনাথ

দিল্লীতে মর্ম্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী মোহন কুমার মঙ্গলম : পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার গুরুণাম সিং নিহত

মৃত্যের সংখ্যা—৪৮

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌সের যাত্রীবাহী বিমান বোয়িং ৭৩৭ মাদ্রাজ থেকে দিল্লী আসছিল। ৩১শে মে রাত ১০টা নাগাদ দিল্লীর পালাম বিমান ঘাটিতে নামবার কথা। কিন্তু পালাম বিমান ঘাটির প্রায় দেড় মাইল দূরে বিমানটি দিল্লীর সৌখীন পল্লী বসন্ত বিহারের কাছে আগুন লেগে ভেঙ্গে পড়ে। বিমানে মোট আরোহী ছিলেন ৬৫ জন তারমধ্যে ১৭জন কোন রকমে বেঁচে যান—মারা যান ৪৮জন।

যারা মারা গেলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী মোহন কুমার মঙ্গলম। তিনি ঐ বিমানে মাদ্রাজ থেকে দিল্লী আসছিলেন।

দুর্ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে রাত ৯টা ৫২ মিনিটে বিমানটির পালামে নামার কথা ছিল। কিন্তু একটু আগেই বিমান ঘাটির সঙ্গে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বসন্ত বিহার কলোনীর লোকেরা দেখেন একটি জলন্ত বিমান আগুনের গোলার মতো আকাশ থেকে তীব্রবেগে মাটিতে পড়ছে। সেটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং একটা তীব্র আলোর ঝলকানিতে আকাশ আলো হয়ে যায়। যারা ছিটকে বাইরে পড়েছিল তারা কোনরকমে বেঁচে যায়—আর বিমানের মধ্যে যারা ছিল তারা সবই নিহত হন।

দক্ষিণ দিল্লীর বসন্ত বিহারের বসত অঞ্চল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ঝোপঝাড় ও পাথরে ভর্ত্তি একটি জায়গায় বিমানটি ভেঙ্গে পড়ে। বিমানটী সম্পূর্ণরূপে ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, প্রায় পাঁচশ বর্গ গজ এলাকা ধরে বিমানটির ধ্বংসাবশেষগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। নিহত ব্যক্তিদের দেহগুলি পুড়ে প্রায় অঙ্গারের মত হয়েছিল।

চারদিকের অধিবাসীরা দুর্ঘটনার স্থলে ছুটে যায়—পুলিশ আসে, দমকল আসে কিন্তু আর বিশেষ কিছু করবার ছিলনা। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নিহত দগ্ধ মৃত দেহগুলি উদ্ধার করে সনাক্ত করার চেষ্টা হয়।

এই দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে—অন্যান্য আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার গুরুনাম সিং। ইনি দুবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ শোনা মাত্র প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক মন্ত্রী ও বহু ব্যক্তি ঘটনাস্থলে যান। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রধান মন্ত্রী শোকাভিভূত ও হতবাক্ হয়ে যান। দর্শক মাত্রই এই মর্মন্তুদ অবস্থায় বিচলিত হয়ে পড়ে।

১লা মে শুক্রবার বৈকালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় শোকযাত্রা করে যমুনার তীরে মোহন কুমার মঙ্গলমের দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। সর্দ্দার গুরুনাম সিংহের মৃতদেহ পাঞ্জাবে তার স্বগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীমোহন কুমার মঙ্গলম একজন বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী ও সাম্যবাদী ছিলেন। ইনি বহুদিন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সদস্য ও নেতা ছিলেন। তিনি কিছুদিন মাদ্রাজে অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। পরে তিনি নব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলে ইস্পাত ও খনির দায়ীত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি মন্ত্রী হবার পরে তার দুইটি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়লাখনিগুলির জাতীয় করণ করে সরকারী পরিচালনাধীনে আনা এবং লৌহ শিল্প সম্বন্ধে নুতন উদ্যোগ নিয়ে একে জাতীয়করণের পথে পদক্ষেপ। শ্রীকুমার মঙ্গলম্ একজন বিশিষ্ট বক্তা এবং সৎ দেশকর্মী ছিলেন। শ্রীকুমার মঙ্গলম ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। মৃত্যুকালে তার বয়স মাত্র ৫৭ হয়েছিল।

সর্দ্দার গুরুনাম সিং একজন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পাঞ্জাবের প্রভাবশালী জননেতা ছিলেন। পাঞ্জাবের রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি দুইবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

বাংলা ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে (পি এম বাক্‌চি) ১৩৮০ সালের রাষ্ট্রগত বর্ষফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্বশেষে বলা হয়েছে—"বর্ত্তমান বর্ষে কেন্দ্রীয় ২জন মন্ত্রী জনপ্রিয় হবেন এবং সুনাম ও যশ বর্দ্ধিত হবে। ১জন মন্ত্রীর হানিযোগ।"।

● ● ● ●

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা এমনভাবে আগুনে পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছেন যে তাদের সকলকে সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না—এ পর্য্যন্ত মাত্র কিছু যাত্রীকে সনাক্ত করা হয়েছে।

আশ্চর্য্যভাবে বেঁচে গেছেন বিমান চালক পাইলট ক্যাপটেন নায়ার এবং কো-পাইলট ক্যাপটেন নাইডু। এই দুইজনই খুব অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বৈমানিক।

দুর্ঘটনার সময় বিমানটি হঠাৎ খুব নীচু দিয়ে মাটি থেকে মাত্র ২৫ ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল। পালাম বিমান বন্দরে নামবার জন্য বিমানের নিচের চাকা নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই চাকা ইলেকট্রিক তারে জড়িয়ে যায় তারপরেই দাউ দাউ করে জলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করেছেন। এবিষয়ে পূর্ণ তদন্তের জন্য এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরাজিন্দর সাচারকে নিয়ে একজনের তদন্ত আদালত গঠিত করেছেন। মাদ্রাজের কোন কোন মহল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এই বিমান দুর্ঘটনার পিছনে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্র আছে এবং এই দিক দিয়েও এর ভালভাবে তদন্ত হওয়া উচিত।

এই বিমান দুর্ঘটনায়, নিহত ব্যক্তিদের পরিবার বর্গকে ১লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কাজকর্মের দিক থেকে অক্ষম হয়ে পড়বেন তাদেরও ঐ পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে। দুই ক্ষেত্রের যাত্রীর বয়স ১২ বছরের নীচে হলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর সাময়িকভাবে পঙ্গু যাত্রীদের ক্ষেত্রে যতদিন পঙ্গু থাকবেন ততদিন দৈনিক ১০০টাকা বা এককালীন ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

মাননীয় মন্ত্রীর ভাষণ

(হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়)
লৌলাড়া, পুরুা

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মহামান্ত আবগারী ও জঙ্গল মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সীতারাম মাহাত মহাশয়ের গত রবিবার ২৩শে বৈশাখ ১৩৮০ সাল পুরুা থানার অন্তর্গত পাকবিড়রা গ্রামের ঠাকুর থানের ভাষণে আমরা এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের লোকেরা ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়াছি।

একেত এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় গত দুই দুই বৎসরের অনাবৃষ্টির জন্ম চাষাবাদ একেবারেই হয় নাই।" তার উপর স্বভাবতঃ এ অঞ্চল Criminal elements-এ ভরপুর। প্রায়ই এ অঞ্চলে খুন, চুরি, ডাকাতি লাগিয়াই আছে, তার উপর সীতারামবাবু এখানের public meeting-এ বলিলেন যে, তিনি চোর খুনি গুণ্ডাদিগকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, কেন না তাহারা নিজ নিজ পেশায় Sincere হইতে পারিয়াছে ও তাহাতে দস্তুর মত হাত পাকাইয়াছে। এমন কি তিনি বলিলেন যে এ অঞ্চলের তদানিন্তন বিখ্যাত খুনী ডাকাত বিপিন সর্দ্দার প্রভৃতিকে যদিও তিনি দেখেন নাই তবু তাহাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি প্রেম ও শ্রদ্ধা বর্ত্তমান। তিনি আবার বলিলেন যে এই সমস্ত চোর ডাকাতগণ অবশ্যই যেন ধরা না পড়ে, ধরা পড়া তাহাদের পক্ষে গুরুতর অপরাধ। যে সমস্ত চোর গুণ্ডা ধরা না পড়ে তাহারা সত্যই বাহাদুর। এই সমস্ত কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া আমাদের সন্দেহ হয় ইনি কি সত্যই কংগ্রেসী মন্ত্রী অথবা কংগ্রেসী মন্ত্রীর স্বরূপই এই ?

তিনি আরও বলিলেন যে ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি কাহারও কোন বক্তব্য শুনিবেন না বা কাহারও কিছু উপকার করিতে পারিবেন না। তবে আমাদের তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি কোন্ অধিকারে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ভোটগুলি ভিক্ষা করিতে আসিয়া ছিলেন ? তখন ত তাঁহার বিবেকে একটুও বাধে নাই।

তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রতি গ্রামে গ্রামে গমনপূর্ব্বক জন সাধারণের দুরবস্থা স্ব চক্ষে দেখা সম্ভবপর নহে। তবে আমরা বলিতে চাই এই রূপ নাবালকের মত যেখানে সেখানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবারই তাঁহার কি প্রয়োজন ? তিনি যদি নিজের এলাকার প্রকৃত অবস্থা না বুঝিতে পারেন তবে তাঁহার পক্ষে পাড়া গাঁয়ের মন্ত্রী বলিয়া নিজেকে জাহির করিবার কি অধিকার আছে ?

আমরা তাঁহাকে বলিলাম যে ইতিমধ্যে আপনিত কয়েকবারই পুরুা থানার নওয়াগড় area ও মানবাজারের পশ্চিমপ্রান্তে নিজ গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের এই দারুণ খরা অঞ্চলে আপনার শুভ দৃষ্টি একবারও পড়িল না কেন ? আমরা অধিকাংশ লোক, কি আপনার শত্রু না আর কিছু ? তাতে তিনি বলিলেন যে "আপনার মত বয়স্ক লোকের এরূপ বলা ঠিক নয়। আর এই ত আমি আসিয়াছি। আপনাদের যদি কিছু বলিবার থাকে তবে ভূতু মাহাতকে তাহা বুঝাইয়া বলিবেন ?" "ভূতু মাহাতকে আমাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ কষ্টের কথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে" একথার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কারণ ভূতু মাহাতর আক্কেলের কথা আমরা সকলেই সম্যকরূপে অবগত আছি।

দেখিলাম এই অঞ্চলে তিনি যেখানে যাইতেছেন তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি স্তাবক ও সাগের্দ্দ লইয়াই যাইতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই "নবীন যোগীর জটা" পরিহিত, Carriarist কংগ্রেসী। তাঁহাদের কাজ হইতেছে, সভায় যদি কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি মনের অনুরাগে ২/১টি ন্যায্য কথা বলিয়া ফেলেন এবং তাহা যদি অপ্রিয় সত্য হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহারা অত্যন্ত দর্পের সহিত সেই ন্যায্য কথাটির প্রতিবাদ করিয়া মন্ত্রী মহোদয়ের প্রীতি-ভাজন হইবার চেষ্টা করেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি ইহাদের প্রত্যেকেই বেশ অবস্থাপন্ন এবং কিছু না কিছু সরকারী জঙ্গল তৈয়ারীর ঠিকা Soil preservati on-এর ঠিকা আরও অনেকানেক মোটা সরু সরকারী কর্ম্ম সংস্থার ভার পাইয়াছেন। কাজেই ইহাদের মন্ত্রী মহাশয়ের পক্ষ লইয়া একটা কিছু মিছু না বলিলে চলিবে কেন ?

মন্ত্রী মহোদয় আরও বলিলেন যে মন্ত্রীপদ হইতে আগামী পাঁচ বৎসর, আর কেহ তাঁহাকে হটাইতে পারিবেন না। এ কথাটির অর্থ একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, তিনি মন্ত্রী হিসাবে যতই অযোগ্য হউন না কেন তাঁহার গদি আগামী পাঁচ বৎসরের জন্ম অটুট থাকিবেই। তিনি আরও বলিলেন যে নব কংগ্রেসে যে কেহ হোক আসিয়া যোগদান করুক না কেন তাঁহারা তাঁহার পিছনেই থাকিবে কর্ম্মকর্ত্তাদের আমলে তাঁহাদিগকে আসিতে দেওয়া হইবে না। কেন না তাঁহাদের বিশ্বস্ততা এবং যোগ্যতা বিবেচনা ও যাচাই সাপেক্ষ। এখানে আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করিতে পারি কি ? তিনি নিজেকে নির্ভেজাল কংগ্রেসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কি কি পরীক্ষা দিয়াছেন ?

স্থানীয় লাথরা গ্রামের ১টি ছাত্র যখন তাঁহাকে ২/১টি প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে অন্ধ বলিয়া গালাগালি করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "তুমি এখন ছাত্র তোমার রাজনীতিতে যোগ দিবার কোন অধিকার নাই।" আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি তাঁহাদের partiy-তে ছাত্র পরিষদ বলিয়া ১টি শাখা বর্তমান আছে কি না ? এবং তিনিও ত একজন শিক্ষক কাজেই তাঁহারই বা রাজনীতিতে মসগুল হইবার কি অধিকার থাকিতে পারে ?

তিনি আরও বলিলেন যে "রাজনীতি অত্যন্ত জঘন্ত বস্তু, ইহাতে জড়িত হওয়া কোন ভাল লোকের পক্ষেই সমীচীন নহে।" যদি এই তাঁহার যথার্থ মতামত হয়, তবে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি তিনিই বা এই রাজনীতির প্রেমে এত হাবু ডুবু খাইতেছেন কেন ? অথবা তিনি নিজে ভাল লোক নহেন বলিয়াই কি তাঁহার পক্ষে ইহা করা সম্ভবপর হইয়াছে ?

তিনি আরও বলিলেন যে চাকরীর উমেদারীতে বাংলার রাজধানীতে অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকের ঘরের ছেলেরাই পেঁাছায় ও চাকরী পায় কোন গরীব, অসহায় লোকের ছেলেরা অবস্থা বৈগুণ্যে সেখানে যাইতেই পারেনা। তিনি তাহাদের জন্ম প্রাণপাত করিয়া সাহায্য দান করিতে বদ্ধ পরিকর। আমি কিন্তু নিজে তাঁহার বাসায় এবং রাইটার্স বিল্ডিং-এ তাঁহার অফিসে গিয়া দেখিয়াছি যে এই পুরুলিয়া জেলার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকের উৎসবের মত ভিড় সেখানে নিত্য লাগিয়াই আছে। তাহারা সকলে মন্ত্রী মহাশয়ের দর্শন উপদেশ ও উপঢৌকন অবলীলাক্রমে প্রায় কিন্তু আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বহু কষ্টে তাঁহার দর্শন পাইয়া ছিলাম কিন্তু কোন প্রকার ন্যায্য সাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা কোন প্রকার ভাল-মন্দ Suggestion ও আদায় করিতে পারি নাই।

সর্ব্ব শেষে দেখিলাম, তিনি সম্প্রতি ঝোপে ঝোপে ভূত ও বাঘ দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইতেছেন। ভারতের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নাকি এক ইংরাজ হইতেও শক্তিশালী শক্তি তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পাকবিড়রা নামক নগণ্য ডিহাতেও সেই শক্তির প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহার চিন্তাধারার সামান্যতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। তিনি কোথায় আজ আমাদের এই দুর্দ্দিনে আমাদের হৃদয়ে বল ও উৎসাহ সঞ্চার করিবেন, তিনি তাহা না করিয়া আমাদের এই দুরবস্থার সুযোগ লইয়া যাহা করিলেন তাহা তাহার এই ভাষণেই প্রকাশ।

—— • ——

কলেজের ছাত্ররা কলেজ বাঁধ পুনঃ সংস্কার করছেন

মানভূম আনন্দাশ্রম নিত্যানন্দ ট্রাষ্ট লৌলাড়া রামানন্দ সেন্টিনারি কলেজের জাঃ সঃ সেঃ ইউনিটের শিক্ষক শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে উক্ত কলেজের জাতীয় সমাজ সেবা ইউনিট ২রা জুন থেকে উক্ত কলেজের বাঁধের পুনঃ সংস্কারের কাজ আরম্ভ করছেন। এই কাজটি 'দুর্দিনের বিরুদ্ধে যুব অভিযান' এই কার্যক্রম অনুযায়ী করা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিটে ছাত্র এবং ছাত্র নয় এই রকম ১০০ জন করে যুবক লাগাতার ২৫ দিন ধরে এই কাজ করবেন। এই কাজটির শুভারম্ভ করছেন শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য্য মহকুমা শাসক পুরুলিয়া ২রা জুন '৭৩ বেলা ৮টার সময়।

—— • ——

মুক্তি

২১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, সোমবার

চণ্ডীপদ মিত্রের মৃত্যু

গত ২রা জুন শনিবার সকালে বেলা ১০টায় বনগাঁ হাসপাতালে বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীচণ্ডিপদ মিত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ২৪শে মে বৃহস্পতিবার কংগ্রেসী আততায়ীর হাতে আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হয়ে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তার জীবন রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার—চিকিৎসার ব্যবস্থা যা হতে পারে—তাই করেছিলেন। কিন্তু দশদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তিনি মারা গেলেন।

চণ্ডীপদ মিত্র চব্বিশ পরগণায় গাইঘাটা কেন্দ্র থেকে ১৯৭২ সালে কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের অন্ততম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিহাসের এম এ তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম এবং বি টি তেও প্রথম ছিলেন। তিনি গাইঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

ঐ অঞ্চলে তিনি অত্যন্ত লোক প্রিয় ছিলেন। বহু গঠনমূলক এবং জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন—বস্তুতঃ তার উদ্যোগে ও প্রেরণায় বহু জনকল্যাণমূলক কাজ হয়েছিল ও হচ্ছিল।

১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে তিনি গাইঘাটা থেকে বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। মুক্তি সম্পাদকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি অমায়িক, সজ্জন এবং গঠনমূলক কর্মী হিসাবে একজন উচ্চ শ্রেণীর কর্মী ছিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে যে ব্যক্তিকেন্দ্রীক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে যা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনীতে পর্যাবসিত হয়েছে—সেই কংগ্রেসের মধ্যে পারস্পরিক খুনের রাজনীতির একটি অতি শোচনীয় প্রকাশ হল—চণ্ডীপদ মিত্রের হত্যাদ্বারা মৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ শোকাভিভূত হয়ে বললেন—চণ্ডীবাবুকে হত্যা করেছে আমাদের দলের কংগ্রেসের লোক। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় গত ২রা শনিবার বলেন যে—"উত্তর ২৪ পরগণায় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাতজন নিহত হয়েছে। এই অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সত্যই অবনতি হয়েছে। এই সবগুলির পিছনে আছে অন্তর্দ্বন্দ্ব।"

কংগ্রেসের বিশিষ্ট এম, এল, এ, শ্রীচণ্ডীপদ মিত্র যেভাবে একরকম পুলিশের সান্নিধ্যেই দলবদ্ধ কংগ্রেসীদের দ্বারা প্রকাশ্যে আহত হয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ আমরা পরের সপ্তাহে মুক্তিতে প্রকাশ করে আলোচনা করব এইজন্য যে—অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দেশে প্রকাশ্য অরাজকতা যে পর্য্যায়ে এসে পেঁাছেছে, এই অবস্থায় সামগ্রিকভাবে দেশের লোকের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের নিরাপত্তার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

চণ্ডীপদ মিত্রের মৃত্যু—কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসীর মৃত্যু—এইখানেই এর শেষ নয়। এ একটা বিশেষ পরিস্থিতির প্রকাশ যা পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক জনজীবনের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে জড়িত। আমরা আগেও অনেকবার বলেছি এখনও বলছি যে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন দল—এই দলের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যবস্থা ও দায়ীত্ব রয়েছে। নিজেদের দলের মধ্যে মত পার্থক্যই হোক, বা কে প্রধান হবে তাই নিয়েই যদি কংগ্রেসের এই রকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কংগ্রেসীদের-হাতেই প্রকাশ্যে খুন হতে হয় তা হলে সহরে গ্রামে যে কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে, কংগ্রেসীদের পছন্দসই না হলেই—বা কোন বাধার সম্ভাবনা থাকলেই—কংগ্রেসীদের খুনের শীকার যে হবেনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এটাতো একটা সোজা অঙ্কের কথা। আর সব চেয়ে বিপদের কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধের সম্বন্ধে বলেন যে—"এই বিরোধ আদর্শগত নয়" (কাটোয়া ১লা জুন)। ভাগের বখরা, প্রভুত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখা বা বজায় করা, কে বড়, কে ছোট এই নিয়ে হানাহানি ও বিরোধ—ব্যক্তিগত বিরোধ। রাজশক্তির সুযোগ নিয়ে ব্যক্তির স্বার্থ সাধন—এবং তার জন্য দলের মধ্যে উপদল গঠন এবং সেই উপদলের প্রসার এবং দলের মধ্যে উপদলের প্রতিদ্বন্দ্বীর বা প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের উৎখাত বর্তমান কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের এই সবই হচ্ছে ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে বিপদের কথা হচ্ছে শাসক গোষ্ঠীর এই চরিত্র ও আচরণ প্রশাসন-যন্ত্রের উপর খুব বেশী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যেও ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে উপদলের বা উপদলীয় প্রধানের সমর্থনে বা বিরোধে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রটা দলের বা উপদলের সহায়ক সমর্থক বা বিরোধী বা নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন উপগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই ক্ষমতাসীন দল, উপদল, প্রশাসন যন্ত্র এবং দেশের সমাজ বিরোধী এবং সুযোগ সন্ধানী সুবিধাবাদীদের সমন্বয়ে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার এক অলিখিত চুক্তিতে শাসনতরণী ভগ্ন-হাল হয়ে যদৃচ্ছা ভাসতে থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে শাসন ব্যবস্থা এই পর্য্যায় এসে পৌঁছেছে।

বর্তমান নব কংগ্রেসের উৎপত্তি কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। এর প্রতিষ্ঠা যুক্তফ্রন্টের শরিকী দ্বন্দ্ব ও আত্ম হননের ভিত্তির উপর। নির্মম ও নির্বিচার খুন, বলপ্রয়োগ প্রলোভন মিথ্যা ও ভ্রান্তি সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগই এই নব কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর আজন্ম নৈতিক মান বর্জিত। এর মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি আছেন, যাদের নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে এই সংগঠন সংগঠিত—তাদের আদর্শ টা কি আর নৈতিক মানটাকি দেশবাসী কেউ বলতে পারেন ? বিরোধী হলে তাকে যে কোন উপায়ে উৎখাত করা—এটা বেশ ব্যাপক ভাবেই চলেছে—তারপরে বাস্তব ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যাপার দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করছে এইগুলি যদি দেশপ্রেম, নীতি ও আদর্শের পরিচায়ক হয় তবে শ্রীচণ্ডীপদ মিত্রের মতো আরও বহু কংগ্রেসীকেই সতীর্থদের হাতে নিহত ও আহত হতে হবে। এবং এইটাই স্বাভাবিক ও একমাত্র পরিণতি। এই প্রতাবায়ের কোন নিরাকরণ নাই এবং এর পরিণতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নিকটবর্তি।

একটি বিষয়ে সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টিই শুধু নয় দেশবাসীর সমস্ত সত্তাকে অবহিত হতেই হবে—তদি তারা সুস্থ জীবনধারা পেতে চান। সেটা হচ্ছে নৈতিক ভিত্তি, নৈতিক চরিত্র। ব্যক্তির ও সংঘের বা প্রতিষ্ঠানের যদি কোন নৈতিক ভিত্তি, নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে দৃঢ়তা না থাকে তবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কাছে উদ্দেশ্য বা আদর্শ মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং সেই সংঘ বা প্রতিষ্ঠান দূষিত বাষ্পে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মৃত হয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে এবং খোলামন নিয়ে বর্তমান কংগ্রেসের সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা যায় তবে এটাই সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাবে উপলব্ধ হবে যে এর কোন নৈতিক ভিত্তি নেই এবং সে জন্যই এদের মধ্যে নেতৃত্ব বা উপনেতৃত্ব, ক্ষমতা প্রভুত্ব বা আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বা বজায় রাখার জন্য, কোন কাজকেই কেউ হেয় মনে করেনা এবং কোন দুষ্কার্য্য করতে কেউ কুণ্ঠিত হয়না। আমাদের দেশেই শুধু গান্ধীজীই নন—রাশিয়ার নেতা লেনিনও এই নৈতিক ভিত্তি, নৈতিক চরিত্র, নৈতিক কাঠামোর উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে গেছেন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে ১৮৮৫ সাল থেকে যে কংগ্রেস তার বিরাট ঐতিহ্য নিয়ে বিস্ময়কর কাজ করে গেছে—কেবল বাইরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই সেই প্রতিষ্ঠানকে সুসংহত করে রাখেনি—বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং ভারতের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধারার সমাবেশ হিসাবে এর নৈতিক ভিত্তি নৈতিক চরিত্রই একে সুসংহত ও অপরাজেয় করে রেখেছিল। স্বাধীনতার পরে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার ধাক্কায় কংগ্রেস তার নৈতিক ভিত্তি, নৈতিক জীবন থেকে যখন নিজেকে বিচ্যুত করল তখন তার যে পরিণতি হল তা আমাদের সম্মুখে মমির মতো পড়ে আছে।

একটা স্বাধীন জাতির ব্যাবস্থার দায়িত্ব যারা নেবে তাদের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় না থাকলে—যদুবংশের পরিণতি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শক্তির কথা ইতিহাস জানেনা।

বি, দাসগুপ্ত

—— • ——

পৌর প্রসঙ্গ

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়)

পুরুলিয়া পৌরসভা বাতিল হবার পর মুক্তিতে পৌরসভার সাধারণ কার্য্যকলাপ এবং সাহেব বাঁধের কাজ সম্পর্কে লেখা বেরুবার পর সহরের সাধারণ করদাতারা যেমন কৌতুহলী হয়ে পড়েছিলেন তেমনি সাহেব বাঁধের কাজের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন প্রাক্তন কমিশনার এবং তাঁদের ২/১ জন

ঘনিষ্ঠ সহযোগী চকল হয়ে উঠেছিলেন। যাই হোক, আমরা তাঁদের যুক্তি উপস্থাপিত করার সুযোগ দেবার জন্যেই কিছুটা নীরবতা পালন করেছি। কিন্তু যুক্তির বদলে তাঁদের কারুর কারুর মানসিক উত্তাপের প্রকাশ দেখলাম এবং শিখণ্ডী খাড়া করে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে মুক্তির অভিযোগগুলিকে স্বীকার করে নিতে দেখলাম। মজার কথা এই যে যাঁদের নাম দিয়ে এই প্রচার চালান হোল, ব্যক্তিগত আলোচনায় তাঁদের তিনজন স্বীকার করেছেন যে সাহেব বাঁধের ব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারে পরিস্কার হয়ে গেছে যে দেবার মত যুক্তি এঁদের কিছু নেই এবং মুক্তির আগের অভিযোগ থেকে এক চুল সরে আসার কোন কারণ নেই।

এবার আমরা এ্যাসেসমেন্ট এবং সাহেব বাঁধের কাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য জনসাধারণের সামনে রাখছি। এ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারে মানুষের মনে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে এবং এ লেখা বেরুবার আগেই হয়তো হাইকোর্টে রিট দায়ের হয়ে যাবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে করদাতাদের এই আইনসম্মত প্রয়াসেও বিলম্ব ঘটিয়ে বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেছিলেন ঐ সাহেব বাঁধে জড়িত কয়েকজন প্রাক্তন কমিশনার। এঁরাই এতদিন করদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন!

এ্যাসেসমেন্ট :

সকলেই জানেন যে পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশন পৌরসভার এ বছরের এ্যাসেসমেন্ট পরিত্যাগ করার দাবী জানিয়েছেন করদাতাদের পক্ষ থে.ক ও এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা আনা হচ্ছে। ট্যাক্স বাড়া এবং না-বাড়ার এত বিসদৃশ উদাহরণ মানুষের চোখের সামনে রয়েছে যে তার বিস্তৃত তালিকা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা পদ্ধতি সংক্রান্ত কয়েকটি অদ্ভুত ব্যাপার জনসাধারণের গোচরীভূত করছি।

এ্যাসেসর নিয়োগ ॥

রাজ্যসরকার পৌরসভার এ্যাসেসমেন্টের জন্য এ্যাসেসরদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন [বঙ্গীয় পৌর আইন—১৪৫ (১) ধারা]।

পৌর কমিশনারেরা সরকারী অনুমোদন নিয়ে সরকার অনুমোদিত পারিশ্রমিক ও আনুসঙ্গিক ব্যয় ধার্য্য করে ঐ সরকার প্রণীত তালিকা থেকে একজনকে এ্যাসেসর নিযুক্ত করবেন [১৪৫ (২) ধারা]।

সুতরাং সরকারী অনুমোদন না আসা পর্য্যন্ত এ্যাসেসর নিয়োগ হতে পারে না। পুরুলিয়া পৌরসভা ২৩/১১/৭২ থেকে লেখালেখি করার পর ২৫-১-৭৩ তারিখে সরকারী অনুমোদন আসে। এই অনুমোদনের ভিত্তিতে ৩১শে জানুয়ারী সাধারণ অধিবেশনের যে প্রস্তাব দ্বারা পৌরসভা এ্যাসেসর নিয়োগ করেছেন তার প্রতি আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—"বোর্ডের প্রস্তাব :—ইতিমধ্যে শ্রীজে, সি. কর্মকারকে assessor নিযুক্ত করার অর্ডার State Govt. কর্ত্তৃক পাওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে Telegram মারফত appointment দিয়ে আনান হোক এবং assessment এর কার্য্য অতি সত্বর আরম্ভ করা হউক। ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হইল" [৩১শে জানুয়ারী ৭ নং প্রস্তাব]

১। প্রস্তাবটি কেউ উত্থাপনও করেন নি, কেউ সমর্থনও করেন নি। প্রথমে একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থক ছাড়া প্রস্তাব হয় কি করে?

২। এ্যাসেসর নিযুক্ত করার অর্ডার কি State Govt. পেয়েছিলেন?

৩। টেলিগ্রাম মারফত appointment কি করে দেওয়া যায়? নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর টরেটক্কায় কি করে হবে?

প্রস্তাবে যদিও এ্যাসেসমেন্ট 'অতিসত্বর' আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অতিবিলম্ব ঘটেছে। তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যানের একটি চিঠিতে স্বীকার করা হয়েছে যে ২৬'শ ফেব্রুয়ারী থেকে এ্যাসেসরের দলবল কাজ আরম্ভ করেছেন [নং—৪৫১৭-৪৬ এম, জি, ২৭ / ২ / ৭৩]

মূল্যায়ণ :

এ্যাসেসর পৌর-হোল্ডিং গুলির মূল্যায়ণ তালিকা (Valuation list) প্রস্তুত করার প্রয়োজনে উপযুক্ত অনুসন্ধান করবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে সমস্ত করদাতাদের কাছ থেকে বিবরণ (Return) দাবী করতে পারেন এবং ২৪ ঘন্টার নোটিশে সরেজমিনে তা' যাচাই করতে পারেন [১৩৩ ও ১৩৪ ধারা]।

আইনের মধ্যে এই পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও এ্যাসেসর তা' অনুসরণ করেন নি। ২৬/২/৭৩ এ প্রকৃত কাজ আরম্ভ করে তিনি ২৩/২/৭৩ এ কাজ শেষ করে দিয়েছেন। এক মাসেরও কম সময়ে সহরের সমস্ত হোল্ডিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ অসম্ভব ব্যাপার। গুটিকয়েক হোল্ডিংএ গিয়েই এ্যাসেসর কর্ত্তব্য সমাধা করেছেন। B. Formএ তিনি যে বিবরণ (Return) চেয়েছেন করদাতাদের কাছ থেকে, তাও সব করদাতার কাছে পৌঁছায় নি। অর্থাৎ আপন আপন হোল্ডিং সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করার সুযোগ মাত্র কয়েকজন করদাতা পেয়েছেন। সুযোগদানের ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতিত্ব কি করে আইনসম্মত হতে পারে?

এ্যাসেসমেন্ট গ্রাহ্য হবে কখন :—

এ্যাসেসর কাজ শেষ করে এ্যাসেসমেন্ট-তলিকা প্রণয়ন করবেন। সেই তালিকায় স্বাক্ষর করবেন চেয়ারম্যান এবং তিনি এই তালিকা অফিসে জমা করবেন। চেয়ারম্যান তালিকা প্রদর্শনের জন্যও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন এবং চেয়ারম্যানই নূতন কর ও বর্দ্ধিত কর সম্পর্কে করদাতাদের নোটিশ দেবেন [১৪৭ (১) ও ১৪৭ (২) ধারা]

পুরুলিয়া শহরের এ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারে যে কাজগুলি কেবলমাত্র চেয়ারম্যান করতে পারেন (আইনে ভাইসচেয়ারম্যানের কোন উল্লেখ নেই) সেগুলি একটিও চেয়ারম্যান করেন নি। তালিকায় স্বাক্ষর থেকে শুরু করে সবই ভাইসচেয়ারম্যান করেছেন। এমন কি কোন কোন নোটিশে তিনি নিজে চেয়ারম্যান বলে স্বাক্ষর করেছেন। সুতরাং আইন অনুসারে এ্যাসেসমেন্ট-তালিকা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক গ্রাহ্যই হয় নি।

পৌর করের হার নির্দ্ধারণ :—

৩১শে মার্চ, ১৯৭৩, এক সাধারণ অধিবেশনে ৫নং প্রস্তাব অনুযায়ী পৌরসভা পৌরকরের শতকরা হার নির্দ্ধারণ করেন। প্রস্তাবটি দেখুন :—

"আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন অনুযায়ী আগামী আর্থিক বৎসরের (১৯৭৩-৭৪) জন্য পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সম্পত্তি সকলের জন্য হোল্ডিং কন্সারভেন্সি ও লাইট ট্যাক্স পূর্ব্ববর্তী বৎসরের ন্যায় মোট মূল্যায়ণের ওপর যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ, শতকরা ১০ ভাগ ও শতকরা আড়াইভাগ ধার্য করা হউক। অন্যান্য রেট ও ফি ইত্যাদির হার যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ধার্য্য ছিল তাহাই ধার্য্য করা হউক।" "প্রস্তাবক :—নাগরী গাঙ্গুলী; সমর্থক—প্রভাত কুমার কুণ্ডু উপরোক্ত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।"

১। ৩১শে মার্চের এই প্রস্তাব অনুযায়ী "পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সম্পত্তি সকলের জন্য" করের হার নির্দ্ধারিত হয়েছে, করদাতাদের হোল্ডিং এর ওপর নয় এবং স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তিই এর আওতায় এসেছে।

২। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বর্তমান বছরের বর্দ্ধিত মূল্যায়ণের ওপর করের হার ধর্য্য হয় নি, হয়েছে "পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় মোট মূল্যায়ণের ওপর।"

সুতরাং করদাতাদের ওপর এই প্রস্তাবের জোরে নোটিশ জারি করা চলে না।

(ক্রমশঃ)

উত্তর প্রদেশে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ

লেনিনের সহকর্মী রাশিয়ায় বিপ্লবের অন্যতম পুরোধা ট্রটস্কি একজায়গায় এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে—পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে বা কোন রাজ্যে বিপ্লব বা বিদ্রোহের সময় পুলিশ কখনও বিপ্লব বা বিদ্রোহে যোগ দেয় না এইটাই দেখা যায়। বস্তুত একটা দেশে যে গবর্মেন্টই থাকুক তার যে নীতি, যে মতবাদ বা শাসন ব্যবস্থা ও শাসনধারা যাই-হোক না কেন—সেই দেশের পুলিশই সেই সমস্ত কাজে গবর্মেন্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল যন্ত্র হয়েথাকে। ভারতবর্ষের মতো দেশে পরাধীন অবস্থায় যদিও ভারতীয় পুলিশ বাহিনী সম্পুর্নরূপে ভারতীয়দের দ্বারাই গঠিত ছিল তাহলেও এই বাহিনীই ইংরেজ সরকারের এত বিশ্বস্ত, অনুগত ও এমন নির্ভরযোগ্য ছিল যে এই দেশ শাসনে—এবং স্বাধীনতার যে কোনরকম আন্দোলন ও ভাবধারার দমনে এরাই সবচেয়ে বেশী সক্রিয়, সংগঠিত, উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিল। ইংরেজ সরকার একজন ইংরাজের উপর যতখানি না বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারতো—তার চেয়ে বেশী নির্ভর ও বিশ্বাস করত ভারতীয় পুলিসের উপর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর প্রদেশে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী যখন সামগ্রিকভাবে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে তখন স্বতঃই প্রশ্ন আসে ব্যাপারটা কি?

গত ২১শে মে লখনউ থেকে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে সেদিন সকালে ছাত্ররা লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশে ব্যাপকভাবে অগ্নি সংযোগ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের একটা বড় অংশ অফিস ঘর, ক্লাস ঘর পুস্তকাদি সাজ সরঞ্জামাদি সহ একেবারে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ আগেই মোতায়েন ছিল—তারা কোন বাধা দেয় না নীরব দর্শকরূপে এই ধ্বংসলীলা দেখতে থাকে।

এর পরে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হয়।

ঘটনাটি বিচিত্রভাবে আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছিল। শিক্ষকরা হুমকি দেন যে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশ মোতায়েন না করা হলে পরীক্ষার হলে গার্ড দেবার কাজ তারা বয়কট করবেন। এই অবস্থার মধ্যে ৫ই মে পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ৯ই মে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্ররা পুলিশের প্রবেশের বিরোধীতা করে জোর আন্দোলন করে এবং নানাভাবে তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১১ই মে তারিখে ১৬ই মে পর্য্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখার এক ঘোষণা করেন এবং পুলিশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই অন্তর্বতীকালের মধ্যে ছাত্ররা প্রধানত রাত্রির দিকে বহুবার তছনছের এমনকি আগুন লাগাবারও চেষ্টা করে।

এদিকে এই পরিস্থিতিতেও যাতে ১৬ই মে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় তারজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ—পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পি এ সি মিলিয়ে প্রায় এক হাজারের মতো পুলিশ আবার মোতায়েন করেন।

বিক্ষুব্ধ পুলিশ

পুলিশের ব্যাপারটা একটু জানা দরকার। উত্তর প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে তাদের বেতন ও সুযোগ সুবিধার জন্য দাবী বহুদিন থেকে চলছিল। কিন্তু এবিষয় সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কোনরকম গুরুত্ব আরোপ করছিলেন না। পুলিশের একটা এসোসিয়েশন ছিল যাতে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও ইন্সপেক্টাররাও সদস্য ছিলেন এবং বাস্তবে তারাই সেখানে প্রভুত্ব ও পরিচালনা করতেন। এই অফিসারদের আধিপত্যে পুলিশ এসোসিয়েশনের মারফত সাধারণ পুলিশের ন্যায্য অধিকার, দাবী দাওয়ার প্রতি কোন সুবিচার পাওয়া যাবেনা—এই অভিজ্ঞতার পরে মার্চ মাসে কনেষ্টবল ও হেড কনেষ্টবলরা একটি পৃথক সংগঠন করে তা রেজেষ্ট্রী করে। রাজ্য কর্তৃপক্ষ এই নূতন সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কনেষ্টবল ও হেড় কনেষ্টবলদের পৃথক সংগঠন করার সম্বন্ধে তাদের কোন আপত্তি নেই বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সরকারীভাবে এর কোন মান্যতা (রেকগনিশন) দেননা।

এদিকে সাধারণ পুলিশদের অভিযোগ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নিস্পৃহ ও উদাসীন থাকে। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও কোন ফল পায়না। তাদের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

বিক্ষুব্ধ পুলিশ ও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সমন্বয়

যে সমস্ত পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোতায়েন করা হয়—সেই পি, এ, সির লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাদের নবগঠিত সমিতির সভা একাধিকবার করে এবং ২০শে তারিখে রাত্রি ১০টা নাগাদ তারা এক মিছিল বের করে। ছাত্ররা ঐ মিছিলে যোগ দেয় এবং ছাত্র পি এ সি ঐক্য জিন্দাবাদ এবং ছাত্রদের উপর অত্যাচার বন্ধ কর এই সব ধ্বনি দিতে থাকে। কয়েকজন অফিসার মিছিল বের করতে বাধা দিলে পি-এ-সির পুলিশরা তাদের মারধর করে। রাজ্য সরকারকে পরিস্থিতির কথা জানানো হলে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এ-সির সমস্ত লোককে প্রত্যাহার করে নেবার সিদ্ধান্ত করে এবং ২১শে তারিখে ভোরে পি-এ-সির শেষদল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বিদ্রোহ—সশস্ত্র যুদ্ধ

তারা চলে যাবার পরেই ২১শে সকালে ছাত্ররা লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশে ব্যাপকভাবে অগ্নি সংযোগ করতে আরম্ভ করে। এদিকে সরকারী কর্তৃপক্ষ—লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দীতে ২১শে তারিখের ঘটনার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর লোকেরা জড়িত ছিল এই অভিযোগে তাদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ছাত্রদের অগ্নি সংযোগ ও অন্যান্য হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করেছে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২শে মে সেনাবাহিনী উত্তর প্রদেশের গোটা দশেক সহরে হানা দিয়ে প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে নিরস্ত্র করলে সঙ্গে সঙ্গে রামনগর কানপুর ও আরও তিনটি জায়গায় এই আধা সামরিক বাহিনীর লোকেরা বিদ্রোহ করে ওঠে। এই মোকাবিলাতে সংঘর্ষ প্রবল হয়ে বস্তুত সমগ্র উত্তর প্রদেশে সরকারী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একরকম যুদ্ধ চলতে থাকে। পুলিশ বাহিনীর লোকেরা অস্ত্রাগার দখলে রেখে, বহুক্ষেত্রে দুর্গ পর্য্যন্ত দখলে রেখে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। বরাবাঁকি জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ কেল্লা পি, এ. সির ১০টি ব্যাটালিয়ান দখল করে রেখেছিল এখানকার অস্ত্রাগারের দখল নেবার জন্য সেনাবাহিনীর লোকদের মোতায়েন করা হয়েছিল।

বিদ্রোহের অবসান

এক বিচিত্র সংগ্রাম চলছিল—সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও সৈন্য-বাহিনীতে লড়াই। বহু পুলিশ নিহত হয় বহু আহত হয়। শেষকালে ২৬শে মে নাগাদ বিদ্রোহী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সেনা-বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ ও আত্মসমর্পন করে। বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

কংগ্রেসের মধ্যে শোচনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোথায় গিয়ে ঠেকেছে

উত্তর প্রদেশের পুলিশের অভিযোগ অনেক দিনের। সাধারণ পুলিশের বেতন ও অন্যান্য ব্যাপারের দাবী দাওয়া ছাড়াও অফিসাররা পুলিশের সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করে এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার নামে তাদের ব্যক্তিগত কাজেও লাগায়। তারপরে এই সমস্ত পুলিশরা মন্ত্রী প্রভৃতির পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে তাদের সান্নিধ্যে এসে ব্যাপার ও আচরণ দেখে তাদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারায়—এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে এবং নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষোভ জমতে থাকে। আজকাল যারা পুলিশে আসে তারা পুরাতন পুলিশের ধাঁচের নয়—কিছু শিক্ষিত এবং আত্মসচেতন। সুতরাং তারা সমস্ত অবস্থাকেই একেবারে নীরবে মেনে এবং মানিয়ে নিতে পারছেনা।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি। ইনি বহুবিধ ব্যাপারে একজন খ্যাতিমান কংগ্রেসী। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক। শ্রীত্রিপাঠিকে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীরূপে বসিয়েছেন। ১৯৭২-এর নির্ব্বাচনের পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উত্তর প্রদেশে যাকেই মুখ্যমন্ত্রী করে চাপিয়ে দিয়েছেন কেউ স্থায়ী হতে পারেন নি। দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সকলকেই নাজেহাল হতে হয়েছে। শ্রীত্রিপাঠির অবস্থাও নড়বড়ে—কেবল প্রধানমন্ত্রীর জোরেই তিনি আছেন। এই বিদ্রোহের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক এবং অন্য নানাবিধ অযোগ্য আচরণ বহু পরিমাণে দায়ী থাকলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রী ত্রিপাঠিকে সরিয়ে অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করতে ভরসা পাচ্ছেন না এবং ত্রিপাঠিও নিজের থেকে সরছেননা। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মতে দিল্লীর হুকুমে ত্রিপাঠিকে হটানো বিপদজনক হবে। এতে শুধু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে আরও বিষিয়ে তোলা হবে এবং রাজ্য কংগ্রেসে ব্যক্তিগত রেষারেষি চরমে পৌছবে।

এই ব্যাপারে একটা ব্যাপার কিছুতেই চাপা দিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছেনা। এই প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের বিদ্রোহ উত্তর প্রদেশের কমলাপতি ত্রিপাঠির প্রশাসনকে একেবারে পঙ্গু করে তোলার একটা বড় রকম ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। কংগ্রেসেরই মধ্যেকার এক প্রভাবশালী অংশের কাছ থেকে বিদ্রোহীরা কোন না কোন রকম ভাল সমর্থন পাবে এমনি আশ্বাস যে তারা পেয়েছিল—এবং এরকম একটা ধারণা তাদের ছিল—এটা প্রতিষ্ঠিত করার মতো যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তা না হলে—সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণাম কি হবে সেটা ভাল রকমে জেনেশুনে তারা এভাবে কিছু করতে যেতনা।

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব উত্তর প্রদেশে এই রূপে প্রকাশিত হয়েছে, বিহারে আর একরূপে—তার আলোচনা আমরা পরে করছি—তারপরে পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে কংগ্রেস গেল কি থাকল তাতে দেশের কিছু এসে যায়না, কিন্তু শাসন ক্ষমতার এক চেটিয়া অধিকারী হবার পরে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি উত্তর প্রদেশের মত অবস্থা দেশে সৃষ্টি করার সহায়ক হয় বা বিহারে বা পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য রাজ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে হয়েছেও তার কারণ হয়, তা হলে এই কংগ্রেস দেশের জন্য বিপর্যয় ও দুর্যোগই আনবে—এবং এখনই যে আনছে সেটা কি এখনও দেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে?

কমলা টকীর কর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক ডেপুটেশন

গত ২৮শে মে সকাল ৮। আট ঘটিকায় স্থানীয় কমলা টকি সিনেমা কর্ম্মিগণ তাঁহাদের বহুদিনের উপেক্ষিত দাবী-দাওয়া নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গণডেপুটেশন দেন ।

স্থনীল কুমার গাঙ্গুলী
B. M. P. E. U.

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আমার বিনীত নিবেদন এই যে. আমি শ্রীসতীশ্বর মুখোপাধ্যায় গ্রাম ও পোষ্ট লাগদা জেলা পুরুলিয়া অদ্য ৩০-৫-৭৩ তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার অফিসে একটি জোয়াল কিনিবার জন্য গেলাম। উক্ত অফিসের অফিসার মহাশয় আমাকে বলিলেন. ১৬ই জুন জোয়াল বিক্রয় হইবে তার পূর্ব্বে পাইবেন না। অফিসে মাল মজুত আছে। আমি বলিলাম আমার একটী জোয়ালের বিশেষ প্রয়োজন ১৬ই জুন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিলে কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব দয়া করিয়া আমাকে একটী জোয়াল দিন। সরকার কৃষকদের সুবিধার জন্য হাল, জোয়াল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অথচ আপনারা কৃষকদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতেছেন কেন। সরকারী কর্মচারীগণের ব্যবহার সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীসতীশ্বর মুখোপাধ্যায়
গ্রাম ও পোঃ—লাগদা
জেলা—পুরুলিয়া

শিক্ষক চাই

বালকডি কে, বি, এম হাই স্কুলের জন্য Deputation Vacancy তে একজন B. Sc. পাশ trained শিক্ষক দরকার। ১২ই জুন তারিখের মধ্যে স্কুলের সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

সেক্রেটারী
বালকড়ি কে, বি, এম হাই স্কুল
পোঃ—বালকডি, পুরুলিয়া।

WANTED

" Wanted for R. B. B High School Po. Garhjaipur, Dt. Purulia in Deputation Vacancy (a) One M Sc/B. Sc (Honours Math) P. T. (b) One M.A./B. A. (Honours) English B. T. (Experienced Trained pass graduates may also apply). Local candidates to be preferred. Apply to the Secretary on or before 12/6/73. Selected candidates shall have to join on 1/7/73. "

কর্ম্মখালি

১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবৎসরে ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক প্রয়োজন। আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১/৬/৭৩।

সম্পাদক
হিজুলি জুনিয়ার হাই স্কুল
পোঃ দলদলী জেলা পুরুলিয়া।

—•—

WANTED

Wanted two graduate teachers. One in pure Science and the other in Arts, (preferably trained) in two deputation vacancies in Dhakshila Jr. High School. Please apply to the Secretary on or before 2/7/73.

Secretary
Dhakshila Jr. High (formerly S. B.) School.
P. O.—Santuri (Purulia)

PURULIA POLYTECHNIC PURULIA

Applications in the prescribed form for admission into the Three Years Diploma Courses in Civil/Mechanical/Electrical Engineering for the Session 1973-'74 will be received by the Principal upto 31st July. 1973. Application Forms with prospectus will be available from the Polytechnic Office from 18-6-73 (Between 9-00 a. m. to 11-00 a m. upto 23rd June, 1973 and thereafter between 11-30 a. m. to 2-30 p. m.) on working days on payment of 75 paise in cash or by Crossed Indian Postal Order payable to the Principal, Purulia Polytechnic Purulia encashable at Purulia Post Office, accompanied by self addressed stamped 9" × 4" envelope bearing 35 paise Postage stamp.

The minimum Educational Qualification for admission is Passed S F. or H S (with elective Mathematics in streams other than Technical) or equivalent. Age limit is 15 to 20 years on 1st January, 1973 and 23 years in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Tribes Those who have appeared in the Higher Secondary (with elective Mathematics)/School Final or equivalent examination this year may also apply in anticipation of their results. They will be required to send attested copies of Mark-sheets within ten days after the publication of their results.

Preference will be given to the candidates passing the H.S./S.F. Fxamination in the year 1972 or 1973 from the West Bengal Board of Secondary Education.

The application should accompany a Registration Fee of x. Rs. 2/- only by Crossed Indian Postal Order (Not refundable) Payable to the Principal, Purulia Polytechnic, Purulia at Purulia Post Office, attested copies of Admit Card, Marksheet and Certificates and a copy of Pass-Port Size Photograph duly attested.

Principal
Purulia Polytechnic,

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা | সোমবার, ১১ই জুন, ১৯৭৩, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ | বার্ষিক -৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

চাপে পড়িয়া যদি কিছু করা হয় তবে তাহার ব্যর্থতা সব চেয়ে দুঃখের হইবে। কোন সময়েই সেরূপ করা চলিবেনা। ● ● ● এই শুদ্ধি যদি যথার্থ হয় তবে যে-কারণে শুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা বর্ত্তমান না থাকিলেও শুদ্ধি থাকিয়া যাইবে। একটা দেওয়াল চুনকাম করিবার পর ঘরের প্রিয়জন চলিয়া যাইলেও তাহা থাকিয়া যায়। তবে দেওয়ালটা স্থূল বলিয়া কিছুকাল পরে আবার চুনকাম করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। অন্তঃশুদ্ধি একবার সম্পন্ন হইলে আমৃত্যু থাকিয়া যায়।

—গান্ধীজী

—(•)—

ফ্রিডম ফাইটার্স দের মধ্যে যাদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে তাদের টাকা পাবার ব্যবস্থা

(বিভুতি দাসগুপ্ত)

যারা আবেদন করেছিলেন তাদের মধ্যে যাদের নাম মুক্তিতে বেরিয়েছে তাদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে। যাদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে—এবার তাদের টাকা পাবার পালা। প্রথমতঃ একসঙ্গে তারা বিগত কয়েক মাসের টাকা পাবেন তারপরে মাসিক—২০০/১০০ বা তার চেয়েও কম যাদের লেখা আছে সেই অনুযায়ী সারাজীবন পেন্সন পেয়ে যাবেন।

এই টাকা পেতে হলে তাদের কি করতে হবে সেবিষয়ে তাদের প্রত্যেকের কাছে ডাকে কলিকাতা সেণ্ট্রাল একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিস থেকে এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের স্বাক্ষরিত—পুরুলিয়া ট্রেজারী অফিসারের কাছে যে চিঠি দেওয়া হল—সেই চিঠি এবং সেই সঙ্গে তাদের কাছে লিখিত একটি চিঠি যাবে। সেই চিঠিতে—পেন্সনের টাকা পাবার জন্য যা করতে হবে বলে লেখা আছে তা হচ্ছে এই :—

পুরুলিয়ার ট্রেজারি অফিসার—পেন্সন প্রাপকের সনাক্ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে তাকে টাকা দেবেন। এই সনাক্তের ব্যাপারে পেন্সন প্রাপককে পাঁচ দফা দলীল দাখিল করতে হবে তা হচ্ছে এই—

১) ফটোগ্রাফ
২) সনাক্তকরণের জন্য শরীরে দুইটি বিশেষ চিহ্ন
৩) দস্তখতের নমুনা
৪) বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য সমস্ত আঙ্গুলের টিপ সহি।
৫) জন্ম তারিখ

এই সমস্ত দলীলগুলি কোন একজন গেজেটেড্ রেভিন্যু অফিসারের দ্বারা এটেস্‌টেড করিয়ে সেই সব কাগজ পত্র নিয়ে তাকে নিজেকে ট্রেজারী অফিসারের কাছে আসতে হবে।

গ্রামের সাধারণ লোক যারা সংগ্রামী আছেন তাদের পক্ষে এই সব করানো একটু জটিল ব্যাপার এবং এই টাকার ব্যাপারে অনেকের দালালের খপ্পরে পড়ে হয়রানী এবং অর্থ ক্ষয়ের সম্ভাবনা খুবই আছে।

এই নিয়ে আমি এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী ৮ই জুন শুক্রবার ডেপুটি কমিশনার ও ট্রেজারি অফিসারের সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করি। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যা ঠিক হয় তা জানিয়ে দিচ্ছি। থানায় থানায়, ব্লকে ব্লকে, দায়িত্বশীল ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা এই অনুযায়ী কাজ করবেন।

গ্রামে যদি ফটো তোলার কোন ব্যবস্থা থাকে তবেতো ভালই না হলে পুরুলিয়াতে এসে ফটো তোলাতে হবে। ফটো তোলাবার ব্যবস্থা আমরা করে রাখছি।

অন্যান্য চার দফাও এটেস্‌টেড করাতে হবে। এ বিষয়ে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের অফিস থেকে সমস্ত বি-ডি-ওকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পেন্সন প্রাপকরা গেলেই তাদের সম্বন্ধে যা করার বি-ডি-ওরা করে দেবেন—এটেষ্ট করা প্রভৃতি।

এবিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কর্মীরা কি করবেন তা বলে দিচ্ছি—

১) যারা সরকারী চিঠি পেয়েছেন তাদের প্রথমে ৩ কপি করে পাশপোর্ট সাইজ ফটো তোলান গ্রামে না হয় পুরুলিয়াতে এসে।

২) সেই ফটো নিয়ে ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য ছাপান ফরম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী অফিস থেকে ৩টি করে নিয়ে যান।

৩) সেই সমস্ত নিয়ে ব্লকের বি-ডি-ওর কাছে যান। ফরমে ফটো সেঁটে বাকী সমস্ত বি-ডি-ওর সামনে পূরণ করে ২ কপি ফটো ও ১ কপি ফরম এটেষ্ট করিয়ে সেই ফরম সহ পুরুলিয়ায় আসুন—আমরা তারপরে পেন্সন প্রাপককে ট্রেজারী অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দোবো।

ট্রেজারী অফিসারের কাছে দুই কপি ফটো ও এক কপি ফরম দিতে হবে। আমাদের সাহায্য যারা গ্রহণ করতে চান তাদের এইভাবে আমরা সাহায্য করে দোবো। আর যারা না চান তারা যেমন ভাল বোঝেন করবেন। আমরা দলমত ব্যক্তি নির্বিশেষে নির্দ্বিধায় সকলকেই এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে দোবো। মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবার যাদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে—তাদেরও একই ব্যাপার করতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস রচনা

এই সুযোগে আমরা পুরুলিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস দিয়ে একটি বই করতে চাই। সেই বইতে স্বাধীনতা সংগ্রামীর ফটো (ব্লক করে ছাপানো হবে) তার ব্যক্তিগত পরিচয় এবং সংগ্রামে অংশ গ্রহণ এবং তার জেল কারাদণ্ড ও নির্য্যাতনের বিবরণ থাকবে। সুতরাং টাকা নেবার জন্য যে ফরম পূরণ করবেন সেই ফরম ফটো সহ এক কপি—পেন্সনের জন্য আবেদন যে ফরমে করেছেন তা যদি আমাদের না দিয়ে থাকেন তবে দেবেন এবং আমরা আর একটি কাগজ ছাপাচ্ছি সেটি পূরণ করে দেবেন। এটি হলেই আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুলিয়ার সংগ্রামীদের ইতিহাস রচনা করতে পারবো। আমরা এ বিষয়ে সকলের সহযোগীতা চাই। এক্ষেত্রে বলা দরকার যে এই জেলায় যারা পেন্সন পাননি যারা মৃত বিস্মৃত তাদেরও ইতিহাস সমস্ত সংগ্রহ করে এই বইতে সন্নিবেশ করা হবে। তফাত হবে এই যে কিছু লোকের ফটো দেওয়া সম্ভব হবে কিছু লোকের সেটা সম্ভব হবেনা।

শ্রীঅশোক চৌধুরী এই বই সম্পাদনার ভার নিয়েছেন।

আমাদের সব ফরম ইত্যাদি তৈরী করে কাজ শুরু করতে আগামী শুক্রবার নাগাদ সময় লাগবে।

—•—

গভর্ণমেণ্ট-পুলিশ কংগ্রেস-বামপন্থী সবারই বারোটা বেজে গিয়েছে

(মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়)

গত ১২ই মে সকালে বর্দ্ধমান বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বোলপুর থেকে নলহাটী যাচ্ছিলাম। রামপুরহাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কাটে। কিন্তু রামপুরহাট ষ্টেশনে গাড়ী ঢুকতেই যে দৃশ্য দেখলাম—তা' নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত শক্তির কাছে গভর্ণমেণ্ট, পুলিশ আইন কানুন, রেল প্রশাসন সব হার মেনেছে এবং আপাততঃ নিশ্চয়ই সম্পুর্ণভাবে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

সকল যাত্রী দেখলো—কম্‌সে কম ৭০০।৮০০ ছেলে মেয়ে এবং মধ্যবয়সী সংঘবদ্ধ নারী-পুরুষ ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের সকল কামরা, যে যেমন ভাবে পারলো আক্রমণ করে ঢুকে পড়লো। সবাই বিনা টিকিটের

যাত্রী - সকলের কাছে ২।৩ কেজি করে আটার পুঁটুলি। টিকিটধারী যাত্রী, রেলের চেকার, রেল কর্মচারী, রেলপুলিশ সম্পূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ। গাড়ী অনেক দেরীতে ছাড়ার অল্প পরেই প্রায় আধ মাইল গিয়ে, সরকারী হাসপাতালের কাছাকাছি আবারও ঐ দৃশ্য—প্রায়ই একই সংখ্যক ঐ শ্রেণীর আটার পোঁটলাধারী লোক কর্তৃক ট্রেন আক্রমণ এবং ট্রেনে আরোহণ। প্রায় সবাই চলেছে বিহারের পাকুড় ষ্টেশনে—সেখান থেকে নিজ নিজ গন্তব্যপথে বিহার ও মুর্শিদাবাদ জেলায়।

মাত্র দুই তিন কেজি আটা নিয়ে এই তেরশো চৌদ্দশো লোকের প্রতিদিন রামপুরহাট ষ্টেশনে ট্রেন আক্রমণ এবং বিনা টিকিটে ঐ ভাবে প্রতি ট্রেনে যাতায়াতের কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে, অনেকে বললো চাল আটা পাচ্ছে না বলে নিজেদের পেটের জ্বালায় এই কাজ করছে। নলহাটি মুরারই থানায়ও দারুণ খাদ্যাভাব। এখানে থানা কর্ডনিং।

আমি দেখলাম, গভর্ণমেন্টের ও পুলিশের বারোটা বেজে গিয়েছে—কংগ্রেস বামপন্থী সবাই "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।" এই অরাজকতা ও সঙ্ঘবদ্ধ দুর্বৃত্তপনার সামনে দাঁড়ানর সাধ্য কাহারও নেই।

চাল-আটা, তেল-চিনি, ডাল-পোস্ত, কয়লা-কেরোসিন প্রভৃতির যে দাম ও দুষ্প্রাপ্যতা—তাতে এই দৃশ্যই স্বাভাবিক। সরকার রামপুরহাট মহকুমার এবং সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার এই খাদ্যাভাব ও দুর্বৃত্তপনা অবিলম্বে ঠেকাতে না পারলে, দুর্বৃত্তরা নির্ভয়ে নকশালী হামলাবাজির পুনরাবৃত্তি করবে—তার চেয়েও অনেক ব্যাপক ও ভয়াবহ ভাবে। চাল তো দূরের কথা, আটা-গমের সমবণ্টন ক্ষমতা এই গভর্ণমেন্টের না থাকায়—মাত্র দুই কেজি আটার জন্য একটা ট্রেনেই হাজার দেড়েক লোকের বে-পরোয়া রুদ্রমূর্ত্তি এবং তার সামনে পুলিশ ও শাসনের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং পলায়ন দৃশ্য দেখলাম। দুষ্টের দমনে যারা অক্ষম—শিষ্টের পালনে তারা কখনই সক্ষম হবে না। ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। মন্ত্রীরা এবং জেলা কর্তৃপক্ষ আমার এই প্রত্যক্ষ বিবরণ আশা করি মিথ্যা কিংবা অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। পশ্চিম বাংলা সমাজতন্ত্রের দিকে যতখানি অগ্রসর হচ্ছে—তার চেয়ে বেশী চলেছে প্রলয়ের দিকে।

—ময়ূরাক্ষী (সিউড়ী, বীরভূম)

(শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় একজন প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশকর্মী ও গঠনকর্মী। ইনি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা।)

——•——

বৈশাখী কবিতা

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়—এম, এ)

"পুরুলিয়া সাহিত্য-বাসরের তরুণ কবিদের অত্যুৎসাহে………রবীন্দ্র জয়ন্তী, আসান জন্মশত বার্ষিকী এবং অন্যান্য কবিদের স্মরণ ক'রে প্রথম কবিতা সংকলন বৈশাখী কবিতা—।" মুখবন্ধ "ঘরে ফেরার গান" রচনা করেছেন শ্রীঅপূর্ব্ব সান্যাল। সতেরজন কবির মোট একত্রিশটি কবিতা সংকলনে স্থান পেয়েছে। কবিদের মধ্যে তিনজন মহিলাকবি আছেন। সকলেই অবশ্য তরুণ বা তরুণী নন।

মুখবন্ধে প্রকাশক অভিযোগ তুলেছেন "বাঙালী আঁতেলেকচুয়াল কবি গোষ্ঠি বড় বেশী করে পশ্চিম-ঘেঁষা।"………জানতে ইচ্ছে করে ক'জন বাঙালী কবি ভারতীয় ভাষার মহাকবিদের রচনা পাঠ করেছেন?……… ভারত-বিমুখীনতা ত' বিশ্বচেতনার অঙ্গ হতে পারে না।" "………অন্য প্রদেশগুলি কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে।"

সাহিত্যে বুদ্ধিনিষ্ঠ কবি খুব বেশী দেখা যায় না—বেশীর ভাগই বুদ্ধিবিলাসী। বুদ্ধির এই বিলাসের আতিশয্যে পাঠককে অনেক সময় বিশ্বকোষ হাতে নিয়ে কবিতা পড়তে হয়। এই বুদ্ধিবিলাস আমাদের সাম্প্রতিক কাব্যসাহিত্যকে অনেকখানি ভারাক্রান্ত করেছে। এইসব কবিরা পূর্ব্বে পশ্চিমে যেদিকেই ঘেঁষুন, পাঠকের অবস্থাটা একই। ভারতীয় ভাষার মহাকবিদের রচনা সম্পর্কে বাঙালী কবিরা সকলেই অজ্ঞ নন। খুঁজলে বহু বাঙালী কবি সাহিত্যিক পাওয়া যাবে যাঁরা প্রতিবেশী রাজ্যের কবিতা, গল্প শুধু পাঠই করেন না, অনুবাদও করেন রীতিমতো। বাঙলার সব কবিই তা করবেন, এটা অবশ্যই আশা করা যায় না, যেমন বৈকুণ্ঠ পট্টনায়ক, সূর্যকুমার ভুঁইয়া, সুমিত্রানন্দন পন্থকে দেখিয়ে বলা যায় না যে সব অসমিয়া, ওড়িয়া ও হিন্দী কবিরা বাঙলা কাব্যের সঙ্গে পরিচিত।

রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগে বাঙলা সাহিত্যের ফোর্ট উইলিয়ম পর্ব্বে বিদ্যাসাগর মশাই হিন্দী হতে অনুবাদ করেছেন "বেতাল পঞ্চবিংশতি"। তারপর সংস্কৃত সাহিত্য এবং শেক্সপীয়রের কমেডি অব এররস্ অনুবাদ করলেও প্রাদেশিক সাহিত্য তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের, বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদ করেন—প্রাদেশিক সাহিত্য আকৃষ্ট করেনি তাঁকেও। রবীন্দ্র যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনুবাদক হিসেবে আজও অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের যে ব্যাপক ও বিচিত্র অনুবাদ তিনি করেছেন, প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ সে তুলনায় কতটুকু? বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুবাদ কোথায়? কবি মধুসূদন তো (রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া) পাশ্চাত্যপুষ্ট। অথচ এঁদের ভারতীয়ত্ব অনস্বীকার্য্য।

প্রকৃতপক্ষে কবিচেতনার বৈশিষ্ট্য কোনও অনুশাসন মেনে চলে না। এককালে ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি, বেন্থাম, মিল, আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের উদ্দীপিত করত। "আঙ্কল টম'স কেবিন", টেনিসন, বায়রন, শেলী, স্বপ্ন আঁকতো বাঙালী কবির চোখে। জাপানের শৌর্য্য, বুয়রদের মরণপণ লড়াই স্বাধীনতার স্বপ্ন সঞ্চারিত করতো। ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে যিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনি ভারতীয় নন, জাপানী শিল্পী ওকাকুরা। সুতরাং আজকেও যদি ভিয়েৎনামের প্রাণসত্তার অজেয় সংগ্রাম; মার্কিন নিগ্রোদের অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের মনুষ্যত্বের অধিকার অর্জ্জনের সংগ্রাম, বাঙালীর কবিচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, তাতে ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ দেখি না। 'উড়িষ্যার দারুণ বন্যা, রাজস্থানের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ' যদি "রোগে বন্যায় ভাণ্ডে ভবানী" বাঙলার কবিকে আকৃষ্ট না করে, তাতে আশ্চর্যবোধ করারও কিছু নেই। কবিগুরু স্বয়ং 'আফ্রিকা' রচনা করেছেন, কিন্তু বিহারের ভূমিকম্প নিয়ে কবিতা রচনার উৎসাহ বোধ করেন নি।

যে বিশিষ্ট জীবনদর্শন কবিচেতনাকে পরিপুষ্ট করে, পরিচালিত করে এবং সৃষ্টিকর্মে প্ররোচিত করে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেইটাই সত্য, অন্য কোন ভৌগলিক চেতনা নয়। এই জন্যই একই মাটি ও পরিবেশ থেকে রস সংগ্রহ করলেও বিভিন্ন কবির সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

এবার সংকলনের কথায় আসি। মোটামুটি সংকলনটি আমাদের আনন্দ দিয়েছে। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রচেষ্টা আশাব্যঞ্জক এবং অভিনন্দনযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের স্মরণে একটিমাত্র কবিতা আছে মাধবী দে রচিত। কবিতাটি আন্তরিক। আর কোন কবিকে স্মরণ করে কোন কবিতা সংকলিত হয় নি। অধিকাংশ কবিতায় হতাশার বিষণ্ণ সুর ধ্বনিত হয়েছে, যেটা আজকের দিনে খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য বিভিন্ন কবির এই বিষণ্ণতার উৎসও বিভিন্ন। মাধবী দে (রোশনাই), দিলীপ চট্টোপাধ্যায় (অমল ও সুধা), দুর্গাদাস রায় (পিছুটান) এবং কল্যাণ সেনগুপ্তের (মধ্য রাতে কে এখন জেগে আছ?) কবিতায় রোমান্টিক অতৃপ্তির বিষণ্ণতা পরিস্ফুট। কল্যাণ সেনগুপ্তের দ্বিতীয় কবিতায় (ছদ্মবেশী) রোমান্টিক আশাবাদের দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে। প্রতীপ দাশগুপ্তের প্রথম কবিতায় (বন্ধুবরেষু) বিপর্য্যস্ত যৌবনের ব্যর্থস্মৃতির বেদনা রয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় কবিতায় (আলোর আশাতে এক শীতের সন্ধ্যায়) প্রসন্ন, পর্য্যাপ্ত প্রাণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ধ্বনিত হয়েছে।

কয়েকটি ভিন্ন স্বাদের কবিতার কথা এবার বলি। আশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অস্থিরতার যুগেও স্থৈর্য্য খুঁজে পেয়েছেন চিরায়ত পুরাতন প্রত্যয়ের মধ্যে। "একটা ছেঁড়া কাগজ" কবিতার Fantasy কবিগুরুর পুনশ্চের কয়েকটি কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ স্তবকের আকস্মিক দার্শনিকতা একটু বেসুরে বেজেছে। দ্বিতীয় কবিতা "নিত্যছন্দ" সেই পুরাতন প্রত্যয়েরই গান। দেহনিষ্ঠ ও আদর্শনিষ্ঠ প্রেমের দ্বন্দ্ব উপজীব্য হয়েছে অশোক ঘোষের কবিতায় (কাজল রাঙা দিনে)। বক্তব্য সুপরিস্ফুট নয়। বংশী সামন্তর প্রথম কবিতায় (কংসাবতী) কঠোর বাস্তবের পটভূমিতে স্বপ্ন-কল্পনার মোহময় ছবি আঁকার প্রয়াস আছে। দ্বিতীয় কবিতায় (প্রশ্নচিহ্ন) দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদ প্রকাশ পেয়েছে। বেনু দেবীর প্রথম কবিতায় (তোমার দু'চোখে) বিপরীত-বৈচিত্র্য সমাবেশের বিস্ময় থাকলেও বক্তব্য সুপরিস্ফুট নয়। দ্বিতীয়টিকে (ই দেশকে………) কবিতা বলব না, মানভূমের বাকরীতির অক্ষম অনুকরণে এটি ক্যারিকেচার হয়ে পড়েছে। সত্যেন্দু গুপ্তের কবিতা (খোলাভাঙ্গা) গতানুগতিকতার মধ্যেই নিঃশেষ

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, সোমবার

আচরণবিধি

বিষয়টিকে পরিস্কার ও স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। বর্ত্তমান কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে যে সমস্ত খুনোখুনি ও তৎসম দুষ্কার্য্য প্রভৃতি উপদল এবং তাদের সমর্থকরা করছেন তার সম্বন্ধে জবাবদিহি দিতে গেলেই সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস কর্তৃপক্ষরা সমাজ বিরোধীদের কথা সোচ্চারে বলে থাকেন—এবং বলেন যে এরা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করেছে। বস্তুতঃ সম্প্রতি গত ৮ই জুন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসমিতি যে বাইশ দফা আচরণবিধি তৈরী করে কংগ্রেসের মধ্যে উপদল ও বিবদমান নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করছেন তার মধ্যে তের নম্বর দফাতে রয়েছে—সমাজবিরোধীদের বাছাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

এতদিন আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা শুনে আসছিলাম যে—সমাজ বিরোধীদের বের করে সংগঠন থেকে ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। আমরা এবিষয়ে কোন গুরুত্বই দিতামনা—যদি না সমাজ বিরোধীরা কংগ্রেসের তকমা ও এম-এল এ বা তৎসম ক্ষমতাধারীদের প্রশ্রয় ও সমর্থনে কংগ্রেসের বাইরের জন জীবনে হানা না দিত।

সমাজ বিরোধী বলতে আমরা কাদের বুঝি? কাদের সমাজ বিরোধী বলা যেতে পারে। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধান—যেটা খুবই প্রামাণ্য বলে গৃহীত তাতে বলা হয়েছে সমাজের বিপক্ষ; সমাজের প্রতিকূল। বস্তুতঃ আমাদের প্রচলিত আইনে শুধু সমাজ বিরোধী বলেই কারও বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা যায়না। ১১০ ধারায় যাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয় তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে সুনির্দ্দিষ্ট দুষ্কার্য্য প্রমাণ করতে হয়। কংগ্রেস থেকে যদি 'সমাজবিরোধীদের বাছাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হয় তবে তা কখনই হয়ে উঠবেনা। কারণ উপদলের বা উপগোষ্ঠির শুধু হানাহানির যন্ত্র হিসাবেই এদের বা সমস্ত-রকম-দুষ্কার্য্যে দক্ষ লোকদের প্রয়োজন যে অপরিহার্য্য তা নয়—সাময়িক চুক্তি হয়ে হানাহানি বন্ধ হলেও কংগ্রেসের সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে এদের অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল, আছে ও থাকবে।

যারা পেশাদার সমাজ বিরোধী প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে তারা রাজনীতি বা রাজনৈতিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকতো। যে কোন রাজনৈতিক দল সে গুপ্তই হোক বা প্রকাশ্যই হোক এদের দৃঢ়তার সঙ্গে দূরে রাখতো। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বা পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় বহু রাজনৈতিক দলের কর্ম্মধারার পরিপ্রেক্ষিত ও ধারা পরিবর্ত্তনের ফলে এদের নিয়োগ ও প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিল। রাজনৈতিক দলের যন্ত্র হিসাবে এদের ব্যবহার করতে গিয়ে ক্রমশঃই রাজনৈতিক কর্মী উপনেতা ও নেতারাই এদের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হতে লাগলো। যেটা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে কংগ্রেস যখন যেন তেন প্রকারেণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখল ও বজায় রাখার কাজেই সংগঠনকে নিয়োগ করল তখন এদের প্রয়োজন আরও বেড়ে গেল। পেশাদাররা তখন মর্য্যাদা পেল এবং কংগ্রেসের কাজের ধারা ও রূপই যখন দুষ্কার্য্যপ্রবণ ও দুর্নীতি প্রধান হয়ে পড়তে লাগল তখন কংগ্রেসের মধ্যেই সমাজ বিরোধী তৈরী হতে লাগল এবং ঐ গুণসম্পন্ন যে সমস্ত উপাদান কংগ্রেসের কাজে সহায়ক বলে মনে হল—কি বিধানসভার সদস্যরূপে, কি লোক সভার সদস্যরূপে অথবা কংগ্রেসের বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী নির্বাচনমূলক বা মনোনয়নমূলক ক্ষেত্রে—তাদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা স্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ল। নৈতিকতা বর্জিত ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের উপর অধিকার পেলে স্বাভাবিক গতি যা হয়ে থাকে তাই হল। কংগ্রেসের ভিত্তি যতক্ষণ না পর্য্যন্ত দৃঢ় নৈতিকতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমাজ বিরোধমূলক কার্য্যই তার প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভিত্তি হবেই—এর কোন পরিবর্ত্ত নেই। এবং এই ভিত্তি কখনও টি ঁকতে পারেনা—টেঁকেনা।

একটা প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যে আদর্শ ঘোষণা করে সে আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্বও তা গ্রহণ ক'রে না হলে ঐ ঘোষণা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু হয়না। একটা প্রতিষ্ঠান যখন সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্বও আসে যে যে সমস্ত ব্যক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠান গঠিত—যারা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, যারা প্রতিষ্ঠানের অংশ তাদের জীবনধারা ও আচরণও সেই অনুযায়ী, সেই রকম হবে। এটার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়না। এটা একটা অবশ্য—অপরিহার্য্য।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে—এবং ঐক্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ২২ দফা আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে—সেটা হল সাংগঠনিক ব্যাপার কিন্তু তার দ্বারা সংগঠনের স্থায়ীত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়না। তার কারণ কংগ্রেসের কোথাও কোন নৈতিকতা সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই। ব্যাপারটা কি হয় তার দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা কল্পিত বলে লোকে যাতে অবিশ্বাস না করে তার জন্য নামধাম দিয়ে দিচ্ছি। যাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তাদের কোনরকম ব্যক্তিগত নিন্দাবাদ করা আমাদের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কেবল দৃষ্টান্তের জন্যই—তাদের নাম ও আচরণ উল্লেখ করছি।

ধরুন জয়পুর থেকে পঃ বঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেসী প্রতিনিধি—তিনি স্বয়ং একটি মদের পিপা। কখনও কখনও অত্যাধিক কারণ সেবনে তিনি চেতনা রহিত হয়ে—বিশেষ করে বিলাতী মদের দোকান শবাসন বা ঐ ধরণের তান্ত্রিক কেরামতি করে থাকেন। পঞ্চমকারের আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলিতে তিনি সিদ্ধ। তারপরে আর্থিক ব্যাপারে ইনি নিষ্কাম।

উদাহরণ-স্বরূপ বলছি। অবশ্যই কংগ্রেসের আচরণবিধিতে এরকম আচরণের কোন নিষেধ কারো সম্বন্ধেই নাই—কিন্তু জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ভাবনাকে ইনি কি এগিয়ে আনতে পারবেন? না একে দেখে লোক সমাজতন্ত্রের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারাবে।

আর একটির কথা প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করছি। বান্দোয়ান থেকে পঃ বঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত কংগ্রেসী প্রতিনিধি (আদিবাসী) ইনি দেশী মদের একজন বিচক্ষণ পৃষ্ঠপোষক। দেশী মদে নেশা কিরকম গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয় তারসঙ্গে ঘনিষ্ট হলে তা উপলব্ধ হবে এবং অনেক বিলাতী কারণ-সেবী বিশিষ্ট কংগ্রেস জন গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করবেন।

অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে সব্যসাচীর মতো তার দুই হাত সমানভাবে কাজ করে—তার স্বল্পকালের সংগ্রহ অনেক কালোবাজারীকেও লজ্জিত করেছে। ইনি ক্রুদ্ধ হলে সরকারী কর্মচারীকে চপেটাঘাতে আচরণ-বিধি শেখান—আর উর্দ্ধতন অফিসারেরা এর স্তুতি করেন।

আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, উর্দ্ধে অধঃতে এরকম প্রতীক ও দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যেতে পারে—দেখান যেতে পারে। এরা কি সমাজ বিরোধীর আওতায় পড়ে না সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকরূপে এদের অভিনন্দিত করা যেতে পারে?

সমাজতন্ত্রের বিশেষজ্ঞদের আমরা প্রশ্ন করতে পারি কি যে এঁদের দ্বারা সংগঠিত সংগঠন কী রূপে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবে? কারণ এরা যে ভাব বা আচরণের প্রতীক উপনিষদের কথায় সেই ভাব ও আচরণ কংগ্রেসে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র।

কংগ্রেসের কর্মি নেতা বা উপনেতাদের জন্য কোন সৎ আচরণ-বিধি নাই বা হতেও পারে না। মন্ত্রী হয়ে একজন কংগ্রেসী সমাজতান্ত্রিক দেশসেবী এক বছরের মধ্যেই লক্ষ টাকার বাড়ী স্বনামী বা বেনামীতে খরিদ করতে পারে কোন আচরণ-বিধির কোন দফার খেলাফ না করেই। দুর্নীতি, মিথ্যা, ধেঁাকা, ফেরেববাজী কোনটাই কংগ্রেসের আচরণ-বিধির দ্বারা নিষিদ্ধ নয়।

আজ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সমীক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। আমাদের শুধু নয় মানুষের অদূর এবং সুদূর অতীতের অভিজ্ঞতা—এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করে এসেছে যে নৈতিকতা, নৈতিকশক্তির প্রতিষ্ঠা না হলে কোন সংগঠনের বা কোন জাতির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এ আর কোন পরীক্ষার বা যাচাইয়ের স্তরে নাই। এই ভিত্তিতেই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কেমন করে থাকবে—বিশেষ করে কংগ্রেস কর্তৃক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা?

বি, দাশগুপ্ত

——•——

পৌর প্রসঙ্গ

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়)

(২)

এ্যাসেসরের খোয়াব :

রাজ্য সরকারের তালিকায় শ্রীযুক্ত কর্মকারের মতো কতজন এ্যাসেসর আছেন জানি না। মনে হয় সংখ্যায় তাঁরা কম নন। নইলে রাজ্যের প্রায় সব ক'টি পৌরসভা অনাদায়ী করের রক্তাল্পতায় ভোগে কেন?

শ্রীযুক্ত কর্মকার পুরুলিয়ার দরিদ্র করদাতাদের পয়সায় পারিশ্রমিক নিয়ে একটা মর্মান্তিক ঠাট্টা করে গেলেন করদাতাদের সঙ্গেই। এ্যাসেসমেন্টে বর্দ্ধিত হারে মূল্যায়ণ করার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করে একটি ভূমিকা রচনা করেছেন তিনি। ভূমিকাটি করদাতাদের ঘরে ঘরে বাঁধিয়ে রাখার মতো। শ্রীকর্মকার লিখেছেন যে পুরুলিয়াতে পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বসবাসের ফলে এখানে শিল্প-সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং করদাতাদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং……যা হবার নয় তাই হয়েছে। এ্যাসেসর যে আজগুবি খোয়াব দেখেছেন তার খেসারত দিতে করদাতাদের হাই-কোর্টের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

ভাইস চেয়ারম্যান কি দেখেছেন ?

এ্যাসেসর শ্রীযুক্ত কর্মকার তো খোয়াব দেখেছিলেন। কিন্তু ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীসত্যনারায়ণ দাস কি দেখেছিলেন? আত্ম প্রচারের মোহে মশগুল হয়ে এ্যাসেসমেন্ট লিষ্টে সই করে করদাতাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের আগে তিনি চেয়েও দেখেননি শ্রীযুক্ত কর্মকার কি কর্ম করেছেন। অথবা মেনে নিতে হয় যে পুরুলিয়ার শিল্প সমৃদ্ধি সম্পর্কে এ্যাসেসরের সঙ্গে একমত হয়েই তিনি এ্যাসেসমেন্ট লিষ্ট মেনে নিয়েছিলেন। ছুটোর যেটাই সত্য হোক, হে বিধাতা, করদাতাদের ভাগ্যে এমন ভাইসচেয়ারম্যান ভবিষ্যতে মা লিখ! মা লিখ! মা লিখ!

সাহেব বাঁধ প্রকল্প :

বিশেষ কর্মসংস্থান কার্য্যক্রমের অধীন পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধ প্রকল্পের রূপরেখা আমরা জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করছি। জনসাধারণ বুঝবেন যে প্রকল্পটি উপযুক্ত হাতে পড়লে কি হতে পারত। দুঃখের বিষয় অযোগ্য হাতে পড়ে সমস্ত প্রকল্পটি মাঠে মারা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে জেলাশাসক সম্পূর্ণ রীতিবিরুদ্ধভাবে এই প্রকল্প এবং প্রকল্পের টাকা তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ প্রকল্পটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনও সম্মতিসূচক প্রস্তাব পৌরসভা গ্রহণ করে নি।

প্রকল্পের রূপরেখা :

সাহেব বাঁধ যেহেতু এই সহরের পানীয় জলের একমাত্র বিকল্প-উৎস, সেইজন্যই এই বাঁধের মাটি-কাটা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প রচনা করা হয়।

১। **শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদে :—**

(ক) অদক্ষ শ্রমিক ২৩৪৬
দৈনিক ৩/- টাকা হারে—৭০,৪৮৭ টাকা।
(খ) অর্ধদক্ষ শ্রমিক ১৮৩৩
দৈনিক ৪/- টাকা হারে— ৭,৩৩২ ,,
১৭,৮১৯ টাকা।

২। **মাল মশলা ও আনুসঙ্গিক বায় :—**

(ক) ইট পোড়ানর জন্য ১০৮০ মণ কয়লা,
মণ প্রতি ২/- টাকা হারে— ২,১৬০ টাকা।
(খ) পাথর (বোল্ডার) আনার গাড়ী ভাড়া
(ট্রাক প্রতি ১৭৫ cft. পাথর, ট্রাক প্রতি
২০/- টাকা ভাড়ায় ৫৭৪ টী ট্রাকের জন্য) ১১,৪৮০ টাকা।
(গ) প্রতি বস্তা ১২/২৫ টাকা হিসাবে
৬০০ বস্তা সিমেন্টের দাম— ৭,৩৫০ টাকা।
(ঘ) ১০০ cft. তে ২০/- টাকা দরে
৮,০০০ cft. বালির দাম— ১,৬০০ টাকা।
(ঙ) শতকরা ১০/- টাকা হারে
১,০৭০০০ ইটের গাড়ী ভাড়া— ১,০৭০ টাকা।
(চ) পরিদর্শন কাজের জন্য বায়— ৫,০০০ টাকা।
(ছ) যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক বায়— ৫,০২১ টাকা।

মালমশলা ও আনুসঙ্গিক মোট বায় :— ৩৩,৬৮১ টাকা।
শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদে মোট বায় : ৭৭,৮১৯ টাকা।
প্রকল্পের মোট বায় :— ১,১১,৫০০ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

সমগ্র প্রকল্পটি বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীন। রূপরেখার দিকে একটু নজর দিলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন যে প্রকল্পের শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদে সবচেয়ে বেশী টাকা (৭৭,৮১৯ টাকা) ধার্য্য হয়েছে। সুতরাং সহরের পানীয় জলের একমাত্র বিকল্প উৎস, এই জলাধারটির উন্নয়ন ও শ্রম বিনিয়োগ, এই দুটি হচ্ছে প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য। ৯০ দিনে এই প্রকল্পের কাজে মোট ২৫,৩২৯ জন লোকের নিযুক্ত হবার কথা এবং দৈনিক নিযুক্তির সংখ্যা ২৮০ জন।

প্রকল্পের হস্তান্তর :

পুরুলিয়ার জনজীবনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারী প্রকল্প সম্পূর্ণ রীতিবিরুদ্ধ এবং বেআইনীভাবে কতকগুলি হঠকারী অনভিজ্ঞ এবং স্বেচ্ছাচারী লোকের হাতে গিয়ে পড়ল। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আবার বলছি যে এর জন্য দায়ী জেলাশাসক মহাশয়। তিনি তদানীন্তন ভাইসচেয়ারম্যানের ১১-১-৭৩ তারিখের একটি চিঠির ভিত্তিতে এতবড় একটা প্রকল্পের দায়িত্বভার ওঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দু'-এক হাজার টাকার ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজে সরকারী আইন কখনও কখনও এমন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় যে আসল কাজই ভেস্তে যায়। অথচ জেলাশাসক কোনও রীতি-পদ্ধতি না মেনে ১লক্ষ ১১ হাজার ৫ শত টাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সামান্য একটি চিঠির ভিত্তিতে ভাইস-চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দিলেন।

চিঠিটিই বেআইনী :

যে চিঠির ভিত্তিতে সাহেব বাঁধের কাজ ভাইসচেয়ারম্যানের হাতে এল ভাইসচেয়ারম্যানের সেই চিঠিটির আইনসম্মত কোনও মূল্য নেই। ১১-১-৭৩ তারিখের এই চিঠিতে (No. 3963·M. G.) ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীদাস জেলাশাসকের কাছ থেকে সুপারভাইজারের তালিকা চেয়েছেন, প্রয়োজনীয় তহবিল চেয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে শ্রীনাগরীরঞ্জন গাঙ্গুলী, শ্রীশান্ত মুখার্জী, শ্রীপ্রভাত কুমার কুণ্ডু, শ্রীকান্তিবিলাস মুখার্জী, শ্রীসতীশ বাউরী, শ্রীসত্যনারায়ণ দাস (ভাইসচেয়ারম্যান) এবং শ্রীরাধারমণ ওঝা (পৌর-ওভারসিয়ার) কে নিয়ে এই কাজের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতে জেলাশাসকের প্রতিনিধিত্বের জন্য অনুরোধ জানান হয়েছে। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম এতে নেই।

পৌর আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা ভাইসচেয়ারম্যান পৌর-কমিশনারদের অধিবেশনের বাইরে নিজেদের খেয়াল-খুশীতে কোনও কমিটি গঠন করতে পারেন না। সুতরাং এই ধরণের কমিটি সম্পূর্ণ বেআইনী।

পৌরসভার প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও প্রস্তাব ছাড়াই এই চিঠি লিখে ভাইসচেয়ারম্যান এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন এবং এই চিঠিটি সম্পূর্ণ বেআইনী। কারণ পৌরসভা কোথাও তাঁকে এ ক্ষমতা দেয় নি।

পৌরসভার হাস্যকর প্রস্তাব :

২০-১-৭৩ তারিখে বিকেল ৪-৩০ মিনিটে পৌরসভার অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময় বিরোধী পক্ষের কোনও কমিশনার সভাকক্ষে ছিলেন না।

প্রস্তাবটি দেখুন :—

"বোর্ডের প্রস্তাব :—"

"আমি প্রস্তাব করিতেছি যে ৪ নম্বর আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত বিশেষ কর্ম্মসংস্থান কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সাহেব বাঁধ উন্নয়নের জন্য এবং বাস স্ট্যাণ্ড উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত কার্য্যাদি ভাইসচেয়ারম্যান করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করা হউক এবং ঐ উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনার জন্য ও যাবতীয় খরচাদি নির্ব্বাহ করার জন্য সমস্ত অধিকার ভাইসচেয়ারম্যানকে দেওয়া হউক এবং সমগ্র উন্নয়ন প্রকল্পটি কার্য্যকরী করিবার জন্য যে কমিটি ভাইস-চেয়ারম্যান গঠন করিয়াছেন তাহা অনুমোদন করা হউক এবং তাঁহাদের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীশিশির কুমার ঘোষ ২০-১-৭৩

সমর্থক—শ্যামসুন্দ হাজি ২০-১-৭৩

এই সময় সভাপতির বিনা অনুমতিতে নিম্নলিখিত কমিশনারগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন ও চলিয়া গেলেন (১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীবর (২) শ্রীনন্দলাল সেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।"

১। নিজের কাজের অনুমোদন চেয়ে ভাইসচেয়ারম্যানেরই উচিত ছিল প্রস্তাব উত্থাপন করা।

২। সম্মতিসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারী প্রকল্প নিজেদের হাতে নেবার আগে সেই প্রকল্প সম্পর্কে ভাইসচেয়ারম্যানকে ক্ষমতা প্রদানের কোনও আইনসম্মত অধিকার পৌরসভার ছিল না। সুতরাং প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বেআইনী।

৩। প্রস্তাবটি আলোচনার সময় অবশিষ্ট বিরোধী কমিশনারদ্বয় বৈধতার প্রশ্ন তুলে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। আপত্তি লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর তাঁরা প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। যাই হোক, বিরোধীপক্ষের অনুপস্থিতিতে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৪। বাস স্ট্যাণ্ড উন্নয়নের কাজ পৌরসভা করে নি। (ভাগিাস করেনি)। অথচ প্রস্তাবে বাস স্ট্যাণ্ড উন্নয়নের কাজের দায়িত্বও ভাইস-চেয়ারম্যান ও তাঁর পকেটস্থ কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। এই খিচুড়ি প্রস্তাব সাহেব বাঁধ উন্নয়নের প্রস্তাব বলে গণ্য হতে পারে না।

৫। কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাবে উল্লিখিত হয় নি এবং তাঁদের ওপর কার্য্যভারও ন্যস্ত করা হয় নি।

৬। বিকেল ৪-৩০ মিনিটের এই অধিবেশনের শেষ আলোচ্য বিষয় ছিল এই কমিটি। সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হবার আগেই শ্রীনাগরী গাঙ্গুলীকে সাহেব বাঁধ খাতে ভাইসচেয়ারম্যান ৫০০/- টাকা দিয়েছেন।

৭। ২৪-১-৭৩ তারিখে জেলাশাসককে এই প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠানো হয়। এর আগেই সাহেব বাঁধ খাতে ২৫০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রস্তাবের আয়নায় :

১১-১-৭৩ তারিখে ভাইসচেয়ারম্যান জেলাশাসককে বিশেষ কমিটির সদস্যদের যে নামের তালিকা দিয়েছিলেন, ২০-১-৭৩ এর প্রস্তাবে তাঁদের নামোল্লেখ নেই। অথচ এই অধিবেশনেই আরও ৬টি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সর্বত্র সদস্যদের নামোল্লেখ আছে। সাহেব বাঁধের ব্যাপারে এই লুকোচুরি যে ইচ্ছাকৃত, এর থেকেই তা' বোঝা যায়। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ইচ্ছাকৃত প্রয়াস সে কথাও আশা করি সকলেই বুঝবেন।

(ক্রমশ:)

বরাবাজারে অনাহারে মর্ম্মান্তিক মৃত্যু পরিস্থিতি শোচনীয়

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়,
নিম্নলিখিত বিষয়টি ছাপাইয়া দিবেন।

বরাবাজার লোকব্রতী কৃষি প্রচার ভবন হইতে শ্রীরামচন্দ্র মাহাত ও বরাবাজার নিবাসী, বরাবাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীনিশাপতি মিশ্র তদন্ত করিয়া পাঠাইতেছেন যে,—

১। ৮-৫-৭৩ তারিখে বরাবাজার নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ নামাতার মায়ের অনাহারে মৃত্যু হয় বেলা ৪টার সময়। নামাতার মায়ের নাম শ্রীমতী কামিনী নামাতা। কামিনী ঐ দিন পেটের তাড়নায় ডুড়কু গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। ডুড়কু বরাবাজার হইতে তিন মাইল দূরে। ফিরিবার পথে গোপালপুরের ফাঁকা মাঠে নেংসাই নদীর উপরে মারা যান। তার ভিক্ষার ঝোলাতে সামান্য চাল ছিল। যেখানে শ্রীমতী কামিনী নামাতা মারা যায় তার বাড়ী থেকে দূরত্ব প্রায় ১ মাইল।

২। শ্রীমতী কামিনী নামাতা মারা যাবার আগে অর্থাৎ ২-৫-৭৩ তারিখে বরাবাজার উত্তর অংশের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও বরাবাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীকল্যাণী প্রসাদ সিংহদেব মহাশয় এমারজেন্সী জি:আরের দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছেন। দরখাস্তটী বি-ডি-ও সাহেবকে দেয় কিন্তু তিনি সে এমারজেন্সী দরখাস্ত লন নাই। ঐ দরখাস্তটি ডি-এল-ডবলিউ নীরদ বাবুকে দেন। নীরোদ বাবু দরখাস্তটি কি করিলেন তাহা জানা গেল না এবং শ্রীমতী কামিনী নামাতা জি আরও পেলনা।

৩। শ্রীমতী কামিনী নামাতার ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ নামাতা বিড়ি শ্রমিক। তার দৈনিক আয় ১·২৫ পয়সা মাত্র। তারও শরীর দুর্বল।

৪। বাড়ির লোকসংখ্যা ছিল মৃতা কামিনী সহ ৭ জন। মৃতার বয়স ছিল ৭৯ বৎসর।

৫। পাড়ার লোক কামিনীকে সময় সময় খাবারের থেকে কিছু কিছু খাবার সাহায্য করিত। বহু সময় ভিক্ষার দ্বারা অন্ন যোগাড় করিত।

৬। এস-ডি-ও, বি-ডি-ও, পঞ্চায়েৎ সুপার ভাইজার এই তিন জন ১০-৫-৭৩ তারিখে বরাবাজার আসেন বেলা ৫টার সময়। পরোক্ষভাবে জানা গেল যে কামিনীর তদন্তে আসেন নাই। কুয়ার অভিযোগ ছিল সেই তদন্ত করতে এসেছিলেন। এস-ডি-ও, বি-ডি-ও পঞ্চায়েৎ সুপার ভাইজারকে শ্রীমতী কামিনী নামাতার মৃত্যুর সংবাদ কে দিয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

১৩-৫-৭৩ তারিখে শ্রীমতী কামিনী নামাতার অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আমরা দুজন শ্রীরামকৃষ্ণ নামাতার ঘরে যাই এবং তাঁহাদের কাছ হইতে তাঁহার মায়ের অনাহারে শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ আমরা জানি। পাড়া পড়শীর কাছেও সংবাদ পাই। এই ঘটনায় যে কোনো বিবেকবান লোকই মর্ম্মাহত হইবেন। এবং এই বিপন্ন পরিবারের জন্য চিন্তিত হইবেন। কিন্তু বিধাতা বি-ডি-ও সাহেবের সুখ নিদ্রার সমাপ্তি আজও ঘটলো না। তাঁহার চোখের সামনেই এই মহামূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন হল। এইভাবে বি-ডি-ও সাহেব তাঁর মহান কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করিতেছেন। এদিকে বরাবাজার ব্লকের টি আর এর কাজ বন্ধ, জি আর দেওয়াও হয়না। আরও অনেকে স্বর্গতা কামনীর পথের পথিক হইতে চলিয়াছে। তথাকথিত জন দরদী নব কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টি পড়বে কি? নিরন্ন লোকদের মুখে খাদ্যের কিছু ব্যবস্থা হবে কি?

বৈশাখী কবিতা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হয়েছে। নূতন কোন প্রত্যয়ের সন্ধান নেই। তরুণ দাশের দুটি কবিতাতেই (হৃদয়, ওরা দু'জন/রাস্তা/কয়েকটা গরু) গতানুগতিক চলতি প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ঘৃণা এবং বিদ্রূপের আকারে ফেটে পড়েছে। এখানেও নূতন কোনও প্রত্যয়ের সন্ধান নেই। বীণা বন্দোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কবিতায় (ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দেবদূত) সাম্প্রতিক হতাশা ও বিপর্য্যয় সুন্দর রোমান্টিকতায় মণ্ডিত হয়েছে। প্রথম কবিতার (সত্যবন্দী) বক্তব্য অত্যন্ত অপরিস্ফুট। নির্মল হালদারের দুটি কবিতাতেই (আমি/আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা ভারতবর্ষের মেঘচোখ--বেদনার নীচে দাঁড়িয়ে) সহজিয়া মনোভাব পরিস্ফুট।

সংকলনে ভালো এবং কাঁচা, দু'রকম কবিতাই আছে। আধুনিক কবিতার বহিরঙ্গ নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—স্থায়ী একটা মান এখনও গড়ে ওঠেনি সাধারণভাবে। কাজেই সর্বত্র যেমন, এখানকার কবিদের রচনাতেও এ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েকটি কবিতা না হয়ে বিবৃতি হয়ে পড়েছে। আবার কোন কোন কবিতায় কবি হঠাৎ আধুনিকতা সৃষ্টি করতে গিয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন আকাঙ্খিতভাবে যে কবিতার সুর কেটে গেছে ('পেতুলাম মন', 'হৃদয়ের হাঁড়িতে', ইত্যাদি)।

আমরা আশা করব 'বৈশাখী কবিতার' ছোট খাট অপূর্ণতা আষাঢ়ের পরিপূর্ণতায় নূতন রূপে দেখা দেবে।

সংযোজন

চিঠিপত্রে প্রকাশিত বিষয় বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সংবাদের অংশ (আনন্দবাজার ৫ই জুন) আমরা প্রকাশ করছি—(মু: স:)

মজুত খাদ্যশস্য উদ্ধারে মুখ্যমন্ত্রী জনগণের সহযোগিতা চান

স্টাফ রিপোর্টার

মুখ্যমন্ত্রী মজুত খাদ্যশস্য উদ্ধারে জনসাধারণের সহযোগিতা চান।

এজন্য সোমবার তিনি কলকাতা ও আশেপাশের চল্লিশজন এম এল এর সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য সংগ্রহ অত্যন্ত কম হওয়ায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। তিন লক্ষ টন সংগ্রহ লক্ষ্যের মধ্যে এ পর্যন্ত সরকার পেয়েছেন মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার টনের কিছু বেশি।

বৈঠকের পর মুখ্য মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা 'প্রকিওরমেন্ট' নিয়ে আলোচনা করেছেন। খাদ্যশস্য বের করতে জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এটাই তাঁরা চান।

(দারোগার মার খেয়েও শান্ত হয়ে সহযোগিতা করুন!)

পুরুলিয়া জেলার এম.এল.এ ও এম পিরা কোন রাজনৈতিক আলোচনার যোগ্য নন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ যে পর্য্যায়ে এসে গেছে তাতে দুই যুধ্যমান রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি করার মতো অবস্থার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পঃ বঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে তিন দফা সূত্র—ফরমূলা তৈরী করেছেন। গত বৃহস্পতিবার ৭ই জুন পরস্পর যুধ্যমান যুযুৎসু দেশসেবক যুযুধানদের এক শান্তি বৈঠকে এই তিন দফা সূত্র পেশ করা হয়েছে। এবিষয়ে আমরা পরে জানাচ্ছি।

এর পূর্ব্বে গত ৬ই জুন বুধবারের সর্বশেষ সহর সংস্করণ আনন্দ বাজারে এই ঐক্য প্রয়াস ব্যাপারে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। আমরা সংশ্লিষ্টাংশ উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় গত শনিবার (২রা জুন) মধ্যরাত্রে দিল্লী থেকে কলকাতা ফেরেন। রবিবার সকাল থেকেই তিনি রাজ্য কংগ্রেসে বিরোধ মেটানোর ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সদস্য এবং প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক স্থরু করেন। সোমবার প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ● ● ● ● মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত মোট এগারো ঘণ্টা ধরে নদীয়া জলপাইগুড়ি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও হাওড়া এই পাঁচটি জেলার এম-এল-এদের সঙ্গে পাঁচ দফা বৈঠক করেন। তাদের মধ্যে জেলার কংগ্রেসের দলীয় ব্যবস্থা; সরকারী উন্নয়ন উদ্যোগ ও জনসাধারণকে বুঝিয়ে ধানচাল সংগ্রহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনা বৈঠকে জলপাইগুড়ি জেলার এম-এল-এদের সঙ্গে শ্রীমতী মায়া রায় এম-পি এবং পুরুলিয়া জেলার এম-এল-এদের সঙ্গে শ্রীদেবেন মাহাত এম-পি যোগ দেন।

● ● ● ●

এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য সোমবার ওই পাঁচটি জেলার বাড়ীর ঠিকানায় 'ওয়ারলেস মেসেজ' কিংবা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। পাঁচটি জেলাতেই এম-এল-এদের খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। এই জরুরী তলবের পর বৈঠকে যোগ দিয়ে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার এম-এল এরা ঠিক খুশী হতে পারেননি। তারা ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক প্রশ্নে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু কার্য্যত তা বিশেষ হয়নি।"

বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর এম-এল-এদের সম্বন্ধে পুরুলিয়ার অধিবাসীরা ওয়াকেবহাল নন—তবে পুরুলিয়ার এম-এল-এ প্রভৃতির সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল এই সংবাদ পড়ে তাদের অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করে বললেন রাজনৈতিক আলোচনা করবার মতো এদের মধ্যে একজনও কেউ আছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন নাই। হিসেব করে দেখলে সত্যই এ সত্যটা খুবই প্রকট হয়ে পড়ে। আর তা ছাড়া পুরুলিয়ার এম-এল-এদের কেউ কোন গুরুত্বও দেয়না কেউ পোঁছেওনা। এরা কেবল বোতাম টেপার জন্য আছেন। অবশ্যই বিনা পারিশ্রমিকে নয়।

——০——

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

নিম্নস্বাক্ষরকারী দাতারডি গ্রামবাসীগণ তথা চাঁদড়া পায়রাচালী অঞ্চলের পক্ষ ভদ্রানের বিনীত প্রার্থনা. বাংলা তাং ১১/২/১৩৮০ সাল বেলা চারটা ত্রিশ মিনিটের সময় ধাদিকা গ্রামবাসী শ্রীকালিপদ মাহাত ও শ্রীঅপিন্দ মাহাত এবং ৯ জন স্ত্রীলোক বাঁকুড়া জেলা হইতে বস্তায় করিয়া ১০/১৫ কে জি, করিয়া ধান্য লইয়া পুরুলিয়া জেলার দাতারডি বর্ডার দিয়া আসিতেছিল। সেই সময় দাতারডি হোম গার্ড কেম্পের হোম গার্ড ও এন, ভি, একগণ তাহাদিগকে বস্তাসমেত কেম্পে লইয়া আসে। গ্রামের মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সিং ও শ্রীঅধর সিং ও শ্রীজতি সিংকে সাক্ষী রাখিয়া বস্তাগুলি কেম্পে রাখিয়া ছাড়িয়া দেয়। পরদিন বেলা দশটার সময় তাহাদের বস্তাগুলি ছাড়িয়া দেয়। বিশেষ সূত্রে জানা গেল তাহাদের প্রত্যেকের নিকট ১০ টাকা করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়।

এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ পুঞ্চা থানার ও, সি মহাশয়কে জানাইবার জন্য জনগণ তরফ থেকে দাতার ডি গ্রামবাসী শ্রীভগবৎ সিংকে পাঠান হয়। ইহাতে ও, সি, তদন্ত না করিয়া শ্রীভগবৎ সিংকে দস্তুর মত মারধর করে এবং তাহাকে এই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া লেখাইয়া লয় এবং থানা হইতে বাহির করিয়া দেয়।

অতএব আমাদের প্রার্থনা যাহাতে উক্ত ঘটনা সরজমীন তদন্ত করিয়া ইহার সুবিচার করিতে মর্জ্জি হয়। ইতি

নিবেদক—

শ্রীহিকিম চন্দ্র সিং সাং - দাতারডি

সর্ব্বশ্রীসনাতন সিং, নারান সিং, প্রফুল্ল কুমার, দীনবন্ধু সিং, ফনিভূষণ সিং নিমডিহা বড় সাগেন, গোবিন্দ সিং সাং—বড় সাগেন, ভগবৎ সিং দাতার ডি, মতিলাল সিং দাতার ডি, বাদল সিং দাতার ডি, ফকির চন্দ্র সিং ছোট সাগেন, কালীপদ সিং ছোট সাগেন, নিরঞ্জন সিং নিমডিহা, বিপদতারণ পাল দাতার ডি, কালীপদ সিং দাতার ডি, দেবু সিং দাতার ডি, মহাবীর কুমার দাতার ডি, মুটুক কুমার দাতার ডি, হাড়িরাম পাল দাতার ডি, সতীশ কুমার দাতার ডি, তারাপদ পাল দাতার ডি ভবতারণ কুমার দাতার ডি, শ্যামাপদ পাল দাতার ডি, বিজয়লাল সিং, যুধিষ্ঠির সিং সাং—ছোট সগেন।

বিঃ দ্রঃ—১। এককপী পুরুলিয়া জেলার আরক্ষ্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছে। ২। এককপী পুরুলিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনার মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছে। ৩। এককপী বন বিভাগ ও পশুপালন মন্ত্রী মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছে।

WANTED

One trained Science Graduate (with Maths. Comb.) and a trained Arts Graduate are wanted for Jhapra High School in the Deputation vacancies. Applications accompanied by Mark-sheets (S. F./H. S. and B. A./B. Sc.) must reach the following address on or before 20/6/1973.

Secretary
Jhapra High School
P. O.—Jhapra, Dist.—Purulia.

WANTED

Wanted a Hindi knowing lady Assistant Teacher of Kasturba Hindi Balika Vidyalaya, Purulia on permanent chain The applicant should be a trained graduate with Hons. in English or equivalent from any recognised University. Preference will be given to Hindi Midium. Pay according to scale fixed by the West Bengal Board of Secondary education in aided schools. The applications should reach this office on or before 27/6/73.

Sd/-O. M. Khedia
Secretary
Kasturba Hindi Balika Vidyalaya, Purulia.

WANTED

Wanted a trained pure Science Graduate likely to be permanent, and two trained Graduates on deputation vacancy. Apply Secretary by 25-6-73. Applicants to appear interviwe on 1-7-73 at 10 A.M. in the School premises. No T. A. allowed.

Secretary,
Chittaranjan Girls' High School, Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা | সোমবার, ১৮ই জুন, ১৯৭৩, ৩রা আষাঢ়, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬, সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

"আমার কথা যদি চলে, তবে বলি আমাদের বড় লাট এবং প্রধান-মন্ত্রী আসিবেন কিষাণদের মধ্য হইতে। বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কিষাণরাই পৃথিবী রাজ্যের উত্তরাধীকারী। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে এবং নিজ হাতে উৎপন্ন ফসল হইতে অন্ন করিয়া লয়, এই কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। × × × ×

ধনের প্রকৃত উৎপাদক বলিয়া তাহারাই হইল আসল মালিক বা প্রভু, অথচ আমরা তাহাদের চাকর করিয়া রাখিয়াছি।"

- গান্ধীজী

—(০)—

বর্ত্তমান ভারতে

কংগ্রেসের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার দুটি জ্বলন্ত ছবি

উত্তর প্রদেশ ও বিহার

বাইরের বিরোধীতা নাই কিন্তু নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধ বাইরের বিরোধীতার চেয়েও বেশী সর্বনাশ করেছে

উত্তরপ্রদেশে সিপাহী বিদ্রোহের পরিণতি

ত্রিপাঠি মন্ত্রীসভার পদত্যাগ

উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন

ছাব্বিশ মাস ক্ষমতায় থাকার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি ১২ই জুন রাজ্যপাল শ্রীআকবর আলি খানের নিকট তাঁর পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। গত ১২ই জুন দুপুরে রাজ্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠক চলেছিল চার ঘণ্টারও বেশি।

পদত্যাগপত্র পেশ করার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীত্রিপাঠি অপেক্ষমাণ সাংবাদিক-দের বলেন, সম্প্রতি রাজ্যে সশস্ত্র কনসটেবলদের যে বিদ্রোহ হয়ে গেল মন্ত্রী-সভার পদত্যাগ তারই পরিণতি।

তিনি বলেন, কেবল বিদ্রোহের ঘটনাই নয়; রাজ্যে আরও যে সব ব্যাপার ঘটেছে সেগুলির নৈতিক দায়িত্বও তাঁরই। এই সব বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে তিনটি বৈঠকে আলোচনা করেছেন। পদত্যাগ করাই ঠিক হল।

শ্রীত্রিপাঠি বলেন, এ ব্যাপারে কংগ্রেস হাই কমানড কিংবা প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কোনরকম নির্দ্দেশ দেননি।

শ্রীত্রিপাঠি বলেন' কংগ্রেস এবং প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও কর্ম্মসূচী রূপায়ণে তাঁর সরকারের বাইরে বা ভিতরে কেউ তাঁর বিরোধিতা করেননি। তিনি তাঁর সাধ্যমত দলের সেবা করে যাবেন। তবে, মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে নন; একজন সামান্য কর্মী হিসাবে।

উত্তরপ্রদেশে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্ব্বাচনের পর এই নিয়ে চারটি মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করল। ত্রিপাঠি মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসেন ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল। তবে বিধানসভায় গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও কোন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ এ রাজ্যে এই প্রথম। রাজ্যপালকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন বিধানসভায় গরিষ্ঠের সমর্থন রয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রীর পিছনে তাঁর পদত্যাগপত্র তিনি গ্রহণ করতে পারেন কিনা। রাজ্যপাল উত্তর দেন, 'সেটাই তো আমার সমস্যা।'

প্রাদেশিক সশস্ত্র কনস্টবলদের বিদ্রোহ এবং তারপর এক শ্রেণীর কংগ্রেস এম-এল-এ দের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীত্রিপাঠির পদত্যাগ দাবির ফলে রাজ্যে যে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, এই পদত্যাগের ফলে তার অবসান ঘটল।

রাষ্ট্রপতির শাসন

অবশেষে উত্তর প্রদেশ রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন হল। ১৩ই জুন দুপুর নাগাদ রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্রে সই দিয়েছেন। বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি, স্থগিত রাখা হয়েছে মাত্র।

রাজ্যপাল শ্রীআকবর আলি খান তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সহ শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠির পদত্যাগের পর তিনি দেখেছেন বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্রীত্রিপাঠি ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তাঁর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে-ছিলেন। মন্ত্রীসভার পদত্যাগের সময় পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তিনি পদত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে।

কেন্দ্র প্রশাসনের ভার নিচ্ছেন এই জন্যই যে, প্রশাসনকে তাঁরা ঢেলে সাজাতে চান, উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে চান, পুলিশ এবং সমগ্র কনেস্টবল বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে চান।

উত্তর প্রদেশে চতুর্থ রাজ্য হিসাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হল এর আগে উত্তর প্রদেশ, ওড়িয়া ও মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয়েছে।

বিধানসভার কাজকর্ম কতদিন স্থগিত থাকবে রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় তার কোন উল্লেখ নেই। তবে প্রথম দফায় এটি ছ মাসের জন্য বলবৎ থাকবে।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি তাঁর পদত্যাগপত্রে জানান, প্রশাসনের ব্যাপারে কিছুকালের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ এই রাজ্যের নিরাপত্তা ও জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন ছিল।

এবার ব্যাপারটা অনুধাবন যোগ্য। উত্তর প্রদেশ শ্রীমতী গান্ধীর নিজের প্রদেশ। কেন্দ্রে তার অধীনে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। উঃ প্রঃ রাজ্য বিধান সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। তা সত্বেও মন্ত্রী সভাকে পদত্যাগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্ত্তন করতে হল। অযোগ্যতা ও অক্ষমতার এ এক ঐতিহাসিক নজীর যার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নেই। তবুও এরাই শাসন চালাবে এবং সেই শাসন যে কেমন চলছে—তা লোকে হাড়ে হাড়ে প্রতিদিন বুঝছে।

——০——

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডে কিছুতেই গদী ছাড়বেন না

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডেকে অপসারণ করার জন্য বিহার বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে কেদার পাণ্ডের বিরোধী দল উঠে পড়ে লেগেছে। তারা দাবী করছেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কেদার পাণ্ডেকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে তার পরিবর্তে অন্য মুখ্যমন্ত্রী করতেই হবে।

ঘোরাল পরিস্থিতি। কেন্দ্র থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর যাদব পাটনায় বিহারে এসে নিজে সমস্ত সমীক্ষা করলেন। অবস্থা ও পরিস্থিতি মোটেই সুবিধার নয়। কেন্দ্র থেকে শ্রীকেদার পাণ্ডেকে বলা হল তার পদত্যাগ করাই ভাল—এবং ১৪ই জুন রাত্রে প্রধান মন্ত্রী যে বারদিনের জন্য বিদেশ সফরে যাচ্ছেন তার পূর্বেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ শ্রীচন্দ্রশেখর বিহার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড মনে করেন যে কংগ্রেস আইন সভা দলে শ্রীপাণ্ডের পক্ষে গরিষ্ঠের সমর্থন নেই।

কিন্তু শ্রীকেদার পাণ্ডে নাছোড়বান্দা। দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি, চন্দ্রশেখর যাদব ও আরও আরও সব কর্তৃপক্ষ যারা গদিতে ওঠায় ও গদী থেকে নামায় তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ, অনুরোধ ও নানা ফন্দী ফিকির করে তিনি তাদের সম্মতি আদায় করেছেন যে—কংগ্রেস দলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে কিনা—তিনি দেখাতে চান। তিনি একেবারে তাল ঠুঁকে বলছেন—তার পুরো গরিষ্ঠতা আছে।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অগত্যা রাজী হয়েছেন যে—বেশ তাই হোক। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশর্মার সঙ্গে ১৪ই জুন বৈঠকের পরে শ্রীশর্মা রাজী হয়েছেন যে—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডে আগামী ২৪শে জুন পাটনায় দলের এক বিশেষ বৈঠকে রাজ্য কংগ্রেস আইনসভা দলের আস্থা-সূচক ভোট চাইবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় হাই কমাণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা অনাস্থা জ্ঞাপনের লড়াই কিন্তু কংগ্রেস ও বিরোধী দলের মধ্যে নয়। কংগ্রেসের নিজেদের দলের মধ্যেই। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডে আর এক দিকে বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনীতিশ্বর প্রসাদ সিং। প্রদেশ কংগ্রেসের সেক্রেটারী রাজ্য কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন যে তার লঘিষ্ঠতা এমন যে আর কোন আশা নাই। তারপক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পথ হচ্ছে পদত্যাগ করা।

২৪শে জুন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস দলের মধ্যেই নিজের শক্তি পরীক্ষা করবেন এবং তার জন্য যে নোংরামী চলেছে সেটা সমস্ত শাসন-যন্ত্রকে পূতিগন্ধময় করে তুলেছে।

—–·—–

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সনের টাকা নিতে হয়রাণী কেন হবে ?

(বিভূতি দাসগুপ্ত)

স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদের পেন্সন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে তাদের প্রথম টাকা নেবার সময় সরকারী অফিসার কর্তৃক কতকগুলি বিষয়ে এটেষ্টেশন করাতে হবে। এটেষ্টেশনের দফা হচ্ছে পাঁচটি। (১) ফটো (২) স্বাক্ষর বা টিপসহি (৩) বাঁ হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ (৪) সনাক্তকরণের জন্য শরীরের ২টি বিশেষ চিহ্ন (৫) জন্মতারিখ।

আমি ও অশোক চৌধুরী যখন ডেপুটি কমিশনার, ট্রেজারী অফিসার মহাশয়গণের সঙ্গে দেখা করে সংগ্রামীদের টাকা পাওয়ার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন তারা এবিষয়ে খুবই সহযোগীতার এবং দরদী মনোভাবের সঙ্গে সম্ভাব্য কি কি অসুবিধা হতে পারে তার আলোচনা করে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বি-ডি-ওদের নির্দ্দেশ দেবার ব্যবস্থা করলেন যাতে এটেষ্টেশনের ব্যাপারে তারা তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করেন—এবং সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। আমরা নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে এসে কর্মীদের সেইভাবে নির্দ্দেশ দিলাম।

পুরুলিয়ার "স্বাধীনতা সংগ্রামী" অফিস থেকে একটা ফরম ছাপিয়ে দেওয়া হল- এখানে ফটোর ব্যবস্থা করা হল। গ্রামের পেন্সন প্রাপকদের সমস্ত বুঝিয়ে কি করতে হবে সেটা তাদের বুঝিয়ে বলার ব্যবস্থা হল। কিন্তু একটা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বা ডিঃ কমিশনার প্রভৃতির কারোই ধারণায় আসে নাই যে—কোন বিষয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

একজন মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্ত্রী যার পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে—সে এটেষ্টেশনের জন্য বি-ডি-ওর অফিসে গেলে বি-ডি ওর অফিস তাকে ফিরিয়ে দেন এই বলে যে--জন্ম তারিখের জন্য কুষ্ঠি চাই। মেয়েটি অত্যন্ত কাতর হয়ে আমাদের কাছে এল যে - তবেত হবেনা – আমি এখন কুষ্ঠি কোথায় পাই ?

ব্যাপারটাতে আমরা একটু বিস্মিত হলাম যে—কোথায় এরা সব এদের যাতে হয়রানী না হয় তার ব্যবস্থা করবেন না তার বদলে অর্থহীন প্রশ্ন তুলে অসুবিধার সৃষ্টি করার কি অর্থ আছে ?

প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা তার স্ত্রী বা মেয়েকে আবেদন করবার সময় এফিডেবিট করতে হয়েছে। সেই এফিডেবিট সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত হয়েছে এবং সেই এফিডেবিট মান্য করেই কেন্দ্রীয় সরকার পেন্সন মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং সেই এফিডেবিট অনুযায়ীই বয়সের উল্লেখ থাকলেই যথেষ্ট। এজন্য যদি, কুষ্ঠি, সারাভিস বুক বা স্কুল ফাইনেলের বা ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট দাবী করা হয় তবে তাতে সংগ্রামীকে হয়রাণী করা হয় মাত্র। যে এফিডেবিটের মূলে কেন্দ্রীয় সরকার পেন্সন মঞ্জুর করতে পারেন – বয়সের সম্বন্ধে সেই এফিডেবিটকে কি যথেষ্ট মনে না করার কোন কারণ থাকতে পারে ?

তারপরে খবর আসছে যে পেনসনী বি-ডি-ওর কাছে যেয়ে তার দেখা পাচ্ছেনা —বারবার ঘুরতে হচ্ছে। হয়রান হতে হচ্ছে।

আমাদের জেলায় বেশীর ভাগ সংগ্রামীই একেবারে জনসাধারণের স্তর থেকে এসেছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মানভূম জেলাতেই এই বৈশিষ্টই বরাবর এই জিলাকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়ে এসেছে। এই জেলার মাঝি, মাহাত, সবর, ভূমিজ, এরাই দলে দলে জেলে গেছে, গুলীতে প্রাণ দিয়েছে, সর্ব্বস্ব হাসিমুখে ত্যাগ করেছে। এরা জন্মাবার পরে কুষ্ঠি তৈরী করেনা— এদের রাজনৈতিক জীবন ও বয়সের কুষ্ঠি এই জেলার মাটিতে ও জেলখানায় রয়েছে। আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট কেহই এ বিষয়ে অনর্থক অসুবিধার সৃষ্টি করে হয়রাণী না করে আনন্দের সঙ্গে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করবেন। সকলের কাছে এইটাই আশা করা স্বাভাবিক। এবিষয়ে ডেপুটি কমিশনার মহাশয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টও আমরা বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করছি। এই ব্যাপারে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিন্দুমাত্র হয়রাণ কোন দিক দিয়ে না হয়। এ বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিতে পারেন।

থানার বিশিষ্ট কর্মিদের কাছে অনুরোধ যে তারা যেন বি-ডি-ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই এটেষ্টেশনের সম্বন্ধে সময় ইত্যাদি ঠিক করে একটা ব্যবস্থা করে রাখেন। তা হলে সমস্ত দিক দিয়েই সুবিধা হবে।

আমরা আশা করব যে এ বিষয়ে আর কোন অভিযোগের কোন অবকাশ থাকবেনা।

—·—

আন্ত-রাজ্য 'সাট্টা' জুয়াড়ী গ্রেপ্তার

গত ৮ই জুন রাত্রে স্থানীয় পুলিশ সহরের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে তিনজন "সাট্টা" জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, যে সহরের মুন্সেফডাঙ্গা মহল্লায় তারা একটি অফিস করে কিছুদিন যাবৎ নানা প্রকার জাল টিকিট, রসীদ বহি প্রভৃতির সাহায্যে "অর্থ প্রাপ্তি"র প্রলোভন দেখিয়ে নানা ব্যক্তিকে প্রতারিত করতে থাকে। এইরূপ অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত সুরু করে এবং শ্রীরামদেও মোহতা (পুরুলিয়া), শ্রীহীরালাল আগরওয়ালা (কলিকাতা) এবং শ্রীরমেশ কুমার গুপ্তা (মহারাষ্ট্র) এই তিনজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৮ এবং ১২০ ধারা অনুসারে প্রতারণা, প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতী ও অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এই সূত্রে বহু জাল টিকেট, রসীদ বহি, সামান্য অর্থ সহ ক্যাশবাক্স প্রভৃতিও পুলিশ আটক করে।

—–·—–

মুক্তি

৩রা আষাঢ়, ১৩৮০, সোমবার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

গত ১৬ই জুন শনিবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুস্মৃতি বার্ষিকী ছিল। কলিকাতা ও শহরতলিতে এবং হয়তো আরও দু একটি জায়গায় নেহাত দু চারটি লোক জুটে দেশবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকীতে কিছু বলা কওয়া করে তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছিলেন। কেওড়াতলাতে অবশ্যই একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল।

পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীরা কি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে ভুলে গেছে ? একটা জাতি যখন চরম অধোগতির দিকে চলে তখন তারা দেশবন্ধু দাসের মতো—যে একটা জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সে জাতিকে ধন্য করে—একটি যুগপুরুষকে ভুলে যায়। দুর্ভাগ্য দেশবন্ধুর নয় দুর্ভাগ্য এই হতভাগা বাঙ্গালী জাতির।

হিমালয়ের বিরাটত্বের মতোই দেশবন্ধুর বিরাটত্ব মহিমামণ্ডিত হয়ে আছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি আজ ডোবার ভেকে পরিণত হয়েছে। ব্যাং-এর আধুলি নিয়ে তারা লাফাচ্ছে। যদি তাকে দুনিয়ার পয়জার খেয়েই দিন কাটাতে না হয় তবে তাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অলৌকিক ত্যাগ, দেশপ্রেম, জ্ঞান ও শক্তিকে তার জীবনে রূপায়িত করতেই হবে। যে জীবন থেকে সুভাষ চন্দ্র তার সমস্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন সে জীবন থেকে গোটা বাঙ্গালী জাতটাকেই আজ তার চলার ও বাঁচার পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

হে বাঙ্গালী তা যদি না কর তবে তোমার জন্য রসাতল ছাড়া আর কিছু নাই।

বি, দাসগুপ্ত

——)·(——

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !! রাজা রামমোহনের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জীবনে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিভার যে বিরামবিহীন প্লাবন বয়ে গেছে তার কোন তুলনাই পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। একটা পরাধীন জাতি—কিন্তু তার যেদিকে তাকাও বিরাট বিরাট মহীরুহ সকলকে অতিক্রম করে আকাশচুম্বী হয়ে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, দেশপ্রেম,—বুদ্ধি, শক্তি, শিল্প.. জ্ঞান—কোন দিকে নয় ? বাঙ্গালী ছিল ভারতের বিস্ময়—বিশ্বের অগ্রণী। এই বাঙ্গালীর মধ্যে জন্মেছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জ্ঞানতপস্বী সর্বত্যাগী আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তার মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকী ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে একই দিনে - ১৬ই জুন শনিবার।

আচার্য্য রায়ই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীকে তার মস্তিস্কের অপব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—আজ ষাট বছর পূর্ব্বে। এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন আজ গোটা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সেটা তার জীবনে একমাত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, সেই পথে চলতে হচ্ছে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে—তার বাঁচবার প্রয়োজনে। বাঙ্গালীকে আত্মসম্বিৎ করার জন্য তার অধ্যবসায় তার সাধনার কথা বাঙ্গালী আজ জানেনা। আজ তারই বিস্মৃত বাণী ও কর্ম্মসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালী জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে হবে—না হলে তার নিস্তার নেই।

বি, দাসগুপ্ত

——·——

বাঙ্গালী হারিয়েছে অনেক

গত ১৬ই জুন কলিকাতার রবীন্দ্রসদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অশীতিপর জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গলায় যে ভাষণ দেন তা সমস্ত দিক দিয়েই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শতাব্দীর ইতিহাসে—সমাবর্ত্তন উৎসবে বাঙ্গলা ভাষায় ভাষণ এবার নিয়ে মাত্র দুবার হল। গত ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন আর এই ১৯৭৩ সালে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু তার দীক্ষান্ত ভাষণ বাঙ্গলাভাষায় দেন।

তিনি বললেন—"স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালী অনেক কিছু বিসর্জ্জন দিতে পশ্চাৎপদ হয়নি। এমন অনেকে আছেন আমার শ্রোতাদের মধ্যে লোকসানের কথায় পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেবেলাকার পরিবেশ ও ঘর দুয়ারের কথা মনে পড়বে ও ঠেলে উঠবে একটা নির্বাক ক্রন্দন। তবু আমার মনে হয় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে একবার হিসাব নিকাশের কথা ভাবলে মন্দ হয়না।"

তারপরে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন -"স্বাধীনতার এই পঁচিশ বৎসরে বাঙ্গালী হারিয়েছে অনেক। দেশ বিদেশে তার প্রতিষ্ঠা ছিল, লোকে তার বিদ্যার জ্ঞানের কদর করত। আজকাল নানা প্রদেশে যে বিরোধী মনোভাব জেগে উঠেছে তা নিয়ে আমরা কি করব। ভাবতে হবে আবার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক হারিয়েছি।" তিনি বলে চললেন যে—"স্বদেশী যুগের প্রথমে যে সব কারখানা খোলা হয়েছিল তার প্রায় সবই একে একে বন্ধ হতে বসেছে, নয় অন্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর গর্ব করার মতো বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বলে যা বলা যায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।"

"নিরক্ষরতা দূরের কাজ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারে আমরা অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছি।"

সমাপ্তির পূর্ব্বে তিনি বললেন -"দেশের সব যুবকদের উপর এক মস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেটা ভেবে দেখতে হবে। কিভাবে আবার বাঙ্গালীকে তার পুরানো আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেইজন্য সচেষ্ট হতে দেশের যুবকদের অনুরোধ করে এই বক্তৃতার উপসংহার করলাম।"

বাঙ্গলার যুবকদের কাছে কি এই আহ্বান এই অনুরোধ পৌঁছবে ? ভাষণ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক এক জায়গায় বললেন- "আশী বৎসরে এসে আমি স্বীকার করছি যে এখনো সেকেলে রয়ে গেছি বলেই বাঙ্গালীকে মনে হয় আপনার জন—তার সুখ দুঃখের কথা মনের অনেকটা ভরে থাকে।"

আজ আরম্ভতো এখান থেকেই করতে হবে। জানি আমাদের অনেক অভাব, অনেক বাধা অনেক সমস্যা আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে কিন্তু অনেক কিছু হারানোর মধ্যে স্বাধীনোত্তর বাঙ্গলাতে বাঙ্গালী যা হারিয়েছে তা হচ্ছে তার জাতির প্রতি মমত্ব বোধ এবং অদম্য আত্মবিশ্বাস। যুবকেরা কি নিজেদের মধ্যে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার জন্য সচেষ্ট হবেন ? ভেড়ার পাল কোন দেশে ইতিহাস সৃষ্টি করেনা ইতিহাস সৃষ্টি করে কঠোর সঙ্কল্পের সুদৃঢ় চরিত্রবান মুষ্টিমেয় লোক। বাঙ্গলার যুবশক্তি আত্মসম্বিৎ হারিয়েছে বলেই তারা জানেনা যে এই বাঙ্গলারাই "কঠোর সঙ্কল্পের সুদৃঢ় চরিত্রবান মুষ্টিমেয় যুবশক্তিই" দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এরাই নীরব উদ্গাতা। কিছু মুষ্টিমেয় যুবকের শুভ্র চরিত্র, সুকঠিন আত্মপ্রত্যয় ও অতলস্পর্শী দেশপ্রেম বিশ্বের স্বাধীনতার ইতিহাসে বাঙ্গলার ইতিহাসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গত পঁচিশ বছরে বাংলার যুবশক্তি অনেক কিছু হারানোর মধ্যে এরই ঐতিহ্য এরই ফলশ্রুতিকে হারিয়েছে। তার সৃজন শক্তি, তার সৃজন প্রতিভা বিভ্রান্ত বিপথগামী হয়ে বাঙ্গলাকে আজ নতমস্তক করেছে। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আজ তাই বাঙ্গলার যুবকদের ডেকেছেন, আহ্বান করেছেন তাদের অনুরোধ করেছেন, আবেদন করেছেন তোমাদেরই আজ বাঙ্গলার নতমস্তককে উন্নত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

হে বাংলার যুবক—এ শক্তি তোমাদেরই ছিল আজও তোমাদেরই আছে। "ইতিহাস সৃষ্টি করে কঠোর সঙ্কল্পে সুদৃঢ় চরিত্রবান মুষ্টিমেয় লোক"—আজ বাংলার যুবকদের মধ্য থেকে এরা বেরিয়ে এস বাঙ্গলার নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করার কাজ আরম্ভ হোক।

বি, দাসগুপ্ত

——·——

পৌর প্রসঙ্গ

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়)

(৩)

[ভ্রম সংশোধন :—গতবারের লেখায় প্রকল্পের রূপরেখায় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদে (ক) অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাটিতে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে। সংখ্যাটি আছে ২৩৪৬, হবে ২৩৪২৮।]

সাহেব বাঁধ-প্রসঙ্গে আলোচনার কারণ :

গতবারের লেখার পর দলমত নির্বিশেষে অনেকেই বলেছেন অভিযোগগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং ভেতরের ব্যাপার সকলেই বুঝেছেন। কিন্তু আলোচনা করেও কোন প্রতিকার হবে না।

প্রতিকার হবে না আমরাও জানি। কিন্তু সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব হচ্ছে জনসাধারণ ও প্রশাসনের জ্ঞাতার্থে তথ্য প্রকাশ করা। সেই দায়িত্বই আমরা পালন করছি। প্রতিকারের দায়িত্ব সরকারী প্রশাসনের, জনপ্রতিনিধিদের এবং জনসাধারণের। প্রশাসনিক শৈথিল্য যেখানে দায়ী সেখানে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব আছে এগিয়ে আসার। আত্মীয়স্বজন যেখানে জড়িত, সেখানে জনপ্রতিনিধি চুপ করে থাকলে, জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনও এগিয়ে আসতে জানেন না।

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক :

গতবারের লেখায় প্রকল্পের রূপরেখা দেবার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১,১১,৫০০ টাকার এই প্রকল্পে ৭৭,৮১৯ টাকা ধার্য্য হয়েছে কেবলমাত্র শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদে এবং বিশেষ কর্মসংস্থান হচ্ছে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য! প্রকল্পের রূপরেখায় শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ধার্য্য হয়েছে ৩/ টাকা ও ৪/- টাকা।

সম্প্রতি সাহেব বাঁধে কর্মরত কয়েকজন শ্রমিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে অভিযোগ করেছেন যে পুরুষ শ্রমিকদের মাত্র ২-৫০ টাকা করে এবং মহিলা শ্রমিকদের মাত্র ২-০০ টাকা করে মজুরী দিয়েছেন পূর্বতন কর্মকর্তারা; অথচ আমরা জানি যে ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীসত্যনারায়ণ দাস এবং শ্রীনাগরী গাঙ্গুলী জেলাশাসকের কাছে সাহেব বাঁধের কাজের যে পাক্ষিক হিসাব দিয়েছেন, তাতে কিন্তু উঁরা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেখিয়েছেন দৈনিক ৩/- টাকা ও ৪/- টাকা হারে।

আমরা মনে করি শ্রমিকদের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। কিন্তু তদন্ত কি হবে? অভিযোগ যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা তো এখনও অফিস আলো করে থাকেন।

পাথর :

পাথরের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বারবার রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্পটির কথা মনে পড়ছে। সাহেব বাঁধে ব্যবহৃত পাথরগুলির যদি ভাষা থাকত এবং শোনার মতো শ্রোতা যদি থাকত তবে অনেক মজার কাহিনী পাওয়া যেত। তা, যখন সম্ভব নয়, তখন নীরস তথ্যই আমাদের অবলম্বন। প্রকল্পের এষ্টিমেটে বলা হয়েছে—

Item No 3 (a) Collection of hard stone boulders or broken stone materials above 8" size."

সাহেব বাঁধে যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে তা আর যাই হোক hard stone নয় একথা আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি। পাথর সংগ্রহের ব্যাপারেও গোলমাল আছে। যথাসময়ে তা আমরা প্রকাশ করব।

(ক্রমশঃ)

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিটোনেটার উদ্ধার

গত ৫ই জুন মধ্য রাত্রিতে পুলিস শ্রীওঙ্কারমল কেডিয়ার পরিত্যক্ত গুদামে হানা দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিটেনেটর-এর ৪৮টি বাণ্ডিল উদ্ধার করে। ঐ বাণ্ডিলগুলিতে ১৮৬২টি ইলেকট্রিক ফিউজযুক্ত তাজা ডিটোনেটর ছিল। এই বিস্ফোরক পদার্থগুলির দ্বারা সহরের একটি মহল্লার সমস্ত ঘরবাড়ী উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। পুলিশের অনুমান এই বিস্ফোরক পদার্থগুলি ঝরিয়া-ধানবাদএর কয়লাখনি থেকে পাচার করে ঐ স্থানে রাখা হয়েছিল। পুলিশী তদন্ত চলছে তবে এখনও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

পুরুলিয়াতে কি সত্যিই সিমেন্ট কারখানা হবে?

পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে সরকারী ও যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য এক শতাধিক কোটি টাকার প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছেন। এগুলি সম্পর্কে "লেটার অব ইনটেনট"ও দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম যোজনাকালেই এ-সব শিল্প স্থাপন করা যাবে বলে রাজ্য সরকার আশা করেন।"

বৃহস্পতিবার কলকাতায় রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সাংবাদিকদের একথা জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রায় ও তিনি রাজধানীতে এসব শিল্প স্থাপন সম্পর্কে পাঁচ-ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। কেন্দ্রের মনোভাব সহানুভূতিশীল।

অবশ্য শ্রী ঘোষ স্বীকার করেন যে, ১৯৬৭—৭২ সালের মধ্যে এ রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমোদনপত্র পাওয়া সত্বেও ৪৭৮টি ক্ষেত্রে এখনও লাইসেন্স মেলেনি।

যে সব শিল্প প্রকল্প কেন্দ্র অনুমোদন করেছেন তার মধ্যে আছে—৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়ায় মিশ্রইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রকল্প। এ বিষয়ে একটি প্রাইভেট কোম্পানীকে সম্ভাবনা সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সুতরাং এটি এখন স্থগিতের পর্য্যায়েই রাখা যেতে পারে। ১২ কোটি টাকার নাইলন উৎপাদন কারখানা—সম্ভবত বাঁকুড়ায়। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে দুটি সিমেন্ট কারখানা। ফরাক্কায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে টায়ার-টিউব কারখানা। কোচবিহারে সিগারেট কারখানা। এ ছাড়া যৌথ উদ্যোগে বছরে ৩৫ হাজার "লাইট কমারসিয়াল ভেহিকলস" (লরি জাতীয় গাড়ি) এবং বছরে ৩০ হাজার স্কুটার উৎপাদনক্ষম দুটি কারখানা স্থাপন নিয়ে কথা হয়েছে। এ ছাড়া হাতঘড়ি, লাইনোটাইপ মেশিন, টি ভি সেট উৎপাদনের কারখানা স্থাপন নিয়েও কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

এই সব শিল্প পঞ্চম যোজনাকালে আশার পর্য্যায়ে আছে। এবং আগামী নির্বাচন পর্য্যন্ত আশার পর্য্যায়েই থাকবে। তারপরে অবশ্যই ভোটের পরে আবার নতুন করে পরিকল্পনা ও আশা দেওয়া হবে।

রামানন্দ সেণ্টিনারি কলেজ লৌলাড়া
(মানভূম আনন্দাশ্রম নিত্যানন্দ ট্রাষ্ট)

লৌলাড়া রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজের জাতীয় সমাজ সেবা সংস্থার "দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে যুবশক্তি" অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় তরুণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহকুমা শাসক পুরুলিয়া—এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে গত ২রা জুন ১৯৭৩ সাল ৮টার সময়। অনুষ্ঠানটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন, উক্ত কলেজের জাতীয় সঃ সেঃ সংস্থার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়। ঐ সভায় স্থানীয় বহু লোকেওতথ্য ও জন-সংযোগ আধিকারিক পুরুলিয়া জেলা মহাশয় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজ সেবক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কলেজের এবং স্থানীয় যুবশক্তি এক শপথ পাঠ করেন। শপথ পাঠ করান জাতীয় সমাজ সেবক শিক্ষক শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়। যুবশক্তি প্রতিনিধি অর্জ্জুনধবল বাবু সকলের পক্ষে শপথ গ্রহণ করেন। কলেজের স্থাপয়িতা ও অবৈতনিক অধ্যক্ষ শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায় শুভ কাজের উদ্বোধন করেন, নিজে মাটি কেটে। পরে অনেকে ঐ মাটি-কাটায় যোগদান করেন।

সভাপতি শ্রীভট্টাচার্য্যের উদ্দীপনাময় ভাষণ এই অঞ্চলের যুবশক্তির চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে অনেকদিন। অতঃপর যুবকেরা "কলেজ ট্রাষ্টীর পুণরুদ্ধারের কাজে রত থাকেন।

—(০)—

বেপরোয়া ডাকাতি
পুলিশ নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার

গত ১লা জুন শুক্রবার রাত্রিতে মানবাজার থানার নিকট চল্লা পাথরকাটা গ্রামে ডাকাতি হয়, রাত্রি ১১৷৷টার সময় চল্লা গ্রামের শ্রীকালিপদ সংপতির বাড়ীতে ডাকাত আক্রমণ করে। ডাকাতদের সংখ্যা প্রায় ২০০/৩০০ জন। ডাকাতদল প্রথমে কালিপদ বাবুর ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেয়। কালিপদবাবু ঘরের বারান্দায় ছিলেন। তিনি প্রথমেই একটি লোহার রডে ডাকাতদের আক্রমণ করেন। তিন, চার জনকে মার দিতেই ডাকাতদল শ্রীকালিপদবাবুর বুকের পাশে কাঁড় মারে। তাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যান। এরপর ডাকাতদল তাঁর বাড়ীর ৩৷৪ মন বাসন, ৩০ মন চাউল, অনেক ধান অলঙ্কার পত্র একটি রেডিও একটি সাইকেল একটি হাত ঘড়ি ইত্যাদি অনেক টাকার জিনিষ পত্র নিয়ে যায়। ডাকাতদল তাঁর বাড়ী আক্রমণ করতেই তাঁর ভাই শ্রীঅম্বুজাক্ষ সংপতি নিকটেই মানবাজার থানায় গিয়ে পুলিশকে ডাকাতির সংবাদ দেন। কিন্তু পুলিশ দেরী করে ঘটনাস্থলে আসায় ঘটনাস্থল হতে ডাকাত তখন চলে যায়। পুলিশ ইচ্ছা করলে সেদিন অনেক ডাকাতকে ধরতে পারত। শ্রীকালিপদ বাবু এখন ভাল আছেন। বাঁকুড়া হাসপাতালে তাঁর অপারেশন হয়েছে। কাঁড়টি ১ ইঞ্চি প্রবেশ করেছিল।

কলিপদবাবুরা অনেক ডাকাতকে চিনেন। কিন্তু পুলিশ ডাকাতদের কিছু করবে না জেনে বলতে সাহস পাচ্ছে না। কেননা মেটালার ডাকাতিতে পুলিশের কাজ সকলেই জেনেছে। এবারের শুক্রবার গোপালনগর হাটে ও ভাটিতে মদ খেয়ে ডাকাতি হয়। গিরিশ চন্দ্র মাহাত

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(১)

এই সরকারের আমলে চোরাই গম ধরা কি অপরাধ?

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক, সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রিতে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারি যে, আমাদের গ্রামের রেশন দোকানের মাল বিহারে পাচার হইবে সেইজন্য আমরা পাশেই বিহার সীমানায় পাহারা থাকি। রাত্রি প্রায় ১১-৩০ টার সময় একগাড়ী (৫ বস্তা) গম কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি, চান্দড়া গ্রাম-সভার অধ্যক্ষ শ্রীপবনচন্দ্র মাহাতর পুত্র শ্রীরঞ্জিত মাহাত, ধবনী রেশন দোকানের ডিলার শ্রীভবতারন মাহাত এর ভাই শ্রীলেলু মাহাত ও শ্রীকালিপদ মুদি সর্ব্বসাং ধবনী থানা বান্দোয়ান, জেলা পুরুলিয়া, শ্রীপবনচন্দ্র মাহাতর কাড়াগাড়িতে করিয়া গম বিহারে পাচারকালিন অবস্থায় বাংলা বিহার বর্ডারে আমাদের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকজন কম থাকায় তাহারা বর্ডারে গমের বস্তা ফেলিয়া দিয়া জোর করিয়া—কাড়াগাড়ি লইয়া যায় তারপর আমরা ধবনী Check post এর বড় বাবুকে জানাইবার জন্য আসি। তিনি বলেন যে তোমরাই আমার কাছে মাল লইয়া এস। তখন আমরা কাড়াগাড়ী লইয়া যাই ও মাল ছিনিয়া নেওয়ার ভয় পাইয়া উক্ত গাড়ীতে করিয়া নিকটস্থ মেজুর নাচা গ্রামে লইয়া গিয়া সারারাত্রি রাখা করিয়া থাকি। সকালে উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুগল মাহাতর পুত্র শ্রীমড়িরাম মাহাত খবর দেয় যে, ঐ রাত্রিতেই আমাদের বাড়ীতে উক্ত ব্যক্তিগণ রাত্রি আন্দাজ ৯-৩০ টার সময় আরো ৫ বস্তা গম রাখিয়া গিয়াছে। তখন আমরা তাহাদের বাড়ীতে যাই। সে সত্যতা স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছায় ৫ বস্তা গম তাহার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয় তারপর ঐ সর্ব্ব মোট ১০ বস্তা গম ধবনী গ্রামের হরিমন্দিরের কাছে জমা করিয়া এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের দেখাইয়া পুলিসের হাতে জমা দি। মোট গম ছিল ৮ কুঃ ২৫ কেঃ জিঃ।

গ্রামে ভীষণ খাদ্যাভাব তদুপরি রেশনের গমও আমরা নিয়মিত পাই না। রেশন কার্ড বেশীর ভাগই ডিলারের কাছে ডিলার জমা রাখিয়া লয়। থানা কংগ্রেস কমিটীর সহ সভাপতি শ্রীপবনচন্দ্র মাহাত গ্রামেরই বাসিন্দা এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোক। গ্রামের দুর্ভিক্ষের ও দারিদ্র্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের সামান্য প্রাপ্য খাদ্য এইভাবে পাচার করিতেছেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং এই ব্যাপারে চেক পোষ্ট পুলিশের সমর্থনও আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ আমরা যখন সংবাদ দিই তখন পুলিশ সাহায্য না করিয়া আমাদেরই মাল লইয়া আসিতে বলেন এবং পরদিন চেক পোস্টের বড়বাবু হরিমেলার কাছে আসিয়া প্রায় ৫০/৬০ জন অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে আমাদের এই বলিয়া শাসান যে তোমাদের সাতজনকে আমি দেখিয়া লইব। তোমরা ভারি চোরাই গম ধরিয়াছ। এইবার দেখাইব। আমার জামায় দুইটি স্টার আছে। আমি যে সে নই। উনি আরও যে সব কথা বলেন সে সমস্ত কথা প্রকাশ করা যায় না। তাহা হইলে আমরা কি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সব চোরাই কাজ ধরিয়া আইনতঃ খুবই অন্যায় করিয়াছি? এই বিষয়ে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ কি বলেন তাহা জানাইলে বাধিত হইব। বলা বাহুল্য বিষয়টি আমরা যথাসময়ে থানা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছি।

তাং ৬-৬-৭৩ ইতি—

সর্ব্বশ্রী পেলারাম দাস, ললিত কিশোর মাহাত, রঙ্গলাল মাহাত, ফুলচাঁদ মাহাত, রসরাজ সিং সর্দ্দার, সুফল চন্দ্র মাহাত। সর্ব্বসাং—ধবনী।

(২)

শ্রীআহু আনসারীর ভুল প্রচার

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহোদয়, মুক্তি সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

মুক্তির ৩৪ বর্ষ ১৯শ সংখ্যায় সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে শ্রীআহু আনসারী একটি পত্র প্রকাশ করেছেন। ঘটনাটি ২৫-৫-৭৩ তারিখের। ঐ পত্রে কর্ম্মচারীদের দুর্ব্যবহার ও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে, বলা হয়েছে যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার চলেছে তাই সিরিয়াল নম্বর পার ক'রে কাজ হচ্ছে। এই অভিযোগ প্রকাশিত হবার পর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের কর্ম্মচারীরা একদিন আমাকে ধরলেন। বললেন যে, আজকাল লোকব্রতী সোসাইটির কর্ম্মতালিকা অনুসারে দলে দলে চাষীরা ব্যাঙ্ক ঋণ পাবার জন্য জমি বন্ধক রাখতে অবিরত আপনাদের সঙ্গে এই অফিসে আসছেন। আপনারাও বিশিষ্ট কর্ম্মীরা অনবরত এই অফিসে আসছেন। আপনারা কি কখনো দেখেছেন—এই অফিসের কর্ম্মচারীরা আপনাদের কাছ থেকে বা আপনাদের আনা চাষীদের কাছ থেকে অথবা কারো কাছ থেকে কোনো ঘুষ নিয়েছে? তাতে আমি বলি যে, না আমরা তা' দেখিনি এবং আমরা দেখছি যে, কর্মচারীরা আমাদের সব রকমে সাহায্য করছেন এবং ভাল ব্যবহার করছেন। তাতে কর্ম্মচারীরা বললেন যে, আমরা শ্রীআহু আনসারীকে আপনাদের সহকর্ম্মী বলে জানি। তিনি এইভাবে কেন তবে অভিযোগ করলেন। এ বিষয়টি আমাকে ওঁরা তদন্ত করতে বলেন। আমি সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে ঘটনা জানলাম। আমার মনে হল ঐ অফিসের জনৈক কর্ম্মচারীর সঙ্গে শ্রীআহু আনসারীর বচসা হ'য়ে যাওয়ায়, রাগ বশতঃ ঐ ভাবে তিনি অভিযোগ ক'রে ফেলেছেন। কারো সঙ্গে ব্যাপারের সূত্রে সকলের ওপর এরকম একটা অন্যায় অভিযোগ তোলা আহুবাবুর আদৌ উচিত হয়নি—মনে করি। ইতি—

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, সদস্য, লোকব্রতী সোসাইটি

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত লিখিত

তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

১৯৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিল্লীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে তাম্রপত্র দিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ তার ধারাবাহিক বিবরণ মুক্তির বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। মূল্য—এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—**মুক্তিপ্রেস ও বিশ্ববিদ্যাভবন**

লেখকের আর একখানা বই **"পুরুলিয়ার ছনাচ"** এর পরেই প্রকাশ হবে।

জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতিকে প্রায় ৮৩,৯০০ সরকারী টাকা পরিশোধের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার চেষ্টা চলছে

বিশিষ্ট কংগ্রেসী লবীর সূত্র থেকে জানা গেছে যে পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ সাউকে সরকারের পাওনা প্রায় ৮৩,৯০০ টাকা পরিশোধের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার জোর চেষ্টা চলছে। মূল টাকার পরিমাণ ৩৮,১৩৮ টাকা এবং ১৯৭৩ এর ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত এর সুদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫,৭৬১ টাকা। শ্রীসাওয়ের বিরুদ্ধে Certificate জারি আছে (Certificate Case No.—D. S. I of 1953—'54)।

আরও প্রকাশ যে সরকারী পাওনার এই বিপুল অঙ্ক পরিশোধের দায় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য শ্রীবিশ্বনাথ সাও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন এবং এই আবেদনপত্রে সুপারিশ করেছেন কংগ্রেসী এম, পি, শ্রীশঙ্করীনারায়ণ সিংদেও ও শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত প্রমুখ নয়জন কংগ্রেসী এম, এল, এ,।

আবেদনপত্রে শ্রীসাও নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে বিহারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ শ্রীসাওকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং তাঁরই আগ্রহে ও পরামর্শে শ্রীসাও ও তাঁর ভাই ৺কালিপদ সাও সরকারী ধান-চাল সরবরাহকারী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। বিশ্বনাথবাবু আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন যে তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার শ্রীরামরুদ্র প্রসাদ সিংহ শ্রীকে, বি, সহায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি অনুগ্রহনারায়ণের স্নেহভাজন বিশ্বনাথবাবুকে সহ্য করতে পারতেন না। যাই হোক শ্রীমানিক সিংহ নামে জনৈক এ্যান্টিস্মাগলিং অফিসার শ্রীসাওদের ধান-চালের মজুত পরীক্ষা করেন এবং তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে তদানীন্তন ডিপুটি কমিশনার খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের পক্ষে শ্রীবিশ্বনাথ সাও ও শ্রীকালিপদ সাওয়ের বিরুদ্ধে ২-৯-৫৩ তারিখে সার্টিফিকেট কেশ করেন (Certificate Case No.—D. S. I. of 1953—'54)। ১৯৪৯ '৫০ সালের খারিফ মরশুমের ১০,০০০ মন চাল কেনার আংশিক মূল্য সম্পর্কে এই মামলা হয়। এই মামলার ভিত্তিতে শ্রীসাওদের বিরুদ্ধে ২৫ (২) (Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act) ধারা মতে নোটীশ জারি হয় এবং সার্টিফিকেট অফিসার তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ জারী করেন। ফলে শ্রীসাওয়েরা নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন (Insolvency Case No. 146, Case No. 147 of 1954)

ইতিমধ্যে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সামিল হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ সার্টিফিকেট মামলা আবার উত্থাপন করেন এবং সুদসহ সমস্ত প্রায় ৮৩,৯০০ টাকা দাবী করেন। ৺কালিপদ সাও '৭০ সালে পরলোক গমন করেন। বিশ্বনাথবাবু পুরো টাকাটার দায় থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা জানি না। তবে জেলাকংগ্রেস, জেলার মন্ত্রী এবং এম-এল, এম-পিরা যে ভাবে তোড়জোড় করছেন বলে বিশিষ্ট কংগ্রেসী মহল থেকে শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি দরিদ্র দেশের প্রায় ৮৩,৯০০ টাকা শোধ করার দায় থেকে অচিরে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে কোমর বেঁধে গরিবী হঠাবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

পুরুলিয়ায় দুঃসাহসিক মোটর ডাকাতি

গত ২৫শে মে তারিখে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় রঘুনাথপুর-সাঁতুড়ী রোডের চিনপিনা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট একটি মোটর গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। পরপর কয়েকটি বোমাবর্ষণে মোটর গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত এবং ড্রাইভার সহ তিনজন আরোহী গুরুতর আহত হলেও গাড়ীর মালিক কোনক্রমে দ্রুতগতিতে মোটর চালিয়ে সাঁতুড়ী থানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহত ব্যক্তিদের পরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পরে ২৮শে মে তারিখে পুরুলিয়া-বরাকর রোডে সাঁকা রেলওয়ে ক্রসিং-এর সন্নিকটে এক দুঃসাহসিক মোটর ডাকাতি হয়। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় রঘুনাথপুরগামী একটি মোটর গাড়ীর উপর একদল দুর্বৃত্ত বোমা নিক্ষেপ করে ডাকাতির চেষ্টা করে—কিন্তু গাড়ীর আরোহীরা আহত হলেও দ্রুতগতিতে মোটর চালিয়ে তাঁরা থানায় খবর দেন। এই ঘটনার কিছু পরে আরেকটি সাঁওতালডিগামী মোটর গাড়ী ঐস্থানে পৌঁছিলে দুর্বৃত্তেরা বোমা নিক্ষেপ করে গাড়ীটি থামায় এবং আহত যাত্রীদের ছোরা দেখিয়ে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এই ঘটনার সময় একটি ট্রাক ঐ স্থানে এসে পৌছিলে ট্রাকটিকেও দুর্বৃত্তেরা বোমার আঘাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু রঘুনাথপুর থেকে পুরুলিয়াগামী একটি ট্রাক ও জীপ ঘটনাস্থলে কিছু পরে পৌঁছিলে দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করে।

গুরুতর আহত ব্যক্তিদের রঘুনাথপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশী তদন্ত চলছে।

আরও প্রকাশ, ২৮শে মে তারিখের রাত্রে রঘুনাথপুর চেলিয়ামা রোডে বাবুদের গ্রামের সন্নিকটে একটি জীপগাড়ী একদল দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ৪ ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হন।

WANTED

Wanted a trained graduate against leave vacancy for Keshargarh Sri Krishnananda Vidyapith (High School), P. O.—Rakab; Dist.—Purulia. Apply to the Secretary by 23/6/73.

WANTED

Wanted a B.A. (Preferably trained) against a deputation vacancy for Jitujuri Debashis Junior High School, P.o.—Jitujuri, Dist.—Purulia. Apply to the Secretary by 25/6/73.

WANTED

Wanted one Science Graduate (with Math. Comb) for Jorabari Junior High School in the Deputation Vacancies Applications accompanied by Mark Sheets (S.F./H.S and B.Sc.) must reach the following address on or before 25/6/73.

Secretary
Jorabari Junior High School
P. o.—Jorabari, Dist.—Purulia.

WANTED

Two graduates (Preferable trained) are required for Kuruktopa 4 Class Jn. High School. Apply to the under signed on or before 25th June 1973 along with certificates and testimonials.

Thakurdas Mahato
Secretary
Kuruktopa Jr. High School
P.O.—Kuruktopa, Dist Purulia.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা | সোমবার, ২৫শে জুন, ১৯৭৩, ১০ই আষাঢ়, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬, সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

বড়টাঁড়

(ওরা) গরিবী হঠার শপথ নিয়ে
বুলেট দিয়ে মারছে জান—
(ওরা) চাষীর খুনে পা ডুবিয়ে
দু'চোখ দিয়ে ঝরায় বান!
(ওরা) ঢাক পেটাতে খোশ মেজাজে
নিচ্ছে তুলে ঢাকীর চাম—
(ওরা) হট্টমেলায় তন্‌খা ছুঁড়ে
দিচ্ছে ধরে জানের দাম!

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

—(০)—

বন বিভাগ ও পুলিশ কর্ত্তৃক পুরুলিয়ার হাটে গুলি করে নৃশংস নরহত্যা

বড়টাঁড় হাটে পুলিশের বে-পরোয়া গুলি চালনা : ঘটনাস্থলে ২জনের মৃত্যু : ৩জন গুরুতর আহত

ফরেষ্ট গার্ড কর্ত্তৃক সাঁওতাল রমনীকে চপেটাঘাত : পুরুলিয়ার বন্য মন্ত্রীর বিভাগের কাছে, পুলিশের কাছে, পুরুলিয়াবাসীর জান ও জরুর কোন মুল্য নাই

মানুষ মারা এই কংগ্রেসী শাসন

চাষীর হাল বলদের উপর আক্রমণ : বন্য মন্ত্রীর টাকা খেসারতের উপহাস : কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার গরীবদের মেরে গরীব হটাচ্ছে

এই দুঃশাসনের প্রতিকার আজ কার হাতে?

গত ১৮ই জুন জয়পুর থানার বড়টাঁড় হাটে তথাকথিত চোরাই কাঠের অনুসন্ধানে বনবিভাগের কর্ম্মচারীদের হামলা ও হাল্ জোয়াল আটক করার অপচেষ্টাকে কেন্দ্র করে জনবহুল হাটে উপদ্রব সৃষ্টি ও পরে পুলিশের বে-পরোয়া গুলি চালনার ফলে ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয় ও তিনজন গুরুতর আহত হন। হাটের গবাদি পশুও কিছু হতাহত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সোমবার হাটের দিন দ্বিপ্রহরে রেঞ্জার ও ডেপুটী রেঞ্জারের নেতৃত্বে একদল ফরেষ্ট গার্ড কিছু সশস্ত্র পুলিশের সহযোগিতায় বড়টাঁড় হাটে হামলা করে। এই হামলাকারী সরকারী দলের সঙ্গে কয়েকটি জীপ ও একটি ট্রাক ছিল।

হাটের যে অংশে কাঠ বিক্রয় হয় সেখানে হামলা করে ফরেষ্ট গার্ডেরা প্রথমে কিছু বলা জাতীয় কাঠ আটক করে এবং ট্রাকে তোলে। তারপর চাষের মরশুমে যেখানে হাল-জোয়াল বিক্রয় হচ্ছিল সেখানে হামলা করে ফরেষ্ট গার্ডেরা হাল-জোয়াল আটক করতে সুরু করে। এই সময় হাল-জোয়াল বিক্রয়কারীরা এবং হাটের কর্ত্তৃপক্ষ প্রমুখেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদে কোনও প্রকার কর্ণপাত না করে ফরেষ্ট গার্ডেরা হাল-জোয়াল ধরতে থাকে। এই সময় গার্ডেরা একটি সাঁওতাল রমনীর (মেঝান) বিক্রয়ের জন্য আনা হাল আটক করলে সেই রমনী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে। "সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দানে" একটি স্ত্রীলোকের এই "স্পর্ধার সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য "কর্ত্তব্য পরায়ণ" ফরেষ্ট গার্ড উক্ত স্ত্রীলোকটিকে চপেটাঘাত করে। ফরেষ্ট গার্ডের এই গর্হিত আচরণে উত্তেজিত হয়ে উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামী ফরেষ্ট গার্ডকে পাল্টা চপেটাঘাত করে। "দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সরকারী কর্ম্মচারীকে" একজন "নগণ্য সাঁওতাল পুরুষ" কর্ত্তৃক আঘাত ও অপমানের প্রতিশোধে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা জনতার উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ্জ সুরু করে। এই পরিস্থিতিতে ছয় সাত হাজার লোকের সমাগমে জনবহুল হাটে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই হট্টগোলের মধ্যে কে বা কাহারা হামলাকারী ফরেষ্ট গার্ড ও পুলিশের উপর ইস্টক প্রস্তর প্রভৃতি বর্ষণ সুরু করে। এই ইস্টক প্রস্তর বর্ষণাদির ফলে দুই একজন পুলিশ আহত হয় এবং তারা গুলি বর্ষণের আদেশ দাবী করে। প্রকাশ, সশস্ত্র পুলিশ দলের নায়ক হাবিলদার প্রথমে গুলি বর্ষণের আদেশ দিতে দ্বিধা করে। তারপর হামলাকারী ফরেষ্ট গার্ডেরা নিজ নিজ গাড়ীতে চড়ার পর পুলিশ জনতাকে লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। "হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি বর্ষণ" এর নীতি অনুসরণ করে পুলিশ মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে ফলে দুইজন ব্যক্তির মুখ ও মাথার খুলি উড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তিনজন গুরুতর আহত ব্যক্তির মধ্যে একজনের কাঁধ ও গলার নিকট গুলি লাগে এবং বাকী দুজনের কোমর ও পায়ের দিকে গুলি লাগে। চলমান জীপ থেকে গুলি করতে করতে সদলবলে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সময় পুলিশ কয়েক রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়ে।

এই পুলিশী গুলিকাণ্ডের ফলে সমগ্র হাটে নিদারুণ আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং যে সব চাষী শাকসব্জী বিক্রয় বা অন্যান্য পাইকারেরা বিবিধ পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য এসেছিল তারা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায় এবং সেই অবসরে সমাজ-বিরোধীরা হাটে বেপরোয়া লুঠপাট করে। ফলে, বহু চাষী ও পাইকারের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য খোয়া গিয়ে দারুণ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পুলিশের গুলি চালনায় যে দুজন মারা যান তাঁদের নাম শ্রীপদ্মলোচন মাহাত, ছুটকাবাদ (জয়পুর থানা) এবং শ্রীকালিপদ মাহাত, ঘাগ্‌রী (চন্দনকিয়ারী থানা) মৃত দুই ব্যক্তির কেউই তথাকথিত বিক্ষোভকারী বা চোরাই কাঠ বিক্রেতা ছিলেন না। একজন হাটে ছাগল বিক্রয় করতে এসেছিলেন আরেকজন অন্যত্র যাবার পথে হাটে এসেছিলেন। আহত ব্যক্তিদের সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই তিনজন ব্যক্তিও কাঠ বিক্রয় অথবা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

সরকারী ভাষ্য

বড়র্টাড় হাটে পুলিশী গুলিকাণ্ডের সমর্থনে যে যুক্তি ও তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা মোটামুটী এই প্রকার—বনাঞ্চল থেকে ব্যাপকভাবে কাঠ চুরি হতে থাকায় চোরাই কাঠ উদ্ধারকল্পে হাটে হাটে হানা দেওয়ার কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে বড়র্টাড় হাটে হামলা করা হয় এবং একটি চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়। এই সময় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি উপদ্রব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে থাকে এবং এক ব্যক্তি টাঙ্গি দিয়ে একটি সরকারী জীপ গাড়ীর চাকা কেটে দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে জীপের হুডের উপর টাঙ্গি চালায়। অন্যদিকে ফরেষ্ট গার্ডেরা যে সকল কাঠ হাল প্রভৃতি আটক করে তাতে বাধা দিতে এবং কেড়ে নিতে কয়েক সহস্র জনতা চেষ্টা করলে এবং পুলিশ ও ফরেষ্ট গার্ডদের উপর বেপরোয়া প্রস্তর ইস্টক বর্ষণের ফলে ৪ জন সশস্ত্র পুলিশ ও তিনজন নাইট গার্ড আহত হলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে ৪।৫ রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করার পর ৭।৮ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। ইস্টক প্রস্তর বর্ষণে পুলিশের গাড়ী ও ক্ষতিগ্রস্ত জনতার মধ্যে কয়েকজন প্ররোচনাকারী তীর ধনুক আনার প্ররোচনা দিতে থাকে।

সরকারী তদন্তের ব্যবস্থাদি

গত ১৮ই জুন দ্বিপ্রহর ১২-৩০ থেকে ১টার মধ্যে এই পুলিশী গুলিকাণ্ড ঘটে। সরকারীভাবে ঘটনা জানার পর জেলা শাসক ঘটনা সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের আদেশ দেন এবং ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য্য তদন্ত সুরু করেন।

বনবিভাগের সেক্রেটারী শ্রীটি, বি, সিং গত ২০শে জুন পুরুলিয়া এসে বিভাগীয় তদন্ত করেন। আর বর্দ্ধমান রেঞ্জের ডি-আই-জিও বিভাগীয় তদন্তের উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া আসেন এবং তদন্ত সুরু করেন।

গত ২২শে জুন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে বন ও আবগারী দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ ফজলে হক সরেজমীন তদন্তের জন্য পুরুলিয়া আসেন। তাঁরা বড়র্টাড় হাটে যান এবং সেখান থেকে ছুটকাবাদ ও ঘাগরী গ্রামে মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। সদর হাসপাতালে ও পুলিশ হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সদর হাসপাতাল পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে পুলিশের গুলিতে আহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিবরণাদি (history sheet) চার দিন পরেও লেখা হয়নি।

পুরুলিয়া মফঃস্বল থানায় আটক করা কাঠ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে প্রায় শ'ছুই টাকার নিম কাঠ, কেঁদ কাঠ প্রভৃতি আটক করা হয়েছে। এই সমস্ত গাছ একমাত্র বন-অঞ্চলের সম্পদ নয় যত্রতত্র এই সমস্ত গাছ হয়।

তদন্তকারী মন্ত্রীরা মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনদের ৫০০০৲ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্রর রাজত্বে এই নৃশংসতার জবাব নেই

মাননীয় মুক্তি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপে—
মহাশয়,

হুড়া থানার অধীন দান্দুডি গ্রামে একটি মুচি পরিবার ছিল। ঐ পরিবারে মাত্র দুই ভাই। বড় ভাইয়ের নাম নারু মুচি (চর্ম্মকার) বয়স ৩৫ বছর, পঙ্গু, লেল্‌হা। ছোট ভাইয়ের নাম ভক্তি মুচি বয়স ৩০ বছর, লেল্‌হা। এছাড়া ওদের পরিবারে আর কেউ নেই। সামান্য বাস্তু ভিটে আছে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বলতে কিছু নেই।

দীর্ঘ দিন ধরে নারু মুচি জি, আর, পেয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে ভিক্ষে করে দিন চালাতো। ভক্তি মুচিকে লেল্‌হা বা কাজ করতে পারে না বলে কেউ কাজ করতে ডাকতো না। গ্রামে যে সমস্ত গরু বাছুর মরতো সেই চামড়া বিক্রি করে কোন রকমে দিন চলাতো কিন্তু তার জি, আর, এর কোন ব্যবস্থা ছিল না। গত ১৫।৫।৭৩ তারিখে নারু মুচির নামে জি, আর, টোকেন ভক্তি মুচি চাটুমাদার অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিস থেকে নিয়ে আমলাতোড়া এম; আর, দোকান থেকে ৪ কেজি গম পায়। কারণ নারু মুচি অক্ষম অথর্ব হয়ে যাওয়ায় জি, আর, আনতে যেতে পারেনি। পর দিন ঐ গম নিয়ে ভক্তি মুচি হুড়া যায় গম ভাঙ্গানোর জন্য। বিকালে ঝড় বৃষ্টির জন্য অন্ধকার হয়- ফলে হুড়ার জনৈক ভদ্রলোকের ঘরের বারান্দায় রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় নেয়। ইতাবসরে জনৈক হোমগার্ড এবং পুলিশ গম সমেত ভক্তি মুচিকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করে এবং দিন কয়েক থানায় আটক রেখে পুরুলিয়া চালান দেয়। এখন শোনা যাচ্ছে ভক্তি মুচির নাকি ৬ মাস মেয়াদ হয়েছে। আমাদের গ্রামের চৌকিদার থানার বড়বাবুকে ভক্তি মুচির ব্যাপার খোলাখুলি বলে এবং ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু থানার বড়বাবু বলেন—বামাল সমেত ধরা পড়েছে শাস্তি পেতেই হবে। এছাড়া অন্য একটা কেসের ব্যাপারে বড়বাবু দান্দুডি গ্রামে আসেন এবং ভক্তি মুচির ভাঙ্গা ঘর দেখে হেসে বলেন—ভালই হয়েছে জেলে বসে খেতে পাবে। এখানে থাকবেই বা কোথায়।

ভক্তি মুচি জেল যাওয়ার পর থেকে তার দাদা নারু মুচির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। চলৎ শক্তি রহিত হয়। ভাইয়ের জেল যাওয়ার ফলে খাদ্য গ্রহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং ভক্তি ভক্তি বলে কাঁদতে থাকে। পাড়ার লোক কিছু কিছু খাবার দেবার ব্যবস্থা করে ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ সেবা শুশ্রূষা করা সম্ভব হয় নাই। ফলে ২০-৬-৭৩ তারিখ দুপুরে নারু মুচি অনাহারে মারা যায়। ওর ভাইও কাছে নেই। নিকটে তাদের আত্মীয়ও কেউ নেই। মৃতের সংকারেরও কোন উপায় ছিল না। আমরা পরে খবর পাই যে; নারু মুচি মারা গেছে। দিনে মরেছে। রাত্রি হয়েছে কিন্তু সংকারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। খবর পেয়ে আমরা জন কয়েক লোক গো-গাড়ীতে করে শ্মশানে দিয়ে আসি। ওর ভাই কাছে থাকলে সব কিছু করতে পারতো। কিন্তু দেশের শাসন এমন যে বিনা দোষে একজনের জেল হলো এবং তার অভাবে—তার সেবা শুশ্রূষার অভাবে তার ঐ অক্ষম অকর্ম্মন্য ভাইটি প্রাণ দিল। এটা কি ওদের ভাগ্যের দোষ? অথবা ঐ শাসনযন্ত্র ও তার অধীনস্থ থানার পুলিশ এর জন্য দায়ী?

বর্ত্তমানে গ্রামে মুচি বলতে কেউ রইলো না—গরু বাছুর মরলে তা' ফেলবার জন্য। তাই অবিলম্বে নির্দ্দোষী এই ভক্তি মুচির মুক্তির ব্যবস্থা করবার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। ২৩-৬-৭৩ ইতি – শ্রীশঙ্করানন্দ মাহাত, গ্রাম –দন্দুডি ; থানা—হুড়া ; পুরুলিয়া।

বন মন্ত্রীর বন্য বিচার

(শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত—প্রাক্তন এম, এল, এ)

মুক্তির দুটি সংখ্যায় আমি জঙ্গল সম্বন্ধে জঙ্গল বিভাগের কর্তৃপক্ষের, জেলা শাসক ও সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নিকট কিছু অভিযোগ করি। এই তৃতীয় সংখ্যায় আরও অভিযোগ করিতেছি।

১) জঙ্গল বিভাগের অন্যায়ভাবে ড্রেন কাটা ও নানা প্রকারের কেশ করিয়া জনসাধারণকে বা আমাকে হায়রান করার জন্য আমি ২-১০-৭১ তারিখে D. C. Purulia, রাজ্যপাল, রাজভবন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী) W.B. ও লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষকে লিখিত বিবরণ জানাই এবং স্থানীয় পত্রিকা মুক্তির ৩২ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ও ৩২ বর্ষ ৪১ সংখ্যায় বিবরণ প্রকাশ করি।

২) তাহার উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত সচীব ১-১১-৭১ তারিখে ৫২০ নং পত্রে, গভর্ণর সেক্রেটারিয়েট পঃ বঃ রাইটার্স বিল্ডিং হইতে জয়েন্ট সেক্রেটারী ১৫-১১-৭১ তারিখের ২০২৫০ নং পত্রে, চিফ্ কনজারভেটার পঃ বঃ C.I.T. বিল্ডিং হইতে ২৬-১১-৭১ তারিখের ১১৯২২ নং পত্রে ও উক্ত অফিস হইতে পুনরায় ৩১-১২-৭১ তারিখের ১৪৬৮৮ নং পত্রে সকলেই তদন্তের কথা আমাকে লিখিত জানাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ পর্যন্ত কেহ আমার গোচরে কোন তদন্ত করেন নাই। কবে করিবেন তাহাও জানি নাই।

৩) তারপর বহু আশা লইয়া বন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সীতারাম মাহাতকে ১৩-৪-৭২ তারিখে মানবাজার যাইবার পথে গোপাল নগরে প্রাঃ স্কুল প্রাঙ্গনে তাঁহার অভ্যর্থনা জন সভায় উক্তর উপরোক্ত মুক্তির দুইটি সংখ্যা এবং জঙ্গল বিভাগের অন্যায়ভাবে জঙ্গল তছরূপ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পালটা হায়রান বা কেশ ভুগার বিষয় লিখিত একখানি দরখাস্ত জনসভায় পাঠ করিয়া প্রতিকারের জন্য সেই দরখাস্তখানি দিই। আবার রিতুজুড়ি জনসভায় ১৩-৫-৭২ তারিখে উক্ত সম্বন্ধে তদন্তের জন্য অনুরোধ করি।

এক্ষণে দেখা গেল যে, আমি একজন লোক সেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন এম. এল, এ বা কর্মী বলিয়া আমার দরখাস্তের বিষয় অগ্রাহ্য করিয়া কোন তদন্ত করেন নাই। কারণ ১৩-৪-৭২ তারিখ হইতে আজ ১ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল তবুও তাঁহার নজর হইলনা অথচ তিনি পুরুলিয়া জেলা তথা মানবাজার, পুঞ্চা সফর করিতেছেন। আমরা অনেকেই কেশে ঝুলিতেছি।

মুক্তি

১০ই আষাঢ়, ১৩৮০, সোমবার

শ্বাপদের স্বৈরাচার

গত ১৮ই জুন সোমবার ৩রা আষাঢ় এই পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত বড়র্টাড়ের হাটে বনবিভাগ ও পুলিশ কর্তৃক গুলি করে দুজন নির্দ্দোষী লোকের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে যে নৃশংস বর্ব্বরতার প্রদর্শন হয়ে গেল—তার বিবরণ আমরা এই সংখ্যায় অন্যত্র দিলাম। যে তথ্য আমরা দিয়েছি সে তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল—বরং যেখানে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ঘটেছে সেখানে আমরা তার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিনি। এই সব ব্যাপারে সরকারী সাফাই যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের শাসন অর্থে মস্তিষ্কহীন শ্বাপদের শাসন। হাল জোয়ালের ব্যাপারটার ফয়সলা অনেকদিন আগেই স্থায়ীরূপে হয়ে গেছে। চাষীরা চাষের সময় হাল জোয়াল কিনতে পারবেনা, হাল জোয়াল কেউ বিক্রয় করতে পারবেনা এটা নাকি বন্য আইনে অপরাধ? ব্যাপারটা বুঝুন! ডঃ বিধান রায়ের আমলে এই পুরুলিয়া জেলায় লোক সেবক সংঘ হালজোয়ালের সম্বন্ধে এই হবুচন্দ্রী তোঘলকী আইন ব্যাপক সত্যাগ্রহের শক্তিতে বাস্তবে বাতিল করে দেয়। ডঃ বিধান চন্দ্র রায় হালজোয়াল সম্বন্ধে এই উদ্ভট আইন একরকম প্রত্যাহারই করে নেন। তারপরে এই ব্যাপার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলে। কলিকাতা হাইকোর্ট হাল জোয়াল সম্বন্ধে পরিষ্কার এবং সুনির্দ্দিষ্ট রায় দিয়ে এর উপরে সরকারী হামলা বেআইনী বলে এ সম্বন্ধে স্থায়ী ফয়সলা করেন। পুরুলিয়ার জনগণ—তাদের সত্যাগ্রহ সংগ্রামের শক্তিতে লোক সেবক সংঘের নেতৃত্বে এক উদ্ভট অবস্থার অবসান করে। লোকে এর পরে নিশ্চিন্ত হয়ে হাল জোয়াল নিয়ে কাজ চালাতে থাকে। এ বিষয়ে হাইকোর্টের অভিমত সহ বিস্তারিত বিবরণ আমরা এর পরে মুক্তি থেকেই পুনঃ প্রকাশিত করব।

এ সত্ত্বেও বনের সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজের খাম খেয়ালী মত বে-আইনীভাবে গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে মাঝে মাঝে হালজেয়াল নিয়ে হামলা করত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার নিরাকরণ হত।

এই বর্ষাকালে চাষীদের হালজোয়ালের সরবরাহ বেচাকেনা অব্যাহত না থাকলে যে কি বিপর্য্যয় হয় সেটা চাষী ছাড়া কারও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তারপরে তৈরী হালজোয়ালের উপর কোন সরকারী লোকের হামলা করা হাইকোর্টের নির্দ্দেশঅনুযায়ীই বে-আইনী। এই পরিস্থিতিতে বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা চোরাই কাঠ ধরতে গিয়ে—হালজোয়ালকেও তার সামিল করে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যে কাণ্ড করলেন—সেটা একমাত্র জঙ্গলের শ্বাপদের পক্ষেই সম্ভব।

পুরুলিয়া জেলার বনবিভাগের অফিসার ও কর্ম্মচারীরা—বড়র্টাড়ের হাটে চোরাই কাঠ ধরতে পুলিশ নিয়ে গেছে সে তো বোঝা গেল—কিন্তু এদের চুরিটা ধরে কে? এটা বললে বিন্দুমাত্র অসত্য বা অতিরঞ্জিত হবেনা যে সরকারী বনবিভাগই পুরুলিয়ার বনসম্পদকে বিনষ্ট করেছে তাদের সীমাহীন লোভের তাগিদে। বনবিভাগের কর্তাদের মতে তৈরী হালজোয়াল মাত্রই বনের থেকে কাঠ চুরি করে তৈরী। নিজের বাড়ীর নিম কাঠই হোক আর বাবলা গাছেরই হোক হাল যখন তৈরী হয়েছে তখন সেটা বনের থেকে কাঠ চুরি করেই করা হয়েছে এই হচ্ছে এদের জঙ্গলী যুক্তি।

পুরুলিয়া জেলার একজন কংগ্রেসী শ্রীসীতারাম মাহাত বনবিভাগের মন্ত্রী। এই ভদ্রলোক এই জেলার সমস্ত কিছু ব্যাপার সম্বন্ধেই একটা এলার্জ্জি রোগে ভুগছেন। পুরুলিয়ার অধিবাসীদের জঙ্গল সম্বন্ধে দীর্ঘকালের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ আছে—তার দিকে নজর দেবার মতো এর কোন সময় নেই যে তা নয় ইনি সেগুলি বিবেচনার যোগ্য বলেই মনে করেননা। না হলে হালজোয়ালের ব্যাপারটা নিয়ে এই জিলায় বনবিভাগের বে-আইনি, চাষী-মারা অত্যুৎসাহকে ইনি বন্ধ করতে পারতেন—কিন্তু সেটা তিনি করেননি বা করতে পারেননি কারণ স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেবার মতন শক্তি ও যোগ্যতা এই হঠাৎ-মন্ত্রী ভদ্রলোকের একেবারেই নাই। বনবিভাগের চীফ কনজারভেটার ও সেক্রেটারীর নোটে ইনি স্বাক্ষর করে মন্ত্রীত্ব করেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কবচ বহন করেন। এর অযোগ্যতা এবং অক্ষমতায় পুরুলিয়ার তো বটেই পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ ক্ষীয়মান—এবং বনবিভাগের অবাধ ও অমানুষিক স্বৈরাচার শ্বাপদের আচরণকেও হার মানিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান। বড়র্টাড়ের পরিস্থিতি এই প্রতিষ্ঠিত সত্যের একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র।

বড়র্টাড়ের হাটে গুলিকাণ্ডর ব্যাপারে পুরুলিয়ার এস, ডি, ও, তদন্ত করছেন সুতরাং আমরা খুঁটিনাটি ব্যাপারের বিশদ আলোচনা থেকে বিরত রইলাম এই জন্য যে তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকৃত তথ্য অনুধাবন করে নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে সমস্ত উদ্ঘাটন করবেন। যে ধারা বরাবর চলে আসছে তা হচ্ছে যে এই সমস্ত তদন্ত কোনদিনই সরকারী বর্ম ভেদ করে না। তদন্ত প্রকাশ্য হওয়া উচিত। তদন্ত করা হচ্ছে—একথাটা জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় করে জনগণের মধ্যে যার যা বলবার আছে তাদের সেই সময়ে এসে তা বলার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সাঁওতাল মেয়েটিকে ফরেষ্ট গার্ডের চড় মারা। যে স্বামী তার সামনে তার স্ত্রীর প্রতি এ রকম ব্যবহার বরদাস্ত করে সে ক্লীব ও কাপুরুষ। মেয়েটির স্বামী ফরেষ্ট গার্ডকে যে তার আচরণের সমুচিত জবাব দিয়েছে—তার জন্য সে অভিনন্দন পাবার যোগ্য। এই বন-বিভাগের ফরেষ্ট গার্ড থেকে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা, পুলিশের লোকেরা জিলার জনসাধারণের, সাধারণ মানুষের যে কোন মূল্য আছে কোন মর্য্যাদা আছে—তা একেবারেই মনে করেন না। বনে মেয়েরা কাঠ আনতে গেলে তাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয় তা অত্যন্ত কদর্য্য। পুলিশ লোককে নির্বিচারে বিনাদোষে পিটিয়ে মারে—এই হচ্ছে কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক। বন থেকে সাধারণ লোক কাঠ চুরি করে না ফরেষ্ট গার্ডরা টাকা নিয়ে কাঠ চুরি করে বিক্রয় করে। তারপরে আছেন উপরে, উপরে ও তারও উপরের সব অফিসার ও কর্তৃপক্ষেরা। এই দুষ্টচক্রের মধ্যে নাই কে? অর্থবান ঠিকাদার ছোট বড় কংগ্রেসী যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে তারা তো বটেই—মায় মন্ত্রী পর্য্যন্ত। আমরা সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি। যদি সত্য উদ্ঘাটনের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তাহলে দেখা যাবে বনমন্ত্রীর নির্দ্দেশে কনসেসন রেটে শিলিগুড়ি থেকে সাধারণের কাজের অজুহাতে কাঠ দেওয়া হয়েছে আর সেই কাঠ বড়লোক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় হয়েছে। চৌর্য্য বৃত্তি দেশকাল পাত্র হিসাবে বিভিন্নরূপে সরকারী ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নানারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এরাই সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে দরিদ্র চাষীর বাড়ীর নিম কাঠের তৈরী হালকে চোরাই কাঠ বলে ধরতে যেয়ে গুলি করে মানুষ মারে, হাটের মাঝে সাঁওতাল মেয়েকে প্রকাশ্য চড় মেরে অপমান ও অমর্য্যাদা করে সরকারী কর্তব্য করে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশেরই নয় গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের এই হচ্ছে রূপ। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতান্ত্রিক ভারতে গরীবী হটাও এর ঝিনুকে চড়ে দেশবাসীরা ভোটের পূর্বে 'যুগ যুগ জিও' বলে মধু ও দুধের যে সমুদ্রে চীৎ সাঁতার কাটছিলেন—ভোটের পরে দেখা গেল যে সে সমুদ্র কেবল লবণ জলেরই সাগর – ঝিনুক উল্টে গিয়ে দেশবাসী নোনা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে হাঙ্গরের পেটের খোরাক হচ্ছে মাত্র। বড়র্টাড় এরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

এই প্রসঙ্গে দু একটি বিষয় উল্লেখনীয়। কংগ্রেসী মহল থেকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—এই জেলার পুলিশ ও বন-বিভাগের কর্তৃপক্ষের যোগ সাজসে, বন-বিভাগ কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রে "এই নারকীয়" ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের কোন মহল থেকে এই ঘটনায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্ত্তি কলঙ্কিত হবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন কেবল ২২ দফাই এদের দফা সেরেছে বলে এরা থেমে গেছেন। নির্বাচন ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করেই এরা যা কিছু করবেন—সেটা কি করেন দেখা যাক।

গুলিতে নিহতদের পরিবারদের ৫০০০ টাকা করে খেসারত, ক্ষতিপূরণ বা কম্পেনসেসন দেওয়া হয়েছে। এতেই সরকারী অপরাধের স্বীকৃতি সুপরিস্ফুট। কিন্তু যারা এই সেদিন দিল্লীতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল তাদের বাবত লাখ টাকা আর নির্দ্দোষী যাদের পুলিশ গুলি করে মারল তাদের বেলা ৫০০০ টাকা দিয়ে পুরুলিয়া জেলার মানুষের মূল্যকে উপহাস করা হয়েছে মাত্র।

তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হবার পরে এবিষয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বনবিভাগ

থেকে এই বর্ষার সময়ে হালজোয়ালের উপর বে-আইনী আক্রমণ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া দরকার। অনেকেই অনেক কথা বলছেন—কিন্তু হালজোয়ালের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোন দিক দিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি।

আমরা আশা করব যে এ বিষয়ে যদি—বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরা অবহিত হন তবে এই ব্যাপারে আরও যে সমস্ত অশান্তির সম্ভাবনা আছে—তার নিরাকরণ হবে। কেবল লাঠী আর গুলী দিয়ে মানুষকে মারলেই দেশ শাসন হয় না।)

—•—

বোঙ্গাবাড়ীতে বিবেকানন্দ নগর পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারের উপর নৃশংস আক্রমণ

গত ২২/২৩ জুনের মধ্যরাত্রিতে একদল ডাকাত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন বিবেকানন্দ নগর পোষ্ট অফিসে হানা দেয়। দুর্বৃত্তেরা পোষ্ট মাষ্টার শ্রীসুনীল গুহের উপর আক্রমণ করে তাঁকে তিন চারবার ছোরার আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম করে। পোষ্ট অফিস সংলগ্ন পোষ্ট মাষ্টারের কোয়ার্টারেও চড়াও করে পোষ্ট মাষ্টারের স্ত্রীকেও নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং তাঁর গলার হার ছিনিয়ে নেয়। গৃহের অন্যান্য সামগ্রীও লুণ্ঠন করে তারা পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর বিদ্যাপীঠের অন্যান্য বাসিন্দা ও স্বামীজীরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং বিদ্যাপীঠের গাড়ীতে করে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে আহত পোষ্ট মাষ্টার এবং তাঁর স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু পুরুলিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব নয় বলে তৎক্ষণাৎ পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা হলেও এখনও অবস্থা আশঙ্কাজনক রয়েছে। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পোষ্ট মাষ্টারের স্ত্রী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিবেকানন্দ পোষ্ট অফিসের কোনও জিনিষ লুণ্ঠিত হয় নি।

—•—

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডের পদত্যাগ

কংগ্রেসী সদস্যদের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ

গত রবিবার ২৪শে জুন পাটনায় বিকালে বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্যদের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডের প্রতি কংগ্রেস পরিষদ দলের সদস্যরা বহু মতে তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। ফলে শ্রীকেদার পাণ্ডেকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করতে হয়।

অনাস্থাসূচক ভোট গ্রহণের পরেই সেই সভাতেই নতুন নেতা অর্থাৎ নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা হয়।

বিহার কংগ্রেস পরিষদ দলের এই সভা পরিচালনা করেন কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নির্দ্দেশে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়।

বিহার কংগ্রেস পরিষদ দলের মোট সদস্য সংখ্যা ২৩৭। অনাস্থা জ্ঞাপক ভোট কত পড়েছিল তা সেদিন ঘোষণা করা হয়নি।

কংগ্রেসের মধ্যে যে দুই দলের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর গদী নিয়ে লড়াই হয় তার এক দলের নেতা ও পরিচালক ছিলেন—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডে এবং তার বিরোধী দলের নেতৃত্ব করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীললিত নারায়ণ মিশ্র।

কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীক দ্বন্দ্বে পরিবেশ এমনই বেসামাল হয়ে গিয়েছিল যে শনিবারই সমগ্র পাটনা সহরের মিউনিসিপ্যালটির এলাকার মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করে কোন রকম আগ্নেয়াস্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র লাঠি সোটা নিয়ে চলাফেরা নিষিদ্ধ করেছেন।

বিহারে মুখ্যমন্ত্রীদের পাইকারী হার

বিহারে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যান্ত একটানা তার পরে এই ১৯৭৩ সালে কেদার পাণ্ডের আগে পর্য্যন্ত আরও ১১ জন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন। শ্রীকেদার পাণ্ডে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীদের মিছিলে চতুর্দ্দশ মুখ্যমন্ত্রী।

—•—

পৌর প্রসঙ্গ

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

(৪)

পাথর সংগ্রহ :

পাথর সংগ্রহ যে কি ভাবে হয়েছে বোঝা মুস্কিল। কারণ পাথর যেখান থেকে যেভাবেই সংগৃহীত হোক রাজসরকার একটা Royalty পেয়ে থাকেন। ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীসত্যনারায়ন দাস এবং তাঁর দোসর কমিশনার শ্রীনাগরী গাঙ্গুলী যে হিসেব দিয়েছেন তাতে কোথাও এই সরকারী রয়ালটির উল্লেখ নেই। ১০,০০০ cft. পাথরের সংগ্রহ এঁরা হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু এই সংগ্রহের বিনিময়ে রাজসরকার এক পয়সাও রয়ালটি পাচ্ছেন না, এটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় কি ?

পাথরের পরিবহন :

গন্ধমাদন বয়ে আনার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের পরিবহন ব্যয় এক পয়সাও ছিলনা। কারণ স্বয়ং পবননন্দন এটি বহন করে এনেছিলেন। এযুগে সামান্য পাথরের জন্যও পরিবহনব্যয় ধার্য্য করতে হয় এবং শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও ধার্য্য করতে হয়। কাজেই বিনা লাভে পাথর বইতে হয় না। সাহেব বাঁধ প্রকল্পের এষ্টিমেটে পাথর পরিবহনের জন্য শ্রমিকদের পারিশ্রমিকব্যয় ধার্য্য ছিল—প্রতি ট্রাকে প্রতি ট্রিপে ২০০cft. পাথরের জন্য ৩/- টাকা হারে ১০ জন শ্রমিক। অর্থাৎ প্রতি ট্রিপে ৩০/- টাকা হচ্ছে শ্রমিকব্যয়। সাহেব বাঁধের তৎকালীন কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতি ট্রাকে প্রতিবারে ১৭৫ cft. পাথর আনিয়েছেন এবং মোট ৪০০ ট্রিপে ৭০,০০০ cft. পাথর এসেছে বলে হিসেব দিয়েছেন। এষ্টিমেটে যে শ্রমিকব্যয় ধার্য্য হয়েছে তাতে প্রতি ২০ cft. পাথরের জন্য ১জন শ্রমিক ধরা হয়েছে। এই হিসেবে ১৭৫ cft. পাথরের প্রতি ট্রিপে অন্ততঃ ৮ জন শ্রমিক নিযুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ ৪০০ ট্রিপে ৩২০০ জন শ্রমিকের ৩/- টাকা হারে ৯৬০০/- টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীসত্যনারায়ন দাস ও শ্রীনাগরী গাঙ্গুলী তাঁদের হিসেব অনুযায়ী ৪০০ ট্রিপে মাত্র ১,০০০ শ্রমিক নিয়োগ করে মাত্র ৩০০০/- টাকা পারিশ্রমিক দিয়েছেন। অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৬৬০০/- টাকা থেকে শ্রমিকেরা বঞ্চিত হয়েছেন। দাতা দান করলেও ভঁড়ারীদের কখনও কখনও অনিহাজনিত উদরস্ফীতি ঘটে বলে শোনা যায়। কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য যেখানে বিশেষ কর্মসংস্থান সেখানে ভঁড়ারীদের এই মনোভাব প্রকল্পের উদ্দেশ্যকেই হত্যা করে না কি ?

ট্রাকের ভাড়ায় বিপরীত মনোভাব :

সাহেব বাঁধ প্রকল্পের তদানীন্তন কর্মকর্ত্তারা শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের নির্দ্দিষ্ট অঙ্কটা সংকুচিত করলেও পাথর পরিবহনের ট্রাক ভাড়ার বেলায় দরাজদিল হয়ে পড়েছেন। প্রকল্পের এষ্টিমেটে ১৭৫ cft. পাথর পরিবহনের জন্য ট্রাকভাড়া ধার্য্য হয়েছে ২০/- টাকা। কিন্তু ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীদাস ও কমিশনার শ্রীগাঙ্গুলী তাঁদের হিসেবে ট্রাকভাড়া দেখিয়েছেন ২৫/- টাকা করে। অর্থাৎ প্রতি ট্রিপে ৫/- টাকা করে ৪০০ ট্রিপে ২০০০/- টাকা বেশী খরচ দেখিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পরিবহন খাতে ১২,৫০০/- টাকারও বেশী ব্যয়বরাদ্দ থাকলেও এঁরা পরিবহনের জন্য কোনও টেণ্ডার আহ্বান করেন নি। তবে কি এইটাই বুঝতে হবে যে নির্দ্দিষ্ট ২০/- টাকার পরিবর্ত্তে যেসব ট্রাক মালিক ২৫/- টাকায় রাজী হয়েছেন, তাঁদের ট্রাকই এঁরা নিয়োগ করেছেন ?

পারিশ্রমিকের প্রশ্নে বিচিত্র পরিস্থিতি :

গতবার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শ্রমিকদের অভিযোগের কথা লেখার পর কয়েকজন শ্রমিক এসে বলেন যে সংশ্লিষ্ট সি-পি-আই কমিশনার নাকি অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেবার চেষ্টা করছেন। ওঁরা অভিযোগের সমর্থিত প্রতিলিপি দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে যে কোনও তদন্তের সামনে তাঁরা বলবেন যে তাঁরা পুরা পারিশ্রমিক পান নি। সম্প্রতি শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী পুরুলিয়ায় এসেছিলেন এবং উক্ত কমিশনারের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে নাকি অভিযোগ করা হয়েছে এই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে। শ্রীমুখার্জী নাকি ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সি-পি-আইয়ের সাধারণ কর্মীরাও এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেও জেলাস্তরের ২/১ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নাকি ব্যাপারটিকে চাপা দেবার তোড়জোড় করছেন।

[ক্রমশঃ]

—•—

বি, ডি, ও,র বিচিত্র গতি

বি, ডি, ওদের সম্পর্কে জনসাধারণের নানা রকমের অভিযোগের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সম্প্রতি পেন্সন-অনুমোদিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফরম এটেষ্টশনের ব্যাপারে পুরুলিয়ার ১নং বি, ডি, ও, শ্রীচক্রবর্ত্তীর যে মনোভাবের পরিচয় আমরা পেলাম তাতে স্তম্ভিত না হয়ে পারা যায় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ৺সতীশ চন্দ্র সূত্রধরের বিধবা পত্নী চারুশী সূত্রধর এবং ৺রামকিংকর নাগের বিধবা পত্নী অবলা নাগ গিয়েছিলেন এ্যাটেষ্টেশন করাতে। বি, ডি, ও, শ্রীচক্রবর্ত্তী এঁদের জন্ম তারিখ এ্যাটেষ্টেড না করে ফরমের ওপরেই লিখে দেন Since no documentary evidence could be produced, the age reported by the petitioner, appears to be 48 years (এটি চারুশী সূত্রধরের ক্ষেত্রে)। অবলা নাগের ক্ষেত্রে এই কথা লিখে বয়সের জায়গায় লিখেছেন '55 years'

পেন্সনের প্রার্থীদের বয়স ইত্যাদি সবই affidavit করাতে হয়েছে আবেদন করার সময়েই। তারই ভিত্তিতে তাঁদের পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে। সুতরাং এফিডেভিট-করা বয়স বা সেই বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জন্ম তারিখ এ্যাটেষ্টেড করতে কোন দ্বিধা থাকার কোনও যুক্তি নেই। দ্বিতীয় কথা, এঁরা যতদিন বাঁচবেন, পেন্সন পাবেন, বয়সের কোনও বাধা সেখানে নেই।

পেন্সন প্রাপকেরা যাতে অযথা হয়রান না হন তার জন্য জেলাশাসক সমস্ত বি, ডি, ওদের কাছে নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। এই নির্দ্দেশ পেয়েও পুরুলিয়া ১নং বি,ডি,ও, এই মহিলাদের দু'দিন ধরে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তৃতীয় দিনে জেলাশাসকের চিঠি পেয়ে ফরমে ঐ কথা লিখে দেন। চারুশী সূত্রধর বি, ডি, ওর কথায় কোষ্ঠীও করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরমপ্রাজ্ঞ বি, ডি, ও, সাহেবের সেটাও পছন্দ হয়নি। অথচ জেলা শাসক এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ও সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। সেদিন তাঁর গাড়ী না থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে গাড়ী থাকলে তিনি নিজে বি, ডি, ওর কাছে মহিলাদের নিয়ে যেতেন।

এ ক্ষেত্রে বয়সের গুরুত্ব যে কিছু নেই, তার প্রমাণ বি, ডি, ওর লেখা সত্বেও চারুশী সূত্রধর ও অবলা নাগ পেন্সন পেয়েছেন। একটি সামান্য বিষয়কে অকারণে অসামান্য করে তোলার পেছনে যুক্তি কিছু নেই, আছে হাকিমী ফলাবার একটা উগ্র মধ্যযুগীয় মনোভাব। হুড়ার বি, ডি, ও, সাহেবও এরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ৺রামানুজ মুখার্জীর বিধবা পত্নী গায়ত্রী মুখার্জীর ফরম এ্যাটেষ্টেশনের ব্যাপারে। ইনিও বয়স এ্যাটেষ্টেড করেননি এবং অন্য বিষয়গুলি এ্যাটেষ্টেড করে সীলমোহর দেননি। যাঁদের বুদ্ধি, যুক্তি এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এখনও develope করেনি, তাঁরা ব্লকের developement করবেন কেমন করে ?

অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান সবার ওপরে। আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে শাসনকার্য্য চালানো হচ্ছে। কাজেই পুরুলিয়ার ১নং ও হুড়ার বি, ডি, ওর মতো হাকিমেরা ভুলে যান যে হাকিমী করার সুযোগটা তাঁরা পেয়েছেন ৺সতীশ চন্দ্র সূত্রধর ও ৺রামকিংকর নাগ ও ৺রামানুজ মুখার্জীর মতো অখ্যাত লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের ফলেই।

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(চিঠিপত্র এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে সংক্ষেপে না লিখলে ছাপা সম্ভব হবেনা)

কুমারী নদীতে ঠিকাদারী না রাহাজানি

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয়

২০/১/৭৩ তারিখে এস, ডিও সদর পুরুলিয়া একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সেচ বিভাগীয় পুরুলিয়া এবং কন্ট্রাক্টারদ্বয় থেকে এক চুক্তি হয় যে পুরুষ ২/২৫ দৈনিক এবং কামিন ১/৭৫ দৈনিক হাজিরা হিসাবে কাজ করিলে পাইবে। কিন্তু তারপর থেকেই হাজিরা বন্ধ হয়ে যায় ঠিকার কাজ আরম্ভ হয়। পাথরের চৌকা ১০০ সিএফটিতে ১/৭৫ পয়সা এবং এক ঝুড়ি মাটি বা জগুড়া পাথর দেড় পয়সা। তাহাতে ঠিকাদার বাবু বলেন ইহাতে কামিনরা দৈনিক ১/৭৫ পয়সা থেকে ২-০০ টাকা রোজগার করে। বর্ত্তমানে বলছেন যে, কামিনরা ১০০ বা ১২৫ এর বেশী কাজ করতে পারছেনা। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে, এই কাজ করা হচ্ছে, বর্ত্তমানে স্থানীয় লোক যুধিষ্ঠির মাহাত কাজ পরিচালনা করেন। লোকটির বিরুদ্ধে মেয়ে এবং ছেলেদের দারুন অভিযোগ আছে। কিন্তু ভয়ে কেহ মুখ খুলিতে পারেনা যুধিষ্ঠির বাবু প্রথমেই শাসিয়ে দিয়েছেন, যে, তার কথা না শুনিলে খাদানে কাজ পাবেনা। তিনি একেবারে ক্ষুদে জমিদার; ঠিকাদার-এর (চৌধুরী) কোন নিজস্ব লোক এখানে থাকেন না। তাই যুধিষ্ঠির বাবু স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কামিনদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, তারা ১১০ থেকে ১২০টী টিকিট পায় অর্থাৎ ১১০ থেকে ১২০ ঝুড়ি মাটি ফেলে আর তাকে দেওয়া হয় ১/২৫ পয়সা। আর যারা চৌকার পাথর বহন করে তাদের তো কথাই নাই কারণ তারা মাপ জানেনা। তাদেরও ওই ১/২৫ হিসাবে পয়সা দেওয়া হয়। কাজ হারাবার ভয়ে কেহ কিছু বলতে পারেনা পুরুষদেরও ক্ষোভ যে, তারা এই দুর্দ্দিনে কিছু রেট পায়না। বাবু শ্রমিকদের অংশ চুরী করে হাজার হাজার টাকা জমাচ্ছে। বাবু কত বেতন পান জানিনা তিন হাজার টাকার জমি কিনেছেন এবং আরও বাবু বলেছেন জমি বিক্রয় হলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়। খাদানের মেয়েদের নিয়ে গিয়ে, নিজের জমিতে পাঁক মাটি দেওয়ানো হয়েছে। শুনা যাচ্ছে যে, জিলোটিন ও ডিটোনেটর বিক্রয় করে দেওয়া হচ্ছে। পুরুষরাও সব দেখেশুনে কাজ হারাবার ভয়ে কিছু বলেনা সমস্তটাই দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে করা হচ্ছে। কয়েক দিন আগে ঠিকাদার (চৌধুরী) নাকি বাবুকে তার অত্যাচারের কথা জানিয়ে চোরকে সাবধান করে গেছেন। শুনলাম তার ফল হিসাবে বাবু একটা গ্রামের কামিনদের কাজ করতে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাবুর ভোগের কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিছুদিন আগে সেচ মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন তিনি স্থানীয় কৃষকদের অসুবিধার কোন কথা জানলেননা—লেবাররা কি মজুরী পাচ্ছে জানালেন না শুধু বললেন যে কাজ হচ্ছেনা, সি, আর, পি দিয়ে কাজ করান—কাজ খুব ধীর গতিতে চলছে। একদিকে যুধিষ্ঠির বাবুর অত্যাচার—যাদের একটু সম্মান জ্ঞান আছে তারা কাজে আসেনা—অন্যদিকে এই অভাব অনটনের দিনে কিছু কাজের রেট বাড়ানো দরকার। আশা করি এই অত্যাচার ও শোষণের কিছু অবসান হবে। ইতি—শ্রীঅর্জুন মাহাত গ্রাম—আদাবনা তাং—৫/৬/৭৩।

—•—

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপে,
মুক্তি সাপ্তাহিক, মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

আপনাদের দ্বারা প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মুক্তি' পত্রিকার গত সপ্তাহের একটি সংবাদে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হলাম। বর্তমান অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার অভিপ্রায় কমলা টকিজ পুরুলিয়া এর কর্মচারীবৃন্দের তাঁদের প্রিয় সমিতি বি, এম, পি, ই, ইউ এর মাধ্যমে মালিকের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়ার সংবাদ আপনাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটা বিশেষ স্থান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনপ্রিয় ঐ সকল কর্মচারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই আপনাদের মাধ্যমে এবং সাথে সাথে শহরের সকলস্তরের দর্শকবৃন্দের ও জনসাধারণের নিকট আহ্বান রাখি ঐ সকল নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের ন্যায়সংগত দাবীদাওয়ার সমর্থনে সামিল হওয়ার জন্য।

কয়েকটি অসুবিধার নিদর্শন আপনার পত্রিকার মাধ্যমে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হল :

(১) মহিলাদের তৃতীয় শ্রেণীতে বসার ব্যবস্থা এক আদিম যুগের সিনেমা হ'লের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (২) মহিলাদের টিকিট ঘরের নিকট কোনপ্রকার আচ্ছাদন না থাকায় রোদে ও বর্ষায় ভীষণভাবে কষ্ট ভোগ করতে হয়। (৩) পুরুষদের জন্য একটা পায়খানার বন্দোবস্ত কাগজে কলমে আছে জানি, কিন্তু সেটা ব্যবহারের আওতার বাইরে, কারণ সেটা নানা প্রকার জঞ্জালে পরিপূর্ণ। (৪) টিকিট কাউন্টার মাত্র দুটি, সেখানথেকে মহিলা পুরুষ সকলেই টিকিটের জন্য হয়রাণ হয়। (৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেট কীপারের অভাবে দর্শকদের প্রচণ্ডভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। (৬) বায়ু নিষ্কাষণের যথাযথ ব্যবস্থার অভাব।

জনৈক দর্শক
পুরুলিয়া।

—•—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ৯ই জুন ১৯৭৩ (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০) পুরুলিয়া হইতে শিবপ্রসাদ মাহাত নামক একটি ছেলে নিখোঁজ হইয়াছে। তাহার বয়স ২৬ ; গায়ের রং কালো, উচ্চতা ৫ফুট। পরণে আছে সাদা বুকসার্ট ও হাঁটুর উপর সাদা মোটা ধুতি। তাহার প্রকৃতি—বোকা (লেলা) ধরণের।

বিধবা, বৃদ্ধা মায়ের সে একমাত্র সন্তান। তার মা আজ সন্তান বিরহে প্রায় পাগল হইতে চলিয়াছে।

যদি কেহ সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিম্নের ঠিকানায় জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

সন্ধান দিবার ঠিকানা :—
শ্রীরমণীকান্ত মাহাত
গ্রাম—কেট্‌লাপুর পোঃ—রুকনী
থানা—পাড়া, জেলা—পুরুলিয়া (পঃ বঃ)।

—০—

"বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, সরকারী পর্য্যায়ে কেহ যদি গমের ভুষির ডিলারশিপ লইতে আগ্রহী তাঁহারা পুরুলিয়া জিলার সমাহর্ত্তা মহোদয়ের নিকট দরখাস্ত করিতে আহ্বান করিতেছি।

দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে—গুদাম ঘর আছে কি না, সদর রাস্তা হইতে কতদূরে এবং আপনারা নিয়মিত আয়কর পরিশোধ করেন কি না।

অনুমতি অনুসারে
জিলা পশুপালন আধিকারিক
পুরুলিয়া।

—০—

শিক্ষক চাই

১৮ মাসের Leave Vacancyতে একজন B.A. Trained শিক্ষক চাই। সত্বর সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—
বালকডি কে, বি, এম, হাইস্কুল
পোঃ—বালকডি; জেলা—পুরুলিয়া।

—০—

শিক্ষক চাই

সিমলা মাজুরা আমডিহা জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে ২ জন বি, এ, পাশ শিক্ষক প্রয়োজন। অভিজ্ঞ, শিক্ষণপ্রাপ্ত ও সংস্কৃত বিষয়সহ বি, এ, পাশকে, অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩০/৬/৭৩ এবং ইণ্টারভিউ গ্রহণের তারিখ ১/৭/৭৩, সকাল ১১টা।

সম্পাদক
সিমলা মাজুরা আমডিহা জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ—সিমলা, জেলা—পুরুলিয়া।

—০—

সংশোধন

গত সোমবার কুড়ুকতোপা জুঃ হাঃ স্কুল সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল তাতে Wanted এর জায়গায় হবে "Deputation Vacancy"।

NOTICE

Applications are invited from the intending candidates for subdealership for the area Balarampur, Hura and Puncha by 2/7/73.

Applications should be submitted in plain paper to the Deputy Director of Industries (S.S.I.) and Acting Project Officer Rural Industries Project Nadiha, Purulia.

Deputy Director of Industries
(S.S.I.) & Acting Project
Officer, Rural Industries
Project, Purulia.

—০—

WANTED one B. Sc. with Physics, Chemistry and Mathematics and one B. A. with History and Pol. Science (preferably tranied) in deputation vacancies for Anara S. E. Rly. Colony High School, P. O. Anara R. S. (Purulia).

Apply to the Secretary so as to reach him by 28/6/73.

—০—

WANTED one B. Sc and one B. Sc. Hons. in Chemistry, Preferably trained in deputation vacancies. Apply to the Secretary Chandra High School, P.O.- Pairachali, Dist.—Purulia before 2/7/73.

—০—

WANTED a Arts graduate and a Science graduate Preferably trained for two Posts of teacher on deputation vacancy in Chipida Vidyamandir (Jr. High School) P. O.- Chitora, Dist—Purulia.

Application should reach the Secretary on or before 30/6/73. Interview will be held on 2/7/73 at 12-30 P. M in the School office.

Secretary
Chipida Vidyamandir
P.O. Chitora Dist—Purulia.

—০—

WANTED Two B. A. B. T. Teachers in Deputation Vacancy one of them with Sanskrit Combination in B. A.

Apply to the Secretary within 5/7/73. with the attested copies of Ciritificates and testimonials.

Secretary
Jambad Anchalik Jr. High School
& Proposed High School.
P. O.—Jambad Dist—Purulia.

—০—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা | সোমবার, ২রা জুলাই, ১৯৭৩, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬, সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

এত আচলের বাঁধাবাঁধির টানে তো গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপরই গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে। লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করে এবং তাহার ফলে মরে, তবে সে মরণ বাঞ্ছিত মুক্তি আনিবে। অবশিষ্ট সকলে তখন এই শিক্ষা লাভ করিবে যে, ঘোর স্বার্থপর ও অলস হইয়া পাপ করিতে থাকিলে আর চলিবে না।

—গান্ধীজী

—(০)—

পুরুলিয়া জেলার বড়টাঁড়ের হাটে হাল জোয়াল ধরে

বনবিভাগ সম্পূর্ণ বে-আইনী কাজ করেছে

বে-আইনী কাজের জবাবদিহী না দিয়ে এরা গুলি করে লোক হত্যা করে

হাল জোয়াল সম্বন্ধে প্রকৃত পরিস্থিতি মুক্তি—২৩ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা তারিখ ১৫ই পৌষ ১৩৬৯ – ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬২ থেকে হুবহু পুনর্মুদ্রিত করে দেওয়া হল। এতে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়েছে। বিশদ বিবরণ একটা বিরাট ইতিহাস। আদালতের রায় সম্বন্ধে বনবিভাগের সমস্ত কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই অবহিত থাকার কথা—কারণ ব্যাপারটা ঘটে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসার পাঁচ বছর পরে। হাইকোর্ট থেকে জজকোর্ট সর্বত্রই এর রেকর্ড রয়েছে। এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এটুকু বলার প্রয়োজন আছে যে—একজন অতি অপদার্থ ব্যক্তিকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভারে রাখা হয়েছে যিনি নিজের জেলার কোন খবর না রেখে জেলাবাসীকে গুলি করে মারেন। এর নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে বিভাগীয় বহু কর্ম্মচারী যা খুশী তাই করে চলেছেন। ইনি দপ্তর চালান না দপ্তর একে চালায়। পশ্চিমবাংলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইনি একটী প্রতীক মাত্র। এরা নিজেরা বে-আইনী কাজ করে জনসাধারণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে ক্ষমতার জুলুমে বঞ্চিত করে তাদের জন্তুর মত গুলি করে মারতে দ্বিধা করেন না। এই হচ্ছে আজ কংগ্রেসী শাসনের শ্বাপদীয় রূপ।

এখন 'মুক্তি' থেকে পুনর্মুদ্রিত হাল জোয়ালের ব্যাপারটি দেশবাসী পড়ুন :—

কুখ্যাত হাল জোয়াল মামলার পরিণতি

সরকারী দৌরাত্ম্যের অবসান

লোক সেবক সঙ্ঘ তথা জনশক্তির সংগ্রাম ও দৃঢ়তার জয়

হাল জোয়ালকে জঙ্গলের টিম্বারে পরিণত করার সরকারী অপচেষ্টা ব্যর্থ

জ্বলন্ত সরকারী মিথ্যাচার ও কংগ্রেসী দমনের ঘৃণ্য স্বৈরাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন : চাষীকে মারিবার ও জেলার চাষকে বিপন্ন করিবার কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র কত নগ্ন হইতে পারে

—জঙ্গল আইনের নামে তার অবিচার অত্যাচার ও ব্যাপক বীভৎসতার রূপ

সারা জেলায় হাল জোয়ালের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত

আইনের বিচারে চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হইয়াছে হাল জোয়াল কেনাবেচা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার সারা বাংলার জনগণের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ঘৃণ্য উপদ্রব, দমন পীড়ন ও ধরপাকড় করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী।

আড়াই বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কদর্য্য এক জঙ্গল আইনের অজুহাতে জনগণের হাল জোয়াল ব্যবহারের উপর বাধা সৃষ্টি করিয়া অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া সমগ্র জেলার চাষকে বিপন্ন করে। প্রতিকারের জন্য লোক সেবক সংঘ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বহু আবেদন করিয়াও যখন ফল হইল না—তখন এই সর্বনাশের নগ্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘ সারা জেলার দিকে দিকে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে। সত্যাগ্রহের সম্মুখে ভীত হইয়া সরকার ধরপাকড় বন্ধ করে সত্যাগ্রহের নিকট নতি স্বীকার করে। আর ধরা হইবে না—এই মর্ম্মে সংবাদ জানাইয়া তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার সংঘকে এক পত্র দেন। কিন্তু আইন বলবৎ থাকে ও সত্যাগ্রহে ধৃত বহু কর্ম্মীর বিরুদ্ধে সরকার মামলা চালাইতে থাকে। এবং দীর্ঘ আড়াই বৎসর ধরিয়া জজকোর্ট, হাইকোর্ট ২ৈ, রিভিসন প্রভৃতি বহু ব্যাপার পার হয়।

কিন্তু সংঘ দৃঢ়তার সহিত এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আইনের পথেও লড়াই করিয়া যায়। এবং অবশেষে, কদর্য্য জঙ্গল আইনের মিথ্যা প্রয়োগ ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া সংঘ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সরকার সারা বাংলায় এই মিথ্যা আইনের অবিচার চালাইতেছিল—আজ সারা বাংলার জনসাধারণ এই উপদ্রব হইতে ত্রাণ পাইল। সারা বাংলার জীবন ক্ষেত্র হইতে আজগুবি, উদ্ভট, ঘৃণ্য, দমনমূলক আইনের অবসান হইল। আজ সারা বাংলার ঘরে ঘরে এই অধিকারের সংবাদ প্রচারিত হোক।

এই কদর্য্য আইনের স্বরূপ

১৯২৭ সালের ভারতীয় আইনের অধিকারে রচিত ১৯৫৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গল দ্রব্য পরিবহণ আইনে বলা হইয়াছে যে, জঙ্গলের কাঠ বা রলা (টিম্বার) বা জঙ্গল জাতীয় কাঠ বা রলা—তাহা ব্যক্তিগত বা সরকারী হউক অথবা তাহা ছোলা বা আছোলা হউক—রাস্তায় লইয়া যাইতে হইলে রাস্তার জন্ম পাশ লইতে হইবে ও সেই কাঠ বা রলার উপর সরকারী দাগ চিহ্নিত করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহা না করা হয়—তবে মাল বাজেয়াপ্ত করার ও দণ্ড দিবার অধিকার সরকারের থাকিবে। কিন্তু কোন জিনিষ যদি কাঠ বা রলা হইতে প্রস্তুত করা হয়—কারিগর দ্বারা জিনিষে রূপান্তরিত হয়—তবে তাহা আইনের মধ্যে পড়িবে না।

ইহা উদ্ভট ও সংবিধান বিরোধী কেন

এই মূল আইনটিই সংবিধান বিরোধী ও উদ্ভট। কারণ সরকারের দ্বারা রক্ষিত জঙ্গল হইতে প্রথম কিনিয়া কাঠ লইয়া যাইতে হইলে এই ব্যবস্থা না হয় রাখা চলিতে পারে। কিন্তু নিজের কাঠ হইলে বা জঙ্গলের কাঠ কিনিয়া আনিয়া রাখিয়া পরে তাহা স্থানান্তরিত করিতে হইলেই যদি প্রত্যেক সময় দূরান্তরে অবস্থিত সরকারী অফিসে গিয়া সরকারী পাশ ও লোহার শিলের ছাপ লইতে হয় তাহা হইলে জীবনযাত্রা অচল হইয়া যায়। অসাধু সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের দ্বারা জঙ্গল উজাড় হইতেছে—জঙ্গল রক্ষার ক্ষমতা সরকারের নাই। তাহার চোট জনগণের উপর পড়িতেছে। ফলে এই হবুচন্দ্রীয় আইন। পায়ে ধূলা লাগার প্রতিকারে পায়ে জুতা না লাগাইয়া সারা ধরণীর ধূলির উপর চামড়া লাগাইবার প্রয়াস চলিয়াছে। এইরূপ উদ্ভট আইনে সত্যই কাজ চলিতে পারে না। কোথাও চলিতেছেও না। আইন খাড়া রাখিয়া কর্ম্মচারী ও অফিসারদের ব্যাপক বেআইনী ঘুষ আদায়ের রাজত্ব চলিতেছে। এই আইনটির বিরুদ্ধে সারা বাংলায় আন্দোলন চলা উচিত। লোক সেবক সংঘ এই আইনের বিরুদ্ধে নিত্যই আন্দোলন ও প্রতিরোধের কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে। সংবিধান অনুসারে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার যে অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত আছে—এই আইন তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা ক্ষতিকর, বিভ্রান্তিজনক ও সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক।

হাল জোয়ালও অবশেষে হইল জঙ্গলের রলা !!

এই আজগুবি আইনটির এক ভয়াবহ উদ্ভট অপপ্রয়োগ দেখা দিল—১৯৭০ সালে হাল জোয়ালের উপর। গ্রামে ঘরে সাধারণ চাষীদের উপর সরকারী অফিসারেরা জুলুম শুরু করিল যে, হাল জোয়ালও জঙ্গলের কাঠ—ইহা টিম্বার, ইহা তৈরী করা কোন জিনিষ নহে· সুতরাং ইহার জন্ম পাশ ও ছাপ চাই—না হইলে ধরপাকড়। অর্থাৎ ধরপাকড়ের ভয় দেখাইয়া ঘুষ আদায়ের ব্যাপক রাজত্ব সুরু হইল। চাষের সময় হাটে হাটে হাল জোয়াল কেনা বেচা ভয়ে প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। সমগ্র জেলার চাষ বিপন্ন হইতে লাগিল।

সুরু হইল সংঘের সত্যাগ্রহ

এই অবস্থা দেখিয়া লোক সেবক সংঘ চাষের প্রাক্কালে জেলার কর্ম্মীদের ব্যাপক হাল জোয়াল সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিলেন। নিজেদের বিপন্ন করিয়াও দিকে দিকে কর্ম্মীর দল সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হইলেন। ২৫-৫-৭০ তারিখে বান্দোয়ান হাটে প্রথম ধরপাকড় সুরু হইল। কর্ম্মীর দল সত্যাগ্রহে ধরা পড়িতে লাগিলেন। সংঘের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হওয়ায় এবং সারা জেলায় জনগণের মধ্যে আন্দোলনের বিশাল সাড়া পড়ায়—সরকার ভীত হইয়া ধরপাকড় বন্ধ করিলেন। কিন্তু অপকৌশল জারী রহিল। আইন বলবৎ রহিল। ধৃত কর্ম্মীদের উপর উপরোক্ত জঙ্গল আইনের ৪ (২), ৪ (৩), ৬, ৯ (২) এবং ১১ (১), ১১ (২), ধারায় মামলা চলিতে লাগিল।

হাইকোর্টে সংঘের আবেদন ও হাইকোর্টের রায়

লোক সেবক সংঘ হাইকোর্টে এই মামলাগুলি বাতিল করার জন্ম মামলা আনয়ন করেন। তাহাতে জানান যে, এই হাল জোয়াল ঐ আইনের আওতায় পড়ে না। এবং আইনটিই সংবিধান বিরোধী কি না—সেই প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া বলেন যে, হাল জোয়াল কিভাবে প্রস্তুত তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য না থাকায় ইহা টিম্বার না প্রস্তুত জিনিষ তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। অতএব, নিম্ন কোর্টে ইহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ লওয়া হউক। সুতরাং নিম্নকোর্টে পুনরায় বিচার চলিতে লাগিল।

নিম্নকোর্টের রায় : হাল জোয়াল কাঠ নহে : জনগণের ন্যায় সঙ্গত দাবী

বহু কর্ম্মীর উপর পৃথকভাবে মামলা চলিতেছিল। নিম্নকোর্টে প্রথমে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, পি, সেনগুপ্তের কোর্টে মামলাগুলি চলিতেছিল। সহসা তিনি বদলি হইয়া যান। মামলাগুলি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীজে, সি, দাসের কোর্টে চলিতে থাকে। তিনি প্রথম মামলাটিতে বিচার করিয়া রায় প্রদান করেন যে, হাল জোয়াল কখনই কাঠ বা রলা পর্য্যায়ের বস্তু নহে ইহা কাঠ হইতে প্রস্তুত করা জিনিষ। সরকার পক্ষের মামলা ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত। সুতরাং আসামীকে মুক্তিদান করিলাম।

সরকারের অস্থিরতা

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই রায়ে সরকার বিব্রত হইয়া জজকোর্টে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া মামলা দায়ের করিলেন। এবং অপর মামলাগুলি ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে সরাইবার জন্ম আবেদন জানাইলেন। এই আবেদনও বাতিল হইল।

জেলা জজ রায় : জন-অধিকারের জয়

এবং অবশেষে জজ সাহেব তাঁহার বিচারে রায় প্রদান করিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় সমর্থনযোগ্য। সুতরাং তিনি সরকারী আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। বেআইনী অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার জয়যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হইল।

অবশেষে মামলাগুলি প্রত্যাহৃত

পরিশেষে অবস্থা বেগতিক দেখিয়া সরকার ১৭-১১-৭২ তারিখে অপর সমস্ত মামলাগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। জনশক্তির দৃঢ়তায় সুবিচারের কাছে সরকারের পরাজয় ঘটিল।

কংগ্রেসী শাসন আজ কত অধঃপতিত

হাল জোয়াল যে শুধু কাঠ বা রলা মাত্র নয়—তাহা প্রস্তুত করা জিনিষ—ইহা ভারতবাসী প্রত্যেকটি মানুষ জানে। তথাপি এই দিনের আলোর ন্যায় উজ্জল সত্য বিষয় লইয়াও এই ভাবে একটা দেশের সরকার এইরূপ ঘৃণ্য উপদ্রব ও নগ্ন জনপীড়ন করিতে পারে—সারা বিশ্বে তাহা কংগ্রেসী শাসনেই সম্ভব। সারা দেশের বাঁচিবার আশ্রয় যে কৃষি কাজ, তাহাকে সব রকমের সহায়তা দেওয়া যেখানে দেশের শাসন শক্তির কাজ সেখানে যদি সরকার এইরূপ দানবীর পীড়ন ও আইনের মিথ্যাচার দ্বারা সেই কৃষি কাজকে ব্যাপকরূপে দলিত ও বিধ্বস্ত করিতে মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়—সেখানে সেই সরকারকে মাটির ধূলায় গুঁড়াইয়া দেওয়া দেশের প্রত্যেকটি মানুষের পবিত্র কর্তব্য। যেখানে দেশের গঠন কাজের জন্ম শক্তি দিবার ক্ষমতাই সরকারের কুলাইতেছে না—সেখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া সরকারী সময়, শক্তি ও অর্থের এইভাবে অপচয় করিয়া—আদালত ও রাজ্য কর্মচারীদের বিব্রত করিয়া রাখিবার ধারা অনুসরণ করিয়া সরকার কেন মনুষ্যত্বের এরূপ বিকারের পরিচয় দিতেছেন—ইহা ভাবিয়া জনগণ বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—কংগ্রেসী শাসনজীবনের ধারাই আজ এই।

—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—·—

পুরুলিয়া গুলি-কাণ্ডের সম্পর্কে
লোক সেবক সংঘের সচিবের বিবৃতি

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন

জনবহুল হাটে বনবিভাগের কর্মচারীদের হামলার সূত্রে নিরপরাধ জনমণ্ডলীর উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ জনের মৃত্যু ও ৩ জনের গুরুতরভাবে আহত হওয়ার বর্বরোচিত ঘটনায় এই জেলার অধিবাসীরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছে।

গত ১৮ই জুন বনবিভাগের অফিসারেরা কাঠের হাল·জোয়াল বিক্রয় করা বে-আইনী কাজ এবং যে কাঠ দিয়ে ঐ সব হাল জোয়াল নির্ম্মিত হয়েছে তা অন্যায় ও বে-আইনীভাবে বন থেকে চুরি করা কাঠে তৈরী এই অজুহাতে হাটে হামলা করেন। সংশ্লিষ্ট বিক্রেতারা উপরোক্ত অভিযোগ

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি
১৭ই আষাঢ়, ১৩৮০, সোমবার

মানুষ নহিতো—আমরা মেষ

বিহার, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা এই চারিটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী মণ্ডলী, বিধানসভা প্রভৃতির পতন, অভ্যুত্থান ও পরিবর্ত্তন প্রভৃতিতে যাই হোকনা কেন একটা ব্যাপার খুবই সুপরিস্ফুট—সেটা হচ্ছে সবই হচ্ছে একজনের ইচ্ছায়। কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত সংকটই হচ্ছে নিজেদের সৃষ্টি। কিন্তু সেই সংকটে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে যাইহোক একটা গতি দেবার মতো মরদ মানুষ সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের মধ্যে কেউ নেই। আসাম থেকে গুজরাট আর কেরালা থেকে হিমাচল প্রদেশ - সবাই চেয়ে আছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কি বলেন। শ্রীমতী গান্ধী বললেন—অমুকে মন্ত্রী হোন—অমুকে মন্ত্রীপদ ছাড়ুন—ব্যস তাই হল। রাজ্য কংগ্রেস সংসদীয় দল যদি নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে চান—তাহলেও বৈঠক করে তারা নির্ব্বাচন করবেন তাও শ্রীমতী গান্ধীর স্বীকৃতি সাপেক্ষ।

এটা সমস্ত গতি ও পরিস্থিতির কেবল আংশিক প্রকাশ মাত্র—কতকগুলি ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়েছে ও হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে প্রকৃত পরিস্থিতিটা হচ্ছে যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে একজনেরই ইচ্ছা অনুযায়ী কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত ও কংগ্রেসের অধীনস্থ সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একজনের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলছে। এক তামিলনাড ছাড়া ভারতবর্ষে যে রাজ্যগুলি আছে সমস্তই কংগ্রেসের অধীন (মনিপুর অকংগ্রেসী ছিল রাষ্ট্রপতির শাসনে সেটিও কংগ্রেসের অধীন হল); শ্রীমতী গান্ধীর অংগুলি হেলনে চলেছে। সুতরাং একথাটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের কম বেশী পঞ্চান্ন কোটি নরনারীই আজ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। লোকসভা, বিধানসভা, নির্বাচন এবং এদের গণতান্ত্রিক বিশেষণ অধ্যাস মাত্র। পুস্তকে লিখিত গণতান্ত্রিক সংবিধানের বর্ত্তমানে বাস্তব কার্য্যকরীরূপ হচ্ছে—একতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। সর্বোপরি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র আজ একজন মহিলার স্বৈরতন্ত্রের তাঁবেদার।

এই পৃথিবীর মানুষের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত যা কিছু এবং যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতে কদাপি এবং কুত্রাপি এইরকম কোন পরিস্থিতির কোন পরিচয়, কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ এই বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বিশ্বের মানুষ যখন বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক চেতনায় জাগ্রত ও ক্ষমাহীন তখন ভারতবর্ষের মত দেশে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তি সহকারেই চলছে।

এই পরিস্থিতি কতদিন কিভাবে চলতে পারে বা চলবে এবং এর পরিণতি কি সে সমস্ত অদূর এবং সুদূর ভবিষ্যতের কথা এবং যারা বর্ত্তমানের নির্ভুল ও বাস্তব যাচাই করতে সমর্থ তারা কিছু কিছু অনুমান করতে পারেন মাত্র। কারণ আমরা যে সমস্ত, লক্ষণ, নিদর্শন বা পরিস্থিতির অস্তিত্বের সন্ধান পাই তা ছাড়াও এমন অনেক কিছু থাকে যা আমরা অনুমানও করিনা বা করতে অসমর্থ।

এর কার্য্য কারণের বিচার বিশ্লেষণে স্বাভাবিক ভাবেই মত পার্থক্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য থাকবেই। সে ক্ষেত্রে দৃষ্টি যতই গভীরে অনুপ্রবেশ করুক না কেন, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যত তত্ত্বই সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা হোক না কেন তার দ্বারা বর্ত্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হতে যাচ্ছে না।

রাষ্ট্রপতি গিরির নির্ব্বাচন, পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে নতুন নির্বাচন এবং পরিশেষে রাজ্যে রাজ্যে বিধান সভার সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে যখন সমস্ত সরকারী এবং বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শ্রীমতী গান্ধীর হাতে আসতে লাগলো—অথবা তিনি অধিকার করলেন, তখন থেকেই—তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে দানা বাঁধতে লাগল। বর্ত্তমানে দেশে অনেক পরিস্থিতিই ঠিক নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছেনা এবং কংগ্রেসের মধ্যেও আত্মদ্বন্দ্ব এমনই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে যার ফলে সমস্ত কাঠামোটাতেই তার ধাক্কা আর কোন অনুমানের অপেক্ষা রাখেনা। তাহলেও এর দ্বারা এক নায়িকার ক্ষমতার আধিপত্যের কোন অপহ্নব সূচিত করেনা।

কিন্তু এ হল একটা দিক। এর যে আর একটা দিক আছে সেটাই বিশেষভাবে আলোচ্য এবং তার জন্তই এটারও প্রয়োজন। এক নায়কত্বের সমর্থনে ও বিরোধীতায় তত্ত্বগত ও তথ্যগত আলোচনা ও প্রতিআলোচনা বিশদ ব্যাপার। তার স্থান এ নয়। কিন্তু একটা জাতি যে মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং অবিরাম ও অবিচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্রের কথা বলে আসছে এবং সেই অনুসারে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চলে আসছে সে জাতিটা এমন অসহায়ভাবে একজনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর ভরসা করে বসে আছে—এও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ! আজ ভারতবাসীর অবস্থা দেখলে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয় যে—পঞ্চান্ন কোটি নাবালককে এক মহিলা ছেলে ভুলানো ছড়া ও খেলার জিনিষ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন আর এই নাবালকেরা মাইপোষ মুখে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পোষাক পরে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিচিত্র এই ব্যাপার ! সারা দেশে একটা বলিষ্ঠ মানুষ নেই—কি দক্ষিণপন্থী কি বামপন্থী কোন পন্থীর মধ্যেই। দেশের সব পন্থীদের রাজনীতি একটি সূর্য্যকে কেন্দ্র করেই ঘূর্ণ্যমান সেটি হচ্ছে নির্ব্বাচন ও ক্ষমতা দখল। দেশের লোকের কাছেও সব জিনিষেরই নিরিখ ঐ একই হয়ে গেছে। নির্ব্বাচনে তাড়িত পশুপালের মত তারা ভোট দিয়ে সদ্যোজাত পক্ষীশাবকের মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে—পক্ষীমাতা কখন তাদের গলায় খাবার ঢুকিয়ে দেবে। এখানে এক নায়কত্ব ছাড়া কি গণতন্ত্র চলতে পারে? আমাদের এই দেশে স্বাধীনতার পরে তাই গণতন্ত্র হয়নি—গণতন্ত্রের নামে এক নায়কত্বই চলে এসেছে--শ্রীমতী গান্ধী কেন, আমাদের দেশের যে পরিস্থিতি চলে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা যে করায়ত্ত করতে পারবে—যে ধারাতেই হোক বা যে নামেই হোক, সেই এক নায়কত্ব করবে—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ক্ষেত্রে। যেখানে পঞ্চান্ন কোটি মেষ সেখানে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝা যায় তা কেমন করে সম্ভব—ধারণায়ও আনা যায় না। মেষ পালক বা মেষ পালিকার পরিবর্ত্তন হতে পারে—দক্ষিণ থেকে বামে মেষদের গতিও হতে পারে—কিন্তু মূলগত যে মেষ ধর্ম্ম, যে মেষবৃত্তি তার পরিবর্তন না হলে মনুষ্যোচিত গণতন্ত্র কেমন করে হতে পারে? এই মেষের দঙ্গলে পড়ে সিংহশাবকরাও মেষের প্রবৃত্তি গ্রহণ করেছে।

আজ তাই যেদিকে চাই সেদিকেই দেখি মেষের পাল ঠোকাঠুঁকি করতে করতে চলেছে। এদের মধ্যে যারা সিংহ শাবক আছে—তাদের আত্মসচেতন করবার মতো ভারতবর্ষে কেউ নেই !—চলেছে মেষের মিছিল আর তাদের পরিচালক পরিচালিকারা তাদের মন্ত্র শিখাচ্ছে—"মানুষ নহিতো আমরা মেষ"।

বি, দাসগুপ্ত

—·—

পেন্সনের জন্য প্রতারণা ও মিথ্যা হলফ

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(১)

এই পুরুলিয়া জেলাতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সনের সব পর্য্যায়ই শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আবেদন, মঞ্জুর ও টাকা প্রাপ্তি এই তিনটি পর্য্যায়েরই বেশ সুষ্ঠুভাবেই পরিসমাপ্তি হল। আবেদন করার শেষ তারিখ ৩০শে জুন করা হয়েছিল—সেটাও পার হয়ে গেল। আবেদন করার সময় বেশীর ভাগ আবেদনকারীই বিশ্বাস করেন নাই যে এভাবে কোন পেন্সন ও টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যখন সত্যই পাওয়া যেতে লাগল তখন যারা কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবেও এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তারা অনেকেই নানারকম মিথ্যা দলীল তৈরী করে আবেদন করার জন্ম উঠে পড়ে লাগলেন। দুচার জন মিথ্যা এফিডেবিট করে আবেদন পাঠিয়েও দিয়েছেন।

এই পেন্সনের ব্যাপারটা আরও যে রকম প্রসারিত হওয়া উচিত ছিল—তা না হলেও অন্ততঃ আমাদের জেলার বহু দুঃস্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী বা মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দুঃস্থ পরিবার এই পেন্সন পেয়ে সত্যই পুনর্বাসিত হয়েছেন। সেদিক থেকে এটা খুবই একটা বড় কাজ হয়েছে।

পুরুলিয়াতে আমরা কলিকাতার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন ও অফিসের যোগাযোগে কাজ করেছি এবং করছি। এখানে মুক্তি প্রেসে স্বাধীনতা-সংগ্রামী-অফিস স্থাপন করে দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবেদন পত্র, প্রমাণ পত্র প্রভৃতি সংগ্রহে ও আবেদন পাঠান থেকে সুরু করে টাকা পাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে সমস্ত রকম সাহায্য ও

ব্যবস্থা করার জন্য—এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা আমাদের মারফত আবেদন পাঠিয়েছিলেন তাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নাই।

সংগ্রামীদের কারাদণ্ড ও কারাবাসের দলীল পত্র বা সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যারা ১৯৩০ থেকে জেলে গিয়েছেন থানার বিশিষ্ট কর্মিদের কাছে, আমাদের কাছে—পুরুলিয়া, হাজারীবাগ, পাটনা ক্যাম্প জেল, ভাগলপুর জেলে যারা ছিলেন—তাদের প্রায় সকলেরই কারাদণ্ডের কালসহ তালিকা ছিল বা আছে। তাছাড়া আমরা বিহার সরকার ও হাজারীবাগ জেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে যা কিছু রেকর্ড ছিল সমস্ত তন্ন তন্ন করে দেখে যতগুলি সার্টিফিকেট পাওয়া সম্ভব ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত—সব এনেছিলাম এবং জেলের রেকর্ড থেকে লিষ্টও এনেছিলাম। তারপরে থানায়-থানায় কর্মীরা জানেন যে কোন গ্রামের কে কতদিন কিভাবে জেলে গেছেন—হাজতে থেকেছেন, কত কারাদণ্ড হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কারণে পুরুলিয়া-স্বাধীনতা-সংগ্রামী-অফিস থেকে যে সমস্ত আবেদন পত্র গেছে—তার প্রত্যেকটি সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রয়োজনীয় দলীল সহ এমন নিখুঁতভাবে গেছে যে কোন একটি আবেদন সম্বন্ধেও কোন প্রকার দ্বিধার অবকাশই হয় নাই। ফলে প্রত্যেকটি আবেদন পত্র মঞ্জুর হয়ে আবেদনকারীরা পেন্সন পেয়েছেন। দু একটির সংবাদ এখনও আসে নাই—তবে শীঘ্রই এসে যাবে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামী-অফিস থেকে কোন রকম দ্বিধার অবকাশ না দিয়ে বহু কংগ্রেসীদেরও জেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদন পত্র পাঠাতে পূর্ণ সাহায্য করা হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসাগর মাহাত থেকে সুরু করে বরাবাজার ও অন্যান্য থানার বহু কংগ্রেস কর্মীকে এবিষয় সাহায্য করা হয়েছে। যেখানে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী আবেদনকারীর যোগ্যতা নেই— সেখানে কোন রকম দ্বিধা না করে অস্বীকার করা হয়েছে। এবিষয়ে অনেক লোকসেবক সংঘের সমর্থককেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা এখানে মিথ্যার কারবার করতে সক্ষম হন নাই—তারা কংগ্রেস অফিসে যেয়ে কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের ধরে মিথ্যা এফিডেবিট করে মিথ্যা সার্টিফিকেট নিয়ে আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন। বস্তুতঃ কংগ্রেস কর্মকর্তাদের মধ্যে দুএক জনের কাজই ছিল মিথ্যা এফিডেবিট করিয়ে মিথ্যা আবেদন পত্র পাঠানো। দুঃখের বিষয় হলেও এটা অতি বাস্তব সত্য। তারপরে প্রকৃতভাবে যারা পেতে পারে—তাদের আবেদন পত্রগুলিও এমন ত্রুটিপূর্ণ করে পাঠানো হয়েছিল যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা আমাদের কাছে এলে আমরা নতুন করে সমস্ত ব্যবস্থা করে আবেদন পত্র পাঠাবার সাহায্য করে দিই।

জেল রেকর্ডের অভাবে প্রাক্তন বা বর্ত্তমান যে কোন এম, পি, বা এম, এল, এ, যারা আবেদনকারীর সঙ্গে একসঙ্গে ৬মাস বা ততোধিক কাল একসঙ্গে এক জেলে ছিলেন তাদের সার্টিফিকেট দেবার সরকারী ব্যবস্থা আছে—অন্য কারো সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা নেই। একেত্রে বর্ত্তমান কংগ্রেসী এম, পি, এম, এল, এ, সহ কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের অনেকে সার্টিফিকেট তো দূরের কথা পাইকারী হারে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে জাল আবেদনকারীর আবেদন পত্র পাঠাতে সাহায্য করেছেন। বর্ত্তমানে এই জেলায় যারা এম, এল, এ, এম, পি, আছেন--তাদের মধ্যে একটি লোকেরও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিলনা—অনেকে এবিষয়ে কিছুই জানেন না, অনেকের তখনও জন্ম হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু মিথ্যা সার্টিফিকেট বা মিথ্যা সুপারিশ করতে তাদের উৎসাহ উল্লেখযোগ্য।

এবিষয়ে যারা যারা মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়েছেন ও মিথ্যা সুপারিশ করেছেন তাদের মধ্যে মন্ত্রীও আছেন। আমরা যথা সময়ে এদের ব্যাপারটা প্রকাশ করব।

এদের মিথ্যা সুপারিশ ও মিথ্যা সার্টিফিকেট নিয়ে যারা আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে দুএকজন পেন্সন পেয়েও গেছেন। আমরা মুক্তিতে প্রথমেই ঘোষণা করেছিলাম যে—সমস্ত প্রকৃত পাত্রের জন্য যেমন আমরা অকুণ্ঠভাবে চেষ্টা করব তেমনি যেখানে মিথ্যা ও তঞ্চকতা সেখানে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে আমরা কোন কিছুই বাকী রাখব না। বস্তুতঃ এটা জাতীয় কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে এই প্রবঞ্চনা তঞ্চকতা ও মিথ্যাচার অতি নিম্নস্তরের জঘন্য অপরাধ। আমাদের জেলায় যারা এরকম করেছে আমরা একে একে তাদের পরিচয় প্রকাশ করার জন্যই বর্ত্তমানে এই প্রস্তাবনা দিয়ে সুরু করলাম।

শ্রীভোলানাথ হালদার

প্রথমেই আমরা উল্লেখ করছি ঝালদা থানায় তুলিন গ্রামের শ্রীভোলানাথ হালদার সম্বন্ধে। মুক্তিতে যে তালিকা বেরিয়েছে সেই তালিকাতে এর নাম ১৩নং; নম্বর হচ্ছে 33/9629/72-FF III। এর ২০০/- টাকা করে পেন্সন মঞ্জুর হয়েছে। এর নাম বেরোবার পরে তুলিনের বহু লোক এসে অনুযোগ করে যে আপনারাও এই সমস্ত মিথ্যা আবেদন পত্র পাঠাতে সাহায্য করেছেন! শ্রীভোলানাথ হালদার লোকসেবক সংঘের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বিধায় তার প্রবঞ্চনার কাজে বহু লোকেই দুঃখিত হয়। আমরা তাদের ও জনসাধারণের অবগতির জন্য জানাই যে তার আবেদন পত্র আমাদের অফিসের মারফত পাঠান হয় নাই। সবচেয়ে আরও দুঃখের কথা এই যে—তিনি তার এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে এবিষয় সম্প্রতি মিথ্যা এফিডেবিট করাতেও ইতঃস্তত করেন নাই।

এবিষয়ে পরবর্তী সংখ্যা থেকে বিশদভাবে লিখবো এবার শুধু প্রস্তাবনা করলাম মাত্র। এবারের মতো শেষ করবার পূর্বে একথাও জানিয়ে রাখি যে—আমরা যা লিখবো সে সম্বন্ধে যদি কারও কিছু বলবার থাকে তবে তিনি সংক্ষেপে লিখে জানালে আমরা তা প্রকাশ করব।

পরের সংখ্যায় শ্রীভোলানাথ হালদারকে নিয়েই আরম্ভ করা যাবে।

(ক্রমশঃ)

উড়িষ্যায় কটকে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের বিপর্য্যয়

উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় কটক সহরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সম্প্রতি যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেল সেই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় কংগ্রেসের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

এই মিউনিসিপ্যালিটিতে **৩০টি** আসন। মহতাব-বিজু পট্টনায়কের নেতৃত্বে প্রগতি পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে এই নির্বাচন নিয়ে মর্য্যাদার লড়াই চলে। ২৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ যে—৩০টি আসনের মধ্যে প্রগতি পার্টি **২১টি** আসন দখল করে; সোস্যালিষ্ট পার্টি নেয় **২টি**। কংগ্রেস মাত্র **৫টি** আসনে জয়লাভ করতে পেরেছে আর নির্দ্দলীয় প্রার্থীরা **২টি** আসন দখল করে। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও জনসংঘ প্রার্থী দাঁড় করান সত্বেও একটিও পায়নি।

গত ৮ বছর ধরে কটক মিউনিসিপ্যালিটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে ছিল। অতীতেও এই মিউনিসিপ্যালিটিতে বরাবরই কংগ্রেসের প্রাধান্য থাকতো।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রগতি পার্টির নেতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব এই নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বলেন যে--কটকের নির্ব্বাচনের এই ফলাফল পরিষ্কারভাবে এইটাই প্রমাণ করেছে যে—উড়িষ্যাতে কংগ্রেস তার ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে এবং বিধান সভার আগামী মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে এটা আরও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হবেই।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন দুর্ঘটনায় আহত

গত ২৫শে জুন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সংগঠন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতায় এক পথ দুর্ঘটনায় আহত হন। শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে।

পার্ক ষ্ট্রিট ও ক্যামাক ষ্ট্রিটের সংযোগস্থলে এই দুর্ঘটনা ঘটে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। কাছেই একটি ফ্ল্যাটে শ্রীসেন থাকেন। লোড-সেডিংয়ের জন্য পাখা বন্ধ আলো নেই। তাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন একাই। ঘুরতে ঘুরতে ময়দানের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তা পার হবার জন্য ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকা একটা মোটর সাইকেল ধাক্কা দিয়ে উধাও হয়ে যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে দেখে কর্মরত ট্রাফিক পুলিশ দৌড়ে আসেন। আরও পুলিশ এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে আসে। হাসপাতালে তিনি ক্রমশঃই আরোগ্য লাভ করছেন।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অস্বীকার করে এবং অন্যায় ও অযৌক্তিক সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করে। জনৈক স্ত্রীলোকের উপর বনরক্ষী কর্ত্তৃক অত্যাচারকে কেন্দ্র করে উপদ্রবের সূত্রপাত হয়। স্ত্রীর প্রতি চপেটাঘাতের প্রতিবাদে তার স্বামীও সংশ্লিষ্ট বনরক্ষীকে পাল্টা জবাব দেয় এবং তার পর বনরক্ষীরা বেপরোয়াভাবে জনতার উপর লাঠি চার্জ্জ করে। কিছুলোক এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ইষ্টক প্রস্তর বর্ষণ করে এবং পুলিশও গুলিবর্ষণ সুরু করে দেয়।

আমরা এই পুলিশী গুলিকাণ্ডের অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছি না। খোলাবাজারে হাল জোয়াল ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে লোক সেবক সংঘের সঙ্গে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের একটা লড়াই সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিলো। শেষ পর্য্যন্ত হাল-জোয়াল সত্যাগ্রহ এবং সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে সরকার পক্ষই সম্পূর্ণভাবে দোষী। তা সত্বেও পুনরায় সরকারী উপদ্রব সুরু হয় এবং আমার মনে হয় বনমন্ত্রী তৎকালীন সরকারের সমর্থকরূপে তাঁর পুরাতন আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য এবং জনসাধারণকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উপরোক্ত পুলিশী গুলিকাণ্ড কেবল সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকই ছিল না- সেই সঙ্গে "খুন করার জন্যই গুলি" কর এই ঘৃণ্য নীতি অনুসরণ করেছিলো।

আমরা উপরোক্ত গুলি চালনার প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করছি এবং এই জেলার মন্ত্রী হয়ে এইরূপ অন্যায় অযৌক্তিকভাবে নিজের জেলার লোকের রক্তপাত ঘটানর গুরুতর অপরাধে শ্রীসীতারাম মাহাতর পদত্যাগ দাবী করছি।

——•——

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের কংগ্রেসী সদস্যদের দ্বারা পতন ও অভ্যুদয়

বিহারের নূতন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল গফুর

পাটনায় শ্রীকেদার পাণ্ডের উপর অনাস্থা জ্ঞাপনের পরে এইটাই নির্দ্দিষ্ট ছিল যে—বিহার কংগ্রেস পরিষদ দলের সভাতে গণতান্ত্রিক মতে মুখ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হবে। কিন্তু তা হয়নি। বিহার কংগ্রেস পরিষদ দল ঠিক করেন যে প্রধান মন্ত্রীই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা ঠিক করে দেবেন।

২৭শে জুন সকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিদেশ সফর শেষ করে দিল্লীতে পৌছেন। সেই দিনই তাকে বিহারের পরিস্থিতি জানান হয়। ২৮শে জুন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের এক বৈঠকে স্থির হয় যে দু-একদিনের মধ্যেই শ্রীমতী গান্ধী তার মনোনয়ন প্রকাশ করবেন এবং আগামী তিন-চারদিনের মধ্যেই বিহারে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। শ্রীমতী গান্ধী সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে জুনের সংবাদে প্রকাশ যে—বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল গফুরকেই বহিস্কৃত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডের স্থলে মুখ্যমন্ত্রী করা হল। দিল্লীতে রাত ৯টা থেকে রাত ২টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিহারে দুই যুযুৎসু কংগ্রেস উপদলের দুই নেতা—প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্র দুজনেই এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়েই নূতন মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন।

গুজরাটে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ

গুজরাটে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন ধরনের। গুজরাটের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঘনশ্যাম ওঝার বিরুদ্ধে কংগ্রেস পরিষদ দলের অমূল দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি উপদল বহু দন থেকে বিক্ষোভ জানিয়ে আসছিলেন এবং শ্রীওঝাকে সরিয়ে নূতন একজন কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে বলে আসছিলেন। দুই উপদলের মধ্যে একটা আপোষ করার জন্য বহু চেষ্টা কংগ্রেস সভাপতি ও নেতারা করেন কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়।

গত ২৭শে জুন আমেদাবাদে বিক্ষুব্ধদের এক বৈঠকে রাজ্য কংগ্রেস পরিষদ দলের ১৩৮ জন কংগ্রেসী সদস্যের মধ্যে ৭০ জন সদস্য শ্রীওঝার প্রতি এক লিখিত অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাতে স্বাক্ষর করে কংগ্রেস সভাপতিকে দেন।

গত ২৮শে জুন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে ঐ অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা করা হয়। বোর্ড এবার আর রাজ্য কংগ্রেসের কংগ্রেস পরিষদ দলের বৈঠকে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা করার কথা বললেন না—যেমন বিহারে হয়েছিল। ঐ লিখিতভাবে অনাস্থা প্রকাশের ভিত্তিতেই বিচার করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঘনশ্যাম ওঝার পদত্যাগের সিদ্ধান্তে সম্মতি দেন। ব্যাপার দেখে শ্রীওঝা পূর্ব্বেই তার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

শ্রীঘনশ্যাম ওঝা গত ২৯শে জুন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

এরপরে নূতন মুখ্যমন্ত্রী নির্ব্বাচনের জন্য রাজ্য কংগ্রেস পরিষদ দলের বৈঠক আমেদাবাদে ৯ই জুলাইয়ে হবে। এই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে দুই পক্ষ থেকে প্রার্থী খাড়া করা হবে এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দুই পক্ষ থেকেই জোর প্রস্তুতি চলেছে।

কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের নিস্ক্রমন ও প্রবেশ

এই জুন মাসের মধ্যেই তিনটি কংগ্রেসী রাজ্যে কংগ্রেসীদের মধ্যেই অন্তর্বিরোধের ফলে তিনজন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বিদায় নিলেন। উত্তর প্রদেশের শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি গেছেন ১২ই জুন, বিহারের কেদার পাণ্ডে গেলেন ২৪শে জুন আর এই ২৯শে জুন গেলেন গুজরাটের শ্রীঘনশ্যাম ওঝা।

আজ পর্য্যন্ত পরিস্থিতি এই যে—চারিটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চলেছে। মনিপুর, অন্ধ্র উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যা। মনিপুরে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী ছিলনা কিন্তু অপর তিনটিতে কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রীসভা ছিল। দৃশ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি দেখা গেলেও কারণটা সর্ব্বক্ষেত্রে একই —কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যে উপদলীয় কলহ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণই হচ্ছে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ক্ষমতা ও গদী। এই এরা শাসনে থাকলে জনসাধারণের কোন কিছু কল্যাণ হতে পারে কি?

——•——

হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেডের ২৭ কোটি টাকা লোকসান

রাঁচীর হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেড ভারত সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প সংস্থা। সম্প্রতি ২৫শে জুনের এক সংবাদে প্রকাশ যে বর্ত্তমান ১৯৭২-৭৩ সালে এর লোকসান হয়েছে **২৭ কোটি টাকা**। ১৯৭১-৭২ সালে এর লোকসান ছিল—৪৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এই বছরের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এই সংস্থার মোট লোকসান হয়েছে **২৫০** কোটি টাকা।

ব্যাপারটা সাধারণ জনসাধারণের চিন্তা ও জ্ঞানের সীমার বাইরে। কিন্তু এই যে লোকসানটা হচ্ছে বা হয়ে যাচ্ছে এ টাকাটা দিচ্ছে কে? এই দেশবাসী জনসাধারণই দিচ্ছে। এতো একটা হিসেব। সরকারী শিল্প সংস্থাগুলিতে শত শত কোটি টাকা লোকসান হয়ে চলেছে—এবং যদিও টাকাটা জনসাধারণের তাহলেও জবাবদিহি কে কার কাছে দেয়?

এরই পাশে যে সমস্ত বেসরকারী শিল্প সংস্থা যেমন টাটা প্রভৃতি—তারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে—কেমন করে এটা সম্ভব হয়? এই পরিমাণ টাকা যদি টাটা কেম্পানীর বছর বছর লোকসান হত তা হলে তাকে এতদিনে কারবার গুটিয়ে ফেলতে হত—কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন নেই। জনসাধারণের টাকা আছে যেভাবে খুসী—যাদের হাতে ক্ষমতা--তারা খরচ করছে যে নামেই হোক—আর জনসাধারণের অবস্থা ক্রমশঃ কাপড় থেকে কৌপীনের দিকে যাচ্ছে। দেশের মানুষগুলি কি সব মেষে পরিণত হয়েছে?

——•——

১লা শ্রাবণ ঃ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস।

১৭ই জুলাই, ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার মহান ঋষির স্মৃতিপূজার আয়োজনে

শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে, যোগ দিয়ে জাতীয় কর্ত্তব্য উদযাপিত করতে সকলের প্রতি আহ্বান

ঋষি চলে গেছেন ১৯৩৫ সালে। মাত্র ৬০ বৎসর তিন মাস তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে ছিলেন। জীবনের এই ক'টি মাসের মধ্যে নিজের জীবনটাকে যে অপূর্ব্ব মহিমার আলোকে পূর্ণ ক'রে গেলেন—মাত্র সেই ক'টি বৎসরের অবদান তাঁকে বহু যুগ অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা বিগত ৩৮ বৎসর ধ'রে, তাঁর স্মরণ-বেদীতে শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে আসছি—এই আশা নিয়ে যে, মানুষের সমাজ তার আপন মানব-মহিমাকে আজও যেভাবে ভুলে আছে—তার পরিবর্ত্তন হবে; মানব মহিমার জয়ের ক্ষেত্র দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হবে—তার যথার্থ স্থান হবে। সেই জীবন পরিবেশে সেদিনের মানুষের উপলব্ধি হবে—মহিমান্বিত ঋষির স্মরণ-বেদীতে এই ক'টিবছর শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে রাখার কী মহান মূল্য ছিল।

ঋষির চলে যাওয়ার পর আজ ৩৮ বৎসর পার হয়েছে। জন্ম তারিখের হিসাবে ১৯৭৫ সালে, ৩৮২ সনের ১২ই বৈশাখে জন্ম শতবার্ষিকীর মহান দিবস পূর্ণ হবে। আজকের জীবন পরিবেশ মানব মূল্যকে যে স্থান দিয়েই থাকুক—যাঁরা মানব-মহিমার মূল্য উপলব্ধি করেন—তাঁদের কাছে মহান ঋষির জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজন—মহান দায়িত্বের। সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আজকের এই তিরোধান দিবসে সকলকে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের দীপ নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাদর আহ্বান জানাই। ইতি

পুরুলিয়া
৩।৭।৭৩

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোকসেবক সংঘ

সহরের অনুষ্ঠান ঃ সকালে ৮॥ টায় তেলকলপাড়া শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ সন্ধ্যা ৬॥ টায় শিল্পাশ্রমে স্মরণ সভা।

শিক্ষক চাই

উদয়পুর হাই স্কুলের ডেপুটেশন ভেকেনসিতে একজন সংস্কৃত এবং একজন ইতিহাস পড়াবার জন্য B. A. শিক্ষক চাই। অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৫ই জুলাই ১৯৭৩, আবেদনের শেষ তারিখ।

সম্পাদক
উদয়পুর হাই স্কুল
পোঃ – উদয়পুর জেলা—পুরুলিয়া

——০——

শিক্ষক চাই

Deputation Vacancy-তে (1973-74 সালে) একজন গণিত সহ B. A. বা B. Sc শিক্ষক চাই। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৭ই জুলাই ১৯৭৩। নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

সেক্রেটারী
লাখরা উপেন্দ্রনাথ জুনিয়ার হাইস্কুল।
পোষ্ট—লাখরা; জেলা—পুরুলিয়া

——০——

NOTICE

Applications are invited from the intending candidates for subdealership for the area Balarampur, Hura and Puncha by 2/7/73.

Applications should be submitted in plain paper to the Deputy Director of Industries (S.S.I) and Acting Project Officer Rural Industries Project Nadiha, Purulia.

Deputy Director of Industries
(S.S.I.) & Acting Project
Officer, Rural Industries
Project, Purulia.

——০—

WANTED a graduate trained teacher in a Deputation Vacancy.

Apply to the Secretary on or before 9/7/73. Basantapur Adivasi Jr. High School P.O. Kumari Dt.—Purulia.

——০——

WANTED two arts graduate teacher preferably trained on deputation vacancy Apply to the Secretary Kumari High School. P.O.—Kumari Dt.—Purulia. on or before 10th July'73.

——০——

WANTED one B. Sc. and one B. A. (Both trained) teachers for Gourinath Sevak Dinanath High School, Dimdiha. on deputation vacancy. Apply to the under signed on or before 10th July 1973.

Secretary
S. S. Dinanath High School.
Dimdiha P. O. (Purulia)

——০——

WANTED for Dubra H. S. School an assistant teacher in deputation vacancy. Must be an M. Sc (II)/B. Sc. (Hons) in Mathematics preferably trained on pay and D. A. as admissible according to G. A. rules.

Apply to the Secretary, Dubra High School, P. O.- Dubra Dt.- Purulia with copies of certificates and testimonials within 10 days of the date of advertisement.

——০——

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা | সোমবার, ৯ই জুলাই, ১৯৭৩ ২৫শে আষাঢ়, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

পথের দিশা

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েশির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ করে এই চক্রপথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গোভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি
এর মাঝে তুই আলোক শিশু কোন অভিযান করবি, শুনি?

× × × × ×

ব্যগ্র-পরাণ অগ্রপথিক, কোন বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুনতে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা নিনাদ?

—নজরুল

—(০)—

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে রাজ্যপালের নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারী কর্ত্তৃক ১৮ই জুন ১৯৭৩ তারিখ দিয়ে নিম্নলিখিত একটি সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে।

প্রস্তাব নং ৫৩৬৯-পি : কলিকাতা—১৮জুন ১৮৭৩

ভারত গবর্মেন্ট কর্ত্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য পেন্সন মঞ্জুরীর প্রকল্প সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন :—

চেয়ারম্যান—শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারক।

সদস্যগণ—সর্ব্বশ্রী (১) পরেশনাথ মৈত্র (২) শ্যামানন্দ সেন (৩) বিনয় রায় (৪) নয়নাঞ্জন দাসগুপ্ত (৫) পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত (৬) বিভাষ চন্দ্র রায় (৭) ভক্ত কুমার ঘোষ (৮) সমরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর (৯) ধরণী গোস্বামী (১০) আবদুল রজাক খান।

কমিটির করণীয় বিষয়—

১। কমিটি সাধারণভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যাপারগুলি সমীক্ষা করবেন এবং বিশেষ করে সেই সব সংগ্রামীদের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করবেন যারা—

(ক) জেল থেকে অথবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে তাদের রাজনৈতিক শাস্তি ভোগের সম্বন্ধে কোন সার্টিফিকেট পেতে সক্ষম হননি।

(খ) অথবা তাদের রাজনৈতিক শাস্তিভোগ যথা—কারাদণ্ড, প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক প্রমাণপত্র দাখিল করতে অসমর্থ।

(গ) যারা কোন এমপি/প্রাক্তন এমপি, অথবা এম এল এ/প্রাক্তন এম এল এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট নিতে পারছেন না।

২। এই কমিটি আবেদনকারীদের আবেদন—তাদের রাজনৈতিক শাস্তিভোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত হবার পরে যেমন প্রয়োজন বুঝবেন সেই অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রমাণাদি নিয়ে—ভারত সরকারের পরিকল্প অনুযায়ী তাদের পেন্সন পাবার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত দিয়ে অর্থদপ্তরের রাজনৈতিক নির্য্যাতিতদের পেন্সন বিভাগের বরাবর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাবেন।

৩। কমিটি নিজেদের কার্য্যক্রম নিজেরাই উদ্ভাবন করে নেবেন এবং যে রকম প্রয়োজন বুঝবেন সেই অনুযায়ী তথ্যাদি চাইতে পারবেন এবং সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে পারবেন।

——০——

বিহারে নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী ও টাকার থলির রাজনীতি

জনাব আবদুল গফুর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্থির হলেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ণ সম্মতি না পাওয়া পর্য্যন্ত ব্যাপারটা খানিকটা অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল—যদিও বলা হচ্ছিল যে জনাব আবদুল গফুর পাণ্ডে গোষ্ঠি এবং মিশ্রগোষ্ঠি এই দুই উপদলেরই সমর্থন লাভ করেছিলেন। যাই হোক শনিবার অর্থাৎ ৩০শে জুন শ্রীমতী গান্ধী সম্মতি দিলেন এবং জনাব আবদুল গফুর পাকাপাকিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সোমবার দিন ১৪ জন মন্ত্রীসহ পাটনাতে শপথ গ্রহণ করেন। ১৫জন মন্ত্রী এবং তাদের কার কি দপ্তর সেই বিবরণ দেওয়া হল :—

১। দারোগা প্রসাদ রায়—অর্থ, প্ল্যানিং, খনি এবং ভূবিদ্যা। ২। শ্রীমতী রাম দুলারী সিংহ—শ্রম, নিয়োগ, পর্য্যটন ও সমাজকল্যাণ; ৩। চন্দ্রশেখর সিংহ—শিল্প, কারিগরী শিক্ষা ও তথ্য; ৪। ডঃ জগন্নাথ মিশ্র—সেচ ও বিদ্যুৎ; ৫। লহটন চৌধুরী—রাজস্ব; ৬। নরসিং বৈঠা—সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং সংগঠন; ৭। শত্রুঘন শরণ সিং—সমবায় ও পরিবহন; ৮। ডঃ রামরাজ সিং—স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন, গৃহ এবং স্বাস্থ্য বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারিং; ৯। রাম জয়পাল সিং যাদব—কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ বাদে) পশুপালন (গব্যশালা ডেয়ারী ও মৎস্য চাষ বাদে); ১০। বিদ্যাকর কবি—শিক্ষা; ১১। সিদুই হেমব্রম্—বন ও কারা; ১২। করমচাঁদ ভগত—কল্যাণ (তপসিল জাতি সহ), গব্যশালা (ডেইরী) উন্নয়ন ও মৎস্য চাষ; ১৩। মুঙ্গেরী লাল—খাদ্য; সরবরাহ ও বাণিজ্য; ১৪। জয়নারায়ণ মেহতা—আইন, সংসদীয় ব্যাপার এবং আবগারী।

শ্রীগফুর বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপাণ্ডেকে এই মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন—কিন্তু তিনি তা একেবারে অস্বীকার করেন। পাটনায় যখন এই ব্যাপার চলছিল—তখন বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডে দিল্লী নগরীতে। শ্রীআবদুল গফুর হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন—শ্রীপাণ্ডের দলের কয়েকজনকে নিয়ে যদিও মন্ত্রীসভা গঠন করলেন তাহলেও পাণ্ডের দলের একটা বড় অংশ বিক্ষুব্ধই হয়ে রইল। ব্যাপারটাতে বলা হল দুপক্ষেরই সম্মতি আছে এবং সেটাকে একটা স্থায়ীরূপ দেবার জন্য শ্রীপাণ্ডেকে বহিষ্কার করে যে নতুন গফুর মন্ত্রীসভা কায়েম করা হল তাতে কেদার পাণ্ডেকে যোগ দেবার জন্য রীতিমত অভিযান চলল।

৪ঠা জুলাইয়ের সংবাদ যে—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবকান্ত বরুয়া নিঃ ভাঃ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজীৎ যাদব, রামলক্ষণ সিং যাদব এরা শ্রীকেদার পাণ্ডেকে নিয়ে এক বৈঠক করে নানাভাবে তাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগেন যে—তাকে নতুন মন্ত্রীসভায় যোগ দিতেই হবে। শেষ পর্য্যন্ত কেদার পাণ্ডে রাজী হন এবং প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তার সম্মতির কথা জানান।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বাড়ীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার দলের কয়েকজন লোক বিহার ভবনে এসে কেদার পাণ্ডেকে মন্ত্রীত্বে যোগ দিতে স্বীকার করার জন্য--তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে তাকে নানা কথা বলতে থাকে। বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী তার সহকর্মী ও সহযোগীদের অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেন - কিন্তু কেউ তার কোন কথা শুনতে চায়না। কেদার পাণ্ডের একমাত্র অজুহাত ছিল যে প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা—সেটা মানতেই হবে। সহকর্মীরা আরও রেগে বলেন যে—"যখন তোমাকে তারা গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিল তখন তোমার প্রধান মন্ত্রী কোথায় ছিলেন?"

শ্রীপাণ্ডে পাটনায় ফিরে আসেন - সেখানে আবার পট পরিবর্ত্তন হয়। পাটনায় এসে তিনি ঘোষণা করেন যে—তিনি আবদুল গফুর মন্ত্রীসভায়

যোগ দিতে স্বীকার হয়েছেন বটে কিন্তু তিনি একা শপথ গ্রহণ করবেন না। তার সঙ্গে তার সমর্থক আরও কয়েকজনকে মন্ত্রী করে নিতে হবে—নইলে নয়। তিনি বলেন যে আমি আমার অনুগামীদের প্রতারণা করতে পারিনা —যাদের আমার নেতৃত্বের উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস আছে—আমি তাদের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। তার দলের শ্রীরাম জয়পাল সিং—যিনি নূতন মন্ত্রী সভায় কৃষি মন্ত্রী—তার বাড়ীতে সমর্থক ও অনুগামীদের এক সভায় শ্রীপাণ্ডে বলেন যে—প্রধান মন্ত্রী—যাকে আমার দলের সর্বোচ্চ অধিনায়িকা বলে মনে করি তার সনির্বন্ধ অনুরোধেই আমি মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে স্বীকার হই। শ্রীমতী গান্ধী তাকে কথা দিয়েছেন যে তার সঙ্গে তার দলের আরও কয়েকজনকে মন্ত্রীসভায় নেওয়া হবে।

টাকার থলের রাজনীতি

শ্রীপাণ্ডে প্রকাশ করেন যে তিনি প্রধান মন্ত্রীর কাছে বিহারে "টাকার থলির রাজনীতি" সম্বন্ধে অভিযোগ করে বলেছেন যে ২৩শে জুন রাত্রি পর্য্যন্ত তার দলে সমর্থকের সংখ্যা ছিল ১১২ জন সেটা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমে ৮১ জনে দাঁড়ায়—এই টাকার থলির শক্তিতে।

প্রধান মন্ত্রী তাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে—তার দলের উপর যদি কোন অবিচার হয়ে থাকে তবে তিনি তা নিশ্চয়ই দেখবেন। এই টাকার থলির সম্বন্ধে এম, পি শ্রীভগবত ঝাও প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন।

টাকার থলির রাজনীতির শিকার

দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ায় ২৮শে জুন তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথ্যটি হচ্ছে এই —

পাটনা, কলকাতা ও নয়াদিল্লীতে যেসব কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভগবৎ ঝার কথা অতিশয়োক্তি নয়; বরং কমিয়ে বলার দোষেই তিনি "দোষী"।

কারণ, "ভিতরের লোক যাঁরা", তাঁদের মতে, ভোট কেনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছিল শুধু তাই নয়, এমনভাবে সেটা করা হয়েছিল যে, কারুরই দু পক্ষের সঙ্গে বেইমানী করার কোনও সম্ভাবনা তাতে ছিল না।

যারা নিজেদের ভোট বেচতে চেয়েছিল, মূল্য হিসাবে নাকি তাদের নিখুঁতভাবে মাঝখানে কাটা একশত টাকার নোটগুলির আধখানা দেওয়া হয়েছিল; বাকি আধখানা দেওয়া হয়েছিল ভোট দেবার ও ভোট গণনার পরে।

বিহারকে উপলক্ষ্য করে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতি যে গতি নিয়েছে তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেসের ভিতরের ব্যাপারে উপদলের ক্ষমতা লাভের জন্য এই টাকার থলির রাজনীতির—স্থান কাল পাত্র ভেদে রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র—মৌলিক ব্যাপারটা ঠিকই থাকে।

এই টাকার থলিই হচ্ছে কংগ্রেসী রাজনীতির মূল ভিত্তি—ভিতর বাহির দুই দিকেই। এই 'টাকার থলি' যারা নম্বরী নোট দিয়ে ভরায় তারা দেশের জনসাধারণ নয়—জনসাধারণকে মেরে যারা সিন্দুকে টাকা জমায় তারা।

এই ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের লোকদের—ভাববার, চিন্তা করবার, মতামত গঠন করবার, সিদ্ধান্ত করার এবং বাস্তবে কিছু কার্য্যকরী করার নিশ্চয়ই কিছু আছে। দেশবাসী কি সে বিষয়ে অবহিত হবেন?

—–∘—–

সরকারী লোক নিয়োগ সম্পর্কে খোলা চিঠি

মাননীয়,

শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, মুখ্যমন্ত্রী (পঃ বঙ্গ)।

মহাশয়,

রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে ১৭,০০০ ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ১০,০০০ রিক্ত পদে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন তার দিকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে পুরুলিয়া জেলার নিয়োগে জেলার মন্ত্রী মহাশয় ও তাঁর পী, এর নানারূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যেমন :—

১। যে যে এম-এল-এ একটু কড়া ধরণের বা মন্ত্রী মহাশয়কে কিছু বলার সাহস রাখেন তাঁদের S.F. H S. P.U বা B.A. Part I. B.A. ও B. Sc. প্রার্থীদের তৃতীয় শ্রেণীর ভাল-ভাল চাকুরী অর্থাৎ ২৩০৲-৪২৫৲ Scaleএ নিয়োগ করেছেন এবং করবেন।

২। যে যে এম, এল, এর সহজ সরল ও বোকা ধরণের তাঁদের S.F. H.S. B.A. Part I, B.A. ও B.Sc. প্রার্থীদের তৃতীয় শ্রেণীর ১৮০৲-৩২৫৲Scaleএ নিয়োগ করিয়াছেন ও এবং করিবেন। এমন কি অনেকে S.F. ও H.S. প্রার্থীদের চতুর্থ শ্রেণীতে নিয়োগ করেছেন এবং করবেন।

৩। পুরুলিয়া জেলার নিয়োগের লিষ্টট অবলোকন করিলেই পরিষ্কার হবে যে মন্ত্রী মহাশয়ের নিজের প্রার্থীরাই বেশীর ভাগ ভাল চাকুরী পেয়েছেন বা পাবেন।

৪। মন্ত্রী মহাশয় বহু S.F. H.S. প্রার্থীকে ২৩০৲-৪২৫৲Scaleএ নিয়োগ করেছেন এবং এমনও বহু প্রার্থী যাঁরা B.A. B.Sc. তাদের ১৮০৲-৩২৫৲ Scaleএ নিয়োগ করেছেন।

৫। বলা বাহুল্য যে মন্ত্রী মহাশয় ও তাঁর পী, এ, ভাল Scaleএ চাকুরী দিব বলে বহু প্রার্থীর কাছ থেকে অর্থও নিয়েছেন কিনা সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ তবে এইসব গোলযোগের জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের পী, এ, কে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে চড় থাপড়ও দেওয়া হয়েছিল কি?

অতএব মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ তিনি যেন পুরুলিয়া জেলার নিয়োগের ব্যাপারে এমন একটা বিহিত ব্যবস্থা করেন যাতে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা তাঁদের যোগ্যতানুযায়ী চাকুরী পান।

বিনীত—
অবোধ মাহাত
গোকুল নগর ঝালদা।

—–∘—–

পুরুলিয়া জেলার বড়টাঁড় হাটে লাঙ্গল বিক্রী করার সময় গুলির প্রতিবাদ

নিখিল ভারত বনবাসী পঞ্চায়েতের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজারাম সিং এক বিবৃতিতে বলেন গত ১৮ ৬-৭৩ তাং বড়টাঁড় হাটে লাঙ্গল বিক্রয় করার সময় বনবাসীদের উপরে বনবিভাগ ও পুলিশের নির্মম অত্যাচারও গুলি চালনায় দুইজন নিহত ও অনেকেই হতাহত হয়েছেন। শ্রীসিং বলেন এই দেশে লক্ষ লক্ষ টাকার চাল পাচারকারী মুনাফাকারীরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় আর হাটে বাজারে বনবাসীরা লাঙ্গল বিক্রী করতে এসে গুলি খায়—শ্রীসিং এই গুলি চালনার তীব্রতর প্রতিবাদ জানিয়ে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান। আর বলেন পুরুলিয়ার D.F.O. ও ঐ ব্লকের বন অধিকারীদেরকে ট্রান্সফার করা হোক। গণতন্ত্র ও মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য বনবিভাগের উচ্চ অধিকারী এমনকি বনমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। তারা প্রত্যক্ষভাবে কেউ এই ঘটনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। বনবিভাগ ও বনবাসীদের সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করে ঠিক করার সময় এসেছে। এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় বনবিভাগের কর্মচারীরা কত উদ্ধত। সরকারের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা বনবাসী ও বনবিভাগের সম্বন্ধ মধুর না হলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বনবাসীদের প্রচেষ্টা ছাড়া বনরক্ষণের প্রশ্নই ওঠেনা।

—–∘—–

পুরুলিয়ায় শিল্প উপনগরী

সুদীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলায় একটি শিল্প উপনগরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ১০টি শেড-যুক্ত শিল্প উপনগরীটি সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প অঞ্চলে স্থাপিত হবে। উক্ত প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ এই বাবদে প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন এবং অন্যান্য সহায়তা দানের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল আনুষঙ্গিক চাহিদার সৃষ্টি হবে সেই প্রয়োজন মেটাবার দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র শিল্প এই প্রস্তাবিত শিল্প উপনগরীতে স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ১০টি শেড যুক্ত শিল্প উপনগরী খুবই ছোট বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং এর আয়তন অন্ততঃ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

—–∘—–

মুক্তি

২৪শে আষাঢ়, ১৩৮০, সোমবার

গোড়ায় গলদ

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে—আশ্চর্য্য কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে যে মানুষ মরছে এবং মরবে—কিন্তু তবুও সে নিজের বেলায় মনে করে সে মরবেনা। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে?

আমাদের এই ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকেই যে নেতৃত্ব এসেছিল এসেছে এবং আছে তা এক তরফা অর্থাৎ যে কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতার নেতৃত্ব করে সেই কংগ্রেসই বেসরকারী অর্থাৎ জন ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করে। এই কংগ্রেসে আবার একজনই নেতৃত্ব করে এবং সেই নেতৃত্বের উপর গোটা কংগ্রেসটার অস্তিত্ব নির্ভর করে। ফলে যোগফল দাঁড়াচ্ছে এই যে এই গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে তিনি পুরুষই হোন কি নারীই হোন—একজন ব্যক্তির উপরই সমস্ত নির্ভর করে। নির্ভর করে কংগ্রেসের অস্তিত্ব, নির্ভর করে দেশের প্রশাসন, আর নির্ভর করে দেশের সমস্ত জন সাধারণ। নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন, দেশের প্লান, পরিকল্পনা—মোট কথায় গোটা দেশটার ভালমন্দ এবং যদি অত্যুক্তি না হয় তবে দেশের বাঁচামরা সবই শেষ পর্য্যন্ত এক জনের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। সমস্ত বিষয়েই দেশের সব লোক তাকিয়ে আছে, বসে আছে অন্যের ভরসায়, সরকারের ভরসায়। সমস্ত দেশটার মধ্যে—কি শিক্ষিত, কি অর্ধশিক্ষিত কি অশিক্ষিত সর্বস্তরের সর্ব্বপর্য্যায়ের সর্ব্বক্ষেত্রের নরনারী ভরসা করে বসে আছে ইন্দিরা গান্ধী কি করে দেবে, সিদ্ধার্থ রায় কি করে দেবে বা জেলার ক্ষেত্রে অমুক বা অমুকেরা কি করে দেবে। সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে এই একই ব্যাপার বিভিন্নরূপে চলেছে - দেশময় যেখানে যারা আছে তারা সব প্রার্থী আর তাদের কাঁধে পা দিয়ে যারা গাছে উঠেছেন বা উঠে আছেন তারা দাতা—যা দেন অনুগ্রহ করে দেন।

জলাভাব গ্রামে একটা কুয়ো কি টিউবওয়েল চাই—গ্রামবাসীরা সব ভিক্ষে করতে ছুটল দরখাস্ত নিয়ে বি-ডি-ও বা এম-এল-এর কাছে যদি তারা অনুগ্রহ করে দেন। লেখাপড়া শিখবে স্কুল চাই? যদি অনুগ্রহ হয় ডি, আই বা সেই রকম কর্তৃপক্ষের তবে হবে। এরকমভাবে সমস্ত - সমস্ত বিষয়ে ঐ একই ব্যাপার—খাদ্য, বস্ত্র,জল,চাষ, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সকলেরই কেবল একটি কাজই করার আছে—করে চলেছে সেটি হচ্ছে ভিক্ষা, অনুগ্রহ প্রার্থনা; আর যারা দেশের ব্যবস্থা করার নামে আছে – কি প্রশাসনে, কি প্রতিনিধিত্বে তাদের একটিই কাজ - দেশের লোককে ভিক্ষা দেওয়া অনুগ্রহ বিতরণ করা। একমাত্র পাঁচ বছর পরে পরে নির্ব্বাচনের সময় দেশের লোক দেয়– ভোট ভিক্ষা দেয়– সেও ভিক্ষুকের মত, প্রার্থীর মত যাচকের মতো - মূর্খের ভরসা নিয়ে। যারা ভোট নেয় তারা ভোটের সময় ভিক্ষা দেয়—প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা। সেই সব প্রতিশ্রুতি শুধু আকাশ চুম্বীই নয় মৃত্যুর পরেও স্বর্গে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি। আমাদের গণতন্ত্রে এই চক্রই ঘুরে চলেছে। গণতন্ত্রে সমস্ত 'গণরা' হচ্ছে অর্থী, প্রার্থী, যাচক, ভিক্ষুক এবং শাসিত; আর যারা শাসক তারা প্রশাসনে চাকুরীর মারফতই বিদ্যমান থাকুন আর প্রতিনিধিত্বের গেরুয়া পরে মঠাধ্যক্ষ বা তার আশ্রয়ী হয়ে বর্তমান থাকুন - তারা হচ্ছেন দাতা, অনুগ্রাহক। পঞ্চান্ন কোটি মানুষের একটা জাতি—তার অফুরন্ত সম্পদ, অজেয় কর্মশক্তি এবং উজ্জ্বল বুদ্ধিশক্তি থাকা সত্বেও ভিক্ষুক হয়ে পড়ে আছে, এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

এ অবস্থায় কোন নেতৃত্বই, কোন সংঘ, কোন প্রতিষ্ঠান, তা যত বড়ই হোক আর যত দক্ষই হোক না কেন—কেউ এমন কিছু করতে পারে না বা পারবেনা—যার দ্বারা একটা জাতির সর্বাঙ্গীন সুস্থ অগ্রগতির দৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যা হচ্ছে তার চেয়ে হচ্ছেনা অনেক বেশী—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকার অবকাশ নাই। কোন ব্যবস্থাই মূলগত চরিত্র—যার পরিবর্তন সম্ভব এবং অপরিহার্য্য—তাকে স্পর্শও করছেনা—তাই সমস্ত সমস্যাই যত দিন যাচ্ছে ততই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করছে—যার সামনা সামনি করার ক্ষমতা বর্তমান নেতৃত্বের নাই বা ক্রমশঃই কমে আসছে।

সমস্ত দিক দিয়ে এবং সব রকমভাবে দেশের প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে—দেশের মানুষ। প্রাকৃতিক সম্পদ যাই থাকুক না কেন এবং যতই থাকুক না কেন মানুষের শ্রম ও বুদ্ধির স্পর্শ না পেলে সে সম্পদের কোন মূল্যই নাই। সম্পদ মানুষের জন্যই—মানুষ সম্পদের জন্য নয়। মানুষ সমগ্রভাবে নিজেরা নিজেদের সম্পদ তৈরী করবে, নিজেদের মধ্যে তার ন্যায্য বন্টনের ব্যবস্থা করবে এবং সকলে তা সমানভাবে ভোগ করবে। কোন জনসমষ্টির মধ্যে যদি—তথাকথিত গণতন্ত্রের রূপেই হোক বা অন্য যে কোন রূপেই হোক কোন গোষ্টির হাতে এই সর্ব্বাঙ্গীন ও সমগ্র ব্যবস্থার ভার, ক্ষমতা ও দায়ীত্ব যে ভাবেই হোক আসে বা তারা নেয় তাহলেই সেখানে ব্যাপারটা মূলগতভাবেই পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সেখানে মানুষগুলিই হয় সম্পদের জন্য—কাদের সম্পদের জন্য? ভারতবর্ষের ব্যাপারেই এটা পরিষ্কারভা'ব প্রতীয়মান যে—ভারতবর্ষের মানুষেরা আছে এদের ধনপতি, পুঁজিপতি, সুযোগ সন্ধানী, শাসকগোষ্টি কংগ্রেস আর তস্কর ও তৎসম যারা তাদের সম্পদের জন্য। দেশের যে যাই বলুক ও করুক এইটাই যে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি—সেটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন?

পঞ্চান্ন কোটি লোক—তাদের খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই মানুষের মত বাঁচার এবং মানুষ হিসাবে বিকাশ ও অগ্রগতির ব্যবস্থা ও সুযোগ চাই। যারা নির্ব্বাচনে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে শাসকগোষ্ঠিরূপে বিচরণ করছেন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছে 'আমরা সব করে দোবো এইতো করছি। দেখছনা হাজার হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা, বাড়ীর পর বাড়ী, বিদ্যুতের তারের জাল—যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেখবে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সব উঠছে—উঠছে—মন্ত্রীরা হিসেব দিচ্ছেন, সদস্যরা বক্তৃতা দিচ্ছেন অফিসাররা গলদঘর্ম হচ্ছেন তবুও বেকারী বাড়ছে, গরিবী বাড়ছে, অভাব বাড়ছে এই—ভারতবর্ষে মানুষের যেদিক দিয়ে যে সমস্ত দুঃখ, অসুবিধা ও কষ্ট আছে সবই বেড়ে চলেছে। দ্বন্দ্ব বাড়ছে, মানুষের অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, মানুষের দুর্নীতি বাড়ছে, দুষ্কার্য্য বাড়ছে, বিশৃঙ্খলা বাড়ছে আর বাড়ছে অমানুষ হবার প্রসারিত ক্ষেত্র।

এই পঞ্চান্ন কোটি লোক এদের শ্রমশক্তি অলস হয়ে পড়ে আছে—এদের বুদ্ধিশক্তির ব্যবহার নেই এদের সৃজন শক্তি অবহেলিত ও অপ্রকাশ হয়ে পড়ে আছে—এসত্বেও একগোষ্ঠী বলছে সব করে দোবো আর হবার চেয়ে বেশী না হবার বিস্তৃতি দেখেও লোক ভরসায় বসে আছে—এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য আর কি আছে?

কোন পরিকল্পনা নেই কোন ব্যবস্থা নেই, কোন দৃষ্টি নেই কোন চিন্তা নেই কোন উপলব্ধি নেই কোন জ্ঞান নেই—এই পঞ্চান্ন কোটি লোকের শ্রম শক্তি, বুদ্ধি শক্তি ও সৃজন শক্তিকে যথাযথ প্রয়োগ ও সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করার। অথচ এ অসাধ্য নয় দুঃসাধ্যও নয়; এই দেশের এই পরিস্থিতিতেও এ সাধ্য। এ অত্যুক্তি নয়—এ হচ্ছে অতি বাস্তব সত্য এবং অপরিহার্য্য। কারণ এ হচ্ছে গোড়ার কথা। আমরা গোড়ায় গলদ রেখে ডালপালা, শাখা প্রশাখা ধরে ঝুলছি এই গলদ দূর না হলে কিছুই হবে না। দেশবাসী এবিষয়ে ভাবুন—গতি পথ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করুন—কি হবে!

বি, দাসগুপ্ত

—–∘—–

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
প্রণীত—
'তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী'
প্রকাশ হয়েছে—
প্রাপ্তিস্থান—
'মুক্তি প্রেস' ও 'বিশ্ববিদ্যা ভবন' [পুরুলিয়া পঃ বঃ]

পেন্সনের জন্য প্রতারণা ও মিথ্যা হলফ

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(২)

মুক্তির বিগত সংখ্যায় ঝালদা থানার তুলিন গ্রামের শ্রীভোলানাথ হালদার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলাম। লোক সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভোলানাথ বাবু সংঘের সঙ্গে সক্রিয় এবং ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ ঝালিদা অঞ্চলে লোক সেবক সংঘের কর্মীদের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

১৯৭২ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী অফিসে যখন ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যাতে এই জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবেদন পাঠান হয়—সেই কাজে খুবই ব্যস্ত—তখন শ্রীভোলানাথ হালদার একদিন মুক্তি প্রেসে অবস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রামী অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন যে—তিনিও পেন্সনের জন্য আবেদন করতে চান—এবং আমাদের সে বিষয়ে ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। আমি তাকে বলি যে—তিনি জেলে যাওয়াতো দূরের কথা কখনও গ্রেপ্তারও হন নাই। এক্ষেত্রে আমরা কোন ব্যবস্থাতো করতেই পারিনা অধিকন্তু তার পেন্সনের জন্য আবেদন করতে হলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে সুতরাং আবেদন করা তার পক্ষে উচিত হবেনা বলেই আমি তাকে বলি। তখন তিনি কয়েকটি খুবই পুরাতন পোষ্টকার্ড পকেট থেকে বের করে আমাকে দেখান—সেইসব পোষ্টকার্ড পড়ে মনে হল যে পত্র লেখককে তিনি এই ধারণাই দিয়েছিলেন যে—তিনি আত্মগোপন করেছিলেন।

আমি তাকে বললাম যে—তুমি কখনও এব্‌সকণ্ড কর নাই এবং এইসব পোষ্টকার্ডে ব্যক্তিগত যা লেখা আছে তার ভিত্তিতে আবেদন করা চলেনা। ভোলানাথ বাবু খুবই অসন্তুষ্ট হলেন—ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে বললেন যে—আমি কি লোক সেবক সংঘের জন্য কোন কাজ করিনি? আমি এই কথা শুনে খুবই বিস্মিত হলাম—লোক সেবক সংঘের জন্য কাজ করেছে বলে কি মিথ্যা ও তঞ্চকতা করে আবেদন পত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে? প্রকৃত লোক সেবক কর্মীকে তো প্রথমেই এরকম মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং বিরত করতে হবে। তিনি খুবই ক্ষুব্ধ এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়েই চলে যান। এই ব্যাপারে তিনি আশ্রমেও এসেছিলেন।

যাই হোক তিনি ঝালদার শ্রীদেবেন মাহাত এম, পির সার্টিফিকেটই হোক বা সুপারিশই হোক তাই নিয়ে কি পেন্সনের জন্য আবেদন পাঠান? দেবেন বাবুর রাজনৈতিক কাজ ১৯৪৮ এর পরে এই জেলায় বাংলাভাষার উচ্ছেদ ও বাঙ্গালীদের মেরে তাড়িয়ে জেলার মাতৃভাষা হিন্দী এটা প্রমাণ করে এই জিলাকে বিহারে রাখবার প্রচেষ্টায় বিহার সরকার তথা কৃষ্ণবল্লভ সহায় প্রভৃতির দুষ্কার্য্যের অনুচররূপেই শুরু হয়। তা হলেও ঘটনা সত্য হলে আমাদের বলবার কিছু ছিলনা। কিন্তু যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে একটা প্রতিষ্ঠিত মিথ্যাকে তিনি সুপারিস করেছেন এম, পি হিসাবে—এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে একটা জালিয়াতীকে কার্য্যকরী করার জন্য তিনি তার প্রভাব কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন তবে এর চেয়ে অধিকতর কলঙ্কজনক দুষ্কার্য্য দেশের নামে—আর কি হতে পারে তা ধারণার বাইরে বিশেষ করে একজন নির্ব্বাচিত এম, পির পক্ষে। তারপরে পুলিশ তদন্ত করেছিল কিনা জানিনা। যদি তদন্ত করে অনুকূল রিপোর্ট দিয়ে থাকে তবে—মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝালিদার রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্ম এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সম্বন্ধে যারা জীবিত আছেন তাদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী কেউ জানেনা এটা আমি দৃঢ়তা সহকারেই বলবার অধিকার রাখি। তুলিনের শ্রীভোলানাথ হালদার কংগ্রেসের কাজে সহায়ক ও সমর্থক ছিলেন—এই পর্য্যন্ত। সক্রিয় সংগ্রামে তিনি কখনও যোগ দেন নাই এবং যখন ঘোর আন্দোলন চলেছে তখন সম্ভাবিত বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি এই জেলা ছেড়েই পালিয়ে গেছেন—বা এই জেলাতেই অতি সাবধানে চলাফেরা করেছেন। তুলিনের অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে জেলে গেছেন নানা নির্য্যাতন সহ্য করেছেন—তাদের সঙ্গে সমানে পদক্ষেপ করার মতো সাহস না থাকার জন্য তার পলায়নকে তিনি রাজনৈতিক কারণে—ফেরারী আত্মগোপন প্রভৃতিরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন—এবং হয়তো এম,পি শ্রীদেবেন মাহাতর সাহায্যে কেন্দ্রীয় গবর্মেন্টকে প্রতারণা করে পেন্সনের ব্যবস্থা করেছেন। এখন এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। (ক্রমশঃ)

পৌর প্রসঙ্গ

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

(৫)

ইঁটের কথা :

মুক্তির পাঠক পাঠিকা ক্ষমা করবেন। পাথরের পরেই আবার ইটের কথা শোনাতে হচ্ছে। পৌর প্রসঙ্গের অবতারণা যখন করেছি, তখন উপায় নেই—"যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন" যাই হোক ব্যাপারটা কিন্তু নেহাৎ নীরস নয়। কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি এবং দেখব যে অশ্বত্থ গাছের পাল্লায় পড়লে পাষাণেরও রেহাই নেই—নীরস পাষাণ থেকেও সে রস শোষণ করে।

ইঁট কোথায় তৈরী হোল ?

সাহেব বাঁধ প্রকল্পের ইট কোথায় তৈরী হয়েছে? ইট তৈরী করা এবং পাঁজা দিয়ে ইট পোড়ানো এই বিশেষ কর্ম্মসংস্থান প্রকল্পের অঙ্গ। প্রকল্পের এষ্টিমেটে ইট তৈরী, পাঁজা দেওয়া, পোড়ানো পাঁজা খোলা পরিবহন ইত্যাদি ব্যাপারে ৭,২০০ টাকা ধার্য্য আছে এবং ১০৮০ মণ কয়লার দাম ধরা হয়েছে ২,১৬০ টাকা। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটির জন্য ধার্য্য হয়েছে ৯,৩৬০ টাকা; ইট হবে ১ লাখ ৮০ হাজার।

ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীসত্যনারায়ণ দাস ও তাঁর সহকারী কমিশনার যে হিসাব দাখিল করেছেন ৩-৪-৭৩ তারিখে তাতে তাঁরা ১ লাখ ৮০ হাজার ইটই দেখিয়েছেন এবং এই বাবদে নির্দ্দিষ্ট ৭,২০০ টাকাই ব্যয় দেখিয়েছেন। কিন্তু কয়লার দামের বেলায় নির্দ্দিষ্ট ২,১৬০ টাকার জায়গায় তাঁরা ব্যয় দেখিয়েছেন ২৮০৪ টাকা। অর্থাৎ ৬৪৪ টাকা বেশী ব্যয় তাঁরা দেখিয়েছেন। পরিবহনের খাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা মাত্র ১ লাখ ২০ হাজার ইট দিয়েছেন সাহেব বাঁধে। বাকি ৬০ হাজার ইট কোথায় গেল? যেখানে ৯,৩৬০ টাকায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার ইট পাবার কথা, সেখানে ১০,০০৪ টাকায় মাত্র ১ লাখ ২০ হাজার ইট পাওয়া গেছে। জানি না, ইটের পাঁজাকে লক্ষ্য করে এমন বর্ষা নেমেছিল কিনা, যাতে ৬০ হাজার ইট একেবারে গলে জল হয়ে গেছে।

যাই হোক আমাদের খবর হচ্ছে ইট তৈরী করা হয় নি এবং পাঁজাও পোড়ানো হয় নি। ইতিপূর্বে শিখণ্ডী হিসেবে যে কয়জন কমিশনার প্রচারপত্র দিয়ে ভাইসচেয়ারম্যান ও সাহেববাঁধে জড়িত কমিশনারদের হয়ে সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরাও ইটের ব্যাপারটি চাপা দিতে পারেন নি। মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে তাঁরা দু'বার দু'রকম কথা বলেছেন। একবার বলা হোল যে কয়লার অভাবে চিমনীভাটার দ্বারস্থ হতে হয়েছে, আরেকবার বলেছেন যে উৎকর্ষের কথা বিবেচনা করেই চিমনীভাটার ইট নেওয়া হয়েছিল। ভাটার মালিকের হয়তো কয়লার অভাব ছিল না, অথবা তাঁর "বদান্যতার" গুণেই ইট পুড়ে যায়—কয়লার প্রয়োজনই হয় না। ব্যাপারটা যাই হোক চিমনীভাটা থেকে ইট নেওয়া হয়েছিল, এই সত্যটুকু শিখণ্ডীদের বিবৃতিতেও স্বীকার করা হয়েছে। আজকে এই বিবৃতিকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেবারও উপায় নেই। কারণ সাহেব বাঁধের সঙ্গে জড়িত ভাইসচেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট কমিশনারেরা তাঁদের বশংবদ এই কমিশনারদের প্রচারপত্র বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন আজ দীর্ঘদিন ধরে। আরও সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয় এঁরাই ঐ প্রচারপত্রের রচয়িতা।

কাঁটাতার :

পৌরসভা বাতিল হবার পর সাহেব বাঁধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেরা এবং ভাইসচেয়ারম্যান বেশ কিছুদিন যাবৎ ব্যস্ত ছিলেন হিসেবপত্র তৈরী করার জন্য। যাই হোক হিসেবপত্র দাখিল করার সময় কিছু মজুত মালের সঙ্গে নাকি এক বোঝা কাঁটাতারও তাঁরা ধরে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারী এষ্টিমেটে অথবা সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও ভাইসচেয়ারম্যান রচিত পাক্ষিক হিসেবে কোথাও এই কাঁটাতারের উল্লেখ নেই। কাজেই এটি সাহেব বাঁধের জন্যই খরিদ কি না, এবং কত টাকা এ বাবদে খরচ হয়েছে তা' বুঝবার কোন উপায় নেই। (ক্রমশঃ)

——•——

পুরুলিয়া জেলার জলডুবি এলাকায় বাস্তুহারা লোকেদের বিক্ষোভ

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার ১৭৫টি গ্রাম, কংসাবতী প্রকল্পের জন্য সরকার দখল করে জনসাধারণকে সরে যাবার জন্য অবিলম্বে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানার শতকরা ৯০ জন লোক এখনও তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। ঘাটোয়ালী রেফারেন্স কেস প্রভৃতির অজুহাতে অনেক গ্রামের কোন টাকাই সরকার দেননি। হঠাৎ বর্ষণ আরম্ভ হয়ে যাবার পরেই প্রচার পত্রের মাধ্যমে লোকজনকে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। গত ২৮শে জুন বড়গড়িয়াতে ব্লক প্রমুখের সম্মুখে জলডুবি এলাকার বহু লোক এক বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানান ও এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বর্ষার সময় কৃষকদেরকে এই এলাকা থেকে না সরাবার জন্য ও যাহাতে এলাকাতে জলডুবি না হয় তার জন্য বাঁধের রাস্তা খুলে নদীর মাধ্যমে জল বের করে দেবার দাবী করা হয়। আর বলা হয় সমস্ত রকমের ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে দেওয়ার পরে লোকদের যেন স্থানান্তর করা হয়। এখন অনায়াসে এই সমস্ত লোকদের নিজেদের ঘরবাড়ীতে সরকার ইচ্ছা করলে থাকতে দিতে পারে। এইসব এলাকায় বর্ষা হওয়ার পরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ কি প্রকারে তাদের জিনিস পত্র নিয়ে বর্ষাকালে বাইরে যেতে পারে।

——•——

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কোং কে রাষ্ট্রায়ত্ত করণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লাইসেন্স পুনর্মঞ্জুর না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ৯ই জুলাই থেকে ইলেকট্রিক কোম্পানীটি সরকারের হাতে নিয়ে নিচ্ছেন। ইতিপূর্ব্বে পঃ বঃ সরকার কোম্পানীর উপর কারণ দর্শাবার নোটিশ জারি করে কোম্পানীটি কেন সরকার গ্রহণ করবেন না তার কৈফিয়ৎ দাখিল করতে বলেছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকার এটি গ্রহণ করছেন।

অতঃপর পুরুলিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিচালনাধীন থাকবে এবং কোম্পানীর অংশীদারগণ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

——•——

সুরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থার বার্ষিক উৎসব

স্থানীয় জগদীশ হলে সুরতীর্থ সঙ্গীত সংস্থার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় এবং সংস্থার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা শাসক শ্রীএন, বি, পরিয়র সভাপতির আসন এবং জেলা জজ শ্রীপি, কে রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সমিতির সাফল্যজনক কার্য্যকলাপের বিবরণ দান করেন।

——•——

ডাক বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী

পুরুলিয়া জেলাকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পোষ্টাল ডিভিসন করার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে বানচাল করার জন্য ডাক ও তার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষেরা নানা অপচেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করছেন। বর্ত্তমানে পুরুলিয়া জেলা বাঁকুড়া পোষ্টাল ডিভিসনের অন্তর্গত।

সম্প্রতি কোনওরূপ কারণ না দর্শিয়ে বা জনমত যাচাই না করে ডাক বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ জামতোড়িয়া অঞ্চলের ৪টি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসকে বাঁকুড়া জেলার গোগাবাড়ী অঞ্চলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। পুরুলিয়া জেলার উত্তরাঞ্চলে সাঁতুড়ী থানার কয়েকটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস অনুরূপভাবে বাঁকুড়ার তিলুড়ী অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরে কোনও ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস তুলে দেওয়া হবে না—সরকারের এই ঘোষিত নীতিকে উপেক্ষা করে জেলার কয়েকটি অঞ্চলের ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের সর্বস্তরে পুরুলিয়া জেলাকে অবহেলিত ও অনুন্নত রাখার নীতি অব্যাহত আছে।

——•——

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(চিঠিপত্র এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে সংক্ষেপে না লিখলে ছাপা সম্ভব হবেনা)

শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদক মুক্তি—

মহাশয়, আপনি আমাদের বহুদিনের প্রতিনিধি, তাই প্রতিকারের জন্য ঘটনাটি আপনাকে জানাইলাম, আপনি দয়াকরে ল্যাণ্ডএকুইজিসন অফিসারকে বলে ভূমিহীন প্রজাদের বাঁচান।

বেশ কিছুদিন ধরে চলকা মৌজার টাকা পাওয়ার ব্যাপারে প্রফুল্লবাবুর অত্যাচার সহ্য করে আসছি। প্রতিটি কাজে তাঁর বড় হাঁ। বর্ত্তমানে তাঁর হাঁ দিনকে দিন আবার বাড়ছে। আমাদের ক্ষতি পূরণের টাকার উপর বেশ নজর আছে। এই মৌজায় আমাদের অনেক গোলমাল আছে বলে নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাঁর সঙ্গে আরও একজন মোটা ভদ্রলোক থাকেন তিনি কিন্তু লোক ভাল বলেই মনে হয়। আমরা তাঁর কোন ক্ষতি চাই না, তিনি বুঝে সুঝে চললে ভাল হয়। উকিলবাবুদিগকে এবিষয়ে বলছি কোন প্রতিকার করতে পারেন নাই।

ইতি

বিনীত—

মানবাজার থানার অধীনে

কুমারী প্রজেক্টের চলকা মৌজার প্রজাগণ

——•——

পুরুলিয়া পলিটেকনিক কর্ম্মচারীদের আন্দোলন

"আগামী ১৮ই জুলাই স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠান সমূহের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে পলিটেকনিক শিক্ষক ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় গণডেপুটেশন হবে। জমায়েতের স্থান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা, বেলা ৩ ঘটিকা" আগামী ৭ই আগষ্ট হইতে পলিটেকনিক কর্ম্মচারীদের লাগাতার ধর্ম্মঘট এবং ১১ই হইতে আইন অমান্য আন্দোলন।"

——•——

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীসূর্যনারায়ণ মণ্ডল পিতা বামাচরণ মণ্ডল সাং ভাঁড়ারপুয়াড়া, পোঃ—পানিপাথর, জেলা - পুরুলিয়া।

আমার পুত্র শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল প্রাইমারী বিদ্যালয়ে, সে তার ডাক নাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল নামে ভর্তি হয়।

বর্ত্তমানে আমি তার নামটি ভুল বুঝিয়া 4/5/73 তাং এফিডেবিট মূলে তাকে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল ওরফে শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল নামে পরিচিত করিলাম।

বর্ত্তমানে আমার পুত্র শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল ওরফে শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল সাং—জ্যোর বেড়্যা টোলা আমশোলা গ্রামে বাস করে।

ইতি

তাং—৬-৭-৭৩ শ্রীসূর্যনারায়ণ মণ্ডল

——•——

১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস

১৭ই জুলাই, ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার মহান ঋষির স্মৃতিপূজার আয়োজনে

শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে, যোগ দিয়ে জাতীয় কর্তব্য উদযাপিত করতে সকলের প্রতি আহ্বান

ঋষি চলে গেছেন ১৯৩৫ সালে। মাত্র ৬০ বৎসর তিন মাস তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে ছিলেন। জীবনের এই ক'টি বৎসরের মধ্যে নিজের জীবনটাকে যে অপূর্ব্ব মহিমার আলোকে পূর্ণ ক'রে গেলেন—মাত্র সেই ক'টি বৎসরের অবদান তাঁকে বহু যুগ অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা বিগত ৩৮ বৎসর ধ'রে, তাঁর স্মরণ-বেদীতে শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে আসছি—এই আশা নিয়ে যে, মানুষের সমাজ তার আপন মানব-মহিমাকে আজও যেভাবে ভুলে আছে—তার পরিবর্তন হবে; মানব মহিমার জয়ের ক্ষেত্র দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হবে—তার যথার্থ স্থান হবে। সেই জীবন পরিবেশে সেদিনের মানুষের উপলব্ধি হবে—মহিমান্বিত ঋষির স্মরণ-বেদীতে এই ক'টি বছর শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে রাখার কী মহান মূল্য ছিল।

ঋষির চলে যাওয়ার পর আজ ৩৮ বৎসর পার হয়েছে। জন্ম তারিখের হিসাবে ১৯৭৫ সালে, ১৩৮২ সনের ১২ই বৈশাখে জন্ম শতবার্ষিকীর মহান দিবস পূর্ণ হবে। আজকের জীবন পরিবেশ মানব মূল্যকে যে স্থান দিয়েই থাকুক—যাঁরা মানব-মহিমার মূল্য উপলব্ধি করেন—তাঁদের কাছে মহান ঋষির জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজন—মহান দায়িত্বের। সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আজকের এই তিরোধান দিবসে সকলকে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের দীপ নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাদর আহ্বান জানাই। ইতি

পুরুলিয়া
৩।৭।৭৩

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোকসেবক সংঘ

সহরের অনুষ্ঠান ঃ সকালে ৮॥ টায় তেলকলপাড়া শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ সন্ধ্যা ৬॥ টায় শিল্পাশ্রমে স্মরণ স ভ

শিক্ষক চাই

সিমলা মাজুরা আমডিহা জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে একজন সংস্কৃত সহ এবং একজন ইতিহাস সহ বি, এ, পাশ শিক্ষকের প্রয়োজন। বি,টী, পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ২১/৭/১৯৭৩। স্কুল অফিসে ইণ্টারভিউর তারিখ ২২/৭/১৯৭৩ সকাল ১১টা।

বিঃ দ্রঃ—হুড়া-কাশীপুর পাকা রাস্তার পার্শ্বে স্কুলটি অবস্থিত।

সম্পাদক
সিমলা মাজুরা আমডিহা জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ—সিমলা, জেলা—পুরুলিয়া।

WANTED a B. Sc. in the deputation vacancy in Balakdih K. B. M. High School P O.—Balakdih, Purulia. Preference will be given to a trained one. Apply to the Secretary within a week of the publishing in the 'Mukti'.

Secretary

WANTED a trained graduate in deputation vacancy for Babugram Sammilani High School. P. O.—Babugram Dist.—Purulia to teach Sanskrit and Englifh to top classes. Apply sharp to the Secretary by 15/7/73.

WANTED one B. Sc. and one B. A. for Marbedia 4 class Jr. High School. P. O.—Santuri Dt—Purulia on deputation vacancy. Preference will be given to the local and trained graduates Apply to the Secretary on or before 13th July'73

Headmaster
Marbedia 4 class Jr. High School
P. O.—Santuri Dt.—Purulia

WANTED on deputation vacancy two trained B. Sc. with Physics Chemistry and Mathematics, Apply to the Secretary Baghmundi High School P. O.—Baghmundi Dist—Purulia latest by the 12th July '73. Date of interview 15/7/73 at 2 P. M. No further information will be made for the interview. No T. A. will be allowed for the journey.

Secretary
Baghmundi High School
P.O—Baghmundi Dt—Purulia

WANTED In persuance of the Advertisement in the 'Mukti' patrika on 25 6. 73—

Wanted two Arts graduate teachers Preferably trained. and in deputation vacancy. One of them with Sanskrit Combination in B A Apply to the Secretary, Jambad Anchalik Jr. and Pro. High School. P. O. Jambad, Dt Purulia before 13/7/73.

Applications are invited from the S.F. or H.S. pass candidates having good hand writings for the post of a Clerk Gengara Jr High School P. O—Chharra Dt.—Purulia

Applications in their own handwritings should reach the Secretary on or before 31st July 1973

Secretary

WANTED a B A and a B Sc. Preferably trained on deputation vacancy. Apply to the Secretary of the School by 18/7/73 and appear for an interview to be held on 22/7/73 at 11 A. M. No Travelling allowance will be given for the journey.

Secretary
Sirkabad High School
P. O.—Sirkabad, Dist.—Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা } সোমবার, ১৬ই জুলাই, ১৯৭৩, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৮০ { বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

পহেলা শ্রাবণ

আজ আলো নেই, আশা নাই, দিকে দিকে
নামে অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকারে
আত্মা মম হাহাকার করে—রাহুগ্রস্ত
সূর্য্যের মতন।
কালো কালো চারিদিকে কালো
এ আঁধার ভেদ করি কে জ্বালাবে আলো
কোথা পাব সূর্য্যালোক!
ভীমরুদ্র অমারাত্রে
সূর্য্যের স্মরণে মর্ম্মমাঝে, যে গান
আন্দোলি ওঠে বেদনার্ত প্রত্যাশার সুরে
সে গানের আর্ত্তি ধরি ঋষিবর
করিনু আরতি—সূর্য্যসম চিত্তে মম
জাগো পুনঃ বারোই বৈশাখে"

— অমিয় সেন

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি

(রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা)

৮ই জুলাই বৈকাল ৬ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভার কার্য্য বিবরণী

উপস্থিত সদস্যগণের নাম—সর্ব্বশ্রী বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত; (সভাপতি) রামলাল সরাওগী, (সেক্রেটারী); শঙ্কর ভূষণ শূর; নন্দলাল সেন; অশোক চৌধুরী।

বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ডঃ যুগলকিশোর (চতুরবাবু) ও শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রস্তাব সমূহ

শোক প্রস্তাব—অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীদয়াভাই প্যাটেলের মৃত্যুতে এইসভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

নুতন সদস্য কো অপ্ট করা

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সমিতির সদস্যরূপে কো-অপ্ট করা হইল—

সর্ব্বশ্রী ডঃ যুগলকিশোর সেনগুপ্ত; রামচন্দ্র অধিকারী; রবীন্দ্রনাথ ওঝা; ভজহরি মাহাত; চুনারাম মাহাত; গিরিশচন্দ্র মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত।

যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচন

সর্বসম্মতিক্রমে ডঃ যুগলকিশোর সেনগুপ্তকে সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হইল।

কর্মধারা নির্দ্ধারণ

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কর্মধারা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে দুটি উপসমিতি, যথা—অর্থ সংগ্রহ বিষয়ক এবং গঠন কর্ম বিষয়ক উপসমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল—

অর্থ সংগ্রহ বিষয়ক উপসমিতি নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইল—

সর্ব্বশ্রী ভজহরি মাহাত, চুনারাম মাহাত, গিরিশচন্দ্র মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত, রামলাল সরাওগী, শঙ্কর ভূষণ শূর, ডঃ যুগলকিশোর সেনগুপ্ত (আহ্বায়ক)।

গঠনকর্ম বিষয়ক (Construction) উপসমিতি সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ ওঝা (আহ্বায়ক, রামচন্দ্র অধিকারী, অশোক চৌধুরী।

ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা সম্পর্কে

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে—স্থানীয় পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এতে সমিতির নামে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হউক এবং উক্ত একাউন্ট সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডঃ যুগল কিশোর সেনগুপ্ত পরিচালনা করিবেন।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতিতে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য জন সাধারণের নিকট আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
সভাপতি; ৮ই জুলাই, ১৯৭৩।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি ১৯৬৪ সালে পুরুলিয়াতে এক জনসভায় গঠিত হয়।

এই কমিটি স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার্থে তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী এই সমিতি রেজেষ্ট্রি করা হয়।

স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন জমি এই সমিতিকে দলীল রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছেন।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির বর্ত্তমান কর্মকর্ত্তাগণ ও সমিতির সদস্যগণের নাম—

সর্ব্বশ্রী (১) বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত—সভাপতি; (২) রামলাল সরাওগী—সেক্রেটারী; (৩) ডঃ যুগল কিশোর সেনগুপ্ত, (চতুরবাবু) যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। সদস্যগণ : সর্বশ্রী (৪) ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৫) বিহারীলাল জানি (৬) অশোক চৌধুরী; (৭) নন্দলাল সেন; (৮) শঙ্কর ভূষণ শূর; (৯) রামচন্দ্র অধিকারী, (১০) রবীন্দ্রনাথ ওঝা; (১১) চুনারাম মাহাত; (১২) ভজহরি মাহাত; (১৩) গিরিশচন্দ্র মাহাত, (১৪) হেমচন্দ্র মাহাত; (১৫) ত্রিভঙ্গ দরিপা।

এই স্মারক সমিতি সম্বন্ধে সমস্ত কাজের যোগাযোগ ডঃ যুগল কিশোর সেনগুপ্তের সঙ্গে করতে হবে ('নিবারণ হোমিও চিকিৎসালয়'—পোষ্ট অফিসের নিকট)। অর্থ সংগ্রহ উপসমিতির সদস্যবৃন্দ তথা স্মারক সমিতির সদস্যগণ ছাড়া আর কেহ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। যাহারা যে পরিমাণই অর্থ দান করবেন তারা রসীদ ছাড়া দিবেন না এবং তাদের নাম নিয়মিতভাবে মুক্তিতে প্রকাশিত হবে।

এই স্মারক সমিতিতে দানের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন—শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত দানই বড় দান।

——০——

পেন্সনের জন্য প্রতারণা ও মিথ্যা হলফ

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(৩)

আমি যাকিছু লিখছি আমার বক্তব্য সম্বন্ধে যদি—যাদের সম্বন্ধে লিখছি তাদের প্রতিবাদ করার কিছু থাকে তবে ভোলানাথ বাবু যে আবেদন করেছেন, যে এফিডেবিট করেছেন এবং শ্রীদেবেন মাহাত এম,পি যে সুপারিশ অথবা সার্টিফিকেট দিয়েছেন বা ভারত সরকারের আণ্ডার ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ রহড়া অথবা আর যার কাছে সুপারিশের চিঠি দিয়েছেন—যদি দিয়ে থাকেন—তা সমস্ত প্রকাশ করুন। যদি কিছুই না করে থাকেন তাহলেও জানাতে পারেন আমরা আমাদের অন্ততঃ এ বিষয়ে দেবেনবাবুর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রত্যাহার করে নোবো। আমরা মুক্তিতেই তা প্রকাশ করব আনুপূর্বিক। তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে দেশবাসীর কাছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে ভোলানাথ বাবুর পেন্সনের জন্ম আবেদনের ব্যাপারটা যদি প্রতারণা, মিথ্যা ও জালিয়াতীর ব্যাপার না হয় তা হলে নিশ্চয়ই যেগুলি সম্বন্ধে বলা হল—সেগুলি প্রকাশ করতে কোন আপত্তি হওয়াতো উচিতই নয়—বরং সাগ্রহে প্রকাশ করবেন বলেই আমরা মনে করি। পরের সপ্তাহের মুক্তিতে অথবা তার পরের সপ্তাহের মুক্তিতেও প্রকাশের জন্ম আমরা প্রস্তুত রইলাম।

যারা রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করেছিলেন বা এবস্কণ্ড বা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে ছিলেন—জেলে না গেলেও যারা পেন্সন পেতে পারেন, তাদের সম্বন্ধে এই পেন্সন পরিকল্পতে কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত বিধান হচ্ছে এই :—

The following Categories will be eligible for pension :—

(e) Persons who remained under ground but did not suffer imprisonments if they were 1 Proclaimed offender (2) those cases on whom awards for arrest had been anounced but were not arrested or (3) those cases on whom detention orders were issued but not served.

অর্থাৎ নিম্নলিখিত বর্গের সংগ্রামীরা পেন্সন পাবার যোগ্য হবে—

(ই) যারা ফেরারী ছিলেন কিন্তু জেলে যান নাই যদি তারা (১) ঘোষিত অপরাধী হন (২) যে সব লোকের গ্রেপ্তারের জন্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু গ্রেপ্তার হন নাই। (৩) সেইসব ব্যক্তি যাদের সম্বন্ধে আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জারি করা হয় নাই।

শ্রীভোলানাথ হালদার সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে একথাই বলা যেতে পারে যে—তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দিক দিয়েই এই বিধানের আওতায় তো পড়েনইনা তাছাড়া তিনি এরকম কোন বিপদে পড়ার মতো কোন কাজের ধার পাশ দিয়েও যাননি। আমি দৃঢ়ভাবেই বলছি যে শ্রীভোলানাথ হালদার মিথ্যা আবেদন, মিথ্যা এফিডেবিট ও মিথ্যা সুপারিশাদি দ্বারা এই পেন্সনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারকে সম্পূর্ণ প্রতারণাদ্বারা তঞ্চকতা করে এই পেন্সন পাবার ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে অমি তাকে বারংবার আহ্বান করছি তার আবেদন পত্র, এফিডেবিট ও সুপারিশাদি এই মুক্তির মারফতেই প্রকাশ করতে।

ভোলানাথবাবুর আর একটি অত্যন্ত গ্লানিকর দুষ্কৃতি হল তার বৃদ্ধা ধর্মপরায়ণা শ্বশ্রমাতাকে দিয়ে এই পেন্সনের লোভে মিথ্যা এফিডেবিট করিয়ে মহা পাতক করেছেন। ভোলানাথবাবুর শ্বশুর মহাশয় স্বর্গীয় কালীপদ হালদার ঝালদাতে 'কালী গান্ধী' বলেই পরিচিত। কংগ্রেস আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শে দেশ সেবা করে গেছেন। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি লোক সেবক সংঘের আপ্রাণ সহায়তা করে গেছেন নির্ভিকভাবে। ঝালিদা সহরে তিনি লোক সেবক সংঘকে তার একটি বাড়ীই সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন যেখানে লোক সেবক সংঘের অফিস এবং কর্মীদের আবাসস্থল ছিল। বস্তুতঃ দেশসেবা ও জনসেবার ক্ষেত্রে এরূপ সৎ নিষ্ঠাবান আদর্শানুরাগী কর্মী খুব বিরল। কিন্তু তিনি কোনদিন জেলে যান নাই বা গ্রেপ্তারও হন নাই—এবং গান্ধীবাদে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে—'এব্‌স্কণ্ড' করার কল্পনাও তার সম্বন্ধে কল্পনা করা যায়না বা তিনিও কখনও করেন নাই। একবার ঝালদার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে পাঁচ আইনের মামলা করেছিল তাতে তার কিছু জরিমানা না দিলে অনুমান সাতদিনের সাজা হয়েছিল।

১৯৭৩ এর ৩০শে জুন আবেদনের শেষ তারিখ। ২/৪ দিন আগেই ৺কালীপদবাবুর বড়ছেলে এসে বললেন যে—বাবা জেলে গিয়েছিলেন তার জন্ম মা পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করবেন এবিষয়ে তথ্যাদি ও সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে কিনা? আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম—তোমার বাবা কখনও জেলে যান নাই—আবেদন হতে পারেনা। সে চলে গেল।

তারপরে জানিতে পারিলাম জামাতা শ্রীমান ভোলানাথ হালদারের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় তার শাশুড়িকে দিয়ে তিনি নিম্নলিখিত এফিডেবিট করিয়েছেন—

Late Kalipada Halder was arrested and sentenced twice in Satyamela Satyagraha. He absconded for a year in 1942 movement during 1942-43.

"অর্থাৎ স্বর্গীয় কালিপদ হালদার সত্যমেলা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দুবার গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ১৯৪২এর আন্দোলনে ১৯৪২-৪৩এ তিনি একবছরের জন্ম এব্‌স্কণ্ড করেছিলেন 'ফেরারী ছিলেন'।

এই এফিডেবিটের প্রত্যেকটি অক্ষর ও প্রত্যেকটি শব্দ শুধু মিথ্যাই নয়—মিথ্যাকেও লজ্জিত করেছে। শ্রীভোলানাথ হালদার তার নিজের জালিয়াতীতেই সন্তুষ্ট নন তার অনভিজ্ঞা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে দিয়ে যে বিপদজনক মিথ্যা হলফ করিয়েছেন এর পরিণতি কি হতে পারে তিনি নিশ্চয়ই জানেন। মিথ্যা হলফের জন্ম তার সাজাও হতে পারে।

শ্রীভোলানাথ হালদার মহাশয়ের সরকারী ক্ষেত্রে কোথায় কি খুঁটি আছে জানিনা। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে তিনি যা করেছেন ও করলেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে—জঘন্য ও ক্লিন্ন মিথ্যাচার করা এবং করানো—তা সমস্ত রকম মন্তব্য ও সমালোচনার অতীত। পুরুলিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও জনক্ষেত্রে ভোলানাথবাবু একটি দুরপনের কলঙ্ক হয়ে রইলেন—সরকারের কাছ থেকে জালিয়াতী করে পেন্সন পেতে পারেন—কিন্তু দেশবাসীর কাছে একমাত্র ধিক্কারই তিনি পাচ্ছেন ও পাবেন।

—•—

পুরুলিয়া শাখার এল, আই, সি এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশান ক্লাব কর্তৃক রবীন্দ্র-নজরুল-জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৬ই জুলাই '৭৩ জীবন-বীমা কার্যালয়ে মনোরম পরিবেশে এক মনোজ্ঞ সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এল, আই, সি, এম্‌প্লয়ীজ রিক্রিয়েশান ক্লাব কর্তৃক "রবীন্দ্র নজরুল-জয়ন্তী" উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখা ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দেবকুমার লাহিড়ী মহাশয়। কবিদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমারী শাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীসুনীল কুমার বিশ্বাস তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে "রবীন্দ্র-নজরুল-জয়ন্তী উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীজয়ন্তকুমার দাঁ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ও রবীন্দ্র-নজরুলের তুলনামূলক আলোচনা করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় (প্রধান অতিথি) রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিমানস এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তাঁহাদের প্রভাব সম্পর্কে সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণ দেন। শ্রীমধুসূদন কুণ্ডু স্বরচিত প্রবন্ধে রবীন্দ্র-নজরুলের বিপ্লবী মানসিকতা ও বর্তমান সাহিত্যিকদের তুলনামূলক ব্যাখ্যা করেন। কুমারী রুবী বোসের আবৃত্তিও সকলকে আনন্দ দেয়। স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পী শ্রীকল্যাণ ব্যানার্জ্জী, শ্রীমতী দূর্গা ঘোষ, ডাঃ অমরশঙ্কর দে, শ্রীজ্যোৎস্নাপ্রকাশ সেন ও শ্রীজয়ন্ত কুমার দাসের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুলগীতি পরিবেশনে এবং শ্রীকিরীটী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেহালা সঙ্গতে অনুষ্ঠানটি মধুময় হইয়া উঠে।

—•—

শোক সংবাদ

লোকসেবক সংঘের কর্মী মিয়াজান আনসারী গত ২৬শে জুন মঙ্গলবার বৈকাল ৩ ঘঃ ৫০ মিঃ সময় কোনাপাড়ার নিজ বাড়ীতে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র, দুই কন্যা, নাতি, নাতিনী সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মাস তিন থেকে তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। তিনি সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

পঞ্চায়েত সত্যাগ্রহ, ক্ষুধামুক্তি, বঙ্গ অভিযান, টুসু সত্যাগ্রহ প্রভৃতি বহু সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছেন। টুসু সত্যাগ্রহে এক বৎসর হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। তিনি খুবই সংযত ও মিতাচারী ছিলেন। ভদ্র আচরণ ও ব্যবহারে তিনি জনগণের প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর পুত্র কন্যা ও স্বজনদের শোকে সহানুভূতি জানাচ্ছি।

—•—

মুক্তি

৩১শে আষাঢ়, ১৩৮০, সোমবার

ঋষি নিবারণ চন্দ্র

(লাবণ্য প্রভা ঘোষ)

১৯৩৫ সালের এক বর্ষণমুখর শ্রাবণ দিনে শান্ত সমাহিত সাধক ঋষির তিরোধানের পর আজ কতো বছর পার হয়ে গেল! এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দেশের জীবনে, বিশ্বের জীবনে কতো ওঠা পড়া, কতো ভাঙ্গা গড়া, কতো সংগ্রাম সংঘাত, কতো সাফল্য বিপর্য্যয় ঘটেছে—তার হিসেব নেই। দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী এই-সব ঝড় ঝঞ্ঝা, উত্থান পতনের মধ্যে আমরা আমাদের মহান ঋষিকে ভুলিনি। আমরা প্রতি ১২ই বৈশাখে আর ১লা শ্রাবণে মহান ঋষির স্মরণ-বেদীতে শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে এসেছি।

বিশ্বের বিরাট বিশাল জীবন-নাট্য সমূহের পটভূমিকাগুলির পাশে এককোণে নীরবে নিভৃতে স্মৃতির বেদীতলে প্রাণের বরণ-ডালায় শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে রাখার কাজ হয়তো বহু মানুষের কাছেই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। কিন্তু মানবজীবনের মূল্যের দৃষ্টিতে—জীবন-সন্ধানের তাৎপর্য্যের দৃষ্টিতে, একে উপলব্ধি করতে পারলে—বোঝা যাবে এর কী অপরিমেয় মূল্য আছে।

বিশ্বের একটা ঘটনাস্রোত বিশ্বের একটা ব্যাপার কেবলমাত্র তার বিশালতার জন্যই মানব-জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রগতির সম্পদ ব'লে বিবেচিত হবে না। মানবজীবনের বিকাশ ও প্রেরণার পথে যা সম্পদ তাই মানব ইতিহাসে বড়ো।

বিশ্বমানবজীবনে গ'ড়ে ওঠার সমস্ত কাজ ও জীবনের সমস্ত অগ্রগতি নির্ভর করছে—সংহতিপূর্ণ সুদৃঢ় সমাজ বন্ধনেরই ওপর। পারস্পরিক কল্যাণ চিন্তা, প্রেম ও সহানুভূতির তাগিদেই মানব-জীবনে নিত্যনূতন সৃষ্টির কাজ, কর্ম আয়োজন, সুরক্ষা-ব্যবস্থা ও জীবন-প্রেরণা এগিয়ে চলে। পারস্পরিক কল্যাণ-ভাবনার ভিত্তিতে সুদৃঢ় এই সমাজবন্ধন যদি না গ'ড়ে ওঠে, তাহলে সমাজ-জীবনে অগ্রগতি থেমে যায়—যা এগিয়েছে তা ভেঙ্গে যেতে থাকে, ধ্বংস হতে থাকে।

সেজন্য একথা আজ দিনের আলোর মত সত্য যে,—বিশ্ব-জীবনে আমরা আজ যতো বড়ো বড়ো ঘটনার ইতিহাসই সৃষ্টি করিনা কেন—মানব সমাজের হৃদয় ইতিহাস বড়ো হ'য়ে না উঠলে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বিশ্বের ইতিহাসে আমরা দেখছি—বড়ো বড়ো বিশ্ব ধুরন্ধরেরা বিশ্ব-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র দিয়ে বিশ্বজীবনে যে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করেছিল তাতে বিশ্বের ভিৎ আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। বিশাল ঘটনা হলেও আমাদের মানব সাধনার ইতিহাসে—আমাদের বাঁচবার সাধনার ইতিহাসে এর মূল্য কী আছে?

কিন্তু ঐ নীরবে নিভৃতে যে দীপ জ্বলছে—ত্যাগের দীপ,—সাধনার দীপ—মানবতার দীপ—আজ যাকে অনেকেই অকিঞ্চিৎ-কর মনে করেছে—মানব ইতিহাসে তার মহান মূল্য রয়েছে। মানুষ নিজেকে বড়ো ক'রে তুলতে না পারলে, তার সমাজ বড়ো হবে না—তার কাজ বড়ো হবে না—তার ইতিহাস বড়ো হবে না। বিশ্ব-মানব স্রোতোধারায় চারিদিকে যতই আবর্জ্জনারাশি ছুটে চলুক—তবু সেই স্রোতের মাঝখান দিয়ে একটি অখণ্ড অনিন্দ্য পবিত্র অমৃতময় প্রাণ-প্রবাহ নিরন্তর গতিতে এগিয়ে চলেছে সমগ্র বারিপ্রবাহকে নিজের স্পর্শে ক্লেদমুক্ত করার—আলোকিত করার সাধনা নিয়ে।

এই প্রাণধারা আজ যতই ক্ষীণ হোক—যতই অকিঞ্চিৎকর রূপে গণ্য হোক—বিশাল স্রোতের মধ্যে এই প্রাণধারাই হীরকের মত উজ্জ্বল—প্রাণের দ্যূতিতে প্রভাময়। জ্ঞানের আলোক, প্রেমের আলোক, ত্যাগের আলোক মিলে মিলে সঞ্চিত হয়ে দীপ্তিময় হীরক খণ্ডে রূপ নিয়েছে। এই আলো না হলে জীবনের পথ, প্রাণের পথ, হৃদয়ের পথ, ইতিহাসের পথ অন্ধকার।

যা নইলে মানবসমাজের চলবে না—সেই জ্যোতির্ম্ময় আলোর একটি শিখা একটি পরম সুন্দর জীবনদীপে অপূর্ব্ব হয়ে জ্বলছে। নীরবে নিভৃতে অন্ধকার আলোকিত করে জ্বলছে। যারা ভুলে আছ তারা মুখ ফেরাও। দিন যাপনের ঝড় ঝঞ্ঝা গ্লানীর মধ্যে তুমি তোমার নিজেকে পাওনি। ঐ আলোকের স্পর্শে তোমার হৃদয় যখন জ্বলে উঠবে—ঐ আলোকের স্পর্শে তোমার হৃদয়ের বরফ গ'লে যখন অশ্রুধারা হ'য়ে মানুষের জন্য ঝরতে থাকবে মানুষ যখন দলে দলে তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের আবেষ্টনে এসে দাঁড়াতে চাইবে—তখন তুমি অনুভব করবে—এই আলো তোমায় কী সম্পদ দিয়ে গেছে।

এখানে ঐ আলো—ঐ অপূর্ব্ব সুন্দর আলো নীরবে নিভৃতে এক পরম সুন্দর জীবনদীপে উজ্জ্বল নিষ্কম্প শিখায় জ্বলছে। সে দীপশিখা ঋষি নিবারণ চন্দ্র। তাঁর সমগ্র জীবনের মর্ম্মকোষ আহরণ ক'রে তোমাদের জন্য জাগ্রত হ'য়ে জ্বলছে—ঐ পরম সুন্দর আলোর সম্পদ। মানব জীবন বহন ক'রে, অন্ধকারে যারা থাকতে না চাও—তারা এই পরম সুন্দর উজ্জ্বল জীবনবেদী-প্রান্তে প্রাণের প্রণতি অর্পণ করে।

সমাজ সংস্কারের শুভ প্রচেষ্টা

অদ্য ৮-৭-৭৩ তারিখে ভাগাবাঁধ পাড়া দূর্গামন্দিরে বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বাউরীর সভাপতিত্বে বাউরী সমাজ কল্যাণ সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন শ্রীযুক্ত রামধন বাউরী মহোদয় এবং সেখানে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন ও নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়।

ক] সমাজের দুর্নীতি কুসংস্কার, পণপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার সম্যক মোকাবিলার জন্য একত্রে সংগঠিত হয়ে সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

খ] এই সভায় আরও একটি সিদ্ধান্ত আমাদের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় যা পরবর্ত্তীকালে সংগঠনের কাজ করে যাবে। উক্ত অস্থায়ী কমিটিতে সভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বাউরী, সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅম্বিকা দাস [বাউরী] সম্পাদক শ্রীশিখসেন বাউরী কোষাধ্যক্ষ শ্রীকানাই-লাল বাউরী হিসাব পরীক্ষক শ্রীঅতুলচন্দ্র বাউরী এবং সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত মঙ্গল বাউরী মনোনীত হন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রস্তাব রাখা হয় যে উক্ত অস্থায়ী কমিটি পরে সাধারণ সম্মেলনে সংশোধিত আকারে স্থায়ীভাবে গঠিত হয়ে এবং এই সভায় অস্থায়ীভাবে প্রতিটি থানা থেকে তিনজন প্রতিনিধি লইয়া একটি Executive Body গঠিত হয়।

গ] সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে উক্ত প্রতিনিধিগণ নিজস্ব এলাকায় একটি করে অস্থায়ী কার্য্যকরী কমিটি গঠন করেন এবং সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন এবং উক্ত সাহায্যকৃত অর্থ সাধারণ সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

অতঃপর সভার প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রামধন বাউরী মহাশয় সুন্দর মনোমত ভাষণে সমাজের প্রতিটি সমস্যা এবং তার সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করেন তিনি আরও আমাদের অস্থায়ী কমিটির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তিনি সুন্দরভাবে বিভেদ সৃষ্টি না করে সমাজের কাজ করে যাওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেন।

সবশেষে আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বাউরী মহাশয় বাউরী সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত হতে আহ্বান জানান।

সর্বশেষে সভাপতি এবং প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভাপতি শ্রীপতি বাউরী মুনসেফডাঙ্গা, ৮।৭।৭৩।

ভুষি মালের কালোবাজার

ভুষি অনুচরেরা ধৃত ঃ ভুষি সাঙ্গাত কংগ্রেসী এম,এল,এ,রা কালোবাজারের অংশীদার হলেও তাদের ধরা হয়নি ঃ পুলিশের বিরুদ্ধেও ভুষির ব্যাপারে অবৈধ যোগাযোগের অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গের ভুষি কেলেঙ্কারী সম্প্রতি সংবাদ জগতে আলোড়ন তুলেছে! ভুষির সরকারী পারমিট কালোবাজারীদের কাছে বিক্রি করে কতিপয় পারমিটধারী হাজার হাজার টাকা বিনা আয়াসে রোজগার করেছেন। পুলিশী তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে এইসব পারমিটধারীদের কোনও দোকান বা গুদাম নেই। অর্থাৎ এঁরা কখনই মাল নিয়ে ব্যবসা করেন নি, এঁদের ব্যবসা পারমিট নিয়ে।

মানুষের খাবারের সঙ্গে, বিশেষ করে চাল ও গমের সঙ্গে এই ভুষি মিশিয়ে দিয়ে লাভের অঙ্কটাকে ফাঁপিয়ে তোলার কায়দা অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে খুব চালু হবার ফলেই কালোবাজারে ভুষির কদর বেড়ে যায়।

ভুষির বণ্টন ব্যবস্থাটা (পারমিট) পুরোপুরি রাজ্য সরকারের হাতে। রাজ্যের ময়দাকলগুলিতে প্রতি মাসে ৩৪০০ মেট্রিক টন ভুষি উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১৭০০ টন পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন পায়, বাকি ১৭০০ টন আগে খাদ্য দপ্তরের নির্দিষ্ট দামে (১৫ টাকায় সাড়ে ৩৭ কেজির বস্তা) খোলাবাজারে বিক্রি হোত। ১৯৭২ সালে সরকার এই ভুষির দর প্রতি বস্তা ৪৪ টাকা ধার্য্য করেন এবং একটি কমিটির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের ভুষির পারমিট দেবার ব্যবস্থা করেন। সাম্প্রতিক তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে এই সব পারমিট যাঁরা পেতেন তাঁদের অধিকাংশেরই কোনও গুদাম ও দোকান নেই। এঁরা পারমিটগুলি সরাসরি কালোবাজারীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতেন। পারমিট বিক্রি করতে দোকান, গুদাম বা কর্মচারী রাখার কোনও দরকার হয় না এবং কোনও মূলধনের প্রয়োজনও এতে নেই। প্রয়োজন শুধু দেনেওয়ালাকে সন্তুষ্ট রেখে পারমিট প্রবাহ অব্যাহত রাখার। অবশ্য ভক্ত-ভগবানে বোঝাপড়া থাকলে পূজাটা আগাম না দিলেও চলে। যাই হোক এইভাবে ১৯৭২ এর জুন মাস থেকে ১৯৭৩ এর মে মাস পর্য্যন্ত ভুষিমাল প্রায় ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ কালো টাকা উপহার দিয়েছে কালোবাজারীদের। পারমিট বিক্রেতারা মাসে প্রায় ৩ হাজার টাকা করে রোজগার করেছে।

পারমিটদানকারী কমিটির মোট ১৯ জন সদস্যের মধ্যে শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসোমেন মিত্র, শ্রীআবদুল বারি বিশ্বাস, শ্রীসঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ ১৭ জন কংগ্রেসী নেতা ছিলেন। পারমিট কালোবাজারে বিক্রির অপরাধে ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের একজন ডিরেক্টার, শ্রীপি, কে, সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পারমিট খরিদকারী ব্যবসায়ী শ্রীপ্রভুদয়াল গুপ্তার নামে 'ঘোষিত অপরাধী' হিসাবে পরোয়ানা জারী হয়েছে, তাঁর সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দ্দেশ জারী হয়েছে। কিন্তু সব নাটের গুরু পারমিটদানকারী কোনও কংগ্রেসী এম, এল, এ, বা নেতার গায়ে মুখ্যমন্ত্রী আঁচড় পড়তে দেন নি। অথচ এঁদের অপরাধ সব চেয়ে বেশী।

পারমিট বিক্রেতা ৩৬ জনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের ভগ্নীপতি শ্রীঅদীপ মুখার্জী জামিনে মুক্ত আছেন এবং ভাগনে শ্রীজয়দীপ মুখার্জীর (টেনিস খেলোয়াড়) জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা অপেক্ষা করছে। ভুষির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। পারমিট দানকারী কমিটির কংগ্রেসী সদস্যদের গা বাঁচানোর জন্য পুলিশী তদন্তকে ভোঁতা করার চেষ্টা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এঁদেরই স্বার্থে হয়তো গোটা ব্যাপারটাকেই ভণ্ডুল করে দেওয়া হবে।

অতি সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে যারা এই কেলেঙ্কারীর তদন্ত করছেন —দেখা যাচ্ছে সেই এনফোর্সমেন্ট পুলিশও গোড়া থেকেই এই ভুষি কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত। গত সওয়া এক বছর ধরে সমস্ত জেনে শুনেও এই পুলিশ বিভাগটি চোখ বুঁজে ছিলেন বা কোন অদৃশ্য কারণে দায়িত্ব পালনকরেননি। যদি তারা জাগ্রত ও সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকতেন তাহলে এই বিরাট কেলেঙ্কারী ঘটতে পারত না। তারা এতদিন মুখ্যমন্ত্রী বা খাদ্যমন্ত্রীকে কিছুই জানাননি বলে বলা হয়েছে। তাহলে কি তাদেরও কেউ কেউ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা তাদের নিজেদের অপরাধের দায়িত্বটা এইভাবে এদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন—যা অনেক সময় হয়ে থাকে? এক বছরের কংগ্রেসী শাসনে ভুষি মালের মতো মালও কালোবাজারের কালো মাণিক হয়ে উঠেছে। ৪৪ টাকার বস্তা বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকায় আর জনসাধারণ দৈনন্দিন আহার্য্যের সঙ্গে ঐ ভুষি হয় গিলেছেন, নয় কুলোর ডগায় ফেলে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই কেলেঙ্কারীর পর কমিটি বাতিল করে সব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ওপর। কিন্তু অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এতেও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। এ কেবল টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুল তলায় বাসা বাঁধা হোল। কারণ এই কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী শ্রীসন্তোষ রায়ের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু ত্রাণের ব্যাপারে, শ্রীআবদুস সাত্তারের নামে ১২ কোটি টাকার পাম্প কেনার ব্যাপারে, শ্রীজ্ঞান সিং সোহন পালের বিরুদ্ধে গাড়ীর পারমিট ও টায়ার বিতরণের ব্যাপারে এবং শ্রীবরকত গনি খান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ঠিকাদার নিয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। আমাদের জেলার বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হয়েছে। যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব বজায় রাখতেই হবে। ভুষির স্তুপে এম, এল, এরা আমস্তক ঢাকা থাকলেও এদের দিকে নজরই পড়বে না।

——•——

ভুষি-সংলাপ

ভুসিকে ডাকিয়া বলে
প্রাজ্ঞ মহাভুসি—
আমার প্রসাদ গুণে
আছ তো হে খুশী?
ভুসি বলে ধন্য রাজা,
সুখে ভুক্তি কাল—
তোমার প্রসাদে তৃপ্ত
যত ভুসি মাল!
গ্রামে গঞ্জে হাটে বাটে
বিধান সভায়—
চারিদিকে ভুসিমাল
নয়ন লোভায়!
কিন্তু প্রভু বর্তমানে
আতঙ্ক সদাই -
এই বুঝি কড়া নাড়ে
ধূর্ত সি, বি, আই!
ঈষৎ হাসিয়া কন
ভুসির ঈশ্বর—
তুচ্ছ সি, বি, আই, তরে
করিও না ডর!
যত বড় ব্যাঘ্র হোক,
শুনে রাখো ভুসি -
আমার কটাক্ষে সব
হয়ে যাবে পুষি!

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

——o——

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সনের জন্য আবেদনের তারিখ বাড়ান হল

গত রবিবার ৮ই জুলাইয়ের আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ যে—স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেন্সনের জন্য আবেদনের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে—আগামী ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে। রেডিওতেও এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে বলে জানা গেল। তবে সাধারণতঃ এই ব্যাপারের সঠিক ও বিশদ সংবাদ আমরা কলিকাতার স্বাধীনতা সংগ্রামী অফিস থেকে পেয়ে থাকি। সেটা পেলে আমরা সুনিশ্চিতভাবে এবং বিশদভাবে এ বিষয়ে জানাতে পারবো।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

পুরুলিয়ায় ফ্যাসিস্ট রাজ?

শ্রদ্ধেয় "মুক্তি" সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার বহুল প্রচারিত মুক্তি পত্রিকায় জঙ্গল ও পশুপালন মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত মহাশয়ের পাকবিড়রায় বক্তৃতার অসারতার জন্য, তাহারই যৎসামান্য ভাষ্য বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে সমগ্র জিলা এমন কি দেশব্যাপি একটু আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন লৌলাড়া নিবাসী শ্রীসুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইহারা মন্ত্রীপ্রবর সীতারাম মাহাতর সহশিক্ষক ও সাগোদি। ইহারা উভয়ে সীতারাম বাবুর দৌলতে অনেকানেক কাজ কর্ম্ম গুছাইয়া লইতে পারিয়াছেন। ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইবে।

ইহারা একদিন উভয়ে রোগী দেখাইবার অজুহাতে, আমাকে অশোক বাবুর বাড়ীতে লইয়া গিয়া অকথ্যরূপে গালাগালি করিলেন এবং আমাকে Ultimatum Threatning দিয়া বলিলেন "তুই যে আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ লিখিতেছিস্ তুই এই লৌলাড়া গ্রামে বসবাস করিতে ইচ্ছুক কি না?" ইহাদের আদব কায়দা ও ব্যবহার দেখিয়া আমার ধারণা হইল যে সত্যই কি ইহারা সীতারাম বাবুর সহকর্মী শিক্ষক না ছদ্মবেশী রক্ত পিপাসু নকশেলাইট? ইহাদের ব্যবহারে সত্য-সত্যই আমার জীবন সম্বন্ধে ভয় হইল। আমাকে ইহারা আরও বলিলেন যে আমার পিতার শ্রাদ্ধ নাকি সুভাষ বাবুর পিতা না থাকিলে হইত না। ইহারা আরও বলিলেন যে "তোর কানে ধরিয়া সীতারাম বাবু, শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকের সঙ্গে যে আলাপ করাইয়া দিলাম তাহার কি প্রতিদান এই করিলি? তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমি হাসিব না কাঁদিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। কেন না যে লোক একদিন শ্রদ্ধেয় ৺অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র প্রতীম ছিল, যে লোক সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ৺ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সাহচর্য্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছে, যে লোক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য ছত্রচ্ছায়া লাভ করিয়াছে, যে লোক চম্পারন জিলায় কুমারবাগে একাদিক্রমে ৭ দিন মহাত্মা গান্ধীর সেবা সঙ্ঘের Camp-এ কাটাইয়া আসিয়াছে, যে লোক শান্তি নিকেতনে বিশ্বকবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অকপট আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত নহে, তাহার সহিত সাহচর্য্যে সীতারাম বাবু প্রভৃতিগণ ধন্য হইয়াছেন না আমি ধন্য হইয়াছি ইহা বিবেচনা সাপেক্ষ। যাহা হউক রাজনোয়াগড়ের এই উভয় শিক্ষকের ব্যবহার ও তাহার কদর্য্যতা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া আপনার নির্ভিক পত্রিকা মারফত ইহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির ও নিরাপত্তার নিমিত্ত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

বিনীত
ডাঃ হেরম্ব নাথ চট্টোপাধ্যায়
লৌলাড়া, (পুরুলিয়া)

——•——

পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল

সম্পাদক মহাশয়,

পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাই জনসাধারণের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

প্রবাদের মত প্রায় একটি কথা শুনতে পাওয়া যায়—

"হিন্দুদের দুর্গাপূজা
উপরটা চিকন চাকন
ভিতরটা খড়ের বোঝা।"

কথাটি যে নির্জ্জলা সত্য তা পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল দেখলেই বোঝা যায়। out door-এর অবস্থা দিন দিন খারাপ এবং আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখানে ডাক্তার বাবুদের আসার এবং উঠে চলে যাওয়ার কোন বাঁধাধরা সময় নেই। রুগীদের ক্ষেত্রে out door-এর টিকিট করার সময় কিন্তু নির্দিষ্ট করা আছে। যত দূর গ্রাম অঞ্চল থেকে রুগী আসুক না কেন, পাঁচ মিনিট দেরী হওয়া মানে রুগীর সেদিনটি গেল, নচেৎ ১০/১৫ টাকা দণ্ড দিয়ে private-এ ঐ ডাক্তার বাবুকে দেখাতে হবে।

যিনিই out door-এ বসেন তিনিই বিধান চন্দ্র হতে চান। চোখ, মুখ দেখেই ব্যবস্থা পত্র দিয়ে থাকেন। ডিসপেনসারীর অবস্থাও "কিবা দিন কিবা রাত্রি।" এখানে ঔষধ বলতে লাল, নীল, হলদে বর্ণের জল আর tablet-এর মধ্যে সবেধন নীলমনির মত সালফা ডাইজিন। প্রায় প্রত্যেক রুগীকেই অতি সাধারণ tablet ও injection বাইরে থেকে কিনতে হয়। কিন্তু মজার কথা এই কোন রুগী যদি কোন প্রকারে এক বিশিষ্ট 'সাগিনা'র কাছ থেকে পরিচয় পত্র আনতে পারেন তবে injection দূরের কথা তিনি সাথে সাথে ভর্ত্তিও হতে পারবেন।

"এমারজেন্সী" কথাটার অর্থ প্রায় ভুলে যেতেই বসেছি। সেখানে প্রায় কোন ডাক্তার থাকেন না। রুগীকে নিজেই ডাক্তার খুঁজে বের করতে হয়। কোন কোন ডাক্তার বাবু আবার একটু চড়া মেজাজের উপদেশও দেন। "কাল out door-এ দেখালে পারতেন। এমারজেন্সী ওয়ার্ড শুধু এমারজেন্সীর জন্য।" তিনি তখনও জানেন না যিনি এসেছেন তার কেশটা এমারজেন্সী কি না।

ডাইরিয়া ওয়ার্ড জনগণের কাছে একটা বিরাট panic হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ কিছু দিন আগে সহরের বেশ কিছু সংখ্যক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মারা গেল এই ডাইরিয়া ওয়ার্ড থেকে। এই ওয়ার্ডের রুগীদের কুকুরের থেকেও বেশী অবহেলা করা হয়। জল চাইলে জল নেই, কাগজি লেবুর বালাই নেই—বাজার থেকে আনাও এমনকি নুনটাও। চারদিকে মাছি ভন্ ভন্ করে।

ময়লা জল এখানে সেখানে জমা করা আছে। কাঠের পুতুলের মত একজন নার্স সব সময় গল্পের বই-এ মগ্ন থাকেন। অথচ এই সহরেরই রাস্তার ধারে দেখি সাইন বোর্ড "শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, এদের যত্ন নিন্।" আকাশবাণী থেকেও "কলেরা নিরাময়" সম্বন্ধে "পদ্মশ্রী" মার্কা মধুর ভাষণও শুনতে পাই। এই অবহেলা, এই দুর্নীতি দেখে মনে হয় না, যে এই শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ তারা যেন জাতির শত্রু হিসাবে এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, এটাই মনে হয়।

ভাবতে গেলে অবাক হতে হয় জেলার একটি নয়, দুটি নয়, এগারটি "নবরত্ন" থাকা সত্ত্বেও এবং তাদেরই সরকার চলাকালে এই গরীব জেলার সদর হাসপাতালে দুর্নীতির একটা পাহাড় প্রস্তুত হয়েছে।

আসল কথা সবাই এখন নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। একজন "সাগিনা" সেজে বিরোধী দলের পতাকা ছিঁড়তে ব্যস্ত আর একজন বনে বনে ঘুরছেন ধনের সন্ধানে। গরীব জেলার গরীব জনসাধারণের প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করার সময় কোথায়? তাই বোধ হয় একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন স্বয়ং ভি, ভি, গিরি।

কোয়েমবাটুরে ২৩শে জুন শ্রী জি নাইডুর ৭৯তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি বলেন—জনসাধারণের বিরাট একটি অংশ প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা পায় না। প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা বলতে বোঝায় —খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা মাথা গোঁজার ঠাঁই, যা জেলের মধ্যে একজন আসামীও পেয়ে থাকে।

(আনন্দ বাজার ২৪শে জুন)

জনসাধারণের এই যেকটি প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার এই অধিকারের ভিতর আজ সারা দেশে দুর্নীতির কালোছায়া এই গরীব জেলার সদর হাসপাতালটির উপরও পড়েছে।

দেশে সরকার আছে, সরকার চলছে, দপ্তরও চলছে, সব যেন একটা কালো পর্দ্দার আড়ালে। জেলার সর্বস্তরের মানুষের নিকট আবেদন জানাই, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের নিকট, আসুন এই সর্ব্বনাশা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্নীতির কালো পর্দ্দাটা ছিঁড়ে ফেলি। আবেদন জানাই সদর হাসপাতালের কর্মকর্তাদের। খেতে পাই না পাই, গরীব জেলার গরীব মানুষগুলোকে অন্ততঃ রোগের হাত থেকে বাঁচতে দিন।

তারিখ—৯/৭/৭৩

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
নামোপাড়া,
পুরুলিয়া।

——•——

১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস

১৭ই জুলাই, ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার মহান ঋষির স্মৃতিপূজার আয়োজনে

শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে, যোগ দিয়ে জাতীয় কর্ত্তব্য উদযাপিত করতে সকলের প্রতি আহ্বান

ঋষি চলে গেছেন ১৯৩৫ সালে। মাত্র ৬০ বৎসর তিন মাস তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে ছিলেন। জীবনের এই ক'টি বৎসরের মধ্যে নিজের জীবনটাকে যে অপূর্ব্ব মহিমার আলোকে পূর্ণ ক'রে গেলেন—মাত্র সেই ক'টি বৎসরের অবদান তাঁকে বহু-যুগ অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা বিগত ৩৮ বৎসর ধ'রে, তাঁর স্মরণ-বেদীতে শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে আসছি—এই আশা নিয়ে যে, মানুষের সমাজ তার আপন মানব-মহিমাকে আজও যেভাবে ভুলে আছে—তার পরিবর্তন হবে; মানব মহিমার জয়ের ক্ষেত্র দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হবে—তার যথার্থ স্থান হবে। সেই জীবন পরিবেশে সেদিনের মানুষের উপলব্ধি হবে—মহিমান্বিত ঋষির স্মরণ-বেদীতে এই ক'টি বছর শ্রদ্ধার দীপ জ্বালিয়ে রাখার কী মহান মূল্য ছিল।

ঋষির চলে যাওয়ার পর আজ ৩৮ বৎসর পার হয়েছে। জন্ম তারিখের হিসাবে ১৯৭৫ সালে, ১৩৮২ সনের ১২ই বৈশাখে জন্ম শতবার্ষিকীর মহান দিবস পূর্ণ হবে। আজকের জীবন পরিবেশ মানব মূল্যকে যে স্থান দিয়েই থাকুক—যাঁরা মানব-মহিমার মূল্য উপলব্ধি করেন—তাঁদের কাছে মহান ঋষির জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজন—মহান দায়িত্বের। সেই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আজকের এই তিরোধান দিবসে সকলকে শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের দীপ নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাদর আহ্বান জানাই। ইতি

পুরুলিয়া
৩।৭।৭৩

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা. লোকসেবক সংঘ

সহরের অনুষ্ঠান ঃ সকালে ৮॥ টায় তেলকলপাড়া শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলি : সন্ধ্যা ৬॥ টায় শিল্পাশ্রমে স্মরণ সভা

শিক্ষক চাই

কুকুরগড়িয়া বিভূতিনাথ বিদ্যাপীঠের ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে একজন সংস্কৃত পড়াইবার জন্য B. A. শিক্ষক চাই। শিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ২৩শে জুলাই ১৯৭৩, আবেদনের শেষ তারিখ।

সম্পাদক
কুকুরগড়িয়া বিভূতিনাথ বিদ্যাপীঠ
পোঃ—কুকুরগড়িয়া, জেলা—পুরুলিয়া

—·—

WANTED a trained graduate teacher for appointment in a deputation vacancy. Pay as per rules.

Apply to Administrator, Jhalda Satyabhama Vidyapith P. O.—Masina (Purulia) by 20/7/73.

Administrator,
Jhalda Satyabhama Vidyapith

—·—

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
প্রণীত—
'তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী'
প্রকাশ হয়েছে—
প্রাপ্তিস্থান—
'মুক্তি-প্রেস' ও 'বিশ্ববিদ্যা ভবন' [পুরুলিয়া পঃ বঃ]

WANTED a B.A. in the deputation vacancy in Biltora 3 class Junior High School P. O.—Mamurjore, Purulia Preference will be given to a trained one. Apply to the Secretary on or before 25th. July' 73.

Secretary.

WANTED a trained graduate preferably Arts. for Malthore Junior High School P. O.—Kaluhar Dt—Purulia in deputation vacancy.

Apply to the Secretary on or before 25/7/73.

Joychand Mahato
Secretary
14771

WANTED a B. A. in the deputation vacancy for Muralidhar Memorial 4 class Jr. High School, Guniara. P. O.—Guniara, Dt.—Purulia. Preference will be given to a trained one. Apply to the Secretary within a week of the publishing in the 'Mukti'

Secretary

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্‌ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া **পুরুলিয়া** Phone—} 508 414

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্‌
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা | সোমবার, ২৩শে জুলাই, ১৯৭৩ ৭ই শ্রাবণ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

দুর্নীতি-দানব

পত্র লেখক যে দুর্নীতির কথা বলিয়াছেন তাহা নূতন নয়, তবু পূর্বাপেক্ষা তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুর্নীতিতে বাহিরের বাধা কার্যত কোথাও নাই। এই দুর্নীতি তখনই যাইবে যখন এই সকল দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারী বুঝিতে পারিবে যে, জাতিটা তাহাদের জন্য নয় তাহারাই জাতির জন্য। ইহার জন্য প্রয়োজন উচ্চ নীতিজ্ঞান, যাহারা এই কুকার্য্য করে না এবং দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদের উপর যাহার প্রভাব আছে তাহাদের একান্ত সজাগ দৃষ্টি। এবিষয়ে উদাসীন থাকা পাপ।

—গান্ধীজী

—[০]—

পাহেলা শ্রাবণে

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

সূর্যকে দক্ষিণে রেখে,
কখনও বা বামে—
আবর্তিতা পৃথিবী ঘোরে—শুধু ঘোরে!
তবু দিন ও রাত্রির মালা
গাঁথা হয়ে যায়—
পৃথিবী হয়তো জানে, হয়তো জানে না—
তবু নীল চাঁদোয়ার নীচে—
অবিচল সপ্তপদী কেবলই চলেছে!

কবে কোন পহেলা শ্রাবণে
অন্ধকার দিশাহীন পথে
তোমার উজ্জ্বলযাত্রা সুরু হয়েছিল—
সে যাত্রার শেষ কবে? জানি না উত্তর—
শেষ কোথাও? তাও জানিনাক—
শুধু জানি, তোমার সূর্যকে তুমি
রেখে গেছ অন্তরে অন্তরে!

তোমাকে স্মরণ করে সেই সূর্যকে
প্রদক্ষিণ করি—
দিন আর রাত্রি আসে অন্তরে অন্তরে
শ্রাবণের উত্তরণ উজ্জ্বল বৈশাখে!

জতুগৃহ চারিধার—
দাহ জাগে অন্তরে বাহিরে—
সত্যের সোনাকে নিয়ে পাড়ি দিতে হবে—
এরই মাঝে পথ করে করে—
বুক পেতে নিতে হবে যত আছে
জ্বালা—কণ্ঠে বিষ তাপিত বিশ্বের!

পৃথিবীর সূর্য আছে,
তুমি আছ আমাদের মাঝে।
আজকের পহেলা শ্রাবণে
তাই মনে হয়—
হারাইনি কিছুই,
প্রাণভরে পেয়েছি তোমায়—
আরও পাব সকলের তরে!

—·—

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি

(রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থা)

গত ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই—সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন স্থানটি—যে জায়গাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্মারক সমিতিকে দিয়েছিলেন—পুরুলিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় সরকারীভাবে স্মারক সমিতিকে অর্পণ করেন। পূর্ত্ত বিভাগ থেকে ইঞ্জিনীয়ার এসে জায়গাটি মেপে চৌহদ্দি ঠিক করে দেন।

সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার মহান কার্য্যে পুরুলিয়ার ও পুরুলিয়া জেলার আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগীতা ও সাহায্য খুবই স্বাভাবিক ভাবেই আমরা আশা করি। বস্তুতঃ এই মহান পবিত্র কাজ একমাত্র জনসাধারণের সাহায্যেই সফল করে তোলা সম্ভব।

এই মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়েছে। যারা অর্থ দিয়েছেন তাদের নাম প্রকাশিত হল।

সর্বশ্রী রামচন্দ্র অধিকারী—১০১ টাকা; মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১০১; শঙ্করভূষণ শূর—১০১; চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত—১০১; ডঃ চতুরানন সেনগুপ্ত—১০১; হংসেশ্বর মাহাত (মাঝিহিড়া)—৩০; মাগারাম মাহাত (পীড়রলায়া)—১০১; ভোলানাথ মজুমদার—১০১; ব্রজলাল দত্ত—১০১; অশোক চৌধুরী—১০১; শ্রীমতী চারুনী সূত্রধর (৺সতীশ চন্দ্র ওর্ফে ক্ষ্যাপার স্ত্রী)—১০১।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি
পুরুলিয়া।

—০—

পেন্সনের জন্য প্রতারণা ও মিথ্যা হলফ

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

(৪)

স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেন্সন পাবার যোগ্যতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত শর্ত ও অবস্থা বিধিবদ্ধ করে—সেই অনুযায়ী পেন্সন দেবার ব্যবস্থা করেছেন. যদিও আমরা মনে করি তা অসম্পূর্ণ—তাহলেও আমরা সেই বিধি ও শর্তের সীমা স্বীকার করেই তার মধ্যেই যারা পড়েন তারা যাতে পান তার জন্য সাহায্য, সহযোগীতা—সকলকেই এবং সকলের জন্যই করে যাওয়া আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। বস্তুতঃ আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে এই পুরুলিয়া জেলার যোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা যারা পরলোক গত তাদের পরিবার বর্গের মধ্যে কেহ বাদ পড়েছেন বলে মনে হয় না।

অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকেও সরকারী বিধি ও শর্তের মধ্যে যদি না পড়েন তবে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী তারা পেন্সন পাবার যোগ্য নন। এক্ষেত্রে যদি তারা তাদের প্রকৃত অবস্থা অকপটে সরকারকে জানিয়ে দরখাস্ত করেন সেটা আলাদা। তবে সে রকম প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে অস্বীকার করা হয়েছে।

ফলে বহুক্ষেত্র থেকেই মিথ্যা কথা লিখে এবং মিথ্যা হলফ করে বা নানাভাবে কারচুপি করে দরখাস্ত করা এবং এফিডেবিট বা মিথ্যা হলফ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পেন্সন পাবার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রতারণা করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রেই জেলের রেকর্ড নেই—বা আদালতের রেকর্ড নেই বলে এই সব মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া সোজা হয়েছে। তারপরে সব কাজের মতো এ বিষয়েও তদ্বির করে বা উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রভাবের ব্যবস্থা করে দু একজন যে কৃতকার্য্য হন নাই তা নয়। এই রকম আমাদের জেলায় যে দু'চার জন আছেন তাদের সম্বন্ধে দেশবাসীকে জানানো কর্তব্য বলে মনে করি। এক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সম্বন্ধে লিখতে হচ্ছে এবং তাদের অভিশাপের পাত্র হতে হচ্ছে—কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে—তা এড়াবার উপায় নাই।

তুলিনের দুইজন সম্বন্ধে আমরা লিখতে আরম্ভ করেছি শ্রীভোলানাথ হালদার (33/3629/72-FF,III) সম্বন্ধে আমরা লিখেছি। আর একজন আমাদের ঘনিষ্ঠ স্নেহাস্পদা শ্রীমতী দেবমতী কুণ্ডু (33/1340/72-FF III w/o Sree Karali Kumar Kundu Tulin Purulia—Rs 200/-) সম্বন্ধে এবার লিখছি।

অনেকেই শ্রীমতী দেবমতী কুণ্ডু সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন এবং করছেন যে—তিনি কখনও কোন রাজনৈতিক কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন নাই—সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ তো দূরের কথা—কোন দিন গ্রেপ্তার হন নাই, কোন কারাদণ্ড ভোগ করেন নাই—এবং কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও এর বিরুদ্ধে ছিল না তবে তিনি নিজে কেমন করে এই পেন্সনের যোগ্যতা অর্জন করলেন। তাহার স্বামী শ্রীকরালী কুণ্ডু যা কিছু করে থাকুন তাছাড়া এর কোন পৃথক কাজ নেই বলে—শ্রীমতী দেবমতী কুণ্ডুর সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে তার আলোচনা করতে গেলে শ্রীকরালী কুণ্ডুর কর্ম্ম তৎপরতা ও তার সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে তুলিনের স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায় সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে যা লিখেছেন তা প্রকাশ করা হল—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় লিখছেন—

তপোবনের ইতিকথা

শ্রীযুক্ত করালীকুমার কুণ্ডু, দেবমতী কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ হালদার সরকারের নিকট দাবী করিয়াছিলেন যে তাহারা আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং তপোবনের যাবতীয় সম্পত্তি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করিলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন! এইরূপ অসত্য বিবৃতি দিয়া বর্ত্তমানে তাহাদের দুইজন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেন্সন পাইতেছেন (33/3629/72-FFIII—Sri Bholanath Haldar, Vill-Tulin, Dist-Purulia Rs. 200 (2) 33/1340/72 FF III Smt. Debomoti Kundu w/o Sri Karali Kumar Kundu, Tulin—Purulia Rs. 200.

কিন্তু ১৯৩০ সালে তাহারা যে বাড়ীতে তপোবন করিয়াছিলেন তাহা ছিল খিদিরপুর নিবাসী জয়পাল নামক এক ভদ্র লোকের। সহদেব সাউ নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি ঐ বাড়ীটি ভাড়া লইয়া কাঁচি মদের দোকান খোলে। আমরা ৺রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীগোবর্দ্ধন মোদক ১৯৩০ সালের আন্দোলনে সে স্থলে পিকেটিং করিলে সে দোকান তুলিয়া দিতে বাধ্য হয় এবং দোকানের লাইসেন্স জমা করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লইলে শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডুকে তাহার পিতা সমাজের চাপে তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলে এবং স্বগৃহে আশ্রয় না দিলে তিনি উক্ত গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এবং তপোবন নামে ব্রাহ্মধর্মের একটি শাখা সেখানে খুলিয়াছিলেন। বাণীবন হইতে শ্রীকুঞ্জলাল ঘোষ নামে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি সাধারণের মধ্যে জ্যাঠামশাই নামে খ্যাত; সীতামারি বিষেণপুরে তাহার আশ্রম ছিল—এখানের তপোবনের তিনি ছিলেন উপদেষ্টা। উক্ত তপোবন বন্ধ হওয়ার পরে শ্রীভোলানাথ হালদার আরও একস্থানে একটি শাখা খুলেন, কিন্তু শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডু ও অন্যান্যরা তাহাতে যোগ না দিলে তাহা বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীকুঞ্জবাবু ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রায়শঃ সেখানে আসিতেন। একটি তাঁত, কয়েকটি চরকা ও কিছু ধর্মপুস্তক ছিল তপোবনের সম্পত্তি। আট-দশটি ছেলে লইয়া তিনি সেখানে একটি পাঠশালা চালাইতেন এবং কিছু কিছু রাজনীতির আলোচনা হইত।

১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে লিলু শায়ের পাকি মদের দোকান পিকেটিং করিলে আমাদিগকে এরেষ্ট করা হয়। ফলে গ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তাহাকে (লিলু সাউকে) গ্রামের লোকেরা বয়কট' করেন। সে তৎকালীন Joint Magistrate A. F. Tailor কে এবিষয়ে জ্ঞাত করিলে তিনি তুলিনে আসেন এবং একটি শান্তিসভা গঠন করিয়া ও পরোক্ষে ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সমাজে লইতে বাধ্য করেন। Tailor-এর আগমনে করালীকুমার কুণ্ডু, ভোলানাথ হালদার প্রভৃতি বহু ব্যক্তি আতঙ্কিত হইয়া তপোবন ছাড়িয়া পলায়ন করেন। Tailor উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত জড়িত সন্দেহ করিয়া জিনিসপত্রগুলি তুলিয়া লইয়া যান—একটা তাঁত, কয়েকটা চরকা ও কয়েকটা পুস্তক। কিন্তু উক্তবাড়ী বা জায়গাটি ক্রোক বা তালাবদ্ধ করেন নি। অবশ্য কিছুদিন পরে যাবতীয় জিনিষ ফেরত দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু ও শ্রীমতি দেবমতী কুণ্ডু উক্ত তপোবনের ক্ষতির প্রশ্নটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ৺বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে তুলিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরকারী বা মুখ্যমন্ত্রী তহবিল হইতে প্রায় দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর করাইয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি। তিনি অর্থাৎ শ্রীকরালীকুমার কুণ্ডু তাহার স্ত্রী দেবমতী কুণ্ডুর নামে তপোবনের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। এবং ঐ টাকার একটি বৃহৎ অংশেরও ঠিক হদিস পাওয়া যায় নাই। পরে পরে তপোবনের জিনিসপত্রেরও কিছু অংশ তিনি নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। গ্রামের জনসাধারণ তাহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাহাকে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে অপসরণ করেন এবং তদানীন্তন ডি, আই, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সার্ভে সেটেলমেণ্টে এই প্রতিষ্ঠানের জায়গাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামে রেকর্ড হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সংস্রব নাই।

১৯৩০ হইতে ১৯৪৪ সালের আন্দোলন পর্য্যন্ত আমরা ইহার সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। স্থানীয় আন্দোলনের সমস্ত কার্যাবলী আমাদের জ্ঞাত সারে পরিচালিত হইত আমরাই পরিচালনা করিতাম। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিরা কোন দিনই আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন না। থাকিলে নিশ্চয় আমাদের সহিত তাহারাও ইংরেজ সরকারের কোপানলে পড়িয়া গ্রেপ্তার বা দণ্ডিত হতেন।

তাহারা যে দাবী করিতেছেন যে তাহারা ইংরেজ সরকারের কোপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দীর্ঘদিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন তা ঠিক নয়। তুলিনে এমন কোন বড় আন্দোলন বা বড় ঘটনা সংঘটিত হয় নাই বা তাহারা করেন নাই—যাহার দ্বারা ইংরেজ সরকারের তাহারা উদ্বেগের কারণ হইয়াছিলেন। সরকারও তাহাদের বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারী পরওয়ানা বাহির করে নাই যার জন্য তাহাদিগকে আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল। শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডু নিদারুণ অভাবের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং তিনি তুলিনের নিকটবর্ত্তী জারগ গ্রামে ৺প্রেমচাঁদ সরকারের বাড়ীতে কিছু দিন দিনপাত করেন। পরে সেখান থেকে বুড়দা যান। অবশেষে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া মাদ্রাজের রাও নামে একজন ভদ্রলোক তাহাকে নিজ বাড়ী মাদ্রাজে লইয়া যান। সেখানে তিনি অনেক দিন অতিবাহিত করেন। ইহাই তাহার আত্মগোপনের অন্তরালের কাহিনী। Tailor-এর ভয়ে সকলে তপোবনে যাতায়াত বন্ধ করিলে ব্রাহ্ম সমাজের সেই শাখাটি উঠিয়া যায়। শ্রীভোলানাথ হালদারও যথানিয়মে নিজ ব্যাবসায়ে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন গ্রামে অনুপস্থিত ছিলেন। এই অনুপস্থিতিকে তাহারা বিপ্লবে সাহায্যকারী আত্মগোপনকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন।

শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডু পুরুলিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিটী নামে একটি কমিটীও গঠন করিয়াছেন এবং নিজে হইয়াছেন তাহার সম্পাদক। এইভাবে পুরুলিয়া জেলার যেহেতু রেকর্ড পাওয়া যায়নি তাই তাহারা অন্যায়ভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৭ই শ্রাবণ, ১৩৮০, সোমবার

পশ্চিমবঙ্গে অক্ষম নেতৃত্ব ও দেউলিয়া রাজনীতি

২৭শে জুলাই তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বন্ধের ব্যাপারটাকে ঘিরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেটা পশ্চিমবঙ্গের কি কংগ্রেসী কি বামপন্থীদের (সব নয়) রাজনৈতিক দলগুলির অক্ষম নেতৃত্বের এক মোক্ষম পরিচয়।

ব্যাপারটার মাথামুণ্ড কিছু নেই। সংক্ষেপে আলোচনাই যথেষ্ট। কংগ্রেস ও সি, পি, আই সরকারীভাবে যুক্ত সরকারী দল। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার বা মন্ত্রীসভা চলছে সেটা নির্ভেজাল কংগ্রেস সরকার নয়, তার নামকরণ নিজেরাই করেছেন পি, ডি, এ, অর্থাৎ প্রগ্রেসিভ ডেমক্রেটিক এলায়েন্স। পশ্চিম বাংলায় যে সরকার চলছে সেটা শাসক দলের বিধিগত মতে পি, ডি, এ, সরকার। সি. পি, আই, মন্ত্রীমণ্ডলীতে না এলেও এই পি, ডি, এর একমাত্র শরিকদার।

এদিকে সি, পি, এম এর নেতৃত্বে বামপন্থী পার্টিগুলি যথা এস, ইউ, সি ফঃ ব্লক, আর,এস,পি, ওয়ার্কার্স পার্টি, আর সি, পি, আই, বলশেভিক পার্টি, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি দেশে একটা বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ সমবেতভাবে একটা বন্ধ্ এর পরিকল্পনা করছিলেন—নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন—এবং যদি করা হয় তবে আগষ্ট মাসেই করা হবে বলে কথা হচ্ছিল। তারা সি, পি, আইর সঙ্গেও এই নিয়ে যোগাযোগ করেন।

এ দিকে সি, পি, আই এক তরফা পশ্চিম বাংলায় বন্ধ্ এর সিদ্ধান্ত করেন। তারা বললেন এবং পরিস্কার ভাবেই বললেন যে—এই বন্ধ্ কংগ্রেস বা সরকারের বিরুদ্ধে একেবারেই নয়—এটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জোতদার মজুতদার এবং একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে। সি, পি, আই একটা প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের কাছে আসে: আসুন আপনারাও বন্ধে্ নাম দিন। বলুন আপনারাও বন্ধ করছেন কালোবাজারী মুনাফাখোরী মজুতদারী এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে। তাহলে আর কোনও গণ্ডগোল থাকবে না। সবাই বন্ধের উদ্যোক্তা হবে। সি, পি,আই কংগ্রেসকে বোঝাতে চাইল—এ বন্ধ্ আপনাদের বিরুদ্ধেও নয় সরকারের বিরুদ্ধেও নয়। সুতরাং এই বন্ধ্‌কে আপনারা সমর্থন না করুন দয়া করে বন্ধ্—প্রতিরোধ করতে যাবেন না।

কংগ্রেস সি, পি, আইকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সেটা কেমন করে হয়—তোমরা বন্ধ্‌টা বন্ধ করো। সি, পি, আই রাজী হল না—২৭শে জুলাই সে বন্ধ্ ঘোষণা করে দিল।

এদিকে সি, পি, এম আর কোন কিছু বিবেচনা না করে এই ২৭শে জুলাই তারিখে সাধারণ ধর্ম্মঘট ও হরতাল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিল। তারা এবং তাদের সমর্থকরা ১৭ই জুলাই তারিখে এক বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে এই ধর্মঘট সমর্থনের জন্য আহ্বান জানিয়ে বললেন—সরকারী নীতি, কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারীদের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে হবে। তারা ১১ দফা দাবী দেন। সি, পি, এম, এর সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান সরাসরি কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে।

এদিকে তিনটি বামপন্থী দল—এসইউসি, আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা ১৯শে জুলাই যুক্তভাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে সি,পি;আই এবং সি.পি;আই (এম)--দুটি দলই বামপন্থী সুবিধাবাদের পথ ধরেছে। সি পি আই নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এবং সি পি আই (এম) 'স্টন্ট' দেবার রাজনীতির পথে লোক দেখানো আন্দোলন করার জন্য বন্ধ্ ডেকেছে।

আর এস পি নেতা শ্রীমাখন পাল বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে পি ডি এ-র শরিক হয়ে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই এর বামপন্থী ইমেজ প্রায় শেষ। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেস এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইমেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে পি ডি এ'র অবস্থাও খারাপ। সমস্ত রাজ্যেই কংগ্রেস সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সি পি আইকে হয় পুরোপুরি কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে হবে, আর না হয় বামপন্থীদের সঙ্গে আসতে হবে। তাই সি পি আই নিজের বামপন্থী ইমেজ আবার গড়ে তোলার জন্য এবং জনগণকে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য হঠাৎ বন্ধ্ ডেকেছে। সি পি আই-এর এই বন্ধ ডাকার আসল মতলব বৃহত্তর আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়া। তারা এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানাবার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান।

এদিকে এই বন্ধে সি পি এম যোগ দেবার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে যে অংশ একটু ইতস্তত করছিলেন তারাও স্থিরনিশ্চয় হলেন। কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ফ্রণ্ট ও সংগঠন বিরোধীতা করার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব পাশ করলেন—

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এই সভা দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধ গতিতে এবং মজুতদার, জোতদার, মুনাফা শিকারী ও চোরাকারবারীদের মোকাবিলা করার জন্য সরকার ইতিমধ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন দৃঢ়ভাবে তা সমর্থন করেছেন। এই সভা মনে করেন যে যখন সমস্যা দূরী করণে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তখন এই ধরণের বন্ধে্র ফলে সেই ব্যবস্থা বিফল হয়ে উঠতে পারে।

পি ডি এর অন্যতম শরিক দল হিসাবে সি পি আই একতরফা বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সভা তা দ্ব্যর্থহীনভাবে অনুমোদন করতে পারেন না। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে অধিকতর সাহস ও ধৈর্য সহকারে কংগ্রেস দল সংগ্রাম ঘোষণা করছেন। কংগ্রেস দল জনতার এই দুর্দশা দূর করার জন্য এবং সরকারের হাত দৃঢ় করার জন্য এক বৃহত্তর ও তীব্রতর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। জোতদার, মজুতদার ও মুনাফা শিকারীদের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কংগ্রেস দল ও সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। শিল্প ও কৃষিপণ্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার জন্য কংগ্রেস দল এবং সরকারকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক বন্ধের ডাক রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। এই হটকারী এবং সুবিধাবাদী বন্ধ্ অধিকতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং জনগণের দুর্দশাকে অসহনীয় করে তুলবে।

এই সভা সি পি আই দলকে অনুরোধ করছেন—তাঁরা যেন পুনরায় সি পি এম-এর রাজনৈতিক মৃগয়ার শিকারে পরিণত না হন। ১৫-৭-৭৩ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ অনুসারে তাঁরা যেন জনগণের দুর্দশা দূরীকরণে কংগ্রেস দলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন।

এই সভা সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে কংগ্রেস দল এই বন্ধ্‌কে কোনও অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারেন না।

এই সভা দলের সমস্ত কর্মী, আই, এন, টি, ইউ, সি, যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এবং দলের অন্যান্য শাখা সংগঠন সমর্থক ও বন্ধুদের দলের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এই সভা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জনসাধারণকে আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা যেন কোনক্রমে বন্ধের দিন কোনরূপ সংঘর্ষ অথবা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করেন। এই সভা পশ্চিম বাংলার সকল স্তরের জনগণকে এই বন্ধের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং জোতদার, মুনাফা শিকারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল ও সরকারের ঘোষিত সংগ্রামকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্যে সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছেন।

এর পরে অধিক বলার প্রয়োজন নাই তবে একটা বিষয় বলা দরকার—কংগ্রেস বলছে বন্ধ হতে দোবোনা আর তার শরিক সি,পি, আই বলছে—বন্ধ করবই—হবেই। সি, পি, এম, এর সঙ্গে একসঙ্গে যারা বন্ধ করছেন তারা বলছেন কালোবাজারী মুনাফাশিকারীকে সায়েস্তা করার জন্য—যারা বন্ধ বন্ধ বন্ধ করছে তারাও কালোবাজারী, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। আর এদিকে কালোবাজারী মুনাফা-শিকারীরা নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ভাবে তাদের কালো হাত দিয়ে দেশের গলা টিপে ধরছে। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণ ফুটবল! এ মারছে তো ওদিকে যাচ্ছে—ও মারছে তো এদিকে আসছে। তাদের কোন সত্তাই নেই একমাত্র সত্তা হচ্ছে এই অক্ষম নেতৃত্ব ও দেউলিয়া রাজনীতির শীকার হয়ে অসহায় ভাবে বাড়তি দ্রব্যমূল্য দিয়ে দুর্গতির কণ্টক শয্যায় গড়াগড়ি যাওয়া।

হে গণ নারায়ণ কিঞ্চিৎ আঁখি মেলে একটু নড়ে চড়ে দেখ!

বি দাসগুপ্ত

পৌর প্রসঙ্গ

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

(৬)

সাহেব বাঁধে জড়িত কতজন ?

পৌরসভা বাতিল হবার পর মুক্তিতে যখন সাহেব বাঁধ প্রকল্প সম্পর্কে খবর বেরুল তখন এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হোল। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মুক্তির সম্পাদককে চ্যালেঞ্জ করে জানালেন যে তিনি অধিকার বলে সাহেব বাঁধের কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন, সমস্ত তথ্য হাজির করার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং মুক্তির খবর সব মিথ্যা। কিন্তু তথ্য দেব বলেও কোনও তথ্য তিনি দিতে পারেন নি, সাহেব বাঁধের কাজে জড়িত থাকার "অধিকার বল" তাঁর কি ছিল, সেটাও তিনি দেখাতে পারেন নি এবং ভাইসচেয়ারম্যান রচিত সাহেব বাঁধ সম্পর্কে তথাকথিত কমিটির সদস্য-তালিকায় তাঁর নামও পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ সত্যিকার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি যে এই কাজের সঙ্গে "অঙ্গাঙ্গীভাবে" জড়িত ছিলেন সে কথা তিনি নিজেই প্রচার করেছেন লিখিত চিঠির মাধ্যমে। ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ টাকার একটি প্রকল্পে এইভাবে বিনা অধিকারে আরও কতজন জড়িত ছিলেন, এইটাই এখন আমাদের প্রশ্ন!

চারজন কমিশনারের নাম দিয়ে মুক্তির বিরুদ্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচার-পত্র প্রকাশ পেয়েছিল নিছক গালাগাল ছাড়া কোনও অভিযোগের প্রত্যুত্তর তাতে ছিল না। বরং বহু অভিযোগের স্বীকৃতি এতে আছে। যাই হোক, হঠাৎ এই চারজন কমিশনার মুক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কেন? তবে কি এঁরাও "অনধিকার বলে" শ্রীভট্টাচার্য্যের মতোই সাহেব বাঁধের কাজের সঙ্গে "অঙ্গাঙ্গীভাবে" জড়িয়ে ছিলেন?

বাতিলের পরে:

পৌরসভা বাতিলের পর পৌরপ্রশাসক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর আগ্রহ, কর্মক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা গেল কয়েকজন বাস্তুঘুঘু আবার পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়েছে।

পুরুলিয়া শহরের রাস্তাঘাটের উন্নতি বহুকাল হয় নি! সম্প্রতি পৌর-প্রশাসক ইট-সিমেন্ট দিয়ে পাকা ডাষ্টবিন তৈরী করাচ্ছেন রাস্তার ধারে ধারে। ব্যবস্থাটি খুবই ভালো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি সাফাই বিভাগের কর্মক্ষমতাকে গাড়ী ট্রাকের ব্যবস্থা করে বাড়িয়ে তোলা না হয় এবং পৌর-স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত তদারকী না থাকে, তবে এই পাকা ডাষ্টবিনগুলি শেষ পর্য্যন্ত জনতা-পায়খানায় পরিণত হবে। কাজেই আমরা মনে করি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে গেলে পৌরপ্রতিষ্ঠানকে তার কর্মীবাহিনী, তহবিল এবং আইন নিয়ে পুরোপুরি তৈরী থাকতে হবে। জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলেই আমরা মনে করি।

গুমটির কথা:

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের বোর্ডের আমল থেকেই "গুমটি" একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে পৌরপ্রসঙ্গের আলোচনায়। গুমটির ব্যাপারে পয়সাকড়ির লেনদেনের অভিযোগও বহু শোনা গেছে!

যাই হোক পৌরসভা বাতিল হয়ে যাবার পর পৌরপ্রশাসক কতকগুলি বেআইনী গুমটি তুলে দিয়ে গেছেন। আইনের দিক থেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। কিন্তু মানুষের জীবিকার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। পয়সাওয়ালা লোকদের বহু বে-আইনী নির্ম্মান তদানীন্তন বোর্ড মোটা চাঁদার বিনিময়ে আইনসম্মত করে নিয়েছেন। নথিপত্র ঘাঁটলেই এর নজির পাওয়া যাবে। এগুলির বিরুদ্ধে পৌরপ্রশাসকও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি—অর্থাৎ তিনিও মেনে নিয়েছেন। এটা যখন পৌর-প্রশাসক মেনে নিতে পেরেছেন তখন বেকার গরীব যুবকদের জীবিকার আধার কয়েকটি গুমটিকেও তিনি ধীরে সুস্থে আইনসম্মত করে নিতে পারতেন। পৌরআইনের খড়্গ পয়সাওয়ালাদের কেশস্পর্শ করছে না, কিন্তু গরীব বেকারের মুণ্ডপাত করছে!

(ক্রমশ:)

—•—

ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতি-অনুষ্ঠান

১লা শ্রাবণ, শ্মশানে স্মৃতিবেদীমূলে, ঋষি নিবারণ পার্কে ও শিল্পাশ্রমে অনুষ্ঠান উদযাপিত

গত ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই মানভূমের জনজাগরণের ঋত্বিক ঋষি নিবারণচন্দ্রের ৩৮ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে সকালে তেলকলপাড়া শ্মশানের স্মৃতিবেদীমূলে, বেলা ১০॥ টায় ঋষির মর্ম্মরমূর্তির পাদদেশে এবং সন্ধ্যাবেলায় ঋষির স্মৃতি বিজড়িত শিল্পাশ্রমে প্রার্থনা গান, কবিতাপাঠ ও আলোচনা সভার মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্মৃতি-অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

সকালে শ্মশানের অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায়ের পরিচালনায় প্রার্থনা করেন শ্রীনন্দলাল মিত্র ও শ্রীজয়ন্তকুমার দাঁ। নিমডি লোক-সেবায়তনের স্নেহলতা ঘোষ, মমতা সেনগুপ্তা, শীলা দাশগুপ্তা ও শ্রীমান প্রহ্লাদ মাহাত প্রার্থনা ও গান করেন। ধ্বনি পরিচালনা করেন শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী।

ঋষি নিবারণ পার্কে ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিকে মাল্যভূষিত করেন শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা ঘোষ ও শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবিমল মুখার্জী মর্ম্মর-মূর্তির বেষ্টনীটি ফুলে ফুলে সজ্জিত করেন। এখানে স্নেহলতা ঘোষ, মমতা সেনগুপ্তা শীলা দাশগুপ্তা ও শ্রীমান প্রহ্লাদ মাহাত প্রার্থনা ও সমবেত সঙ্গীত করেন। ধ্বনি পরিচালনা করেন শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী।

সন্ধ্যায় পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের স্মৃতিসভায় শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্তর পরিচালনায় স্নেহলতা ঘোষ মমতা সেনগুপ্তা, শীলা দাশগুপ্তা, প্রহ্লাদ মাহাত প্রার্থনা গান করেন।

শ্রীভজনানন্দ ভক্তিগীতি সুধাকর রচিত ও সুরারোপিত গীতি আলেখ্যানুষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন কুমারী ইলা দাস, শ্রীমান নির্মলেন্দু দাস; বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতা করেন শ্রীনিত্যানন্দ দে ও শ্রীরুহিদাস দাস।

রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ অমর শংকর দে, কুমারী দুর্গা ঘোষ, কুমারী পদ্মা দে, কুমারী ভাস্বতী দে ও শ্রীমান প্রহ্লাদ মাহাত। ঋষি রচিত দুটি গান (সব সমানের দেশ ও নদীতে বইল উজান বান) পরিবেশন করেন শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঋষির উদ্দেশে স্বরচিত একটি কবিতাও পাঠ করেন।

বর্ত্তমান কালের পরিবর্ত্তমান মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঋষির জীবন ও আদর্শ বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রভাত কুমার মল্লিক, শ্রীঅশোক চৌধুরী ও শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা করেন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ও পরিচালনা করেন সভানেত্রী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ।

Advertisement

Wanted the following teachers for Chatambari High School, P. O.—Begunkodar, Dist—Purulia Pay as per G. A. rules.

1. One B. A. preferably trained and capable of teaching English in top classes.
2. One B. Sc. preferably trained & strong in Physics, Chemistry & Mathematics.
3. One qualified Sanskrit teacher
4. One matron/ (minimum qualification class VIII passed)

Apply to the Administrator with attested copies of certificates latest by 4/8/73.

Applicants must have passed their S.F./H.S. examination at least in second division.

B. Bid.
Headmaster
Chatambari High School

—•—

ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব বিষয়ে লোক সেবক সংঘের বিবৃতি

আমরা সংবাদপত্রে দেখছি যে, সি. পি, এম. সি, পি, আই. প্রস্তাবিত ২৭শে জুলাই এর ধর্ম্মঘট নিয়ে নব কংগ্রেস ও ধর্মঘট প্রস্তাবকারীদের মধ্যে জোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে সি, পি. এম, প্রভৃতি বলছেন যে. শাসনের অযোগ্যতার ফলে. দেশে যেভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের অত্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের আরো যে সমস্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছে—তা দ্রুতবেগে বিপজ্জনক বিপর্য্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারজন্য জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাই আজ ধর্ম্মঘটের মাধ্যমে বিক্ষোভের প্রকাশ দরকার। অন্যদিকে সি. পি, আই, বলছেন—তাঁদের ধর্ম্মঘট সরকারের বিরুদ্ধে নয়—কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে। সি, পি, আই, এর এই বক্তব্য অত্যন্ত অদ্ভুত এবং উদ্ভট। কারণ কালোবাজারের উপদ্রবও আজ নব কংগ্রেসের শাসন অযোগ্যতার কারণেই। সে জন্য ধর্ম্মঘটের দ্বারা সরকারের অযোগ্যতারই প্রকাশ ঘটবে—এই বুঝে নব-কংগ্রেস সি, পি, আই এর এই ধর্মঘটের ডাকে খুবই বিরক্ত।

সি, পি, আই এর দিক থেকে হঠাৎ ধর্মঘট ডাকার কারণ এই যে সি, পি, এম প্রভৃতি অষ্টবাম সম্প্রতি একটা আন্দোলনের প্রস্তুতি করছেন দেখে—সি পি, আই, নিজের পক্ষে জনমত টেনে নেবার উদ্দেশ্যে আগে ভাগে ধর্ম্মঘটের ডাক দিলেন—২৭শে জুলাই ধর্ম্মঘট ওদিকে আবার এই ধর্ম্মঘট উদযাপিত হ'লে সি. পি. আই-এর প্রতিষ্ঠা বাড়বে এই ভেবে সি পি, এম,ও ঐ তারিখেই ধর্ম্মঘটের ডাক দিলেন—সরকারের শাসন অযোগ্যতার প্রতিবাদরূপে।

এর মধ্যে আবার এস. ইউ সি ফরওয়ার্ড ব্লক আর, এস. পি.—অষ্টবামের এই তিন শরিক ধর্মঘটের ব্যাপারে সি, পি, এম. এর সঙ্গে একমত হলেন না। তাঁরা বললেন,—ধর্ম্মঘটের জন্য জনক্ষেত্র এখন প্রস্তুত নয়। এই বিষয় নিয়ে অষ্টবাম জোটে আবার ভাঙ্গন ঘটল। এইভাবে বিভিন্ন পক্ষ এখন ধর্মঘটের পক্ষ ও বিপক্ষরূপে ময়দানে নেমে পড়েছেন। রাজনৈতিক আসর গরম হয়ে উঠেছে।

সি, পি, আই হচ্ছেন নব কংগ্রেসের এক জোটের দল। সি পি, আই ধর্মঘট ডাকায় নব কংগ্রেস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে সি, পি, আইকে নিরস্ত করতে বহুচেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলেন। তারপর আবার সি. পি, এম এই ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় নব কংগ্রেস আরো ক্ষিপ্ত। নব কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন,—দেশে শান্তি এসেছিল সি. পি, এম আবার খুনের রাজনীতি করতে চায় সেজন্য আমরা ধর্মঘট হতে দোব না। উত্তরে সি. পি. এম প্রভৃতি বলছেন ধর্মঘট হবেই। নব কংগ্রেস জবাব দিচ্ছেন—ধর্মঘট রুখবই। দুই পক্ষেই জবরদস্ত সব লড়িয়ে লোক থাকার জন্য এবং তাঁদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ভংগী যে রূপ নিয়েছে তারজন্য লোকে আতঙ্কিত যে, একটা সাংঘাতিক পরিস্থিতি ঘটতে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের বক্তব্য কী তা' জানানোর দরকার আমরা বোধ করছি। একথা সত্য যে নবকংগ্রেসের চূড়ান্ত শাসন-বিশৃঙ্খলায় মূল্যবৃদ্ধি কালোবাজারের উপদ্রব প্রভৃতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক সংকট আজ আগের সমস্ত ব্যাপক সংকট ও বিশৃঙ্খলাকে ছাড়িয়ে ভয়াবহ রূপ নিতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গঠিত হওয়াই উচিত—প্রতিরোধের আগের ধাপ হিসাবে।

কিন্তু শাসনের নামে চূড়ান্ত দুরাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনশক্তির উত্থান গঠিত করার মত শক্তিসম্পন্ন বিরোধী দল বা নির্ভরযোগ্য বিরোধী দলজোট আজ কিছু নেই। যা কিছু শক্তি ছিল, নিজেদের অযোগ্যতায় তা বিনষ্ট হয়েছে। এখন যে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হচ্ছে—তা' নিজ নিজ রাজনৈতিক মাটিরক্ষার তাগিদে। উপযুক্ত জনমত গঠনের ভেতর দিয়ে এই আন্দোলনের প্রস্তুতি করতে পারলেই উপযুক্ত সংগ্রাম প্রেরণার পরিচয় থাকত। কিন্তু এই জন-সংযোগশক্তিও বিরোধী দলগুলি আজ হারিয়েছেন। সুতরাং বিবেকহীন একটা সরকারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রস্তুতি না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে হঠাৎ একটা আন্দোলনের অবতারণায় দ্বারা জনগণের ক্ষতিই করা হয়।

সবদিক বিবেচনা না করেই একটা আন্দোলন ডাকা হয়ে থাকলেও, যখন ডাকা হয়েছে তখন জনসাধারণই ঠিক করবেন এতে যোগ দেবেন,কি,দেবেন-না। সকল পক্ষেরই উচিত ছিল—নিজ নিজ অভিমত জনসাধারণের সামনে রেখে তাঁদের অনুরোধ করা, কিন্তু উভয় পক্ষেরই মনোভাব এই যে নিজেদের শক্তিতেই তাঁরা কেউ ধর্মঘট করাবেন, কেউ বন্ধ করাবেন। শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে, এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ও তাঁদের দলের পক্ষ থেকে সে সব হুমকী দেওয়া হচ্ছে তা' আরো বেশী অশোভন ব্যাপার হয়েছে। ধর্মঘট হবে না বা ধর্মঘট রুখবো এই মনোভাব যে কোন শাসনকারীর পক্ষে ফ্যাসীবাদসুলভ। জনগণকে ধর্মঘট না করতে অনুরোধ করতে পারতেন।

কিন্তু নব কংগ্রেসের রাজনীতিও পালোয়ানেরই রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী সি, পি. এমকে খুনের রাজনীতির জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক জীবনের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, নব কংগ্রেসের খুনের রাজনীতি আগের যে কোন খুনের রাজনীতির চেয়েও অনেক বেশী বই কম নয়। তারই জোরে মুখ্যমন্ত্রীর এই আজ ধমকের রক্তচক্ষু। অন্য দিকেও পাল্টা রক্তচক্ষু দেখাবার লোক রয়েছেন। ফলে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠছে।

আজকের এই ধর্মঘটের ডাক অপরিণত ব্যবস্থার পরিণতিরূপে দেখা দিলেও বিক্ষুব্ধ জনগণের একটা অংশ হয়তো একে বিক্ষোভ প্রকাশের আশ্রয়রূপেও গ্রহণ করতে পারেন। যারা ধর্মঘটকে এইভাবে গ্রহণ করতে চান, তাঁরা হয়তো নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ধর্মঘট রুখবার জন্য মারমুখী হ'য়ে ময়দানে নেমে পড়ায় অনেকে ভয়ে সরে যেতে পারেন।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, ধর্ম্মঘটকে যাঁরা শাসনের উপদ্রবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের উপায়রূপে গ্রহণ করতে চান—তাঁরা কংগ্রেসের জুলুমে ভয়ে সরে যাবেন না। তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করুন এবং তার মধ্য দিয়ে নব কংগ্রেসের ধমকেরও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করুন। অপর দিকে যাঁরা, যে কোন কারণে হোক, এই ধর্ম্মঘট সমর্থন করেন না—তাঁরা কারো উপদ্রবের ভয়ে ধর্ম্মঘটে সামিল হবেন না—এই সাহস রাখুন। কংগ্রেস এবং অন্যপক্ষ উভয়েই গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রাখুন এই অনুরোধ।

ধর্ম্মঘটের পক্ষে বা বিপক্ষের কোন দলই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি। আমরাও কোন পক্ষেই আমাদের সমর্থন যুক্ত করিনি। অন্যবিধ উপযুক্ত সংগ্রাম পন্থার শক্তির অভাবে কথায় কথায় ধর্মঘটের পথ গ্রহণের দ্বারা যথার্থ জনশক্তির পরিচয় ঘটে না। বহুলোক ভয়ে ধর্মঘট করেন। এভাবে ধর্ম্মঘট করায় জনগণের নানা ক্ষতি হয়। আমরা মনে করি—উপযুক্ত জনমতের ভিত্তিতেই ধর্মঘট করা উচিত।

বর্ত্তমান শাসনে লোকের সব রকম সুবিধে হচ্ছে সুতরাং ধর্মঘট করা অন্যায় বা অবান্তর—নব কংগ্রেসের এই দাবীও অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে আমরা মনে করি। বর্ত্তমানে শাসনে যে স্বৈরাচার চলেছে তাতে সব সময় তাঁরা সব রকম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পাবার যোগ্য। তবে সংগ্রামপন্থা হিসাবে এভাবে ধর্মঘট করার সমীচীনতার দিক থেকেই একথা বলেছি।

জনমত গঠন ও পূর্ব্ব প্রস্তুতি না ক'রে ধর্মঘট করা অসমীচীন ব'লে আমরা মনে করলেও কংগ্রেসের এই অবাধ অত্যাচারের মুখে, এই ভাবেও একটা ধর্ম্মঘট যদি বিরোধী সমস্ত দল একযোগে অনুষ্ঠিত করতেন, আমরা অনাহুত থাকলেও, তাতে আমরা যুক্ত হতাম। কিন্তু আজকে এই ধর্মঘট বিষয়ে যখন বামপন্থী বিরোধী দলগুলি নিজেরাই বিচ্ছিন্ন এবং এর মধ্যে ধর্ম্মঘটের প্রধান আহ্বানকারী সি. পি. আই যখন নব কংগ্রেসকে আড়ালে রাখবার জন্য (কারণ এই ধর্মঘট কংগ্রেস বা সরকারের বিরুদ্ধে নয় বলে তারা বলছেন) চোরাবাজারীকে দায়ী ক'রে জনগণকে প্রতারিত করতে ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন তখন এ হেন ধর্মঘটের মধ্যে শাসন স্বৈরাচার বিরোধী কোন দলেরই জড়িয়ে পড়া উচিত নয় বলেই—এই ধর্ম্মঘটে আমরা নিজেরা যুক্ত হচ্ছি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ধর্মঘটের আয়োজন যখন ঘটে গেছে এবং পক্ষে বিপক্ষে দু দিকেই যখন লড়িয়ে ব্যক্তিরা রয়েছেন—তখন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন এই যে, নিজেদের রাজনৈতিক সম্মান রক্ষার মিথ্যা ধারণায় রক্তক্ষয়ী লড়াই সৃষ্টি ক'রে জনগণকে বিপন্ন করবেন না। খুনের রাজনীতির ভিতর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিককালে যে কলঙ্কিত ইতিহাস পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে রচনা করা হয়েছে—সে ইতিহাসে নূতন পর্য্যায় আর যুক্ত হবে না আশা করি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সকল দলই এই দৃঢ়তা নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন—আমাদের এই আন্তরিক আবেদন।

পুরুলিয়া
২৩.৭।৭৩

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচীব: লোকসেবক সংঘ, পুরুলিয়া।

আফগানিস্থানে বিপ্লব

সামরিক অভ্যুত্থান ঃ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

সম্প্রতি আফগানিস্থানের খবরটাই বড়খবর। এখানে শাসন করেন রাজা। বিশ্বে যতগুলি রাজতান্ত্রিক দেশ এখনও আছে সেই দেশগুলির মধ্যে গ্রীসে রাজতন্ত্র শেষ হয়ে প্রজাতন্ত্র হয়েছে গণঅভ্যুত্থান দ্বারা আর আফগানিস্থানে ১৭ই জুলাই—রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল সামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা।

আফগানিস্থানের আমীর রাজা জাহির সাহ তার রাণীসহ ইটালিতে একটি দ্বীপে গত সপ্তাহে অর্থাৎ কম বেশী প্রায় এক সপ্তাহ আগে স্বাস্থ্যের জন্য গিয়ে আছেন। গত ৭ই জুলাই তিনি লণ্ডন থেকে রোমে যান।

রাজা জাহির শাহের অনুপস্থিতিতে তারই ভগ্নিপতি ৬৪ বৎসর বয়স্ক জেনারেল মহম্মদ দাউদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয়ে সমস্ত দখল করে—মঃ দাউদ রাজতন্ত্রের অবসান করে আফগানিস্থানে প্রজাতন্ত্র এবং তার শাসনভার গ্রহণ করার কথা কাবুলের বেতার মারফত বিশ্বে ঘোষণা করেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ পর্য্যন্ত জেনারেল দাউদ আফগানিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

কাবুল বেতারে জেনারেল দাউদ খাঁ ঘোষণা করেন যে–"এ কাজ আমিই করেছি কারণ দেশের অতীত কাঠামোটা গণতন্ত্রের নয়। সেটা গণতন্ত্রের মুখোস। আর আর্থিক দিক দিয়ে দেশতো দেউলিয়া হতে বসেছে।" সর্দ্দার দাউদ বলেন—তিনি ও তার বন্ধুরা যে পরিবর্ত্তন আনছেন সেটাই নির্ভেজাল গণতন্ত্রের পথ। এতে জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হবেই।

১৭ই জুলাই অভ্যুত্থান হয়ে রাজ্য দখল করার পরে ১৮ই জুলাই তারিখে সর্দ্দার মহম্মদ দাউদ খান নিজেকে নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট বলে ঘোষণা করেন।

সমস্ত সৈন্যবাহিনী সর্দ্দার দাউদের দিকে। রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে কিছু লড়াই হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হয়েছেন। প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আবদুল আলি শাহ এবং যে সমস্ত অফিসার রাজাকে সমর্থন করেছিলেন তাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে; রাজার পরিবারের মধ্যে যারা আফগানিস্থানে আছেন তাদের গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে তাদের যে কি হয়েছে জানা যায়নি। যে সব পুলিশ ও কর্মচারী রাজার বিশ্বস্ত ছিলেন তাদের সব গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আফগানিস্থানের এই প্রজাতন্ত্রী নূতন সরকারকে ১৯শে জুলাই তারিখে প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশগুলি এবং পশ্চিম জার্মানীও এই নূতন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বৃটেন, ইরাণ, পূর্ব-জার্ম্মানি আরও অনেক দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে ও দিচ্ছে।

আফগানিস্থানের পরিচয়

রাজধানী কাবুল। আয়তন ২,৫০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৫২,৭১,৬৮১। ভাষা ঃ পুস্ত ও পারসী ; ধর্ম ইসলাম ; মুদ্রা আফগানি।

——০——

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মৃত্যু স্মৃতিবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ১লা শ্রাবণ

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

১লা শ্রাবণ সকাল ৬টায় বিদ্যালয়ের হল ঘরে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সজ্জিত স্মৃতিবেদী মূলে অবিরাম সূত্রযজ্ঞ ও গ্রন্থপাঠ আরম্ভের ভিতর দিয়া এই স্মৃতি দিবসের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ৬৷৷ টায় সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পরে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ মিলিতভাবে সাফাইয়ের কাজে যোগ দেন। টিফিনের পর সমবেত সূত্রযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা সকালের প্রোগ্রাম শেষ হয়। ১২ ঘন্টার অবিরাম সূত্রযজ্ঞ ও গ্রন্থপাঠের প্রোগ্রাম চলিতে থাকে।

অপরাহ্নে ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপনের প্রোগ্রাম শান্ত পরিবেশে প্রতিপালিত হয়। বৈকাল ৬টায় অবিরাম সূত্রযজ্ঞ ও গ্রন্থপাঠ অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর সারাদিনের অনুষ্ঠান সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়।

এইবার বিদ্যালয়ের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামেও এই স্মৃতি দিবস সাফল্যের সহিত প্রতিপালিত হয়।

বিজয়ডি সমগ্র শিক্ষা কেন্দ্র

১লা শ্রাবণ ১৩৮০ (ইং ১৭।৭।৭৩) ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস উপলক্ষে বালিগুমা অঞ্চলের বিজয়ডি গ্রামে শান্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে বৈকাল ৪ঘটিকার সময় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বালিকা ও বালকসহ প্রায় পঞ্চাশ জন উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন বালিগুমার শ্রীপদক চন্দ্র মাহাতো, আলোচনা সভা আরম্ভের পূর্ব্বে গ্রাম সাফাই ও ঋষির ছবিতে মাল্যদান করা হয়। শ্রীচুনকুলাল মাহাতো ঋষির জীবনী পাঠ করেন। সভার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর বালক বালিকাদের টিফিন দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষক শ্রীযুক্ত বলরাম দাস উপস্থিত ছিলেন।

পেঁচাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, গ্রামবাসী, পার্শ্ববর্ত্তী যমুনা বাঁধ ও পলাশবনি গ্রামের কর্ম্মী ও প্রগতিশীল চাষীদের সমাবেশে ও এক অনাড়ম্বর পরিবেশে ৺ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি দিবস পালিত হয়।

পারিপার্শ্বিক সাফাই, সাজ-সজ্জা, প্রার্থনানুষ্ঠান সূত্রযজ্ঞ, পুষ্পাঞ্জলি, ৺ঋষির জীবন আদর্শের আলোচনা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের কার্য্যক্রম অনুসৃত হয়।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত ৺ঋষির জীবনী পাঠ করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মাঝি মানভূমের জন জীবনে সর্ব্বত্যাগী ঋষির ত্যাগ ব্রতী সেবাময় জীবনের প্রভাব ও প্রসার সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। ৺ঋষির তিরোধানের পর তাঁহার ত্যাগের মন্ত্রে ও জন সেবাব্রতে দীক্ষিত অনুগামীদের নিষ্ঠা ও সততার এবং স্বাধীনতা লাভের পর স্বরাজ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিরাম সংগ্রামময় জীবনের কথাও উল্লেখ করেন।

'ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত যাঁরা মানুষ তারা তো নয়; মানুষের মাঝে দিয়ে গেল তাঁরা দেবতার পরিচয়।' এই গানটি প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং ঋষির রচিত 'এ যে সব সমানের দেশ' গানটি শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণ সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার পর জয়ধ্বনি ও দেশসেবীব্রতের ধ্বনিসহকারে সভা সমাপ্ত হয়।

বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমবেত জনমণ্ডলীকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়

বৈদ্যনাথপুর গ্রামে

বৈদ্যনাথপুর গ্রামের অধিবাসীদের উদ্যোগে গত ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান স্মরণ দিবস পালন করা হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গ্রামের হরি মেলাতে একটি বৈঠকে ঋষির জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হয়। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের মুক্তি। দাসত্ব; ক্ষুধা, দারিদ্র ও অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তি। তাঁর জীবনের ঘটনাপঞ্জী ছাড়াও তাঁর জীবনের কর্ম্মধারা, কর্মের আদর্শ ও কর্মের লক্ষ্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। আগামী শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যাতে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও তাঁর লেখাগুলি একত্রে পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয় এই সভা তা গভীর ভাবে অনুভব করেছে। এবং সভাতে আলোচনা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি থেকেও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমকর চন্দ্র মাহাতো অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাতো।

ঋষির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠানের বিরতি ঘোষণা করা হয়।

——০——

গবেষণার জন্য ডক্টরেট লাভ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক পুরুলিয়া মুন্সেফডাঙ্গার অধিবাসী শ্রীদেবকুমার চক্রবর্ত্তী "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালের মানভূম" (Manbhum under East India Company) বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডক্টরেট অফ ফিলসফী" ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাখার রীডার ডঃ বি,-কে, রায়ের অধীনে গবেষণা করেন।

——০——

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এ সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে ডি, আই, বি, অফিসার যিনি এদের তদন্ত করেছিলেন তিনি ছিলেন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ হালদারের নিকটতম আত্মীয়। তিনিই নাকি তাদের স্বপক্ষে রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

যেহেতু শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডুর পেন্সনের আবেদন নাকচ হইয়া গিয়াছে, তাই তিনি ও শ্রীমতী দেবমতী কুণ্ডু নিজদিগকে সংগ্রামী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্যান্য যে সকল ব্যক্তির আবেদন নাকচ হইয়া গিয়াছে ও যাহারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর ক্ষমা চেয়ে এসেছিল তাহাদিগকে লইয়া কাগজে কলমে একটি স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিটী গঠন করিয়াছেন, নিজে সাজিয়াছেন ইহার সম্পাদক। তিনি ইহাদিগকে প্ররোচিত করিতেছেন পুনরায় আবেদন করিবার জন্য। পটলবীট নামে একব্যক্তি যে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ক্ষমা চাহিয়া আসিয়া ছিল তাহাকে উৎসাহিত করিয়া এফিডেবেট করাইয়া আবেদন পাঠাইয়াছেন। এইভাবে তাহারা ভুয়ো সংগ্রামী সাজিয়া ভুয়ো সংগ্রামী কমিটী গঠন করিয়া একটি ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীমতী দেবমতী কুণ্ডুর পেন্সনের যোগ্যতা বিচার্য্য। শ্রীমতী দেবমতী কুণ্ডুর—পৃথক কোন ব্যাপার নেই বলেই এই বিবরণ দেবার প্রয়োজন হল।

আমরা আশা করি দেশবাসী ও সংশ্লিষ্ট সরকার এ বিষয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

——০——

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী শাসন

গুজরাট

গুজরাটকে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের পরেই ছেড়েছিলাম। গোপন ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা আমেদাবাদ থেকে এনে দিল্লীতে গোনা হয়েছিল। বিধানসভার কংগ্রেস দলের মধ্যে ভোটাভুটিতে দেখা গেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঘনশ্যাম ওঝা গোষ্ঠির প্রার্থী শ্রীকান্তিলাল ঘিয়া পেয়েছেন ৬২ ভোট আর তার বিরোধী শ্রীচিমনভাই প্যাটেল ৭২ ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। গুজরাট বিধানসভার মোট সদস্য ১৬৮ ; কংগ্রেসী সদস্য ১৩৯ ; ১৩৯ জনের মধ্যে ১৩৮ জন অংশ গ্রহণ করেছিল।

গুজরাট বিধানসভায় কংগ্রেসী সদস্যদের কাছে দিল্লীর হাইকমাণ্ড মার খেয়ে গেল।

গত ২০শে জুলাই চিমনভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ১৯জন সদস্য নিয়ে গঠিত গুজরাট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রীসভায় পরাজিত সদস্য শ্রীকান্তিলাল ঘিয়া উপ মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এর পরমায়ু যে বেশীদিন তা মনে হয় না।

——০——

মেট্যালা গ্রামে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্তের তিরোধান দিবস পালন

১লা শ্রাবণ শেষে গ্রামের বহু লোক ঋষির তিরোধান দিবস পালনের জন্য এক সভায় মিলিত হন। সভার সম্মুখে ঋষির মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় ও পরে প্রার্থনা ও স্বদেশী গানের মাধ্যমে সভা আরম্ভ হয়। স্বদেশী গান পরিচালনা করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত ও শ্রীমুক্তিনাথ মাহাত শ্রীশক্তিপদ মাহাত, মেট্যালা আজাদহিন্দ ক্লাবের বর্তমান সম্পাদক শ্রীলম্বোদর মাহাত ঋষির জীবনী পাঠ করেন। সকলের শেষে প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত ঋষির "সব সমানের দেশ" গড়ার কার্যকে রূপায়িত করার জন্য সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানান। ধ্বনি দিয়া সমস্ত সভাটি সুষ্ঠু ও ভাব গম্ভীর পরিবেশে সমাপ্ত হয়। মাঝিহিড়ার জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শ্রীশক্তিপদ মুখার্জী ও বৈদ্যনাথ দত্ত এই সভা পরিচালনার জন্য এসেছিলেন। সমগ্র শিক্ষা শিবিরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

——০——

শোক সংবাদ

জামতোড়িয়া থানার ঝাঁকরো গ্রামের ৺বিষ্ণুপদ মাহাত বিগত ১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় স্বগৃহে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

ইনি ১৯৩৭ সাল হইতে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করেন এবং বহু আন্দোলন যুক্ত হইয়া ১৯৪২ সালে মানবাজার থানা আক্রমণের বিভিন্ন কেসে তার ৭৫০ বৎসর জেল হয়

বিভিন্ন মেয়াদ এক সঙ্গে চলার জন্য তিন বৎসর পর ভাগলপুর ক্যাম্প জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনি লোক সেবক সংঘের কর্মী হিসাবেও বহু আন্দোলনে যুক্ত হন। বঙ্গ অভিযানেও ইনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং কারাবরণ করেন।

শেষ জীবনে ইনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই স্ত্রী ও এক পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

——০——

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

সম্পাদক, মুক্তি পত্রিকা, পুরুলিয়া।
প্রিয় মহাশয়,

বিগত ১৮ই জুন ১৯৭৩ জয়পুর থানার বড়টাঁর হাটে পুলিসের গুলি-চালনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন কাগজে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি প্রচার করেছেন এই চিঠির সঙ্গে তার একটি প্রতিলিপি পাঠালাম। আশা করছি এই বিবৃতিটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকাতে প্রকাশ করে আমাদের প্রচারে সাহায্য করবেন। জনসাধারণ ও আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনার সহযোগীতা যে একান্তভাবে প্রয়োজন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। ধন্যবাদান্তে—
ভবদীয়—দেবীদাস সরকার, সম্পাদক —পঃ বঃ সাঃ ফঃ সাঃ এসোঃ পুরুলিয়া জেলা। ৮-৭-৭৩

বে-আইনীভাবে আহরিত বন সম্পদ আটক করার সময় বড়টাঁড় হাটে পুলিসের গুলি চালনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতি—

বনভূমি থেকে প্রচলিত আইন ফাঁকি দিয়ে আহরিত বন-সম্পদ উদ্ধারের জন্য বিগত ১৮ই জুন ১৯৭৩ পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত বড়টাঁড় হাটে রেইড করা হয়। এই অভিযানে নিম্ন-বেতনভুক কিছু বন-কর্মচারীকে পুলিসের সঙ্গে পাঠান হয়। এই হাটে বে-আইনী ভাবে সংগৃহীত বেশ কিছু বন-সম্পদ ক্রয় বিক্রয়ের সময় তা আটক করতে গেলে পুলিসের সঙ্গে জন-সাধারণের প্রথমে বচসা ও পরে তা সজ্ঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সংঘর্ষের সময় পুলিসের গুলি চালনায় জন সাধারণের দুজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এবং বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হন। নিরস্ত্র নিম্ন বেতনভুক কর্তৃপক্ষের আজ্ঞা প্রতিপালনকারী কয়েকজন বন কর্মচারীও ঐ সংঘর্ষের সময় গুরুতরভাবে আহত হন। এই মর্মন্তুদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল বর্ত্তমান প্রশাসনিক দায়িত্বে আসীন কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অরণ্য নীতিকে আড়াল করার জন্য মৃত্যুজনিত জনসাধারণের সঙ্গত বিক্ষোভকে নীতি নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য আদেশ পালনকারী নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করার এক সর্বনাশা পথ অবলম্বন করেছেন। পুরুলিয়ার সাধারন বন-কর্ম্মচারীরা বড়টাঁড় হাটে বন সম্পদ আটক করার সময় পুলিসের গুলি চালনা ও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তের ফলে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছেন।

বিভিন্ন সরকারী বাধা নিষেধের ফলে আমাদের এই সংগঠন মূলত বন-কর্মচারীদের কর্মজীবনের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার প্রয়াস সহ অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবী দাওয়া অর্জ্জনের জন্য ক্রমাগত আন্দোলন করে আসছে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বিভিন্ন আদেশ নির্দ্দেশের বেড়াজাল পেরিয়ে দেশের ক্ষয়িষ্ণু বন-সম্পদ সংরক্ষণ, সংবর্ধন ও সৃজনের পথে প্রকৃত

প্রতিবন্ধকতা দূর করার বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রস্তাব ও স্মারকলিপির আকারে বিভাগীয় মন্ত্রীসহ সর্বস্তরের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা বার বার পেশ করে এসেছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের সময় বনমন্ত্রীসহ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, সমিতির সুচিন্তিত বক্তব্যকে অস্বীকার করতে না পারলেও পরবর্তীকালে কোন অজানিত কারণে তা কার্য্যকর করা হয় নি। অথচ বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে বন-ভুমি দখল ও বন-সম্পদ আহরণের মধ্যে সজ্ঘর্ষের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে

এই প্রসঙ্গে আমরা বন বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্বে আসীন কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা অহমিকা পরিত্যাগ করে বন-সম্পদ রক্ষার জন্য হাট রেইড করার মত সস্তা বাহবা অর্জনের পথ পরিত্যাগ করে সমিতি প্রদত্ত স্মারকলিপি সমূহের ভিত্তিতে প্রকৃত বন-সম্পদ রক্ষা বৃদ্ধি ও সৃজনের পথে অগ্রসর হতে পুনর্ব্বার আহ্বান জানাচ্ছি। জনসাধারণের সঙ্গত চাহিদা পরিপূরণের সহজ পথ উন্মুক্ত করে দিলে ও বন সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক মানোন্নয়নের কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে লুণ্ঠিত বন-সম্পদের বাজার প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে ক্ষেত্রে জন সাধারণের সঙ্গে বন-কর্ম্মচারীদের সংঘর্ষের প্রশ্নও দেখা দেবে না। অপপ্রচারে বিভ্রান্ত জনসাধারণের অংশ বিশেষের কাছে আমাদের অনুরোধ যে অরণ্য নীতির রূপরেখা নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য স্বল্প বেতনভুক কর্মচারীদের দাবী দাওয়া অর্জন ও প্রাপ্ত অরণ্য নীতি পরিবর্ত্তনের আন্দোলনের সমর্থনে আপনারাও এগিয়ে আসুন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষ বন কর্মচারীদের হেয় প্রতিপন্ন করার ও জন সধারণের সঙ্গে বৈরীতা সৃষ্টির প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রকে অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবেন।

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির গত সংখ্যায় (১৬ই জুলাই) এল, আই, সি, রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্ত্তৃক রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সংবাদে অনবধানবশতঃ শেষের দিকে একটি লাইন মুদ্রিত হয় নাই। সে লাইনটি মুদ্রিত হলে সংবাদটি এই দাঁড়াবে—"শ্রীকিরীটী চন্দ্র, শ্রীহরি মাহালী ও শ্রীপ্রমথ ভট্টাচার্য্যের তবলা সহযোগীতায় তথা শ্রীঅজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেহালা সঙ্গতে অনুষ্ঠানটি মধুময় হইয়া উঠে।"

মুঃ সঃ

WANTED

For the Nistarini College P. O & Dist—Purulia one lecturer each in (1) Bengali (2) History and (3) Philosophy against substantive posts. Candidates must be at least a Second class M. A. with good honours in the subjects concerned. Candidates for Philosophy should have Vedanta or Logic (Eastern and Western) as special paper in M. A. Apply to the Principal by 30/7/73. with attested copies of testimonials. Empanelled candidates will be preferred.

Office OF THE PURULIA ZILLA PARISHAD

NOTICE

WANTED Three Medical Officers (Homeo) for appointment in the vacancies at Homeo Dispensaries under the Zil a Parishad on usual Pay & Allowances. The selected candidates will be on probation for one year.

Qulification :—Must be a registered Medical Practitioner (Homeo). Preference will be given to a Degree or Diploma Holder.

Intending candidates should apply to the undersigned stating their qualifications. Age and other particulars within 10/8/1973.

A. Maity,
Administrator
Purulia Zilla Parishad

কর্ম্মখালি

১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবৎসরে ডেপুটেশন ভেকেন্সীতে একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছানর শেষ তারিখ ২৮ ৭ ৭৩। আবেদনকারীগণ ৩০/৭ ৭৩ তারিখে সোমবার বেলা ১১টার সময় স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষাসংক্রান্ত অরিজিনেল সার্টিফিকেটস্ সহ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত উপস্থিত হউন।

সম্পাদক—
হিজুলী জুনিয়ার হাই স্কুল
পোঃ—দলদলী জেঃ—পুরুলিয়া (পঃ বঙ্গ)

WANTED an Arts Graduate teacher for a leave vacancy upto 30/4/74. The applications should reach the Secretary, Jamtoria Jr. High School P. O. Jamtoria, Dist. Purulia on or before 31/7/73.

Secretary
Jamtoria Junior High School
P. O. Jamtoria Dist Purulia (W. B.)

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
প্রণীত—
'তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী'
প্রকাশ হয়েছে—
প্রাপ্তিস্থান—
'মুক্তি প্রেস' ও 'বিশ্ববিদ্যা ভবন' [পুরুলিয়া পঃ বঃ]

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।
প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone 508 414

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা | সোমবার, ৩০শে জুলাই, ১৯৭৩, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

ফলেন পরিচীয়তে

একভুক্তভয়োরেক দলয়োরেককাণ্ডয়োঃ
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে।

একই ক্ষেত্রে শালিধান ও শ্যামাধান জন্মে; উভয়েরই দল, কাণ্ড প্রভৃতি একরূপ, কিন্তু ফলের দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ জানিতে পারা যায়।

—[০]—

পুরুলিয়ায় বাংলা বন্ধ

গত ২৭শে জুলাই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি বাংলা বন্ধের ডাক দেয়। পরে মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি সহ আরও পাঁচটি বামপন্থী দল 'বাংলা বন্ধ' এর ডাক দেয়। কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ এবং কংগ্রেস সরকার বাংলা বন্ধের বিরোধীতা করে।

পুরুলিয়া সহর ও জেলায় সি, পি, আই ও সি; পি, এম স্বতন্ত্রভাবে বাংলা বন্ধের প্রস্তুতিতে মিছিল, জনসভা, প্রচার অভিযান প্রভৃতি চালাতে থাকে এবং কংগ্রেস; ছাত্র পরিষদ শিক্ষা বাঁচাও কমিটি প্রভৃতি পাল্টা মিছিল, পথসভা প্রভৃতি করতে থাকে।

সি, প, আই এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে বন্ধের বিরুদ্ধে স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল, এর নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের একাংশ পুলিশের সাহায্যে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করে। বাংলা বন্ধের প্রাক্কালে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচার অভিযানের সময় শহরের ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়া হয় যে ২৭শে জুলাই "হরতাল পালন করলে যুব কংগ্রেস ১৫ দিন ব্যাপী হরতালের ডাক দেবে এবং ব্যবসায়ীদের সেই হরতাল পালনে বাধ্য করা হবে।"

এই পরিস্থিতিতে পুরুলিয়ায় 'বাংলা বন্ধ' উদ্‌যাপিত হয়। সহরের দোকান পাট, হাট বাজার, ব্যবসায়ীদের গদী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ থাকে। আদালত প্রাঙ্গন, বাস ষ্ট্যাণ্ড ও স্থানে স্থানে দুই একটি দোকান খোলা থাকে। চক বাজার ও অন্যান্য কয়েক স্থানে যুব কংগ্রেসের কর্ম্মীরা দুই চারটি দোকান সাময়িকভাবে খুলতে বাধ্য করে। মিউনিসিপাল মার্কেটও বন্ধ পালন করে।

রিক্সা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, মুটিয়া মজদুর প্রভৃতি একজনও কাজ করেনি। কয়েকটি প্রাইভেট ট্যাক্সী ও ট্যাক্সীকে চলাচল করতে দেখা যায়। স্কুল কলেজের মধ্যে, বি, টি, কলেজ; জে; বি, টি, কলেজ; পুরুলিয়া পলিটেকনিক সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। জে, কে, কলেজও কার্য্যতঃ বন্ধ থাকে—কারণ ছাত্র পরিষদভুক্ত কলেজের ছাত্ররা 'বাংলা বন্ধ' বন্ধ করার অভিযানে ব্যস্ত থাকায় কলেজে যোগদান করতে পারেনি—তাই "কলেজ বন্ধ" হয়ে যায়। নিস্তারিনী কলেজ, শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন; চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের (ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগ) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা নগন্য থাকায় কার্য্যতঃ স্কুল কলেজগুলি বন্ধ থাকে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ছাড়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক; ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও পুরুলিয়া সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কে কর্ম্মীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। রাজ্য সরকারের কালেক্টরেট, সিভিল কোর্ট ও অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগেও কর্ম্মীদের উপস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তবে আদালত প্রাঙ্গন ও ব্যাঙ্কগুলি প্রায় জন-মানব শূন্য ছিল।

পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়। ডাক ও তার বিভাগে কোনও কর্ম্মী যোগ দেননি এবং কোনও কাজ হয়নি। টেলিফোন ব্যবস্থা কোনও মতে চালু রাখা হয়। লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনও কার্য্যত বন্ধ থাকে, কোন কর্ম্মী কাজে আসেন নি। যুব কংগ্রেসের কর্ম্মীরা ডাকঘরে হামলা করে পোষ্ট মাষ্টারকে ডাক ব্যবস্থা চালু করার জন্য হুমকী দেয়।

ট্রেন ও বাস যথারীতি যাতায়াত করে কিন্তু যাত্রী সংখ্যা সামান্য ছিল। সিনেমা কর্ম্মীদের পুলিশ জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সিনেমা চালু রাখে।

সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প; নিতুরিয়া অঞ্চলের কোলিয়ারীগুলি এবং আদ্রা রেলওয়ে ডিভিসান্যাল অফিসে কাজ কর্ম স্বাভাবিকভাবে চলে।

বাংলা বন্ধ এই জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলার জন্য প্রস্তাবিত কার্য্যক্রম

৯৩ কোটি ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ

গত ১৮ই জুলাই পুরুলিয়া জেলার তথ্য ও জনসংযোগ অফিসার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলায় প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের যে বিবরণ পাঠিয়েছেন তা আমরা প্রকাশ করলাম।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুরুলিয়া জেলার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে—সেটা পুরুলিয়ার জেলা পরিকল্পনা কমিটি গত ১৪ই ও ১৫ই জুলাই তারিখে ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ের অফিস কক্ষে বৈঠক করে তার চূড়ান্ত রূপ দেন। এই জেলার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ৯৩,০৭,৯৬,০০০=০০ (তিরানব্বই কোটি সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা খরচ করার যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—তা যে তিনটি মূলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থিত হবে তা হচ্ছে—

(১) এই পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীদের ন্যূনকল্প প্রয়োজন মেটান।
(২) কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
(৩) পুরুলিয়া জেলার বৈশিষ্টমূলক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নিম্নে গুরুত্ববিশিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হল :—

(১)	কৃষি	—	৭,৩২,৬৪,০০০ টাকা
(২)	সেচ	—	২৯,২৪,০০,০০০ ,,
(৩)	শিক্ষা	—	৯,৯০,০০,০০০ ,,
(৪)	স্বাস্থ্য	—	৫,৩০,০০,০০০ ,,
(৫)	গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ	—	৪,০০,০০,০০০ ,,
(৬)	গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতিকী করণ	—	৬,০০,০০,০০০ ,,
(৭)	তপশীল জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ	—	৪,২৭,০০,০০০ ,,
(৮)	যাতায়াত, রাস্তা, যোগাযোগ	—	১৪,২৫,০০,০০০ ,,
(৯)	বনাঞ্চল	—	১,৭১,৪৫,০০০ ,,
(১০)	সমবায়	—	২,৮৪,৫০,০০০ ,,
(১১)	কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প	—	২,৪২,৭৫,০০০ ,,

পুরুলিয়া জেলার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ

১। কৃষি —	২,৮৬,৫২,০০০	৭,৩২,৯৪,০০০
(১ক) ভূমি সংরক্ষণ —	১,৫৩,৭৯,০০০	
(১খ) M. F. A. L. D. A.	১,৯২,৩৩,০০০	
(১গ) চাষোৎপন্ন দ্রব্যের বিপনন	১,০০,০০,০০০	
২। পশুপালন ও দুগ্ধশালা ইত্যাদি —		১,২০,০০,০০০
৩। মৎস্যক্ষেত্র (ফিসারিজ) —		১,৫০,০০,০০০
৪। বনাঞ্চল —		১,৭০,০০,০০০
৫। সমবায় —		২,৮৪,০০,০০০
৬। সমষ্টি উন্নয়ন —		২০.০০,০০০
৭। পঞ্চায়েত রাজ —		৬৫,০০,০০০
৮। বৃহৎ ও মাঝারি সেচ পরিকল্প —	১৬,৭৪,০০.০০০	
৮(ক) ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প (কৃষি, সেচ) —	৬,৫০,০০.০০০	২৯,২৪,০০,০০০
৮(খ) উঠান (লিফ্‌ট্‌) সেচ —	৪,০০.০০,০০০	
৮(গ) জলাধার উন্নয়ন —	৬,০০,০০,০০০	
৯। বিদ্যুৎ—গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতিকী করণ—		৬,০০,০০,০০০
১০। খনিজ পদার্থ সন্ধান —		২০,০০,০০০
১১। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প —		২,৪২.৭৫,০০
১২। পরিবহণ ও যোগাযোগ (রাস্তা)—		১৪,২৫,০০,০০০
১৩। শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)—		৮,১৬,৪৯,০০০
১৩(ক) শারীরিক শিক্ষা ও যুব কল্যাণ—		৪৮ ৭৪,০০০
১৩(খ) সামাজিক শিক্ষা —		২৫,০০,০০০
১৪। স্বাস্থ্য —		৪,০০.০০,০০০
১৫। পরিবার পরিকল্পনা —		১,১0,00,000
১৬(ক)। আবাস গৃহ নির্মাণ —		৫0,00,000
১৬(খ)। গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ (কলের জল সহ)		৪,00,00,000
১৭। তথ্য ও প্রচার —		৫,২৫,000
১৮। অনগ্রসর শ্রেণীগোষ্ঠীর বিকাশ—		৪,২৭,১৪,000
১৯। খাদ্যে পুষ্টিবিধান (নিউট্রিসন) —		২0,00,000
২০। পর্য্যটন —		৫0,00,000
২১। মিউনিসিপ্যালিটীগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা—		১,00,00,000
২২। কলেজ শিক্ষা —		১00,00,000
		মোট—৯৩,0৭,৯৬,000

১লা শ্রাবণে
ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতি-সভা
জরগড়িয়ার অনুষ্ঠান

১লা শ্রাবণ বিকালে জরগড়িয়া গ্রামের প্রগতিশীল চাষী ও কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত ১লা শ্রাবণ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে ৺ঋষিনিবারণ চন্দ্রের জয়ধ্বনি ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক ধ্বনি সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করেন। গ্রামের মাঝে একটি পানীয় জলের কূপের কাছে এসে শোভাযাত্রা থামিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থদের নিকট হইতে কোদাল, ঝুড়ি, ঝাঁটা, বালতি, দড়ি, মগ প্রভৃতি সাফাই-এর সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া কূয়ার চাতালের ও পরিপার্শ্বের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। চাতালের উপর জমা ময়লার জল নিষ্কাশনের একটি নালী প্রস্তুত করা হয় এবং দূরে জল জমার একটি গর্ত খুঁড়িয়া দেওয়া হয়। পার্শ্বেই শিব মন্দিরটির ভিতর বাহির ঝাট দিয়া পরিষ্কার করা হয়। আবর্জ্জনাগুলি গোবর গর্ত্তে ফেলা হয়।

অতঃপর গ্রামের মাঝখানে একটি দাওয়ায় সজ্জিত ৺ঋষি নিবারণ চন্দ্রের প্রতিচ্ছবির সম্মুখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অনুসৃত হয়:—সূত্র যজ্ঞ, ঋষির জীবনী আলোচনা, পুষ্পাঞ্জলি ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং অবশেষে ৺ঋষির রচিত 'এ যে সব সমাজের দেশ' গানটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। জয়ধ্বনি ও দেশাত্মবোধক ধ্বনি দিয়া সভা শেষ হয়।

সাফাই, শোভাযাত্রা, ও সভানুষ্ঠান গ্রামের মা বোনেরা, ছাত্র ছাত্রীরা প্রগতিশীল চাষী ও কর্মীরা ১৫০ শতাধিক সংখ্যায় যোগদান করেন। সকলেই পুষ্পাঞ্জলি দেন এবং ধীর শান্ত ও আগ্রহ সহকারে "ঋষির জীবনী পাঠ ও আলোচনা শোনেন।

গ্রামের বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রশিক্ষণরত ছাত্র শ্রীমান বনমালী মাহাত ঋষির জীবনী পাঠ করেন। মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মিহির কুমার পট্টিকার, প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ৺ঋষির কর্ম জীবনের বিভিন্ন দিক ও আদিবাসী হরিজনদের মধ্যে তাঁর প্রগাঢ় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দেন। শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত এই গ্রামে ৺ঋষির একটি স্মৃতিবেদী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন ও তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। গ্রামবাসীগণ কর্তৃক প্রস্তাব সমর্থিত হয়।

মানভূমের লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রদ্ধার প্রতীক পুরুলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ৺ঋষি নিবারণ চন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জনসেবা ও দেশ সেবার লক্ষ্যে ৺ঋষির ত্যাগময়, সেবাময় ও স্বেচ্ছা প্রনোদিত দুঃখকষ্টময় জীবনের আলোচনা করেন—শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মাঝি।

শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন পালা ক্রমে—(১) শ্রীমান ভক্তরঞ্জন মাঝি শ্রেণী ৫ম, (২) কুমারী হিরন্ময়ী মাহাত শ্রেণী ৫ম, (৩) শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মাহাত শ্রেণী ৫ম পেঁচাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

সাফাই পরিচালনা করেন—কুমারী বাসন্তী মাহাত ৫ম শ্রেণী। গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করেন শ্রীজীবন মাহাত ও শ্রীভরত চন্দ্র মাহাত, শ্রীবিধান চন্দ্ররায় ও অন্যান্য গ্রামবাসীগণ। সূত্রযজ্ঞ পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত মিহির কুমার পট্টিকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীঅতুল চন্দ্র মাঝি।

আঁকরো

আঁকরো কর্ম্মীবৃন্দ এক ঘরোয়া বৈঠকে ঋষির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীবলরাম মাহাতর সভাপতিত্বে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে শ্রীবাবুরাম মাহাত ও হেম মাহাত ঋষির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বৈঠকে শ্রীরামগোবিন্দ মাহাত, কিরিটী ভূষণ মাহাত, হরিপদ মাহাত, বদনচন্দ্র মাহাত, গুরুচরণ মাহাত প্রভৃতি কর্ম্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হেমচন্দ্র মাহাত
২৭/৭/৭৩

আমড়াবেড়া

১লা শ্রাবণ বরাবাজার থানার আমড়াবেড়া গ্রামে ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠান ডাকা হয় বেলা ৪ টার সময়।

৪॥ টার সময় শাস্ত্র পাঠ করেন শ্রীঅতুল চন্দ্র মাহাত, ৫ টার সময় শ্রীশ্রীহরিনাম করেন শ্রীতরণী মাহাত, শ্রীছটু মাহাত, শ্রীমানগোবিন্দ মাহাত, শ্রীজীবন মাহাত, শ্রীমদন মাহাত, শ্রীসতীশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীহরেকৃষ্ণ মাহাত।

৬ টার সময় ঋষির জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠান সভা শুরু হয়। সভার সভাপতি শ্রীপদক চন্দ্র মাহাত ঋষির জীবনী আলোচনা করেন। শ্রীহীরু সিং সর্দ্দার পরে বিশদভাবে জীবনী আলোচনা করেন।

বামনীগ্রাম

বামনী সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রর উদ্যোগে গত ১লা শ্রাবণ নিষ্ঠার সহিত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি দিবস প্রতিপালিত হয়। উক্ত দিবস বেলা ৩॥ টায় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মাহাতর পৌরহিত্যে উক্ত স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহংসেশ্বর মাহাত ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জীবনী বিশদভাবে পাঠ করিয়া সকলকে শোনান। সভার শেষে পূর্ব্ব পরিকল্পনানুযায়ী সকলকে কিছু ফুল ও শস্যবীজ বপনের জন্য বিতরণ করা হয়। এই গ্রামের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের অনেকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতিতে দান

১। সর্বশ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায়—১0১ টাকা
২। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী লক্ষণপুর—১00 „
৩। চুনারাম মাহাত নাথুড়ি— ১0১ „
৪। কুশধ্বজ কর্মকার— ১0১ „

মুক্তি

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৮০, সোমবার

একজন অপরিণামদর্শী কংগ্রেসী এম, এল, এর অবিমৃশ্যকারীতা ও জাতীয়তা বিরোধী কাজ

গত ২৯শে জুলাই রবিবার পুরুলিয়া সহরে স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ মুখার্জি ও তার কতিপয় দলবল বাধা দিয়ে যে অবাঞ্ছিত ও গুরুতর পরিস্থিতির সূচনা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৯৬১ সালের ১৫ই অক্টোবর মারা যান। ২৫শে অক্টোবর পুরুলিয়ার চক্‌বাজারে এক মহতী শোকসভায় জননায়ক অতুলচন্দ্র ঘোষের উপযুক্তভাবে স্মৃতিরক্ষাকল্পে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে অতুলচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। সর্বশ্রী (১) বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত (২) ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৩) দয়াভাই প্যাটেল (৪) বিহারীলাল জানি (৫) শঙ্কর ভূষণ সুর (৬) ত্রিভঙ্গ দরিপা (৭) কিষণলাল সিংহানিয়া (৮) নন্দলাল সেন (৯) রামলাল সরাওগী। এই কমিটিতে পরে শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং তারও পরে সর্বশ্রী ভজহরি মাহাত, গিরিশ মাহাত, ডঃ যুগলকিশোর সেনগুপ্ত ও চুনারাম মাহাতকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হয়।

এই কমিটি অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করে। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন হয়। কমিটি ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন এক টুকরা জমির জন্য গবর্মেন্টের নিকট আবেদন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০ সালে নিবারণ পার্কের পশ্চিমদিকের সংলগ্ন ৩৭ ফুট × ২৯ ফুট জমি স্মৃতিরক্ষা কমিটিকে স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রেজেষ্ট্রি করে প্রদান করেন। কাজ আরম্ভ করার জন্য অর্থাদি সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য কিছু সময় যায়। পরিশেষে এবিষয়ে কিছু ব্যবস্থা হলে ভারতের এই অনন্যব্রতী স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরের শেষ দিন ১৫ই আগষ্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রথমে স্থানটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুযায়ী পুরুলিয়ার সরকারী পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে লেখা হয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেন্টের মঞ্জুরীকৃত দলীল ও নক্সা তাকে দেওয়া হয়। তিনি সমস্ত দেখেশুনে অধীনস্থ ইঞ্জিনীয়ার পাঠিয়ে বিগত ১৭ই জুলাই ১লা শ্রাবণে ঋষি নিবারণচন্দ্রের মৃত্যু স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে নিবারণ পার্কে অনুষ্ঠানের সময় চৌহদ্দি মেপে সীমানা ঠিক করে দেন এবং স্মৃতি কমিটিকে লিখিতভাবে ঐ জমি অর্পন করে দেওয়া হয়। ঐ বিভাগ থেকে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের রেন্ট জমা দেওয়া আছে। সুতরাং অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার জন্য মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জায়গাটিতে নিবারণ পার্কের সংলগ্ন অস্থায়ী গুমটিতে তিনটি পানের দোকান আছে। এবিষয়ে তাদের সহযোগীতা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য কোন অসুবিধা হবেনা। বহুদিন থেকে জায়গাটি একটি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের অংশ বিশেষ হিসাবে ছিল। স্মৃতি কমিটীকে প্রদত্ত জায়গাটিতে দুটি গাড়ী বড় জোর দাঁড়াতে পারে। পুরুলিয়া সহরে লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্যাক্সি পাঁচটি মাত্র আছে। আর বেশীর ভাগই লাইসেন্স বিহীন প্রাইভেট গাড়ী ট্যাক্সি হিসাবে ভাড়ায় খাটান হয়। এই ট্যাক্সি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণ এই সংখ্যাতেই অন্যত্র দেওয়া হল।

সুতরাং **প্রথমতঃ**—ন্যায্যভাবে কারোই কোন ক্ষতির কথা এখানে আসে না।

দ্বিতীয়তঃ—সম্পূর্ণতঃ ন্যায্যভাবে ও আইন সঙ্গতভাবে যে জমির অধিকার অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির সেখানে সমিতির কাজে বাধা দেওয়া, জুলুম ও উপদ্রব করা সম্পূর্ণ বে-আইনি এবং বিশেষ করে একজন কংগ্রেসী এম, এল, এর, পক্ষে বে-আইনী অপরাধ এবং যথেচ্ছাচার।

তৃতীয়তঃ—পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারই বিশেষ করে অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই এই জমিখণ্ড আইনগত ভাবে অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতিকে হস্তান্তর ও অর্পণ করেছেন—সে ক্ষেত্রে এই মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দেওয়া আইনগতভাবে বে-আইনী ছাড়াও বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্মেন্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরোধীতা করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ—স্বাধীনতা সংগ্রামের রজত জয়ন্তী বৎসরে যেখানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যে রাজ্যে সমস্ত কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস সরকার এবং জাতিবর্ণ ধর্ম দল ও মত নির্বিশেষে সমস্ত জাতি জীবিত ও মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ, মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদান মহান ও অপরিহার্য্য জাতীয় কর্ত্তব্যরূপে পালন করছেন সেখানে এই পুরুলিয়াতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার্থে মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে প্রকাশ্যে উপদ্রব করে বাধা দেওয়া এবং এই মর্মর মূর্ত্তি হতে দেওয়া হবে না—প্রকাশ্যে সদম্ভে এই ঘোষণা করা যে কোন মানুষের পক্ষেতো বটেই বিশেষ করে একজন পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম, এল, এর পক্ষে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অতি নিন্দনীয় ও অমার্জনীয় জাতীয় অপরাধ।

পঞ্চমতঃ—আমরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলছি—সনৎবাবুর এই কাজের সমর্থনে জেলা থেকে আরম্ভ করে দিল্লী পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন সংগঠন তাবৎ ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেসের সংগঠনের কোন সমর্থন তো নাইই—বরং তাদের নীতি বিরুদ্ধ কাজই করা হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা আরও দৃঢ়তরভাবে বলিতে পারি যে—সনৎবাবু ও তাহার বিভ্রান্ত দলবল ছাড়া তাদের এই পুরুলিয়া সহরের, জেলার, রাজ্যের এবং ভারতের একটি লোকেরও সমর্থন তো নাইই তাছাড়া সকলেই এটাকে অত্যন্ত নিন্দার্হ জাতীয় অপরাধ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেন।

ষষ্ঠতঃ—স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্মারক কমিটির যে দায়ীত্ব রয়েছে সেটা কেবল একা কমিটির দায়িত্বই নয়—সমগ্র পুরুলিয়া সহর, পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীরা এই কমিটিকে এই মহান কর্তব্য পালনের দায়ীত্ব সমগ্রভাবে তাদের পক্ষ থেকে অর্পণ করেছে।

সপ্তমতঃ—সনৎবাবু বিধান সভার একজন নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য বলে সমস্ত ব্যাপারে যে-ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেকে মনে করে—স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে, প্রায়শঃই ধমকি দিয়ে বেড়ান বস্তুতঃ সে ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। সরকারী অধিকারী ও কর্মচারীরা কংগ্রেসী এম, এল, এ, বলে নীরব থাকতে পারেন বা যারা মনে করেন তার মারফত কিছু সরকারী অনুগ্রহ পাওয়া যেতে পারে তারা তার অনুবর্তী হতে পারেন—কিন্তু সেটা সনৎবাবু বলে নয়—একজন কংগ্রেসী এম, এল, এ বলে ভ্রান্ত স্বার্থের জন্য। কিন্তু এটা সমস্ত ক্ষেত্রে চলতে পারে বলে মনে করে তিনি অত্যন্ত ভুল করে চলেছেন।

পরিশেষে এই মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কোনক্রমে কোন রাজনীতির ছায়ার সঙ্গেও সম্পৃক্ত নয়। দেশহিতে জনকল্যাণে যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে অনিকেত হয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে অকুণ্ঠ উৎসর্গ করে গেছেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত যিনি জনসেবায় সমর্পিত ছিলেন তার মূর্ত আদর্শের মূর্ত প্রতীক তার এই মর্মরমূর্ত্তি—যার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে যুক্তকরে নিয়োজিত করে লোকে নিজেকে ধন্য মনে করে।

এই প্রসঙ্গে একটা পরিস্থিতির কথাও আলোচনার মধ্যে আসে। এই মূর্ত্তি কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা সনৎ বাবু এবং তার কতিপয় দলবলের খেয়ালখুসীর উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করে না। আর এটাও ঠিক যে—তিনি একজন এম, এল, এ, বলে পুরুলিয়া সহরের ষাট হাজার অধিবাসী এবং পুরুলিয়া জেলার ১৬ লক্ষ অধিবাসী—তিনি যা খুসী উপদ্রব করবেন আর সেটার তারা নীরব দর্শক হয়ে থাকবে—এ পরিস্থিতি এখনও আসে নাই।

এখানে সরকারী প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষেরও একটা দায়িত্ব আছে। এই ব্যাপারটাকে আমরা এইখানেই শেষ করে দিতে চাই। এটা এর পরে যে কোন ব্যাপক পরিধির দিকে অগ্রসর হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন! এবং আশা করি তাদেরও পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবেন।

কংগ্রেস ও কংগ্রেস সংগঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত সংগঠনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে—এই ব্যক্তিটিকে তার অবিমৃষ্যকারীতা থেকে নিরস্ত করুন—তার এই কাজ দেশ ও কংগ্রেসের কলঙ্করূপেই কলঙ্কিত হয়েছে।

আমরা আশা করব এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সনৎবাবু এবং তার অনুগামীদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে। সমস্ত বিষয় অনুধাবন করে নিশ্চয়ই তারা নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের আচরণেরও সংশোধন করছেন। তার অনুগামী হিসাবে আর যারা আছেন তারা যেই হোন—তারাও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে এই মহান্ জাতীয় কর্ত্তব্যে অংশ গ্রহণ করে ধন্য হোন।

কংগ্রেস হোন, অকংগ্রেস হোন, সমস্ত ব্যক্তিকে সমষ্টিকে—দল ও মত নির্বিশেষে এই শহরের, এই জেলার, এই রাজ্যের, এই ভারতের সকলকে আমরা আহ্বান করছি—সকলের পক্ষ থেকে সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—শুভ ১৫ই আগষ্টে সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মরমূর্ত্তির ভিত্তি স্থাপনে সকলের স্পর্শ যুক্ত হোক।

— বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

—·—

সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষ

জন্ম ঃ—
২রা মার্চ ১৮৮১ ঃ ১৮ই ফাল্গুন ১২৮৭

মৃত্যু ঃ—
১৫ই অক্টোবর ১৯৬১

এই অতুলবাবুর মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকার থেকে যে ভাবে জমি দেওয়া হয়েছে—

Handed over the possession of land measuring 37'-0" X29'-6" as shown by red in the drawing to the Secretary Atul Chandra Ghosh memorial Committee for installation of a statue of Manbhum Keshri Atul Chandra Ghosh this day the 17th July 1973 Subject to fulfilment of the terms and condition laid down in the registered deed.

Taken over
রামলাল সরাওগী
১৭-৭-৭৩

Handed over
A. K. Palit 17/7/73
Assistant Engineer
Purulia Sub-Division(P.W.D.)

আজ ১৭ই জুলাই ১৯৭০ তারিখে রেজেষ্ট্রী করা দলীলের শর্ত অনুযায়ী মানভূম কেশরী অতুল চন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অতুল চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটির সেক্রেটারিকে—নক্সায় লাল লাইন দিয়ে দেখান জমি যার মাপ—৩৭' ০" × ২৯'-৬"—সেই জমির দখল অর্পণ করা হল।

লইলাম
রামলাল সরাওগী
১৭-৭-৭৩

অর্পণ করা হল
এ, কে, পালিত ১৭/৭/৭৩
এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়র
পুরুলিয়া সাবডিভিজন (পি, ডব্লিউ, ডি)

—·—

গান্ধীজী ও অতুলচন্দ্র

Gandhiji's letter to Sree Atul Chandra Ghosh of Purulia.

পুরুলিয়ার শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট গান্ধীজীর পত্র

Before going to Noakhali in 1946 Gandhiji stayed for sometime at Sodepur Khadi Pratisthan in West Bengal Sree Atul Chandra Ghosh of Purulia in a letter requested him to come to Purulia. In reply to that letter Gandhiji wrote this letter to him.

This is the fac-simile of the original letter.

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি যাবার পূর্বে গান্ধীজী পশ্চিমবঙ্গে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। পুরুলিয়ার শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ এক পত্রে তাকে পুরুলিয়া আসতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই চিঠির উত্তরে গান্ধীজী এই চিঠিটি তাকে লেখেন।

এই চিঠিটি হচ্ছে মূল চিঠির অবিকল প্রতিরূপ—

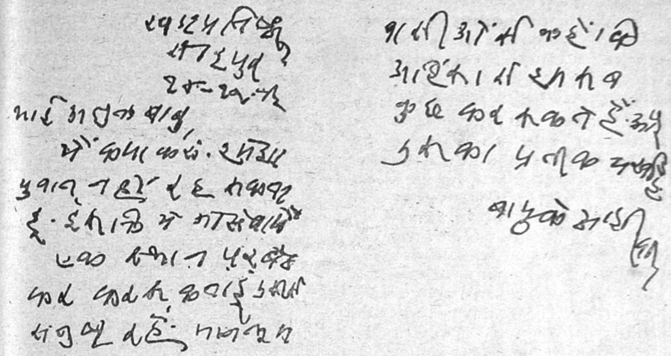

खादि प्रतिष्ठान
सोदपुर
१४।१२।४६

भाई अतुलबाबु—

मैं क्या करुं—हमेशा युवान नही रह सकता हूं—इस लिये जो सेवा मैं एक स्थान पर बैठकर कर सकता हूं उसी से संतुष्ट रहें—मानभूम वासीओं से कहें कि अहिंसासे हम सब कुछ कर सकते हैं ओर उसका प्रतीक चरका हैं।

बापुके आशीरवाद

খাদি প্রতিষ্ঠান
সোদপুর
১৪।১২।৪৬

ভাই অতুলবাবু

আমি কি করব - চিরকাল জোয়ান হয়ে থাকতে পারিনা—সেইজন্য যে সেবা আমি এক জায়গায় বসে করতে পারি—তাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে বলি। মানভূমবাসীকে আপনি বলবেন যে অহিংসার পথে আমরা সমস্ত কিছুই করতে পারি আর তার প্রতীক হচ্ছে চরখা।

বাপুর আশীর্বাদ

মানভূম কেশরী সর্বত্যাগী

অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম, এল, এ,

সনৎ কুমার মুখার্জীর সদলে বাধাদান

কংগ্রেসী এম, এল, এ, সনৎ মুখার্জীর মাইকযোগে ঘোষণা

অতুলচন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবেনা

অতুল স্মৃতি স্মারক সমিতির উদ্যোগে ২৮শে জুলাই অনুষ্ঠানের বিবরণ পৃথকভাবে এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর পরেই এই স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতার স্মৃতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং স্মৃতিরক্ষা কার্য্যে অন্যায়, অভদ্রতাসূচক এবং উদ্দেশ্যমূলক বাধা প্রদানের এক অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য ঘটনা স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় নেতৃত্বে ঘটে।

ঋষি নিবারণ পার্কে অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মারক অনুষ্ঠানের পর অতুলচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে শ্রমদানের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রাথমিক কার্য্যাদি সম্পন্নের জন্য সকলে সমবেত হন।

এই অনুষ্ঠানের পূর্বেই অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতির দখল প্রাপ্ত জমি থেকে পুলিশ অপেক্ষমান দুটি প্রাইভেট ট্যাক্সিকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও শ্রমদানের জন্য সকলে সেই জমিতে সমবেত হবার পূর্বেই দুটি প্রাইভেট ট্যাক্সিকে এমনভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয় যে চলাফেরা করার স্থানও থাকে না। উপরন্তু জনতা সেখানে সমবেত হবার সময় একটি ট্যাক্সি একরকম জোরকরেই সেই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করে স্থান অবরোধ করার চেষ্টা করে। সেই অবস্থায় একটু ফাঁকা জায়গায় অতুলচন্দ্রের প্রতিকৃতি স্থাপন করে মাল্যদান করা হয়। সে সময় সেখানে স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ মুখার্জির নেতৃত্বে ও পরিচালনায় তার দলবল চীৎকার এবং গোলমাল করে—ঐ জায়গাতে শ্রমদানের মাধ্যমে কোদাল প্রভৃতি দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে দেওয়া হবে না বলে হাল্লা করতে থাকে ও বাধা দেয়। জেলার যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅরুণ মাহাতও এবিষয়ে সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই বাধাদানকারীদের মধ্যে কিছু ছাত্র, যুবক ও কয়েকজন প্রাইভেট ট্যাক্সির ড্রাইভার প্রভৃতি ছিল।

শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় সহ তার দলবল পূর্ব থেকেই সেখানে একটা মাইক লাগিয়ে রেখেছিল যাতে বোঝা গেল সমস্তই পূর্ব পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী করা হচ্ছে। এরা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের রুজি রোজগারের দোহাই দিয়ে হাল্লার সঙ্গে আক্রমণাত্মক আচরণ করতে থাকে। সরকার প্রদত্ত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৬ ফুট ও ২৯ ফুট জমিতে কোনক্রমে মাত্র দুটি গাড়ী দাঁড়াবার স্থান হতে পারে। শ্রীসনৎ মুখার্জী প্রমুখ দলবলেরা এই ট্যাক্সির মিথ্যা দোহাই দিয়ে সরকার প্রদত্ত জমিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা অতুলচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হতে দেবে না বলে জুলুম করতে থাকে।

স্মারক সমিতির পক্ষে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখেরা অবৈধ বাধা প্রদানকারী যুব কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়। সনৎবাবু ও তার দলবল এই কার্য্যে বাধাদান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য স্পষ্টতঃই প্রস্তুত হয়েছিলেন। এতদিন কয়েকটি অবৈধ প্রাইভেট ট্যাক্সির ড্রাইভারকে সামনে রেখে নিজেরা পেছনে থেকে তাদের উস্কানি দিচ্ছিলেন—এদিনে ড্রাইভাররা আড়ালে চলে গেল—এবং **সনৎবাবু** প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে দলবল সহ অতুলচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার কার্য্যে বাধা দিয়ে মাইক যোগে সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে—**কোন অবস্থাতে এই জমিতে অতুলচন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবে না।**

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সনৎবাবু এই অনুষ্ঠান ও ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য অরুণ চন্দ্র ঘোষ ও লোকব্রতী সোসাইটির বিরুদ্ধে নানা রকম অবোধ্য ও অর্থহীন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে চীৎকার করতে থাকেন। একটা দলীল নিয়ে সেটা নাড়তে নাড়তে তিনি নানা কথা বলতে থাকেন—এবং তার দলবলের লোকেরা উপস্থিত অরুণ চন্দ্র ঘোষকে (স্বর্গীয় অতুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) তাদেরই মাইকে ঐ সকলের জবাব দিতে আহ্বান করেন। অরুণবাবু যখন তার বক্তব্য মাইকে বলতে থাকেন তখন বেগতিক বুঝে সেই মাইক সরিয়ে নেওয়া হয়। সনৎবাবু ও যুব কংগ্রেসের দল নানাভাবে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি ও মারমুখী আচরণ করতে থাকে।

ঐ দলের মধ্যেই উগ্রমস্তিষ্ক কোনও কোনও যুবক অতুলচন্দ্রের কাঁচে বাঁধানো ছবিটি ভেঙ্গে চুরমার করার প্ররোচনা দিতে থাকে অবশ্য ঐ দলের কোনও সুস্থমস্তিষ্ক যুবক এতে বাধা দেয়। এই হট্টগোলে অনেক সময় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—এবং পরিস্থিতি অবাঞ্ছিত গতির দিকে যেতে থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে যাতে অধিক কোন অশান্তি না হয়—তার জন্য অতুল পার্কের সীমানা প্রাচীর নির্মানের কার্য্যসূচি সেদিনের মতো স্থগিত রাখা হয়।

পুরুলিয়ার ট্যাক্সি ও ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ড

পুরুলিয়াতে ট্যাক্সির লাইসেন্স নেওয়া মাত্র পাঁচটি ট্যাক্সি আছে। তার বিবরণ হচ্ছে এই :— 1006=সুবোধ মুখার্জি ; 1008=শচী সরকার বা তারই লোক ; 1010=সেলিম ; 1011=রঘু কুমার ; 1013=সুকুমার চ্যাটার্জি।

প্রাইভেট ট্যাক্সি অর্থাৎ ট্যাক্সি হিসাবে বিধিমত লাইসেন্স না নিয়েও যারা প্যাসেঞ্জার ভাড়ায় চালায় তাদের সংখ্যা কমবেশী ৩৩টি ; এর মধ্যে BRT 3006 গাড়ীখানির মালিক নিজে গাড়ী চালায় আর প্রায় অধিকাংশ গাড়ীই স্থানীয় ধনশালী ব্যক্তিদের—বে-আইনীভাবে ভাড়া চালায়। এই ব্যাপারে লাইসেন্স নেওয়া ট্যাক্সি চালকেরা কয়েকজন পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি কমিশনারের কাছে অনেকবারই আবেদন নিবেদন করেছে যে এই-সব প্রাইভেট ট্যাক্সির জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ তারা লাইসেন্স ফি প্রভৃতি বেশী দেয় এবং এদের জন্য ভাড়ার যাত্রী কম পায়। কিন্তু কোন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নেয় নাই কি নিতে পারে নাই—মুখ্যতঃ এই জন্যই যে অনেক প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তির ট্যাক্সি এইভাবে খাটে এমন কি এই প্রাইভেট ট্যাক্সি চালানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুএকজন সরকারী কর্ম্মচারীও আছেন।

৩৭'×২৯' ফুট জায়গা ছাড়াও ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে যে জায়গা আছে তাতে পাঁচটির অনেক বেশী ট্যাক্সির দাঁড়াবার জায়গা হবে। সনৎবাবু একজন কংগ্রেসী এম-এল-এ হয়ে অত্যন্ত বে-আইনীভাবে—বে-আইনী কারবারী-দের নিয়ে একটা মহৎ কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। বিধিমতো লাইসেন্সধারী কোন ট্যাক্সি চালকের স্বার্থ এতে ক্ষুন্ন হচ্ছেনা—বরং সনৎবাবুর বে-আইনী কাজ ও বে-আইনী কাজের সমর্থনে সত্যকারের ট্যাক্সি চালকদের ক্ষতি হচ্ছে।

এই বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সব কিছু অবহিত হয়েও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ কেন করছেন না সেটা জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য হয়ে রয়েছে।

Public Notice

The Surname of my sons (1) Chandulal Khandelwal, (2) Jay Parkas Khandelwal & (3) Niranjan Kumar Khandelwal, have been changed to CHOWDHARY by affidavit No.—849 of 11/3/73

Smt. Triveni Devi. P. O. Raghunathpur, (Purulia) W. B.

ঋষি নিবারণ পার্কে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির অনুষ্ঠান

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকল্পে নিম্নলিখিত আবেদন পত্র গত ২৫শে জুলাই প্রচারিত হয়—

মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক বিশেষ কার্য্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত জমিতে (ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন) অতুল চন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ; তেলকলপাড়া শ্মশানে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতিবেদী সংলগ্ন অতুল চন্দ্রের স্মৃতিবেদীর সংস্কার, প্রভৃতি কার্য্যসূচির অন্তর্গত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান্ নেতার স্মৃতিরক্ষার অন্ততঃ প্রাথমিক কার্য্যাবলী স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আগামী **২৯শে জুলাই রবিবার সকাল ৯·০০** ঘটিকায় প্রস্তাবিত অতুল পার্কের সীমানা প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচি নিম্নরূপ :—

কার্য্যসূচি ঃ

রবিবার, সকাল ৯·০০ ঘটিকায়

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, মাল্যদান, সঙ্গীতাঞ্জলি, সীমানা প্রাচীর নির্ম্মাণে শ্রমদান।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্যমণ্ডিত উদ্‌যাপনে দলমত নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতাপ্রেমী সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, সাহায্য ও সমর্থন প্রার্থনা করি। নিবেদক—

অতুল চন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির পক্ষে-সদস্যবৃন্দ

সর্ব্বশ্রী বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, রামলাল সরাওগী, যুগলকিশোর সেনগুপ্ত, রামচন্দ্র অধিকারী, ভজহরি মাহাত, চুনারাম মাহাত, নন্দলাল সেন, ত্রিভঙ্গ দরিপা গিরিশচন্দ্র মাহাত, শঙ্কর ভূষণ সুর, হেমচন্দ্র মাহাত, বিহারীলাল জানি, রবীন্দ্রনাথ ওঝা, অশোক চৌধুরী।

এই বিঘোষিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে—গত ২৯শে জুলাই তারিখে ঋষি নিবারণ পার্কে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির উদ্যোগে মানভূম কেশরী অতুল চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই জনসভায় দলমত নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির সভাপতি পৌরহিত্য করেন।

অনুষ্ঠান মণ্ডপে মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীনন্দলাল মিত্র এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রার্থনানুষ্ঠানের পর মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে এবং ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তিতে মাল্যদান করা হয়। শ্রীনেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অতুলচন্দ্রের জীবনী ও আদর্শ আলোচনা করে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাশগুপ্ত, শ্রীঅমলা প্রসাদ সিংহ, ডাঃ মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাশগুপ্ত অতুলচন্দ্রের ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবনের পর্য্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদর্শরূপে প্রতিভাত করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শ্রীঅমলা প্রসাদ সিংহ স্মৃতিচারণা করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯৪২ পর্য্যন্ত দেশমুক্তির আন্দোলনে অতুলচন্দ্রের স্মরণীয় অবদানের উল্লেখ করেন।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাত তাঁর ভাষণে সংগ্রামী অতুলচন্দ্রের মহনীয় নেতৃত্বের পর্য্যালোচনা সূত্রে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে ঐতিহাসিক বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানের বিবরণ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসের অধঃপতন ও দুর্নীতি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন।

শ্রীঅশোক চৌধুরী তাঁর ভাষণে অতুল চন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির কার্য্যসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন শ্মশানে অতুলচন্দ্রের স্মৃতি বেদীর সংস্কার ছাড়াও প্রস্তাবিত অতুল পার্কের জমিতে মানভূম কেশরী অতুল চন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং দুই পার্কের মধ্যস্থলে মানভূমের শহীদদের উদ্দেশ্যে শহীদবেদী প্রতিষ্ঠাও স্মারক সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসর শেষ হবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে অতুলচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার প্রাথমিক কার্য্যগুলি স্মারক সমিতি সম্পূর্ণ করতে চায়। ঐ দিনের কর্মসূচীতে শ্রমদানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে দলমত নির্ব্বিশেষে সকলের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে যুক্তফ্রণ্টের আমলে ইংরাজ শাসকদের মূর্ত্তি অপসারণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ ও শহীদদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে অতুলচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এই পুণ্য কাজের সূত্রে যাতে কোনও মতে কারও মনে কোনও দুঃখ ও ক্ষোভ না থাকে সেই বিষয়ে স্মারক সমিতি সর্ব্বদা সজাগ থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন এবং সকলের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করে ও শুভকামনা নিয়ে কার্য্যে অগ্রসর হবার কথা বলেন।

এই সূত্রে স্মারক সমিতির নিকট সরকারীভাবে জমি হস্তান্তরের পর ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে অবস্থানরত কয়েকটি প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভার প্রভৃতি যে অবাঞ্ছিত আচরণের প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ করে, তার উল্লেখ করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তিনি সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিরও শুভবুদ্ধি ও শুভকামনা উদ্রেক করতে চান এবং এই কার্য্যে দলমত নির্ব্বিশেষে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

WANTED an asst-teacher in Deputation Vacancy for Darda M. B. Jr. High School.

Qualification must be trained graduate with Science.

Apply for this post to the Secretary on or before 31-7-73.

Secretary
Darda Manibala Jr. High School
P. O.—Bahara, Dist—Purulia

WANTED

1. Wanted one Female teacher, B. A. with Sanskrit.

2. One female teacher, B Sc., with Physics, Chemistry and Mathematics.

(Both the teachers should preferably be trained)

3. One Clerk with minimum qualification of Mat/S.F./H.S. (Male aged).

4 One female peon, read upto class VI. for Balarampur Lalimati Girls' High School, P. O. Rangadih, Purulia with usual pay and allowances. Apply to the Administrator by the 10th August/ 1973 with attested copies of certificates.

WANTED

"Wanted for Santamayee Girls' Higher Secondary School, Purulia, a lady teacher, graduate in Home Science, in a maternity leave vacancy. Pay and allowance as per Grant-in-aid Rules. Apply with copies of Mark-Sheet and testimonials to the Secretary by 5-8-73.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বনাধিকার

১৯৭৪-৭৫ এর জন্য দেরাডুন, নর্দার্ন ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজে রেঞ্জার্স পাঠক্রমের জন্য স্টাইপেন্ডিয়ারি ছাত্রবৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য বন সংরক্ষক ১৯৭৪-৭৬ এর রেঞ্জার্স পাঠক্রমের জন্য স্বহস্ত লিখিত দরখাস্ত একমাত্র অ্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ সমেত রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠাতে আহ্বান জানাচ্ছেন। দরখাস্ত পাঠাতে হবে মুখ্য বন সংরক্ষকের পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্যালেস এক্সটেনশন, নিউ সি, আই, টি, বিল্ডিং, চারতলা, কলকাতা-১২ ঠিকানাস্থিত দপ্তরে, ১৯৭৩-এর ১৪ আগষ্টের মধ্যে। দরখাস্তকারীদের মধ্য থেকে খুব বেশী হলে পাঁচ জনকে মনোনীত করা হবে ১৯৭৪-৭৬ এর রেঞ্জার্স পাঠক্রমের জন্য। পাঠক্রম শুরু হবে ১৯৭৪-এর ১লা মার্চ থেকে দেরাডুনস্থ নর্দার্ন ফরেষ্ট রেঞ্জ কলেজে। দরখাস্ত হাতে হাতে নেওয়া হবে না।

প্রার্থীদের বয়স ১৯৭৪-এর ১লা মার্চ তারিখে ১৮ বছরের কম বা ২৪ বছরের বেশী হলে চলবে না। তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উর্ধ বয়ঃসীমা ৫ বছর পর্য্যন্ত শিথিলযোগ্য। প্রাক্তন সেনাবাহিনীভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জাতিনির্বিশেষে সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩৭ বছর।

প্রার্থীদের হয় (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পাশ হতে হবে কিংবা তার সমতুল (এক বছরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ও সেই,সঙ্গে এক বছরের প্রিপ্রফেশনাল/প্রাক কারিগরী পাঠক্রম কিংবা এক বছরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম ও তৎসহ স্বীকৃত বিদ্যায়তন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর সিভিল, মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বছর কিংবা দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সমতুল হিসেবে গণ্য হবে) এবং পাঠ্য বিষয় হিসেবে এই বিষয়গুলির দুই বা ততোধিক থাকতে হবে: অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা, অথবা (খ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা পাশ হতে হবে এবং তারপরে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বা প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পর এক বছর প্রি-প্রফেশনাল/প্রাক-কারিগরী পাঠক্রম গ্রহণ করতে হবে কিংবা তার সমতুল এবং উপরে বর্ণিত বিষয়ে দুই বা ততোধিক থাকতে হবে। ন্যূনতম শারীরিক যোগ্যতা: (ক) উচ্চতা—১৬৩ সে, মি, (খ) বুক—বুকের বেড় (পুরোপুরি ফুলিয়ে) ৮৪ সি, মি, বুক ফোলাতে হবে ৫ সে, মি,। গোরখা, নেপালী, আসামী, মেঘালয়, লাদাক, নেফা, নাগা, মনিপুরী, গাড়োয়ালী, কুমায়ুনী, সিকিমী ও ভুটানী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতার সর্বনিম্ন সীমা স্থির হয়েছে ১৫২'৫ সে, মি,।

প্রত্যেক প্রার্থীকে তাঁর দরখাস্তের সঙ্গে নিম্নোক্ত প্রমাণপত্রসমূহ দিতে হবে:

(১) 'ফরেষ্ট রেমিট্যান্স—রিসিটস্ অব দি চীফ কনজারভেটর অব ফরেষ্ট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল' শিরোনামে ট্রেজারি বা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার একটি ১০ টাকার (দশ টাকা) (অফেরত্‌যোগ্য) রিসিটেড চালান। তফশিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের ক্ষেত্রে একটি ২ টাকা ৫০ পয়সার (দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা) (অফেরত্‌যোগ্য) রিসিটেড চালান।

(২) নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত কপি:—(ক) বয়স (খ) কি কি পরীক্ষায় পাশ (গ) ভারতের নাগরিকত্ব (ঘ) শারীরিক সক্ষমতা কোনও চীফ মেডিক্যাল অফিসার অব হেল্‌থ বা কোনও প্রেসিডেন্সী সার্জনকে শারীরিক সক্ষমতার সার্টিফিকেট দিতে হবে। সার্টিফিকেট ১৫।৭।৭৩ এর পূর্বেকার তারিখে দিলে হবে না। সার্টিফিকেট দিতে হবে সিভিল সার্ভিস রেগুলেশনের ৪৯ অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মাফিক। প্রার্থীর নিম্নোক্ত বিষয়ের সমর্থনে দিতে হবে—(১) নিখুঁত শ্রবণশক্তি। (২) বন বিভাগের অন্তর্গত বাইরের কাজের ধকল সহ্য করার মত শারীরিক সক্ষমতা। (৩) উচ্চতা। (৪) বুক এবং (৫) সফল টিকাদানের চিহ্ন।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক মনোনয়ন করা হবে। এইসব মনোনীত প্রার্থীদের একটি যোগ্যতামূলক পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত পরীক্ষাসূচী অনুযায়ী বিষয়সমূহে কলকাতায় পরীক্ষা নেয়া হবে আগামী ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩—ইংরেজী রচনা, সাধারণ জ্ঞান, অঙ্ক (গণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি—স্কুল ফাইন্যাল মান) এবং ইংরেজী শ্রুতিলিখন।

এই উদ্দেশ্যে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা দিতে আসার জন্য কিংবা পরবর্তী যাতায়াত বাবদ কোনরকম ভ্রমণ-ভাতা দেওয়া হবে না। অস্থায়ীভাবে মনোনীত প্রার্থীদের অন্তত ৮ সপ্তাহের জন্য বনরক্ষণ বিদ্যায় হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং তারসঙ্গে ৪ ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে যাবার এক শারীরিক পরীক্ষা দিতে হবে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে প্রত্যেক প্রার্থীকে মাসিক ২৫ টাকা করে দেওয়া হবে। চূড়ান্ত মনোনয়ন করা হবে যোগ্যতামূলক পরীক্ষা এবং হাঁটার পরীক্ষা সমেত হাতে কলমে প্রশিক্ষণের যুগ্ম ফলাফলের ভিত্তিতে। দেরাডুনের নর্দার্ণ ফরেষ্ট রেঞ্জার্স কলেজে প্রশিক্ষণের সময়কালে মাসিক ১২৫ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। মনোনীত প্রার্থীদের সরকার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় চুক্তি ও সিকিউরিটি বণ্ডের কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। হায়ার/সার্টিফিকেট পেয়ে প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার পর ছাত্রদের ফরেষ্ট স্ট্যাণ্ডার্ড/রেঞ্জার হিসেবে ৩০০-১০-৪২০-১৫-৬০০ টাকা (যোগ্যতাগতবাধা ৮ম ও ১৬শ পর্যায়ের পর) বেতনক্রমে অস্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে। এরপর ফরেষ্ট রেঞ্জারদের নিয়োগ বিধি অনুযায়ী যতটা শূন্যপদ পাওয়া যাবে সেইমত স্থায়ী পদে নিয়োগের সম্ভাবনা আছে।

বিজ্ঞাপন সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ
এই বিজ্ঞাপনের রিলিজ অর্ডার নং ৫৬৪৪(১৪ আই, পি, আর, এ, তারিখ: ২০শে জুলাই, ১৯৭৩।

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।
প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone {508 414}

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
অতুলচন্দ্রের মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা
মুক্তি
সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
৩৪ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা } শুক্রবার, ৩রা আগষ্ট, ১৯৭৩ ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৮০ { এই সংখ্যার মূল্য—১০ পয়সা

অতুলচন্দ্রের মহান্ আহ্বান বাণী

আমরা সংগ্রাম করিয়াছি—আদর্শের জন্য নীতির জন্য—জনগণের জন্মগত অধিকার স্থাপনের জন্য।

× × × আমরা ভারতের সকল মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছি এবং সেই সংগ্রাম করিয়াছি সকলের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা ও ঐক্যবোধ লইয়া।

যে সর্ব ভারতীয় মৈত্রী ও ঐক্যবোধ লইয়া আমরা এই সংগ্রাম করিয়াছি—সেই ঐক্য ও সম্প্রীতি ভাবনার মধ্যেই যেন আমরা আগামী সংগ্রাম ও জন কল্যাণের পথ রচনা করিতে পারি। সকল প্রদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব করণের তথা মহা জাতিত্বের লক্ষ্যেই আমাদের কর্মপথ আমরা রচনা করিব—ইহাই আজ আমাদের সংকল্প।

—[০]—

সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষ

অতুলচন্দ্র ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ

অতুলচন্দ্রের মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নিকট রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নয়া দিল্লী থেকে লিখেছিলেন

— "আপনার পূজনীয় স্বামীর মৃত্যু সংবাদ এইমাত্র পাঠ করিলাম। আমি যে কি পরিমাণে দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছি—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিনা। আমাদের একজন প্রাচীনতম, বিশ্বস্ততম ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্মী চলিয়া গেলেন"

—(০)—

জন্ম ঃ—
২রা মার্চ ১৮৮১ ঃ ১৮ই ফাল্গুন ১২৮৭

মৃত্যু ঃ—
১৫ই অক্টোবর ১৯৬১ ঃ ২৮শে আশ্বিন ১৩৬৮

১৫ই আগষ্ট এই মহাপুরুষের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে

অতুলবাবুর মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকার থেকে যে ভাবে জমি দেওয়া হয়েছে—

Handed over the possession of land measuring 37'-0" X29'-6" as shown by red in the drawing to the Secretary Atul Chandra Ghosh Memorial Committee for installation of a statue of Manbhum Keshri Atul Chandra Ghosh this day the 17th July 1973 Subject to fulfilment of the terms and condition laid down in the registered deed.

Taken over
রামলাল সরাওগী
১৭-৭-৭৩

Handed over
A. K. Palit 17/7/73
Assistant Engineer
Purulia Sub-Division(P.W.D.)

আজ ১৭ই জুলাই ১৯৭৩ তারিখে রেজেষ্ট্রী করা দলীলের শর্ত অনুযায়ী মানভূম কেশরী অতুল চন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অতুল চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটির সেক্রেটারিকে—নক্সায় লাল লাইন দিয়ে দেখান জমি যার মাপ—৩৭' ০" × ২৯'-৬"—সেই জমির দখল অর্পণ করা হল।

লইলাম
রামলাল সরাওগী
১৭-৭-৭৩

অর্পণ করা হল
এ, কে, পালিত ১৭/৭/৭৩
এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়র
পুরুলিয়া সাবডিভিজন (পি, ডব্লিউ, ডি)

গান্ধীজী ও অতুলচন্দ্র

Gandhiji's letter to Sree Atul Chandra Ghosh of Purulia.

পুরুলিয়ার শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট গান্ধীজীর পত্র

Before going to Noakhali in 1946 Gandhiji stayed for sometime at Sodepur Khadi Pratisthan in West Bengal Sree Atul Chandra Ghosh of Purulia in a letter requested him to come to Purulia. In reply to that letter Gandhiji wrote this letter to him.

This is the fac-simile of the original letter.

১৯৪৬ সালে .নোয়াখালি যাবার পূর্বে গান্ধীজী পশ্চিমবঙ্গে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। পুরুলিয়ার শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ এক পত্রে তাকে পুরুলিয়া আসতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই চিঠির উত্তরে গান্ধীজী এই চিঠিটি তাকে লেখেন।

এই চিঠিটি হচ্ছে মূল চিঠির অবিকল প্রতিরূপ—

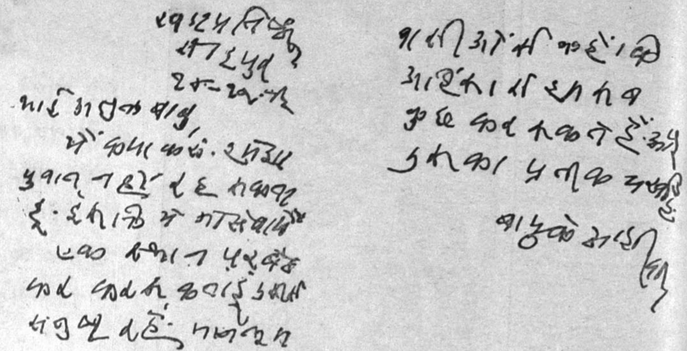

खादि प्रतिष्ठान
सोदपुर
१४।१२।४६

भाई अतुलबाबु—

मैं क्या करुं—हमेशा युवान नही रह सकता हूं—इस लिये जो सेवा मैं एक पर बैठकर कर सकता हूं उसी से संतुष्ट रहें—मानभूम वासीओं से कहें कि अहिंसासे हम सब कुछ कर सकते हैं ओर उसका प्रतीक चरका हैं।

बापुके आशीरवाद

খাদি প্রতিষ্ঠান
সোদপুর
১৪।১২।৪৬

ভাই অতুলবাবু

আমি কি করব—চিরকাল জোয়ান হয়ে থাকতে পারিনা—সেইজন্য যে সেবা আমি এক জায়গায় বসে করতে পারি—তাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে বলি। মানভূমবাসীকে আপনি বলবেন যে অহিংসার পথে আমরা সমস্ত কিছুই করতে পারি আর তার প্রতীক হচ্ছে চরখা।

বাপুর আশীর্বাদ

মুক্তি

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৮০, শুক্রবার

একজন অপরিণামদর্শী কংগ্রেসী এম, এল, এর অবিমৃশ্যকারীতা ও জাতীয়তা বিরোধী কাজ

গত ২৯শে জুলাই রবিবার পুরুলিয়া সহরে স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ মুখার্জি ও তার কতিপয় দলবল বাধা দিয়ে যে অবাঞ্ছিত ও গুরুতর পরিস্থিতির সূচনা করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৯৬১ সালের ১৫ই অক্টোবর মারা যান। ২৫শে অক্টোবর পুরুলিয়ার চকবাজারে এক মহতী শোকসভায় জননায়ক অতুলচন্দ্র ঘোষের উপযুক্তভাবে স্মৃতিরক্ষাকল্পে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে অতুলচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। সর্বশ্রী (১) বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত (২) ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৩) দয়াভাই প্যাটেল (৪) বিহারীলাল জানি (৫) শঙ্কর ভূষণ সুর (৬) ত্রিভঙ্গ দরিপা (৭) কিষণলাল সিংহানিয়া (৮) নন্দলাল সেন (৯) রামলাল সরাওগী। এই কমিটিতে পরে শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং তারও পরে সর্বশ্রী ভজহরি মাহাত, গিরিশ মাহাত, ডঃ যুগলকিশোর সেনগুপ্ত ও চুনারাম মাহাতকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হয়।

এই কমিটি অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করে। সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমিতির রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন হয়। কমিটি ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন এক টুকরা জমির জন্য গবর্মেন্টের নিকট আবেদন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০ সালে নিবারণ পার্কের পশ্চিমদিকের সংলগ্ন ৩৭ ফুট×২৯ ফুট জমি স্মৃতিরক্ষা কমিটিকে স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রেজেষ্ট্রি করে প্রদান করেন। কাজ আরম্ভ করার জন্য অর্থাদি সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য কিছু সময় যায়। পরিশেষে এবিষয়ে কিছু ব্যবস্থা হলে ভারতের এই অনন্যব্রতী স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরের শেষ দিন ১৫ই আগষ্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রথমে স্থানটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুযায়ী পুরুলিয়ার সরকারী পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে লেখা হয়। পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেন্টের মঞ্জুরীকৃত দলীল ও নক্সা তাকে দেওয়া হয়। তিনি সমস্ত দেখেশুনে অধীনস্থ ইঞ্জিনীয়ার পাঠিয়ে বিগত ১৭ই জুলাই ১লা শ্রাবণে ঋষি নিবারণচন্দ্রের মৃত্যু স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে নিবারণ পার্কে অনুষ্ঠানের সময় চৌহদ্দি মেপে সীমানা ঠিক করে দেন এবং স্মৃতি কমিটিকে লিখিতভাবে ঐ জমি অর্পণ করে দেওয়া হয়। ঐ বিভাগ থেকে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের রেন্ট জমা দেওয়া আছে। সুতরাং অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার জন্য মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জায়গাটিতে নিবারণ পার্কের সংলগ্ন অস্থায়ী গুমটিতে তিনটি পানের দোকান আছে। এবিষয়ে তাদের সহযোগীতা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য কোন অসুবিধা হবেনা। বহুদিন থেকে জায়গাটি একটি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের অংশ বিশেষ হিসাবে ছিল। স্মৃতি কমিটীকে প্রদত্ত জায়গাটিতে দুটি গাড়ী বড় জোর দাঁড়াতে পারে। পুরুলিয়া সহরে লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্যাক্সি পাঁচটি মাত্র আছে। আর বেশীর ভাগই লাইসেন্স বিহীন প্রাইভেট গাড়ী ট্যাক্সি হিসাবে ভাড়ায় খাটান হয়। এই ট্যাক্সি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণ এই সংখ্যাতেই অন্যত্র দেওয়া হল।

সুতরাং **প্রথমতঃ**—ন্যায্যভাবে কারোই কোন ক্ষতির কথা এখানে আসে না।

দ্বিতীয়তঃ—সম্পূর্ণতঃ ন্যায্যভাবে ও আইন সঙ্গতভাবে যে জমির অধিকার অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির সেখানে সমিতির কাজে বাধা দেওয়া, জুলুম ও উপদ্রব করা সম্পূর্ণ বে-আইনি এবং বিশেষ করে একজন কংগ্রেসী এম, এল, এর, পক্ষে বে-আইনী অপরাধ এবং যথেচ্ছাচার।

তৃতীয়তঃ—পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারই বিশেষ করে অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই এই জমিখণ্ড আইনগত ভাবে অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতিকে হস্তান্তর ও অর্পণ করেছেন—সে ক্ষেত্রে এই মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা দেওয়া আইনগতভাবে বে-আইনী ছাড়াও বর্তমান কংগ্রেস গবর্মেন্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরোধীতা করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ—স্বাধীনতা সংগ্রামের রজত জয়ন্তী বৎসরে যেখানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যে রাজ্যে সমস্ত কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস সরকার এবং জাতিবর্ণ ধর্ম দল ও মত নির্বিশেষে সমস্ত জাতি জীবিত ও মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ, মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদান মহান ও অপরিহার্য্য জাতীয় কর্তব্যরূপে পালন করছেন সেখানে এই পুরুলিয়াতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার্থে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে প্রকাশ্যে উপদ্রব করে বাধা দেওয়া এবং এই মর্মর মূর্তি হতে দেওয়া হবে না—প্রকাশ্যে সদম্ভে এই ঘোষণা করা যে কোন মানুষের পক্ষেতো বটেই বিশেষ করে একজন পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম, এল, এর পক্ষে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অতি নিন্দনীয় ও অমার্জনীয় জাতীয় অপরাধ।

পঞ্চমতঃ—আমরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলছি--সনৎবাবুর এই কাজের সমর্থনে জেলা থেকে আরম্ভ করে দিল্লী পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন সংগঠন তাবৎ ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেসের সংগঠনের কোন সমর্থন তো নাইই—বরং তাদের নীতি বিরুদ্ধ কাজই করা হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা আরও দৃঢ়তরভাবে বলিতে পারি যে—সনৎবাবু ও তাহার বিভ্রান্ত দলবল ছাড়া তাঁদের এই পুরুলিয়া সহরের, জেলার, রাজ্যের এবং ভারতের একটি লোকেরও সমর্থন তো নাইই তাছাড়া সকলেই এটাকে অত্যন্ত নিন্দার্হ জাতীয় অপরাধ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেনা।

ষষ্ঠতঃ স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্মারক কমিটির যে দায়ীত্ব রয়েছে সেটা কেবল একা কমিটির দায়িত্বই নয়—সমগ্র পুরুলিয়া সহর, পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীরা এই কমিটিকে এই মহান কর্তব্য পালনের দায়ীত্ব সমগ্রভাবে তাদের পক্ষ থেকে অর্পণ করেছে।

সপ্তমতঃ—সনৎবাবু বিধান সভার একজন নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য বলে সমস্ত ব্যাপারে যে-ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেকে মনে করে—স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে, প্রায়শঃই ধমকি দিয়ে বেড়ান বস্তুতঃ সে ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন। সরকারী অধিকারী ও কর্মচারীরা কংগ্রেসী এম, এল, এ, বলে নীরব থাকতে পারেন বা যারা মনে করেন তার মারফত কিছু সরকারী অনুগ্রহ পাওয়া যেতে পারে তারা তার অনুবর্তী হতে পারেন—কিন্তু সেটা সনৎবাবু বলে নয় একজন কংগ্রেসী এম, এল, এ বলে ভ্রান্ত স্বার্থের জন্য। কিন্তু এটা সমস্ত ক্ষেত্রে চলতে পারে বলে মনে করে তিনি অত্যন্ত ভুল করে চলেছেন।

পরিশেষে এই মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা কোনক্রমে কোন রাজনীতির ছায়ার সঙ্গেও সম্পৃক্ত নয়। দেশহিতে জনকল্যাণে যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে অনিকেত হয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে অকুণ্ঠ উৎসর্গ করে গেছেন এবং জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্য্যন্ত যিনি জনসেবায় সমর্পিত ছিলেন তার মূর্ত আদর্শের মূর্ত প্রতীক তার এই মর্মরমূর্তি—যার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে যুক্তকরে নিয়োজিত করে লোকে নিজেকে ধন্য মনে করে।

এই প্রসঙ্গে একটা পরিস্থিতির কথাও আলোচনার মধ্যে আসে। এই মূর্তি কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা সনৎ বাবু এবং তার কতিপয় দলবলের খেয়ালখুসীর উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করে না। আর এটাও ঠিক যে—তিনি একজন এম, এল, এ, বলে পুরুলিয়া সহরের ষাট হাজার অধিবাসী এবং পুরুলিয়া জেলার ১৬ লক্ষ অধিবাসী—তিনি যা খুসী উপদ্রব করবেন আর সেটার তারা নীরব দর্শক হয়ে থাকবে—এ পরিস্থিতি এখনও আসে নাই।

এখানে সরকারী প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষেরও একটা দায়িত্ব আছে। এই ব্যাপারটাকে আমরা এইখানেই শেষ করে দিতে চাই। এটা এর পরে যে কোন ব্যাপক পরিধির দিকে অগ্রসর হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন! এবং আশা করি তাদেরও পবিত্র কর্তব্য হিসাবে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সঙ্গত ব্যবস্থাই করবেন।

কংগ্রেস ও কংগ্রেস সংগঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত সংগঠনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে—এই ব্যক্তিটিকে তার অবিমৃষ্যকারীতা থেকে নিরস্ত করুন—তার এই কাজ দেশ ও কংগ্রেসের কলঙ্করূপেই কলঙ্কিত হয়েছে।

আমরা আশা করব এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সনৎবাবু এবং তার অনুগামীদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে। সমস্ত বিষয় অনুধাবন করে নিশ্চয়ই তারা নিজেদের ত্রুটি বুঝতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের আচরণেরও সংশোধন করছেন। তার অনুগামী হিসাবে আর যারা আছেন তারা যেই হোন—তারাও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে এই মহান্ জাতীয় কর্ত্তব্যে অংশ গ্রহণ করে ধন্য হোন।

কংগ্রেস হোন, অকংগ্রেস হোন, সমস্ত ব্যক্তিকে সমষ্টিকে—দল ও মত নির্বিশেষে এই শহরের, এই জেলার, এই রাজ্যের, এই ভারতের সকলকে আমরা আহ্বান করছি—সকলের পক্ষ থেকে সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—শুভ ১৫ই আগষ্টে সর্ব্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মরমূর্ত্তির ভিত্তি স্থাপনে সকলের স্পর্শ যুক্ত হোক।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

—·—

ঋষি নিবারণ পার্কে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির অনুষ্ঠান

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকল্পে নিম্নলিখিত আবেদন পত্র গত ২৫শে জুলাই প্রচারিত হয়—

" মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক বিশেষ কার্য্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত জমিতে (ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন) অতুল চন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা; তেলকলপাড়া শ্মশানে ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতিবেদী সংলগ্ন অতুল চন্দ্রের স্মৃতিবেদীর সংস্কার, প্রভৃতি কার্য্যসূচির অন্তর্গত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহান্ নেতার স্মৃতিরক্ষার অন্ততঃ প্রাথমিক কার্য্যাবলী স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আগামী **২৯শে জুলাই রবিবার সকাল ৯-০০** ঘটিকায় প্রস্তাবিত অতুল পার্কের সীমানা প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচি নিম্নরূপ ঃ—

কার্য্যসূচি ঃ—

রবিবার, সকাল ৯ ঘটিকায়

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, মাল্যদান, সঙ্গীতাঞ্জলি, সীমানা প্রাচীর নির্ম্মাণের শ্রমদান।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্যমণ্ডিত উদ্‌যাপনে দলমত নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতাপ্রেমী সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, সাহায্য ও সমর্থন প্রার্থনা করি।

নিবেদক—

অতুল চন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির পক্ষে সদস্যবৃন্দ

সর্ব্বশ্রী বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, রামলাল সরাওগী, যুগলকিশোর সেনগুপ্ত, রামচন্দ্র অধিকারী, ভজহরি মাহাত, চুনারাম মাহাত, নন্দলাল সেন, ত্রিভঙ্গ দরিপা, গিরিশচন্দ্র মাহাত, শঙ্কর ভূষণ সুর, হেমচন্দ্র মাহাত, বিহারীলাল জানি, রবীন্দ্রনাথ ওঝা, অশোক চৌধুরী।"

এই বিঘোষিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে—গত ২৯শে জুলাই তারিখে ঋষি নিবারণ পার্কে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির উদ্যোগে মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই জনসভায় দলমত নির্বিশেষে সকলেই যোগ-দান করেন। এই অনুষ্ঠানে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির সভাপতি পৌরহিত্য করেন।

অনুষ্ঠান মণ্ডপে মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীনন্দলাল মিত্র এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রার্থনা-নুষ্ঠানের পর মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে এবং ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করা হয়। শ্রীনেপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অতুলচন্দ্রের জীবনী ও আদর্শ আলোচনা করে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাশগুপ্ত, শ্রীঅমলা প্রসাদ সিংহ, ডাঃ মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রমুখেরা ভাষণ দেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টচোর্য্য ও শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাশগুপ্ত অতুল চন্দ্রের ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবনের পর্য্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদের আদর্শরূপে প্রতিভাত করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শ্রীঅমলা প্রসাদ সিংহ স্মৃতিচারণা করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯৪২ পর্য্যন্ত দেশমুক্তির আন্দোলনে অতুল চন্দ্রের স্মরণীয় অবদানের উল্লেখ করেন।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাত তাঁর ভাষণে সংগ্রামী অতুলচন্দ্রের মহনীয় নেতৃত্বের পর্য্যালোচনা সূত্রে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে ঐতিহাসিক বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানের বিবরণ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসের অধঃপতন ও দুর্নীতি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন।

শ্রীঅশোক চৌধুরী তাঁর ভাষণে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির কার্য্যসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন শশ্মানে অতুল চন্দ্র স্মৃতি বেদীর সংস্কার ছাড়াও প্রস্তাবিত অতুল পার্কের জমিতে মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং দুই পার্কের মধ্য-স্থলে মানভূমের সহিদদের উদ্দেশ্যে সহীদবেদী প্রতিষ্ঠাও স্মারক সমিতির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসর শেষ হবার পূর্বে, অর্থাৎ আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে অতুলচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার প্রাথমিক কার্য্যগুলি স্মারক সমিতি সম্পূর্ণ করতে চায়। ঐ দিনের কর্মসূচীতে শ্রমদানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে দলমত নির্ব্বিশেষে সকলের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত তাঁর ভাষণে যুক্তফ্রণ্টের আমলে ইংরাজ শাসকদের মূর্ত্তি অপসারণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ ও সহীদদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে অতুলচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনী-য়তার কথা বলেন। এই পূণ্য কাজের সূত্রে যাতে কোনও মতে কারও মনে কোনও দুঃখ ও ক্ষোভ না থাকে সেই বিষয়ে স্মারক সমিতি সর্ব্বদা সজাগ থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন এবং সকলের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করে ও শুভকামনা নিয়ে কার্য্যে অগ্রসর হবার কথা বলেন।

এই সূত্রে স্মারক সমিতির নিকট সরকারীভাবে জমি হস্তান্তরের পর ট্যাক্সী ষ্টাণ্ডে অবস্থানরত কয়েকটি প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভার প্রভৃতি যে অবাঞ্ছিত আচরণের প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ করে, তার উল্লেখ করে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। তিনি সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিরও শুভবুদ্ধি ও শুভকামনা উদ্রেক করতে চান এবং এই কার্য্যে দলমত নির্ব্বিশেষে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

—·—

মানভূম কেশরী সর্বত্যাগী

অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম, এল, এ,

সনৎ কুমার মুখার্জীর সদলে বাধাদান

কংগ্রেসী এম, এল, এ, সনৎ মুখার্জীর মাইকযোগে ঘোষণা

অতুলচন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবেনা

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির উদ্যোগে ২৮শে জুলাই অনুষ্ঠানের বিবরণ পৃথকভাবে এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর পরেই এই স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতার স্মৃতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং স্মৃতিরক্ষা কার্য্যে অন্যায়, অভদ্রতাসূচক এবং উদ্দেশ্যমূলক বাধা প্রদানের এক অপ্রত্যাশিত ও অবি-শ্বাস্য ঘটনা স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় নেতৃত্বে ঘটে।

ঋষি নিবারণ পার্কে অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মারক অনুষ্ঠানের পর অতুল-চন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জমিতে শ্রমদানের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রাথমিক কার্য্যাদি সম্পন্নের জন্য সকলে সমবেত হন।

এই অনুষ্ঠানের পূর্বেই অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতির দখল প্রাপ্ত জমি থেকে পুলিশ অপেক্ষমান দুটি প্রাইভেট ট্যাক্সিকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও শ্রমদানের জন্য সকলে সেই জমিতে সমবেত হবার পূর্বেই দুটি প্রাইভেট ট্যাক্সিকে এমনভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয় যে চলাফেরা করার স্থানও থাকে না। উপরন্তু জনতা সেখানে সমবেত হবার সময় একটি ট্যাক্সি একরকম জোরকরেই সেই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করে স্থান অবরোধ করার চেষ্টা করে। সেই অবস্থায় একটু ফাঁকা জায়গায় অতুলচন্দ্রের প্রতিকৃতি স্থাপন করে মাল্যদান করা হয়। সে সময় সেখানে স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ মুখার্জির নেতৃত্বে ও পরিচালনায় তার দলবল চীৎকার এবং গোলমাল করে—ঐ জায়গাতে শ্রমদানের মাধ্যমে কোদাল প্রভৃতি দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে দেওয়া হবে না বলে হাল্লা করতে থাকে ও বাধা দেয়। জেলার যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅরুণ মাহাতও এবিষয়ে সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই বাধাদানকারীদের মধ্যে কিছু ছাত্র, যুবক ও কয়েকজন প্রাইভেট ট্যাক্সির ড্রাইভার প্রভৃতি ছিল।

শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় সহ তার দলবল পূর্ব থেকেই সেখানে একটা মাইক লাগিয়ে রেখেছিল যাতে বোঝা গেল সমস্তই পূর্ব পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী করা হচ্ছে। এরা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের রুজি রোজগারের দোহাই দিয়ে হাল্লার সঙ্গে আক্রমণাত্মক আচরণ করতে থাকে। সরকার প্রদত্ত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৭ ফুট ও ২৯ ফুট জমিতে কোনক্রমে মাত্র দুটি গাড়ী দাঁড়াবার স্থান হতে পারে। শ্রীসনৎ মুখার্জী প্রমুখ দলবলেরা এই ট্যাক্সির মিথ্যা দোহাই দিয়ে সরকার প্রদত্ত জমিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা অতুলচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হতে দেবে না বলে জুলুম করতে থাকে।

স্মারক সমিতির পক্ষে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রমুখেরা অবৈধ বাধা প্রদানকারী যুব কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হয়। সনৎবাবু ও তার দলবল এই কার্য্যে বাধাদান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য স্পষ্টতঃই প্রস্তুত হয়েছিলেন। এতদিন কয়েকটি অবৈধ প্রাইভেট ট্যাক্সির ড্রাইভারকে সামনে রেখে নিজেরা পেছনে থেকে তাদের উস্কানি দিচ্ছিলেন—এদিনে ড্রাইভাররা আড়ালে চলে গেল—এবং **সনৎবাবু** প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে দলবল সহ অতুলচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার কার্য্যে বাধা দিয়ে মাইক যোগে সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে—**কোন অবস্থাতে এই জমিতে অতুলচন্দ্র ঘোষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবে না।**

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সনৎবাবু এই অনুষ্ঠান ও ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য অরুণ চন্দ্র ঘোষ ও লোকব্রতী সোসাইটির বিরুদ্ধে নানা রকম অবোধ্য ও অর্থহীন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে চীৎকার করতে থাকেন। একটা দলীল নিয়ে সেটা নাড়তে নাড়তে তিনি নানা কথা বলতে থাকেন—এবং তার দলবলের লোকেরা উপস্থিত অরুণ চন্দ্র ঘোষকে (স্বর্গীয় অতুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) তাদেরই মাইকে ঐ সকলের জবাব দিতে আহ্বান করেন। অরুণবাবু যখন তার বক্তব্য মাইকে বলতে থাকেন তখন বেগতিক বুঝে সেই মাইক সরিয়ে নেওয়া হয়। সনৎবাবু ও যুব কংগ্রেসের দল নানাভাবে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি ও মারমুখীআচরণ করতে থাকে।

ঐ দলের মধ্যেই উগ্রমস্তিষ্ক কোনও কোনও যুবক অতুলচন্দ্রের কাঁচে বাঁধানো ছবিটি ভেঙ্গে চুরমার করার প্ররোচনা দিতে থাকে অবশ্য ঐ দলের কোনও সুস্থমস্তিষ্ক যুবক এতে বাধা দেয়। এই হট্টগোলে অনেক সময় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—এবং পরিস্থিতি অবাঞ্ছিত গতির দিকে যেতে থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে যাতে অধিক কোন অশান্তি না হয়—তার জন্য অতুল পার্কের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্য্যসূচি সেদিনের মতো স্থগিত রাখা হয়।

পুরুলিয়ার ট্যাক্সি ও ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ড

পুরুলিয়াতে ট্যাক্সির লাইসেন্স নেওয়া মাত্র পাঁচটি ট্যাক্সি আছে। তার বিবরণ হচ্ছে এই :— 1006=সুবোধ মুখার্জি ; 108=শচী সরকার বা তারই লোক ; 1010=সেলিম ; 1011=রঘু কুমার ; 1013=সুকুমার চ্যাটার্জি।

প্রাইভেট ট্যাক্সি অর্থাৎ ট্যাক্সি হিসাবে বিধিমত লাইসেন্স না নিয়েও যারা প্যাসেঞ্জার ভাড়ায় চালায় তাদের সংখ্যা কমবেশী ৩০টি ; এর মধ্যে BRT 3006 গাড়ীখানির মালিক নিজে গাড়ী চালায় আর প্রায় অধিকাংশ গাড়ীই স্থানীয় ধনশালী ব্যক্তিদের—বে-আইনীভাবে ভাড়া চালায়। এই ব্যাপারে লাইসেন্স নেওয়া ট্যাক্সি চালকেরা কয়েকজন পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি কমিশনারের কাছে অনেকবারই আবেদন নিবেদন করেছে যে এই-সব প্রাইভেট ট্যাক্সির জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ তারা লাইসেন্স ফি প্রভৃতি বেশী দেয় এবং এদের জন্য ভাড়ায় যাত্রী কম পায়। কিন্তু কোন ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ নেয় নাই কি নিতে পারে নাই—মুখ্যতঃ এই জন্যই যে অনেক প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তির ট্যাক্সি এইভাবে খাটে এমন কি এই প্রাইভেট ট্যাক্সি চালানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুএকজন সরকারী কর্মচারীও আছেন।

৩৭'×২৯' ফুট জায়গা ছাড়াও ট্যাক্সি ষ্টাণ্ডে যে জায়গা আছে তাতে পাঁচটির অনেক বেশী ট্যাক্সির দাঁড়াবার জায়গা হবে। সনৎবাবু একজন কংগ্রেসী এম-এল-এ হয়ে অত্যন্ত বে-আইনীভাবে—বে-আইনী কারবারী-দের নিয়ে একটা মহৎ কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। বিধিমতো লাইসেন্সধারী কোন ট্যাক্সি চালকের স্বার্থ এতে ক্ষুন্ন হচ্ছেনা—বরং সনৎ বাবুর বে-আইনী কাজ ও বে-আইনী কাজের সমর্থনে সত্যকারের ট্যাক্সি চালকদের ক্ষতি হচ্ছে।

এই বিষয়ে প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষ সব কিছু অবহিত হয়েও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ কেন করছেন না সেটা জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য হয়ে রয়েছে।

—·—

TELEGRAM

Sent to

New Delhi

1. Sm. Indira Gandhi.
   Prime Minister
2. Dr. Shankardayal Sharma
   President, A.I.C.C.
3. Chandrajit Jadab
   General Secretary, A.I.C.C.
4. Dwijendralal Sen Gupta M.P.

Calcutta

1. Siddhartha Sankar Roy
   Chief Minister
2. Arun Kumar Moitra
   Prisident, W.B. P.C.C.
3. Convenor
   Freedom Fighters Association

Telegram

Silver Jubilee Celebration Programme of Indian Independence by perpetuating memory of late Atulchandra Ghosh Front-rank Freedom Fighter of district and an ex-coworker of Mahatma Gandhi and by erection of Martyrs Memorial on land specially donated by West Bengal Government being frustrated due unexpected opposition and unseemly hostile demonstration led by Sanat Mukherjee Congress MLA along with Presidents of Juba Congress and Chhatra Parishad stop Solicit Co-operation in peaceful celebration of proposed function on Fifteenth August next.

Atulchandra Ghosh Memorial Committee Purulia

30 July. 1973

টেলিগ্রাম পাঠান হল

নুতন দিল্লী

১। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
প্রধান মন্ত্রী
২। ডাঃ শঙ্কর দয়াল শর্ম্মা
সভাপতিঃ নিঃ ভাঃ
কংগ্রেস কমিটী
৩। চন্দ্রজিৎ যাদব
সাধারণ সম্পাদক,
নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটী
৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম, পি,

কলিকাতা

১। সিদ্ধার্থশংকর রায়
মুখ্যমন্ত্রী
২। অরুণ কুমার মৈত্র
সভাপতি পঃ বঃ প্রদেশ
কংগ্রেস কমিটী
৩। কনভেনর
ফ্রীডম ফাইটার্স এসোঃ

টেলিগ্রামের বয়ান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রাক্তন একনিষ্ঠ সহকর্ম্মী অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষা এবং সহীদ বেদী নির্ম্মাণের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রজত জয়ন্তী উৎসব পালনের কার্য্যসূচী কংগ্রেসী এম, এল, এ, সনৎ মুখার্জী ও তৎসহ যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের সভাপতিদ্বয়ের পরিচালিত অপ্রত্যাশিত বাধাদান ও অশোভন বিক্ষোভ প্রদর্শনের দ্বারা ব্যাহত হয়। আগামী পনেরোই আগষ্টের প্রস্তাবিত কার্য্যসূচী শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি
পুরুলিয়া।

৩০শে জুলাই, ১৯৭৩

—•—

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির ২৯।৭।৭৩ তারিখে বৈকাল ৬-০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভার কার্য্য বিবরণী

উপস্থিত সদস্যগণের নাম

১। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ২। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩। শ্রীরামলাল সরাওগী ৪। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী ৫। শ্রীযুগল কিশোর সেনগুপ্ত ৬। শ্রীশঙ্কর ভূষণ সুর ৭। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত ৮। শ্রীঅশোক চৌধুরী ৯। শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (আমন্ত্রিত) ১০। শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী (আমন্ত্রিত)।

প্রথম প্রস্তাব—এই সভা ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৩ সর্বত্যাগী অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্ত্তির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়

অতুল পার্কের সীমানা প্রাচীর নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তির বেদী স্থাপন সূচক শুভ প্রচেষ্টায় কতিপয় বিভ্রান্ত যুবকের অবৈধ বাধা প্রদান, অশোভন ও অমর্য্যাদাকর বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং চরম অবমৃশ্যকারীতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতেছে।

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মহান্ নেতা, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ সহকর্ম্মী এবং ঐতিহাসিক বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানের অবিসম্বাদী নেতা মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার প্রস্তুতি কার্য্যের শুভ প্রচেষ্টায় একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানীয় কংগ্রেসী এম-এল-এ শ্রীসনৎ মুখার্জ্জী, যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মাহাত, ছাত্র পরিষদ সভাপতি শ্রীস্বপন চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহাদের অনুগামীদের দ্বারা যেরূপ অবৈধভাবে বাধাদান, অশালীন ও অমর্যাদাকর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাহাতে এই সভা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহাদের জাতীয়তা বিরোধী ও দেশের মহান্ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি চরম অসম্মানজনক কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

এই সূত্রে সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসর পূর্তিসূচক আগামী ১৫ই আগষ্টের কার্য্যসূচীতে পৌরহিত্য করিবার জন্য সর্ব্বভারতীয় স্তরের কোন গান্ধীবাদী নেতাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হউক এবং ঐ অনুষ্ঠান যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে ও পূর্ণ মর্য্যাদা সহকারে উদযাপিত হইতে পারে তাহার জন্য উপরোক্ত বিভ্রান্ত যুবকদের কার্য্যকলাপ সংযত করিবার জন্য সর্ব্বস্তরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তথা ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব

মানভূমের সহীদগণের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সহীদবেদী নির্ম্মাণ

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্য্যায়ে ঝালিদা, মানবাজার প্রভৃতি স্থানে মানভূমের যে সকল সহীদ আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সহীদ স্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইতেছে।

চতুর্থ প্রস্তাব

স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থ আদায় পরিকল্পনা

মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন, শ্মশানে স্মৃতিবেদীর সংস্কার, সহীদ স্তম্ভ নির্ম্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্ম্মাণ, প্রভৃতি কার্য্যসূচি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য একটি কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইল।

স্বাঃ বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
সভাপতি

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা | সোমবার, ৬ই আগষ্ট, ১৯৭৩ ২১শে শ্রাবণ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

অতুলচন্দ্রের মহান্ আহ্বান বাণী

আমরা সংগ্রাম করিয়াছি—আদর্শের জন্য নীতির জন্য—জনগণের জন্মগত অধিকার স্থাপনের জন্য।

× × × আমরা ভারতের সকল মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছি এবং সেই সংগ্রাম করিয়াছি সকলের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা ও ঐক্যবোধ লইয়া।

যে সর্ব ভারতীয় মৈত্রী ও ঐক্যবোধ লইয়া আমরা এই সংগ্রাম করিয়াছি—সেই ঐক্য ও সম্প্রীতি ভাবনার মধ্যেই যেন আমরা আগামী সংগ্রাম ও জন কল্যাণের পথ রচনা করিতে পারি। সকল প্রদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব করণের তথা মহা জাতিত্বের লক্ষ্যেই আমাদের কর্মপথ আমরা রচনা করিব—ইহাই আজ আমাদের সংকল্প।

—[০]—

মানভুম কেশরী সর্বত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামের ঋত্বিক অতুলচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ সালের ২রা মার্চ তারিখে (বাংলা ১২৮৭ সালের ১৮ই ফাল্গুন) বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার খণ্ডঘোষ গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীমাখনলাল ঘোষ এবং মাতার নাম রামরূপসী দেবী। তাঁহার পিতা একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন। অতুলচন্দ্র তাঁহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার একজন ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার শৈশবকালেই পিতামাতার মৃত্যু হয়। সেইজন্য তাঁহার ছোট মাসীমা ও ছোট মেশোমহাশয় শ্রীঅযোধ্যানাথ ঘোষ তাঁহাকে লালনপালন করেন। অযোধ্যানাথ অপুত্রক ছিলেন সুতরাং তিনি অতুলচন্দ্রকে তাঁহার সন্তানরূপেই গ্রহণ করেন। অযোধ্যানাথ এবং তাঁহার স্ত্রীর গভীর স্নেহে ও যত্নে অতুলচন্দ্র মানুষ হন। সেই সময়ে অযোধ্যানাথ বরাবাজারে থাকিতেন এবং ওকালতি করিতেন। তিনি একজন কৃতী উকীল ছিলেন এবং অতুলচন্দ্রকে ভবিষ্যৎ জীবনে উকীলরূপে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন।

অতুলচন্দ্রের আশৈশব ও কর্ম্মজীবন মানভূমে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৯ সালে তিনি পুরুলিয়া জেলা স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কলিকাতার তৎকালীন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে ১৯০৫ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ওকালতী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ১৯০৮ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। কলিকাতায় পাঠকালে তিনি ঝামাপুকুর লেনের এক মেসে অবস্থান করিতেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও সেই সময় ঐ মেসে থাকিতেন, উপেন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্রের মাতুল ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অন্যতম মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সহিত অতুলচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। শরৎচন্দ্রও ঐ মেসে আনাগোনা করিতেন। তিনি তখনও যশস্বী লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার নিজের লেখা এই মেসে আসিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগোষ্ঠীকে প্রায়ই শোনাইতেন। অতুলচন্দ্রও ঐ সাহিত্য বৈঠকের একজন রসগ্রাহী শ্রোতা ছিলেন। এই সূত্রে শরৎচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ঘটে। ছাত্রজীবন হইতেই অতুলচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখাই তিনি গভীর অনুরাগের সহিত পাঠ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠে তাঁহার মনে যে সব প্রশ্ন জাগিত সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে তিনি মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিত তাঁহার এইরূপ কয়েকটী পত্রের উত্তর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ছিল। পরে কোনও সময় তাহা হারাইয়া যায়।

ছাত্রজীবনেই অতুলচন্দ্রের উপর গভীর রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাগ্মীপ্রবর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীএন, এন, ঘোষ প্রমুখ মনীষিদের বক্তৃতা তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন অনুরাগী সমর্থক ও বিশেষ সহায়ক ছিলেন। এই সম্পর্কে আহুত সকল সভাসমিতিতে যোগদান করা তাঁহার কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল।

ওকালতি পাশ করার পর তিনি ১৯০৮ সালের জুলাই মাস হইতে পুরুলিয়ায় ওকালতি সুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ওকালতিতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীঅঘোরচন্দ্র রায়ের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অঘোরচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনও শিক্ষাব্রতে অতিবাহিত করেন।

অতুলচন্দ্র যখন ওকালতিতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় এবং তিনি বৃটিশের আদালত কাছারী, স্কুল কলেজ, প্রভৃতি বর্জ্জন করিবার আহ্বান দেন ছাত্রাবস্থায় বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য বয়কট আন্দোলনের যে বীজ অতুলচন্দ্রের অন্তরে উপ্ত হইয়াছিল—এতদিনে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গমের সুযোগ দেখা দিল। তিনি খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা অর্থ প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিয়া ১৯২১ সালে স্ত্রী ও চারিটি শিশু পুত্র-কন্যা লইয়া সপরিবারে অনিকেত হইয়া ও দারিদ্র বরণ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মানভূমে ঋষিকল্প মনীষি নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তও সরকারী জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ঋষি নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র রাজনৈতিক জীবনে একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক কর্ম্মীদের বাসস্থান ও কর্ম্মস্থাপনের কেন্দ্ররূপে পুরুলিয়া শিল্পাশ্রম নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশব্রতী কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত সপরিবারে এই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। এই দুই পরিবার একই পরিবারভুক্ত হইয়া পড়েন। জনসেবার জন্য আত্মনিয়োগকারী কর্ম্মীবৃন্দের সমাবেশে এই আশ্রম জেলার জনসেবার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিল। ঋষি নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্রের পরিবারবর্গও এই আশ্রম কর্মীরূপে জনসেবার কাজে নিযুক্ত হইলেন।

ঋষি নিবারণ ও অতুলচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর জীবন আদর্শকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার আদর্শে সমগ্র জেলার কর্মীজীবন তথা জনজীবন গড়িয়া তুলিতে বিভিন্ন কর্মধারা প্রবর্ত্তন করিলেন। ঋষি নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র ১৯২১ সালেই কংগ্রেস যোগদান করেন এবং সমগ্র জেলার কংগ্রেসের কার্য্যভার লইয়া জেলায় ব্যাপক সংগঠন ও জন চেতনার বিভিন্নমুখী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

দেশের মুক্তিসাধনায় এই জেলাকে সংগঠনের কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া ঋষি নিবারণচন্দ্র ও অতুলচন্দ্র গ্রামে গ্রামে ও সুদূর পাহাড় জঙ্গলে অনাদৃত ও উপেক্ষিত পল্লী সমূহে কখনও পদব্রজে কখনও গোশকটে পরিভ্রমণ করিয়া সারা জেলাব্যাপী ভাবপ্রচার ও জনসংযোগের কার্য্য সুরু করেন। তাঁহাদের কর্ম্মধারা অনুসরণ করিয়া এই জেলার কর্মী বাহিনী জনসংযোগের ব্যাপক ক্ষেত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহাদের সংস্পর্শে পর্ব্বত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের নিরক্ষর ও চিরঅনাদৃত অধিবাসীদের মধ্য হইতেও বহু নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান কর্মীর উদ্ভব হয়।

১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদানের পর অতুলচন্দ্র মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং ঋষি নিবারণচন্দ্র কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হন। ১৯৩৫ সালে ঋষি নিবারণচন্দ্রের তিরোধান পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদে বৃত হন। অতুলচন্দ্র বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের এই কর্মজীবনে অতুলচন্দ্র ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, জে, সি, কুমারাপ্পা প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। গান্ধী সেবা-সংঘ নামে প্রতিষ্ঠানটি যতদিন বিশিষ্ট ও নিষ্ঠাবান্ গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল ততদিন অতুলচন্দ্র গান্ধী সেবাসংঘের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এই সূত্রে বহু আদর্শবাদী বিশিষ্ট কর্মীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে। এই দিক দিয়া গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছাড়াও তিনি বহুদিন ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রামে থাকিয়া শ্রীকিশোরীলাল মসরুওয়ালা, মহাদেব দেশাই কাকা কালেল কর প্রভৃতির সহিত গান্ধীজীর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন।

স্বাধীনতার সংগ্রাম জীবনে অসহযোগ আন্দোলন এবং কংগ্রেস পরিচালিত অন্যান্য সকল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া অতুলচন্দ্র বারংবার কারাবরণ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য উপেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের সহিত অতুলচন্দ্রও প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য ১৯৩৩ সালে ব্যক্তিগত আইন অমান্য করিয়া দুই বার কারাদণ্ডিত হন। অতুলচন্দ্র কয়েকবারই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪০-৪১ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্যও তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনের প্রারম্ভেই অতুলচন্দ্রকে সিকিউরিটি এ্যাক্ট অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায় দুই বৎসরকাল বন্দী থাকেন। এই সকল আন্দোলনে অতুলচন্দ্রের স্ত্রী, পুত্রকন্যা সকলেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। এইভাবে বিভিন্ন আন্দোলনে শিল্পাশ্রম ও অন্যান্য আশ্রম সরকার কর্ত্তৃক বারবার বাজেয়াপ্ত হইলে সমগ্র কর্মীবাহিনী সহ ঋষি নিবারণচন্দ্র, অতুলচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী ও পরিবারবর্গ কারাগারে ও সমগ্র জেলার কুটীরে কুটীরে নিজেদের গৃহ রচনা করেন। ১৯৪৫ সালে পতাকা সত্যাগ্রহ করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৪৬ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া শাসনশক্তির সুযোগ গ্রহণ করার প্রস্তুতিরূপে অতুলচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীগণ সমগ্র জেলাব্যাপী তিন সহস্রাধিক গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠন করেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে এই পঞ্চায়েৎগুলি দেশের স্বাধীন সরকারকে যেভাবে সহায়তাদান করে এবং জনজীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করে—তাহাতে সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। পঞ্চায়েৎগুলির উপযুক্ত গঠন ও সুযোগ্য পরিচালনার ফলে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি বহুলাংশে কমিয়া যায়।

১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতে নূতন এক সংগ্রামের অধ্যায় রচিত হয়। এই সময়ে মানভূম প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চলে বিহার সরকারের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী নীতি অতি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং স্বাধীন ভারতের স্বদেশী সরকারের সর্ব্বব্যাপী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে সমগ্র পঞ্চায়েতের ধারাব্যবস্থা জনগণের সংগ্রাম মণ্ডলীতে পরিণত হয়। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বাঙ্গীন পীড়ন ও নির্য্যাতন সুরু হইলে ইহার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে অতুলচন্দ্রের নেতৃত্বে মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটী সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তথা বহু সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকার, যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু উর্দ্ধতন কোন কংগ্রেসী মহলেই বিহার সরকার তথা বিহার কংগ্রেসের এই জাতীয় সংহতিবিনাশকারী অনাচার ও কর্ম্মধারা সংযত করার বা ইহার প্রতিবিধানের কোনও মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। কংগ্রেসের নিকট হইতে সুবিচার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া এবং কংগ্রেসী আইন ও শৃঙ্খলার নাগপাশে বন্দী থাকিয়া ঐ সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও সম্ভব নহে উপলব্ধি করিয়া অতুলচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দ ১৯৪৮ সালে একযোগে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া লোক সেবক সংঘ গঠন করেন। ইহার ফলে, সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া জেলার প্রায় সমগ্র কর্ম্মীবাহিনী কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া লোক সেবক সংঘে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর বিহার আমলের দীর্ঘ নয় বৎসর বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়া ব্যাপক জন মুক্তি আন্দোলন, বিরাট টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন, নিরাপত্তা আইন বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি যে সকল সংগ্রামাত্মক ঐতিহাসিক আন্দোলন দেখা দেয়--অতুলচন্দ্র সেই সকল আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া নেতৃত্ব করেন। কংগ্রেস পরিত্যাগের অব্যবহিত পরে, গান্ধী জয়ন্তীর দিনে জনমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার সময় অতুলচন্দ্র বিহার সরকারের নিয়োজিত গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হন এবং পরে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাসের সময় অসুস্থতার ফলে মরনাপন্ন অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে কারাবদলীর লাঞ্ছনা ও অমানুষিকতা সহ্য করিতে হয়।

ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণের এক উদ্ভট পরিকল্পনা দেখা দিলে তাহার বিরুদ্ধে তথা বিহারের বাংলাভাষী জনগণের দাবীর প্রতি সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনে অতুলচন্দ্রের নেতৃত্বে এক সহস্রাধিক কর্ম্মী

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২১শে শ্রাবণ, ১৩৮০, সোমবার

এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির এখানেই শেষ হোক

গত ২৯শে জুলাই রবিবার স্বর্গত অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতির ব্যাপারে কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীসনৎ কুমার মুখোপাধ্যায় যে বে-আইনী ও অবাঞ্ছনীয় আচরণ করে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন—আমরা মনে করি তিনি এবং তিনি যাদের নিয়ে এই উপদ্রবে সামিল হয়েছেন তারা সকলেই তাদের আচরণের অযৌক্তিকতা এবং অবৈধ অনাচার উপলব্ধি করতে ইতিমধ্যে সক্ষম হয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে মুক্তির গত সংখ্যায় এবিষয়ে বিশদভাবে যা আলোচনা করেছি তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই ঘটনার পরে পুরুলিয়া সহরের এবং পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যে নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক। জেলার অধিবাসীরা একথা কল্পনাও করতে পারে না যে কোন অবস্থাতেই স্বর্গীয় অতুলবাবুর মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে—কোন ব্যক্তি, বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার যে মতের যে পথের যে কোন অধিবাসীই হোক না কেন—বিরোধীতার বা আপত্তির কল্পনাও করতে পারে—বাস্তবে সেরকম আচরণ করাতো দূরের কথা। ঘটনা এমনই গ্লানিকর যে—যে শুনছে সেই একবাক্যে ধিক্কার দিচ্ছে। এমন একটা সর্বজন-ধিক্কৃত ব্যাপার মানভূম বা পুরুলিয়ার কোন ক্ষেত্রেই কোন সময়েই এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

এবিষয়ে অধিক পর্য্যালোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং মুক্তির গত সংখ্যাতেই এবং অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির গৃহীত প্রস্তাবে এবিষয়ে সমস্ত দিকটাই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এবং পরিষ্কার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে—যে সম্বন্ধে কোন দ্ব্যর্থকতার কোন অবকাশ নাই। তবুও বিষয়টি এমনই সার্বজনীন, পবিত্র ও মহান যে এবিষয়ে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতিও ঘটা উচিত নয়।

স্মারক সমিতি ১৯৬১ সালে গঠিত হয়। জনসাধারণ এটা সমস্ত দলমতের ঊর্ধে রেখে এই কমিটিতে পরে যিনি কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন তাঁকে এবং আরও আরও কংগ্রেস জনদের এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং তারাও তাদের পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে বিশেষ উদ্যোগ ও নিষ্ঠা সহকারে এই স্মৃতি রক্ষার কাজে অগ্রগামী ছিলেন ও আছেন।

বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার এই জমিটি অতুলচন্দ্রের মর্মর মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য বিধিসঙ্গতভাবে স্মারক সমিতিকে অর্পণ করেন। এই মহান্ কাজের সম্বন্ধে নীতিগত ও বিধিগত, আইনগত বা দলগত, মতগত অথবা রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক কোন দিক দিয়ে কোন আপত্তি বা ত্রুটির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লেশ মাত্র কারণ না থাকলেও—কমিটি অতি সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হন।

এই পরিস্থিতি সত্বেও যদি বা কোন ভাবে কারও ন্যায্য স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকে তবে সেটা আলোচনা করে কিভাবে সবাই মিলে তার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারত—সেটাই সঙ্গত ও যথোচিত এবং প্রকৃত পথ ছিল। সে বিষয়েও স্মারক কমিটি থেকে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মহাশয় এই ঘটনার বহু পূর্বেই এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে ওখান থেকে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড সরিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় করা হচ্ছে। ট্যাক্সির ব্যাপার সম্বন্ধে প্রকৃত পরিস্থিতি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

তা হলেও স্মারক সমিতির সভাপতি ট্যাক্সির লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্যাক্সির চালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

যে তিনটি পানের দোকান এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে তিনজনই স্মারক সমিতির সভাপতির সঙ্গে আলোচনা ও কথাবার্ত্তা বলে সাগ্রহে এবং সানন্দে এবিষয়ে সমস্ত প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং এই মহান্ কাজের জন্য তারা সহযোগীতার আশ্বাস দেন।

জমি ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই পূর্ত বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসাররা বেলা ১০/১১ টার সময় এসে মাপজোখ করে সীমানা চিহ্নিত করে দেন। সে সময় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেখানে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই ব্যাপারে দোকানদাররা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই জমির মাপে সাহায্য করেন। ঐ জায়গায় দুটি প্রাইভেট ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল অনুরোধ করা মাত্র তারা গাড়ী সরিয়ে নিয়ে মাপজোখের ও সীমানা চিহ্নিত করার ব্যাপারে সুবিধা করে দেন।

এই পরিস্থিতি সত্বেও এর পরে যে সমস্ত আপত্তিকর ঘটনা ঘটে—সে সম্বন্ধে সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত ভাবেই এই সিদ্ধান্তেই আসতেই হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই আপত্তি এবং বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে—এতে কোনদিক দিয়েই সংশ্লিষ্ট যারা তাদের কারো কোন ন্যায্য স্বার্থের আঘাত নেই। পরবর্ত্তী সময়ে বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য যখন মাইকে ঘোষণা করলেন যে এই জমিতে অতুলবাবুর মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া হবেনা এবং প্রকাশ্য দলবল নিয়ে এই মহান্ অনুষ্ঠানের নিন্দনীয় বিরোধীতা করলেন—তখন দ্বিধাহীন ভাবে এটা প্রকট হয়ে পড়ল যে এটা তার এবং তাদের পরিকল্পনা। এবং যে উদ্দেশ্যই থাক তা যথার্থই নিন্দনীয় এবং ধিক্কার যোগ্য।

এই ব্যাপারে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও জনসাধারণের জানা প্রয়োজন বিধায় এগুলি আমরা উল্লেখ করলাম। এবং আরও বিশেষ করে এইজন্যই যে এটা সংগ্রামের মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একজন অপরিণত বুদ্ধি ব্যক্তি কংগ্রেসী হোন আর যাই হোন—কেবলমাত্র তিনি কংগ্রেসী এম, এল, এ, এই শক্তির অভিমানে কল্পিত অজুহাত সৃষ্টি করে সামান্য কিছু দলবল নিয়ে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সরকারের বিঘোষিত নীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য কংগ্রেস সরকারেরই সক্রিয় সহযোগীতার বিরোধীতা করছেন—ব্যাপারটিতো এই। এই ক্ষেত্রে অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি কতিপয় ভ্রান্ত ও অযথা উপদ্রবকারীদের তাদের কাজের অযথার্থতা সম্বন্ধে অবহিত করে এরূপ অনাচার সম্বন্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই তাদের পক্ষে শুভবুদ্ধি সূচক ও কল্যাণজনক বলে মনে করে এবং সেজন্যই ২৯শে জুলাই তারিখের পরিস্থিতির সেখানেই পরিসমাপ্তি হোক এইটাই অনুরোধ ও আশা করে।

আমরা পূর্ব্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে এই ব্যাপারটি নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হোক এটা আমরা একেবারেই চাইনা। এবং এ পর্য্যন্ত সর্বপ্রকারে কমিটি এর গতিপথকে সুনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। এই দিক দিয়ে এই একটি ব্যক্তির হঠকারীতার সঙ্গে কোনক্রমেই কোন দল, সমষ্টি বা প্রশাসন কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকার হঠকারীতা করবেন—যেহেতু তিনি কংগ্রেসের এম, এল, এ—এটা আমরা একেবারেই মনে করিনা। বরং তারা উদ্যোগী হয়ে এই মহান্ কাজ যাতে সম্পূর্ণ বাধাহীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয় তার জন্য সক্রিয় হবেন। এই লক্ষ্যেই স্মারক সমিতি থেকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক নেতৃবর্গকে জানানো হয়েছে এবং পুরুলিয়ার জিলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সহর কংগ্রেসের সভাপতিকেও চিঠি লেখা হয়েছে। পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছেও লেখা হয়েছে।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরের শেষ দিনটিতে পুণ্য-শ্লোক অতুলচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর—কংগ্রেস সরকার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে এইজন্য প্রদত্ত জমিতে স্থাপন করার কথা স্মারক সমিতি ঘোষণা করেছেন এবং তার সঙ্গে পুরুলিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে সমস্ত বীর শহিদ জীবন দিয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন তাদের স্মারক স্তম্ভের ভিত্তি প্রস্তরও মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেছেন। দেশবাসী সমস্ত দলমত, বিরোধীতা ও বিতর্কের উর্দ্ধে এই লোকহিতে উৎসর্গীকৃত সর্বত্যাগী মহান্ দেশব্রতীর স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানে মহাতীর্থে সমবেত হবার মতো সমবেত হবেন—এটা তাঁরা জানেন। এটাও তারা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেন যে কংগ্রেস এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তাদের মহান্ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এসম্বন্ধে এখন থেকেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে এই মহান্ কাজ শান্তি ও সকলের শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়—এই কামনাই করবেন। কিন্তু তা সত্বেও যদি কোনদিক থেকে কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা ও লক্ষণ তারা অনুধাবন করেন তবে এবিষয়ে

স্থির নিশ্চিত না হতে পারলে স্মারক সমিতিকে তাদের সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হতে পারে।

এই মহান জাতীয় অনুষ্ঠানে সকলকেই আমন্ত্রণ জানান হয়েছে ও হচ্ছে। তারা এই লক্ষ্য, এই দৃষ্টি, এই মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে আহ্বান দিয়েছেন যে—এই মহান্ দেশ প্রেমীর ও মহান্ শহিদদের স্মৃতি রক্ষার পবিত্র যজ্ঞারম্ভে যেন আমাদের সকলের মিলন মহামিলনের তীর্থে পরিণত হয়। এই মূর্ত্তি স্থাপন শুধু একটা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন নয়—অতুলচন্দ্রের সমস্ত জীবন, সমস্ত জীবন সাধনা দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং মানুষের কল্যাণের জন্য যে মহান্ আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করে গেছেন—তারই ভাবমূর্ত্তি আমাদের এই জেলার অধিবাসী, বাংলার, ভারতের অধিবাসীদের সামনে উজ্জ্বল এবং জ্যোতিষ্মান হয়ে আমাদের কল্যাণের পথ স্মরণ করিয়ে দেবে এই ভাবমূর্ত্তি এই ভাবাদর্শকে প্রোজ্জল করে রাখবে—এই খানেই এর মহান্ সার্থকতা। সেইজন্যই অতুলচন্দ্রের মর্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান কোন বিরোধের মধ্যে নয় সকলের মিলিত শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে বর্ত্তমানে সম্ভব না হলে - স্মারক সমিতিকে এবিষয়ে চিন্তা করতে হবে। বিরোধ তা যত অযথার্থ বা অকারণই হোক না কেন এবং যে দিক থেকেই আসুক না কেন এই মহান স্মৃতির প্রতিষ্ঠাকে সেই প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত রাখবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতেই হবে। তার জন্য যদি অপেক্ষা করতে হয় তবে স্মারক সমিতিকে সচেষ্ট হয়েই অপেক্ষা করতে হবে। অতুলচন্দ্রের মহান্ স্মৃতিকে কি কোন সংকীর্ণ বিরোধের মধ্যে, ক্ষুদ্রতা বা প্রতিকূলতার মধ্যে নেওয়া চলে?

আমরা পুরুলিয়ার অধিবাসী জেলাবাসী, দেশবাসীর সামনে সমস্ত পরিস্থিতি তার প্রকৃত ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রাখলাম। দেশবাসীরও কর্ত্তব্য আছে; এ বিষয়ে তারাও সেটা অনুধাবন করুন এবং এবিষয়ে সক্রিয় ও উদ্যোগী হয়ে—স্মৃতি স্থাপনের ব্যাপারে সমস্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান করুন। সেইটাই অতুলচন্দ্রের ভাবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত ভিত্তি সূচিত করবে।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

—·—

খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের পদত্যাগ

সংবাদ যা প্রকাশ তাতে জানা যায় যে গত ৫ই আগষ্ট রাত্রে খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রর পদত্যাগ পত্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় গ্রহণ করেন।

এবিষয়ে যে ব্যবস্থা করা হয় তা হল এই যে স্বায়ত্বশাসন ও পঞ্চায়েৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভার নিলেন। তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রীই রইলেন।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জীর হাতে স্বায়ত্বশাসন ও পঞ্চায়েৎ দফ্‌তর গেল। তার আর স্বরাষ্ট্র দফ্‌তর রইল না। তবে তিনি তথ্য ও জনসংযোগ, যুব কল্যাণ প্রভৃতি দফ্‌তর থেকে বঞ্চিত হলেন না। সেগুলি তার রইল এবং তাকে রাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে ক্যাবিনেটের পূর্ণ মন্ত্রীত্বে উন্নীত করা হল।

প্রকাশ যে কাশীবাবু নাকি ৩০শে জুন তারিখেই পদত্যাগ পত্র দিয়েছিলেন—কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা গ্রহণ করেন নি। এর পরে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ব্যাপারে বহু ঘটনা ঘটে যায়। ভূষির ব্যাপার, ডালের ব্যাপার গরীব লোকদের মোটা কাপড় সরবরাহের ব্যাপার প্রভৃতিতে চরম দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারেও পশ্চিমবাংলায় চরম ব্যর্থতার প্রকাশ হয়। তার বিশ্বস্ত সচীব কনফিডেনসিয়াল এ্যাসিষ্টান্ট শ্রীঅরুণ দাসগুপ্তকে ভূষির ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আবার কাশীবাবুর খাদ্যদপ্তর থেকে পদত্যাগ দাবী করা হয়। যাই হোক অবশেষে কাশীবাবু পদত্যাগ করেন এবং তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়ে নুতন ব্যবস্থা হয়েছে।

এই হল কাশীবাবুর খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রীত্ব ও মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগের ইতিকথা।

পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে এই খবর পাওয়ার পরে কাশীকান্ত বাবু বলেন যে—আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল। আমাকে নিয়ে যে কাদা ছোড়াছুঁড়ি চলছিল এবং চরিত্র হননের চেষ্টা হচ্ছিল আজকে তার পরিণতি ঘটল।

(অতুলচন্দ্রের জীবনী)

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

১৯৫৬ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া হইতে বঙ্গ সত্যাগ্রহে যাত্রা করে। যাত্রাপথে বাংলার গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে অতুলচন্দ্র ও তাঁহার বাহিনী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আন্তরিক অভ্যর্থনার দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। লোক সেবক সংঘ মানভূম সহ বিহারের অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের বঙ্গভূক্তির দাবীর আন্দোলনকেও সাধ্যমত সহায়তা দান করে। অবশেষে এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে মানভূম জেলার কিয়দংশ পুরুলিয়া জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়।

পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভূক্তির পর অতুলচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে লোক সেবক সংঘ রাজনৈতিক ক্ষেত্র সংগঠনের কর্ম্মধারার সহিত ব্যাপকভাবে জেলার অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গঠন করার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই গঠনমূলক কার্য্যের দৃষ্টিতে এই অনুন্নত জেলায় উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রচলন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ কৃষি-ফার্ম্ম গঠিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে খাদী ও কুটীর শিল্প পুনরুজ্জীবনের বিভিন্ন কার্যাক্রমও গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক কর্ম্মধারার অঙ্গরূপে জেলার লোক সাহিত্য, লোক সঙ্গীত, লোকনৃত্য প্রভৃতির সংগঠন ও উন্নয়নের কর্ম্মধারাও অনুসৃত হইতেছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ অতুলচন্দ্র পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের কর্ম্মকেন্দ্রে অবস্থান করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পুরুলিয়ার জন্য বহুমুখী কর্মধারার পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের পুত্র কন্যারা অতুলচন্দ্রকে "কাকাবাবু" বলিয়া ডাকিতেন। সেই জন্য তিনি জেলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাকাবাবুই ছিলেননা তিনি সমস্ত বিহারের নেতা ও কর্মীদেরও কাকাবাবু ছিলেন। মানভূমের রাজনৈতিক জীবনে নেতৃত্ব করিয়া তিনি যেভাবে সর্ব্বজনের শ্রদ্ধার পাত্র হন এবং পদ, খ্যাতি বা মন্ত্রীত্বের আহ্বান পরিত্যাগ করিয়া তিনি আজীবন যেভাবে ত্যাগ, লাঞ্ছনা ও সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন – তাহাতে মানভূমের জনসাধারণ তাঁহাকে "মানভুম-কেশরী" আখ্যায় ভুষিত করে।

সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ করোনারী থ্রম্বসিস রোগের আক্রমণে ১৫ই অক্টোবর রবিবার সারদাষষ্ঠির পবিত্র দিনে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

—·—

মুক্তির ডাক

ট্রেন চলাচল বন্ধ হবার ফলে ডাকও বন্ধ আছে। আমরা সংবাদ নিয়ে জানলাম যে—গত সংখ্যার (৩১ সংখ্যা) মুক্তি এখনও পোষ্টাফিসে পড়ে আছে। ডাক চালু না হওয়া পর্য্যন্ত বর্তমান সংখ্যা মুক্তি ডাকে দেওয়া হচ্ছে না। হাতে যতদূর সম্ভব দেবার ব্যবস্থা করলেও সব হবেনা। গ্রাহক ও জনসাধারণকে পরিস্থিতি জানালাম।

মুঃ সঃ

জমি বিক্রয়

আমডিহা জেলা স্কুলের পিছনে ৮ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

(১) শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী
পোঃ—রামচন্দ্রপুর আশ্রম
জেলা – পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

অথবা

(২) শ্রীসুভাষ কুমার চক্রবর্ত্তী (চিনু)
মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন,
মুন্সেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতির আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সূত্রে

আমাদের বিরুদ্ধে নব কংগ্রেসী এম,এল,এর অভিযোগ

গুরুতর অভিযোগ গুলির উত্তরে আমাদের জবাব

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বিগত ২৯শে জুলাই রবিবার, আমার স্বর্গত পিতা অতুলচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার নিয়ে পুরুলিয়া সহরে একটি ঘটনা ঘটে। সেই ব্যাপার সূত্রে নব কংগ্রেসের একজন এম, এল, এ, যে গুরুতর অভিযোগ তোলেন—সেই অভিযোগের উত্তর দিতে আমাকে এই বিবৃতি দিতে হচ্ছে।

এই ব্যাপারে জড়িত হবার ইচ্ছে আমার ছিল না

আমার স্বর্গত পিতার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যাপারের সঙ্গে কোনভাবে আমি জড়িত হ'য়ে পড়ব—তা' ভাবিনি। বাবার স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে বা এর সম্পর্কিত কোনো বিতর্কে আমি জড়িত হবো না - এই আমার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হল—যার ফলে আমাকে জড়িত হ'তে বাধ্য হ'তে হচ্ছে। যদিও বাবার স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার অবলম্বন করে ওপরে উল্লিখিত ঐ অভিযোগ দেখা দিয়েছে; কিন্তু বাস্তবপক্ষে ঐ অভিযোগ স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবাস্তর ছিল।

আমার প্রতি অভিযোগ হ'লেও আমাদের দল অভিযুক্ত

ঐ অভিযোগগুলি আমার বিরুদ্ধে করা হ'য়ে থাকলেও, তার মধ্য দিয়ে আমাদের লোক সেবক সংঘকে তথা আমাদের লোকব্রতী সোসাইটিকে লোক চক্ষে অপরাধীরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। সেইজন্যই এই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে। অধিকন্তু, ঐ অভিযোগগুলির উত্তর আমাকেই দিতে আহ্বান করা হয়েছে। সেইজন্য এর উত্তর আমি দিচ্ছি। আমি এখানে আগেই বলেছি যে, স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার সূত্রে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা' অবাস্তর এবং অনাবশ্যক ছিল। কেন অবাস্তর ছিল—তা' বলি।

মূল ঘটনা যা ছিল

ঘটনার দিন ছিল—২৯শে জুলাই, রবিবার। অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি বেলা ৯ টায় ঋষি নিবারণচন্দ্র পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেদিন কর্ম্মতালিকা ছিল এই।

আমার বাবার মর্মর মূর্ত্তি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে ঋষি নিবারণ পার্কের সংলগ্ন এক খণ্ড জমি স্মারক সমিতি সরকারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। সেই জমির ওপর মর্মর মূর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে ঐ দিন চিহ্নিত করা হবে—স্মৃতি কমিটি এই স্থির করে ঐ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

ঋষি নিবারণ পার্কের আশে পাশে গুটি তিরিশ ভাড়ার মোটর গাড়ী রাখা হয়। বাবার মর্মর মূর্ত্তির জন্য নির্দ্ধারিত জায়গাটির ওপরেও গুটি দুই মোটর গাড়ী রাখা হয়ে থাকে। স্মৃতি রক্ষা কমিটি যখন প্রস্তাবিত মর্মর মূর্ত্তির জন্য, নির্দিষ্ট স্থানটি চিহ্নিত করতে উদ্যত হন, তখন নব-কংগ্রেসের এম, এল, এ, শ্রীসনৎ কুমার মুখার্জ্জী জনকয়েক নব কংগ্রেসের অনুগামী নিয়ে ঐ অনুষ্ঠান করতে বাধা দেন।

নব কংগ্রেসের এম, এল, এ ও স্মারক সমিতির নিজ নিজ বক্তব্য যা ছিল

ঐ নব-কংগ্রেসী ভাইদের বক্তব্য ছিল এই যে, যে বেকার যুবকেরা মোটর চালিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করছেন—তাঁরা ঐ জায়গায় গাড়ী রাখেন। ঐখানে মূর্ত্তি স্থাপন করলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে তাদের বলা হয় যে, তাঁরা আগেই ঘোষণা করেছেন যে, আজকের অনুষ্ঠান কেবল যায়গা চিহ্নিত করা হচ্ছে। কারো যদি ন্যায়সঙ্গত কোনো বক্তব্য বা দাবী থাকে - তা' তারা শুনবেন। কারো ন্যায়সঙ্গত দাবীর বিরুদ্ধে কারো কোনো ক্ষতি করে তাঁরা কিছু করবেন না। তাছাড়া, সরকারী পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে ট্যাক্সী ষ্টাণ্ড অন্যত্র চলে যাচ্ছে। সেজন্য কারো ক্ষতির কোনো প্রশ্ন নেই। আজ তাঁরা প্রতীক অনুষ্ঠান করছেন এবং তাঁরা সকলের প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করতে চান এবং যদি কেউ এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে চান, সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে তা' তাঁ'রা করবেন।

এম, এল, এদের বিরূপতা যা ঘটল ও যে অভিযোগ এল

নব কংগ্রেসের এম, এল, এ, ও তাঁর দলবল উত্তরে বললেন এখানে তাঁরা কিছু করতে দেবেন না। এবং তাঁদের দিক থেকে হৈ হল্লা সুরু হয় এবং ঐখানে আগের থেকে তাঁদের আনা এক মাইকে সঙ্গে সঙ্গে সনৎ বাবু আমার নামে গুরুতর কতকগুলি অভিযোগ উত্থাপন ক'রে আমাকে ঐখানে জবাব দিতে আহ্বান করলেন।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঐ ক্ষেত্রে অবান্তর কেন ছিল

স্মারক সমিতির সঙ্গে সনৎ বাবুদের যে বিতর্ক চলছিল—সেই ব্যাপারের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। স্মারক সমিতির সঙ্গে যে যুক্তিতর্কের বিনিময় সনৎ বাবুদের চলছিল - তার উত্তর হিসাবেও এই অভিযোগ নিরর্থক। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার বা আমার কোনো অন্যায়ের প্রতিবিধান করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেছিলেন—তা' তাঁরা অন্য সময় করতে পারতেন। সব সময়ই তো প'ড়ে আছে। সনৎ বাবুদের ঐ আচরণে অনেকেই মনে করেছেন যে, স্মারক সমিতির যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার তাঁরা খুঁজে পাননি ব'লে অবান্তর ঐ অভিযোগ তুলে বিষয়টাকে অন্য পথে ঠেলে, উদ্যোক্তাদের পক্ষকে ঐভাবে দুর্বল করার পন্থা নিলেন।

ওঁরা আগে থেকেই তৈরী হয়ে এসেছিলেন

কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে, পরিস্থিতির মুখে হঠাৎ ঐ অভিযোগের অবতারণা হয়নি। স্মারক সমিতির এই অনুষ্ঠানের সময় সনৎ বাবুরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। আমার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ জমি সংক্রান্ত ছিল। সংশ্লিষ্ট জমির সার্টিফায়েড কপি হাতে নিয়েই সনৎ বাবু এসেছিলেন এবং তাঁদের মাইক আগে থেকেই জোগাড় করে রাখা হয়েছিল। মাইকে বলার সময় ঐ সার্টিফায়েড কপি তুলে ধ'রে আন্দোলিত ক'রে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে থাকেন।

একটা কোনো গোলযোগ সৃষ্টির করার মনোভাব ছিল না কি?

সেজন্য আমার মনে হয়েছে যে, তাঁরা আগে থেকেই বুঝেছিলেন যে, স্মারক সমিতির অধিকার ও যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের কিছু বলবার নেই এবং আমার বাবার বিরুদ্ধেও হয়তো তাঁদের বলবার কিছু নেই অথবা স্বর্গত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই সময় কিছু বললে উল্টো ফল হতে পারে। সেজন্য তাঁরা অন্য গোলযোগ সৃষ্টির জন্য তৈরী হ'য়ে এসেছিলেন। তাছাড়া, ওঁদের কি মনে হয়েছিল যে, যাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা হচ্ছে--তাঁর পুত্র দুর্নীতি-পরায়ণ এটা দেখাতে পারলে, ঐ ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার দাবীটা ম্লান হ'য়ে যাবে?

জবাব দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হলাম

লোকসেবক সংঘ, লোকব্রতীর সম্মানের দিক থেকে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা আমাকে বলছেন—তোমার নামে অভিযোগ তুলে সকলকে জড়িত করেছে তুমি তার জবাব দাও। সেই কারণেই আমি ঐ অভিযোগগুলির জবাব এখানে দিচ্ছি। প্রথমে সনৎবাবুদের অভিযোগ কী ছিল বলি।

সনৎ বাবুদের অভিযোগ

সনৎবাবু ২৯শে জুলাই-এর ঐ অনুষ্ঠানক্ষেত্রে যা বললেন তা' এই :—

১) বিভূতিবাবু প্রভৃতি জনকয়েক লোক দু'লক্ষ টাকার জমি অরুণবাবুকে মাত্র ৯৯০০৲ টাকায় বিক্রি করেন।

২) সরকারী স্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দেবার জন্য দু'লক্ষ টাকার জমি ৯৯০০৲ টাকায় বিক্রি দেখানো হয়।

৩) এবং যে জমির মূল্য মাত্র ৯৯০০৲ টাকা, সেই জমিকে জে, এল, আর, ও দু লক্ষ টাকার জমি বলে দেখান কী করে? জে, এল, আর, ওর পদত্যাগ চাই।

৪) যে জমির মূল্য মাত্র ৯৯০০৲ সেই জমির উপর ব্যাঙ্ক দু'লক্ষ টাকা দেয় কী করে।

৫) টাক্স ফাঁকি দিয়ে, এইভাবে অন্যায় ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা অরুণবাবু আত্মসাৎ করেছেন—ঐ টাকা নিয়ে দুর্নীতি করছেন।

এর উত্তর দিতে আহুত হলাম এবং যা ঘটল

এই অভিযোগগুলি উত্থাপন করেই সনৎবাবু আমাকে আহ্বান করলেন—জবাব দিতে। আমার বাবার স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারকে সূত্র ক'রে একটা কলহের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে—তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি—আদৌ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যখন জবাব দিতে আহ্বান এলো—তখন জবাব দিতে না উঠলে, আহ্বানকারীরা তার সুযোগ নিয়ে সকলকে বলবেন—অপরাধী ব'লে, জবাব দেবার কিছু নেই—পিছিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্তেও এগিয়ে গিয়ে ওঁদের মাইকে জবাব দিতে আরম্ভ করলাম। আমার বক্তব্যের গোটাকতক কথা শুনেই আহ্বানকারীদের হুঁস হোল যে, ব্যাপারটা ওঁদের পক্ষে আদৌ সুবিধের হবেনা। ওঁরা তখন আমার সামনে থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে বললেন—আমাদের মাইক, এতে বলতে দেব না। শেষে আমার কাছে মারমুখী হ'য়ে হৈ চৈ ক'রে ওঁরা বলতে লাগলেন—এখান থেকে চলে যান—আপনি এখানে থাকতে পারবেন না ইত্যাদি। উত্তরে কী বলেছিলুম—শেষে বলব। আগে ওঁদের প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে নিই।

জমির আদি ইতিহাস ঃ লোক সেবক সংঘের অবদান

ভারতবর্ষে যত রাজনৈতিক দল আছেন - সব দলই নিজের নিজের রাজনৈতিক কাজ বা স্বার্থের প্রয়োজনে নিজ নিজ দলের সম্পত্তি করেছেন—বাড়ী, গাড়ী ও বিবিধ রকমের সম্পত্তি। লোকসেবক সংঘ তার রাজনৈতিক কাজের প্রয়োজনে যেটুকু সম্পত্তি এ পর্যান্ত করেছেন—তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পত্তি করেছেন - গঠনমূলক কাজের জন্য এবং তা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এই সমস্ত সম্পত্তি লোকসেবক সংঘ নিজের রাজনৈতিক কাজের জন্য রাখতে পারতেন। রাজনৈতিক কাজের ক্ষতি করেও সংঘ বহু গঠন-কর্ম্ম করেছেন।

সংঘ যে ভাবে অর্থ ব্যবস্থা ও সম্পত্তি করলেন

ভাষার আন্দোলনের সময়ে বা প্রথম দিককার নির্ব্বাচনের সময়ে সংঘ জনসাধারণের কাছ থেকে সময়ে সময়ে চাঁদা নিয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকে সংঘ চাঁদা নেওয়ার নীতি বর্জ্জন করলেন। সংঘ তখন থেকে যা কিছু সম্পত্তি করেছেন, নির্ব্বাচন, আন্দোলন প্রভৃতি চালিয়েছেন—তা' সংঘের কর্ম্মীদের শ্রমদান, অর্থ সহায়তা, বিধানসভা লোকসভা সদস্যদের আয়ের অংশ প্রভৃতির দ্বারা।

অর্থ নৈতিক ও কৃষি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা হল

এইভাবে অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে লোক সেবক সংঘ অর্থ নৈতিক কাজের তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য জমি প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। এই অর্থ নৈতিক কর্ম্মপরিকল্পনার জন্য পৃথক ট্রাষ্ট বা সোসাইটি গঠন ক'রে কাজ করা হবে এই পরিকল্পনাই ছিল। এর জন্য সময় লাগবে। তাই লোক সেবক সংঘের পক্ষে সংঘের জনকতক বিশিষ্ট কর্ম্মীর নামে জমি খরিদ করা হোল। এক একটি দলিল জনকতক কর্ম্মীর নামে করা হোল। লোক সেবক সংঘের পক্ষে তাঁরা সেই সম্পত্তি নিলেন। নূতন সেটেলমেন্টেও রেকর্ড হোল জমি লোক সেবক সংঘের পক্ষে কর্ম্মীরা নিচ্ছেন।

লোকব্রতী প্রতিষ্ঠার আগে যে সব কৃষি-উন্নয়ন-কাজ চলছিল

অর্থ নৈতিক কর্ম্মপরিকল্পনার জন্য পরিকল্পিত সমস্ত সংগঠনিক ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে দেরী থাকলেও, তারই মধ্যে লোকসেবক সংঘের পরিচালনাধীনে কৃষি উন্নয়নের নানাবিধ কাজ গড়ে উঠল। গড়ে উঠল—কৃষি প্রচার ভবন, সাগমা কৃষি কেন্দ্র, বঙ্গবাড়ী কৃষি কেন্দ্র প্রভৃতি। এইসব বিবিধ গঠন কর্ম্মের আশ্রয়ে বহু কাজ চলতে লাগল। এই কাজই শেষে সুসংবদ্ধ সাংগঠনিক কর্মধারায় বৃহৎরূপ নিল—লোকব্রতী সোসাইটির প্রতিষ্ঠায়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, জনগণের অর্থ নৈতিক তথা কৃষি জীবনের ব্যাপক বিবিধ কর্ম্মধারা গড়ে তুলতে, লোকসেবক সংঘের তথা তার বহু কর্ম্মীকে কত যে ক্ষতি, পরিশ্রম এবং বিবিধ কর্ম্মপ্রয়াসের ঝড় সহ্য করতে হয়েছে—তা' আজ জেলাবাসীর অগোচর নয়।

জনকল্যাণে লোক সেবক সংঘের যে বিরাট অবদান হল

লোক সেবক সংঘের পরিকল্পনা ছিল—জনগণের জীবনে গঠনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ গড়ে তোলার জন্য পৃথক একটি সংস্থা করা। তা' সম্পন্ন হোল—১৯৭১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। ঐ তারিখে 'রেজিষ্ট্রেশন অফ্ সোসাইটিজ এাক্ট' অনুসারে লোকব্রতী সোসাইটি রেজিষ্ট্রিকৃত হল। ঐ সোসাইটির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এই ঘোষিত হল যে, সোসাইটির যা কিছু সম্পত্তি, আয় এবং লাভ সবই জনগণের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে। এর কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি, আয় বা লাভরূপে থাকবে না। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লোক সেবক সংঘ পূর্ব্ব-পরিকল্পনা মত তাঁদের প্রায় ৩৷ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সোসাইটিকে হস্তান্তরিত করে দেন। লোক সেবক সংঘ এই সম্পত্তি নিজের রাজনৈতিক কাজের জন্য রাখতে পারতেন। কিন্তু সংঘ সার্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য এই সম্পত্তি লোকব্রতীকে দিয়ে দিলেন। দলের সম্পত্তি আইনানুগভাবে সার্ব্বজনীন সম্পত্তি হোল।

অভিযোগের জবাব

এই তো গেল জমির পটভূমিকা। এখন দেখা যাক—সনৎবাবুদের অভিযোগ অনুসারে আমি ঐ সব জমি কোনোভাবে আত্মসাৎ করেছি কিনা এবং ঐ জমির ব্যাপারে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং ঐ সমস্ত ব্যবস্থার ফলে জনগণের ক্ষতি বা অসুবিধে হয়েছে কিনা।

কোনো ট্রাষ্টের পক্ষে কেউ সম্পত্তি গ্রহণ করলেই কি তা' নিজের সম্পত্তি হয়?

লোক সেবক সংঘ যখন জমিগুলি লোকব্রতীকে দেন—তখন লোকব্রতীর পক্ষে সম্পাদকরূপে আমি তা' গ্রহণ করি। শিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে, কোনো সমিতি নিজে জমি গ্রহণ করতে পারে না। তার পক্ষে কোনো মানুষকে তা' গ্রহণ করতে হয়। সারা বিশ্বে এই ধারা চলেছে। এখানে লোকব্রতীর বেলায় সেক্রেটারী হিসাবে আমি তা' গ্রহণ করলেই কি জমি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেছে? তা' যে হয়নি—তা' সনৎবাবু নিজেও জানেন। তাও অযথা তিনি এই অভিযোগ তুলেছেন—একথা সত্য নয় কি সনৎবাবু?

জমির হস্তান্তর যে ভাবে হয়েছিল

অভিযোগ এই যে, কয়েক লক্ষ টাকা যে জমির দাম, তা ৯৯০০৲ টাকায় কী করে অরুণবাবুকে দেওয়া হল। এইভাবে কারচুপি ক'রে ষ্টাম্প ডিউটিও ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, জমি বিক্রি ক'রে কয়েক লক্ষ টাকা যদি লোক সেবক সংঘ পেতেন - তা'হলে ষ্টাম্প ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার কথা উঠত। লোক সেবক সংঘের প্রাপ্য বলে কিছুই নেই। সেজন্য ফাঁকি দেওয়ার প্রশ্নও নেই। ৩৷ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ব্যাপারে লোক সেবক সংঘের কয়েক হাজার টাকার ঋণ ছিল। লোকব্রতী থেকে সেটা দেওয়া হবে ঠিক হয়েছিল। আর গঠনতন্ত্রেও তাই লেখা হয়েছে। অধিকন্তু, দানপত্র করার চেয়ে, আইনজ্ঞেরা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা বিবিধ কারণে বেশী উপযোগী ব'লে মনে করলেন। সেজন্য বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর যখন ঠিক হল—তখন ধার শোধের কয়েক হাজার টাকা লোক সেবক সংঘের অনুকূলে রাখা হল। আর ষ্টাম্প ডিউটি বেশী না লাগে সেটাও বিবেচ্য ছিল। কারণ, এটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—সার্ব্বজনীন সম্পত্তি। আইনগতভাবে এর যতটা বাঁচে—সকলেরই লাভ।

কেউ যদি যথার্থই কম দামে জমি বিক্রি করেন তবে কি ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়?

তাছাড়া, আর একটি বিশেষ কথা এখানে যা রয়েছে তা এই যে, কেউ নিজের সম্পত্তি কাউকে দানও করতে পারেন—প্রীতির সম্পর্ক হেতু খুব কম দামেও বিক্রি করতে পারেন। এতে কারও কিছুই বলার নেই। আইনেরও তাতে চোখ রাঙাবার কিছু নেই। বিক্রি বেশী দামে ক'রে, ফি এড়াবার জন্য কম লেখানো হ'লেই, দুর্নীতি বলা চলে। আমাদের এই জমির ব্যাপারে সে রকম কোনো দুর্নীতির কথাই উঠতে পারেনা। কারণ সেরকম কারচুপি কিছুই করা হয়নি—জেলার সকলেই তা জানেনা। তবু সাধারণ মানুষের কল্যাণে প্রদত্ত এই সম্পত্তির ব্যাপারে সততার সঙ্গে যা করা হয়েছে তার জন্য সনৎবাবুরা অনর্থক এত মাথা ঘামাচ্ছেন! আর যেখানে সত্যকার দুর্নীতি কারচুপি প্রভৃতি চলেছে—তা'র প্রতিকারের জন্য সনৎবাবুদের চিন্তিত হতে তো দেখছি না।

কোনো সম্পত্তি কম দামে বিক্রি হ'লেই কি তার বাজার মূল্য কমে যায়?

আর একটি বিচিত্র অভিযোগ যা করা হয়েছে—তার উত্তর এখন দিই। বলা হয়েছে যে, যে জমি ৯৯০০৲ টাকায় বিক্রি হয় - তার দাম তো ৯৯০০৲ টাকাই হবে—তার মূল্য-নির্ণয় কয়েক লক্ষ টাকা হয় কী করে? সুতরাং কোনো জে, এল, আর, ওকে ফাঁসি দাও। এতে আমার বক্তব্য এই যে, আমার কোনো বন্ধু যদি প্রীতিবশতঃ আমাকে একটি সোনার আংটি দেন—আমি যদি কোনো দিন বিপদে পড়ে তা' বন্ধক দিতে যাই—স্বর্ণকার কি বলবেন যে, মশাই, এতো বিনা পয়সায় পেয়েছেন—এর মূল্য আবার কী? অথবা আমার বন্ধু যদি আমাকে খুব কম দামেই তাঁর সোনার আংটি বন্ধুপ্রীতিবশতঃ বিক্রি করতেন—তাই ব'লে কি সোনার আংটি তামার দরে নেমে যাবে? সনৎবাবুর ঠাকুর্দ্দা তাঁর আমলে যে দরে ধানীজমি কিনেছিলেন - সনৎবাবু তার ভাগ পেয়ে থাকলে, তা কি এখন কাউকে সেদিনের দরে বিক্রি করবেন? এসব নিতান্ত ছেলে মানুষের মত অভিযোগ করা হয়েছে। এর উত্তর দিতেও কেমন লাগছে।

জমির মূল্য নির্দ্ধারণ যে ভাবে হয়েছিল

এর মধ্যে জে, এল, আর, ও মহোদয়কে মিথ্যে টেনে আনা হয়েছে। তিনি এর মধ্যে কিছুতে নেই। সাগমা ও বঙ্গবাড়ী গ্রামে অন্যান্য জমি যে দরে বিক্রি হচ্ছে—তার অনেকগুলি রেকর্ড অনুধাবন ক'রে, বিশেষজ্ঞের অভিমতের ভিত্তিতে/ আমাদের জমিগুলির বর্ত্তমানমূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক দেখেছেন যে, যে-জমির সিকিউরিটিতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে—একদিন তা' বিক্রি করার দরকার হ'লে, বাজার মূল্য আমি কী পাবো। ঘর বাড়ী জোত জমি—যার ওপরই ব্যাঙ্ক ঋণ দিন না কেন—সেই গুলির বর্তমান বাজার মূল্য কী—তাই ব্যাঙ্ক দেখেন। কে কোন্ সম্পত্তি কার কাছে কত দামে কিনেছে—তার ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে ব্যাঙ্ক বেড়ান না। দেশের আইনে, সকলের জন্য যা ব্যবস্থা রয়েছে, দেশের সমাজ জীবনের অংশীদার হিসাবে সম্পূর্ণ আইনানুগভাবে লোকব্রতী তার সুযোগ সুবিধে নিয়েছেন। তা' সত্বেও, সনৎবাবুর আইনে যদি কোথাও অপরাধ হয়েছে—সনৎবাবুই তবে শাসন শক্তির সাহায্যে আমাদের অভিযুক্ত করুন—আমরা তৈরী আছি।

লোকসেবক সংঘ ও লোকব্রতীর আত্মসাতের প্রশ্ন এবং একজন এম এল, এর, দায়িত্ব

লোকসেবক সংঘ তার বহু সম্পত্তি জনগণকে দান ক'রে যে অর্থ নৈতিক কর্ম্মতালিকার পথ করে দিয়েছেন এবং সংঘের অগণিত কর্ম্মীর অপরিসীম প্রচেষ্টার শক্তি আশ্রয় ক'রে, লোকব্রতী আজ যে রূপ নিয়েছে—তাকে সনৎবাবুরা আমার বা আমাদের জনকয়েকের অর্থ আত্মসাতের কারসাজী ব'লে দাবী করেছেন। এরজন্য তাঁর কাছে একটি প্রশ্ন করার আছে। জন-প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ববোধ যদি তাঁর মধ্যে থেকে থাকে—তবে কোনো রাজপথের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে—অভিযোগ ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর সরে পড়লেই কি চলবে, না, যে দুর্নীতির অভিযোগ তিনি তুলেছেন—তা' প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে? অথবা সেই অভিযোগ যদি তিনি প্রমাণ করতে না পারেন তবে তাঁকে জনজীবনের ব্যাপার নিয়ে অহেতুক অপপ্রচার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে কিনা। যদি তিনি কোনোটিই করতে না চান, তবে কি তাঁর জন-প্রতিনিধি হবার সম্মানের কোনো মূল্য থাকবে—তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করি।

চাষী সম্প্রদায় ও বেকারদের উন্নয়নে সকলের যে দায়িত্ব ছিল

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে আজ কয়েক বৎসর হোল। ব্যাঙ্কের সুযোগ পিছিয়ে পড়া চাষীদের কাছে, বেকার যুবকদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দেশের সব দলের, সব কর্ম্মীদের ছিল। সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব ছিল—শাসনকারী দলের। সারা দেশ ঐ সব বিষয়ে দেশের শাসনযন্ত্র ও শাসনকারী দলের নেতৃত্বের অপেক্ষায় ছিল।

এই দায়িত্ব পালনে লোকসেবক সংঘ ও লোকব্রতীর যে অবদান

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাঙ্কের সুযোগ নিয়ে, লোকব্রতীর শক্তি আশ্রয় করে, অনাহার ক্লিষ্ট পিছিয়ে পড়া অগণিত দরিদ্র চাষীদের সেবার কাজে আমরা লেগে পড়লাম। লোকসেবক সংঘ ও তার বহু কর্ম্মীর আপ্রাণ সেবা, শ্রম ও চেষ্টার ফলে কাজ যেভাবে প্রসারিত হয়েছে—তা আজ সনৎবাবুরাও জানেন। জেলার কয়েক সহস্র চাষীর রূপান্তরিত আশাময় জীবন এবং নূতন কর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত বহু সংখ্যক বেকার যুবকের নূতন জীবন আজ এর সাক্ষী।

এই সবের জন্য কি আমরা পরামর্শের বদলে বিরূপতা আশা করব?

এ সব বিষয়ে সাধ্যমত সেবার জন্য লোকব্রতী, লোকসেবক সংঘ কি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ, উৎসাহ, প্রেরণার পরিবর্তে অহেতুক বিরূপতা, অভিযোগ ও নিন্দাবাদ, আশা করবেন? আসুন, আমাদের কাছে পরামর্শ দেবার থাকলে দিন, অন্যায় ঘটলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা করুন। তবে তা' করুন দায়িত্বশীলের দায়িত্ববোধ নিয়ে। তা' না ক'রে শুধু অর্থহীন লক্ষ্যহীন অভিযোগ ছড়ানোর কাজ কি কোনো সার্থকতার বা দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করবে?

জবাব দিতে আহ্বান করেও যে ব্যবহার করা হল

২২শে জুলাই সনৎবাবুরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে, তখনই আমার জবাব চেয়েছিলেন। আমিও জবাব দিতে গেলাম। ওঁদের আনা মাইক ওঁরা আমায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। যখন বলতে সুরু করলাম তখন ওঁরা বুঝলেন—উল্টো ফল হবে। তখন আমার কাছ থেকে সনৎবাবুর দল মাইক কেড়ে নিলেন। সনৎবাবু এহেন কাজকেও সমর্থন করলেন। আমাকে আহ্বান ক'রে—এই আচরণ দায়িত্বশীল পদে আসীন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কেউ বোধ হয় আশা করবেন না। তারপর ছেলেরা আস্তিন গুটিয়ে রক্তচক্ষু ক'রে আমাকে হুকুম দিতে লাগল—আপনি এখানে থাকতে পারবেন না—চলে যান। এহেন কাজকেও সনৎবাবু সমর্থন করলেন! ছেলেদের ধমকের উত্তরে আমি বললাম—ইংরেজ আমল গেছে, বিহার আমল গেছে—কংগ্রেসের আমল গেছে—কখনো কারো রক্তচক্ষু দেখে সরে যাইনি। আর আজ-নব কংগ্রেসের আমলে, তার দলীয় লোকেরা বে-আইনী রক্তচক্ষু দেখিয়ে আমায় সরাবে—তা' পারবেনা। সেই শুনে সনৎবাবু চেঁচিয়ে উঠে আমায় বললেন—"যান, মুক্তিতে লিখবেন যে, নবকংগ্রেসী গুণ্ডারা হামলা করেছিল—তাতে আমরা ভয় পাইনা।"

একটি সাদর আহ্বান

মুক্তির লেখাকে সনৎবাবু যখন ভয় করেন না, তখন মুক্তির এই লেখার মধ্যে যে যুক্তি ও তথ্য দিলাম—তার যৌক্তিকতা যাচাই করার জন্য সম্মুখীন হ'তে তাঁকে আহ্বান দিলাম। আমাদের বিষয়ে আরো যদি অভিযোগ থাকে—তাও জানাতে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালাম। যদি কোনো অভিযোগ সত্য হয়, স্বীকার এবং সংশোধন করব। যদি না হয় - প্রকাশ্যে আমাদের বক্তব্য রাখবো। সনৎবাবু কি নিজেদের সম্বন্ধেও এই আমন্ত্রণ দিতে পারেন? তা' যদি পারেন—আমি আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য তথ্যাদি তাঁর কাছে তুলে ধরব। আজ আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো দুর্নীতি নিন্দার্হ। তবে, শাসন যাঁদের হাতে এবং দুর্নীতির প্রতিকার-দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের নিজেদের দুর্নীতি আরো নিন্দার্হ এবং ভয়াবহ।

সমাজতন্ত্র ও শান্তি শৃঙ্খলার মহিমা কিসে অকলঙ্কিত থাকবে?

নব কংগ্রেস মুহুর্মুহু সমাজতন্ত্র ও শান্তি শৃঙ্খলার কথা বলছেন। সনৎবাবু বা তাঁদের দলবলের দিক থেকে যে আচরণ সমূহ ঘটছে—তা' কি সনৎবাবু ও তাঁদের দল শান্তি ও শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে, বিচারশীলের মনোভাব নিয়ে যাচাই করে দেখবেন? বিচারে যদি তা' সমাজতান্ত্রিক ধারা ও শান্তি শৃঙ্খলার বিরোধী ব'লে দেখা যায়—তবে কি তার পরিবর্ত্তন তাঁরা করবেন? তা' যদি না করেন - তবে কি তাঁদের নিত্য সমাজতন্ত্র ও শান্তি শৃঙ্খলার মহিমা প্রচার সমীচীন হবে?

এর উত্তর কি সনৎবাবু বা তাঁর নবকংগ্রেসের নেতৃবৃন্দেরা দেবেন?

—•—

পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে মর্মান্তিক অব্যবস্থা

চিকিৎসকহীন অবস্থায় বালিকার অসহায় মৃত্যু

পুরুলিয়া নামোপাড়ার ১১ বছর বয়সের ফুটফুটে মেয়ে কুমকুম অধিকারী ২৯।৭।৭৩ তারিখে হঠাৎ অসুস্থ অজ্ঞান অবস্থায় সদর হাসপাতালের এমারজেন্সীতে ভর্ত্তি হয়। ভর্ত্তি হওয়ার সময় কর্তব্যরত ডাক্তার এমারজেন্সীতে ডাঃ পালকে খবর পাঠান। তিনি বর্তমানে ডি, এম, ওর দায়িত্বে আছেন। রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। ডাঃ পাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাঃ দাশ অধিকারীর সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন। ডাঃ দাশ অধিকারী বর্তমানে সাসপেণ্ড থাকায় ডাঃ পাল তাঁকে জরুরী চিঠি দিয়ে ডাকেন। রোগীর আত্মীয়দের ভাড়া করা সুবোধ মুখার্জীর ট্যাক্সীতে ডাঃ দাশ অধিকারী আসেন এবং ডাঃ পালের সঙ্গে পরামর্শ করে ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করেন। ইঞ্জেকশন বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। যাই হোক এই সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনও ত্রুটি ঘটেনি। প্রায় ২ ঘণ্টার পর রোগীর অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটে নাড়ীর গতি এবং শরীরের তাপ স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করে এবং তাকে শয্যায় নিয়ে যাওয়া হয়। ডাঃ পাল জানান যে রোগ খুবই সাংঘাতিক এবং তখনও কোনও আশা দেওয়া যেতে পারে না। কর্তব্যরত ডাক্তারের dutv শেষ হওয়ায় তিনি পরীক্ষা করে চলে যান এবং ডাঃ পাল থাকেন।

সন্ধ্যের পর হাসপাতালের চেহারা কিন্তু বদলে যায়। এমারজেন্সীতে কোনও ডাক্তারকে দেখতে পাওয়া যায় না। কুমকুমের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকায় উপস্থিত পাড়ার ছেলেরা ডাঃ পালের সন্ধান করে। কিন্তু তাঁকে তাঁর কোয়ার্টারে অথবা হাসপাতাল-চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে অসহায় কুমকুম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এই ঘটনায় স্বভাবতই উপস্থিত সকলে মর্মাহত হন। ডাঃ পাল বাইরে থেকে ফিরলে তাঁর কাছে সকলে এই আচরণের কৈফিয়ৎ দাবী করেন। তি ন অন্যায় স্বীকার করেন এবং তিনি নাকি লিখিতভাবে এই অবহেলার স্বীকৃতিসহ একটি বিবৃতি দেন এবং বলেন "যান, আপনারা যা পারবেন করবেন!"

মৃত্যুকে হয়তো রোধ করা যায় না। কিন্তু রোগীর অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়েও হাসপাতালের এমারজেন্সীর মতো জরুরী-বিভাগে কোনও ডাক্তার থাকবে না এবং ডি, এম, ওর দায়িত্বে থেকেও একজন ডাক্তার হাসপাতাল ছেড়ে এমন বাইরে বেরিয়ে যাবেন যে মারাত্মক জরুরী প্রয়োজনেও তাকে পাওয়া যাবে না—এ অবস্থা যে কোন হাসপাতালের রোগীদের সম্বন্ধে দায়িত্বহীনতার মর্মান্তিক পরিচায়ক। অবিলম্বে এর অবসান দরকার।

—○—

রেলের লোকো বিভাগে ষ্ট্রাইক

এক রকম বলা যেতে পারে যে ২রা আগষ্ট থেকে লোকো বিভাগের রেলকর্মচারীরা অর্থাৎ যে সমস্ত ইঞ্জিন কয়লাতে চলে সেই সমস্ত ড্রাইভার ফায়ারম্যান খালাশিরা এবং অন্যান্য মিস্ত্রি ও কারিগররা পাইকারী হারে কাজে গরহাজির হতে থাকে। তারপরেই এটা এই বিভাগেরই ষ্ট্রাইক বা ধর্মঘটে পরিণত হয়। ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়—রেলকর্তৃপক্ষ শত শত ট্রেন বাতিল করে দেন। মালগাড়ী চলাচল বহু বন্ধ হয়ে যায়—দেশময় একটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এখনও পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মঘট চলছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা, খড়্গপুর এবং চক্রধরপুর ডিভিজন প্রভৃতিতে অচলাবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে রেল ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছেন—কিন্তু সে আইন কেউ মানছে না। ভারত রক্ষা আইনে বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও হচ্ছে এদিকে রেলমন্ত্রী—ধর্ম্মঘটের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চালাচ্ছেন কিন্তু কোন দিক দিয়েই কোন কিছুর সুরাহা হচ্ছে না।

পুরুলিয়ার অবস্থা বর্ণনার বাইরে। কলকাতা যাবার ও ওখান থেকে আসবার দুটি ট্রেনই বন্ধ। সকাল বেলা আদ্রা যাবার এবং রাত্রি বেলা আদ্রা থেকে আসবার ট্রেনও বন্ধ। এখন শুধু দুপুরে আসনসোল, টাটা প্যাসেঞ্জার দুটি চলছে—আর টাটা পাটনা এক্সপ্রেসও বন্ধ হয়নি কিন্তু এগুলিও কতদিন চলে ঠিক নেই।

ডাক বন্ধ। পোষ্টাফিসে চিঠি পত্র জমা হয়ে পড়ে আছে যেগুলি যাবার। কোন চিঠি পত্র আসছেইনা তো বিলি কি হবে। এ অবস্থা যে কতদিন চলবে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এদিকে দ্রব্যমূল্য আরও হু হু করে বেড়ে চলেছে। লোকের দুর্গতি বেড়েছে বাড়ছে এবং আরও বাড়বে।

অভিযোগ করার কিছু নেই। আমরা দেশবাসী সকলে মিলে নিম গাছ পুঁতে তার দিকে ল্যাংড়া আমের আশায় চেয়ে আছি। বিচিত্র ব্যাপারো বটে।

শিক্ষক চাই

'ডেপুটেসন ভ্যাকান্সিতে' কাজ করিবার জন্য ভূগোলে অভিজ্ঞ একজন বি, এ, বি, টি, শিক্ষক প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে আবেদন করুন।

সম্পাদক
নডিহা হাই স্কুল
পোঃ নডিহা, জিলা—পুরুলিয়া

WANTED a B. Sc. in the deputation vacancy for Kukurgoria Bibhutinath Vidyapith P. O. Kukurgoria, Dist—Purulia. Preference will be given to a trained one. Apply to the Secretary within a week of the publishing in the "Mukti".

Secretary

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।
প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone— 508 / 414

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা | সোমবার, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৭৩, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

স্বাধীনতা দিবস

যে স্বাধীনতা দেখি নাই বা যাহা লইয়া কারবার করি নাই তাহার জন্য যখন সংগ্রাম করিতেছিলাম এখন এই দিবস পালন করা ঠিক উপযুক্তই হইয়াছিল। আর এখন? এখন আমরা স্বাধীনতা হাতে পাইয়াছি আর মনে হইতেছে যেন আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আপনাদের যদি নাও ভাঙ্গিয়া থাকে, আমার ভাঙ্গিয়াছে।

—গান্ধীজী; ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৮

—[○]—

লোকো কর্ম্মী ধর্ম্মঘটের অবসান

আবার রেল চলাচল সুরু

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীললিত নারায়ণ মিশ্র এবং শ্রমমন্ত্রী শ্রীরেড্ডীর সঙ্গে লোকো সংগ্রাম কমিটির ১০ জন সদস্যের সঙ্গে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পরে উভয় পক্ষ একটা সিদ্ধান্তে আসেন। শেষ পর্য্যন্ত যেখানে এসে আলোচনা প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছতে যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে লোকো রানিং ষ্টাফের কাজের সময় নিয়ে। ধর্মঘটিদের তরফ থেকে কাজের সময় ৮ ঘণ্টা দাবী করা হয়েছিল—রেলকর্তৃপক্ষ তাতে রাজী ছিলেন না। শেষে যাই হোক—কাজের সময় ১০ ঘণ্টা হোক বলে সরকার প্রস্তাব করেন—লোকো নেতারা তা মেনে নেন।

লোকো রানিং ষ্টাফ এসোসিয়েশনের সভাপতি—শ্রীএম বসু সভাপতি সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা এই চুক্তিতে তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন ঘোষণা করেন এবং এক বিবৃতিতে তার সহকর্মীদের কাজে যোগ দিয়ে রেল চলাচলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানিয়ে নির্দ্দেশ দেন। গত ১১ দিনের ধর্মঘট ১২ই আগষ্ট শেষ হয়।

এই ধর্মঘটে সারা দেশে অসুবিধা এবং কষ্ট চরম হয়ে দেখা দেয়। রেল চলাচল বন্ধ হয়ে আরও দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। যাই হোক ধর্মঘট শেষ হওয়াতে দেশের লোকে খানিকটা স্বস্তি লাভ করল।

আমরা পুরুলিয়া ষ্টেশনে সংবাদ নিয়ে জানলাম যে মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৪ই থেকে আশা করা যাচ্ছে যাত্রীবাহী প্যাসেঞ্জার গাড়ীগুলি স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করবে। আজ সোমবার থেকে ডাকও বিলি হচ্ছে এবং ডাক ঘরের কাজও স্বাভাবিকভাবেই চলতে আরম্ভ করেছে।

—•—

বেআইনী মজুত ও ভেজাল মালের বিরুদ্ধে অভিযান

রবিবার অর্থাৎ ১২ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কলিকাতার মহাকরণ থেকে ঘোষণা করে জানান যে—বে-আইনীভাবে মজুত করা মাল উদ্ধার করার জন্য এবং ভেজাল মালও পুলিশকে আটক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুলিশকে কঠোর নির্দ্দেশ দিয়েছেন। যার কোন নথিপত্র নেই—এমন সব মাল যদি মজুত থাকে তবে তা বে-আইনী মজুত। এমনি মাল ও ভেজাল মালের জন্য কঠোর সাজা দেওয়া হবে। কোন রকম দয়া দেখানো হবে না। পুলিশকে বলা হয়েছে মজুত উদ্ধারের সব অভিযান যেন আইন সঙ্গতভাবে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে হয়।

নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আটক করা চাল, গম, আটা তুলে দিতে হবে ফুড করপোরেশনের হাতে এবং ডাল তেল, চিনি, ডালডা প্রভৃতি খাদ্য দফ্তরের হাতে। কোন মালই আটক করার পর সেইখানেই যেন বিক্রী করা না হয়। মালগুলি রেশনের দোকান ও ন্যায্যমূল্য দোকানের মাধ্যমে বিক্রী হবে।

বে-আইনী মাল

ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেসকে ও জনসাধারণকে এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে সহযোগীতা করতে আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে—দেখতে হবে কোন ব্যবসায়ীর উপর যেন জুলুম করা না হয়। শুধু ভেজাল ও বে-আইনী মজুত করা মালই যেন উদ্ধার করা হয়। অযথা ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম করা হলে অত্যাচার হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং বাজারেও মাল পাওয়া যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন—যুবকদের এবং জনসাধারণকে মজুত ও ভেজাল মালের খবর পেলেই যেন পুলিশকে জানান এবং কোন অবস্থাতেই যেন নিজেদের হাতে আইন তুলে না নেন। আর বে-আইনীভাবে মজুত করা নয় এমন মাল যেন আটক করা না হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন—দুর্নীতি এবং অসাধুদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান করতে হবে ঠিকই—তবে কোন সময়েই শৃঙ্খলা হারালে চলবে না। সবই করতে হবে শান্তিপূর্ণ আইন সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক উপায়ে। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে দেখতে হবে কোথাও যেন কোন রকম বিশৃঙ্খলা না হয়। এ নিয়ে অন্যান্য রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তাতে অসাধু ব্যবসায়ীদেরই সুবিধা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন—কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেস ও সি, পি, আই, এর সদস্যদের নিয়ে সংযুক্ত একটি কমিটির সদস্যদের প্রতি থানার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। তারা মজুত মাল খুঁজে বার করতে পুলিশকে সাহায্য করবেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে, অবৈধ মজুত মাল ও ভেজাল মালের বিরুদ্ধে সরকার যা ব্যবস্থা নিচ্ছেন তার সঙ্গে জনসাধারণ নিশ্চয়ই সহযোগীতা করবে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের নামে সাধারণ লোকদের অযথা হয়রানীও করা হচ্ছে—এবং কোথাও কোথাও জুলুমও করা হচ্ছে। চাষী তার চাষের ধান, চাল বৈধভাবে বিক্রী করার জন্য বাসে আনতে গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আটকানো হচ্ছে। নিজের পরিবারের জন্য গৃহস্থ চাল নিয়ে গেলেও দু এক জায়গায় তা আটকে তাদের হয়রান করা হচ্ছে। ব্যাপারটি পরিচালনা করতে হবে সুষ্ঠুভাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিতরূপে না হলে আসল অসাধুরা দিব্যি চালিয়ে যাবে এবং হয়রান হবে সাধারণ লোক ছোট ব্যবসায়ীরা এবং নিরীহ জনসাধারণ।

জনসাধারণকেও সংশ্লিষ্ট সকলকেই এ বিষয়ে ঠিকভাবে অবহিত এবং অগ্রসর হতে হবে।

বে-আইনী কাজে

কংগ্রেসের এম, এল. এ ও সভাপতি গ্রেপ্তার

শনিবার ১১ই আগষ্ট দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাঙ্গড় থানার নলবল মেছোঘেরি থেকে পুলিশ কয়েকজন লোককে উচ্ছেদ করতে গেলে স্থানীয় কিছু কংগ্রেস কর্মী বাধা দেন বলে অভিযোগ। তখন একজন কংগ্রেস এম, এল, এ সহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই গ্রেপ্তার কে কেন্দ্র করে পরে ভাঙ্গড় থানার সামনে শতাধিক লোক জমায়েত হন। তারা থানা ঘেরাও করে বসে থাকেন। ঐ সময় তারা দাবী জানান: আমাদের গ্রেপ্তার কর।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ নস্কর কুলতলির কংগ্রেস এম, এল, এ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুবোধ দাস রয়েছেন।

এদিনই ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবী নিয়ে আলিপুরে চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক শ্রীবি. আর, চক্রবর্তীর সঙ্গে ভাঙ্গড়ের একদল লোক দেখা করেন। ওই আলোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলে জেলাশাসক শ্রীচক্রবর্ত্তী বলেন—হাইকোর্টের নির্দ্দেশেই ওই ভেড়ি থেকে কয়েকজনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ভেড়ির মালিক পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন।

ভুট্টো এবার পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী

পাকিস্তানে নূতন সংবিধান অনুযায়ী সমস্ত নূতন করে হচ্ছে। নতুন পরিষদের নাম হয়েছে পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলি। এই পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপল্‌স্ পার্টির সদস্যদের সংখ্যাই বেশী।

এই নতুন পরিষদের সদস্যরা ইতিপূর্বে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করেছেন। পাকিস্তানের নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন—মিঃ ফজল ইলাহি।

১২ই আগষ্ট তারিখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মৌলানা সাহ আহম্মদকে ভোটে হারিয়ে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। ইতিপূর্বে নূতন স্পীকার নির্ব্বাচিত হয়েছেন—মিঃ ফরুক আলি।

জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের ৮ম প্রধান মন্ত্রী। গত ১৫ বছর পূর্বে পূর্ববঙ্গ সহ পাকিস্তানে ৭জন প্রধান মন্ত্রী হয়ে গেছেন এবং বিগত ১৫ বৎসর পরে ভুট্টোই পূর্ববঙ্গ হীন পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হলেন।

পাকিস্তান সংবিধানে এমন সব বিধান আছে যে ভুট্টো অনায়াসে আমৃত্যু প্রধান মন্ত্রী থেকে যেতে পারেন।

——০——

বাঁধা দরে তেল ডাল প্রভৃতি বিক্রয়

গত ১১ই আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জানান যে গত কয়েকদিন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন 'বণিক সভার বৈঠকের পর। বণিক সভাগুলির সদস্যরা বৃহত্তর কলিকাতা এলাকায় মসুর ও মুগডাল এবং সরষের তেল 'না-লাভ-না লোকসান' ভিত্তিতে বিক্রী করতে লিখিতভাবে সম্মত হয়েছেন।

যে দর স্থির হয়েছে তা হচ্ছে কিলোপ্রতি তেল ৭ টাকা মুসুরডাল ২-১৫ থেকে ২-৩০ টাকা, মুগডাল ২ ৬৫ টাকা।

এই দরগুলি কলিকাতা ও সহরতলির জন্য। মফঃস্বলের ব্যাপারে অর্থাৎ পুরুলিয়ার মতো জায়গায় কি হবে! খুচরা দোকানদাররা ঠিক দরে যাতে মাল পায় তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে—শুধু তাই নয় সব জায়গায় দেখেশুনে জনসাধারণের তরফ থেকে ব্যবসায়ীদের তরফ এবং সরকারী তরফ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে সব দেখেশুনে দর ঠিক করে বিক্রীর ব্যবস্থা করলে এই পরিস্থিতিতেও অনেক সুরাহা হবে। আমাদের মনে হয় এদিক দিয়ে কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে দেখলে সুফল পাবেন।

——০——

বাংলা শিক্ষার প্রবর্তনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস

বিহার বাঙালী সমিতির আমন্ত্রণে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগফুর আহমেদ, গত ১৪ই জুলাই. শ্রীনির্মল চৌধুরীর গৃহে বাঙালী সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ডাঃ বিষ্টু মুখোপাধ্যায়। সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে, সংখ্যালঘু কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করার আবেদন জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিনি এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেন এবং বলেন যে, ইতিমধ্যে যেখানেই বাঙলা শিক্ষার অভাব রয়েছে, তা যদি ভিন্ন ভাবে তাঁর দৃষ্টিগোচর করা হয়, তাহলে তিনি ত্বরিৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বাঙলা শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করবেন।

—সঙ্কিতা (পাটনা)

——০——

সংবাদ

মটর সাইকেলের ধাক্কায় নিহত

শ্রীসতীশ স্বর্ণকার বয়স ৪০ বৎসর। গরীব লোক বাসন ফেরী করে খান। ঘরে ৪/৫টি ছেলেমেয়ে। থাকেন পুরুলিয়ার রেণীরোড মহল্লায়। গত ২রা শ্রাবণ ১৮ই জুলাই বেলা ২টা / ২॥টা নাগাদ লক্ষণপুর গার্লস স্কুলের নিকট চায়ের দোকানের কাছে বাস ধরবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় হুড়ার দিক থেকে লধুড়কার শ্রীসমর ব্যানার্জী মোটর সাইকেলে আসবার সময় সতীশ স্বর্ণকারকে ধাক্কা মারে। এই ধাক্কার ফলে অল্পক্ষণ পরেই তিনি মারা যান। পুলিশ তদন্ত করে গেছে। —গিরিশ মাহাত

গরীবের ঘর ছাদনের সাহায্যের নমুনা

গরীবের ঘর ছাদনে সাহায্য করার জন্য বা ছোট একটি ঘর করার জন্য সরকার ২ শত টালি ১০টি রলা এবং ১০টি পাটা দিয়ে সাহায্য করছে। কিন্তু এর জন্য আবার ২৫ টাকা না দিতে পারলে হচ্ছে না। যারা ভিক্ষা করে দিনযাপন করে তারা এই ২৫ টাকা কোথায় পাবে? কিন্তু তাদের তালিকাভুক্ত করে—যারা এই দেবার ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসী তারা ছররা থেকে—এই গরীবদের নাম করে ঐ সমস্ত জিনিষ এনে বিক্রয় করছে। জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে—অনেক টাকা খরচ হয়েছে বিক্রয় করে টাকা তুলতে হবে। জি আর নাই, কোন কাজ নাই, ভিক্ষাও পাওয়া যায় না—ঘরও নাই—যদি বা ঘরের জন্য কিছু সাহায্য পাওয়া যেত—সে সাহায্যও গরীবের নামে—লুট হয়ে যাচ্ছে।

—সর্বেশ্বর মাহাত

এক গ্রামে সাতটি পরিবারে ডাকাতি

গত ২৫শে জুলাই রাত্রে বরাবাজার থানার সনাদহ গ্রামে অত্যন্ত ভয়াবহ ডাকাতি হয়। একই রাত্রে সাতটি বাড়ীতে—রমনী মাহাত, উপেন্দ্রনাথ মাহাত, চুনারাম মাহাত, সদাই মাহাত, দামোদর মাহাত, গুরুচরণ মাহাত ও কুশল সিং সর্দ্দারের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা টাঙ্গীর চোটে দুই জনকে অজ্ঞান করে ফেলে দেয় একজনকে বন্দুক মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। সাতটি পরিবারের বাড়ীতে এক যাদের পরিধানে যা কাপড় ছিল তা ছাড়া অন্য কিছুই রাখে নাই। ছাগল, মুরগী, চাউল, সোনার গয়না, থালা বাসন, কাপড়-জামা, রূপার গয়না ইত্যাদি সমস্ত নিয়ে গেছে। থানার পুলিশ, ঊর্ধতন পুলিশ তদন্ত করতে গিয়েছিলেন এইমাত্র। আর কিছু হয় নাই। এদিকে আমড়াবেড়া, বরাবাজার, বামনিডি, রামপুর প্রভৃতি গ্রামে ডাকাতি হয়ে গেছে। এবিষয়ে পুলিশ খুব সচেষ্ট নয় বলেই জনসাধারণ আতঙ্কিত।

—রামচন্দ্র মাহাত

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার ফল

পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৭৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক এবং আশাব্যঞ্জক হয়েছে। ফলাফল সংক্ষেপে দেওয়া হল।

পরীক্ষার্থী—৬৪ : উত্তীর্ণ :—১ম বিভাগ—২২ : ২য় বিভাগ—৩৫ : ৩য় বিভাগ—৫ : কম্পার্টমেন্টাল—২।

এই বিদ্যাপীঠ থেকে এগ্রিকালচারে ১ম : টেকনিক্যাল ৭ম স্থান অধিকার করেছে। এবং ২ জন ছাত্র শ্রীমান প্রণব কুমার গোস্বামী ও শ্রীমান রন্‌জিৎ সিং ১৯৭৩ সালের অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনেল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারসিপ পেয়েছেন। ৬টি ছাত্র লেটার পেয়েছেন।

——০——

রাষ্ট্রপতি গিরি বলছেন

নয়াদিল্লী, ১১ই আগষ্ট—রাষ্ট্রপতি গিরি বলেছেন, যদি দেশ থেকে অর্থ নৈতিক অশান্তি দূর করা যেত তাহলে দেশে সত্যিকারের স্থায়িত্ব আসত।

একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের কাছে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীগিরি বলেন, প্রত্যেকেরই মনে হতাশা দেখা দিয়েছে। আমরা যদি তাদের মৌল অধিকারের কতকগুলি দিতে পারি এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারি তাহলে তাদের মন থেকে এই হতাশা চলে যাবে। তিনি বলেন, সংবিধানে আছে, কর্মের এবং জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অধিকারের কথা—এগুলি জনগণকে দিতে হবে।

তিনি বলেন, মূল্যবৃদ্ধি যাতে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে না ঘটে তা দেখতে হবে। তবে কোন সময়েই আইন নিজের হাতে নেওয়া চলবে না। **তিনি বলেন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যখন গান্ধী আমলের ত্যাগ এবং সেবার ভাব আবার ফিরে আসবে। আজ দেশে চরিত্র-সঙ্কট চলছে। দেশের লোকেদের চরিত্র বদলাতেই হবে। আমরা যা বলি এবং যা করি তার ভেতর মিল আনতেই হবে।**

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সমবায় ভিত্তিতে কৃষি পরিচালনা করতে হবে—তার উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। দেশবাসী কি করছেন বা যারা দেশের শাসন দায়িত্বে নিয়েছেন—তারা কি করছেন?

"ঠিক এর বিপরীত"

মুক্তি

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৮০, সোমবার

১৫ই আগষ্ট

১৯৭৩ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসরের শেষ দিন। অর্থাৎ এই ১৫ই আগষ্টে আমাদের স্বাধীনতার ২৭ তম বর্ষ সুরু হল।

এখন দেশে যারা তরুণ যারা যুবক তারা পরাধীনতার জ্বালা কি তা অনুমানও করতে পারবেন না। বস্তুতঃ দেশকে এই পরাধীনতার জ্বালা থেকে মুক্ত করার জন্যই ১৮৫৭ সালে সেই প্রথম সিপাহী যুদ্ধের সময় থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যান্ত অগণিত নরনারী স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের সমস্ত বিসর্জন দিয়ে গেছে। এই যুদ্ধের যে সৈনিকরা এখনও বেঁচে আছেন তারাও আর খুব বেশীদিন বেঁচে থাকবেনা না—কিন্তু বেঁচে থাকবে জাতির জীবনে মুক্তি, জাতির জীবনে স্বাধীনতা। সংগ্রামী জীবনের এইটাই তাদের পরম পাওয়া।

জাতির জীবনে স্বাধীনতা বেঁচে থাকবে, মুক্তি অক্ষত থাকবে যদি আজকের যারা তরুণ যারা যুবক তারা সত্যই দেশকে ভালবেসে নিজেকে সেই দেশ গড়বার যোগ্য করে তোলে। একটা জাতি যখন দীর্ঘকাল পরাধীন থাকে তখন জাতির মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ দুর্বলতা ও ত্রুটি জন্মে এবং সর্বাঙ্গীণ অবনতি কায়েমী হয়ে বসে যার ফলে যারা পরাধীন করে রেখেছে তারা তাদের শৃঙ্খলকে আরও মজবুত ও স্থায়ী করতে সমর্থ হয়। একটা জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে তখন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাকে পরিশুদ্ধ হতে হয় এবং এই গতিই তাকে শক্তিমান করে তোলে। কোন জাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে না পারলে সে জাতিকে পরাধীন করাও যায় না এবং পরাধীন করে রাখাও যায় না। জাতির এই নৈতিক অধঃপতনই জাতির পরাধীনতার ভিত্তি এবং এই নৈতিক অধঃপতনের অবস্থা থেকে মুক্তিই—মুক্তির, স্বাধীনতার ভিত্তি।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার বার্ষিক স্মরণোৎসবে আমাদের স্বাধীন জীবনে এই মূল সত্যটির অনুধাবন করে এই সত্যকে জাতীয় জীবনে বাস্তবায়িত করার যে সংকল্প তার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা দিবসের সার্থকতা রয়েছে। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন জীবন, স্বাধীন জাতির সার্থকতা কোথায় সেটা আমাদের ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। যে জন্য একটা জাতির মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা প্রয়োজন তাকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে স্বাধীনতা সমগ্র জাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় কল্যাণ বহন করে আনতেই পারে না। সেই জন্যই পরাধীন দেশে যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, পরাধীনতার জ্বালা তারা বৃশ্চিক দংশনের মতোই অনুভব করেছিলেন বলে দুঃখ বরণের, মৃত্যু বরণের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। সেই পরাধীনতা যখন গেল তখন স্বাধীন জাতি হিসাবে যে জাতি রূপ পেল—তার অপরিহার্য্য কর্তব্য হয়ে পড়ল স্বাধীনতাকে তার প্রকৃত কল্যাণের রূপে প্রতিষ্ঠা করা। সেই জন্যই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতির ও জাতির সেবক সৈনিকদের যে ত্যাগ, যে নিষ্ঠা ও যে কর্ম প্রচেষ্টা, যে ধৈর্য্য ও সাহসের দরকার ছিল—স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতাকে কল্যাণ সৃষ্টি করার পথে বাস্তবায়িত করার জন্য জাতির ও জাতির সেবকদের তার চেয়ে আরও বেশী ত্যাগ, ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা দরকার। তাদের কর্তব্য আরও কঠোর আরও ব্যাপক আরও অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতার সংগ্রাম স্বাধীনতার ভিত্তি—বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছে স্বাধীন দেশকে সেই ভিত্তির উপর সৌধ নির্ম্মাণ করতে হবে। এই মহান্ ও গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য অনেক বেশী শক্তির দরকার—এই শক্তি অর্জনের একটি মাত্র সাধন, একটি মাত্র উপায় রয়েছে—সে হচ্ছে নৈতিক শক্তির, নৈতিক চরিত্রের বিকাশ। জাতির গতি যদি এই শক্তির উপর ব্যবস্থিত ও এই শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় ও যথেচ্ছাচারিতায় পর্যাবসিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে অন্যান্য দিক ছাড়াও আমাদের জাতীয় জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছচারিতা ক্রমবর্ধমানরূপে জাতিকে অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। জাতির যে যুবশক্তি অক্লিষ্টকর্মা হয়ে কি পরাধীন অবস্থায়—কি স্বাধীনতার অবস্থায় দেশে দুঃসাধ্য অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে—আজ বিশেষ করে তাদের এটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

রাশি রাশি কল-কারখানা, এবং সম্পদ সৃষ্টির অন্যান্য ব্যবস্থা জাতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই—কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন জাতির জন্য মানুষ। আমাদের দেশের পরিকল্পনাতে সবই আছে কেবল মানুষ গড়ার পরিকল্পনা নাই। দৃঢ় চরিত্র, বলিষ্ঠ, নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান মানুষই দেশের কল্যাণ সৃষ্টি করার, তাকে বহন করার এবং তার বিকাশ করার শক্তি রাখে। কেবলমাত্র সামরিক শক্তিই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়—যেটা না থাকলে অধিকতর শক্তিমান সামরিক শক্তির নিকট পরাভূত হতে হয় সেটা হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টির এবং দেশের নৈতিক শক্তি। ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং—আজ সমগ্র পৃথিবীতে ভিয়েতনাম এই সত্যকে দ্বিধাহীন ভাবে দৃঢ়তর করে প্রতিষ্ঠা করেছে। মার্কিন সামরিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে একান্ত তুচ্ছ ভিয়েতনামের সামরিক শক্তি এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু যত বড় সামরিক শক্তিই হোক না কেন তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান ভিয়েতনামের নৈতিক শক্তি যার কাছে আমেরিকার সর্ব্বাধুনিক ধ্বংসশক্তি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। আজ জাতির স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার দিনে কি আমরা এই পরীক্ষিত সত্যকে আমাদের জাতির জীবনে কার্য্যকরী ও প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করব না? এই সংকল্প করব না?

দেশের যুব শক্তির দায়ীত্ব এই দিক দিয়ে অত্যন্ত অধিক। যদি উচ্ছৃঙ্খলতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার দিকে যে গতি তার পরিবর্তন না করা যায় তবে বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে তা জাতিকে কোথায় নিয়ে ফেলবে—এটা চিন্তা করতেও শঙ্কা হয়। নৈতিক শক্তি, নৈতিক-মান, নৈতিক মেরুদণ্ড প্রভৃতির কথা বর্তমান সময়ে বিশেষ করে যুব সমাজে খানিকটা বিদ্রূপের সঙ্গে বিবেচিত হয় এবং অর্থ নৈতিক দুরবস্থা সমস্ত অবাঞ্ছিত আচরণের সমর্থনরূপে উপস্থাপিত করা হয়। আজ মূলগত সর্বাধিক বিপদের আশঙ্কা এইখানে। কারণ যে ডালে বসে আছি—আমাদের বর্তমান গতি দ্বারা আমরা সেই ডালের গোড়াকে নির্দ্বিধায় কেটে চলেছি। সেই জন্যই আজ নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন—এবং অপরিহার্য্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যুব সমাজের মধ্যে যে সমষ্টি সত্যিকারের এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করেন তাদের এখন সর্বাধিক প্রচেষ্টা দিয়ে উৎসর্গীকৃত দেশ কর্ম্মীর মতো এই দিক দিয়ে অগ্রসর হতে হবে—এই ব্রতই হবে স্বাধীনতা দিবসের মুখ্য এবং প্রকৃত অনুষ্ঠান। এ করতেই হবে—কারণ এছাড়া জাতির স্বাধীনতাকে বাঞ্ছিত কল্যাণের রূপে রূপায়িত করার—জাতিকে অগ্রগতি দেবার আর কোন সুনিশ্চিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পথ নাই। এ—জাতির জীবনে অপরিহার্য্য। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই সত্যকে আরও প্রোজ্জ্বল আরও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে।

দৃঢ় সংকল্প থাকলে কেবলমাত্র গুটি কয়েক মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে, ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বিশ্বের ইতিহাস এই সত্যকে ধরে রেখেছে। আজ জাতির সংকট প্রকৃতপক্ষে—খাদ্য সংকট, অর্থ সংকট প্রভৃতি থাকলেও সবচেয়ে বড় সংকট জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড, নৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠার। জাতির যুবশক্তির ক্ষেত্রে, গণশক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষেত্রে, গোষ্ঠির ক্ষেত্রে, সমষ্টির ক্ষেত্রে এই নৈতিক পুনর্বাসনকে শুধু কার্য্যকরীই নয়, ত্বরান্বিত করে তুলতে হবে। আজ স্বাধীনতা লাভের বার্ষিক স্মরণ দিবসে এই সংকল্পই জাতির প্রধান অনুষ্ঠান হোক জাতির দৃষ্টি এদিক দিয়ে স্বচ্ছ হোক জাতির গতি এই দিকে প্রধাবিত হোক জাতির চিন্তা এই চিন্তায় সমৃদ্ধ হোক।

যারা আজ এর পথিকৃৎ হবে তারাই প্রকৃত স্বাধীনতাকে তার মহান লক্ষ্যে নিয়ে যাবার অগ্রদূত হবে। জাতির নমস্য তারা হবেন—হয়ে থাকবেন।

বি, দাসগুপ্ত

——০——

এখন বৃষ্টি এলে চাষীরা যেভাবে চাষ করতে পারেন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির জন্য বহু ক্ষেতে ধান চাষ হতে পারেনি। এদিকে চারা বুড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় বৃষ্টি হ'লে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ (বিশেষ করে খুব কমদিনের বীজ—যেমন পুষা, ২২১ অথবা সি, আর, ৪৪ প্রভৃতি) বপন করুন। থুপি করে লাগান (অর্থাৎ ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে লাইনে ৪ ইঞ্চি তফাতে তফাৎ ২/১টি করে ঐ ধানের বীজ বপন করুন। এতে ফসল ভাল হবে। জয়া প্রভৃতিও এইভাবে এখন লাগান) এইসব বীজ লোকব্রতী কৃষি প্রচার ভবনের পুরুলিয়া বা শাখা কেন্দ্রগুলিতে এখনও পাওয়া যেতে পারে।

পুরুলিয়ার পরিস্থিতি ও আমাদের কর্ত্তব্য

(নেপাল চন্দ্র মাহাত : কলেজের ছাত্র : সাং ভাদসা : পোঃ চিতোরা)

আমি কোন পার্টির সমর্থন করে বলছি না বা কোন রাজনৈতিক সমালোচনা করছিনা এবং ব্যক্তিগতভাবেও বলছিনা। বন্ধুগণ বর্ত্তমানে আমরা নিজেরা নিজেদের খাওয়া খাওয়ী হয়ে মরছি এবং সবাই বলছে আমার চাকরী চাই, কিন্তু কেনই বা চাকরী পাচ্ছি না এবং কেনই বা আমরা এত বেশী বেকারত্বের অন্ধকারে ডুবে আছি। আপনারা নিজেরা একবারও চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি যে, আপনার চেয়েও আরও গরীব বেকার পড়ে আছে যারা দিনে একবারও খেতে পায় না, পরতে পায় না, মা বাবার মুখে এক মুঠো অন্নদান করতে পারে না, বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ে পড়ে আছে অথচ সেই ঘরে হয়তো ডিপ্লোমাধারী ২/৪টা বেকার ছেলে পড়ে রয়েছে।

আর এমনও পরিবার আছে যেখানে না কি চাকুরে না থাকলেও কোন রকম অসুবিধা থাকবে না। অথচ সেখানে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী পর্য্যন্ত চাকুরী করে অর্থ উপার্জ্জন করে।

তাদের মত কি কোন গরীব ছেলে শিক্ষিত নাই?—আছে। হাজার হাজার কিন্তু তারা আজ পথের ভীখারী। তাই, যদি ঐ সমস্ত পরিবারবর্গ কিছু রেখে না হয় ২/৩ জন চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সমাজ সেবায় ব্রতী হয়ে পরস্পরের সহিত সহযোগীতা করেন তাতে আমার মনে হয় দশের তথা দেশের কল্যাণ হবে। আমাদের পুরুলিয়াতে ৭০% লোক ভাদ্রমাসে অনাহারে কালরাত্রি যাপন করে, এ আমার বানানো কথা নয় এ আমার চোখের পটের কাহিনী যা আমি আজ দেখে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু কি করবো আমার করার মতো কোন উপায় নাই না যার ফলে কিছুই করতে পারছি না। তবে আমি আশা করছি যত দিন বাঁচব, ঐ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েই যাব।

আজকে খাদ্য ব্যবস্থা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দেখে আসুন, আমি যা বলছি তা সবটুকুই সত্যি কি মিথ্যা। বর্ত্তমানে এম, আর (সরকারী) দোকান বড়লোকদের হাতেই পড়ে গেছে। তাঁরা সাপ্লাই অফিস থেকে মাল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই মাল যে কোথায় রাখলেন তার কোন তদারকও কেউ করে না। কোন গ্রামবাসী প্রত্যেক সপ্তাহে রেশনের মাল পায় না, এরকম ৭০% লোক কোন সময়েই পায় না। এটা আপনাদের সামনে চ্যালেঞ্জ করে বলছি। এর মূলে রয়েছে সাপ্লাই অফিসের তদারকী কর্ম্মচারীদের গাফিলতি ও লোভ।

পুরুলিয়ার প্রতিটি ব্লকে না ঘুরলেও জানি যে প্রতি ব্লকে ৫/১০টীর মত ভি, এল, ডব্লিউ আছে। তাদের কাজ না কি গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের সহিত সহযোগীতা করে আধুনিক পন্থায় চাষ পদ্ধতি ও চাষীদের যখন যেটা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তাদের চিনেও না জানেও না। তারা কদাচিৎ গ্রামে যায়।

বিডিওদের যদি ধরেন, তবে বলছি, কোন গরীব চাষী যদি সার লোন বা গরুর লোন এর জন্য আসে তাহলে বলা হয় যে—এখন কোন লোনের সার্কুলার নাই পরে আসবে। আর সেই সময়ে লোকটি অর্থাভাবেই হউক বা কাজের চাপেই হউক সময় মত আসতে না পারলে বলে দেওয়া হয় যে—তোমার লোন হবে না, কারণ ডিফল্টার—অথচ জীবনে হয়তো সে কোন লোনই পায় নাই। বিডিও সাহেব সেই লোন বাবদ টাকাটা কয়েকটি পোষা দালাল বড়লোক ডেকে অংশ নিয়ে ভাগ করে দিলেন। এর আমার কাছে নজিরও আছে। এ আমি ভয় করে বলছি না এটা আপনাদের কাছে আমার চ্যালেঞ্জ। আরও অনেক আছে, তবে আর একটীই বলছি—গত বৎসরের "Dug well" গুলির ব্যাপারে যে সমস্ত লোকে টাকা খাইয়েছে তারাই ফাইনাল বিল পেয়েছে আর যারা ৩০ ফুট কেটেও টাকা দেয়নি তারা পায় নি।

হাসপাতাল! পুরুলিয়ার অধিকাংশ লোকেরাই গরীব। তাদের ডেলিভারীর কোন কেস থাকলে তাড়াতাড়ি ভর্ত্তির জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। হাসপাতালের ইনডোর হাসপাতালে যদিও ২/৩টা গাড়ী থাকে তবে তা সব সময় খারাপভাবে পড়ে থাকে, বাকী একটা গাড়ী যোগান দিতে পারে না। আমি নিজের কথাই বলছি যে, হাসপাতালে আনতে না পেরে রোগী মারা গেছে। এবং অনেক রোগীকে ভর্ত্তিও করেছি, কিন্তু তাতে দেখা গেছে ডাক্তারদের দুর্নীতি এবং কর্ম্মচারীদের অবহেলার ফলে অনেক লোক মারা যায়। কিন্তু এখানেও আবার বিনা টাকায় কোন চিকিৎসা হয় না—কোন ভাল ওষুধ এখান থেকে পাওয়া যায় না।

একটা জিনিষ দেখেছি যে হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস এ যথেষ্ট তৎপর। তবে কেন তাঁরা হাসপাতালে সেই উদ্যম দেখাতে পারেন না। তাঁরা কি সরকারী বেতনে পরিবার প্রতিপালন করতে পারেন না? আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করি যে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাগ্রত হোন তবেই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, এবং গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারবে : আমরা ঐ দীন দরিদ্রদের যমের মুখ থেকে টেনে নিয়ে আসতে পারব।

এম, এল, এরা চাকরী দিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে যেখানে চাকরী প্রয়োজন নেই সেখানে চাকরী দেওয়া হচ্ছে আর যেখানে চাকরী প্রয়োজন সেখানে চাকরী নেই। যে পরিবারে চাকরী আছে, কোন অভাব নেই অথচ চাকরী পাচ্ছে তারাই।

বর্ত্তমানে এই কালোবাজারীর প্রাদুর্ভাবে এমন কতকগুলি লোক মরছে যারা দিন মজুরী করে দিন যাপন করে। এই অবস্থায় কেউ কি বলতে পারেন যে সেই মজুরী দ্বারা তারা ২৫০ গ্রাম চাল কিনবে না ৮ টাকা সের তেল কিনবে, না কি করবে? বলুন তাদের সেই ২ টাকা মজুরীতে কি হয়। সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াচ্ছেন কিন্তু মজুরদের তো রেট বাড়ছে না। তা হলে শুধু একবার সকলে ভেবে দেখবেন কি তাদের সেই ক্ষুধাতুর জীবনের কি সেই যন্ত্রনা!

আমার বক্তব্য যদি ন্যায্য বক্তব্য না হয়, বলুন, তাহলে এইটাই কি ন্যায্য যা চলছে? তা যদি না হয় তবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আসুন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রকাশিত চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলার থাকলে তাও আমরা "চিঠিপত্রেই" প্রকাশ করব। চিঠিপত্র এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লিখবেন এবং যতটা সংক্ষেপে সম্ভব হয় লিখবেন। পুরো নাম ঠিকানা না থাকলে প্রকাশ হয়না। অনেক সময় স্থানাভাবেও প্রকাশ হয়না।—মুক্তি সম্পাদক)

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু—

গালা শিল্পে একটি চ্যালেঞ্জ

পেটের ভাত নিয়ে তর্ক চলেনা। তবে, যাদের ভাতের অভাব নেই। তারা অভাবীদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে বাক্‌চাতুরির খেলা দেখায়। আমাদের জেলায় গালাশিল্প কেবল প্রধান নয়, ধানবাদ চলে যাবার পর একমাত্র শিল্প বলা চলে। শত খরাও এ জেলার মানুষকে কাবু করতে পারেনা, যদি গালা ঠিকমত চলে। সরকারের তরফ থেকে ছোটো বড়ো সকল কর্ত্তা, মায় মন্ত্রী পর্যন্ত রব তুললেন গালাশিল্প মৃত। সার্টিফিকেটের নেতাদের দিকে বিধাতা বুঝি একটু বিদ্রুপের হাসি হাসলেন, যে গালার দর কোনোদিন ২০০ টাকা মনের বেশী হয়নি; তা এখন ৮০০ টাকাতে দাঁড়িয়েছে। তবু এ জেলার লোক খেতে পাচ্ছে না কেন?

গালার জন্য যে কাঁচামাল তার নাম লা বা লাহা। অবশ্য হাসির কথা যে, গালাবিভাগের সরকারী কর্ত্তাদের ভাষায় "ছড়িলাহা"। এঁরা এই বিভাগে চাকরি করেন, কিন্তু লা, গালা চোখে দেখবার দরকার হয়না। এঁরা ইংরেজী কাগজপত্র পড়েই বিশেষজ্ঞ। ইংরেজীতে বলা হয় Stick Lac অতএব পণ্ডিতি বাংলা হলো "ছড়ি লাহা" এঁরা আবার সরকারি পয়সায় বইও ছাপেন। বই পড়ে এ জেলার লোক হাসে। তাঁদের অবশ্য বেতন কমে না। কিন্তু এইসব কর্মচারীরা শিল্পের—তথা শ্রমিক চাষীদের কি উপকার করবেন? লা হয় গাছে। সেই গাছ তিনভাগ কেটে ফেলা হয়েছে। গত বৎসর বীজ লাহার দর বেশি থাকায় অনেকে গাছে পোকা (বীজ লাহা) লাগাতে পারেনি। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, সে সময় এই গালা বিভাগের সরকারী বড়বাবু এঁদের সাহায্য করেননি কেন?

রাঁচী জেলার এবং অন্যান্য জেলায় সর্ব্বত্র বেশ জোরে গালার কাজ চলছে। আমাদের জেলায় বলরামপুরেই সব ভাটা চালু হয়েছে, কিছু নূতনও হয়েছে। ঝালদা প্রায় বন্ধ। কেন? উত্তর দিতে পারবেন ঝালদার এম, এল, এ; এম, পি,; এস, ডি, ও এবং রাজনৈতিক নেতারা? সমর সিং জয়সোয়াল চার জনের একজন বিশিষ্ট কুঠিয়াল। তাঁরই বলরামপুরের কুঠি, অন্যস্থানের কুঠিতে সব ভাটা চলছে—ঝালদার ভাটাগুলি ভাটার কারিগরদের হাত দিয়ে ভাঙিয়েছেন। ঐ সব মাতব্বর এবং বহিরাগত শ্রমিক নেতা (ঝালদার) আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? আমার চ্যালেঞ্জ রইল! এই জেলার যে মন্ত্রী ভোল দিতে থাকবেন, জি আর দিতে থাকবেন—তিনি বলুন ঝালদা থানার শ্রমিক চাষী ছোট কুঠিয়ালদের ভাতের থালা কেড়ে নেওয়া হলো কেন? ঝালদা থানার বর্তমান এম, এল, এ শ্রীকিঙ্কর মাহাতো তাঁর কোটা ভর্ত্তি চাকরি—ভাই, ভগ্নিপতি, আত্মীয়দের পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁরা ছাড়া বেকার গরিব কেহ নাই; চাকরি ছাড়া রোজগারের পথ এই গালার কুঠি যদি তিনি খুলতে পারেন আরও অনেকের রুজি রোজগারের পথ হবে—আমরা সেই আশায় থাকবো। শ্রীপীতাম্বর কান্দু, তুলিন।

শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানে একটি স্কুল

তুলিন গ্রামের জয় সীয়ারাম উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এবার পরীক্ষার ফল—১৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশের সংখ্যা ৪জন। সমগ্র পঃ বঙ্গে এই পাশের সংখ্যা শতকরা ৩৪, এই স্কুলের শিক্ষকগণ শিক্ষিত বেকারদের দুঃখে এতই ব্যথিত যে যাহাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায় এই জন্য নিজেদের স্কুলে যাহাতে কেহ পাশ করিয়া বেকার না হয় সেজন্য উপযুক্ত দৃষ্টি রাখিয়া চলেন।

চারিপাশের গ্রামের বহু জনের মধ্যে এই চিন্তা জাগিয়াছে—এই স্কুলের শিক্ষকগণ সরকারের বেকার সমস্যা সমাধানের দুরূহ কাজে যখন এইরূপ সহায়তা দিতেছেন, তখন ইহাদের পুরস্কার দেওয়া উচিত। সরকারের পুরস্কার দানে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকগণ যদি উৎসাহিত হইয়া পাশের হার এইভাবে কমাইয়া থাকেন তবে সরকারকে আর শিক্ষিত বেকার লইয়া চিন্তা করিতে হইবেনা।

আমার বিনীত প্রস্তাব সিদ্ধার্থবাবু এবং ইন্দিরাজী ভাবিয়া দেখিবেন, আশা করি। শ্রীপীতাম্বর কান্দু।

এ কি হাঁসপাতাল?

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ২রা আগষ্ট হটমুড়া Health Centre এর ডাক্তার বাবু নির্দ্দেশ অনুযায়ী পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল হইতে Free এম্বুলেন্স আনাইয়া বেলা প্রায় ১১-৩০ মিঃ এর সময় আমার স্ত্রীকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। আমার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা, বেদনাতে ছটপট করিতেছিল, উপরন্তু হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। ডাঃ পাল বলেন সে রোগ কঠিন পঞ্চাশ টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে। আমি অনুনয় বিনয় করিয়া বলি যে আমি গরীব মানুষ পঞ্চাশ টাকা আমি কোথায় পাইব। এইরূপ অবস্থাতে ডাঃ পাল গত ৩রা আগষ্ট বেলা ৯টার সময় রোগীকে Discharge করিয়া দেয়। রোগী থাকিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু ডাঃ পাল বলিলেন তোমার এখন প্রসবের বহুদিন দেরী আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় অতিকষ্টে রোগী বাড়ীতে আসিয়াই একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে। এইরূপ হৃদয় বিদারক ঘটনা শ্রবণ করিয়া আপনি যদি এর কোন প্রতিকার না করেন তাহা হইলে, রোগী হাসপাতালে না লইয়া গিয়া পাবলিক Road-এ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে আমার স্ত্রীকে Discharge order দিবার পরেই আমি ডাঃ পালএর বাড়ীতে গিয়ে বহু অনুনয় বিনয় করিলাম কিন্তু কোন কাজেই লাগিল না। এর একমাত্র কারণ আমার আবেদনটা ছিল মৌখিক বা শুকনো। এই জন্যই আমাদের মত লোকের এই অবস্থা। ইতি

বিনীত—
সেখ তৈমুন আলি
সাং+পোঃ হটমুড়া, থানা পুরুলিয়া।

—·—

WANTED

Wanted a teacher B. A. in Sanskrit for Jiudaru Junior High School, P. O. Jiudaru Dt. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 31st August 1973.

Secretary
Jiudaru Junior High School

WANTED a Science graduate teacher on leave vacancy in Barashini Nandalal Junior High School. Apply to the Secretary within 16th. August 1973.

Secretary
Barashini Jr. High School
P. O.—Lipania, Dist.—Purulia

WANTED two graduate teachers in Arts/Commerce preferably trained, for Dhanara Ashram Uchha Madhyamik Vidyapith (4 class Jr. High School). Apply to the Secretary latest by 16th August 1973. Date of interviev 17/8/73.

Secretary
Dhanara Ashram Uchha Madhyamik Vidyapith
P. O.—Pirargoria. Dist.—Purulia

—·—

নোটীশ

এতদ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের পক্ষ হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়, চাষী; ব্যবসায়ী পাইকার ও অন্যান্য লোকজন মাথায়, ভারে, গো-গাড়ীতে বা অন্যান্য যে কোন যান-বাহনের সাহায্যে যে সকল শাক-সব্জী, জ্বালানী কাঠ, রোলা, বাঁশ, ঝাটা, ঘুংগ, খড়, গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস ডিম, মাছ, কুলা, দই, দুধ, ধান্য, লাহা, হরিতকি, গুড়ের কুম, মাটির হাঁড়ী, ভাঙ্গা পিতল, কাঁসার বাসন, কাঠ কয়লা, কলুর সরিষার তেল, খইল, গাড়ীর চাকা, পাতা, খালা ইত্যাদি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সিডিউলভুক্ত দ্রব্যাদি পুরুলিয়ার রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করিয়া বা যে সব স্থানে দৈনিক হাট বসে বা রাস্তার ধারে ও বড় হাটে দোকান পাতিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে বা ঐ সকল স্থানে বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া থাকে সেই সকল সামগ্রীর উপর মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী দৈনিক টিকিট কাটিয়া যে টোল আদায় হয় তাহা ১/৯/৭৩ হইতে ৩১/৮/৭৪ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রকাশ্য নীলামে ডাক করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

যিনি বা যাঁহারা উক্ত টোল আদায় বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ২০/৮/৭৩ তারিখে সকাল ৯ ঘটিকার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসে হাজির হইয়া নীলামে ডাক দিতে পারেন।

নীলামে ডাক দিবার অন্যান্য নিয়ম ও সর্ত্তাবলী মিউনিসিপ্যাল অফিস খোলা থাকার দিনে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে মিউনিসিপ্যালিটি সর্ব্বোচ্চ বা যে কোন ডাক মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন এবং কর্তৃপক্ষের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিঃ দ্রঃ— (ক) মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের অন্তর্গত যে সকল স্থায়ী দোকান ঘর ভাড়ায় বন্দোবস্ত আছে বা ভবিষ্যতে তৈয়ার করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে বা রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে সকল গুমটি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা এই বন্দোবস্তের বিষয়ীভুত নহে।

(খ) যাহাতে গরু ছাগলাদি, বড় হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণের কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা এই বন্দোবস্তের সর্ত্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পুরুলিয়া
মিউনিসিপ্যাল অফিস
তাং—৪/৮/৭৩

স্বাঃ—টি, কে, ভট্টাচার্য্য
এড্‌মিনিষ্ট্রেটার
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি

—-০-—

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।
প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone – 508, 414

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণকে অবগত করা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গৃহে ৬০০০.০০ ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে বিদ্যালয় কমিটি তথা স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের পক্ষে আংশিক ব্যয়ভার বাবদ, নগদ এক হাজার টাকা জেলা স্কুল বোর্ডের মারফৎ স্থানীয় ট্রেজারীতে চালান সহ জমা দিতে হইবে এবং উক্ত চালানের এক প্রস্ত নকলসহ যথাযথ আবেদন আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখের মধ্যে জেলা স্কুলবোর্ড অফিসে দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থী বিদ্যালয়গুলির অবশ্যই নিজস্ব দায়মুক্ত জমি থাকিতে হইবে এবং পূর্ব্বাহ্নে উক্ত জমি জেলা স্কুলবোর্ডের পূর্ব্ব অনুমোদনক্রমে জেলা স্কুলবোর্ডের পক্ষে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) পুরুলিয়া মহাশয়ের নামে সর্ত্তহীনভাবে দান পত্রের দলিল সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে। অনুমোদিত বিদ্যালয়ের দেয় অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইবে। শ্রেণীকক্ষগুলির নির্মাণ কার্য্য সরকারী নিয়ম অনুযায়ী টেণ্ডার আহ্বান এবং ঠিকাদার মারফৎ সম্পন্ন করা হইবে।

স্বাঃ—ডি, বড়ুয়া
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ)
জেলা স্কুলবোর্ড পুরুলিয়া।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি

নং—৪৭০৪-পি কলিকাতা তাং—৩০শে মে, ১৯৭৩

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানুভার, ফিল্ড ফায়ারিং এবং আর্টিলারি প্রেকটিস (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ম আইন) আইনের ৯ম ধারার অধীন ৩য় উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল পুরুলিয়া জেলায় নিম্ন তপশীলভুক্ত এলাকায় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই হইতে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ময়দানে বন্দুকাদি দাগান এবং গুলিগোলা ছোঁড়া অনুশীলনের কাজ চালাইবার অনুমতি দান করিবার জন্য উপরোক্ত ধারায় ২য় উপধারা অনুযায়ী এক প্রজ্ঞাপন প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তপশীল

আদ্রাস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের রাইফেল রেঞ্জের চৌহদ্দী

(ক) উত্তরদিকে রেলওয়ের ফাঁকা জমি
(খ) দক্ষিণদিকে রেলওয়ের সীমা সংলগ্ন রুগরী ও চাকলতা গ্রাম প্রায় বেকো নদী পর্য্যন্ত।
(গ) পূর্ব্বদিকে রেলওয়ের জমি ও বাসাবাড়ী (কোয়ার্টার্স)।
(ঘ) পশ্চিমদিকে রেলওয়ের জমি এবং পলাসখোলা ও রুগরী গ্রামদ্বয়।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাঃ এ, কে, ব্যানার্জ্জি
যুগ্ম সচিব, পশ্চিম বঙ্গ সরকার

বিঃ দ্রঃ—

গোলাগুলি ছোঁড়া অনুশীলনের কার্য্য চলা কালে উক্ত তপশীল সীমার মধ্যে জনসাধারণের উপস্থিতি বিপদজনক। অতএব এই বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত
মুক্তি
সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
৩৪ বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা
সোমবার, ২০শে আগষ্ট, ১৯৭৩
৩রা ভাদ্র, ১৩৮০
বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲
নগদ—১৫ পয়সা

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংস॥

কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্য বিজড়িত হয়, এবং এক একটি পালকে যদি গজমতি মুক্তা থাকে, তথাপি সে কাকই থাকে কখনও রাজহংস হইতে পারেনা।

——)০(——

জেলার চাষের পরিস্থিতি গুরুতর সঙ্কটজনক
গত বৎসর অপেক্ষাও ঘোরতর দুর্দ্দিনের করাল ছায়া

শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে গেলো--শ্রাবণের ধারা বর্ষণের লেশমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই। শরতের মেঘের মত হাল্কা মেঘ কখনও কখনও আকাশে দেখা দিচ্ছে—আর বড়জোর একটু ছিটেফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে চাষীদের যেন ব্যঙ্গ ও পরিহাস করছে। এই পরিস্থিতিতে জেলার প্রায় সিকিভাগ চাষের জমিতেও ধান্য রোপণ সম্ভব হয়নি। আর সামান্য যে পরিমাণ ধান রোওয়া সম্ভব হয়েছে তা মূলতঃ বহাল জমিতে। বাদ ত দূরের কথা—অনেক ক্ষেত্রে কানালী জমিতেও ধান রোপন করতে পারা যায়নি। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত এখনও খিল পড়ে আছে—এই বৎসর ঐসব জমিতে চাষের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। কোনও কোনও স্থানে বিস্তীর্ণ অকর্ষিত জমির মধ্যে দুই একটি ক্ষেতে হয়ত সবুজ ধানের চারাগুলি খুবই বড় হয়ে উঠেছে—ফলে সেই চারাগুলি রোপণ করতে আরও বিলম্ব হলে—ভাল ফসলের সম্ভাবনা ত একেবারেই নেই—বীজ ধানটুকু পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। —মোটামুটি এই হোল সারা জেলার চিত্র।

গত বৎসর এই জেলায় খরা হয়েছিল—এতে ব্যাপক শস্যহানী হয় এবং খাদ্য পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। বৎসর তিনেক আগেও এই জেলায় ব্যাপকভাবে খরা পরিস্থিতি দেখা দেয়। এই বৎসর প্রথমদিকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হতে থাকায় সুলক্ষণ বলে ধারণা জন্মে—এবং ভাল চাষের সম্পর্কে সকলেই আশান্বিত হয়; কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে—চাষের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে যায়। কৃষি বিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি নাগাদ ব্যাপকভাবে মুষলধার পশলা জোর বৃষ্টি যদি না হয় তবে ধান রোপণের কাজ শতকরা ৩০/৩৫ ভাগের বেশী হয়ত এগুবেনা—ফলে ফসলের অবস্থা কেবল অনিশ্চিতই নয়—বিশেষ আতঙ্কজনকও হয়ে উঠতে পারে।

সারা জেলায় এই বৎসর বর্ষার গতি প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জানুয়ারী মাস থেকে জুলাই পর্য্যন্ত গত সাত মাসে এই জেলায় গড়ে মাত্র ২২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর মধ্যে আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টিই বেশীরভাগ হয়েছে—প্রবল বর্ষণ মাত্র একবার বা দুবার হয়েছে। সেইজন্য চাষের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগুতে পারেনি। বৃষ্টিপাতের দিক থেকে পুঞ্চা ও নিতুরিয়া ব্লকের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। এখানে মাত্র ১৫ ইঞ্চির মত বৃষ্টি হয়েছে আর পুরুলিয়া, জয়পুর, ঝালদা, পাড়া, বলরামপুর, মানবাজার ২নং, কাশীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অবস্থা উনিশ বিশ অর্থাৎ হয়ত ১৮ থেকে ২০/২২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সারা জেলার মধ্যে বাঘমুণ্ডী ও বরাবাজার এই দুটি অঞ্চলের অবস্থা মোটামুটি ভাল অর্থাৎ ধান রোয়ার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে—কিন্তু ফসলের অবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে—ভবিষ্যতে বৃষ্টির গতি প্রকৃতির উপর। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এই জেলায় পুনরায় গুরুতর খরা পরিস্থিতি এবং তজ্জনিত দারুণ খাদ্য সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছে। গতবারের অপেক্ষাও এই বৎসরের সঙ্কট আরও গুরুতর হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

এই খরা পরিস্থিতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। চাষের কাজ অধিকাংশ স্থানেই বন্ধ হয়ে থাকায় লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ কৃষি শ্রমিক ও ক্ষুদ্র চাষী বেকার অবস্থায় অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। টেস্ট রিলীফের কাজ এই বৎসর এই জেলায় বন্ধ আছে। রিলীফের কাজে পনেরো আনাই চুরি চামারী ও জালিয়াতী হয় বলে টেস্ট রিলীফের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ব্লকে ব্লকে সি-আর-এস (ক্যাথলিক রিলীফ সার্ভিসেস) স্কীমের ত্রাণ-ব্যবস্থাদি চালানো হচ্ছে। এই "কাজের জন্য খাদ্য" প্রকল্পের কাজগুলিও যে দুর্নীতিমুক্ত এমন কিছু মনে করার কারণ নেই।

সমগ্র জেলাব্যাপী বেকারী ও অভাব অনটন দেখা দেওয়ায় চুরি ডাকাতি ও খুন খারাবী অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যার পর বিভীষিকার রজনী নেমে আসে—কোন গ্রামে কার ঘরে চুরি, ডাকাতি বা সিঁদ দেওয়া হবে কেউ জানেনা—সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রাত কাটায়। দুর্বৃত্ত বা ডাকাতেরা কখনও কখনও সত্তর আশী জনের দল পাকিয়ে পাইকারী হারে এক একটা মহল্লায় ডাকাতি করে চাল ডাল, বাসন কোসন, টাকা পয়সা যা পায় তাই লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। দেশে কোনওরূপ আইন শৃঙ্খলা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেনা।

চাল ডাল সহ সমস্ত প্রকার অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়ে উঠেছে। চালের দর ইতিমধ্যেই ২ টাকা ২৫ পয়সার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে—কল্পনার অতীত।

শ্রাবণ সংক্রান্তির সময় ও পরে বিক্ষিপ্তভাবে অপেক্ষাকৃত প্রবল বর্ষণ হলেও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে সামান্যই এবং তাও অতি বিলম্বে বর্ষণ হোল। ফলে ফসলের ভাগ্যে যাই থাক্ অন্ততঃ আরও কিছু খিল জমিতে ধান্য রোপণ সম্ভব হয়েছে। এতে সামগ্রিক পরিস্থিতির সামান্য মাত্রই হেরফের হবে।

চাষের বিবিধ উপকরণ, যথা বীজ, সার, ঋণ কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি জোগান ও সরবরাহের অনিশ্চিত ও অপ্রতুল ব্যবস্থা এই জেলার চাষের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সরকারী উদ্যোগে যে ভাবেই যা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করা হোক না কেন সাধারণ চাষীর হায়রানীর সামান্য মাত্রই লাঘব হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার সেচের খাতে লক্ষ লক্ষ, এমন কি, কোটী কোটী টাকা বরাদ্দের কথা শোনা যাচ্ছে এবং সেচ সমস্যা সমাধানে ব্যাপক কর্ম্মকাণ্ডও চলছে বলে দাবী করা হচ্ছে—কিন্তু ফলশ্রুতি হিসাবে কতজন চাষী উপকৃত হচ্ছে অথবা কত বিঘা নূতন জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তার কিন্তু হিসাব পাওয়া যায় না। বিহার আমল থেকেই জেলার সেচ সমস্যা সমাধানের নামে এই পরিহাস চলে আসছে। —জেলার চাষ এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর।

—-•-—

সংবাদ ও আলোচনা

তিন বছরের জন্য ধর্মঘট ও লকআউট বন্ধ রাখতে রাষ্ট্রপতির আবেদন

১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি আকাশবাণী মারফত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বাণীতে এই আবেদন ও আহ্বান রাখেন যে দেশে অর্থনৈতিক দুর্গতি যখন চরম তখন ধর্মঘট ডেকে, লক আউট ঘোষণা করে কখনই কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারেনা। সুতরাং জাতীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা মনে রেখে শ্রমিকরা অন্ততঃ তিন বছর ধর্মঘটের কথা ভুলে যান। আর মালিকরাও অন্ততঃ তিন বছর লক আউট থেকে বিরত থাকুন। শ্রমিক ও মালিকরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে নিজেরাই এই সিদ্ধান্ত নেবেন বলে রাষ্ট্রপতি আশা করেন।

দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একে দেশের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করে তিনি বলেন যে—গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে জনগণের স্বার্থ দেখার জন্য গণ কমিটি গড়ে উঠুক তবে তারা আইনকে সাহায্য করবার জন্যই কাজ করবেন আইন তারা নিজের হাতে যেন না তুলে নেন। তিনি একথা বলেন যে—নির্ভয়ে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অসাধু ব্যবসা দুর্নীতি, স্বজন পোষণ পক্ষপাতিত্বের কথা তুলে ধরতে হবে—তবে সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া দরকার।

বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত বিবেকহীন লোক মজুতদারী, লাভখোরী এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজ করে যাচ্ছেন—তাদের সম্বন্ধে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন যে—"আমার একথা ঘোষণা করতে কোন দ্বিধা নেই যে এই সমস্ত লোকদের সমাজের শত্রু বলে কলঙ্কিত করতে হবে এবং কঠোরতম সাজা দিতে হবে।

শ্রীগিরি কংগ্রেসের নাম না করলেও—তিনি এই দলকেই উদ্দেশ্য করে বলেন যে—"কোন কোন রাজ্যে যে রাজনৈতিক গতি দেখা গেছে তা স্থায়ী গবর্মেন্টের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে রায় দিয়ে গবর্মেন্ট নির্বাচন করে—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে তা কাজে লাগিয়ে সেই রায়কে নিয়ে দাগাবাজি করা যায়না।

যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন তাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে—জনগণের আস্থাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি—এ বিষয়ে যেন তারা অবহিত হন।

রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে—দেশের খরা, বিশেষভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন যে—প্রত্যেকটি নাগরিক তার খাদ্য এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যুক্তিসঙ্গত দামে পাবার অধিকারী। রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে আবেদন জানান।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এবার রাষ্ট্রপতির ভাষণ চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করেছে। নিজের সরকারের কাজের অগ্রগতির সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বলেননি—কিন্তু কংগ্রেস ও শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের তিনি প্রকারান্তরে যে সমালোচনা করেছেন—এর পূর্বে কোন রাষ্ট্রপতি কোন ক্ষেত্রেই তা করেননি।

স্বাধীনতা দিবসে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ

১৫ই আগষ্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধান মন্ত্রী এক বিরাট জনসভায় জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তার ভাষণে তিনি প্রথমেই বলেন যে—১৮ই আগষ্ট দিল্লীতে পাক-ভারত আলোচনা নূতন করে সুরু হবে এই আলোচনা যদি ব্যর্থ হয় তবে তার জন্য ভারত বা বাংলাদেশ দায়ী হবেনা।

তিনি তার ভাষণে দেশের খরা পরিস্থিতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলে সারা দেশকে কৃচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টি করে কৃচ্ছতা পালনের জন্য আবেদন করে বলেন যে —এই এক বছর দেশবাসী অনাবশ্যক জিনিষপত্র কেনাকাটা বন্ধ রাখুন। উৎপাদন বাড়ানো এবং ধর্মঘট লকআউট স্থগিত রাখার কথা তিনি বিশেষভাবে বলেন।

শ্রীমতী গান্ধী তার ভাষণে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন—অর্থাৎ গমের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।

এবার স্বাধীনতা দিবসে শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ খানিকটা আত্মরক্ষামূলক ছিল।

কালো বাজারিদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর অভিযান

নয়া দিল্লীর ১৮ই আগষ্ট তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে—দিল্লী প্রদেশ যুব সংঘের এক সমাবেশে প্রধান মন্ত্রী ভাষণ প্রসঙ্গে দেশের সমস্ত যুবশক্তির উদ্দেশে বলেন যে তোমরা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে তোল যাতে কালোবাজারী ও মজুতদাররা অতিষ্ঠ হয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে অসমর্থ হয়। তিনি বললেন যে—সরকার এইসব কালোবাজারী ও মজুতদারদের মতো সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং নিতে যাচ্ছেন কিন্তু এই বিভীষিকা কেবল আইন দিয়ে দমন করা যাবেনা এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে হবে! তিনি বলেন যে—স্থানীয় লোকেরাই জানে কারা কালোবাজারী। অবশ্যই এদের খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, কারণ এরা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী—দেশের সামনে বর্তমানে যে সংকট দেখা দিয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য যুবকদের অনুরোধ জানান। তিনি মনে করেন সমাজ এবং দেশ আজ কোন্ পথে চলবে যুবকদের তাও ঠিক করে দিতে হবে।

যুবশক্তি যদি কালোবাজার, মজুতদারী দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন অভিযান চালাতে সত্যই বদ্ধপরিকর হয় তাহলে এই যুবকদের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে, সমস্ত প্রকার অন্যায় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে—এবং দেশকে সমাজকে যদি যুবকদেরই আজ পথ ঠিক করে দিতে হয়—তা হলে প্রথমে তাদেরই নিজেদের পথ ঠিক করেত হবে। যে অভিযান, যে চ্যালেঞ্জের আহ্বান আজ এসেছে বলা হয়েছে সে চ্যালেঞ্জটা কি? কারা দিচ্ছে? সে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পাপের সেনাদের চ্যালেঞ্জ—সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে যুবকদের আজ পুণ্য-সেনা হতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হলে নিজেদের নৈতিক ভিত্তি, ন্যায়ের ভিত্তি দৃঢ় করতে পারলেই সেই অভিযান করার অধিকার জন্মে। এই কর্তব্য দ্বারা এই অধিকার অর্জন করতে পারলে শুধু তার হুঙ্কারেই পাপের সেনা স্তব্ধ হয়ে যাবে—কিন্তু তা যদি না হয় তবে কিন্তু ঐ কালোবাজারী আর দুর্নীতির শক্তি অভিযাত্রীদের গ্রাস করে নেবে। এই সত্যকে উপলব্ধি করেই এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলেই যুবশক্তি সমাজ ও দেশকে—সত্যিকারের পথ দেখাতে পারবে।

মালদহে মন্ত্রীসভার বৈঠক : বন্ধ্-এর ডাক : মুখ্যমন্ত্রী

মালদহ সহরে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার বৈঠক ঘোষণা করার পরে—সি-পি-আই, সি-পি-এম জনসংঘ ও সংগঠন কংগ্রেস এই চারটি দল মিলে সকাল ৬টা থেকে সুরু করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মালদহ বন্ধের ডাক দেন। তাদের বহু কিছু দাবীর মধ্যে একটা দাবী হচ্ছে—মালদহের কংগ্রেস এম-এল-এ গৌতম চক্রবর্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং জেলা শাসক ও মহকুমা শাসককে বদলি করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় ১৬ই আগষ্ট এই ব্যাপারে মালদহ যান। তিনি এই বন্ধ্-এ জনসাধারণকে যোগ না দেবার জন্য আবেদন জানান। তা ছাড়া মজুত বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন—

আমরা মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে বিশ্বাসী বলে কাউকে ফাঁসী দেবার কথা বলতে পারছিনা, তবে চোরাবাজারী ও মজুতদারদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারি এবং ওদের নাগরিক অধিকার হরণ করতে পারি।

শ্রীরায় আজ যেটা বলছেন—সেটা করার ক্ষমতা কংগ্রেসের স্বাধীনতার পরেই ছিল। তখন থেকে সত্যসত্যই এটা বাস্তবায়িত করতে পারলে আজকে আর এ অবস্থা হতনা। তবে একটা কথা অতীব সত্য তা হচ্ছে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ জনগণের প্রচেষ্টা না হলে কেবলমাত্র সরকার এবং কংগ্রেসের সমর্থকদের প্রচেষ্টায় কোন বাঞ্ছিত পরিণতি হতে পারবেনা।

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৩রা ভাদ্র, ১৩৮০, সোমবার

গান্ধীবাদী যুগ

নয়া দিল্লীতে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি গিরি এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট যা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রনিধানযোগ্য। শ্রীগিরি বললেন—

"গান্ধীবাদী যুগের ত্যাগ ও সেবার ভাবনা যদি আমরা পুনরায় অধিকার করতে পারি তবেই দেশে গণতন্ত্র রক্ষা পাবে।

এর পরেই তিনি বললেন—"জনসাধারণের সাধারণ চরিত্রকে আমাদের সমগ্রভাবে উন্নত করতেই হবে। প্রকৃত পক্ষে সম্ভব হলে আমাদের আবার সেই গান্ধীজীর সময়ে ফিরে যেতে হবে – যখন জনগণ কোন কিছুই আশা না করে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল।"

যে পরিস্থিতি বর্তমানে চলেছে-তাতে আমরা ভেবেছিলাম গান্ধীজীর যুগ শেষ হয়ে গেছে—গান্ধীজী কেবল ছবিতে, মূর্তিতে ও বইয়ের মধ্যেই আছেন। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়—ভারতের রাষ্টপতি বলছেন আমি গান্ধীবাদী—গান্ধীজীর সময় ফিরিয়ে আনতে হবে—না হলে উদ্ধার নেই ; প্রধানমন্ত্রী বলছেন—আমি গান্ধীবাদী, সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিতে ঢেলে ব্যবস্থা করতে হবে ; পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় বলছেন—আমি গান্ধীবাদী নইলে কালোবাজারীদের ফাঁসী দিতাম ; যুবকংগ্রেস বলছে—আমরা গান্ধীবাদী ; ছাত্রপরিষদ বলছে আমরা গান্ধীবাদী ; মায় পুরুলিয়ার কংগ্রেসী এম-এল-এ বলছে আমি গোঁড়া গান্ধীবাদী—অতুলচন্দ্র ঘোষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে দিবনা! দিবনা!! দিবনা!!!

পুরুলিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে জনৈক এম-এল র গান্ধীবাদের পরিচয় একইভাবে বর্তমানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৃহত্তররূপে প্রতিভাত নয় বলেই ভরসা করে এবিষয়ে কিছু বলবার স্পর্ধা করছি। দেশবাসী অবহিত হোন।

ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে মূলগতভাবে গান্ধীজীকে অস্বীকার করল। প্রবল গান্ধী বিরোধী ডঃ অম্বেদকরকে চেয়ারম্যান করে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া তৈরী হল, তারপরে ভারতীয় সংবিধান সভায় (কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীতে) গান্ধীজীর অনুবর্তিদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব রূপ-রেখার বিরোধী এক অভারতীয় সংবিধান তৈরী করে ভারতবর্ষের মাথায় চাপিয়ে দিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতি আজ গ্রামে গ্রামে জনগণের স্বার্থ দেখার জন্য গণকমিটির কথা বলছেন। ভারতের সর্বত্র আজ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র প্রাপ্তির সমস্যাও এমন এক বিভীষিকার রূপ ধারণ করেছে যার মোকাবিলা করা প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমাদের বি-ডি-ওর পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে এবং পরিস্থিতি যা চলেছে তাতে হয়তো আয়ত্বের বাইরেই চলে যেতে বসেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে রাষ্ট্রপতি নিরাশ হয়ে বলছেন—"I would be happy if every citizen of India is enabled to live in at least the conditions that prevailed in the jails when we all went to jail in the national struggle, when everyone got a meal, regular work and minimum amenities."

লোকসভায় নয়, বিধানসভায় নয়, বিরোধী পক্ষ নয়, ভারতের রাষ্ট্রপতি বলছেন—"আমি সুখী হতাম যদি প্রত্যেকটি ভারতবাসী—আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামের সময় যখন জেলে গিয়েছিলাম, তখন জেলের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাতেও থাকতে পারতো অর্থাৎ প্রত্যেকেই আহার পেতো নিয়মিত কাজ পেতো এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিষ পেতো।"

অবস্থাটা উপলব্ধি ও অনুভবের বিষয়। কী শোচনীয় অবস্থা! স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি আজ পঁচিশ বৎসর স্বাধীনতার পরে বলছেন—ইংরাজের অধীন পরাধীন ভারতবর্ষে চোর ডাকাত খুনেরাও বাইরে নয় জেলখানায় (সাধারণতঃই জেলখানা সবচেয়ে খারাপ জায়গা) যা পেতো, যে অবস্থায় ছিল—আজ স্বাধীন ভারতের লোকেরা তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে—সেই অবস্থাও যদি পাওয়া যেত তাহলেও স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি সুখী হবেন। এতেই দেশবাসী বুঝুন দেশের অবস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কোন ভিত্তি, কোন পথ, কোন উপায় কেউ দেখতে পাচ্ছে না—প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সকলেই সংশয়াত্মা হয়ে চিন্তা ও পরিকল্পনাবিহীন কতকগুলি অবাস্তব কর্মের আশ্রয় নিয়ে ভাবছেন এতেই হবে—কিন্তু তা হতে পারে না—এতে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যাবে।

গান্ধীজীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাস্তব পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীত গণতন্ত্র যাকে ভারতীয় ভাষায় বলা হয় পঞ্চায়েত। এর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—যেখানে কেবল ভারী শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব থাকবে আর অন্যান্য সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রাম্য শিল্প, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে হবে। ভারতীয় সংবিধানে এই বিকেন্দ্রীত গণতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা নেই, এ বিষয়ে কেবলমাত্র রাজ্যগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেন্দ্রীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতো গান্ধীজীর ছবি টানানোর মতো টানিয়ে রাখা হয়েছে।

গান্ধীজীর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, বাস্তব, সুদূর প্রসারী—তিনি সেই ১৯২১ সাল থেকে বলে আসছেন ভারতবর্ষের এই কোটি কোটি মানুষের শ্রম অলস হয়ে পড়ে আছে—এই idle man power অর্থাৎ এই অলস মনুষ্য শক্তিকে যদি উৎপাদনের কাজে সক্রিয় না করতে পারা যায় উৎপাদনশীল না করতে পারা যায় তবে এই বিরাট মানব সমষ্টি দেশের, গবর্মেন্টের পক্ষে লায়েবিলিটিস—অর্থাৎ দায় হয়ে পড়বে—এই ছিল তার চরখার অর্থনৈতিক দর্শন।

সর্বোপরি গান্ধীজী সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন ব্যক্তির ও জাতির চরিত্র গঠন—নৈতিক শক্তির অর্জন ও বিকাশ। এ যদি না হয় তবে সম্পদ-বিপদ হবে। ক্ষমতা প্রবলের হাতে উৎপীড়নের যন্ত্র হবে। হয়েছেও তাই। রাষ্ট্রপতি জাতির চরিত্র গঠনের কথা বলেছেন—কারা জাতির চরিত্র গঠনের গতি দেবে--প্রেরণা দেবে আদর্শ দেবে? রাষ্ট্রপতি একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য গ্রহণ করুন—যারা শাসন দায়ীত্বে ক্ষমতা নিয়ে আছেন তাদের চরিত্র গঠনের ভার গ্রহণ করুন, অথবা এদিক দিয়ে যারা অবাঞ্ছিত তাদের পরিহার করে ক্ষমতার ক্ষেত্র পরিশুদ্ধ করুন, দেশের জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠবে।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন তিনি গান্ধীবাদী, প্রধান মন্ত্রী বলছেন তিনি গান্ধীবাদী, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় বলছেন তিনি গান্ধীবাদী, নব কংগ্রেস বলেছেন তারা গান্ধীজীর আদর্শের রূপায়ণ চান, যুব কংগ্রেস বলছেন গান্ধীবাদ তাদের আদর্শ, ছাত্র পরিষদ বলছে তারাও গান্ধীবাদী, এরা যদি সত্যই কেবল গান্ধীজীর নৈতিক শক্তিই—মূলগত ভাবে নৈতিক আদর্শকে নিজেদের জীবনের ক্ষেত্রে, সংগঠনের ক্ষেত্রে সত্যই বাস্তব করতে দৃঢ় পণ করতে পারেন তবে আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে—জাতিকে এরা সত্যই পথ দেখাতে পারবেন। যে সব সমস্যা আমাদের সামনে বিভীষিকা হয়ে দেখা দিচ্ছে—সেগুলি সূর্য্য কিরণে কুয়াশার বিলুপ্তির মতো বিলীন হয়ে যাবে। আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে বলছি—আমাদের জাতীয় জীবনে এ সত্যের চেয়ে বড় সত্য, বাস্তব সত্য, বাঁচবার ও বাঁচাবার সত্য আর কিছু নেই।

বি দাসগুপ্ত

——o——

স্বাধীনতা দিবস ও অরবিন্দ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

গত ১৫ই আগষ্ট লোকব্রতী সোসাইটীর কার্যালয় প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দ জয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান মণ্ডপে ঋষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, ঋষি নিবারণ চন্দ্র প্রমুখ বরেণ্য নেতৃবর্গের প্রতিকৃতি দ্বারা মঞ্চ সুসজ্জিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বলেন যে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা জাতীয় সংগ্রামের ফলশ্রুতি স্বরূপ, অথবা যুদ্ধোত্তর বিশ্বের আন্তর্জাতিক চাপের জন্য লাভ হয়েছে এই প্রশ্ন

কোনও কোনও মহলে তোলা হচ্ছে। কিন্তু তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি প্রকৃতি; ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা সম্পর্কে যাঁদের সম্যক ধারণা আছে এবং দেশের শহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ত্যাগ ও সাধনা সম্পর্কে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে—তাঁরা কখনই এই প্রশ্ন করবেননা। ভারত নিজের শক্তিতেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মানভূমের স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ ও ধারার বিবরণ দিয়ে বলেন যে মানভূমের দরিদ্রতম ও সর্ব্বাপেক্ষা অবহেলিত সম্প্রদায় যে সকল নিরক্ষর ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কর্ম্মীরা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করে - সারা ভারতে সেরূপ দৃষ্টান্ত খুবই অল্প আছে। মানভূমের ঝালিদা ও মানবাজারে যথাক্রমে ১৯৩০ সাল এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যে সপ্ত শহিদ আত্ম বিসর্জ্জন করেন তিনি তার বিশদ বিবরণ দেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে ঋষি অরবিন্দ সহ দেশের শহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর দেশের দারিদ্র্য, বেকারী, অশিক্ষা প্রভৃতি অভিশাপ দূর করার জন্য দেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণের সক্রিয় যোগসূত্র স্থাপনে এবং সার্থক পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে সরকারের তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতারও তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।

শ্রীবীর রাঘব আচারীয়র তাঁর ভাষণে বলেন–স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের শহিদ ও জনসাধারণের অবদান অনস্বীকার্য্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গত ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে ব্যাপকতর গণ-আন্দোলনের আকারে আত্ম প্রকাশ করতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের তথা কংগ্রেসের উচ্চ শ্রেণীর নেতৃবর্গ আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তার ও শক্তিতে নিজেদের নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ শাসন শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে স্বাধীনতা লাভ করেন। সেইজন্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার বাঞ্ছিত রূপ গ্রহণ করতে পারে নি।

ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক বলেন—সিপাহী বিদ্রোহের আমল থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলেও এই সংগ্রাম ব্যাপক ও সঙ্ঘবদ্ধ আকারে গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সালে। ইতিপূর্ব্বে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও ব্যাপক ও সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলেও তা কেবলমাত্র বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলন; নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান; ভারতে নৌ বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে—ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি কেবলমাত্র দুইশত বৎসরের বৃটীশ শাসনই নয়—প্রকৃতপক্ষে তারও পূর্বে মোগল ও পাঠান সাম্রাজ্যের পত্তন থেকে ভারতের পরাধীনতার যুগ শুরু হয়। সুতরাং ১৯৪৭ সালে ভারত প্রকৃত পক্ষে সহস্রাধিক বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়। সুতরাং সহস্রাধিক বৎসরের পরাধীনতা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে পঙ্কিলতা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—তার থেকে দেশকে মুক্ত করার শক্তি কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের দ্বারা যে সম্ভব হয়নি—গত ছাব্বিশ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় শ্রীনন্দদুলাল মিত্র, শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রমুখেরাও অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উপসংহার ভাষণে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্য্যায়ের রূপ ও বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে ভারত তার আত্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সার্থক সংগ্রামের দ্বারাই দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে।

—০—

পশ্চিমবঙ্গে পাটের বদলে ধান চাষ

কেন্দ্র যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন ও চাহিদামতো চাউলের জোগান না দেয় তবে পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ কমিয়ে সেই জমিতে ধান চাষের ব্যবস্থা করতে হবে বলে পঃ বঙ্গ প্রাঃ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র বলেন। এই ব্যাপারে কংগ্রেসজনদের এক বৈঠকে বিশেষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

একবার পরিস্থিতিটা দেখুন। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জমি এক কোটি সত্তর লক্ষ একরের মত। পাট চাষ হয় প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ একরে। এবার গত বছরের তুলনায় দু লক্ষ একর বেশী জমিতে পাট চাষ হয়েছে। ধান চাল সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা ছিল তিন লক্ষ টন—হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টন। বলা হচ্ছে যে ধানের জমিতে বেশী করে পাট উৎপাদনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারছে না। সুতরাং পাটের জমিতে ধান চাষ করতে হবে।

এই ব্যাপার নিয়ে বেশ শক্ত হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা না করলে হবে না। কিন্তু পাটটা সরাসরি কেন্দ্রের স্বার্থ। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেও—কেন্দ্র এ ব্যাপার রাজী হবে না। চাপ দিয়ে কেন্দ্রকে রাজী করাবার ক্ষমতা প্রাদেশিক কংগ্রেস বা রাজ্য সরকারের নাই যা অন্যান্য রাজ্যের আছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের লোকের দুর্দ্দশা হবেই।

—০—

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি

এই স্মারক সমিতিতে যারা অর্থ দিয়েছেন তাদের ২য় তালিকা প্রকাশিত হল:—

সর্ব্বশ্রী

১।	থাঁদু দেঘরিয়া—	৫০৲
২।	শংকর চৌধুরী—	৫০৲
৩।	ফণীভূষণ সিংহ দেও—	৫০৲
৪।	নবীন মাহাত—	৩১৲
৫।	শিবরাম ঠাকুর –	২৫৲
৬।	শ্রীমতী চিরোলা মাহতান—	২০৲
৭।	রামকিঙ্কর মাহাত –	২০৲
৮।	শ্রীপতি গোস্বামী –	২০৲
৯।	মনোহর মাহাত—	১০৲
১০।	মোহিনীলাল মাহাত, পিটিদিরী—	৩০৲
১১।	লালমোহন মাঝি, সিন্দরাইডি—	৫০৲
১২।	বিহারীলাল মাঝি, সিন্দরাইডি—	৫০৲
১৩।	শ্রীমতী মিথিলাবালা নাপিতানী, সিন্দরাইডি—	১০৲
১৪।	বিপিন মাহাতো, বাগডেগা—	৪০৲
১৫।	দুর্গাচরণ মাঝি, কোণাপাড়া –	১০১৲
১৬।	বুচন মাহাত, কোণাপাড়া—	১০০৲
১৭।	ভাদরী মাহাত, কোণাপাড়া—	১০০৲
১৮।	শ্রীমতী থাঁদি মেঝান, কোণাপাড়া—	৪০৲
১৯।	সতীশ কর্মকার, পানিপাথর—	৪০৲
২০।	শ্রীপতীলাল মাহাত, চেপুয়া—	৫০৲
২১।	কৃত্তিবাস মাহাত, চেপুয়া—	৫০৲
২২।	চরণ মাহাত, চেপুয়া –	২০৲
২৩।	ফালগুণী মাহাত, চেপুয়া—	৫০৲
২৪।	মাগারাম সহিস, চেপুয়া—	২০৲
২৫।	শ্রীমতী টুনি মেঝান, কালিয়ারডি—	২০৲
২৬।	লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, মেট্যালা—	১০৲
২৭।	শ্রীমতী জুহিবালা মাহাতান, চিরুগড়া—	২৫৲
২৮।	শ্রীমতী বিমলা মাহাত—	২৫৲
২৯।	জাগরণ কর্মকার, মাঝিহিড়া—	৩০৲
৩০।	ভারতচন্দ্র মাহাত, কাঁটাপাহাড়ি—	৫০৲
৩১।	প্রফুল্লরঞ্জন দাস, পুরুলিয়া—	৫১৲

—০—

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মালদহ বন্ধের ব্যাপার

মন্ত্রী সভাকে উপলক্ষ্য করে সি-পি-এম, সি-পি-আই, জনসংঘ ও সংগঠন কংগ্রেস মালদহে ১৮ আগষ্ট শনিবার বন্‌ধ্‌-এর ডাক দিয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে ঐ চার দলের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে যে বন্‌ধ্‌ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এই দিনই মালদহ টাউন ময়দানে এক জনসভায় বলেন—মালদহ বন্‌ধ্‌-এর ডাক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

বিভিন্ন খবরের কাগজে ষ্টাফ রিপোর্টারদের রিপোর্ট পড়ে কোন ধারণা করা যায়না যে সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়েছে না সফল হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে আংশিক হলেও যদি কিছুমাত্রও বন্‌ধ্‌ হয়ে থাকে তবে সেটাও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ গোটা মন্ত্রীসভা মালদহর মতো সহরে যেয়ে বৈঠক করছেন—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সরকারী শক্তি একেবারে প্রত্যক্ষ সরাসরি ভাবে এই বন্‌ধ্‌কে বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। সেক্ষেত্রে আংশিক বন্‌ধ্‌ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা তথা সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ—যেটাকে উপেক্ষা করা যে কোন শক্তি বা দলের পক্ষেই মারাত্মক ভুল।

এই বন্‌ধ্‌-এর ব্যাপারে মালদহে প্রায় ৭৫ জনকে গেপ্তার করা হয়েছে—পুলিশ মত লাঠি চালনা করতে বাধ্য হয়েছে, ঢিল পাটকেলে দু একজন মন্ত্রী রাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু আঘাত পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় তার বক্তৃতায় সি-পি-আইর ভূমিকা সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে—এরা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোরচার শরীক আবার সি-পি-এম-এর শরীক হয়ে বন্‌ধ্‌ করেছে। সি-পি-আই বন্ধুদের কংগ্রেস সম্বন্ধে আর একবার ভাবতে হবে।

মালদায় রাত্রিবেলা মন্ত্রীসভার বৈঠক যথারীতি হয় বলে প্রকাশ। ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার পরিষদের তরফ থেকে বলা হয়েছে—মালদাতে মন্ত্রীসভার বৈঠক চলা কালে বন্‌ধ্‌ পালিত হয়েছে এজন্য তারা জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সি, পি, আইর অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। শ্রীমতী গীতা মুখার্জী অভিযোগ করেন যে—বন্ধ সমর্থকদের উপর লাঠি চালানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ব্যাপারটা একটা জটিল আবর্তের মতো চলেছে। এই সব ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ সি, পি, আইর অর্থাৎ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির (দক্ষিণ) পশ্চিমবাংলায় ভূমিকা। রাজনীতির এক তত্ত্ব মতে—যারা কংগ্রেস এবং সি, পি, আইর মধ্যে সুহৃদভেদ করতে চেয়েছিলেন তারা সফল হতে চলেছেন—২৭শে জুলাইয়ের বন্‌ধ্‌ আর ১৮ই আগষ্টের বনধের পরে সেটা ভালরকম প্রকট হয়ে পড়েছে।

খেলার মাঠে ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানে মারামারি

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা হয়ে গেছে কিন্তু গত ১৪ই মঙ্গলবার কলিকাতার ময়দানে যা হয়েছে তার তুলনা হয় না। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে ফুটবল খেলায় ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে এক গোলে পরাজিত করে। খেলারশেষে রেফারী হুইসিল বাজিয়ে খেলার পরিসমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মারামারি সুরু হয়ে যায়—খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে এবং দুই পক্ষের সমর্থক দর্শকদের মধ্যে। খেলোয়াড়দের মধ্যে মারামারিতে দু চার জন আহত হন তবে খেলার রেফারি শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত বিশেষভাবে আহত হন। দর্শকদের মধ্যে সোডার বোতল ও ঢিল পাটকেল নিক্ষেপ একটা যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবর্ষণের মতই চলে। কম বেশী প্রায় ১০০ জন আহত হন।

ব্যাপারটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে নয়। রাজনৈতিক দলের মধ্যে মারামারিতে খেলোয়াড়ী মনোভাব থাকেনা। কিন্তু খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষ করে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতো দুইটি শীর্ষস্থানীয় ফুটবল দলের শীর্ষ স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে রাজনৈতিক দল পর্য্যায়ের মনোবৃত্তি এবং আচরণ যেভাবে বাস্তবরূপ গ্রহণ করছে তাতে এবার থেকে খেলার ময়দানে বোমা ও পাইপগান এবং ছোরাছুরির প্রাধান্য হলেই যেটুকু বাকী ছিল তার একেবারে ষোলআনা পূর্ণ হয়ে যাবে। এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন পশ্চিম বাংলার বহু স্থায়ী কলঙ্কের মধ্যে এটা প্রধানতম না হলেও অন্যতম প্রধান কলঙ্ক হয়ে রইল। পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিটাতেই কি সমগ্রভাবে নোনা ধরে গেছে?

ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত কথায় ও কাজে

গত শনিবারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় কলিকাতা মহাকরণ থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে—বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা অর্থাৎ চেম্বার অফ্‌ কমার্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বনস্পতি, সরিষার তেল মুগ ও মুসুরডাল 'না লাভ' না ক্ষতি'র ভিত্তিতে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্রয় করা হবে। দরও একটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল—যে দর আগের দরের চেয়েও অনেক বেশী এবং যে বর্দ্ধিত দরের পেছনে কোন যুক্তি নেই।

পরবর্ত্তী পরিস্থিতির পরিচয় এই যে—জনা কয়েক ব্যবসায়ী যারা আইনকে কিছু ভয় করে তারা ছাড়া বাকী সকলেই বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার আবেদনে কোন সাড়া দেন নাই অর্থাৎ দর বাঁধা জিনিষগুলি বাঁধা দরে বিক্রি করছেন না।

কলিকাতা এবং সহরতলির অবস্থাই যখন এই তখন সুদূর মফঃস্বলের গ্রামদেশের অবস্থা যে কি শোচনীয় সেটা সহজেই বোধগম্য। এখানে দরদাম, সরবরাহ সম্পূর্ণ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মর্জির উপরে নির্ভর করে। তারপরে দরদাম নিয়ে কিছু কড়াকড়ি যে পর্য্যায়ের থেকেই করা হোক না কেন—জিনিষপত্র উধাও হয়ে যায় বা সরবরাহ বন্ধ করে দোকানদার বসে থাকে। পুলিশকে তৎপর হতে বলা হয়েছে বটে—কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কংগ্রেস সমর্থিত ডিলার হলে তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। অন্ততঃ এদিকে যা দেখা যাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বাস্তব অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার অধিবেশন

আগামী ২৬শে আগষ্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হবে—অবশ্যই অল্পকালের জন্য। এই অধিবেশনে পঞ্চায়েত বিল সম্বন্ধে এবং খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হবে বলে প্রকাশ।

কংগ্রেসের ২২ দফা ও অজয়বাবু

সংবাদটি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসীদের দ্বারাই কংগ্রেসের এম, এল, এ চণ্ডিপদ মিত্রের খুনের পরে এবং কংগ্রেসের মধ্যে দল ও উপদলের মধ্যে ক্রমাগত হানাহানির ফলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসজনদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য গত ৭ই জুন এক ২২ দফা আচরণ-বিধি তৈরী হয় এবং সকলের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে তা কেউ মানছে না। প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে এসম্বন্ধে প্রায় ১৫০টি অভিযোগ পত্র এসে পড়ে আছে। মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। পরিশেষে গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় মহাকরণে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র ও কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মকর্ত্তাদের বৈঠকে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির কাজ হচ্ছে—আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সমূহ পর্য্যালোচনা এবং প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে আচরণ বিধি লঙ্ঘনকারী দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা। এই কমিটির সদস্য হলেন–সর্বশ্রী নিত্যানন্দ দে, সন্তোষ রায়, আনন্দ মোহন বিশ্বাস এবং মহম্মদ সোহরাব। এর চেয়ারম্যান হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী।

এর পরিণতি সম্বন্ধে দেশবাসী আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবে।

পৃথক কাছাড়ের দাবী

গত ১২ই আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে—বিহারের প্রাক্তন এম,পি, শ্রীদ্বারিকানাথ তেওয়াড়ির সভাপতিত্বে শিলচরে এক গণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। এই সম্মেলনে—পৃথক কাছাড় জেলার দাবী করা হয় এবং শ্রীতেওয়াড়ীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

কমিটি বর্ত্তমানে এ দাবীর সম্বন্ধে জেলায় প্রবল জনমত তৈরী করার চেষ্টা করবে এবং সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে—আন্দোলনের কার্য্যক্রম স্থির করার জন্য—আর একটি সম্মেলন ডাকা হবে।

সেপ্টেম্বরে খাদ্য পরিস্থিতির চরম দুরবস্থা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের খাদ্যাবস্থার সম্বন্ধে সংকট আশঙ্কা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি সেপ্টেম্বরে খুব খারাপের দিকে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন। ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চল থেকে শত শত লোক খাদ্য ও কাজের সন্ধানে ঘরবাড়ী ছেড়ে পরিবার পরিজন সহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে পড়ে আছে। কেবল মজুত-

মাল উদ্ধার ও কালোবাজারীদের সায়েস্তা করার মধ্য দিয়ে এ সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা হচ্ছে—কাজ দেওয়া এবং সরবরাহ বজায় রাখা। আমরা মনে করি এই সঙ্কটজনক অবস্থা একক সরকারী যন্ত্র ও কেবলমাত্র কোন বিশেষ দলের প্রচেষ্টায় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন সহযোগীতার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে ডেকে এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করা যায় সেটা ঠিক করতে হবে।

—•—

আমাদের একটি কর্ম্মীর বিষয়ে বিবিধ অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

নব কংগ্রেসের একটি স্থানীয় সাময়িক পত্রে (জন আহ্বানে) আমাদের একটি কর্ম্মীর বিষয়ে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। মানবাজার থানার চেপুয়া গ্রামের শ্রীশঙ্কর মাহাত। ঐ সাময়িক পত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হবার আগেই সিমেন্ট সংক্রান্ত এক অভিযোগে আমরা ওকে আমাদের সংঘের কাজ থেকে তদন্ত সাপেক্ষে সরিয়ে রেখেছি। গুরুতর অভিযোগ এসেছিল যে, কোনো কণ্ট্রাক্টরের যোগাযোগে বে-আইনী সিমেন্ট বিক্রিতে শঙ্কর সহযোগিতা করেছে এবং অবৈধভাবে রোজগার করেছে। এই অভিযোগ নিয়ে আসেন আমাদের শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত। অভিযোগ সত্য ব'লেই দৃঢ় ধারণা হয়। তবু সম্যক তদন্ত করা আমরা উচিত মনে করি। সংঘ থেকে বহিস্কৃত হবে কিনা চূড়ান্ত-ভাবে ধার্য্য হবে—তদন্তের পরই।

কিছুদিন থেকেই শঙ্করের মতি গতি ভাল বোধ হচ্ছিল না। বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে বিভিন্ন সংবাদে ওর বিষয়ে বিশেষ ধারণা হচ্ছিল। কিন্তু সঠিক তথ্য না পেলে কিছু করা যাচ্ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে সিমেন্টের ব্যাপার ঘটল।

ওপরে উল্লিখিত সাময়িক পত্রে শঙ্করের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা' এই। ছড়রায় রিফুউজীদের জন্য যে ঘর নির্ম্মাণ হয়েছিল—সেই ঘর এখন ভেঙ্গে জিনিষপত্র বিতরণ বা বিক্রি (?) হচ্ছে। কংসাবতী জলাধারের জন্য যারা উদ্বাস্তু হয়েছে, এমন দু'জন ব্যক্তির নামে ঐ ক্যাম্পের বাঁশ, রলা, খড় ইত্যাদি সাহায্য চাওয়া হয়। ঐ সাময়িক পত্রে অভিযোগ করেছেন যে, যে দুজন উদ্বাস্তুর নামে ঐ সব জিনিষপত্র নেওয়া হয়েছে—তারা তা পায়নি। তাদের নামে নিয়ে শ্রীশঙ্কর মাহাত ঐ সব জিনিষ আত্মসাৎ করেছে। ঐ সাময়িক পত্রটিতে এই অভিযোগ দেখে আমরা তথ্য জানবার জন্য লোক পাঠাই। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ সত্য ব'লেই মনে হয়েছে। এই বিষয়েও সম্যক তদন্ত আমরা করছি। শঙ্করের নামে অভিযোগগুলি প্রমাণিত হ'লেই ওকে সাংগঠনিকভাবে বহিষ্কার আমরা করব—এই সিদ্ধান্তই আমরা করব।

যে সাময়িক পত্রটি অভিযোগ তুলেছেন—তাঁদের বক্তব্য বা প্রচার এই যে, লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী জালিয়াতী করেছে। অভিযোগ আসার আগেই সংঘ থেকে শঙ্করের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এবং ঐ সাময়িক পত্রের অভিযোগের প্রতিও আমাদের সংঘ গুরুত্ব দিয়েছেন। যে নব কংগ্রেসের সাময়িকপত্র এই অভিযোগ তুলেছেন—তাঁদের প্রতি এই ব্যাপারে একটি বক্তব্য রয়েছে। ছড়রা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জিনিষপত্র বিলি বণ্টনের ভার ওঁদেরই নব কংগ্রেসের শাসনের হাতে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি যে ওদের দলীয় অনেক ব্যক্তি ঐ ব্যাপারে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তাছাড়া বিলি বণ্টনের ভার যাঁদের ওপরে ছিল—তাঁদেরও কার্য্যধারা নানা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। 'জন আহ্বান' বা নব কংগ্রেসের শাসন কর্তৃ-পক্ষের প্রতি বক্তব্য এই যে, যদি ঐ ব্যাপারে তাঁদের দলীয় ব্যক্তিদের অথবা শাসন বিভাগের পক্ষে যারা ঐ বিষয়ে বিলি বণ্টনের কার্য্যভার নিয়েছিলেন—তাঁদের কাজকর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ অভিযোগ রাখি—তাহলে তাঁরা কি সেই অভিযোগ সমূহের সম্যক তদন্ত এবং যথাবিহিত প্রতিবিধান ব্যবস্থা করবেন ?

—•—

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পুরুলিয়া জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণকে অবগত করা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গৃহে ৬০০০'০০ ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে বিদ্যালয় কমিটি তথা স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের পক্ষে আংশিক ব্যয়ভার বাবদ, নগদ এক হাজার টাকা জেলা স্কুল বোর্ডের মারফৎ স্থানীয় ট্রেজারীতে চালান সহ জমা দিতে হইবে এবং উক্ত চালানের এক প্রস্ত নকলসহ যথাযথ আবেদন আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখের মধ্যে জেলা স্কুলবোর্ড অফিসে দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থী বিদ্যালয়গুলির অবশ্যই নিজস্ব দায়মুক্ত জমি থাকিতে হইবে এবং পূর্ব্বাহ্নে উক্ত জমি জেলা স্কুলবোর্ডের পূর্ব্ব অনুমোদনক্রমে জেলা স্কুলবোর্ডের পক্ষে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) পুরুলিয়া মহাশয়ের নামে সর্ত্তহীনভাবে দান পত্রের দলিল সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে। অনুমোদিত বিদ্যালয়ের দেয় অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইবে। শ্রেণী-কক্ষগুলির নির্মাণ কার্য্য সরকারী নিয়ম অনুযায়ী টেণ্ডার আহ্বান এবং ঠিকাদার মারফৎ সম্পন্ন করা হইবে।

স্বাঃ—ডি, বড়ুয়া
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ)
জেলা স্কুলবোর্ড পুরুলিয়া।

নীলাম বিক্রয়

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর'৭৩ শনিবার বেলা ১২ ঘটিকায় নডিহাস্থ ম্যালেরিয়া আফিসে—স্থানীয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনার কিছু পুরাতন সামগ্রী নীলাম ডাকে বিক্রয় করা হইবে। সামগ্রীর বিশদ বিবরণ হুচুক পাড়াস্থ ম্যালেরিয়া আফিসে যে কোন কাজের দিনে আফিস চলাকালীন পাওয়া যাইবে।

ডঃ এম, এল, সাহা
মুখ্য জিলা স্বাস্থ্য আধিকারিক
পুরুলিয়া

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।
প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone – 508 / 414

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা | সোমবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৭৩, ১০ই ভাদ্র, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

আজ আশা করে আছি পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। —রবীন্দ্রনাথ

পুরুলিয়া জেলার সংকটজনক অবস্থা বার এসোসিয়েশনের প্রস্তাব

গত ১৮ই আগষ্ট ২·৩০ মিনিটের সময় পুরুলিয়ার বার লাইব্রেরীতে বার এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয় :—

প্রস্তাব

পুরুলিয়া জিলার বার এসোসিয়েশনের এই সভা—বর্তমান বৎসরে বর্ষায় বৃষ্টির স্বল্পতাহেতু যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই জিলাতে এই শ্রাবণ মাসেও প্রকৃতপক্ষে কোন বৃষ্টি না হওয়ার ফলে—যে সব জমিতে ধান চাষ হয় সে সব জমির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পতিত পড়িয়া আছে। অল্প-স্বল্প নীচু জমিতে যেখানে আষাঢ় মাসে ধান রোয়া হয়েছিল সে সব জমিও শুষ্ক হয়ে পড়েছে এবং যদি আর দিন কয়েকের মধ্যে কোন বৃষ্টি না হয় তাহলে সেই ধানের চারাগুলি শুকিয়ে যাবে এবং এই জেলার প্রধান ফসল ধান চাষের সম্পূর্ণ হানি হবে।

অদূর ভবিষ্যতেই দুর্ভিক্ষের যে করাল বিভীষিকা দেখা যাচ্ছে—সেই সম্বন্ধে গবর্মেন্টকে যথেষ্ট আগে থাকতেই সাবধান করে দেওয়া এই সভা কর্ত্তব্য মনে করে।

গত ১৯৬৭ সালে যখন এই জেলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা হয়েছিল সে সময় গবর্মেন্টকে জেলার সমস্ত জায়গায় লঙ্গরখানা খুলে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করতে হয়েছিল।

এই জেলায় সমস্ত জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে এবং আরও অন্যান্য কারণে এই জেলায় সর্বদাই বর্ষা কম হচ্ছে। এই জেলায় সেচ ব্যবস্থার কোন উন্নতিই হয় নাই যদিও গত দশ বছরের অধিক কাল ধরে একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে সেচ বিভাগের একটি অফিস এই জেলায় আছে।

এই জেলাতে—পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার পরে 'টেষ্ট রিলিফ' এবং গ্রাটুইটাস রিলিফের কাজে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বটে কিন্তু সেটা এই জেলায় যে সব সমস্যা আছে তার কোন সমাধান নয়।

চালের দাম এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এত বেশী হয়েছে যে তা এই জেলার অধিকাংশ লোকেরই ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। গ্রামে যারা গরীব এবং সহরের দরিদ্র সম্প্রদায়ও একরকম উপবাসেই দিন কাটাচ্ছে।

এই জেলার বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যেরা সকলেই শাসকদলের অন্তর্ভুক্ত। এমন একটা নিদারুণ বিপর্যায়কর পরিস্থিতিতেও তাদের নীরবতা বিস্ময়কর!

এই এসোসিয়েশনের অভিমত এই যে—এই জেলায় অবিলম্বে ব্যাপক-ভাবে রিলিফের কাজ আরম্ভ হওয়া দরকার। এম, আর, সপের মাধ্যমে যে গম, চাল ভুট্টা প্রভৃতি বিক্রয় হয় তার বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। গ্রামাঞ্চলে এই সব দ্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে—কারণ প্রায়ই এ সমস্ত কালোবাজারে চলে যায়।

এই জেলায় খরা সর্বদাই লেগে আছে—তার স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্যাপক ও সুশৃঙ্খলভাবে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ণের কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।

—•—

সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণ প্রসঙ্গে প্রথম ইউনিটটি চালু করার নুতন সম্ভাব্য তারিখ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ায় মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করে পরদিন অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে "আগামী ১১ই জুন প্রকল্পের ১২০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি অবশ্যম্ভাবীরূপে চালু করা হবে।" কিন্তু "নানান কারণে" সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভব হয় নি।

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীআবু বরকৎ আতা গনি খাঁ চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে সাঁওতালডির প্রথম ইউনিটটি চালু হবার যোগ্য হবে। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন স্থির থাকায় তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর এই ইউনিটটি চালু করার তারিখ চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হবে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী আরও বলেন যে ইঞ্জি-নীয়ারদের প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট যদি শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ করা না যায়—তবে সাঁওতালডি প্রকল্প রূপায়ণও বিলম্বিত হতে পারে এবং দেশের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদিও ব্যাহত হবে। সুতরাং ইঞ্জিনীয়ারদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট পরিত্যক্ত হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীজে, সি, তালুকদার; ইঞ্জিনীয়ার সদস্য শ্রীবি, এন, ব্যানার্জী এবং সাঁওতালডি প্রকল্পের ডেপুটী চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীজি, এস, সেন সহ বহু ইঞ্জিনীয়ার উপস্থিত থাকেন। এই সাঁওতালডি প্রকল্প চালু হলে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সঙ্কট বহুলাংশে মোচন এবং পুরুলিয়ার শিল্প বিস্তারে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে দাবী করেন। এই প্রথম ইউনিট চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় বয়লার, জেনারেটার টার্ব্বাইন প্রভৃতির স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পরীক্ষা মুলকভাবে এই যন্ত্রগুলি চালানো হয়েছে। সাঁওতালডি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সাঁওতালডি-পুরুলিয়া এবং সাঁওতালডি-দুর্গাপুর লাইন স্থাপন করাও সম্পূর্ণ হয়েছে।

সাঁওতালডি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল বিহারের তেনুঘাট থেকে সরবরাহ সম্পর্কে বিহার সরকারের সঙ্গে এখনও কোনও আপোষ মীমাংসা হয় নি। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ভোজুডির নিকট দামোদর নদে পাম্প হাউস বসিয়ে সাঁওতালডিতে জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার দ্বারা এই প্রকল্পের দুইটি ইউনিট চালু করার চাহিদা মিটবে কিন্তু তিনটি অথবা চারটি ইউনিটের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে না।

সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে সাঁওতালডি ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বহু প্রকার শিল্প গড়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

—•—

সংবাদ

নেতাজীর মৃত্যুর সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি

ভারত সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সম্বন্ধে সঠিক ব্যাপার জানবার জন্য এক নেতাজী তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশন ভারতবর্ষে নানা জায়গায় ঘুরে বহু লোকের অভিমত ও সাক্ষ্য প্রভৃতি নিয়েছেন। সম্প্রতি এই কমিশন তাইপে দ্বীপে গিয়েছিলেন। যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে বলা হয়—এই তাইপে দ্বীপেই সেই বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে বলে বলা হয়।

লোকসভার সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ ও এবিষয়ে তাইপে দ্বীপে গিয়েছিলেন। গত ২৩শে আগষ্ট লোকসভায় তিনি বলেন যে—তাইপেতে সমস্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত করে তার ধারণা হয়েছে যে নেতাজী তাইপেতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নি। তার এই অভিমত তিনি প্রধান মন্ত্রীকেও জানিয়েছেন।

লোকসভায় অধ্যাপক সমর গুহ এবিষয়ে তথ্য প্রকাশ সম্বন্ধে বলেন যে—তাইপেতে কিছু লোক শ্রীগুহকে বলেছেন যে ১৯৪৫ সালে যে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে বলে বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা ঘটেছে এক বছর আগে ১৯৪৪ সালে। নেতাজীর ডেথ সার্টিফিকেট বলে যা দেখান হচ্ছে তা আসলে একজন জাপানী সৈনিকের। এ বিষয়ে শ্রীগুহ একটি ফটোর কপি সবাইকে দেখান।

ভয়াবহ এনকেফেলাইটিস রোগ—বাঁকুড়ায়

সম্প্রতি এক নূতন রোগ বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানে—মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এই রোগে ইতিমধ্যে ২৩শে আগষ্ট পর্যন্ত বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় ৩৫০ জন আক্রান্ত হয়েছিল তারমধ্যে ১৩৩ জনই মারা গেছে। আমাদের প্রতিবেশী জেলা বাঁকুড়াতেই ২৩শে জুন থেকে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১২৯ জন আক্রান্ত হয়েছিল এবং তারমধ্যে ৫৪ জনই মারা গেছে। এটা সরকারী তথ্য।

পঃ বঙ্গের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন যে—এই রোগের কোন ঔষধ এ পর্যন্ত জানা যায় নাই। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি দল ইতিমধ্যেই এই রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে লেগে গেছেন। তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পূর্বেই এটা জানা গেছে যে—কিউলেক্স নামক এক ধরণের মশার কামড়েই এই রোগ সংক্রামিত হয়। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে মশা মারবার ও উৎপত্তি স্থল ধ্বংশ করার জন্য ব্যাপকভাবে ডি, ডি, টি, ও মশার তার সঙ্গে অন্যান্য জীবাণু নাশক ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই এনফেলাইটিস সম্বন্ধে আরও বলেছেন যে—এটা জাপানীজ ভাইরাস। কিউলেক্স মশার কামড়েই এই রোগ সংক্রামিত হয়।

এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে এই—

(১) তিন দিন যাবত প্রবল জ্বর চলে। টেম্পারেচার ১০০° থেকে ১০৪° ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠানামা করতে থাকে।

(২) ভয়ানক মাথা বেদনা।

(৩) ঘাড় শক্ত হয়ে যায়।

বাঁকুড়ার প্রতিবেশী পুরুলিয়া জেলায় এ বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তবে বাঁকুড়া জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ১২টি ব্লকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

রাজ্যের ২৭ সতাংশ স্কুলের ছাত্র রুগ্ন

৩রা আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে—পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ২৭ জন স্কুলের ছাত্র রুগ্ন বলে এক সরকারী পরিসংখ্যানে জানা গেছে। মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৩২ জন ছাত্রকে রাজ্যের ষ্টুডেন্ট হেলথ্ সেন্টারগুলি পরীক্ষা করে। এর মধ্যে ৬৪ হাজার ৭৭৯ জন ছাত্র অসুস্থ। এর মধ্যে শতকরা ১২ জন ছাত্র একাধিক রোগগ্রস্থ।

গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলের ছাত্ররাই বেশী রোগগ্রস্থ। শতকরা ২৬ জন দাঁতের অসুখে, শতকরা ১৭ ভাগ চর্মরোগে, শতকরা ৪ ভাগ চোখের অসুখে এবং শতকরা ১০ ভাগ ছাত্র টনসিলের অসুখে আক্রান্ত। শতকরা ১৩ ভাগ ছাত্র অপুষ্টিজাত রোগাক্রান্ত।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ ছাত্রকে স্কুল হেলথ্ স্কীমের আওতায় আনার পরিকল্পনা করছেন।

শিলংয়ে হরতাল, পুলিসের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস : ১৪৪ ধারা জারি

২২ আগষ্ট তারিখে সরকারী সূত্রে প্রকাশ যে—মেঘালয়ের আর্থিক উন্নয়নকমিটির কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক মেঘালয়ের সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে পুলিশ বেষ্টনী ভঙ্গ করলে পুলিশ তাদের উপর কয়েক রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে ও লাঠিচালনা করে। পরে শিলংয়ে নিষেধাজ্ঞমূলক ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

লোকসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীজি, সোয়েলের নেতৃত্বে রূপায়ণ কমিটি শিলংয়ে এবং গারো পাহাড়ের সদর দপ্তর তুরায় ১২ ঘন্টাব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের দাবিকে জোরদার করাই এর উদ্দেশ্য। রূপায়ণ কমিটির একজন মুখপাত্র বলেন, হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। কারণ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলি অচল হয়ে যায়। রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে এবং কোন বাজারই আজ খোলা হয় না।

পুলিশের সূত্রে জানা যায় সেক্রেটারিয়েট ভবনের সম্মুখের ঘটনাবলী সম্পর্কে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দ্রব্যমূল্য বেড়েছে না টাকার দাম কমেছে ? : টাকার দাম ২৫ পয়সা

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবন জানিয়েছিলেন, ১৯৭৩ সালের এক টাকা ১৯৪৭ সালের ৩৯ পয়সার সমান।

গত ২রা আগষ্টের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা খবর দিয়েছেন, এ হিসেব পুরানো হয়ে গেছে। ১৯৭৩ সালেরই এই কয়মাসে কংগ্রেস-সরকার যা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে ওই হিসেব আর চলছে না। নতুন হিসেব হল—এখনকার এক টাকা ১৯৬২ সালের ২৫ পয়সার সমান। চালু ভাষায় বলতে গেলে ১৯৬২ সালের তুলনায় টাকার দাম শতকরা ৭৫ ভাগ কমে গিয়ে টাকা হয়েছে ২৫ পয়সা।

এখন জিনিসপত্রের দাম প্রতি সপ্তাহে শতকরা ১ টাকা থেকে ২ টাকার মতো করে বাড়ছে। এর মধ্যে খাদ্যবস্তুর দামই বেশী বাড়ছে। ১—৭ই জুলাইয়ের সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের গড়পড়তা মূল্য বেড়েছিল শতকরা ১.২০ টাকা হারে; ৮—১৪ই জুলাইয়ের সপ্তাহে বেড়েছে শতকরা ১.৪০ টাকা হারে।

১৯৬২ সালের মূল্যমানকে যদি ১০০ টাকা ধরা যায়; তাহলে ৮—১৪ই জুলাইয়ের সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যমান ছিল ২৯২.৬০ টাকা। অর্থাৎ, ১৯৬২ সাল থেকে দশবছরে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে তিনগুণ হয়েছে।

বোম্বাইতে ডাক্তারদের নিয়ে বিপর্য্যয়কর অবস্থা

গত ১৭ই আগষ্ট বোম্বাইতে সরকারী এবং মিউনিসিপ্যালিটির এক হাজারের উপর ডাক্তার—আরো বেশী টাকা মাইনে ও আরও ভাল ব্যবস্থার দাবী করে ধর্মঘট করে। গত ১৮ই তারিখে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে—'মহারাষ্ট্র জরুরী কাজকর্ম চালু রাখা' আইনে এই ১০০০ ডাক্তারকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। পুনা এবং শোলাপুরের ধর্মঘটী ডাক্তারদের সম্বন্ধেও সেই একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এর পরে বরখাস্ত ডাক্তারদের সরকারী কোয়ার্টার থেকে বের করে দেওয়া হতে থাকে। ডাক্তারগণ আদালতে দরখাস্ত করার পরে এই বাড়ী ছাড়ার ব্যাপারটাকে স্থগিত রাখার আদেশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাড়ী ছাড়ান হয়। পুলিশকে এই কাজে বাধা দিতে গেলে—প্রায় ১০০ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তার হওয়া ডাক্তারদের মধ্যে মহারাষ্ট্র এসোসিয়েশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরদের সভাপতি মিঃ জর্জ মাথাইয়ের মতো বিশিষ্ট ডাক্তারও আছেন। পুলিশ দিয়ে জোর করে ডাক্তারদের বাড়ী থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে আরও ডাক্তার এই ধর্মঘটে যোগ দেবার ফলে ধর্মঘটে ডাক্তারদের সংখ্যা প্রায় ২০০০ হয়েছে। বোম্বাইয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মতন হয়েছে। এদের সহানুভূতিতে সংশ্লিষ্ট আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের লোক ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে। ৬টি বেসরকারী হাসপাতালের ডাক্তাররা ৪৮ ঘন্টা ধর্মঘট করছে। বোম্বাইয়ের ৪টি মেডিকেল কলেজের প্রায় ২৫০০ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা ১৭ই থেকে

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

১০ই ভাদ্র, ১৩৮০, সোমবার

কোন দিকে ?

অন্যান্য দেশের কথা এখন বাদই দেওয়া হল—এমন কি পাকিস্তান বাংলাদেশ, বা নেপাল যারা আমাদের ভারতবর্ষের তিন দিকের লাগোয়া প্রতিবেশী তাদের কথাও আজ আনছি না। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেই একবার পরিক্রমা করা যাক। ছোট বড় নানা প্রকার সমস্যায় জর্জরিত এই দেশটা। ক্রমশঃই সমস্যাগুলি বেড়েই চলেছে—তার বিচিত্র এবং বিশিষ্টরূপ নিয়ে যার মুখোমুখী করার সাহসও কেউ পাচ্ছে না, অথবা কিভাবে কি করতে হবে তার হদিসও কেউ পাচ্ছে না।

সবগুলি মিলিয়ে দেখা যাক সাধারণ পরিস্থিতিটা কি—কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোন দিকে এর গতি এবং কি তার পরিণতি ? আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যটাই বা কি ? বর্তমান পরিস্থিতি যদি সেই লক্ষ্য সাধনের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূল হয় তবে তার জন্য কি করা দরকার—কোন কার্য্যধারা কোনপথে করতে হবে, কারা করবে ?

এর আলোচনা—একটি বিরাট ব্যাপার। কার্য্য কারণ বিবেচনা করে এর মধ্যে প্রবেশ করলে নির্গমনের পথ সহজ ও অল্প নয়। কিন্তু এর আলোচনা প্রয়োজন, এ বিষয়ে চিন্তারও প্রয়োজন এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে--তা কার্য্যকরী করারও প্রয়োজন এবং তা করতে হবে দেশবাসীকে দেশের জনসাধারণকে। সে জন্য খুব সংক্ষিপ্ত হলেও তার আলোচনার স্থান রয়েছে—এই ক্ষুদ্র পত্রিকায়ও যদি দেশবাসীকে একটা খেইও ধরিয়ে দেওয়া যায়।

টাকার মূল্য অসম্ভব কমে গেছে। সেজন্য দ্রব্যমূল্য বেশী হয়েছে তা-ছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম হবার জন্যও বেড়েছে। এই কম সরবরাহের জন্য চোরাবাজারীরা মজুতদাররা এবং তার সঙ্গে কম উৎপাদন সবই জড়িয়ে আছে। সর্বদাকলো দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলেছে এবং এমনভাবেই বেড়ে চলেছে যে জিনিষ থাকা সত্ত্বেও তা সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ইতিমধ্যেই চলে গেছে—এবং আরও বাড়লে এবং বাড়বেই—তখন লোকের অবস্থাটা কি হবে সেটা অনুমান করতেও শঙ্কা হয়।

দেশে যারা শাসন দায়িত্বে আছেন এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না—তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণভাবে কোন নিয়ন্ত্রণের ধরা বাঁধার মধ্যে এ থাকছে না। কারণ দেশের যে কোন সমস্যাই যেমন এককভাবে পৃথক করে বিচার বা সমাধান করা যায় না তেমনি এই অর্থনৈতিক ব্যাপারটাও একটা খুব বড় এবং গুরুতর হলেও একে সম্পূর্ণ একক বা আলাদা করে দেখাও চলে না এবং সমাধানও করা যায় না।

শুধু এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ভারতের কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তাই নয়—এরসঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও। ভারতের সর্বত্র যে ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে তার গতি প্রকৃতি যদি অনুধাবন করা যায় তবে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারেই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা ক্রমশঃই উবে যাচ্ছে। যদি কোথাও কিছু থাকেও তবে সেটাও কতদিন থাকবে বলা মুস্কিল। আমাদের স্বাধীনতা ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে মোড় নিচ্ছে।

একটা স্থির সিদ্ধান্ত এবং সেটাকে কার্য্যকরী করার জন্য যে বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নেতৃত্ব তা নেই। আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলছি—কিন্তু এই সমাজতন্ত্রের রূপটা কি হবে—তা যারা বলছেন তারাও জানেন না—যাদের জন্য বলছেন তারাও জানেন না! দেশে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে—এই যদি হয় তবে সেটা বিপ্লবের পথে হবে না কিভাবে হবে তার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই। সমাজতন্ত্রের রূপটা কি হবে সেটা ঠিক না করতে পারলে কি উপায়ের দ্বারা সেটা বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব সেটাও ঠিক করা যাবে না। এই গোলমাটাল অবস্থা ও ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে। কোন ক্ষেত্রে নয় ? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, শাসন প্রশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা, সমস্ত ক্ষেত্রে সেই একই ব্যাপার প্রকট ও পরিদৃশ্যমান। এই গোলমেলে অবস্থা শুধু আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই নয় এই অবস্থা আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ও সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্র জীবন যথেচ্ছভাবে চলতে আরম্ভ করেছে। এবং এর ফলে যে সমস্ত উপাদান সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্র জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেগুলি আজ প্রথম সারিতে এসে যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করেছে। দিনের পর দিন এটাই আমাদের জাতীয় জীবনে ক্রমশঃ বিস্তৃত ও প্রসারিত হচ্ছে!

দেশে পঞ্চান্ন কোটি লোক! লোক সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে—চীন দেশের পরেই। চীনে বর্তমানে ৮০ কোটি লোক। চীনের নেতৃবর্গ—তাদের যে মত ও যে পথই হোক না কেন তারা একদা ভারতবর্ষের চেয়েও বেশী পশ্চাৎপদ ও বিশৃঙ্খল এই ৮০ কোটি লোককে সর্ব নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সংগঠনের মাধ্যমে এনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, সুনির্দিষ্ট পথে। ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীনতা পেয়েছে তার চেয়েও অনেক কম সময়ের মধ্যে চীন যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সফল করেছে, সেটা করতে পেরেছে—তারা জনগণকে সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট কর্ম লক্ষ্যে তাদের নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে বলেই।

রুশ দেশ সম্বন্ধেও বলা চলে যে—যে সময়ের মধ্যে রুশ দেশ তার বৈষয়িক এবং সর্বাঙ্গীন অগ্রগতিকে সফল করেছিল—সেটা সম্ভবপর হয়েছিল সংগঠিত জনগণের নিয়ন্ত্রিত ও প্রণালীবদ্ধ গতির দ্বারা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। চীন ও রাশিয়া উভয় দেশেরই জনসংগঠন ও গতির পশ্চাতে কতটা বল প্রয়োগে বাধ্য করার (কম্পালসন) ব্যাপার ছিল আর কতটা প্রবর্তনা (পারস্যুয়েসন) ছিল সেটা বড় কথা নয়—আসল কথা হচ্ছে তাদের নিজেদেরই অগ্রগতির প্রয়োজনে, অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদের নিজেদের সংগঠিত হতে হয়েছিল।

আমাদের এই ৫৫ কোটি অধ্যুষিত ভারতবর্ষে সে বালাই নাই। আজ সকলেই সমাজতন্ত্রের কথাই বলছেন। কিন্তু তার একটা সুস্পষ্ট আকৃতি কেউই দিতে পারছেন না। আমাদের সংবিধান সমাজতন্ত্রের ধারেও যায় না বরং তার মধ্যে সমাজতন্ত্রকে ঘায়েল করারই অনেক ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে। তাহলেও যদি লোক-নির্বাচিত লোকসভাকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বা সংবিধান সংশোধন করেও সব কিছু করতে পারে বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলেও কেবল লোকসভায় আইন করে—সে আইন যত সাম্যবাদীই হোক না কেন—আর প্রশাসনের সাহায্যে, সে প্রশাসন যদি ভালও হয়—দেশে সমাজতন্ত্র কদাপি প্রতিষ্ঠিত ও কায়েম হতে পারে না।

বিপ্লবের পথ ছাড়াও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা বিকল্প পথই নয় একটা শ্রেষ্ঠতর পথের কথা গান্ধীজী বলে গেছেন যা ভারতবর্ষে কার্য্যকরী করে বিশ্বে আরও একটা নূতন দিগন্তের উন্মেষ হত। কিন্তু কোন ভারতীয় নেতৃত্বেরই সেটা উপলব্ধি করার মতো যোগ্যতা ছিল না বা নেই।

গণতন্ত্রের পথেই যদি আমরা দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনতে চাই ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হই—তবে সর্ব নিম্নস্তর থেকে সুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগঠনের পথেই তা আনা সম্ভব এবং আসা সম্ভব। গরীব যারা তাদের বড়লোক হটাবার দায়িত্ব ও ক্ষমতা না এলে গরীবী কখনও হটতে পারে না। বিপ্লবের পথ ছাড়া অন্য পথের কথা বলতে গেলেও মূলগত এই ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে। বিপ্লবের পথে সর্বহারারা ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করে। গণতন্ত্রের পথেও দেশের সবচেয়ে বঞ্চিত যারা তারাও অন্যান্য সকলের সঙ্গে সমান দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সমাজতন্ত্রের কাঠামো তৈরী করতে পারে। আর তা ছাড়া এই ৫৫ কোটি লোক এইভাবে, সংঘবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধভাবে পরিচালিত ও অগ্রসর হতে না পারলে, নিজেদের উদ্যোগে নিজেরা সৃষ্টির প্রেরণা দ্বারা উদ্বোধিত হতে না পারলে, এই ৫৫ কোটি নরনারী একটা অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খল জনসমষ্টির যথেচ্ছাচরণ ভূমিতে পরিণত হবে, হচ্ছেও—তখন বাধ্য হয়েই বা পরিস্থিতিই বাধ্য করবে দেশের সামরিক নেতৃত্বকে শাসন ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে।

দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের এই অতি সত্য পরিস্থিতি ও অবস্থাটা শুধু জেনে রাখা নয় উপলব্ধি করে রাখ ভাল—কারণ পথ তাদেরই নির্ধারিত করতে হবে—পথের চলার পাথেয় তাদেরই সংগ্রহ করতে হবে এবং লক্ষ্যকে তাদেরই বাস্তবায়িত করতে হবে।

বি দাসগুপ্ত

— ০ —

ভারত-পাক আলোচনা বৈঠক

প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ এর ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্থানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৪দিন যুদ্ধের পরে ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ঢাকাতে প্রায় ৯৩ হাজার পাক সৈন্য বিনা সর্তে ভারতীয় বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পন করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ভারতবর্ষ একতরফা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করে। তদানীন্তন পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ায় পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান হয়।

এর পরে ইয়াহিয়া খানের পরে ভুট্টো পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭২ এর ২৮শে জুন তারিখে সিমলায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে এক শীর্ষ সম্মেলনে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয়। ৩রা জুলাই রাত্রি ১২-৪০ মিনিটের পরে দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—সেই চুক্তি সিমলাচুক্তি বলে অভিহিত হতে থাকে।

কিন্তু এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত গবর্মেণ্ট কাজ করলেও পাকিস্থান করেনা। একটা অচলাবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থায় অনেক টাল বাহানার পরে পাকিস্থানে—পাকিস্থানের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এক বৈঠক করা হয়। কিছুদিন আলোচনা চলে কিন্তু কোন ফল হয় না।

এবার দিল্লীতে আবার বৈঠক হচ্ছে--১৮ই আগষ্ট থেকে। পাকিস্থানের মিঃ আজিম আহম্মদের নেতৃত্বে ১০ জন প্রতিনিধি এবং ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ হাকসারের নেতৃত্বে ৮ জন প্রতিনিধি নিয়ে দিল্লীতে বৈঠক শুরু হয়। যতদূর জানা যায় এই বৈঠকের আসল আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশে পাক যুদ্ধ বন্দীদের বিচার এবং পাকিস্থানে আটক বাঙ্গালীদের সমস্যা। এই প্রশ্নের ফয়সালা হলেই বাকী সব সহজ হবে। ২৭শে আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দুইপক্ষে আলোচনা চলেছে। ইতিমধ্যে পাকিস্থানের মিঃ আজিম আহম্মদ শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ২৬শে আগষ্ট তারিখে আবার কয়েকটি নূতন প্রস্তাব দেন।

এই পর্য্যন্ত হয়ে আছে। দু এক দিনের মধ্যেই শেষ ফলাফল জানা যাবে।

——•——

হকার থেকে মন্ত্রী

বরোদা, ১৮ আগষ্ট—বহু বছর আগে একটি বালক বরোদার রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রী করত। এখন সে গুজরাটের একজন মাননীয় মন্ত্রী।

বরোদা এইচ এস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমগনভাই বারোট বর্তমানে রাজ্যের শ্রম, গৃহনির্মাণ ও শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, খবরের কাগজ বিক্রেতা হিসেবে জীবন শুরু করে পরে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এখন তিনি মন্ত্রী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।

——•——

একটি কংগ্রেস বিরোধী মোর্চা

কাছাড়ের কিছু সৎ ও সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন যুবক যুবতী যারা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা এখন মনে করছেন যে—কাছাড়ের যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগ থেকে কংগ্রেসীদের হঠানো না গেলে জনতার সমস্ত আন্দোলনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। তাই তারা সম্প্রতি একটি কংগ্রেস বিরোধী মোর্চা গঠন করেছেন—মোর্চার নাম দেওয়া হয়েছে "ইউনাইটেড ষ্ট্রাগল ফ্রন্ট"। এই সংস্থার সভাপতি হচ্ছেন শ্রীঅরুণ দত্ত মজুমদার, সহ-সভাপতি শ্রীসন্তোষ দেব, সম্পাদক শ্রীতপন চক্রবর্তী সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও আহ্বায়ক শ্রীমোহিত দাস। (যুগশক্তি)

——•——

মুক্তি প্রেসে চুরি : শিল্পাশ্রমে চুরির চেষ্টা

রহস্যজনক পর্য্যবেক্ষণ

মুক্তি প্রেসে—

গত বৃহস্পতিবার ২৩শে আগষ্ট রাত্রে কে বা কাহারা মুক্তি প্রেসে ঢুকে একটি আঁটা ফরমার ৮/১০ কেজি কোয়ারেজ; কোটেশন টাইপ নিয়ে যায়। মুক্তি প্রেসে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে বুধবার অর্দ্ধ দিবস ও বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস ছুটি থাকে। এই ছুটির সুযোগেই এটা হয়েছে।

মুক্তি প্রেসে—প্রেসেরই একজন কর্মী থাকে। রাত্রিবেলা সে সামনের ঘরে ছিল সেজন্য টের পায় নাই। শুক্রবার ছাপতে যাবার সময় এটা ধরা পড়ে।

একটি বড় ফর্মা এঁটে কিছু ছেপে পরের দিন আরও ছাপবার জন্য ফর্মাটি রাখা ছিল। ব্যাপার দৃষ্টে মনে হয় চোর বা চোরেরা কোন রকমে প্রেসের ভিতরে ঢুকতে সমর্থ হয়। ম্যাটারটি তালাবদ্ধ গ্রীলের কপাট থেকে মেশিনের কাছে বেশ দূরেই রাখা ছিল। কোন কিছু দিয়ে বাইরে থেকে আঁটা ফরমাটি দরজার কাছে নিয়ে এসে তার ভিতরে আঁটা ৮/১০ কেজি কোটেশন, কোয়ারেজ টাইপগুলি নিয়ে যায়।

কাজ দেখে স্বাভাবিকভাবেই একটা বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে—যারা প্রেসের কাজ, ছাপবার ফর্মা ও সেই সংক্রান্ত সমস্ত কাজের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এমন লোকই এ কাজ করেছে। পরিষ্কারভাবে চেসটি খুলে কেবলমাত্র লেড, টাইপ, কোয়ারেজ কোটেশনগুলি নিয়ে গেছে।

ক্ষতির পরিমাণ দুইশত টাকার উপর।

শিল্পাশ্রমে—

ঐ বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ৩টা ৪টার সময় একটি লোক টাঙ্গী, ছোরা প্রভৃতিতে সশস্ত্র হয়ে নিঃশব্দে একটি ঘরে ঢোকে। সেই ঘরে একজন কর্মী ছিল—সে দিন কয়েক যাবত খুবই অসুস্থ ছিল। সে ঘরে ঢুকে তার কাছে টাকার দাবী করে এবং কোথায় বাক্স খুঁজতে সুরু করে। ইতিমধ্যে কর্মীটি বাইরের বারান্দায় কোনরকমে এসে—বারান্দায় যারা ঘুমিয়েছিল তাদের জাগায়। চোর খালি হাতেই পলায়ন করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এটা ঘটে যায়।

শনিবার বিকেলে আশ্রমের সামনে বট তলায় একটি মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ায় তারপরে গাড়িটি খুব ধীর গতিতে আশ্রমের পাশ ঘেঁসে গিয়ে উত্তর দিকে মাঠে আসে। গাড়ীর আরোহীরা গাড়ী থেকে না নেমেই গাড়ীতে বসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্য্যবেক্ষণ করে চলে যায়। বিকেলে আশ্রমে ২/৪ জন কর্মী ছাড়া আর কেউ ছিল না।

——•——

স্বাধীনতা দিবস পালন

বুড়দা তরুণ সংঘ

১৫ই আগষ্ট অদ্য সকাল ৮টার সময় বুড়দা "তরুণ সংঘ" গ্রন্থাগারের উদ্যোগে মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরন গরাঞ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে অত্যন্ত সমারোহের সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সভাপতি মহাশয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং গোবিন্দ থান্না উপস্থিত সকলের কথা অনুযায়ী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, রঙ্গলাল মাহাত, জয়দেব কুমার, ঘনশ্যাম মাহাথা, অবনী মোহন সাণ্ডিল সকলে স্বাধীনতা দিবস সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন, পরে সভাপতি মহাশয় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

পিটিদিরী

মানবাজার থানার অন্তর্গত পিটিদিরী গ্রামে "পিটিদিরী জনকল্যাণ সমবায় সমিতির" উদ্যোগে ভোর ৬॥ হইতে ৭॥ পর্য্যন্ত শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতর নেতৃত্বাধীনে দেশাত্মবোধক ধ্বনী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রভাত ফেরী করা হয়। ৮টার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় বিভিন্ন বিষয় বস্তু লইয়া শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাহাত ও চিত্ত ভূষণ মাহাত আলোচনা করেন। অতঃপর গ্রামের প্রায় এক শতাধিক ছেলে-মেয়েদের মিষ্টিমুখ করাইয়া অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় এক সভার আয়োজনে শ্রীবিশ্বনাথ মাহাত মানভূম কেশরী স্বর্গীয় অতুলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। বর্ত্তমান দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনান্তে সভা শেষ করা হয়।

অরবিন্দ শিশুনিকেতন পুরুলিয়া

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে ঋষি অরবিন্দের জন্মদিনে বিদ্যালয়ে ঋষি অরবিন্দের জন্ম জয়ন্তী উৎসব এবং অরবিন্দ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কার্য্য হইয়াছে। প্রদর্শনী ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

সকলের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠেছিল।

——o——

সংবাদ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সহানুভূতি সূচক ধর্মঘট করে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নার্সরাও এদের সহানুভূতিতে ধর্মঘট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সভাপতি ডঃ জর্জ মাথাই বলেন যে ১৫টি গবর্মেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীর হাসপাতালে ৫৪৭০ জন রোগীর শয্যার ব্যবস্থা আছে সেখানে রোগী আছে প্রায় ১২৪৭০ আর ডাক্তার আছে মাত্র ১৩৫২ জন। তাদের অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয় অথচ মাইনে খুব কম। হাসপাতালে একজন রেসিডেণ্ট ডাক্তারকে সপ্তাহে ৭ দিনই কাজ করতে হয় এবং ২৪ ঘণ্টাই তার কাজের সময়। তারা সামান্য মাত্র বেতন বাড়াবার দাবী করেছেন।

গবর্মেণ্টের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে—বেতন বাড়াতে গেলে গবর্মেণ্টের ৩৮ লাখ এবং কর্পোরেশনের ৩৪ লাখ টাকা বাড়তি খরচ হবে। মহারাষ্ট্রে বর্তমান খরা পরিস্থিতিতে এই টাকার বরাদ্দ করা সম্ভব নয়।

এদিকে নিখিল ভারতীয় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েনের পশ্চিমবঙ্গের শাখা অনুরোধ করেছে যে মহারাষ্ট্রে ডাক্তারদের সমর্থনে—একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন করা হোক। এটা নিয়ে খুব গভীরভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২৫শে তারিখ পর্য্যন্তও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের একটি যুক্ত সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ার ও ডাক্তাররা মিলে একটি যুক্ত সংস্থা করেছেন। তার গঠনের কথা গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে ঘোষণা করা হয়। এই সংগঠনের নাম হল—কনফেডারেশন অফ দি অফিসারস অফ দি টেকনিকেল এণ্ড মেডিকেল সারভিসেস। তাদের তিন দফা দাবী—(১) সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তারদের নিয়োগ করতে হবে। (২) সমস্ত কারিগরী ও মেডিকেল বিভাগের পদগুলি কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তারদের দিতে হবে। (৩) টেকনিকাল, মেডিকেল ও প্রশাসনিক স্তরে বেতনের যে বৈষম্য আছে তা দূর করতে হবে।

রাজ্য সরকারে ৪ হাজার ডাক্তার ও ২৫০০ জন ইঞ্জিনীয়ার কাজ করেন। এই নূতন সংস্থার যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ সরোজ চক্রবর্ত্তী জি, ডি, রায় ও ডঃ আর, কে, সামন্ত বলেন তাদের দাবী না মেনে নিলে তারা আন্দোলন সুরু করবেন। অবস্থান ধর্মঘট, আইন মাফিক কাজ, এবং সর্বশেষে কর্ম বিরতির পথেও তারা যেতে পারেন।

আসাম বন্ধ :

গত ২৪শে আগষ্ট 'আসাম ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং ৬টি বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যুক্তভাবে—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমগ্র আসাম বন্ধ করা হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই বন্ধ চলে। এই বন্ধের ফলে আসামের সর্বত্র—সহর ও গ্রামে সমস্ত কাজকর্ম একেবারে অচল হয়ে পড়ে। এরকম সর্বাত্মক সফল গণবন্ধ আসামেও খুব কম হয়েছে।

অন্ধ্র বন্ধ :

হায়দ্রাবাদ থেকে এক সংবাদে প্রকাশ—গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমগ্র অন্ধ্রে সাফল্যের সঙ্গে বন্ধ পালিত হয়। কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন থেকে এই বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। হায়দ্রাবাদে বিভিন্ন মহল্লা থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। এক বিরাট জনসভায় সরকারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য সমালোচনা করা হয়।

রাণীগঞ্জ বন্ধ :

এই বন্ধ আবার অন্য প্রকারের। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৩শে আগষ্ট বার্ণ ও সেরামিক কারখানার সামনে দুই দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ এসে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে তার মধ্যে ১৫ জনই আই, এন, টি ইউ, সির—অর্থাৎ কংগ্রেসী শ্রমিক সংস্থার। এই ইউনিয়ন থেকে অভিযোগ করা হয় যে পুলিশ এসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি সহ সমস্ত অফিস লণ্ডভণ্ড করে এবং হামলাকারীদের কিছু না বলে কংগ্রেস সমর্থকদেরই গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় আই, এন, টি ইউ, সি ও যুব কংগ্রেস এই ব্যাপারে রাণীগঞ্জে বন্ধ ডাকে। দোকান পাট বাজার অফিস প্রভৃতি সব বন্ধ থাকে।

আবার ওদিকে রাণীগঞ্জ পৌর অঞ্চলে এই ব্যাপারে শান্তি রক্ষার জন্য ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

নাগাল্যাণ্ড 'বিপ্লবী সরকারের' অবসান

ইম্ফল থেকে গত ১০ আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে—নাগাল্যাণ্ডের তথাকথিত বিপ্লবী সরকার (আর জি এন) ভেঙ্গে দেওয়া হল। ১৯৬৮ সালে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। গত ১৬ই আগষ্ট নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহরুর উপস্থিতিতে জুনেবোতেতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্বের অবসানের কথা ঘোষণা করা হয়।

এই বিপ্লবী সরকার ভারতের সংবিধান এবং ভারত সরকারের প্রতি অনুগত্যের কথা ঘোষণা করেন।

বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এর আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নয়াদিল্লীতে দেখা করেন। এর এই সাক্ষাৎকারের সময় তাঁদের ভারতীয় নাগরিক হবার এবং অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করার ইচ্ছা শ্রীমতী গান্ধীকে জানান।

জুনেবোতের এই অনুষ্ঠানে বিপ্লবী সরকারের করনেল জকি শূন্যে তাঁর মেশিন গান থেকে গুলি চালায় এবং আর, জি, এনের সেনাবাহিনীর জেনারেল জাকি তাঁর রিভালবারটি রাজ্যপাল শ্রীবি, কে, নেহরুর কাছে সমর্পণ করেন।

এখন পর্য্যন্ত ৬০০ আত্মগোপনকারী নাগা আত্ম সমর্পণ করেছেন। এবং ৩৮০টি আগ্নেয়াস্ত্র—এর মধ্যে আছে রকেট ক্ষেপনকারী যন্ত্র, মাঝারি মেশিন গান, মরটারস এবং চীনা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। এগুলিজমা দেওয়া হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, এক হাজার জন আত্মগোপনকারী নাগার এই ১৬ই আগষ্টের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল। কিন্তু একটি সেতু ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁরা অনুষ্ঠানে পৌছাতে পারেননি। আশা করা যাচ্ছে তাঁরা কিছু দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করবেন।

এই আত্মসমর্পণকারী নাগাদের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। এরা নাগাল্যাণ্ডের সশস্ত্র বৈরী নাগাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

এই বিপ্লবী সরকারের অবসান ভারতের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সংহতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শেখ মুজিবের ঘোষণা—ভারত-বিরোধীতা বিশ্বাসঘাতকতা

ঢাকা থেকে ২০ আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে—বাংলাদেশে ভারত বিরোধী প্রচারের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, কিছু লোক বড় অকৃতজ্ঞ। জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন,—স্বাধীনতার পর অত্যন্ত সঙ্কটজনক মূহূর্তে ভারত যদি খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য না করত, তাহলে আমাদের দিন কাটত অনাহারে। এই উদারতার জন্যই আজ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর নিজের দেশে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

ঢাকার সুহ্রাবর্দি উদ্যানে ছাত্র লীগের তিন দিনের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে শেখ মুজিব গতকাল আরও বলেন ভারত আমাদের ভাই। আমরা ভারতের ভাই। তাঁরা শান্তিতে থাকুক, আমরাও শান্তিতে থাকি। ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। তারা আমাদের প্রতিবেশী। আমি কেন তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলব। আমি চায় না, অযথা সব কিছুকে ঘোরালো করে তুলতে।

তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ভারতসমেত যে-কোন দেশের চাপ বা হস্তক্ষেপ রুখতে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ। কিন্তু যে দেশ কোন অন্যায় করেনি তাকে খাটো করার কোন যুক্তি নেই।

ভারতের বিরুদ্ধে যাঁরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্থানী সেনাবাহিনী নির্বিচারে নির্য্যাতন চালাতে শুরু করলে তাঁরাই সেদিন ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ তাঁরা সব ভুলে গিয়েছেন। ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি এমন একজন নেতার (নাম না বললেও বুঝতে অসুবিধা নেই ইনি মৌলানা ভাসানি) কথা বলেন, যিনি মুক্তি যুদ্ধের সময় ভারতে চলে এসে নিরাপদে তোফা দিন কাটিয়েছিলেন। তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভারত সরকারের খরচ হয় ৪৭ হাজার টাকা। কিন্তু এই লোকটিই আজ ভারতের কট্টর সমালোচক। এটি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

——•——

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

ইচাগড়, চাণ্ডিল, নিমডি এলাকার অবস্থা

ইচাগড়, চাণ্ডিল নিমডি থানায় দারুণ খাদ্য সংকটে আজ গরীব লোকেরা খাদ্যাভাবে কাজের খোঁজে ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া টাটানগর, হাটিয়া, রাউরকেলা, মায়াকারি যাইতেছেন। গরীব মানুষ এখানে বসে থেকে কি করবে এখানে কোন দিন অর্দ্ধাহারে কোন দিন অনাহারে কোন দিন শাক সিদ্ধ খাইয়া থাকিতেছেন। আমরা স্থানীয় বি, ডি, ও সাহেব হইতে চাইবাসা ডিপুটী কমিশনার ও পাটনা বিধানসভা সদস্য পর্য্যন্ত বরাবর অনুরোধ করিয়াছি কিন্তু কোনো ফল পাই নাই।

এবৎসর চাষ সম্পর্কে চাষিদের দুর্ভাগ্যের ফলাফল দেখা যাইতেছে যে চাষের দ্বারায় চাষী বাঁচবে বলিয়া কোন সম্ভাবনা নাই। গরীব চাষীর দুঃসময়ের সম্বল (ভুট্টা) জনার তাহাও বৃষ্টির অভাবে জনারের চাষ একবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে বলিয়া সম্ভবনা আছে।

ধান্য চাষেরও অবস্থা আশানুরূপ নহে--আজ প্রায় শ্রাবণ মাসের ২৩/২৪ দিন গত হল, কিন্তু এখনও বৃষ্টির কোন আশা দেখা যাইতেছে না। বৃষ্টির অভাবে ধান্যের চাষ অনেক পেছনে পড়িয়া যাইতেছে; এখনও অনেক গ্রামের মধ্যে অনেক লোকের ধান্য চাষের কাজ পাঁচ আনা পর্য্যন্ত হয় নাই। যদিও কিছু কিছু বহাল কানালী জমিগুলির মধ্যে কিছু কিছু চাষ হইয়াছিল তাহাও জলের অভাবে সমস্ত জমি শুকাইয়া যাইতেছে--তার উপর রোগেরও সঞ্চার দেখা যাইতেছে। চাষী কি করবে—পেটে অন্ন নাই, হাতে পয়সা নাই যে ধান্য রোগের ওষধ ব্যবহার করবে।

তার উপর জিনিষের মূল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে ২ টাকা কেজি চাউল সাত সিকা ২ টাকা কেজি আটা ১৷ টাকা কেজি জনার ৮ টাকা কেজি তৈল বস্ত্রের মূল্য তো আগুনের মত জলিয়া উঠেছে। যেরূপ জিনিষের মূল্য দিন দিন বেড়েই চলছে তাহাতে গরীব মানুষ খাদ্যের অভাবে অনাহারে থাকিবে; বস্ত্রের অভাবে উলংগ থাকিবে তেলের অভাবে রুক্ষ শরীরে থাকিতে হইবে,—এই তো ইন্দিরাজীর গরীবি হটার স্বপ্ন।

অতএব আমাদের উপর-কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট কাতর ও সকরুণ আবেদন এই যে সরকার গরীবি হটান স্বপ্নকে রক্ষা করিয়া আমাদের এলাকায় অবিলম্বে (১) রিলিফের কাজ চালু করুন (২) জিয়ারের কাজ চালু করুন (৩) প্রত্যেক পঞ্চায়েতের মধ্যে সস্তা কুটীর দোকান খোলা হউক (৪) রেশনের দোকান বরাবরের জন্য খোলা থাকুক (৫) প্রত্যেক হাই স্কুল ও মিডিল স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হোক (৬) গরীবদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা যেন থাকে (৭) এড্ হক কমিটী গঠন করিয়া জনসাধারণের জন্য সুব্যবস্থা হোক।

শ্রীরথেশ্বর মাহাত
চিরুগড়া, থানা—ইচাগড়
পোঃ—পাতকুম

——॰——

এনকেফেলাইটিস ও পুরুলিয়া

দৈনিক সংবাদপত্রে বেশ কিছুদিন যাবত খবর বেরুচ্ছে যে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় ব্যাপকভাবে এনকেফেলাইটিস রোগ দেখা দিয়েছে এবং মৃত্যুর হারও ভয়াবহ। রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ষ্টাডি টিম (নিরীক্ষক দল) নিয়োগ করতে হয়েছে। তাঁরা কিউলেক্স জাতীয় মশার কামড়কে রোগের কারণ বলেছেন।

রোগটি কিন্তু আকস্মিক অথবা নূতন নয় বলেই আমার ধারণা। কারণ হোমিওপ্যাথি বইয়ে (শিশুরোগ চিকিৎসা—ডাঃ এস, এম, ভড়) এ রোগের বর্ণনা আমি পেয়েছি এবং চিকিৎসার বর্ণনাও সেখানে পেয়েছি। আমাদের জেলায় কৃতবিদ্য হোমিওপ্যাথ অনেকেই আছেন। মুক্তির পাতায় এ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশিত পেলে জেলার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

বাঁকুড়া আমাদের পাশের জেলা। সেখানে ষ্টাডি টিমের রোগের কারণ নির্ণয়ের পর মশা মারা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু মশাই হোক আর মানুষই হোক, সহজে মরতে কেউই চায় না। সুতরাং বাঁকুড়ার মশারা প্রাণের তাগিদে উড়ে উড়ে অথবা রেলগাড়ী করে নিরাপদ পুরুলিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে, এটা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং মশার কামড় এ রোগের কারণ হলে, পুরুলিয়ায় এই রোগ এবং মৃত্যু ব্যাপকভাবে দেখা দেওয়ার পূর্ব্বেই এ জেলায় মশা মারার ব্যবস্থা হওয়া দরকার বলে মনে করি। কিন্তু জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক অথবা পৌরপ্রশাসকদের এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এই ব্যাপারের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নবাগত জেলাশাসক মহাশয়েরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব আছে। আশা করি সকলেই তৎপর হবেন।

বিনীত
নেপাল চট্টোপাধ্যায়
২৪/৮/৭৩

নামোপাড়া
পুরুলিয়া।

——॰——

WANTED

Applications are invited from B Sc. (Preferably trained) Candidates to fill in two temporary vacancies for Lagda High School. P.O.—Lagda, Purulia.

Appear before the Selection Commitee with testimonials on 2/9/73. at 9-30 A.M.

Secretary
Lagda High School

——॰——

"LIMPO"

(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)

আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্
তেলকল পাড়া **পুরুলিয়া** Phone – 508 / 414

WANTED

A S.F. or H S. Clerk in leave vacancy. Apply to the Secretary to reach on or before the 29th. August 1973. Appear for interview at 12-30 P.M. on 31st. August, next.

Secretary
Jhunjka Junior High School
P.O.—Jhunjka, Dist – Purulia

——॰——

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা | সোমবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৮০ | বার্ষিক - ৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কারণে ভারতবর্ষ যে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার জন্যই জগতের কাছে তাহার সম্মান। এই ক্ষেত্রে ভারত অদ্বিতীয়, কারণ ছোট বড় অপর সকল জাতিই অস্ত্র এবং সামরিক বীর্য্যের গর্বে গর্বিত। তাহাই তাহাদের মূলধন। ভারতের আছে কেবল নৈতিক মূলধন—সে মূলধন যত খরচ করা হইবে তত বাড়িবে। নৈতিক মূলধন ছাড়িয়া অন্য পুঁজি সহায় করিলে, কংগ্রেস রাজ শক্তি পাইবার পর জীবনাদর্শের আমূল পরিবর্তন করার যে দাবী করে তাহা টিকিবে না।

—গান্ধীজী

—[•]—

পুলিশ ও ভূমি মালিকের সম্মিলিত অত্যাচারের করুণ কাহিনী

(সর্বোদয় পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত তাং ২৭শে আগষ্ট ১৯৭৩)

"সাহাবাদ, মুঙ্গের, সহরসা, বিহারের এই তিন জেলার নাম কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পত্রে উঠে গেছে। পাটনা বিধানসভা থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর পার্লামেন্ট পর্যন্ত ঐ সব স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ও সেখানকার সম্বন্ধে আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে দাবী করা হয়েছে। এরূপ দাবী কেন হয়েছে? এরূপ দাবী এজন্য করা হয়েছে যে, ঐ সব জেলার কিছু সংখ্যক গ্রামে অত্যাচারের বেদনদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে। অত্যাচার কারা করেছে? অত্যাচার করেছে আমাদের পুলিশ ও জমির মালিকেরা। কাদের উপর অত্যাচার করেছে? নিঃসহায় নিঃশস্ত্র হরিজনদের উপর। সাহাবাদ ও মুঙ্গের জেলায় ৩টি গ্রাম পুলিশ ও তাদের দালালদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, গ্রামের লোকেদের মারপিট করা হয়, স্ত্রী লোকেদের উপর বলাৎকার করা হয়। একজন স্ত্রীলোকের উপর পুলিশদের সঙ্গে সাত জন যুবকও বলাৎকার করে। সহরসার এক গ্রামের জমির মালিকেরা হরিজন স্ত্রীলোকদের গুপ্তাঙ্গ তপ্ত লোহার দ্বারা দাগিয়ে দিয়েছে। পুলিশ বলে, ঐ হরিজন মজুরেরা নকসাল বাদী হয়ে গিয়েছে। মালিকেরা বলে, ওরা মাথার উপর চড়ে বসেছে। মজুরী চায়। প্রকৃত পক্ষে উহা কত বড় অত্যাচার, বলুন?

একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক ছিল, বলাৎকারের হাত থেকে সেও বাদ পড়েনি।

"এই সকল দৃষ্টান্ত হল অত্যাচারের নগ্ন কাহিনী। অত্যাচার অন্য প্রকারেরও হয়ে থাকে, যখন আইন ও লাঠির সম্মিলিত শক্তিতে গরীবদের জীবিকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মুঙ্গের জেলার একটি গ্রামে তাই হয়েছে। মুঙ্গের জেলায় খাদি গ্রামের পাশে ধসহর জাতির (এক বনবাসী জাতি, যারা বনের গাছগাছড়া বিক্রয় করে) ২৫টি পরিবারের একটি পল্লী আছে। ভূদান যজ্ঞের জমির উপর ঐ পল্লীটি বসান হয়। ১৯৫২ সালে ভূদান যজ্ঞে স্বয়ং বিনোবাজীর হাতে ঐ সব জমি দান করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে রাজস্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ দান আইনানুসারে সমর্থিত ও স্বীকৃত হয়, এবং সেই বৎসরেই ঐ জমি ঐ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তার আঠার বৎসর পরে এখন পূর্ব মালিকদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সব ভূদানপ্রাপ্ত কৃষকদের বেদখল করার চক্রান্ত করেছে। কবলা করা হয়েছে ও দু সাল পূর্বেকার রসিদ কাটান হয়েছে। আইনই এমন যে তার মধ্যে অন্যায় করার ফাঁক থাকে।

"এ হল কয়েকটি দৃষ্টান্ত। সারা বিহারে, সারা দেশে নীতি-হীনতা, অন্যায় ও অত্যাচারের কতই না দৃষ্টান্ত রয়েছে যার খবর সংবাদ পত্র পর্যন্ত কখনও পৌছাবে না। যে সব গরীব অত্যাচারের শিকার হবে তাদের নালিশ তাদের দীর্ঘশ্বাসেই ব্যক্ত হবে, আর তা সেই দীর্ঘশ্বাসেই বিলীন হয়ে যাবে। অত্যাচারের ঘটনা সমূহ স্বাধীন ভারতের অলিখিত ইতিহাসের এক কলঙ্কময় পৃষ্ঠা হয়ে থাকবে। কার অবসর হবে ঐ দীর্ঘশ্বাস শোনার?

আর তা শুনে কিছু করার"?

উপরের উদ্ধৃতি (মূল হিন্দী) হিন্দী ভূদানযজ্ঞে গত ১১ই আগষ্ট, ১৯৭৩ এ প্রকাশিত আচার্য রাম মূর্ত্তির "মুক্তি অথবা মৃত্যু" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে। গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রত্যাশিত অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রবন্ধ লিখিত হয়। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখেছেন "যদি স্বাধীনতা নীচে নেমে এসে প্রত্যেক মানুষের জীবনে পৌঁছে না থাকে তবে স্বাধীনতার সার্থকতা আর কি থাকবে? প্রকৃত পক্ষে আমরা আর একবার ১৯৪২ সালের অবস্থায় পৌঁছে গেছি। ঐ সময় আমরা বলেছিলাম "স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু"। এখন এই বলার সময় এসে গিয়েছে "মুক্তি অথবা মৃত্যু"। প্রত্যেক দেশের জীবনে এমন এক সময় আসে; যখন জনগণের ঐ দুই শব্দের একটি শব্দ নির্বাচন করে নিতে হয়। আজ আমাদের সামনে সেই দিন উপস্থিত"।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

——॰——

ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তি স্বাক্ষরিত

সকলেই আনন্দিত

গত ১৮ই আগষ্ট থেকে নয়া দিল্লীতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআজিজ আমেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ হাকসারের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে আলোচনা বৈঠক শুরু হয়। আলোচনা চলা কালীন মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন হয় যে অনেকে মনে করেছিলেন—এই আলোচনা বৈঠক ভেঙ্গে যাবে। ভারতবর্ষ সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশের গবর্মেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অভিমতাদি নিয়েই আলোচনা চালাতে থাকে।

যাই হোক দীর্ঘ দশদিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলল। পরিশেষে দুই দেশেরই প্রতিনিধিদল তাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে সিদ্ধান্ত করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে সেই সিদ্ধান্তগুলি চুক্তির বিষয় হল। দুই পক্ষের প্রতিনিধি দলের সকলেই সেই চুক্তি মেনে নিলেন।

২৮শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৫টায় নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লকের একটী সম্মেলন কক্ষে দুই দেশের প্রতিনিধিদল চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। স্বাক্ষর হয়ে যাবার পরে পাকিস্তান-প্রতিনিধি-দলের নেতা শ্রীআজিজ আমেদ বললেন—

"এই চুক্তির পিছনে ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তিন প্রধান মন্ত্রীর দান অপরিসীম। তারা গভীর বিজ্ঞতা দূরদৃষ্টি ও শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীআমেদ আরও বলেন—তিন প্রধান মন্ত্রী এই উপ মহাদেশের স্থায়ী শান্তি ও সহযোগিতার আদর্শের প্রেরণা দাতা। সেই আদর্শই সিমলা চুক্তিতে এবং এই চুক্তিতে প্রতিবিম্বিত। এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার পথে এ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

চুক্তির বয়ান ২৮শে প্রকাশ করা হয়নি। ঘোষণা করা হয় যে—এই চুক্তির বয়ান পরদিন অর্থাৎ ২৯শে আগষ্ট তারিখে বিকেল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে একসঙ্গে ঢাকা রাওলপিণ্ডি ও নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ করা হবে।

পাক প্রতিনিধিরা এক বিশেষ বিমানে এই ২৮শে আগষ্ট রাত্রে নয়া দিল্লী থেকে পাকিস্তানে চলে যান।

চুক্তির বিবরণ

২৮শে আগষ্ট একই সময়ে তিন জায়গা থেকে এই চুক্তির বয়ান প্রকাশিত হল। নয়া দিল্লীতে এই দিন সন্ধা ৬টার সময় সংসদে এই চুক্তিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীশরন সিং উপস্থাপিত করেন। প্রকাশ যে এক জনসংঘের সদস্য ছাড়া আর সমস্ত সদস্যগণ বিপুল হর্ষধ্বনি করে তিন দেশের তিন প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান।

ছয় পৃষ্ঠার চুক্তি। ঠাসা টাইপ করা। লোকসভায় চুক্তিটি পেশ করে বিদেশ মন্ত্রী স্বর্ণ সিং বললেন—উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির পথে এ আরও একটি পদক্ষেপ। সভা জুড়ে হর্ষধ্বনি। তিন দেশের সরকারকে সব দলের সদস্যরাই অভিনন্দন জানালেন, একমাত্র জনসংঘ বাদে।

সর্বসাকল্যে চুক্তিটির মোটামুটি বিষয়বস্তু হলএই :

চুক্তিটি ত্রিমুখী প্রত্যর্পণের। একই সঙ্গে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান—আটক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। বাদ থাকবে শুধু ১৯৫ জন পাক যুদ্ধাপরাধী। ওরা ভারতেই থাকবে। ভারত থেকে পাকিস্তানে যাবে প্রায় ৯০ হাজার যুদ্ধ বন্দী, বাংলাদেশ থেকে "বিহারীরা" (যাঁরা যেতে ইচ্ছুক) পাকিস্তানে; পাকিস্তান থেকে "সব বাঙালী" বাংলাদেশে। নিজ নিজ এলাকায় পরিবহণের ব্যবস্থা করবে সং শ্লিষ্ট দেশ। তদারকী করবে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সুইস সরকার। পাকিস্তান যে ২০৩ জন বাঙালীকে বিচার করবে বলেছিল—চুক্তির কোথাও তাদের উল্লেখ নেই।)

এই চুক্তির মুখ্য দফাবারি বিষয়গুলি হচ্ছে এই :

(১) 'বেশ কিছু সংখ্যক' (২ লাখ ৬০ হাজার 'বিহারী' পাকিস্তান যেতে চেয়েছেন) পাকিস্তানী প্রথমত প্রত্যর্পিত হলে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের দুই প্রধান মন্ত্রী (অথবা তাঁদের প্রতিনিধিরা) আলোচনা করে ঠিক করবেন আরও কতজনকে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে নেওয়া যায়। চুক্তিতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, এই বৈঠক বসবে দুই দেশের 'সম সার্বভৌমত্বের' ভিত্তিতে।

(২) বাংলাদেশ যে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে বিচার করতে চেয়েছে, তারা ভারতের হাতেই থাকবে। ত্রিমুখী প্রত্যর্পণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের বিচার করা চলবে না।

(৩) এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আলোচনায় বসবে। তা প্রত্যর্পণের শেষে কিংবা চাইলে আগেও। এখানেও আলোচনা হবে 'সম সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে।

(৪) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যর্পণের কাজ শুরু করতে হবে। প্রত্যর্পণের দিন ঠিক হবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে।

(৫) প্রত্যর্পণের কাজে সুইস সরকারের প্রতিনিধি এবং যে কোন আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা সব সময়ই অবাধে পাকিস্তানের বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের বিহারীদের কাছে যেতে পারবেন।

চুক্তিটি রাজ্যসভাতেও পেশ করা হয়। বিদেশমন্ত্রী পেশ করলেন। জনসংঘ বাদে সব দলের সদস্যই চুক্তিটিকে স্বাগত জানালেন। অভিনন্দন জানালেন তিন প্রধানমন্ত্রীকে।

বিদেশমন্ত্রী শ্রীসিং বললেন, বিভিন্ন দলের নেতাদের মনোভাবে তিনি অভিভূত। দেশ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যে চায় এ তার স্পষ্ট প্রমাণ।

পি টি আই ও ইউ এন আই আরও জানান : পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে এমন সম্ভাবনা চুক্তিটিতে স্পষ্ট। কেননা, বাংলাদেশের সঙ্গে কোন আলোচনাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার না করে সম্ভব নয়।

পাকিস্তান যে ২০৩ জন বাঙ্গালীর পালটা বিচার করতে চেয়েছিল, তাদের কথা চুক্তিতে উল্লেখ নেই ঠিকই, তবে বলা হয়েছে—'বাংলাদেশ নাগরিকদের' পাকিস্তান বাংলাদেশে পাঠাবে। এঁদের ব্যাপারে তাই স্পষ্টত কোন বাধা চোখে পড়ছে না।

এই চুক্তি সম্বন্ধে কারা কি বলছেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

ভারতবর্ষ

নয়া দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানানো হয়। ভুপেশ গুপ্ত—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, এন; জি, গোরে—সোস্যালিষ্ট পার্টি, নওলকিশোর—কংগ্রেস সংগঠন, মিঃ মুরস্বামী—ডি, এম, কে, কে, সি, পাণ্ডা—স্বতন্ত্র, সলিল গাঙ্গুলী—কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্কিষ্ট, শ্যামলাল যাদব—বিকেডি, প্রভৃতি এই চুক্তিকে স্বাগত জানান। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা—এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান।

জনসংঘের অভিমত

জনসংঘ নেতা মিঃ আদভানী বলেন—এই চুক্তির সঙ্গে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্বন্ধ আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরে উদ্ভূত মানবিকতার প্রশ্নগুলির সমাধানে এটা কিছু পরিমাণে সক্ষম হবে—সেই দিক দিয়ে তিনি একে স্বাগত জানান।

জনসংঘের বিশিষ্ট নেতা—অটল বিহারী বাজপেয়ী বাংলাদেশের সব অবাঙ্গালীদের গ্রহণে পাকিস্তানের অসম্মতির জন্য পাকিস্তানের সমালোচনা করেন।

বাংলাদেশ

শেখ মুজিবর রহমান বলছেন—উপ মহাদেশে যারা শান্তি চান এই চুক্তি তাদের জয় সূচিত করেছে। তিনি বলেন—তিনি খুসী কেননা এর ফলে ১৯৭১ এর যুদ্ধের পরবর্তী মানবিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে। পাকিস্তানে পড়ে থাকা বাঙ্গালীরা সকলে দেশে ফিরে আসতে পারবেন—এতে তিনি বিশেষভাবে খুশী।

শেখ মুজির আরও বলেন যে—যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার অধিকার বর্জন না করেই দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি তিনি কার্য্যকর করতে বলেছেন। তিনি আরও বলেন রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাদেশের আসন লাভের দিন খুব দূরে নয়। অবাঙ্গালীদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন—আট লক্ষ অবাঙ্গালী বাংলাদেশে আছে। তার মধ্যে পাকিস্তানকে আমরা দুই লক্ষ ৬০ হাজার অবাঙ্গালী ফিরিয়ে নিতে বলেছি।

তিনি বলেন—যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে মিঃ ভাসানী এবং ভাসানীর গ্রুপ নীরব রয়েছেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মুজঃফর গ্রুপ স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে দেরী হলেও পাকিস্তান কিছুটা শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আবদুল রব বলেছেন—যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে যেন না ভুলি।

পাকিস্তান

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, পাঞ্জাব ও বেলুচীস্তানের মুখ্যমন্ত্রীরা এই চুক্তিকে স্বাগত জানান। পাকিস্তান ন্যাশনেল এসেম্বলীর অধিকাংশ সদস্যই স্বাগত জানিয়ে বলেন যে—এই চুক্তি উপমহাদেশে স্থায়ীত্ব শান্তি, প্রতিষ্ঠার দিকে একটি পদক্ষেপ।

দেশে দেশে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন্ এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন উপমহাদেশে শান্তি, স্থায়ীত্ব এবং সহযোগিতার পথে এক নূতন যুগের সূচনা হল।

রাশিয়ার মস্কো থেকে বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়েছে—শান্তিতে বসবাসের জন্য তিনটি দেশই যে সমানভাবে উৎসুক এই চুক্তিই তার প্রমাণ। লণ্ডন থেকে ব্রিটেনও এই চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে—এর ফলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দেওয়ার রাস্তা তৈরী হয়ে গেল।

এছাড়া ফ্রান্স থেকে, যুগোশ্লাভ গবর্মেন্টের পক্ষ থেকে একে বিপুলভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে।

নেপাল গবর্মেন্ট—কাঠমুণ্ডু থেকে এই চুক্তিকে সমর্থিত করে বলেছেন—এটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

চীন এ বিষয়ে এখনও নীরব।

—·—

মুক্তি

১৭ই ভাদ্র, ১৩৮০, সোমবার

পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে চুক্তি

গত ২৮শে আগষ্ট বাংলাদেশের সম্মতি নিয়েই ভারত ও পাকিস্তান যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই চুক্তির মূল বিষয় হল—১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরে যে সমস্ত মানবিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধেই বিশেষ করে ব্যবস্থা করা। যেমন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি, পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, বাংলাদেশে যে সমস্ত পাকিস্তানী আছে বিশেষ করে বিহারী পাকিস্তানীদের পুনরায় পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যাগুলি মানবিক সমস্যা বলে ধরে নিয়েই তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়েছে।

ব্যাপারটা দেখা যাক—ভারতে প্রায় ৯০ হাজার পাকযুদ্ধবন্দী আছে তা ছাড়াও পাকিস্তানে যে সমস্ত বাঙ্গালী আছে বাংলাদেশে যে সমস্ত পাকিস্তানী নাগরিক আছে, সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের এদেশ থেকে ওদেশে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তির ব্যাপারগুলি অনুধাবন করতে হবে।

এই চুক্তিকে—বা যুদ্ধোত্তর মানবিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—আমরা তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন ও স্বাগত জানাই। এটা মনে রাখতে হবে যে মানবিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে এই চুক্তি করা হয়েছে রাজনৈতিক সমস্যার কোন কথা এর মধ্যে নেই। সেই জন্যই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে কিনা বা রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য করার ব্যাপারে সমর্থন কি বিরোধীতা করবে—সে সব ব্যাপারের উল্লেখ এতে নেই। যদিও মানবিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখাও টানা মুস্কিল তাহলেও যে বিষয়গুলি নিয়ে চুক্তি হয়েছে—সেগুলি মুখ্যতঃ মানবিক।

বাস্তব পরিস্থিতির সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই চুক্তিকে দেখতে হবে। প্রায় ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভারতবর্ষে ভারত গবর্ণমেন্ট কোটী কোটী টাকা খরচ করে রাখতে পারেনা। একদিন এদের ফিরিয়ে দিতেই হবে। প্রায় লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যারা পাকিস্তানে আছে তাদেরও বাংলাদেশে আসতে হবে—এবং লক্ষ লক্ষ বিহারী পাকিস্তানী যারা বাংলাদেশে আছে তাদেরও পাকিস্তানে যেতে হবে বা পাঠাতে হবে। এসব বিষয়ে যতদূর সম্ভব মর্য্যাদাপূর্ণ বোঝাপড়ায় আসা ছাড়া এসবের ব্যবস্থা করার আর কোন সুষ্ঠু পথ নেই। ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হলে পাকিস্তানেরও মর্য্যাদা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ এই তিনটি দেশই এই চুক্তির সঙ্গে জড়িত। এবং এই দুই দেশের সংঘর্ষের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষ প্রধানতঃ মানবিকতার তাগিদেই তাতে যুক্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে মানবিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ভারতবর্ষ যে উদ্যোগ গ্রহণ করে যেভাবে এসম্বন্ধে ব্যবস্থা করেছে তা সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে। এই চুক্তি সম্বন্ধে একথাই বলা যেতে পারে যে—ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিনটি দেশই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এই চুক্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছে। আমরা আশা করব যে মনোভাব নিয়ে এই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে—এই চুক্তির ব্যবস্থাগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য সেই মনোভাব অক্ষুন্ন রাখতে পাকিস্তান নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি রাখবেনা। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ সর্বদাই তার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আছে। পাকিস্তানের শাসন নেতৃত্বের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তিনি ভুট্টোই হোন আর যেই হোন—বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই তিন ক্ষেত্রেই কল্যাণপ্রসূ হবে—এই উপলব্ধি তারা করতে পারলে—শুধু মানবিক সমস্যাই নয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান হতে পারবে। এর জন্য কোন চুক্তির প্রয়োজন হবেনা। এই চুক্তি এবং এই চুক্তি পালনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠুক—এই খানেই এই চুক্তির সবচেয়ে বড় সার্থকতা হবে। বিশ্বজন আজ সেই দৃষ্টিতেই, সেই আশাতেই এই চুক্তিকে যে স্বাগত জানাচ্ছে তা সত্য হয়ে উঠুক।

বি, দাসগুপ্ত

—০—

ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বাসের কর্মীদের প্রহারের অভিযোগে পলিটেকনিকের ছাত্র গ্রেপ্তার

গত ১৮/১৯শে জুলাই থেকে কলিকাতা ও পুরুলিয়ার মধ্যে কলিকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের যে এক্সপ্রেস বাস চালু হয়েছে—সেই বাসের 'ষ্টপ' পলিটেকনিকের কাছে করার জন্য ছাত্ররা দাবী জানায়। কিন্তু এক্সপ্রেস বাসের নির্দ্ধারিত সূচি অনুসারে অনুরূপ ব্যবস্থা না থাকায় এক্সপ্রেস বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে ছাত্রেরা নাকি তাদের গুরুতররূপে প্রহার করে। আহত কণ্ডাক্টারদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উপোরক্ত ঘটনার জের স্বরূপ পুলিশ পলিটেকনিকের সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে এবং পরে ছাত্ররা জামীনে মুক্তি পায়।

অযোধ্যা পাহাড়ে জীপ দুর্ঘটনা

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখে অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী কৃষকদের মহাজনের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া যাবতীয় কৃষি ঋণ প্রভৃতি প্রদানের যে কার্য্যসূচি নিয়েছেন—তারই প্রাথমিক স্তরে দুই শতাধিক আদিবাসী চাষীদের আসন্ন সরিষা চাষের জন্য কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই কার্য্যসূচি অনুযায়ী ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডিষ্ট্রিক্ট ডেভেলাপমেন্ট অফিসার, এজেন্ট, এগ্রিকালচারাল অফিসার ফীল্ড অফিসার প্রমূখেরা অযোধ্যা পাহাড়ে যান।

অযোধ্যা পাহাড় থেকে সন্ধ্যার সময় প্রত্যাবর্ত্তন কালে ব্যাঙ্কের একটি জীপ গাড়ীর যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গুরুতর দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ড্রাইভার বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে জীপটিকে ধাক্কা লাগাতে বাধ্য হয়। ফলে জীপ গাড়ীটি উল্টে ড্রাইভার সহ ব্যাঙ্কের কয়েকজন ফীল্ড অফিসার, ক্যামেরাম্যান প্রমূখেরা অল্পবিস্তর গুরুতর আহত হন। ব্যাঙ্কের অপর একটি জীপযোগে আহত ব্যক্তিদের নিকটবর্ত্তী বাঘমুণ্ডী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

—·—

খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে শহীদ দিবস

গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে তিনটি বামপন্থীদল, এস-ইউ-সি; আর-এস-পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের যুক্ত উদ্যোগে গত ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে ঋষি নিবারণ পার্কে শহীদ দিবস উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে এস-ইউ-সির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং যুক্তফ্রন্ট আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা ছিলেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন যে ১৯৫৯ সালে যে গুরুতর খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছিল এখন সেই সঙ্কট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। তিনি বলেন এই সঙ্কট কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের সৃষ্টি। সুতরাং ঐ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য কংগ্রেস ও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ও সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মঘট

একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট চলেছে। মহারাষ্ট্রে ডাক্তারদের ধর্মঘট। সরকারী ডাক্তাররা ধর্মঘট করেছে ফলে—হাসপাতাল প্রভৃতি প্রায় ডাক্তার শূন্য। তারপরে এদের সহানুভূতিতে প্রায় ৪০০ বাইরের ডাক্তার যারা বিনা পরিশ্রমিকে হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করতেন তারাও ধর্মঘট করেছে। এ ধর্মঘট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এবং ১লা সেপ্টেম্বরের দিন নিয়ে ধর্মঘটের ১৬ দিন হল।

দাবী দাওয়া অবশ্যই ডাক্তারদের অনেক আছে—বেতন থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু। কিন্তু এরা বলছেন গবর্মেন্টের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ না হলে এরা ধর্মঘট স্থগিত রাখবেন না আর গবর্মেন্টের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ধর্মঘট স্থগিত না রাখলে কোন আলোচনাই আরম্ভ করা হবে না। ব্যাপারটা দুই পক্ষেরই অযৌক্তিক জিদে এসে ঠেকেছে—ধর্মঘটি ডাক্তারদের সঙ্গে গবর্মেন্টের আলোচনা করলে কি ক্ষতিটা হত? ডাক্তারদের এই ধর্মঘটে একদিকে শত শত রোগী হাসপাতালে অবর্ণনীয় শোচনীয় অবস্থায় পড়ে আছে—এই ডাক্তারদের আর কোন বিকল্প নেই। ডাক্তারদের কাজ—যে মানবিকতার কাজ তাতে কেবল নিজেদের দিকটাই দেখলে চলে না - মানুষের দিকটা আগে দেখতে হয়। বর্ত্তমান এই মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গীটা উবে গেছে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছে। অন্যান্য জায়গায় ডাক্তারদেরও এটা অনুধাবন করা দরকার।

—·—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

এই কি বরাবাজার সরকারী হাসপাতাল ?

বরাবাজার থানার অন্তর্গত আমড়াবেড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র মাহাত জানাইতেছি।

আমি গত ১৭-৮-৭৩ তারিখের বৈকাল প্রায় সাড়ে চারটা পাঁচটা নাগাদ আমার (১১) এগার মাস বয়স্কা কন্যার ভেদ ও বমি হওয়ার জন্য বরাবাজার হাসপাতালে লইয়া আসি। ডাক্তারবাবুর খোঁজ লইয়া জানিলাম ডাক্তার বাবু ছুটিতে, তার পরিবর্তে মানবাজার হইতে সিন্‌হা ডাক্তার আসিয়াছেন। বাসায় গিয়া সিন্‌হা ডাক্তার বাবুকে বলি, আমার মেয়ের খুবই ভেদ বমি হচ্ছে। আপনি একবার দয়া করে দেখুন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। তিনি এলেন এবং রোগীর দিকে একটু তাকিয়ে ঔষধ দিলেন। ঔষধ সাদা রং এর ছয়টি বড়ি এবং চারটা (মেটা) রঙীন বড়ী।

আমি ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করি হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নিন। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে চান না। তখন প্রায় সন্ধ্যা ৭টা। আমার সাথে কুটুরকুমা গ্রামের শ্রীহরিহর মাহাত ছিল। তিনিও ডাক্তার বাবুকে হাসপাতালে ভর্ত্তির কথা বলতে থাকেন যে—হাসপাতালে তো বেড্ খালি আছে, তবু রোগী ভর্ত্তি করছেন না, কেন? তখন ডাক্তার বাবু নীরব। কমপাউণ্ডার বাবু এই সময় বলে উঠেন ডাক্তারবাবু ভর্ত্তি করে নিন। তখন ডাক্তারবাবু মেয়েটীকে ভর্ত্তি করেন এবং বলেন হাসপাতালে কোন ঔষধ নাই। এই কথা বলায় আমি বলিলাম ঔষধ কিনে নিয়ে আসবো! এরপর ডাক্তারবাবু বাসায় যান এবং ফেমিলী প্লেনিং এর একজন অফিসার ঘোষবাবুর সাথে কথাবার্ত্তা বলিতে থাকেন। ঘোষবাবু ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার কিছুক্ষণ পরে, অস্থির হয়ে রামবাবু, রামবাবু বলে ডাক দেন, এবং বলেন যে আপনাকে ডাক্তারবাবু ডাকছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুর বাসায় গেলে পর ডাক্তারবাবু আমায় বলেন—রামবাবু ব্যবস্থা করুন; আপনাকে ঔষধ কিনে আনতে হবে না ইত্যাদি—।

কিছুক্ষণ পরে ঘোষবাবু আবার ডাক্তারবাবুর বাসাতে যান। এবং আমার পরিচয় দেন যে রামবাবু একজন লোক সেবক সংঘের কর্মী ইত্যাদি। এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু আমাকে একটা তার প্যাডের কাগজে ঔষধ কিনে আনবার জন্য লিখে দেন, এবং বলেন ১৪৲ ১৫৲ টাকার মতন দাম পড়বে, ভিক্ষু সাহার দোকান থেকে কিনে আনতে। আমি কেডিয়া মেডিকেল থেকে ঔষধ, ইন্‌জেকসন্—ডাক্তারবাবুর যা নির্দ্দেশ কিনে নিয়ে আসি। ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকসেন্ দিলেন। কিন্তু ঔষধ খাওয়াবার ভার পড়লো হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণীদের উপর। শুশ্রূষাকারিণী রাত্রি ৮ টার সময় ঔষধ খাইয়ে নিজের বাসায় চলিয়া গেলেন সমস্ত রাত্রিতে আর তাদের কোন দায় দায়িত্ব রইল না, বা হাসপাতালে আসেন নাই। হাসপাতালে তিনজন রোগী ভর্ত্তি ছিল। ১৮-৮-৭৩ তারিখের প্রায় সকাল ৭ টার সময় বিদ্যুতের মত শুশ্রূষা কারিণীদের দেখা গেল। ১৯-৮-৭৩ তারিখে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে, তখন রাত্রি প্রায় একটা হবে। মেয়েটাকে ওই অবস্থাতে ডাক্তারবাবুর বাসাতে নিয়ে যাই এবং দেখাই। রোগী দেখে ডাক্তারবাবু বলেন রোগী ভাল আছে। হাসপাতালের বেডে নিয়ে যাও। সকালে ২০-৮-৭৩ তারিখে ডাঃ হরিহর দার সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা কোরবো ইত্যাদি। সকালে হরিহরবাবু ডাক্তারকে ডাকলাম তিনি এলেন এবং সরকারী ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বললেন। সরকারী ডাক্তারবাবু বোললেন; হরিহরবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দিন। ডাঃ হরিহরবাবু তার বাসায় গেলেন, দুই ডাক্তার রোগীর কাছে এলেন। দেখে-শুনে ঔষধ পত্রাদি যা নির্দ্দেশ দিলেন তা আনলাম। ডাঃ হরিহরবাবুর চেষ্টায় রোগী একটু ভালর দিকে যায়। বেলা প্রায় ৫ টার সময় সরকারী ডাক্তারবাবু বলেন—রামবাবু রোগীর অবস্থা খারাপ, তখন আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়ি। রোগীর অবস্থা খারাপ শুনে বরাবাজারের বহু লোক এবং আমার গ্রামের অনেক লোক এই সময় উপস্থিত হয়। তারা সকলেই ডাঃ হরিহরবাবুর অপেক্ষায় ছিল। খবরে জানা গেল হরিহর ডাক্তার বাইরে গেছেন। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ রোগীর অবস্থা শোচনীয় বা মৃত্যু অবস্থা দেখে তার জ্যোঠাইমা, মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বেরোতেই মেয়েটা তার জ্যোঠাইমার কোলে মারা যায়।

সরকারী ডাঃ বাবুদের সঙ্গে কি হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি করতে গেলেই ব্যবস্থা করতে হবে। আরো প্রশ্ন যে ভিক্ষু সাহার দোকানে কি সরকারী হাসপাতালের ঔষধ রাখা আছে? আমি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানতে চাই—এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

—o—

সদর হাসপাতালের ওয়ার্ড না নরক ?

ইতিপূর্বে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের দুর্নীতি সম্বন্ধে গত ১৬ই জুলাই মুক্তির মাধ্যমে জেলার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আমাদের আরো কিছু অভিযোগ আছে এই সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে।

মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

পুরুলিয়ার ন্যায় গরীব জেলার গরীব মানুষগুলো দূর গ্রামাঞ্চল থেকে নেহাত নিরুপায় হয়েই এই সদর হাসপাতালে আসে চিকিৎসার জন্য বা ভর্ত্তির জন্য। মেল বা ফিমেল ওয়ার্ডে রুগী ভর্ত্তি হওয়ার পর রোগীর প্রতি ডাক্তারবাবুদের বা দিদিমণিদের দায়-দায়িত্ব পড়ে বলেই সাধারণ মানুষ মনে করে এবং এই মনে করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মর্মাহত হতে হয় এই দেখে, কোন এমারজেন্সী রোগীকে ডাক্তারবাবু একবার দেখেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেন—রোগীর খারাপ অবস্থা হলে ডাক্তারবাবুদের এমারজেন্সী রুমে পাওয়া যায় না এবং রোগীর লোককে ডাক্তার খুঁজে এনে রোগী দেখাতে হয়।

প্রথমতঃ দিদিমণিরা সেই যে চেয়ারে বসেন, একবারও ঘুরে দেখেন না, কোন রোগীর কি প্রয়োজন বা কোন রোগীর কি অবস্থা। কয়েকজন ডাক্তারবাবু যখন ওয়ার্ডে আসেন তখন দু-পাশে Bed এর মাঝখান দিয়ে দুপাশে ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যান। (দু-একটি রোগী ছাড়া) যদি কোন রোগী কিছু বলতে যান, না শুনেই তিনি চলে যান। রোগীর কী কষ্ট? সে কি বলতে চাইছে? এসব শোনার মত তাঁদের সময় থাকে না। অথচ ঐ ডাক্তারবাবুরা যখন নিজের চেম্বারে বসেন রোগী দেখতে, তখন তাঁর গলার স্বর এবং মেজাজ পাল্টে যায়। সত্যি টাকার কি মহিমা।

অপর দিকে এই সদর হাসপাতালের রোগীদের প্রতি কয়েকজন দিদিমণির ব্যবহার মমতাময়ী মাতৃজাতীর কলঙ্ক বলেই মনে করি।

বাথরুম বা পায়খানার অবস্থা দেখে মনে হয় এর থেকে ভাগাড়ের চেহারাটাও ভাল। অনেক রোগী আছেন মেল ওয়ার্ডে যাঁরা এই এই শহরেই কাছাকাছি যান শুধু পায়খানার জন্য।

বিদ্যুৎ সংকট আজ সারা দেশ জুড়ে। আমাদের এই জেলাতেও এই সংকট আছে। সদর হাসপাতালে বিদ্যুৎ বন্ধ হলে দেখেছি রোগীদের ঐ অন্ধকারে কোন সুইপারকে ধরে পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে মোমবাতী কিনে আনতে হয়।

সদর হাসপাতালের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করি আপনারা মহান ব্রতের পূজারী, এভাবে নিজেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় রেখে তার উপর কলঙ্ক লেপন করবেন না।

পুরুলিয়ার যুব সমাজের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাই, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন কারণ এই সদর হাসপাতালের দুর্নীতির কালো স্রোতটা বন্ধ হওয়া একান্ত দরকার। যদিও কাজটা সহজ নয়, তবু পুরুলিয়ার যুব সমাজকেই এগিয়ে এসে একত্রে প্রতিরোধ করতে হবে।

বিনীত—

পুরুলিয়া
৩০-৮-৭৩

শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (নামোপাড়া)
শ্রীরবিলোচন সরকার (সরকার পাড়া)
শ্রীমৃদুলকান্তি দাসগুপ্ত (ভার্গাবাদ পাড়া)

—•—

কথা, না কাজ—শ্রীমতী গান্ধীর সরকার কোনটা করছেন ?

(নেপাল চট্টোপাধ্যায়)

এ বছর ১৫ই আগষ্টের দিনে কেতাদুরস্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ভারতীয় জনসাধারণকে কালোবাজার বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কালোবাজারকে বয়কট করলেই কালোবাজার বন্ধ হয়ে যাবে।

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ শোনার পরই রেশনে মাথাপিছু খাদ্যের বরাদ্দ দাঁড়াল ২০০ গ্রাম। একটা বাচ্চা ছেলেও সপ্তাহে ২০০ গ্রাম খাদ্যের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ যদি কালোবাজারকে বয়কট করেন, তবে যমরাজ তাঁকে অবশ্যই বয়কট করবেন না।

শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল কথায় কথায় কালোবাজারী-মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কিন্তু কাজের সময় তাদেরই পতাকা বহন করেন। বেঁচে থাকার মতো খাদ্য মানুষ যদি রেশনে পেত, তবে কালোবাজারে আপনা আপনি অন্ধকার নেমে আসত। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার রেশনে খাদ্য বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে কমিয়ে কালোবাজারকে মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য করে তুলেছেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে কালোবাজার বয়কট করার বাণী শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়ালের কথাটাই বলতে ইচ্ছে করে। শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল সপ্তাহে ২০০ গ্রাম খাদ্যের উপর নির্ভর করে যদি দুদিন থাকেন এবং তৃতীয় দিনে যদি কারুর রান্নাঘরে অথবা ব্যাগ হাতে করে কালোবাজারে তাঁদের না দেখা যায় তবেই বুঝব সাধারণ মানুষকে বয়কট করার উপদেশ তাঁরা দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি স্বীকার করেছেন যে পরাধীন ভারতের কয়েদীদের চেয়েও স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের অবস্থা খারাপ। রাষ্ট্রপতি বছরে একদিন ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, নিজেকে এই দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপতি মনে করে মোগলাই আড়ম্বর প্রত্যাখান করতে তিনিও পারেন নি। একজন রাষ্ট্রপতির জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাতে মনে হয় আমাদের মত গরীবের ঘরে এ শ্বেতহস্তী নাই বা থাকত! হো চি মিন তো তাঁর গরীব দেশের সাধারণ চাষীর মতোই থাকতেন। জাঁকজমক ও ঠাটবাটে সাধারণ মানুষের থেকে নিজেদের একটা পৃথক আভিজাত্যে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, এ তো শোষণধর্মী সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কায়দা—সমাজবাদের সঙ্গে অথবা গান্ধীবাদের সঙ্গে এর মিলটা কোথায়—আমাদের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি অথবা আর কোন কর্ণধার একটু বুঝিয়ে দেবেন কি?

—o—

নূতন শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কনভেনশন

গত ২২শে জুলাই রবিবার বেলা ১টার সময় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষকসংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগীদের এক কনভেনশনে আমন্ত্রিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই কনভেনশনআহুত হয়েছিল।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীজ্যোতির্ময় অধিকারী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এবং প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রীগোলকপতি রায় এই কনভেনশনে যোগদান করেন।

সমিতির জেলাসম্পাদক শ্রীশক্তিপদ সাহানী কনভেনশনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগোলকপতি রায় ও শ্রীসত্যপ্রিয় রায় তাঁদের দীর্ঘ বিশ্লেষণী ভাষণে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের বাস্তবদৃষ্টির অভাব, অনাগ্রহ এবং শিক্ষাসংকোচ নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। আগত প্রতিনিধিদের অনেকেই এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণের পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কনভেনশন সমাপ্ত হয়।

—•—

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও বোনাসের দাবিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের মিছিল ও ডেপুটেশন

গত ২৫শে আগষ্ট, শনিবার কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্গত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং পূজার আগে অ্যাড-ভান্সের পরিবর্তে ৮·৩৩ ভাগ পূজা বোনাসের দাবীতে মিছিল বের করেন। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় ৮০০ জন প্রতিনিধি এই মিছিলে যোগদান করেন। জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে মহকুমা শাসকের (দক্ষিণ) নিকট ডেপুটেশনে যাওয়া হয়। মহকুমাশাসক কর্মচারীদের লিখিত দাবীপত্র গ্রহন করেন। —•—

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন

গত ৩১শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নূতন পঞ্চায়েতের বিল পাশ হয়। পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখর্জি বিধান সভায় ঘোষণা করেন যে আগামী ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসেই গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল সমিতি ও জিলা পরিষদের নির্বাচন হবে। সমস্ত নির্বাচনই প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে বলে বিধান করা হয়েছে। —•—

ভুমি বণ্টণ কমিটির সদস্য পঃ বঃ যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগ

গত ১লা সেপ্টেম্বর পঃ বঃ যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

যে ভূমি নিয়ে এত কেলেঙ্কারী তিনি সেই ভূমি বন্টন কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। পদত্যাগের কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে—দলের ভিতর এবং বাইরে একদল প্রতিক্রিয়াশীল তার বিরুদ্ধে যে কুৎসার অভিযান চালিয়েছেন তা বন্ধ করাই তার উদ্দেশ্য।

তিনি ভূমি কেলেঙ্কারী সম্বন্ধে যারা তদন্ত করছেন তাঁরা যাতে তাঁর উপস্থিতির জন্য কোন রকমে প্রভাবিত না হন--এটাও একটা কারণ বলেন।

তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে—যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে এই ভূমির ব্যাপারে তিনি একটি পয়সাও নিয়েছেন বা কোলটানি করেছেন তবে তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করবেন।

—•—

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি পুরুলিয়া

নিম্নলিখিত দাতাগণ স্মারক সমিতিতে অর্থ সাহায্য করেছেন—

নাম	টাকা
১। ওমপ্রকাশ টিব্রিওয়ালা মানবাজার—	১১ টাকা
২। অশ্বিনী সিং মোদক মানবাজার—	১১ "
৩। মোহিনী মাঝি ধগড়া—	৫১ "
৪। মনীন্দ্র মোহন বিশ্বাস—	১০ "
৫। মহাদেব দে গোবিন্দ রায়—	১০ "
৬। চতুরানন সেন মানবাজার—	১০ "
৭। বগলা দত্ত মানবাজার—	৫ "
৮। হরি সাধন ব্যানার্জি বাবুরডি—	৫ "
৯। বিজয় দত্ত মানবাজার—	১১ "
১০। ভক্তরঞ্জন সেন চেপুয়া—	২৫ "
১১। ভগবান দাস বামনিয়া—	৫ "
১২। হেমচন্দ্র মাহাত আঁকরো—	১০১ "
১৩। পূর্ণিমা মাহাত পাটাপাহাড়ী—	৫০ "
১৪। ভুতনাথ পতিতুণ্ডি চাকলতা—	৩০ "
১৫। আনন্দ মাহাত জনারা—	১০১ "

—•—

অভয় আশ্রম খদ্দর ভাণ্ডার
পুরুলিয়া

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধী জয়ন্তী ও ৺দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে অন্যান্যবারের মত এবারেও সরকার প্রদত্ত রিবেটের সুযোগ গ্রহণ করুন—

সুতি খাদি—টাকা প্রতি— ২০%
ব্লেন্ড সিল্ক— " " ১০%
স্পান সিল্ক— " " ২৫%

পুনরায় ২৩শে অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত। বহু সমস্যা জর্জ্জরিত ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পীড়িত জনগণকে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

গ্রামোদ্যোগ বিভাগে নিজ কেন্দ্রে প্রস্তুত মধু, তাল-মিছরি, সাবান প্রভৃতি সকল সময় পাওয়া যায়।

নিবেদক
ম্যানেজার, অভয় আশ্রম

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
প্রণীত
তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী
(মূল্য ১ টাকা)
প্রাপ্তিস্থান - মুক্তি প্রেস ও বিশ্ববিদ্যা ভবন।

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)

আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য- প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী **'LIMPO'** ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া **পুরুলিয়া** Phone - 508, 414

॥ শর্ম্মা সরকার তদন্ত কমিশন ॥
পুরুলিয়ার মধ্যে বড়টাঁড় হাটে ১৮-৬-৭৩ তারিখে গুলিচালনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ২৩০৫) প্রকাশিত ২০-৭-৭৩ ইং তারিখের ১০৭১ পি, এস, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীজে, শর্ম্মা সরকারকে একক তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন।

১। ১৮-৬-৭৩ ইং তারিখে পুরুলিয়ার অন্তর্গত জয়পুর থানার অধীন বড়টাঁড় হাটে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহাতে পুলিশের গুলিচালনায় ২ ব্যাক্তি নিহত ও ৩ ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহার জন্য কি কি কারণ বর্ত্তমান ছিল ?

২। পুলিশের গুলিচালনা সঙ্গত ছিল কি না ?

৩। উপরোক্ত ২ নং এর উত্তর নেতিবাচক হইলে, এই অসঙ্গত গুলিচালনার জন্য কে বা কাহারা দায়ী এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে ? এবং

৪। উপরোক্ত বিষয়গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা সম্পর্কিত যে কোন বিষয় যাহা কমিশন অনুসন্ধান করা সঙ্গত বিবেচনা করেন।

তদনুযায়ী উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাঁহারা অবগত আছেন বা যাঁহাদের সম্পর্ক বা আগ্রহ আছে তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষী ও দলিল পত্রাদির তালিকাসহ লিখিত বিবৃতি আগামী ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ তারিখ পর্য্যন্ত অফিসের কার্য্যের দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টার মধ্যে, কমিশনের অফিস, "ইণ্ডাষ্ট্রী হাউস" (৫ম তল) ১০, ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭ তে গ্রহণ করা হইবে।

কমিশনের প্রথম অধিবেশন ইং ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখে ১/১ নং আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডস্থিত "কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে" বেলা ১১টায় আরম্ভ হইবে। ঐ অধিবেশনে কমিশনের তদন্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তথা পদ্ধতি, স্থান এবং সময় ইত্যাদি নির্দ্ধারিত হইবে।

এই তদন্তে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক সকলে কমিশনের অধিবেশন সমূহে উপস্থিত থাকিতে পারেন। পরবর্তী অধিবেশন সমূহের জন্য পৃথক কোনও নোটীশ দেওয়া হইবে না।

কমিশনের অনুমত্যানুসারে
জে, সান্যাল
সচিব
শর্ম্মা সরকার তদন্ত কমিশন
ইণ্ডাষ্ট্রী হাউস, (৫ম তল), ১০, ক্যামাক ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৭।
পাঃ বাঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি, ৬১৭১ (৫)/৭৩

WANTED

Wanted a Headmaster for Lagda High School, P.O. Lagda, Dist Purulia. The applicant should be 2nd class M. A. (Eng/Econo) B. T./B. Ed with teaching experience in recognised secondary Schools in W. B. for 15 years (relaxable in exceptional cases) Experienced H.M. or A.H.M. prefered. Pay as per G. A. rules. Rental quarters available. Apply to the Secretary by 25/9/73.

—o—

WANTED One B.Sc. (Pass) against a deputation Vacancy for 9 months for Sonathali Kalapathar High (H/S) School P. O. Sonathali-Ashram. Dist. Purulia. Apply sharp. Interview on 7/9/73 at 12 noon. Come with certificates & Testimonials. Preference will be given to a Local and trained Candidate. No T. A.

—o—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

নেমেছে কি রাতি ? ফুরায়না পথ সুদুর্গম ?
কে থামিস পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম ?
বসে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দু'দিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই।

মোদের লক্ষ্য চির অটল
অগ্র– পথিক ব্রতীর দল,
বাঁধরে বুক চলরে চল ॥

—নজরুল

—[০]—

৩৪ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা | সোমবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৮০ | বার্ষিক ৬., সডাক—৭, নগদ—১৫ পয়সা

পুরুলিয়া জেলার উত্তরাঞ্চলে খুন ও লুঠের অরাজক অবস্থা
জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা অভাবে নিদারুণ বিভীষিকা ও আতঙ্ক

সাম্প্রতিক কালের নক্সালী আন্দোলনের সন্ত্রাস ও বিভীষিকাকেও ম্লান করে দিয়েছে এক দুর্দ্ধর্ষ খুনী ও লুঠেরা শিবু চার ও তার সম্প্রদায়। তারা পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশে মুরাডি মধুকুণ্ডা থেকে পারবেলিয়া ডিসেরগড় ঘাটের সীমানা পর্য্যন্ত সাঁতুড়িয়া নিতুরিয়া অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় জনসাধারণের গুরুতর অভিযোগ যে গত এক মাসের মধ্যে ঐ অঞ্চলে অন্ততঃ ৫০ জন ব্যক্তি—এদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক—অতি নৃশংসভাবে শিবু চারের খুনী সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হয়েছে—কিন্তু প্রতিশোধের ভয়ে পুলিসের নিকট কোনওরূপ ডায়েরী বা অভিযোগ করবার সাহস কারও হয় নি। সম্প্রতি লোকো কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের কালে, ঐ অঞ্চলের জেটী গ্রামের গফুর নামে জনৈক রেলওয়ে ইঞ্জিন ড্রাইভারকে সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে শিবু চারের দল রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং নিজেদের আড্ডায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক রাখে। দুদিন পরে গফুর ড্রাইভারের মৃতদেহ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনারই দিন কয়েক আগে বার্ণপুর কারখানায় কর্ম্মরত শ্রীনরু বাউরী নামক এক যুবককে তার গ্রামের বাড়ী থেকে শিবু চারের দল ডেকে নিয়ে যায়। সদ্য বিবাহিত যুবক শ্রীবাউরী নিজের গ্রাম থেকে বার্ণপুরে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করতো। যথারীতি শ্রীবাউরীকে ঐ খুনী সম্প্রদায়ের আড্ডায় দিন দুই আটক রাখা হয় এবং পরে তার মৃতদেহ অনুরূপ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বিশেষ কোনও কারণে, মুরুলিয়া গ্রামের অধিবাসীরা, অর্থাৎ যুবকেরা, শিবু চারের দলের বিষ নজরে পড়ে। ঐ খুনী সম্প্রদায়ের সন্দেহ জন্মে যে ঐ গ্রামের যুবকেরা তাদের কার্য্যকলাপে বাধাদানের প্রস্তুতি করছে। সুতরাং গ্রামবাসীদের ঐ "স্পর্দ্ধার" সমুচিত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে গ্রামের ৮।১০ টি তাজা যুবককে অতি নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এদের খুন করার পদ্ধতিও বিশেষরূপে নৃশংস। প্রথমে, তাদের শিকারের হাতের ও পায়ের আঙ্গুল, নাক ও কান প্রভৃতি কাটা হয়—তারপর হাত পা কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কখনও বা প্রকাশ্য রাস্তায় পাথর দিয়ে ছেঁচে হত্যা করা হয়। সাধারণের চোখের সামনে এই সব ঘটনা ঘটতে থাকলেও কারও প্রতিবাদ অথবা থানায় অভিযোগ করবার কিম্বা সাক্ষী দেবার সাহস হয় না।

এই কুখ্যাত খুনী শিবু চার তার বন্দুকধারী সশস্ত্র দলবল নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে। স্থানীয় পুলিশ সব দেখেশুনে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করতে সাহস করে না। বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়া গামী বাসকে মধুকুণ্ডায় থামিয়ে শিবু চার নিজে-বাসের ষ্টিয়ারিং ধরে প্যাসেঞ্জার ভর্ত্তি বাস নিজের গ্রামের কাছ পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে কিন্তু কারও প্রতিবাদ করবার সাহস হয় না। পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া অথবা ডিসেরগড়ঘাট গামী বাসে শিবু চারের জন্য ফল মূল বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিত্য সরবরাহ হয়ে থাকে। সব কিছু সকলের জানা কিন্তু কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সাহস হয় না। আদ্রা থেকে আসানসোল গামী মালগাড়ী মাঝপথে থামিয়ে নিকটবর্ত্তী কোনও ষ্টেশনে আসতে বাধ্য করে এবং তারপর ওয়াগন ভেঙ্গে অপেক্ষমান ট্রাকে মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে যায়। তারপর প্রায় প্রতি সপ্তাহে আদ্রা-আসানসোলের মধ্যবর্ত্তী কোনও এক ষ্টেশনে অফিস ঘরে দলবল নিয়ে ঢুকে শিবু চার তার সাকরেদদের বেতন বিতরণ করে। এইভাবে সাত/আট হাজার টাকার লেন দেন হয়। বাইরে দুইজন বন্দুকধারী দেহরক্ষী পাহারা থাকে। সাঁতুড়ী-নিতুরিয়া অঞ্চলের বহু শিক্ষিত যুবককেও শিবু চার টাকার লোভে অথবা প্রাণের ভয়ে তার দলে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। প্রায় প্রতি গ্রামেই তার চর ও অনুচর আছে। রঘুনাথপুর থেকে ডিসেরগড়ঘাট বা বাঁকুড়া বা আসানসোল গামী প্রত্যেক বাসে এবং আদ্রা থেকে আসানসোল গামী প্রত্যেক ট্রেনে শিবু চারের চর থাকে। পুলিশের গতিবিধি সম্পর্কে খবরা খবর পৌঁছে জানাবার জন্য। বহু রেল কর্ম্মী যাদের আদ্রা-আসানসোলের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয় এবং যাদের নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তা নেই তারাও প্রাণের দায়ে শিবু চারের চরের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

শিবু চার ও তার দলবলকে ধরার জন্য পুরুলিয়া থেকে সশস্ত্র পুলিশী অভিযান কয়েকবারই হয় কিন্তু ঐ সব অভিযানের খবর তাদের পূর্ব্বেই পৌঁছে যায় এবং সেই সময় তারা গা ঢাকা দেয়। শিবু চারকে "দেখামাত্র গুলি করার" আদেশ থাকলেও সেটা কার্য্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না—নানান কারণে। প্রথমতঃ শিবু চারের সাম্প্রতিক কালের চেহারার কোনও ফটো পুলিশের কাছে নেই; দ্বিতীয়তঃ শিবু চার নানা সময়ে নানা প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করে। তৃতীয়তঃ হিটলারী অনুকরণে শিবুচারের চেহারার অনুরূপ দু-চার জন সাকরেদ সবসময় তার সঙ্গে থাকে যাতে প্রকৃত শিবু চারকে চিনতে অসুবিধা হয়। খোদ পুলিশ অফিসের আনাচে কানাচে শিবু চারের দল ওৎপেতে বসে থাকে।

এই পর্য্যন্ত প্রায় দেড়শত জন শিবুচার ও তার দলের হাতে বলি হয়েছেন বলে শোনা যায়। খুন ও ডাকাতির অভিযোগে কয়েক বছর জেল ভোগের পর শিবু চার ১৯৬৯-৭০ সালে ছাড়া পায়। তারপর কিছু দিনের মধ্যে দল গঠন করে শিবু চার পুনরায় তার স্বরূপ ধারণ করেছে। বহু খুন ও ডাকাতির অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি।

এই অঞ্চলের পুরুলিয়া বরাকর বাসের উপর বোমা নিক্ষেপ করে খুন, জীপ ডাকাতি প্রভৃতি যে সব ঘটনা কিছুকাল পূর্বে ঘটে গেছে—সে সমস্তই এই শিবু চার ও তার সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি।

——•——

পুরুলিয়া জেলা শাসকের সাংবাদিক সম্মেলন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর জেলা শাসক শ্রীএন, আর, হালদার, আই-এ-এস তাঁর খাস কামরায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার কৃষি কার্য্যের অগ্রগতি,, খাদ্য পরিস্থিতি এবং ত্রাণমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কৃষি কার্য্যের অগ্রগতি

কৃষি কার্য্যের অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ১৯৭১ সালে এক বৎসর ভাল ফসলের কথা বাদ দিলে পুরুলিয়া জেলা খাদ্য উৎপাদনের দৃষ্টিতে ঘাটতি অঞ্চল। খরা পরিস্থিতির কারণে, প্রায় প্রতি বৎসর ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে দুর্দ্দশা দেখা দেয়। গত বৎসর শতকরা ৪০/৪৫ ভাগ ফসল হয়েছিল।

এই বৎসর প্রথম দিকে চাষের কাজে বিশেষ অগ্রগতি না হলেও সম্প্রতি ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাতের ফলে শতকরা ৭২'১৪ ভাগ জমিতে ধান্য রোপণ সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ জেলার ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৯৩ একর আমন ধানের জমির মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৫৬ একর জমিতে ধান্য রোপণ হয়েছে। জেলায় গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের তুলনায় গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৩৫' ২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে। রঘুনাথপুর ২নং ব্লকের জোড়াডি ও চেলিয়ামা অঞ্চলের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সেখানে ২৮-৮-৭৩ পর্য্যন্ত শতকরা ৬/৭ ভাগ জমিতে মাত্র ধান্য রোপণ হয়েছে।

জোনার বা ভুট্টার ফসল আশাপ্রদ বলে জানান।

খাদ্য পরিস্থিতি

জেলা শাসক আরও জানান যে ১৯৭২ সালের আদমশুমারী অনুসারে পুরুলিয়া জেলার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১৬ লক্ষ হলেও জেলার ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ইউনিটের রেশন কার্ড চালু আছে। অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ ইউনিট ভুয়া রেশন কার্ড রয়েছে। সুতরাং মুদ্রিত নূতন রেশন কার্ডের অভাবে সম্পূর্ণ নূতনভাবে তালিকা তৈরী করে রেশন কার্ড চালু করা সম্ভব না হওয়ায় পুরাতন কার্ডগুলি চেকিংএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে গত আগষ্ট মাসে ৮০৯৯ কার্ড চেকিং করে ১৯৮২টি ভুয়া কার্ড বাতিল হয়। এই সূত্রে ৩টি এম- আর- দোকান বাতিল করা হয়েছে এবং ১৩টি এম-আর দোকান সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাল ও চিনির বরাদ্দ কম থাকায় রেশনের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করতে হয়েছে। যেখানে গমের প্রয়োজন ৪৮ হাজার কুইন্টাল সেখানে মাত্র ২০ হাজার কুইন্টাল গম বরাদ্দ আছে। অনুরূপভাবে ১৯ হাজার কুইন্টাল চালের ক্ষেত্রে মাত্র ৮ হাজার কুইন্টাল চালের বরাদ্দ আছে। চিনি সম্পর্কে জানান যে মাসে ৩৩৬ টন বরাদ্দ চিনির মধ্যে জুন মাসে আংশিক সরবরাহ পাওয়া যায় — আর জুলাই ও আগষ্ট মাসের চিনির কোটা একেবারেই পাওয়া যায় নি। ফুড কমিশনার ৩৫০ মেট্রিক টন চিনি সরবরাহের যে প্রতিশ্রুতি দেন—সেই কোটাও এখনও পাওয়া যায় নি। সুতরাং চিনির পরিস্থিতি বিশেষ সঙ্কটজনক।

আসন্ন পূজার মরশুমে রেশন হিসাবে বিশেষ সরবরাহের জন্য বিশেষ কোটা হিসাবে নিম্নলিখিত চাহিদা জানানো হয়েছে :—

গম—৩০০০ টন
চাল—১৫০০ "
আটা—১২০০ বস্তা
ময়দা—১০০০ "
সুজি— ২২০ "

ত্রাণ ব্যবস্থা

এই জেলার লোক সংখ্যার শতকরা ১'৫ জনের ভিত্তিতে ২৪ হাজার ব্যক্তিকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। টেষ্ট রিলীফ ব্যবস্থা রূপে ৬৫টি সি-আর-এস স্কীমে দৈনিক ১৬ হাজার লোকের কর্ম্ম সংস্থান করা হচ্ছে। তবে বর্ত্তমানে সেই সব স্কীম বন্ধ থাকলেও প্রয়োজন হলে আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্কীমগুলি চালাবার অনুমতি পাওয়া গেছে। তাছাড়া সেচ; বন; ভূমি সংরক্ষণ, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বিভাগের বিভিন্ন বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ৪ হাজারের অধিক লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা কন্‌ভেনশন

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জয়পুর থানা শাখা (পুরুলিয়া)

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জয়পুর শাখার আহ্বানে গত ইং ২৬-৮-৭৩ তারিখে সকাল ৮ ঘটিকার সময় গড়জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দেড় শতাধিক শিক্ষক এবং বহু সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী কৃষক যুব-ছাত্র ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক শিক্ষা কন্‌ভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মঙ্গলদা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীশক্তি পদ সাহানী। উদ্বোধনী ভাষণ দেন পুরুলিয়া জেলা শাখার ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বায়ক শ্রীসুনীল দাস। প্রধান অতিথি শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল তাঁর দীর্ঘ ভাষণে অতীত ও বর্ত্তমান শিক্ষা-নীতি, শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যাবলী এবং আগামী দিনে শিক্ষকদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই কন্‌ভেনশনে জেলা সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক শ্রীকমলাকান্ত মাহাত ও জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীসনাতন মাহাত। তা ছাড়া জেলার বিভিন্ন গণ সংগঠনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু শেখর মিত্র, শ্রীরঞ্জিৎ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীভক্তি ভূষণ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ বক্তব্য রাখেন। কন্‌ভেনশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য থানা সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। পরিশেষে সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন দাশগুপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই কন্‌ভেনশনের ফলে বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে পাল্টা প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষকদের. মধ্যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জয়পুর থানা শাখা সমিতির গণডেপুটেশন

জয়পুর থানা কমিটির আহ্বানে গত ইং ২৯-৮-৭৩ তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকার সময় জয়পুর মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট স্থানীয় দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এক গণডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীশ্যামা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায় শ্রীঅশ্বিনী চট্টরাজ, শ্রীনীলকমল মাহাত ও শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করেন ও দাবী-দাওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তার সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডেপুটেশন শেষে থানা সমিতির সভাপতি শ্রীশ্যামা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটেশনের ফলাফল সমবেত শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে ব্যক্ত করেন।

—•—

এবার আটার কেলেঙ্কারী

গরীবদের জন্য আটা চোরাবাজারে

কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ আপার চিৎপুর রোডের বঙ্গীয় চাকি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ-এর ন'জন কর্তা ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ২রা সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএইচ আর কে গজরার আদালতে এঁদের হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সকলকেই ১২ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

অত্যাবশ্যক পণ্য আইন ও ভারত রক্ষা বিধি অনুযায়ী এঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন—বঙ্গীয় চাকি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ-এর চেয়ারম্যান মাখনলাল চৌধুরী, সেক্রেটারী শ্যামাপদ মুখার্জী, ডিরেকটর বানওয়ারিলাল আগরওয়ালা, গুলজারিলাল আগরওয়ালা, জগন্নাথ আগরওয়ালা, নন্দকিশোর ভাওসিংকা, স্নেহময় চ্যাটার্জী। অফিস সুপারভাইসার ও তিনজন কর্মচারীও এঁদের মধ্যে আছেন।

অভিযোগে প্রকাশ গত কয়েক বছর ধরে গম ও আটা নিয়ে অভূত-পূর্ব ধরণের ও বিরাট রকমের চোরা কারবার চলছে খবর পেয়ে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ তল্লাসী শুরু করেন। দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা বণ্টন, সংগ্রহ ও সরবরাহ দফতর এই সমিতির মাধ্যমে গম ভেঙ্গে যে আটা আংশিক রেশন এলাকাভুক্ত গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জন-সাধারণের মধ্যে সস্তা দরে বিক্রির জন্য বরাদ্দ করেন তা নিয়মিত চোরাবাজারে পাচার হচ্ছে।

মুক্তি

২৪শে ভাদ্র, ১৩৮০, সোমবার

পুরুলিয়ায় এই প্রশাসন !

পুরুলিয়া জেলার উত্তর অঞ্চলে মধুকুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামদেশে জনৈক শিবুচারের ও তার দলের যে নৃশংস শাসন চলছে তার কিছু বিবরণ মুক্তির বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথমেই দেওয়া হল। আমরা এ বিষয়ে সমস্ত দিক ভালভাবে তদন্ত করেই এই তথ্য প্রকাশ করলাম। তারপরে সরকার যখন হুকুম দিয়েছেন—শিবু চারকে 'দেখামাত্র গুলি' করতে তখন পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং ভয়াবহতা সম্বন্ধে তারা নিশ্চয়ই বেশ ভাল রকম ভাবেই ওয়াকিবহাল আছেন।

অথচ শিবুচারের শাসন সে অঞ্চলে প্রকাশ্যে এবং নির্বিরোধে চলছে তার নৃশংসতা অবাধে সংঘটিত হচ্ছে—ভাবতেও বিস্মিত হতে হয়, কারণ দেশে গবর্মেণ্ট বলে একটা গবর্মেণ্ট আছে এবং জবরদস্ত পুলিশও আছে। এটা প্রধানতঃ পুলিশেরই কাজ সেই অঞ্চল শিবু চারের শাসন থেকে মুক্ত করা। শিবু চার ঐ অঞ্চল কি অরাজনৈতিক মুক্তাঞ্চল বলে ঘোষণা করেছে ? এবং পশ্চিমবাংলায় যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিরাট উন্নতির কথা মুহুর্মুহু শুনছি তখনও যে এ ব্যাপার চলছে সেকি পুলিশের অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা ? না ইচ্ছাকৃত প্রশ্রয় দান ? আজ এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিকভাবেই যে পরিস্থিতি চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আসে। যে অবস্থা চলেছে তাতে এই কথাই বলতে হয় যে দেশে কোন গবর্মেণ্ট বলে কিছু নাই থাকলেও সেটা অপদার্থ গবর্মেণ্ট এবং তার অধীনে যে পুলিশ আছে তারা ততোধিক অপদার্থ। জনসাধারণ ন্যায্য ভাবেই জানবার দাবী করতে পারে যে শিবুচার এবং তার নৃশংস শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট এবং পুলিশের কি বক্তব্য আছে ? কেন তারা এই হিংস্র দস্যুদলকে কঠোরভাবে এবং সত্বর দমন করতে পারছেন না ?

পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে—ব্যাখ্যার জন্য তার পুনরাবৃত্তির দরকার হয় না। পুলিশের লোকেরা ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু জন সাধারণের খুবই স্পষ্ট অভিযোগ যে ওখানকার পুলিশ শিবুচার ও তার দলের প্রশ্রয় দাতা। দুর্বৃত্তদের ভয়ে পুলিশ নিষ্ক্রিয়—নয় দুর্বৃত্তদের অর্থের উপহার পুলিশকে উদ্যোগহীন করে রেখেছে। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে পুলিশ যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই বা করছে না সেটা সত্যই একটা রহস্যের বিষয়।

স্থানীয় যুবকেরা এর প্রতিরোধে প্রস্তুত কিন্তু সংগঠিত সশস্ত্র নৃশংসতার মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সত্যই মুস্কিল। শুধু যুবকদলই নয় জনসাধারণের মধ্যেও গৃহস্থই হোক্, শ্রমিকই হোক্, কৃষকই হোক—তাদের রুজি রোজগার, কাজের ধান্দায়—দিনে রাতে একক বা সঙ্গী সাথী সহ যাতায়াত করতেই হয়—সে ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে নৃশংসভাবে অবাধে প্রাণহানীর আশংকা থাকলে সম্পূর্ণ উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকা ছাড়া উপায় কোথায় ? বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে—এই পুলিশ যদি স্থায়ী ভাবে সক্রিয় হয় এবং যতদিন শিবুচারের রাজত্ব স্থায়ীভাবে শেষ না হয় ততদিন অবিরাম উদ্যোগ ও অভিযান করে স্থানীয় জনসাধারণের যদি ভরসা সৃষ্টি করে তবে স্বাভাবিক ভাবেই সকলে সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে। এই অবস্থায় সশস্ত্র পুলিশের দল ঐ এলাকায় বর্ত্তমানে স্থায়ীভাবে থেকে যুবকদের সংঘবদ্ধ করে নিজেরা অগ্রগামী হয়ে অভিযান চালান। পুলিশ শিবু চারকে দলবলসহ উচ্ছেদ করতে পারবে না এই যদি হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের সরকার সৈন্য বাহিনীকেই তলব করুন - কলিকাতা কর্পোরেশনের রাস্তার আবর্জ্জনা পরিষ্কার করার জন্য যখন সামরিক বিভাগের সাহায্য তলব করা যেতে পারে—তখন মধুকুণ্ডা অঞ্চলে প্রাণঘাতী আবর্জ্জনা পরিষ্কার করার জন্য পুলিশকে যখন অসমর্থ দেখা যাচ্ছে তখন সামরিক বিভাগকেই তলব করার প্রস্তাব স্বাভাবিক ভাবেই আসে। মোট কথা এই পরিস্থিতির অবসান অতি সত্বর না করলে ঐ এলাকার সমস্ত জনজীবন পঙ্গু ও বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে যাচ্ছেও।

ঐ এলাকার বিধান সভার সদস্য লোকসভার সদস্য যিনি বা যারা আছেন তারা করছেন কি ? এই যে দিনের পর দিন অবাধে শিবুচার ও তার দলবলের নৃশংস রাজত্ব ক্রমবর্ধমানভাবে চলছে এ বিষয়ে কোন প্রকার নড়াচড়ার পরিচয় এই জনপ্রতিনিধিদের তরফ থেকে পাওয়া যায় না। বিস্ময়ের বিষয়, এর কোন প্রকাশ এতদিন ধরে কোথাও হয়নি। এম, এল, এ,- এম, পিরা কেন এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেন নি ? কেন তারা ঘুরে ঘুরে সমস্ত অবস্থা দেখে এর বিহিত ব্যবস্থার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন নি ? এরাও কি শিবুচারের ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় নীরবতা অথবা নিষ্ক্রিয়তাই নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করে শবাসনে অবস্থান করছেন ! জেলার একজন মন্ত্রী আছেন তিনি যে দফ্‌তরেই হোন তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল এই পরিস্থিতি বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে এর অবসানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তিনি হয়তো এর কোন সংবাদই রাখেন না। এরকম সর্বব্যাপী অপদার্থতা ও ক্লীবত্বের সিঁড়ি বেয়েই আজ শিবু চার মধুকুণ্ডা থেকে ভিসেরগড় ঘাট পর্য্যন্ত এলাকার সর্বাধিপতি হয়ে কংগ্রেসী শাসনের পুলিশ থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রীমণ্ডলীর মাথায় পয়জারাঘাত করে শত শত লোককে হাত-পা কেটে পাথর দিয়ে প্রকাশ্যে ছেঁচে নির্বিবাদে খুন করে বেড়াচ্ছে। এদের লজ্জাজনক অপদার্থতা কাপুরুষ ক্লীবের ক্লীবত্বকেও ম্লান করে দিয়েছে।

আমরা যদি বলি স্থানীয় যুবকদের অস্ত্র সংগ্রহ করে সংঘবদ্ধ হয়ে এর মোকাবিলা করতে—তা হলেও বিপদ আছে। তখন পুলিশ ও সরকারের তৎপরতা বিস্ময়করভাবে সঞ্জীবিত হয়ে দেখা দেবে—এই যুবকদের গ্রেপ্তার করতে বে-আইনী অস্ত্রাদি রাখার জন্য। অদ্ভুত পরিস্থিতি ! পুলিশ তার থ্রি নটথ্রি রাইফেল নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে শিবু চারের নৃশংস নরহত্যা দেখে যাবে আর নিজেদের বাঁচবার জন্য যদি কেউ সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে তবে তার উপরেই হামলা হবে। এ এক হবুচন্দ্রী পরিস্থিতি !

কিন্তু তা হলেও সরকারী সব পর্য্যায় যদি একান্তই নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে নিজেদের বাঁচবার এবং নির্বিবাদ জীবন যাপন করার জন্য যে কোন পন্থাই হোক জনসাধারণকেই নিতে হবে। তাছাড়া উপায় কোথায় ?

আমরা এই জেলার নির্বাচিত পক্ষ, সরকারী পক্ষ, প্রশাসন ও পুলিশী কর্ত্তৃপক্ষকে এবিষয়ে জরুরী গুরুত্ব দিয়ে এই পরিস্থিতির অবসান করতে অবহিত করছি। আমরা আশা করব এবিষয়ে তারা সমস্ত পরিস্থিতি জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটন করে তাদের সন্ত্রস্ত জীবনকে আশ্বস্ত করবেন।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

জেলার বাহিরে চাল, গম, ডাল, সরিষার তেল, দালদা, কেরাসীন তেল প্রভৃতি চলাচলের উপর ১৪৪ ধারা প্রয়োগ

জেলাশাসক শ্রীএন, আর হালদার কর্ত্তৃক গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে সারা জেলায় ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে চাল, গম, আটা, পাঁউরুটি, সরিষার তেল, বনস্পতি, ডাল, কেরাসীন তেল প্রভৃতি জেলার বাইরে অন্যত্র কোথাও চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রকাশ, উপরোক্ত আদেশ জেলাশাসক কর্ত্তৃক জারী করার সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ মাল চালান করার অভিযোগে ছুটি ট্রাক পুলিশ আটক করে। একটি ট্রাক চাস যাবার পথে সিন্দ্রী চাষ রোডের মোড়ে যখন অপেক্ষা করছিল তখন পুলিশ তদন্ত করে ঐ ট্রাকে সরিষার তেলের টিন ও কয়েক বস্তা আটা বোঝাই আছে দেখে আটক করে। আর পুরুলিয়া সহরে একটি ট্রাকে অন্যান্য মালের সঙ্গে সরিষার তেল, আটা প্রভৃতি বোঝাই হয়ে চাণ্ডিল অভিমুখে যাবে জেনে পুলিশ ঐ ট্রাকটিকে আটক করে।

আরও প্রকাশ, উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে অভিযোগ করেন যে ১৪৪ ধারা বলে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা জনসাধারণ তথা ব্যবসায়ী মহলে কোনওরূপ প্রচার না করেই এবং তাদের জানার কোনও সুযোগ না দিয়েই পুলিশের দ্বারা তাঁদের হায়রানী করা হচ্ছে। এই সূত্রে প্রকাশ যে জেলাশাসক তাঁদের জানান যে তিনি উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা পুলিশকে জানিয়ে এবং স্থানীয় প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তরকে জানিয়ে তিনি নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করেছেন। সুতরাং ব্যবসায়ীদের যদি কোনও অভিযোগ থাকে তবে তাঁরা আদালতের মারফৎ তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারেন। নিষেধাজ্ঞার বিবরণের কপি : তিনি ব্যবসায়ীদের জানাতে নাকি অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

এই সূত্রে আরও জানা যায় যে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল থেকে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঐরূপ কোনও নিষেধাজ্ঞা জারী করার ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন বলে জানান এবং পরে নাকি ফাইল অনুসন্ধান করে জানান যে জেলাশাসকের উপরোক্ত আদেশ তাঁর কাছেও পাঠানো হয়েছে—কিন্তু যেহেতু জেলাশাসক নিজে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার কপি ব্যবসায়ীদের দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন সেই ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষেও কোনও কিছু কাগজপত্র দেওয়া সম্ভব নয়।

উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা জারীর ঘটনার পরম্পরায় আরও প্রকাশ যে দিন দুই পরে কুলটি থেকে দুইজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মোটর যোগে জামসেদপুর যাওয়ার পথে পুরুলিয়ার পুলিশ তাঁদের গাড়ী অনুসন্ধান করে কয়েকটি টিন বেবী ফুড পাওয়ায় তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে, উপরোক্ত শ্রমিক নেতারা থানা থেকে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে ফোন করে জানান যে—তাঁরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বেবী ফুড সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয় এবং তাঁরা অন্য জেলার অধিবাসীরূপে এই জেলার বিশেষ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও অবহিত নন। প্রকাশ, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হস্তক্ষেপে শ্রমিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

—•—

পুরুলিয়া নামোপাড়া মহল্লায় মর্ম্মান্তিক ঘটনাঃ গুরুতর আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় যুবক পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল থেকে রাঁচীতে স্থানান্তরিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত ৩রা/৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ২-৩০ মিঃ নামোপাড়ার হরিপদ দাঁ রোডের শ্রীগোপাল কর্মকারের পুত্র শ্রীশোভন কর্মকারের কাছে সংবাদ পেয়ে পুলিশ শ্রীগোপাল কর্মকারের বাড়ী থেকে গুরুতর আহত ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় শ্রীসনৎ মিত্র (দদ) কে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করে। মাথায় ও শরীরের ডান পাশের প্রায় সর্বত্র সাংঘাতিক আঘাতের চোট ছিল। সনতের তখনও জ্ঞান ছিল এবং সে পুলিশকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্ত্তি করার জন্য অনুরোধ করে।

ঘটনা

শ্রীগোপাল কর্মকারের বক্তব্য: শ্রীগোপাল কর্মকার বলেন যে ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১২টার সময় খুট্ করে আওয়াজ হওয়ায় তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং উঠোনে একজনকে দেখতে পেয়ে তাকে জাপটে ধরেন। আগন্তুকের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হতে তিনি 'চোর চোর' বলে চিৎকার করেন। চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ওঁর ছেলেরা আসে এবং আগন্তুককে মারধোর করে। কে কিভাবে মেরেছে তিনি বলতে পারেন না। তাঁর বাঁ চোখের ওপর কপালে একটি তুলো-লিকোপ্লাষ্টের ছোট ব্যাণ্ডেজ দেখলাম। অন্ধকারে তাঁরা সনৎকে (দদ) চিনতে পারেন নি। পুলিশকে খবর দিয়েছিল তাঁর পুত্র শ্রীমান শোভন কর্মকার। শ্রীকর্মকার বলেন মারধর হবার পর আগন্তুককে তাঁরা দদ (সনৎ) বলে চিনতে পারেন। এ ঘটনার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

আহত শ্রীসনৎ মিত্রের কথা:

রাত্রি প্রায় ২-৩০ মিনিটে শ্রীমিত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখনও তার জ্ঞান ছিল। সে তার জবানবন্দীতে বলে যে ঐ দিন (৩রা) শ্রীগোপাল কর্মকারের মেয়ে কুমারী শংকরী কর্মকার একটি চিঠি দিয়ে তাকে রাত্রে বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে বলে। সনৎ রাত্রি ১০টা আন্দাজ তার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের বাড়ী যায়। শংকরী ও সনৎ যে ঘরে ছিল শংকরী সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরই শ্রীগোপাল কর্মকার বাইরে থেকে ঘরের দরজা খোলার জন্য ধাক্কা দেয়। শংকরী দরজা খুলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগোপাল কর্মকার ও তার ছেলেরা, শ্রীতপন কর্মকার, শ্রীশোভন কর্মকার ও শ্রীতাপস কর্মকার সনতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেঁধে ফেলে। এরপর তাকে রান্নাঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং বাঁধা অবস্থায় তারা সনতকে মারে। কর্মকারদের নাইট গার্ড একটি নেপালী এবং অপর একটি লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তারা মারধোর করে নি।

সনতকে লেখা শংকরীর চিঠিটি সনতের পকেটেই ছিল। কয়লার হিসাবের কিছু কাগজপত্র ছিল, হোমিওপ্যাথি ওষুধের বড়ি, একটি হাত ঘড়ির ব্যাণ্ড এবং ২১ টাকা ৩৭ পয়সাও তাঁর কাছে ছিল। সবই পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে। টাকা পয়সা পুলিশ ফেরৎ দিয়েছে।

প্রতিবেশীদের কথা:

শ্রীগোপাল কর্মকারের বাড়ীর আশে পাশে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কেউ 'চোর চোর' বলে কোনও চিৎকার শোনেন নি। চাপা কান্নার আওয়াজ ২/১ বার কেউ কেউ পেয়েছেন। তাঁরা ভেবেছেন গোপালবাবু তার ছেলেদের কারুকে শাসন করছেন। কারণ প্রায়ই এরকম ঘটে।

জনসাধারণের কয়েকটি প্রশ্ন:

সমস্ত ব্যাপারটি পুলিশ এবং আদালতের এক্তিয়ারে চলে গেছে। সুতরাং এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য আমরা করছি না। কিন্তু ঘটনার আলোকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে জনসাধারণের থেকে যে সকল প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। আহত সনৎ মিত্রদের একটি কয়লার গোলা আছে কর্মকারদের বাড়ীর কাছেই। গোলায় মিত্ররা দুভাই, কখনও একভাই রাত্রে থাকত। কর্মকারদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই ছিল এবং আহত সনৎ মিত্র শ্রীগোপাল কর্মকারের ছেলে-মেয়েদের (শংকরী সহ) বৎসরাধিক কাল প্রাইভেট পড়াত। সুতরাং সনৎকে বা তাদের পরিবারকে না চেনার কোন কারণ নেই গোপালবাবু চোর চোর বলে চিৎকার করার পর ছেলেরা এসে মারধর আরম্ভ করল। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, কেউ লাইট জ্বালল না! অথচ 'চোর চোর' শুনে সর্বাগ্রে লাইট জ্বালাটাই তো স্বাভাবিক। "চোর চোর" চিৎকার প্রতিবেশীরা শুনতে পেল না এটাও আশ্চর্য্য!

হাসপাতালে এই ধরণের একটি মরণাপন্ন রোগীকে যেভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল তাতে যেন মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করার ব্যবস্থাই হয়েছিল। ৩রা সেপ্টেম্বর (ইংরেজি মতে ৪ঠা) যে রোগী ভর্ত্তি হোল অজ্ঞান হয়ে রইল, বিকারগ্রস্ত হোল এবং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ আর বন্ধ হচ্ছে না, তাকে ৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ৩টা পর্যান্ত ফেলে রাখার যুক্তি কি ছিল? রোগীর আত্মীয়-স্বজন ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবেরা তাগিদ দেওয়ার পর নাকি বেলা ৩টার পর ডাঃ তপন চ্যাটার্জী রোগীকে রাঁচী নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। এরপর এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। এ্যাম্বুলেন্স যদি এল, তখন বলা হোল যে টায়ার পাল্টাতে হবে এবং টায়ার পাল্টাবার পর আবার চাকায় হাওয়া দেওয়ার জন্য গাড়ী বেরিয়ে গেল। ফলে রাত্রি দশটার সময় রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় ২টার সময় রাঁচীতে তাকে ভর্তি করা হয়।

রাঁচীর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেছেন যে মাথায় পুঁজ হয়েছে এবং তা বার করা হচ্ছে। এরপর অপারেশন করতে হবে। ওঁদের মতে আর কয়েক ঘণ্টা ঐ অবস্থায় থাকলে মারা যেত।

প্রকাশ, পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করার সময় যে চিকিৎসক শ্রীসনৎ মিত্রকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করেছিলেন—তিনি আঘাত সম্পর্কে তাঁর রিপোর্টে 'সাধারণ আঘাত" (simple injury) উল্লেখ করায় পরদিন পুলিশ শ্রীগোপাল কর্মকারের বাড়ী গিয়ে তাকে এবং তার পুত্রদের গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে জামীন দেয়। তারপর শ্রীগোপাল কর্মকার ও তার পুত্রেরা গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে আদালতে আত্মসমর্পন করেন এবং পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২২/৩২৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনায় আদালত আসামীদের জামীনে মুক্তি দেন।

পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট কারখানা কেবল কাগজে ও কল্পনায়

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার পঃ বঙ্গের শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে—পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের লেটার অফ ইনটেন্ট ১৯৭১ সালে পাওয়া যায়। এর পর সম্ভাব্যতার রিপোর্ট ও তারপরে ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন ১৯৭৩ এর ১২ জুলাই এক অন্তর্বর্ত্তিকালীন রিপোর্ট দিয়ে বলেন যে—৮ লক্ষ টন উৎপাদন না করলে লাভ জনক হবেনা এবং ৪ লক্ষ টন স্লাগের জন্য বোখারো কারখানার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এই কারখানা স্থাপনের জন্য ২৪ কোটি টাকা নিয়োগ করা হবে।

পুরুলিয়ায় অ্যালয়ষ্টিল কারখানা স্থাপনের সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছেন। এখন কেবলমাত্র সম্ভাব্যতার রিপোর্ট তৈরী হবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

সিমেন্ট কারখানার রিপোর্ট তৈরী হচ্ছে দুবছরেরও বেশী সময় ধরে। অ্যালয়ষ্টিল কারখানার সম্ভাব্যতারই রিপোর্ট এখনও তৈরী হয়নি।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে আগামী নির্বাচন পর্য্যন্ত এই বোকাভুলান ঘোষণা চলবে।

বিনে পয়সায় মদ ও কংগ্রেস

গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বরুণ সেনগুপ্ত লিখিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন "একজন মন্ত্রীর নিয়মিত মদ চাই। কিন্তু তিনি নিয়মিত মদের দাম দেন না। এই মন্ত্রীর নাম জনাব আবু বরকত গনি খান চৌধুরী। রাজ্যের বিদ্যুৎ ও সেচ দফ্তর তার হাতে। যে প্রমাণ পত্র আমাদের হাতে এসেছে তা অবশ্য তিনি যখন এম, এল, এ ছিলেন তখনকার।" তিনি দুটি প্রমাণ পত্র ছেপেছেন। তার মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট পূর্ণ। তাতে লেখা হয়েছে "তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের চিঠি লেখার কাগজেই চিঠি লিখে পাঠান; দু বোতল বিয়ার পাঠাও। এমন কাজ এর আগে কেউ কখনও করতে সাহস পেয়েছেন শুনিনি। বরকত সাহেবের অবশ্য ভয় কম। কারণ তিনি আপনজন। তাই তিনি আরও লিখতে পারেন: মদ পাঠাও। টাকা পাঠালাম না।"

এরপরে বরুণ বাবু লিখছেন—"ব্যক্তিগত ভাবে যদি কেউ মদ খান এবং মদ খেয়ে দাম না দেন সেটা তার ও সেই মদ বিক্রেতার ব্যক্তিগত বা ব্যবসাগত ব্যাপার। কংগ্রেস সদস্য মদ খেলে কংগ্রেস কি করবে সেটাও কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু কোন সরকারী ব্যক্তি বা সরকারী দলের ব্যক্তি যদি সরকারী টুরিষ্ট লজের দোকানে মদ খেয়ে নিয়মিত পয়সা না দেন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই জনসাধারণের ব্যাপার। এমন সরকারী ব্যক্তির সাজা হওয়া উচিত।"

তারপরেই ৭ই সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজারে "খান চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি" শীর্ষক একটী সংবাদে প্রকাশ যে—"কিছু এম, এল, এ এবং বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস কমিটির নেতা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কাছে সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীএ বি এ গণি খান চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী জানাবেন। ৩৮ জন কংগ্রেস এম, এল, এ ইতিমধ্যে এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে মুখ্যমন্ত্রীকে নাকি ওই ব্যাপারে অনুরোধ জানাবেন বলে ঠিক করেছেন। × × এই এম, এল, এ এদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত।

"প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্রের কাছেও অনেকে নাকি অভিযোগ করেছেন—দলের নাম ছাপা প্যাডে শ্রীখান চৌধুরী বিয়ার আনার জন্য চিঠি দিয়ে দলের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করেছেন। অবিলম্বে তদন্ত হওয়া উচিত।"

"যুব নেতা শ্রীদাশ মুনসি বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে মদ খাওয়া পছন্দ করি না। কেউ মদ খেলে তাকে যুব কংগ্রেসের সভ্য করা হয় না। তবে কেউ মদ খেলেই যে খারাপ তাও মনে করি না।"

মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী যদি কংগ্রেসের ছাপানো প্যাডে মদ পাঠাবার কথা না লিখতেন, এবং তিনি যদি নিয়মিতভাবে দাম দিতেন—তাহলে তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রী হয়ে বোতল বোতল বিয়ার পান করলেও সেটা অন্যায় কিছু হত না—বা তাতেই তিনি খারাপ লোক হতেন না। উল্লিখিত ঘটনা ও অভিমতাদির নিষ্কর্ষ এই দাঁড়ায়।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে মদের সম্বন্ধে রাজনৈতিক গবেষণা চলে আসছে সুতরাং তার মধ্যে প্রবেশ না করাই ভাল। স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংস গান্ধীর নিরামিষ কংগ্রেসের একটা প্রধান কাজ ছিল—মদের পিকেটিং করা, মদ বর্জন করা। হাজার হাজার লোক মদের পিকেটিং করে জেলে গেছে মদ ছেড়েছে—ছাড়িয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবেই হোক বা গোষ্ঠীগত ভাবেই হোক পয়সা দিয়েই হোক বা বিনা পয়সায় হোক কংগ্রেস কখনও মদটাকে বরদাস্ত করেনি। আমরা বা দেশের লোকেরা কল্পনাই করতে পারতাম না যে কংগ্রেসের লোকেরা মদ খায়। দু-চার জন যারা খেতেন তারা খুবই সাবধানে খেতেন। উচ্চ বা মধ্যম বা অধস্তন পর্য্যায়ের কংগ্রেস জন যেই হোক না কেন মদ খাওয়া চলত না।

যাই হোক—স্বাধীনোত্তর কংগ্রেসের কাছে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অনেক অকল্পনীয় ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে এই মদের রূপটাও পাল্‌টে গেল। স্বাধীনতা সংগ্রামে মদ ছাড়ানোই কংগ্রেসের সংগ্রামের একটি হাতিয়ার ছিল আর সেই স্বাধীনতা যখন এল তখন নির্ব্বাচন সংগ্রামে মদ খাওয়ানই কংগ্রেসের এক প্রধান হাতিয়ার হয়ে পড়ল। আমরা দেখেছি নির্ব্বাচনের পূর্ব দিন আদিবাসী গ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী এত মদের ব্যবস্থা করেছিল যে ভোট দাতারা বেহুঁস হয়ে আর ভোটই দিতে যেতে পারে নি। নির্ব্বাচনের দিন মদের দোকান বা ভাটি সরকারীভাবে বন্ধ থাকলেও পিপা পিপা, কলসী কলসী, ড্রামে ড্রামে মদ জায়গায় জায়গায় মজুত থাকতে আমরাই দেখেছি—দেখেছি সেই মদের প্রকাশ্য বণ্টনই শুধু নয়—সগৌরবে বণ্টন। বহুক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রার্থী ভাটিওয়ালাকে ভোটারদের বিনা পয়সায় মদ দিতে বাধ্য করেছে। কংগ্রেস থেকে বেছে বেছে বহুক্ষেত্রে মোদো মাতালদের কংগ্রেস প্রার্থী করে মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে নির্ব্বাচনে জেতান হয়েছে। এরা মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা পেলে—মদ যদি খায় তবে পয়সা দিয়ে কেন খেতে যাবে? আর কংগ্রেসের চিঠির কাগজে মদ পাঠাতে লিখলেই কি দোষ হয়ে পড়ল? যে হেতু সে কংগ্রেসে আছে সে জন্য মদ কি গঙ্গাজল হয়ে পড়ে না?

বর্ত্তমান কংগ্রেস অনেক কিছুই ছেড়েছে অনেক কিছুই বর্জন করেছে। আগেকার কংগ্রেসের স্বাধীনতা লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকলেও জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে দৃঢ়তর করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগতিই ছিল তার লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের সাধনপথে একটা বিমর্দ্দিত জাতির নৈতিক শক্তির আধার রূপে কংগ্রেস ব্যবস্থিত ছিল। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের লক্ষ্য আরও ব্যাপক ও দূরপ্রসারী হওয়া উচিত ছিল। বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের পর স্বাধীন ভারতের জনগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য ও অব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে এই ত্রিবিধ অবস্থার বিকাশকে নিরঙ্কুশ করে স্বাধীনতার প্রয়োজনকে সার্থক করে তুলবে—স্বাধীন ভারতে এই মহান্ লক্ষ্যে তার গতিপথ সুনিয়ন্ত্রিত করে জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করাই কংগ্রেসের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল। স্বাধীন ভারতে এই লক্ষ্যে কংগ্রেসের সংগ্রাম শেষ হয় নাই—সংগ্রামের ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন হয়েছে মাত্র। বিশেষ করে ক্ষমতার অধিকারী হবার ফলে এই বিচিত্র সংগ্রামে তার নৈতিক ভিত্তি, নৈতিক কাঠামো ও নৈতিক জীবন অনেক অনেক বেশী পরিশুদ্ধ ও দৃঢ়তর করা আবশ্যিক ছিল—কিন্তু কংগ্রেস হয়ে পড়ল সেই কায়েমী স্বার্থেরই বাহক যাদের বিরুদ্ধে অভিযানই তার প্রয়োজন ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই নৈতিক ঐতিহ্য বর্জিত হয়ে নীতিহীনতা সম্বর্ধিত হল এবং জনাব আবু বরকত গনি খান চৌধুরীরা তাদের পিতা ও পিতামহ সহ সগোষ্ঠি ও সপরিবারে কংগ্রেস দখল করে বসলেন। এখানে সংগ্রাম অবশ্যই চলতে লাগল—তবে সে সংগ্রাম নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে উপদলীয় সংগ্রাম। মন্ত্রী হিসাবে জনাব গনি চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে—যদি নেওয়াই হয়—তাহলে জিলাস্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্য্যন্ত রাশি রাশি মন্ত্রী এম, এল, এ ও এম, পির বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হয়। কিন্তু কারা কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে—এই কংগ্রেসের মধ্যে?

কংগ্রেসের কে মদ খেলেন—কোন মন্ত্রী বিনে পয়সায় মদ খেলেন বা কোন এম-এল-এ, এম-পি মদের দোকানে ধরাশায়ী হয়ে থাকেন—সেটার আলোচনার প্রয়োজন এই জন্যই যে—জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে জনজীবনে সব কিছু ব্যবস্থার দায়িত্ব এরা নিয়েছেন। এদের ছোট-বড় কাজের মধ্য দিয়ে যে চরিত্র প্রকট হয় সেই অনুযায়ী প্রশাসনও প্রভাবিত হয়—বা প্রশাসনের ব্যবস্থাও তদনুরূপ হতে বাধ্য। সেই প্রশাসন ব্যবস্থা যাদের নীতিতে পরিচালিত হবে তারা যদি অসৎ ও মাতাল ও অযোগ্য হন তবে স্বভাবতঃই তা দেশে সংকট সৃষ্টি করবে—বর্ত্তমানে যা হয়ে চলেছে। কংগ্রেসকে এই সব উপাদান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে নয়তো এরাই কংগ্রেসকে গ্রাস করবে—এর কোন মধ্য পন্থা—বা আপোষ নেই। দু চার জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এর মধ্যে থাকলেও এই কণ্টক বলেন তারা পথ করতে পারছেন না—তাদেরই সরে যেতে হয়েছে বা হচ্ছে এবং হবে।

স্বাধীনোত্তর কংগ্রেসের জীবাত্মা কায়া পরিবর্তন করে নব কংগ্রেস রূপে এসেছেন। এখন এই কংগ্রেসের জীবাত্মা যে রূপ গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ করতে যাচ্ছেন জনাব আবু বরকত গনি খান চৌধুরী মহাশয় তার একটি প্রতীক পরিচয় মাত্র।

দেশবাসীরা যতদিন আলেয়ার পিছনে ছুটবেন—ততদিন জনাব চৌধুরীরা মন্ত্রী হয়ে মদ খাবেন ও বিনে পয়সায় খাবেন। দেশবাসী কি এই অবস্থা এখনও উপলব্ধি করেন নাই?

—•—

বন্যার বিভীষিকা
পশ্চিমবঙ্গে ও বিভিন্ন রাজ্যে

দেশময় খরা চলছিল তারপরে শুরু হল বন্যা। পশ্চিমবাংলার বাইরে গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় ডুবে গেছে, হাজার হাজার লোক গৃহহীন ও সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হয়ে একমাত্র সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

পশ্চিমবঙ্গে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই ভয়াবহ বন্যার প্লাবন শুরু হয়েছে কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে। উত্তর বঙ্গে বন্যা তো নিয়মিত ভাবেই হয়েছে - এদিকে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বন্যার প্লাবন চরম বিভীষিকার রূপ নিয়ে এসেছে। মেদিনীপুরে কাঁথি মহকুমায় শতকরা ৯৫ ভাগ শস্যএলাকা জলমগ্ন—শতকরা প্রায় ৪০টি ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। এই রকম অবস্থা বহু এলাকায়। বহু লোক মারা গেছে—বহু গবাদি পশু ভেসে গেছে। জেলাবারি বন্যার সাম্প্রতিক অবস্থা অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থা হচ্ছে এই :—

মেদিনীপুর—এই জেলার ৩৫টি ব্লকের ২৭৭৪টি মৌজার ১১৯৬ বর্গ মাইল এলাকা বন্যার কবলে। জেলার ১৪,৫১,০০০ লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত।

হুগলী—এই জেলার খানাকুল ও গোঘাটে ১৬৬টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বীরভূম—লাভপুর; নানুর, দুবরাজপুর, খয়রাশোল ও সাঁইথিয়া ও সিউড়ীর বহু গ্রাম বন্যার কবলে। অজয় নদীর বন্যা ভয়াবহ।

বর্দ্ধমান—কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম ভাতার ও কাঁকসা ব্লক এলাকায় বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত।

বাঁকুড়া—সোনামুখী পৌর এলাকার ৫টি ওয়ার্ড, বার জোড়া, পাত্রসায়র, ইন্দাস, রাইপুর ও সোনামুখী ব্লকের বহু গ্রাম বন্যার কবলে।

হাওড়া—উলবেড়িয়া মহকুমার প্রায় একশ বর্গ মাইল এলাকা জলপ্লাবিত। প্রায় একলক্ষ আশি হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় এক হাজার ঘর বাড়ীর ক্ষতি হয়েছে। প্রায় পঁচিশ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হতে চলেছে।

মুর্শিদাবাদ—কান্দী এলাকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে আছে।

দুর্গতদের কাছে সরকারী সাহায্য পৌছলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। সব চেয়ে বিপদের কথা এই যে দামোদরের বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ বন্যার প্লাবণ হয়েছে! বন্যা রোধের জন্য প্রধানতঃ দামোদরের বাঁধের পরিকল্পনা।

—o—

WANTED

One Graduate Teacher on deputuion vacancy—strong in English preferably trained, Apply to the Secretary on or before 17th. September 1973. Date of interview 18 9.73.

Secretary :—
Boro High School.
P. O.—Boro. Dist—Purulia.

অভয় আশ্রম খদ্দর ভাণ্ডার
পুরুলিয়া

৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধী জয়ন্তী ও দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে অন্যান্যবারের মত এবারেও সরকার প্রদত্ত রিবেটের সুযোগ গ্রহণ করুন—

সুতি খাদি—টাকা প্রতি—২০%
রিল্ডসিল্ক— " " ১৫%
স্পান সিল্ক— " " ২৫%

পুনরায় ২৩শে অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত। বহু সমস্যা জর্জ্জরিত ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পীড়িত জনগণকে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

গ্রামোদ্যোগ বিভাগে নিজ কেন্দ্রে প্রস্তুত মধু, তালমিছরি, সাবান প্রভৃতি সকল সময় পাওয়া যায়।

নিবেদক
ম্যানেজার, অভয় আশ্রম

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥
—পুরুলিয়া শহরে এবছরের শারদীয় আকর্ষণ—
বহু প্রতীক্ষিত-সর্বজন প্রশংসিত
দি দিল্লী ক্লথ্ মিল্সের
শাখা বিপণি

শুভ উদ্বোধন—১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সময় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা ॥ স্থান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নিচের তলা।

আপনার সাধ্যমত ও পছন্দমত সকল রকমের সূতী ও অন্যান্য বস্ত্রের বিপুল সম্ভার।

ডি সি, এম আপনার আধুনিক রুচির কথা জানে
আসুন! পরীক্ষা করুন॥

জমি বিক্রয়

উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাসের সমস্ত সুযোগ সহ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে প্রধান রাস্তা সংলগ্ন জমি বিক্রয় হইতেছে। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

ডাঃ অমল ঘোষ, C/o শ্রীবসন্ত কুমার সরকার,
বসন্ত কুটির, নডিহা, পুরুলিয়া।

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)

আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone — 508, 414

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা | সোমবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ৩১শে ভাদ্র, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

আমাদের দেশের নগ্ন দারিদ্র্য এবং কর্ম্মহীনতা দেখে আমি বাস্তবিকই কেঁদে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের উদাসীন্য এবং অজ্ঞানতা তার জন্য বহুলাংশে দায়ী। আমরা শ্রমের মর্য্যাদা বলে কিছু জানি না।

—গান্ধীজী

তিনটি ধাপ ঃ আমাদের কৃষিকাজ, সরকারী করুণা ও মিসা

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

'মিসা' জিনিষটা কী

ধাপের পর ধাপ তিনটি ধাপে কেমন আমরা অগ্রসর হচ্ছি—তারই কথা এখানে রাখছি। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ—আমাদের কৃষিকাজ ও সরকারী করুণা; এই দুটি বিষয় কী তা' অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু তৃতীয় ধাপ—যার কথা বললাম—'মিসা' এই বিষয়টি কী, তা' অনেকেরই জানা নেই। মিসা হচ্ছে একটি নিরাপত্তা আইন। দেশের চোরাবাজারী, দুর্নীতি পরায়ন, শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্নকারীদের বিনা বিচারে আটক রেখে জনস্বার্থ ও জন-রক্ষা করা—এই হচ্ছে এই আইনের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে যাঁরা দেশ শাসন করছেন তাঁদের হাতে এই আইনের প্রয়োগ কী ভাবে হচ্ছে তার কথা দেশের আজ বহু লোকই জানেন। একথার অবতারণা ক'রে আমি আর সময় বাড়াতে চাই না।

লোকব্রতীর কাজের সূত্রে মিসা এগিয়ে আসছে কী ক'রে

এখানে এই তিনটি ধাপের কথা শুনে আপনারা অনেকেই হয়তো একটু অবাক হবেন যে, আমাদের বহুবিধ কৃষিকাজ দেখে সরকার করুণা বশতঃ সদয় হবেন—এর অর্থ না হয় বোঝা গেল। কিন্তু করুণার ফলস্বরূপ তৃতীয় এই ধাপ এসে যাচ্ছে - নিরাপত্তা আইন এই মিসা—তা' হয় কী করে! আর এদের সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কী? এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে,—একটু সবুর করুন—তিনটির মধ্যে যে পরস্পর গভীর সম্পর্কের ব্যাপার দেখা দিচ্ছে—তা আমি আপনাদের এখনিই জানাচ্ছি। এক একটি ধাপের পর অন্য ধাপে কী করে ক্রমশইঃ এগিয়ে যাচ্ছি—তাই এখন বলি।

লোকব্রতী যেসব কাজের চেষ্টা করছে

লোকব্রতী সোসাইটির ভেতর দিয়ে আজ আমরা এই জেলায় উন্নত কৃষি প্রচারের লক্ষ্যে যে সব কাজ সুরু করেছি, তা' পুরুলিয়া জেলার ও জেলার বাইরের বহু লোকই জানেন। লোকব্রতী সোসাইটির পক্ষ থেকে সারা জেলায় বহু রকমের উন্নত বীজ, জৈব সার, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, রোগনাশক ওষুধ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাম্প, স্প্রেয়ার, ডাস্টার প্রভৃতি সরবরাহ করা হচ্ছে। জনগণের মধ্যে কৃষিজ্ঞান প্রসারের কাজ বহুভাবে, ব্যাপকভাবে লোকব্রতীর পক্ষ থেকে চলছে। ব্যাঙ্কের সহযোগিতা নিয়ে কয়েক হাজার চাষীকে জমি তৈরীর ঋণ, কূয়া, বাঁধ করার ঋণ, বলদ ঋণ, ফসল করার ঋণ, ছাগল ভেড়া পালন ও গোপালনের ঋণ দেবার কাজ লোকব্রতী করছে। পিছিয়ে পড়া চাষীদের ট্রাকটার, পাম্প, স্প্রেয়ার প্রভৃতি ভাড়া দেবার জন্য ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে ট্রাকটার, পাম্প, স্প্রেয়ার প্রভৃতি কিনে লোকব্রতী এই ভাবে চাষীদের বহু সাহায্য করছে এবং লোকব্রতীর অধীনে একটি বড়ো কর্ম্মী বাহিনী এইসব কাজে খুবই সহায়তা দিচ্ছেন। লোকব্রতীর কৃষিক্ষেত্র যান্ত্রিক কার্য্যরূপে গড়ে উঠেছে। তবে জেলার চাহিদার তুলনায় কাজ সেরকম বিরাট আকারে করতে না পারলেও লোকব্রতী আজ সাধ্যমত চেষ্টা করছে।

সরকারী বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যা স্বীকার করেছেন

এইভাবে বিবিধ রকমে লোকব্রতীর পক্ষ থেকে এই জেলার চাষীদের সহায়তা দেওয়ার ফলে,—বহু লোকই স্বীকার করছেন যে, জেলার দিকে দিকে উচ্চফলনশীল ধান, গম, আলু, সরষে, সয়াবীন, সব্জী প্রভৃতির নানা রকম ফসল দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। বহু রকম ফসলের জাত বদলে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে চাষীদের কাছে আজ উন্নত জাতের বীজ পাওয়া যাচ্ছে। লোকব্রতীর কাজের ফলে আর কয়েকটা জিনিষ যা চাষীদের জীবনে হয়েছে তার কথা সরকারী বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছেন। তা' হচ্ছে এই।

চাষীর সরবরাহের বাজারে যে সব কাণ্ড অবাধে চলছিল

অগণিত চাষী, বহু বিশিষ্ট সরকারী অফিসার, বহু বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি বলছেন যে,—এতদিন রাসায়নিক সার বিষয়ে বহু অসুবিধে ঘটছিল। নানাভাবে সারে ভেজাল চলছিল। আইন বাঁচানোর জন্য ক্যাশমেমোতে এক রকম দাম লিখে বেশী দাম আদায় চলছিল। কোন্ ফসলে কী সার দিলে চাষীর সুবিধে হবে—বোঝাবার কেউ ছিল না—সারের নামে যে কোনো সার চাষীকে গছিয়ে দিয়ে চাষীর ক্ষতি করা হচ্ছিল। কীটনাশক প্রভৃতি বিষয়েও ঐ অবস্থা চলছিল। লোকব্রতী সার, কীটনাশক প্রভৃতি সরবরাহের ভার নেওয়ায় এসব বিষয়ে চাষীর জীবনে এক বিশেষ সুযোগ ও সুবিধের পরিবেশ দেখা দিয়েছে। নির্ভেজাল সার ন্যায্য দামে, ক্যাশ মেমোর দামে পাচ্ছে। ফলে উৎপাদন এবং চাষীর উৎসাহ দ্রুত বাড়ছে। অধিকন্তু সকলেই স্বীকার করছেন যে, লোকব্রতীর কাছে মাল থাকলে বাজার দর ঠিক থাকে—না থাকলে বাজার চড়ে যায়। আর একটি বিষয়ে চাষীর জীবনে যে প্রভূত উপকার হয়েছে বলে তাঁরা স্বীকার করছেন—তারও কথা বলছি।

ক্যাশ মেমো খরিদের যে ব্যবস্থা ধারা চলছিল

ঋণ নিয়ে, উচ্চফলনশীল ফসলের চাষে তা' লাগিয়ে ঠিকমতো সার প্রয়োগ করলে চাষীর যে প্রভূত লাভ হবে—ব্যাপকভাবে এই শিক্ষা দেবার কাজ আজ লোকব্রতী গ্রহণ করায় বহু উপকার হয়েছে। কৃষি কাজে সরকারী ঋণ, ব্যাঙ্ক ঋণ যা দেওয়া হয়, তার বেশীর ভাগ নগদে দেওয়া হয় না। কোনো ব্যবসায়ীকে নির্দ্দেশ পত্র দেওয়া হয় যে, তুমি এই চাষীকে সার, ওষুধ, উন্নত বীজ সরবরাহ করো। কিন্তু সাধারণভাবে চাষীরা ঐ সব জিনিষের মূল্য না বুঝে—তারা নগদ টাকাটার জন্যেই ব্যস্ত হন। যারা অসাধু ব্যবসায়ী তাঁরা চাষীকে নগদ টাকা দিয়ে দেন—তার বিনিময়ে চাষীর পক্ষ থেকে কিছু টাকা ঘুষ স্বরূপ দিতে হয়—ক্যাশমেমো খরিদের জন্য। কারণ ঐ ক্যাশ মেমো ব্যাঙ্কে দেখালে চাষীর নামের ঋণ ব্যবসায়ীর হাতে যায়—চাষীর জিনিষের দাম বাবত। এইভাবে দুর্নীতি চলার ফলে চাষীদের অত্যন্ত ক্ষতি ও সর্ব্বনাশ হচ্ছিল।

লোকব্রতী এগিয়ে আসায় নতুনভাবে যে চাকা ঘুরল

লোকব্রতী চাষীদের সহায়তায় এগিয়ে আসায় অগণিত চাষী আজ ব্যাঙ্কের ঋণ সত্যিকার কৃষি উন্নতিতে লাগাতে প্রেরণা পাচ্ছেন। কিন্তু সব ঋণের ব্যাপারে তো লোকব্রতীর হাত নেই। ব্লক প্রভৃতির মাধ্যমে যে সব সরকারী ঋণ চাষীরা পাচ্ছেন বা যে সব ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার বিষয়ে লোকব্রতীর মতো কোনো সংস্থা চাষীকে সাহায্য করছেন না—সেই সব ঋণ বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে এখনো পুরোণো ধারাই চলছে—এবং চাষীদের ক্ষতি হচ্ছে ব'লে বহু অভিযোগ রয়েছে। সাধারণভাবে ঐ সব চাষীদের সার, বীজ, ওষুধ সরবরাহের জন্য লোকব্রতীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না। তা কেন নেওয়া হচ্ছে না—তা তাঁরাই জানেন।

তবে লোকব্রতীকে পছন্দ না হলে অন্য আরো এক বা একাধিক সংস্থা গড়ে তোলারও চেষ্টা করা যেতে পারে—চাষীদের সাহায্যের জন্য। কিন্তু সে চেষ্টাও হচ্ছে না।

জনস্বার্থের প্রয়োজনে লোকব্রতীর অধিকার কাটা হল!

এই তো গেল প্রথম ধাপ—আমাদের কৃষি কাজ। এখন দ্বিতীয় ধাপের কথা বলি—সরকারী অনুকম্পা। দেশের সার সরবরাহের জন্য, ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন কাজ করছেন। ইউরিয়া সুফলা ও অন্যবিধ অনেক সার পরিবেশনের দায়িত্ব এঁদেরই হাতে ছিল। লোকব্রতী এই কর্পোরেশনের পরিবেশক। পরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সার সরবরাহের অনেক দায়িত্ব আমাদের রাজ্যে এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিস কর্পোরেশনের হাতে এসে গেল। এঁদেরও পরিবেশক না হ'লে চাষী সার পাবে না। তাই আমরা এঁদের পরিবেশক হলাম। এঁরা বললেন—ওতে চলবে না। প্রত্যেকটি ব্লকের আলাদা ক'রে পরিবেশক হতে হবে। প্রত্যেক বি, ডি, ওর অনুমোদন চাই। তাই জোগাড় করা গেল। কাজ শুরু হোল। কিন্তু হঠাৎ ২০টা ব্লকের মধ্যে ১৯টা ব্লকে লোকব্রতীর পরিবেশনের অধিকার কাটা গেল! ব্যাপার কী?

এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজের জনস্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী

ব্যাপার জটিল নয়। এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিস কর্পোরেশনের যে বোর্ড আছে—তার সদস্যদের অধিকাংশ স্বভাবতঃই শাসকদলের দৃষ্টিভঙ্গীর লোক। তাঁরা বললেন—একটা সংস্থাকে এত দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। জনস্বার্থের প্রয়োজনে এই ব্যবসার দায়িত্ব আরো বহু লোকের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া উচিত। আমরা বললাম—ঐ সব ব্লকে লোকব্রতী পরিবেশন না করলে, যারা জনস্বার্থ বিপন্ন করেন তাঁরাই সুযোগের ক্ষেত্র পাবেন। লোকব্রতী ছাড়া, অন্য বিকল্প ব্যবস্থা আগে করে নিন—তারপর এই বিধান করবেন। কিন্তু জনস্বার্থ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গী আর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য রয়েছে—সুতরাং আমাদের যুক্তি অগ্রাহ্য হোল। জনগণের প্রতি সরকারী অনুকম্পাবশতঃ আমাদের সাহায্য নেওয়া হল না।

অবশেষে শেষ ব্লকটিরও অধিকারের মাথা কাটা গেল

আমরা বললাম—আমাদের জেলায় এ্যাগ্রো ইনডাষ্টীজ করপোরেশনের পক্ষ থেকে যে সব কাজ করার দরকার ছিল—তা আপনারা যে কোনো কারণেই হোক যখন করছেন না—তখন আমাদেরই তা' করতে হচ্ছে। এবং তা' যখন করছি—তখন আসুন পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করা যাক। কিন্তু সহযোগিতার সামান্য সূত্রটাও ছিন্ন হল। যে একটা ব্লকের জন্য এ্যাগ্রোইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন আমাদের পরিবেশক ব'লে স্বীকার করেছিলেন—সেই ব্লকের জন্যও ইউরিয়া, সুফলা প্রভৃতি আমাদের দেওয়া তাঁরা বন্ধ ক'রে দিলেন। শুনলাম তাঁদের বিশেষ কর্মনীতির জন্যই নাকি এসব করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম--লোকব্রতীর মাধ্যমে এগ্রোর যে সার বণ্টন হচ্ছিল—তাতে চাষীরা ভালভাবে পাচ্ছিলেন। এই নূতন নীতির ফলে এগ্রোর সার বণ্টনে অনেক বিভ্রাট শুরু হোল, (দরকার হলে এ বিষয়ে পরে তথ্যাদি রাখবো)। সুতরাং আমাদের উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ আছে। ওঁরা বলছেন—এটাতেই জনস্বার্থ (ক' 'জনের' জানিনা) রক্ষা পাবে।

এফ, সি, আই-এর সঙ্গে সম্পর্কের ইতিহাস

সকলেই জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা এফ, সি, আই, অর্থাৎ ফার্টিলাইজার করপোরেশনের ওপর সার সরবরাহের ভার আছে। বহুদিন থেকে আমরা ওঁদের পরিবেশক আছি। আগে বহুদিন ধ'রে আমরা প্রয়োজন মতো অনেক সার পেয়েছি। কিন্তু কৃষি বিষয়ে লোকব্রতীর কাজকর্ম কিছু লোকের দৃষ্টিতে সুবিধে জনক নয় বলে উপলব্ধি হল। আর ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের কাছ থেকে বিমাতৃ সুলভ ব্যবহারও আসতে লাগল। লিখিতভাবে অভিযোগ করলাম। পরে ক্রমশঃ দেখা গেল—ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের হাতে সরবরাহের মত মালই প্রায় থাকছে না। সুদীর্ঘ কাল পরে পরে ছিঁটে ফোঁটা পাওয়া যেতে লাগল।

বক্সবাড়ী কেন্দ্রের জন্য ইলেকট্রিকের দাবী—সরকার নীরব

অন্যদিকে আবার সরকারী অনুকম্পার আরেক পরিচয় পেলাম। লোকব্রতীর বক্সবাড়ী কৃষিকেন্দ্রের জন্য ইলেকট্রিক চাওয়া হোল। হাতুয়াড়া সরকারী ফার্মও ঐ সময়ে ইলেকট্রিক চাইলেন--আমাদের ফার্মের পাশ দিয়ে হাতুয়াড়া ফার্মে ইলেকট্রিক লাইন চলে গেল। আমরা লাইন পেলাম না। সে বছর দুই আগের কথা। এখনও লাইনের সন্ধান মেলে নি। বিনয়ের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে—কাজের দৃষ্টিতে আমাদের ফার্মের পরীক্ষা নিরীক্ষা এখানের কোনো সরকারী ফার্মের চেয়ে বোধ হয় কম নয়। তবু হয়তো জনস্বার্থের দৃষ্টিতে আমাদের দেওয়া হয় নি!

সাগমা কেন্দ্রের জন্য আইনসঙ্গত রাস্তার দাবী সরকার নীরব

লোকব্রতীর সাগমা কৃষি ক্ষেত্রের কথা আজ দেশের বহু লোকই জানেন। এই কৃষি ক্ষেত্র দেখতে প্রায়ই বহু সরকারী বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। কিন্তু সাগমা কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গায় আইনসঙ্গত রাস্তাটা কিছু লোকে বেদখল ক'রে জমি বানিয়ে ফেলেছে। অপরের জায়গার ওপর দিয়ে বেআইনী ভাবে লোক চলাচল গাড়ী চলাচল করছে। যে কোনো দিন বন্ধ করে দিতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বি-ডি-ও সাহেবকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং ঐ অঞ্চলবাসীদের পক্ষ থেকে বহুবার বলা হয়েছে যে, ঐ রাস্তাটা উদ্ধার ক'রে ঠিক ক'রে না দিলে বহু গ্রামের মানুষের অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু বি, ডি, ও সাহেব নীরব রয়েছেন। গত বছর রিলিফের নামে বনে বাদাড়ে মাটি পড়ল। কিন্তু এই রাস্তার জন্য কিছুই করা হল না—বার বার বলা সত্বেও। ঐ রাস্তা ঠিক হয়ে গেলে, তার সুযোগ তো লোকব্রতীও নেবে। তাতে যদি জনস্বার্থ বিপন্ন হয়ে যায়!

সার সরবরাহে সরকারী অক্ষমতার জন্য যে বাড়তি খরচ হচ্ছে

অনুকম্পার এখানেই শেষ নয়। আরো বলছি। সরকারী বিধানে স্থির করা আছে যে, সার পরিবেশককে ওয়াগনে সার এখানে বিনা খরচে পৌঁছে দেওয়া হবে। এবং পরিবেশক নির্দ্ধারিত দরে বিক্রি করবেন। তাঁর খরচ পত্রের জন্য নির্দ্ধারিত লভ্যাংশ যা ধার্য্য আছে—তা' তিনি পাবেন। কিন্তু ইদানীং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যখন চাষের জোর মরসুম পড়ছে—চাষীদের যখন সারের চাহিদা ভীষণ—তখন ওয়াগণের দেখা নেই। সেই সময় চাষীদের পক্ষ থেকে, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে জোর তাগিদ—যে ক'রে হোক সার আনো। তখন বাড়তি মোটা খরচ ক'রে ট্রাকে ট্রাকে মাল এনে চাষীদের দিতে হয়েছে।

বাড়তি খরচের জন্য সারের দামের সঙ্গে যা নিতে হচ্ছে

সারের ব্যবসায় বিক্রেতার লভ্যাংশ খুব কম। তার ওপর সারের বস্তা কাটা থাকে—মাল কম থাকে—তার জন্য করপোরেশনগুলি দায়ী নন—নিতে হয় নাও। সুতরাং নির্দ্ধারিত লভ্যাংশের চেয়েও কম থাকে। তার ওপর ট্রাকে মাল আনতে গেলে যে খরচ হয়—তাতে লভ্যাংশ বলতে বিশেষ কিছু থাকে না। এই কারণে আমরা ট্রাকে মাল আনার খরচটা মূল্যের সঙ্গে খানিকটা ধ'রে দিই। তাতে নির্দ্ধারিত লভ্যাংশের অনেক কম পেলেও, খানিকটা থাকে। তা' রাখতে হয়। না হলে প্রতিষ্ঠান তুলে দিতে হয়। তবে আমরা যা দাম ধার্য্য করি—তা' ক্যাশমেমোতে লিখেই দিই। লোকব্রতীর এই ব্যবস্থায় চাষীরা খুশী। তাঁরা বলেন—সামান্য দাম বেশী হ'লেও খাঁটি মাল তাঁরা পাচ্ছেন এবং অন্যত্র কিনতে হলে—ভেজাল মাল পাবেন—তার ওপর বাড়তি মূল্য দিতে হয়। এইসব ব্যাপার যে চলে তা' বহু লোকই জানেন।

সরকারী নির্দ্দেশে কৃষি আধিকারিক ও ডি, ই, বি পুলিস চঞ্চল হলেন

কিন্তু জনস্বার্থ বিপন্ন হওয়ার জন্য যাঁরা খুব বিচলিত—তাঁরা এতে সন্তুষ্ট নন! তাঁরা বেআইনী বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর! সেজন্য তাঁরা লোকব্রতীর ওপর দৃষ্টি দিলেন। জেলার নব কংগ্রেসী এম, এল, এদের অভিযোগে স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ কৃষি আধিকারিককে ও ডি, ই, বি পুলিসকে জানালেন। তাঁরা বারবার লিখিতভাবে জানালেন সারের নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে বেশী দাম কেন নিচ্ছ। চিঠি দিলাম যে, যথাবিহিতভাবে সার সরবরাহে সরকারের অসামর্থ্যের দরুণ যে বাড়তি খরচ হচ্ছে—তার সবটাতো সংস্থা থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। লভ্যাংশের অনেক খানিই বাড়তি খরচে দিয়ে দিচ্ছি। তবে যা করছি খোলাখুলি—ক্যাশমেমোর মাধ্যমে। কী বলবার আছে বলুন। এর আর উত্তর নেই। উত্তর অন্যভাবে এলো।

লোকব্রতীর গোদাম থেকে মালের নমুনা গেল

লোকব্রতীর গোদাম থেকে বিভিন্ন সারের নমুনা নিয়ে যাওয়া হল। কোথায় পাঠিয়ে কী সব পরীক্ষা নিরীক্ষাও হল! রিপোর্ট এসেছে শুনছি—

(পর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে)

মুক্তি

৩১শে ভাদ্র, ১৩৮০, সোমবার

নিষ্কর্ম্মার দেশে বিশ্বকর্ম্মা ঃ স্বাগতম্

কল কারখানার ঘর আঙ্গিনা—শ্রমিক শিল্পীর বেড়-আস্তানা আনন্দে মুখরিত করে, গজারুঢ় বিশ্বকর্ম্মা আজ আমাদের মধ্যে আসছেন—চারি হস্ত শিল্প-হাতিয়ারে সজ্জিত হ'য়ে। আমাদের বিশাল ভারতবর্ষে—ব্যাপক বিরাট এই নিষ্কর্ম্মার দেশে আমরা আমাদের এই কর্মের প্রতীক, উদ্যোগের প্রতীক, সৃষ্টি সাধনার প্রতীক বিশ্বকর্ম্মাকে অভিনন্দিত করি।

আমাদের দেশে এতদিন নানা অগ্রগণ্য দেব দেবীর আরাধনার সমারোহের মধ্যে লাজুক বিশ্বকর্ম্মা কুণ্ঠায় পিছিয়ে পিছিয়ে ছিলেন এখানে ওখানে দু চারটি আসন দখল করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এদেশে সাম্প্রতিক কালে যাহোক তাঁর বরাত খানিকটা খুলেছে। এবং একদা তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জল হবে ব'লে আশাও করা যাচ্ছে। এবং এও আশা করা যাচ্ছে যে, সময়কালে অন্য অগ্রণী মহান দেব দেবীদের মত জনমনে তিনিও আসর জমিয়ে নিতে পারবেন। সেকথা মনে করে আমরা আনন্দিত এবং সেদিনের জন্য প্রতীক্ষারত।

আজকে সারা পৃথিবীতে কারিগরি ও প্রযুক্তি বিদ্যার সমারোহে দিগন্ত মুখরিত। যন্ত্রশক্তির সহায়তায় দেশে দেশে আজ আকাশ পাতাল আলোড়িত। কারিগরিবিদ্যার প্রয়োগে কৃষি জীবনে, শিল্পক্ষেত্রে ও জীবনের নানা ভূমিকাপটে সে সব দেশের মানুষ অত্যাশ্চর্য্য সমারোহে বিশ্বভূবন কম্পিত ক'রে তুলছে। তাদের যুব-বাহিনীকে তারা নানান শিল্প কলা-কৌশলে, কারুকলায় শিক্ষিত দীক্ষিত করে—জাতির জীবনে দিকে দিকে নিযুক্ত করে, দেশকে অভাবিত সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে নিয়ে চলছে, আর তাদের দীক্ষিত প্রতিভাদীপ্ত যুব বাহিনী উৎপাদনে, সমৃদ্ধিতে দেশকে পূর্ণ ক'রে দেশের ইতিহাস উজ্জল ক'রে তুলছে। তারাই আজ মহান বিশ্বকর্ম্মের দেবতা বিশ্বকর্ম্মাকে তাদের জীবনে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত করেছে—যথার্থ আসন দিয়েছে।

আর আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মের এই মহান দেবতা বিশ্বকর্ম্মাকে আমরা কী আসন দিয়েছি—তা' আজ একবার হিসাব নিয়ে দেখি। আমাদের দেশে আমরা বিশ্বকর্ম্মার ভক্তরূপে ওদেশের অনুকরণ করে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যাকে আমাদের জীবনে স্থান দিয়েছি সত্য, কিন্তু তা' সত্যকার ভক্তের নিষ্ঠাপূত হৃদয়ের স্থান কিনা তা' বিচার্য্য। মনে হয় অপরে করছে—তাই করতে হয় ব'লেই আমরা করছি। পঁচিশ বছরের স্বাধীন জীবনে আমাদের কারিগরি ও প্রযুক্তি বিদ্যার বহর দেখে—মনে হচ্ছে আমাদের বিশ্বকর্ম্মা আমাদের হৃদয়ের ভক্তি এবং সাধনার পূজাফুল থেকে আজও পর্য্যন্ত বঞ্চিত।

বিশ্বকর্মার এক একটা দিক এবার দেখা যাক। যে কৃষি জীবন ভারতবর্ষের প্রায় সবটা অঙ্গ জুড়ে রয়েছে—যে কৃষি জীবনই হচ্ছে ভারতের অগ্রগতির জীবন-ভিত্তি, সেই মহান কৃষি জীবন এদেশে মহান বিশ্বকর্ম্মার বামহাতের এক বিন্দু স্পর্শও আজ পর্য্যন্ত পেল না। এহেন মহান কৃষি জীবনের বিশাল সেচের আজ দাবী—"পাম্প দাও, সিমেন্ট দাও, আমাকে গড়ে তোলার জন্য বুলডোজার দাও, বড় বড় যন্ত্র দাও, জ্বালানী দাও, ভাল ভাল দক্ষ কারিগর দাও।" এই চেঁচামেচিতে আমাদের 'প্রযুক্তি বিদ্যা' ঘুম থেকে উঠে বলছে—"থামো, অত ব্যস্ততা কেন—এইতো সব হচ্ছে।"

দেশের সাধারণ জীবনক্ষেত্র থেকে বিশ্বকর্মার কৃপা-প্রার্থী অগণিত চাষী আসছেন—শিল্পী আসছেন—শ্রমিক আসছেন—কৃষি বিদ্যার তত্ত্বধার আসছেন—তাঁরা বলছেন—বৈজ্ঞানিক কৃষিকাজের জন্য যন্ত্র দাও, কারিগর দাও, শ্রম লাঘবের জন্য যান্ত্রিক সহায়তা দাও, আবর্জনা মাথায় না ফেলতে হয়—তার উপায় দাও। এই হট্টগোলের মধ্যে তাঁরাও সেই একই জবাব শুনছেন—'অত ব্যস্ততা কেন, সবুর করো, সব মিলবে।'

ওদিকে শিল্প প্রধান বিদেশগুলির অনুকরণ করতে গিয়ে, কৃষি প্রধান দেশের মানুষ আমরা কৃষিকে উপেক্ষা ক'রে, শিল্পক্ষেত্রে গত ২৬ বৎসর ধ'রে আবার যে অভিনয় করেছি—তাতে বিশ্বকর্মার লজ্জা পাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

এই সব কথা শুনে, এদেশে যাঁরা বিশ্বকর্মার বাঘা বাঘা পূজারী আছেন—তাঁরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলছেন—"কী, অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করছ? আমাদের যুবশক্তি, ছাত্রশক্তিও পিছিয়ে নেই, জেনো। তারাও বিশ্বকর্মার পূজায় কী এগিয়েছে ঐ দেখো।" পুরাণ ঘেঁটে এই পণ্ডিতেরা বলছেন—দধিচীর হাড় নিয়ে, সূর্য্য-তেজের ধাতুকণা নিয়ে, বিশ্বকর্মা নিজেই ভীষণ ভীষণ মারণাস্ত্র গড়েছিলেন। আমাদের বিশ্বকর্মার চেলারাও তাঁরই আদর্শে আজ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র সব তৈরী ক'রে দেখো কেমন পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরাই না বিশ্বকর্মার খাঁটি চেলা! আর ঐ দেখ আজ তারা কত রঙিন সাজ সজ্জায় বিশ্বকর্মার পূজাবেদী সাজিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শিঙ্গা ফুঁকে আনন্দের কী তাণ্ডবই না শুরু করেছে। এরাই কি বিশ্বকর্মার যোগ্য ভক্ত নয়?

আমাদের দেশে আজ একদিকে এহেন বিশ্বকর্মা পূজার সমারোহ—আর অন্যদিকে আমাদের দেশে বিশ্বকর্মার পূজা-বঞ্চিত অগণিত (কোটি কোটি) দর্শনপ্রার্থী বিশ্বকর্মার মন্দিরের চার পাশে ভীড় ক'রে বলছে—হে বিশ্বকর্মা! কতদিন আর তোমার প্রসাদ থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখবে? শীঘ্র করে আজ আমাদের হাতিয়ার দাও, যন্ত্র দাও, দেহে শক্তি দাও, প্রযুক্তি বিদ্যা দাও, কর্ম দাও, আর তার মধ্যে দিয়ে অন্ন দাও—যা তোমার পূজার প্রসাদী ফুল।

বিশ্বকর্মার মন্দিরের পাণ্ডারা মন্দিরের দ্বার বন্ধ ক'রে হাঁকছেন—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।" হে বিশ্বকর্মা! আমরা আর কতদিন তোমার তফাতে থাকবো? আমাদের কোটি কোটি বাহু যে আজ বঞ্চিত,—আমাদের অযুত নিযুত পেশী যে আজ উপেক্ষিত,—আমাদের অগণন বুদ্ধিবৃত্তি যে আজ প্রায় মৃত। আমাদের এই বঞ্চিত, উপেক্ষিত, প্রায় মৃত অগনিত বাহুতে, পেশীতে, বুদ্ধিতে তোমার আশীর্ব্বাদ দাও—তোমার বিবিধ আয়ুধে তাদের ভূষিত করো—তোমার সত্যকার পূজার জয়যাত্রা হোক। আর তোমার পূজা মন্দিরের দ্বাররক্ষী পাণ্ডাদের সুবুদ্ধি দাও—তারা তোমার মন্দির-দ্বার খুলে দিক। তোমার পূজা সত্য হোক—সার্থক হোক।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাল সাবষ্ট্যাণ্ডার্ড! অর্থাৎ সাধারণ গুণের চেয়ে নিকৃষ্ট। শুনছি এই অবস্থাটা নাকি ব্যবস্থা নেওয়ার যোগ্য। শীঘ্রই সেই ব্যবস্থা এসে পড়বে ব'লে অপেক্ষা করছি।

সরকারী রাসায়নিক বিভাগ নাকি ভেজাল-বিশারদদের পকেটে

সহরের ভেজাল বিশারদেরা বলে থাকেন শুনেছি যে, রাসায়নিক পরীক্ষার বিভাগটি নাকি তাঁদের পকেটে পোরা আছে। সে বিষয়ে নিজেদের ধারণা না থাকলেও, আমরা দেখি যে, বাঘা বাঘা ভেজাল ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান শাসন-সমুদ্রে পরমহংসের মত অবলীলাক্রমে ভ'রে যাচ্ছেন—গায়ে কিছু লাগছে না। তাই সন্দিগ্ধমনারা মনে করছেন যে, ঐ ব্যাপারে কোথাও কিছু কারচুপি ঘটল না তো? কিন্তু যে শাসনযন্ত্র আজ বহু সুযোগ্য ব্যবসায়ী পরিবেষ্টিত হ'য়ে জনসরবরাহের কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—তাঁদের কাছে ও সব কথা বলতে গেলে, টের পেয়ে যেতে হবে।

এও এক জন সংগ্রামের অঙ্গ

অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন—"এদের সঙ্গে পারবে না। সার টার ছেড়ে দাও।" তাহলে তো অনেক কিছুই জীবনে ছেড়ে দিতে হোত—স্বাধীনতার দাবী, বাংলাভাষার দাবী—বিবিধ ন্যায় সঙ্গত অধিকারের দাবী। যাঁরা চাষীদের সরবরাহের নামে লুটের নন্দনকানন গড়ে তুলেছেন—তাঁরা এবং তাঁদের রক্ষকেরা তো আজ আমাদের ওপর রুষ্ট হবেন খুবই স্বাভাবিক। তারজন্য লোকব্রতীর মালে ভেজাল বেরুবে—মুনাফাখোরীর গন্ধ বেরুবে তাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন থাকলে, অনেক আগে অনেক কিছু ছেড়ে দিতাম।

ইটালীর সেই যাদুকর খাড়া রয়েছেন—তাও এগিয়ে যেতে হবে

তবে জানি যে, ওঁদের হাতে নানা ব্যবস্থা বিধান রয়েছে—মিসা রয়েছে, এমনকি সিদ্ধার্থবাবুর তৈরী খসড়া ফৌজদারী আইন (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) রয়েছে। অত্যন্ত বেয়াড়াদের জন্য সামান্য ব্যবস্থা বিধান নয়--মিসা বা অপর কিছু। কেউ কেউ বলছেন—ঐ অস্ত্রে অন্যদের ঘায়েল করার যেমন তাঁদের শক্তি রয়েছে, তেমনি ঐ অস্ত্রের কোপে তো সিদ্ধার্থবাবুদেরও অনেক বন্ধুকে পড়তে হতে পারে। তা' পারে কিন্তু আপাততঃ পড়ছেন না। সবাই হাল দুনিয়ার হালফিল সব জানেন না। বহু জিনিষের মন্ত্র-কৌশলও আছে। আপনারা কি কেউ ইটালীর সেই যাদুকরের কথা জানেন? যিনি প্রকাশ্যে নিজে আম খেতেন, কিন্তু সেই আম অপরের পকেটে বেরুতো। সেই মন্ত্রগুপ্তি আমাদের হাল আমলের রাজনৈতিক ধুরন্ধরদেরও জানা আছে।

সেজন্য আপাততঃ ধাপের পর ধাপ এগিয়েই চলবে—আমাদের কৃষিকাজ, সরকারী করুণা এবং মিসা। তার জন্য প্রতীক্ষা করেই আছি।

পুরুলিয়ায় শিক্ষক দিবস

গত ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের জন্ম দিবস উপলক্ষে সারা ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পুরুলিয়াতেও 'শিক্ষক দিবস' উদযাপিত হয়। এই সূত্রে স্থানীয় শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে "পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সমস্যা ও তার সমাধানের পন্থা" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় সভাপতিত্ব করেন এবং মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। জেলা শাসক শ্রীএন, আর, হালদার এই আলোচনা চক্র উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ তথা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীকমলাকান্ত মাহাত। অনুরূপভাবে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাদি নিয়ে শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র; মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাদি সম্পর্কে শ্রীনিতাই দাস গাঙ্গুলী; শ্রীআনন্দ ঝা ও শ্রীদুর্গাপদ বর্দ্ধন; স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে শ্রীমতী অপরাজিতা গাঙ্গুলী এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে শ্রীসত্যনারায়ণ মুখার্জ্জী আলোচনা করেন। ডাঃ সুকুমার রায় সাধারণভাবে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্বামী প্রমথানন্দ "সর্ব্বস্তরে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা" সম্পর্কে আলোচনা করেন। শিক্ষক দিবস উদযাপন কমিটির সম্পাদক শ্রীআর, চৌধুরী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে শান্তময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতি সম্বলিত বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের কর্ম্মী সমিতির বিক্ষোভ-আন্দোলন

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার পুরুলিয়া শাখায় নিদারুণ স্থানাভাবের জন্য ব্যাঙ্কের কর্ম্মীদের কাজের অসুবিধা ও জনসাধারণের হায়রানী; ব্যাঙ্কের নূতন ভবন নির্মাণে কর্তৃপক্ষের অমার্জ্জনীয় গড়িমসী; ব্যাঙ্কের কর্মী সমিতির বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত স্মারকলিপি ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গত ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন সুরু করেছেন। ব্যাঙ্কে কাজের সময় তাঁরা চেয়ারে না বসে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকেই কাজ করছেন। কারণ ব্যাঙ্কে যত কর্মী আছেন তাঁদের সকলের বসবার চেয়ার টেবিল নেই—ফলে অনেককেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। তাছাড়া ব্যাঙ্কে দারুন স্থানাভাব,-আর কোথাও চেয়ার টেবিল পাতার জায়গা নেই। ষ্টেট ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজার শ্রীডি, কে, রমণ গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া পরিদর্শনে এলে ব্যাঙ্কের ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েসন তাঁকে সব জানালেও তিনি কোনও সুব্যবস্থার আশ্বাস দেননি। সেজন্য ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েসন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ষ্টেট ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার ডেপুটী সেক্রেটারী ও ট্রেজারার নিজে এসে কর্মীদের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা লাগাতার বিক্ষোভ প্রদর্শন চালিয়ে যাবেন। ব্যাঙ্কের টিফিনের সময় কর্ম্মীরা ব্যাঙ্কের ফটকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন।

১৯৫৪ সালে পুরুলিয়ায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনের সময় কর্ম্মী সংখ্যা ছিল ১২ জন। বর্ত্তমানে সেই স্থানে ম্যানেজার, একাউন্টান্ট, হেড ক্যাশীয়ার প্রমুখ ১৫ জন অফিসার এবং ৮৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর ষ্টাফ কাজ করছেন। ব্যাঙ্কের কাজ যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে আরও ১৫ জন ষ্টাফ নিয়োগের প্রয়োজন হলেও স্থানাভাবের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে না। ব্যাঙ্কের এই অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ৬০/৭০টি সাইকেল রাখতে হয় ফলে জনসাধারণের নড়াচড়ার স্থান পর্যাপ্ত হয় না—অনেক অসুবিধা ও হায়রানী ভোগ করতে হয়।

১৯৭০ সালে ষ্টেট ব্যাঙ্কের নূতন ভবনের জমি সংগ্রহ হয় এবং গত মার্চ মাসে মেসার্স বেঙ্গল বিল্ডার্স নামক ঠিকাদারী সংস্থাকে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ব্যাঙ্কের ত্রিতল ভবন নির্ম্মাণের ঠিকা দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের মে মাসের মধ্যে ভবন নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করার কথা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার গত ছয় মাসে একটি তেঁতুল গাছ কাটা এবং কয়েকটি গর্ত খোঁড়া ছাড়া কাজের আর কিছু অগ্রগতি দেখাতে পারেন নি।

—•—

শ্রীসনৎ মিত্রের ঘটনা সম্পর্কে একটি জ্ঞাতব্য বিষয়.

মুক্তির গত সংখ্যায় নামোপাড়া মহল্লার শ্রীসনৎ মিত্রের ঘটনার বিবরণে জনসাধারণের যে সব প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি ব্যাপারে সাধারণের ধারণা ঠিক নয় বলে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি। সুতরাং ব্যাপারটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা দরকার বলে আমরা মনে করছি।

জনসাধারণ মনে করেছেন যে সনৎ মিত্রের পরীক্ষাকারী চিকিৎসক তার আঘাত সম্পর্কে "সাধারণ আঘাত" (Simple injury) উল্লেখ করায় পরের দিন পুলিশ শ্রীগোপাল কর্মকার ও তাঁর পুত্রদের গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে জামীন দিয়েছে। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি যে চিকিৎসক সাধারণ আঘাত বলে উল্লেখ করেন নি—আঘাতের গুরুত্ব তাঁর বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চিকিৎসকের বর্ণনার বঙ্গানুবাদ :

মেমো নং—৬২৮ তাং ৪-৯-৭৩

পুরুলিয়া সদর থানার অফিসার ইনচার্জ্জ সমীপেষু

নিম্নলিখিত ক্ষতচিহ্নসহ আপনার প্রেরিত নামোপাড়ার জনৈক সনৎ মিত্রকে পরীক্ষা করিলাম :—

তাহার মাথায় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য ক্ষতবিক্ষত থেঁতলানো চিহ্ন এবং কয়েকটি তীক্ষ্ণ কাটা ক্ষত আছে, সেগুলি হইতে প্রভূত রক্তক্ষরণ হইতেছে।

তাহার পায়ে এবং হাতেও (Forearms) অসংখ্য রক্তস্রাবী ক্ষত আছে।

স্নায়বিক কারণে (due to shock) রোগীর অবস্থা খারাপ এবং সেই-জন্য ক্ষতগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাহাকে শল্যবিভাগে ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য শল্যভবনে (Operation theatre) পাঠানো হইয়াছে।

ভোঁতা শক্ত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। ৪-৯-৭৩

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রোগীর অভিভাবক নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করে রোগীকে রাঁচীতে ভর্ত্তি করেছেন।

—•—

শোক সংবাদ

পরলোকে শ্রীশ্যামলাল সুরেখা

পুরুলিয়া সহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা কংগ্রেসের একজন সুদীর্ঘ কালের অনুগামী শ্রীশ্যামলাল সুরেখা বিগত ১০-৯-৭৩ তারিখে, সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে, কলিকাতায় পরলোক গমন করেন।

এই জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবিধ কাজের সঙ্গে সর্ব্বদাই নিজেকে যুক্ত রাখতেন। সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন কাজে তিনি যুক্ত থাকতেন এবং তিনি নিজ সমাজের একজন অগ্রণী কর্ম্মীরূপে সর্ব্বদাই গণ্য হতেন। বরাবরই খদ্দর পরিধান করতেন। এক সময় তিনি সুগায়ক বলে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র এবং বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি ও তাঁর স্বর্গত আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

ADVERTISEMENT

Jagannath Kishore College, Purulia.
Silver Jubilee Celebration Committee.

All the ex-General Secretaries of the Student's Union of the College since its inception are hereby requested to meet the undersigned on September 28, 1973 at 4 p. m. in his office chamber to advise him in the matter of co-option of two members from ex-students on the executive committee to make the occasion a grand success.

Principal

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

(১)

মহাশয়,

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীনতম সাধারণ গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সরকারী অনুদান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তথা সরকার গত তিন বৎসর হোল বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য এর কোনও কারণ প্রদর্শন করা হয় নি। হয়ত সরকারী কর্তৃপক্ষের খেয়াল খুশীর কোনও কারণ প্রদর্শনের প্রয়োজনও হয়না। কারণ সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী আমলারাই হলেন জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। বিগত বিহার আমলে এই জেলার গ্রন্থাগার তথা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে যে চরম বৈষম্যমূলক সরকারী নীতি অনুসৃত হোত; বর্ত্তমানে আমরা তারই পুনরাবৃত্তি হতে দেখছি।

পুরুলিয়া তথা অধুনালুপ্ত অখণ্ড মানভূম জেলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগার ও শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানরূপে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের অবদান ও ভূমিকা কারও অবিদিত নেই। দেশের বহু গণ্যমান্য মনীষী, সুধী ও সাহিত্যিকের পদস্পর্শে পূণ্য এই প্রতিষ্ঠান বহু গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। সাক্ষর, নিরক্ষর, ধনী, দরিদ্র ও জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-স্তরের জনসাধারণের অতি প্রিয় ও পরিচিত প্রতিষ্ঠান হোল হরিপদ সাহিত্য মন্দির। এই গ্রন্থাগার ভবনের সঙ্গে রয়েছে একটি সুপরিসর সভাগৃহ (জগদীশ হল), সংগ্রহশালা ভবন এবং তৎসহ সাধারণের পাঠকক্ষ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার। এই সঙ্গে বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা সংসদের একটি কেন্দ্রও হরিপদ সাহিত্য মন্দির পরিচালনা করছে। হরিপদ সাহিত্য মন্দির একটি রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থা। সুতরাং পরিমাণ যৎসামান্য হলেও বৃটীশ আমল থেকে (১৯২৭-২৮) এই প্রতিষ্ঠান যে বার্ষিক সরকারী অনুদান পেয়ে আসছিলো (অবশ্য বিহার আমলের শেষ কয়েক বৎসর বাদ দিয়ে) সেই সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ কি—সেটা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ জানতে পারেন কি?

জেলার অন্যান্য গ্রন্থাগারকে কর্তৃপক্ষ সাহায্য দান করুন—এতে আপত্তি বা প্রতিবাদের প্রশ্নই ওঠে না। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারতা লাভ করুক—সরকারী সহায়তায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—এটা আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন একমাত্র জেলা গ্রন্থাগার বাদ দিয়ে --সারা জেলায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সমতুল্য আর দ্বিতীয় কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কি? এমন কি পুস্তক সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যা বাদ দিয়ে অর্থাৎ গ্রন্থাগার শাখার প্রশ্ন বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নিকষে বিচার করলে জেলা গ্রন্থাগারও কি হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের পর্য্যায়ে বিবেচিত হতে পারে? নিজস্ব ভবন, পুস্তক সংখ্যা, বাৎসরিক পুস্তক লেনদেন, গ্রাহক সংখ্যা প্রভৃতির দৃষ্টিতে—সারা জেলায় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরই একমাত্র "বি" শ্রেণীর গ্রন্থাগার। সুতরাং জেলার অন্যান্য যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার সরকারী অনুদানে সাহায্যপুষ্ট হচ্ছে—তাদের তুলনায় হরিপদ সাহিত্য মন্দির কোন্ অংশে নিকৃষ্ট?

জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারি-কের অধীনে ব্লকে ব্লকে সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকেরা নিযুক্ত আছেন। ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে—নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে সরকারী সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের আবেদন পত্র দাখিলের সংবাদ প্রদান করা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত। এই সকল অফিসারেরা ব্লকের অধীনে নৈশ বিদ্যালয় তথা সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন বলে শোনা যায়। কিন্তু কোনও সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক আজ পর্য্যন্ত হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেছেন কি? এমন কি, স্বয়ং জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক এই সহরে রয়েছেন তাঁরও কিছু কিছু নৈশ কেন্দ্র পরিদর্শন করার কথা। তিনি নিজেও আজ পর্য্যন্ত এই ক্লেশ স্বীকার করেছেন কি?

ইতিপূর্ব্বে, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকেরা ফেব্রুয়ারী মাসেই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলিকে আবেদনপত্রের ফরম পাঠিয়ে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করতে আহ্বান জানাতেন। কিছুকাল যাবৎ সে বালাই উঠে গেছে। কখন, কাকে, কিভাবে ও কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হবে—তা জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের খেয়াল ও খুশীর প্রশ্ন হয়ে উঠেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

অবশ্য, সরকারী ঠাট অনুসারে জেলা শাসকের সভাপতিত্বে এবং জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের সম্পাদকত্বে একটি সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডও নাকি আছে। এই বোর্ডে বেসরকারী সদস্যরূপে কয়েকজন বিধান সভার সদস্য ও শাসক দলের প্রতিনিধিও নাকি আছেন। উক্ত সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ ও পরামর্শে জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী সাহায্য প্রদানের নীতি নির্দ্ধারিত হওয়ার কথা। জনশ্রুতি এই যে বর্তমানে বোর্ডে "কাল-নেমীর লঙ্কা ভাগ" সুরু হয়েছে। সুতরাং "রাতারাতি গজিয়ে ওঠা" গ্রন্থাগারগুলিকে সিংহ ভাগ বণ্টনের পর জেলার পুরাতন ও সত্যকারের গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে "ভাঁড়ে মা ভবানী" কেবলমাত্র বিরাজ করেন। এইভাবে "ভেকচ্ছত্র"-রূপী গ্রন্থাগারগুলিকে কোনওরূপ সর্ত না দিয়ে ঢালাও সরকারী অনুদান দেওয়ার ফলে হাজার হাজার টাকার বই ও আসবাবপত্র অপচয় হচ্ছে। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক কর্তৃক স্বয়ং প্রকাশকদের নিকট পুস্তক ক্রয় করে অনুগৃহীত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বণ্টন করা সম্পর্কেও নানা কথা শোনা যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে বারান্তরে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আমাদের মত সাধারণ মানুষ সরকারী নীতির মহিমা অনুধাবনে অক্ষম। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল—গত ১৯৭১ সালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের ৫০তম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক ৺তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অনুরূপ সুবর্ণ জয়ন্তী, শতবার্ষিকী প্রভৃতি উৎসবে উদারহস্তে সরকারী সাহায্য দান প্রত্যেক সভ্য সরকারের রীতি ও নীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় - বিশেষ সাহায্য দান ত দূরের কথা—ঐ বৎসর থেকে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক সরকারী অনুদানটিও সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হোল। তাই আমাদের একমাত্র প্রশ্ন—আমরা কি মনে করবো যে, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে পুনরায় "বিহার আমলের সেই অন্ধকার যুগ" আবার নেমে এসেছে? ইতি

জয়ন্ত কুমার দাঁ
পুরুলিয়া।

—o—

(২)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার ৩৭শ সংখ্যায় শিবুচারের ঘটনাবলী পড়লাম। এটা বর্তমানের মেরুদণ্ডহীন অবক্ষয়ী সমাজের একটা অনিবার্য্য পরিণতি!

কিন্তু একটা ব্যাপারে বিস্ময়বোধ না করে পারছি না। খুন ও ডাকাতির অভিযোগে যে শিবু চার "কয়েক বছর জেলভোগের পর ১৯৬৯-৭০ সালে ছাড়া পায়," সেই শিবু চারকে চিনতে পুলিশের অসুবিধা হয় কি করে? জেলে ফটো থাকে কি না জানি না, তবে কয়েদীকে চেনার জন্য বিশেষ বিশেষ চিহ্নগুলি উল্লেখ করা থাকে। যে ব্যক্তি কয়েক বছর ধরে জেলভোগ করেছে, সারা জেলার পুলিশ-কর্মচারী ও গোয়েন্দাদের কেউই তাকে এখন চিনতে পারছেন না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমার মনে হয় পুলিশ মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই এই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন সাধারণ মানুষের রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন, এমন ধারণা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠলে কাজ হবে। তার জন্য এঁরা কি তৎপর হবেন?

দ্বিতীয় কথা, জেলার অসংখ্য বেকারের রুজি রোজগারের সহজ ও সৎ পথ খুলে দিতে হবে। সমাজবিরোধী হয়েই কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করে না--প্রতিকূল সমাজই তাকে সমাজবিরোধীতার পথে ঠেলে দেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে! সেই মূল কারণকে দূর করতে হবে। কিন্তু করবে কে? এ হতভাগ্য দেশের জনপ্রতিনিধি ও নিয়ামকদেরই অনেকে অন্ধকারের পথিক! কাজেই ব্যবস্থা কার কাছে আশা করব?

বিনীত—
শ্রীসতীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

—•—

কলকাতার চিঠি

পুজো এসে গেল। বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের যুগপৎ আক্রমণে গ্রাম শহরে সাধারণ লোক পর্যুদস্ত, সরকার বিপন্ন। খাদ্য সরবরাহ নিতান্ত অপ্রতুল। কেন্দ্রের বদান্যতা? কার্পণ্যে পর্যবসিত। চাল এবং কেরোসিনের লাইন ক্রমশ: ৫০শের ভয়াবহ দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সরকারপক্ষ—প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী সকলেই কালোবাজারী; মুনাফাখোরদের ধরে ধরে ফাঁসি দিচ্ছেন; সম্ভবত: তারা মরে গিয়ে ভূত হয়ে এসে আবার খাবারে ভেজাল মেশাচ্ছে এবং তেল, ডাল, চাল মাছের দর আকাশচুম্বী করে দিচ্ছে।

কাশীবাবু, বরকৎ খান সাহেবের কথাও বেরোচ্ছে—আবার সে পদ আলো করছেন বা করবেন হয়তো প্রভুদয়াল বা 'বৌদির' অকলপুষ্ট কোনও ব্যবসাদার। সৎ মুখ্যমন্ত্রীর অসৎ লোকের অসৎ কাজের কথা ফাঁস হলে ভয় কোথায় বুঝি না। কংগ্রেসে এখনও যাঁরা সৎ তরুণ আছেন তাঁরা দাদাদের জন্য কি কিছু করতে পারবেন কোনও দিন? না দাদাদের আওতায় থেকে নিজেরাই দাদা বনে যাবেন!

কাশীবাবুকে অসৎ বলছেন না অথচ তাঁকে দপ্তর থেকে বা মন্ত্রীত্ব থেকে সরে যেতে হচ্ছে কেন? বরকৎ গণি এবং 'বৌদি' ইত্যাদির ব্যাপারে যে অভিযোগ বরুণবাবু করেছেন—তা অস্পষ্ট নয়—কেন সে ব্যাপারে পরের দিনই কাগজে সরকারীভাবে তদন্ত ঘোষণা করা হোল না? কী বাধা ছিল? আমার মত লক্ষ লক্ষ লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে এই কলঙ্ক শাসকদল কিভাবে ভঞ্জন করেন—কারো সাহস নেই এই অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করে বরকৎ গণিকে বরখাস্ত করা এবং গুরুতর শাস্তি দেওয়া যা উদাহরণ হয়ে থাকবে পরবর্তী ঘটনা সমূহের? অন্যথায় যদি বরুণবাবু মিথ্যে লিখে থাকেন তাঁর শাস্তিবিধান করা!

এবারও পুজোর বাজারে লক্ষ্য করছি অন্য জায়গার কাপড় এবং নাইলন, টেরিলীন ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে প্রচুর এবং বাংলার তাঁত শরৎচন্দ্র বর্ণিত "ভারী গাড়ীগুলো কাদায় পড়ে" মার খাচ্ছে। অবশ্যই ক্রেতা ফ্যাশনের কথা উহ্য রেখে কাচার সুবিধে ইত্যাদির দোহাই পাড়বেন বা পেড়ে থাকেন—তবু এটাই সত্যি কলকাতার মধ্যবিত্ত/নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরেও শাড়ী জামা জুতো এবং বিলাস সামগ্রী কেনা প্রয়োজন ভিত্তিক নয় ফ্যাশান ভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রয় ক্ষমতাকে অতিক্রম করেই এবং ধারকর্জ করেও।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে পড়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদনও ব্যাহত এবং বিঘ্নিত হচ্ছে—প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী এবং সরবরাহ বন্ধ ব্যাপারটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তা সত্বেও পুজোর আলোকসজ্জা (অন্য আড়ম্বরের কথা বাদই দিলাম) ক্রমশঃ বাড়ছে কেন? অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা এর আওতার বাইরে পড়তে পারে কিন্তু গত বছরের বিদ্যুত বিভ্রাটের পাশাপাশি দুর্গাপুজো, কালীপুজোর মোগলাই আড়ম্বর ও তুলনাবিহীন আলোকসজ্জা কি যে কোনও দলের পক্ষে কলঙ্কজনক নয়? শোনা যায় এবং দেখাও যায় বহুবাজারে এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে দুই নেতার নেতৃত্বে কয়েক লক্ষ টাকার আলোকসজ্জা সমন্বিত কালীপুজো গত বছরের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মধ্যেও কমেনি। এটা বন্ধ করলে কি বিকল্প কোনও কর্মসংস্থান উদ্যম নেওয়া যায় না? হয়তো কিছু অল্পবয়স্ক যুবক বাধা দেবে বা আপত্তি করবে কিন্তু অধিকাংশ লোকই কি এতে সমর্থন জানাবে না? তাছাড়া সাধারণের আপত্তি সত্বেও তো তাদের অনভিপ্রেত বহু কাজ সরকার করছেন—একটা ভাল কাজ না হয় আপত্তি সত্বেও করলেন এর অভাবনীয় ফলাফলের কথা ভেবে।

সরকারের মৎস প্রকল্প, শিক্ষা প্রকল্প, দুগ্ধ প্রকল্প, খাদ্যব্যবস্থা, বন্যা-সেচ-ত্রাণ সবই তো চূড়ান্তভাবে সার্থক! একটা না হয় একটু চেষ্টা করা হোক—বিনা খরচায়। চিনির দর, সরষের তেলের দর, দালদার দর বাড়াবার উদ্দেশ্যে কালোবাজারীদের অগ্রিম হুমকি দিয়ে—বাজার থেকে জিনিষ উধাও করে দেবার সুযোগ ও পরোক্ষ উস্‌কানি দিয়ে এবং পরবর্তী ভূমিকা হিসেবে কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে বিধান সভায় বিল আনার পয়োমুখ বিষকুম্ভ একই "মহৎ" উদ্দেশ্যের রূপায়ন তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় পূর্বসুরীদের মত একই কায়দায় (এ ব্যাপারে আমাদের দেশে প্রায় সব দলই কমবেশী involved) কিছু সৎ, আদর্শবাদী মেধাবী ও কর্মঠ ছেলেকে জঞ্জাল সাফ, বস্তী উন্নয়ন, ইত্যাদি ভাল কাজের মাধ্যমে টেনে এনে তাদের দলীয় উদ্দেশ্যের অসহায় ক্রীড়নক করে তুলে তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে, বেকারীর সুযোগ নিয়ে তাদের চরম হতাশার ভবিষ্যতের ভিত্তি দৃঢ় করা হয়, হচ্ছে।

এতে সামগ্রিকভাবে দেশগঠনের ভিত্তির মূলে কতখানি আঘাত আসছে—ক্রমশঃ ভিত্তিটা ক্ষয়ে যাচ্ছে—ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর এর পরিণাম কী ভয়াবহরূপে পরিগ্রহ করতে পারে তা একবারও ভেবে দেখা হচ্ছে না। মূলতঃ ভারতবর্ষের অর্থনীতি সেই Have note দের Have দের আরও বেশী কবলিত করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। মারুতি কোম্পানির টাকা পেতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু কিছু নেই—শূন্য হাত এমন লোকের ব্যবসার টাকা পেতে যে ব্যবস্থা তা না পাওয়ার ব্যবস্থারই সামিল। কিছু থাকলে সেটা বাড়াবার ব্যবস্থাও অনুপাতে সহজ। রবীন্দ্র সদন থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন প্রায় সব ব্যাপারেই উপযুক্ত সমীক্ষার ফল একই দাঁড়াবে।

নেহরু মিউজিয়ামে কিছু দামী পুতুল সাজানো হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ আছে—তথ্য কেন্দ্রে শিশুদের আলাদা ব্যবস্থা আছে—শিশুদের জন্য অবন মহল (C.L.T.) আছে—মিশনারী বিদ্যালয়—K.G. স্কুল আছে প্রচুর (যেখানে ভারত বিরোধী প্রচার হয় বই খাতায় তার প্রমাণ মিলবে)। অন্যদিকে বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে বুভুক্ষু মানুষ কলকাতায় আসছে—শিয়ালদায় হাওড়ায় পড়ে থাকছে—থাকবেও। আর পুজোর বাজারে কেনাকাটা সাজগোজ প্রত্যেক বাড়ীতে প্রতিযোগীতা করে চলেছে—মিনি, ম্যাক্সি, লঘুগুরু, "মধ্যবিত্তের সাম্য" বজায় রাখছে।

কাজল সেন
১১/৯/৭৩

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।
প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone {508 414

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥
—পুরুলিয়া শহরে এবছরের শারদীয় আকর্ষণ—
বহু প্রতীক্ষিত-সর্বজন প্রশংসিত
দি দিল্লী ক্লথ্ মিল্‌সের
শাখা বিপণি
শুভ উদ্বোধন—১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সময় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা
স্থান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নিচের তলা।
আপনার সাধ্যমত ও পছন্দমত সকল রকমের সূতী ও অন্যান্য বস্ত্রের বিপুল সম্ভার।
ডি' সি, এম আপনার আধুনিক রুচির কথা জানে—
আসুন! পরীক্ষা করুন!!

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | সোমবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ৭ই আশ্বিন, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

শহীদ গোবিন্দ-চূণারাম স্মরণে

প্রাপ্তির আশা করোনি বন্ধু,
দিয়ে গেছ তাজা প্রাণ—
তুলনাবিহীন, চিরউজ্জ্বল,
সবার শ্রেষ্ঠ দান!
বিনিময়ে তার দেশজুড়ে আজি
শৃগাল শকুনি যত—
প্রাপ্তির মড়া করে টানাটানি—
কোলাহল অবিরত!
দেবার প্রেরণা জাগাও বন্ধু,
ঘুণধরা বুক মাঝে—
প্রাণ দিয়ে যারা টান মেরে যাবে
শৃগাল-শকুনির রাজে।

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

—সিদ্ধার্থ বাবু!

আসল ভেজালদারেরা তো এবার নিশ্চয়ই ধরা পড়বে?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

মুণ্ডুকাটার আইনটা চাই—তাতে ভবিষ্যত পরিষ্কার হবে

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবুর কাছে আমার এই প্রশ্ন এইজন্য যে, সিদ্ধার্থ বাবু ভেজালদার, মুনাফাখোর চোরাব্যবসায়ীদের ওপর ভীষণ চটে গেছেন। (সংবাদপত্রে তাই দেখা যাচ্ছে)। আর তার জন্য তিনি তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এমন কি, ফাঁসি দিতে চান। সিদ্ধার্থ বাবুর প্রস্তাবমত ভারতীয় ফৌজদারী আইন অবিলম্বে সংশোধন করা হোক। আর চোরা ব্যবসায়ীদের ঝপাঝপ মাথা কাটা হোক। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উচিত—অবিলম্বে ঐ ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া। যদি তিনি তা' না করেন—তাহলে সিদ্ধার্থ বাবু বুঝবেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর বুদ্ধি শুদ্ধি কম। কারণ, মুণ্ডু কাটার আইনটা পাশ হ'লেই নব কংগ্রেসের ভবিষ্যত আরো পরিষ্কার হবে। তবে তা নিশ্চয়ই বৃহত্তর জনস্বার্থের দৃষ্টিতেই হবে!

যুব বাহিনীও দস্যুজ দলনে : দুই দার মজুতদার সন্ত্রস্ত

সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে তাল রেখে ওদিকে তাঁদের যুব বাহিনীও বেরিয়ে পড়েছে—মজুতদার ভেজালদার দস্যুজ দলনে। তবে তারাও বৃহত্তর জনস্বার্থের দৃষ্টিতেই নিজের নিজের গ্রুপের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করার চেষ্টাতেই বেরিয়েছে। যার ফলে আসল কংগ্রেসেরই ভবিষ্যৎ পরিষ্কারই হবে তারা বলছে। যুব বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ আসল চোরা কারবারী বিষয়ে নিজের নিজের সংজ্ঞা ঠিক ক'রে নিয়েছে। এক গ্রুপ বলছে—"এরা 'শতদার' মজুতদার, সুতরাং এরাই আসল চোরাকারবারী। ধর এই দুশমনদের।" আর এক গ্রুপ বলছে—"এরা 'সুব্রতদার' মজুতদার, এরাই আসল চোরাকারবারী। ধর এই শয়তানদের।"

সিদ্ধার্থবাবু বললেন—থামো থামো : আসল চোরাবাজারী চাই

দুই যুব বাহিনীর দু গ্রুপের শিকার-বস্তুরা তো ব্যতিব্যস্ত। তারা যথাস্থানে ত্রাণকর্তার শরণ নিচ্ছে। সিদ্ধার্থ বাবু দেখছেন এই অবস্থা হলে তো আসল মজুতদার ধরা পড়বে না। তাই দুই যুব শক্তিকেই ব্যগ্র হয়ে হেঁকে বলছেন—"থামো, থামো, নিজের হাতে আইন নিয়ো না। আমার কাছে মজুতদারগুলোকে হাজির করো। আমি দেখছি। আসল ভেজালদার কারা, তা' আমি জানি। আমি তাদের শায়েস্তা করছি—সবুর করো।"

বেয়াড়া পাঠকেরা কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুদের ওপর রেগেই খাপ্পা

একথা শুনেই বেয়াড়া পাঠকেরা রেগে বলবেন যে, "ফৌজদারী আইনে এখনি যা বিধি বিধান আছে—তাতে চোরা কারবারীদের প্রতিরোধ করা, দমন করা ভালভাবেই চলে। আর নব কংগ্রেসীরা তো অনেকদিনই হোল রাজত্ব করছেন—এতদিন তো তাঁরা চোরা কারবারীদের শায়েস্তা করতে পারতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, নব কংগ্রেসীদের শাসন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে, শাসনের স্নেহে পুষ্ট হয়ে চোরাবাজারের উপদ্রব বাড়তে বাড়তে, এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে যে, এহেন ভয়াবহ অবস্থা আর কোনো দিন হয়নি। মূল্যবৃদ্ধি আর ঘাটতি আজ চরমে। এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আর কী হতে পারে? শাসনযন্ত্র এদের আস্কারা না দিলে চোরাবাজারের এমন চরম; ভয়াবহ, প্রকাশ্য লুঠ কখনো কী চলতে পারে? দেশের উৎপাদন বিষয়ে শাসনের অযোগ্যতা এবং চোরাবাজারের প্রতি শাসনের সহায়তা—এই ঘাটতির মূল কারণ। সিদ্ধার্থবাবুরা চোরাবাজার কেমন দমন করবেন—আমরা জানি। সিদ্ধার্থবাবুদের আস্ফালন কেবল অভিনয় মাত্র। সরকারের সততা থাকলে, যুববাহিনীর হম্বিতম্বির দরকার ছিল না। সব এক ঝাড়ের বাঁশ।"

পাঠকেরা শান্ত হোন : সিদ্ধার্থবাবুর ওস্তাদিটাই দেখুন

এই সমস্ত ক্রুদ্ধ পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটু দেখুনই না—সিদ্ধার্থবাবুরা আসল চোরাবাজারীদের নাস্তানাবুদ করছেন কি না। আপনারা ভাবছেন যে, এ বিষয়ে ওঁরা নিষ্ক্রিয় আছেন। তা' নয়। বৃহত্তর জনগণের স্বার্থে ওঁরা যে ভাবে ভেজালদার মুনাফাখোর দমনের কাজ চালাচ্ছেন—তার পরিচয় কিছু কিছু আমি দিতে পারি। তা শুনলে আপনারা বুঝবেন—ওঁরা নীরব হ'য়ে বসে নেই। এ বিষয়ে ভালই সক্রিয়।

খাদ্য বাড়াও আর যাই করো—বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা তো চাই!!

আর খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে দেশ যে অত্যন্ত পিছিয়ে—তার কারণ আপনারা শাসন অযোগ্যতা বলে চেঁচালেও, তা যে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই করা হয়েছে—তাও বোঝবার বয়স এখনো আপনাদের হয়নি। আর অন্য লোকে যদি দেশের যা সর্বোচ্চ জরুরী কাজ সেই খাদ্য বাড়াবার কাজে সাফল্য দেখতে থাকে—দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই তাদেরও যে গলা টিপে ধরার দরকার হয়—এটা দেখেও এর তাৎপর্য্য আপনারা ধরতে পারছেন না—খুবই দুঃখের কথা। যাই হোক, আপনারা বদনাম দিলেও—সিদ্ধার্থবাবুরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, আসল ভেজালদার ও মুনাফাখোর দমনের যে জাল বিস্তার করছেন—তার দু একটা কাহিনী শুনুন।

ভেজালদার মজুতদার দমনের একটি গোপন কথা

এই জেলার দুটি বড়ো সরকারী বিভাগের দু'জন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে সম্প্রতি আমার বেশ কৌতুকপ্রদ কথাবার্তা হোল। একজন অফিসার বললেন—আপনাদের লোকব্রতীর সারের নমুনাগুলোর পরীক্ষার ফলে, সাব ষ্টাণ্ডার্ড (অর্থাৎ নিম্নমানের) ব'লে যে রিপোর্ট এসেছে—তার জন্য শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে যা দেখছি।" আমাদের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওঁর ওপর চাপ আসছে বোঝা যাচ্ছে। আর একজন অফিসার বললেন—"কোনো রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমাকে চাপ দিচ্ছেন যে, বেআইনী মুনাফা করার বা ভেজাল দেওয়ার ব্যাপারে লোকব্রতীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? তাঁরা এ সম্পর্কে আমাকে কিছু ভয়ও দেখালেন। তাঁদের নির্দ্দেশ সত্বেও নিষ্ক্রিয় থাকলে—টের পেতে হবে।"

ত্রিশঙ্কুর মতো অফিসারদের ত্রিসঙ্কট : কেঁচো খুঁড়তে সাপ

এই সংবাদ শুনে বুঝছি—ঐ বিশিষ্ট অফিসারেরা ত্রিসঙ্কটে পড়েছেন।
(ক) বিবেক রাখতে গেলে বিপদ আছে—লোকব্রতীর প্রতি সহানুভূতি-

সম্পন্ন ব'লে দাগী হবেন। (খ) বিবেক না রাখলে, একটা অপ্রীতিকর কিছু করতে হয়। আর (গ) অপ্রীতিকর কিছু করতে গেলে, তাতে আবার অন্য অসুবিধে আছে—কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে। আপনারা ভাবছেন —সেটা আবার কী? সেই সাপের কথাই একটু জানিয়ে রাখি।

সেক্রেটারীর অসাক্ষাতে সারের নমুনা নেওয়ার তৎপরতা

লোকব্রতীর গোদাম থেকে সারের নমুনা নেওয়া হবে বা নমুনা নিতে আসছেন ব'লে আমাকে (সেক্রেটারীকে) কিছু জানানো হয়নি এবং আমি যখন অফিসে নেই—তখনই অফিসার এসেছিলেন। কম বয়েসী কর্মীরা ছিল—তাদের বলায় তারা গোদামে নিয়ে যায়। প্রস্তুতকারকদের সিল করা মুখ বন্ধ ব্যাগ থেকে নমুনা নেওয়া হয়। ইউরিয়া, সোনা, পটাশ, সুষমা মিশ্র সার, আর ফেরামিলের নমুনা নেওয়া হয়।

সরকারী সংস্থারাই সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাল বাজারে ছেড়ে অপরাধী

এখন একটা মস্ত বড়ো প্রশ্ন এই যে, প্রস্তুতকারকদের (যার মধ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রিত সংস্থাও আছে—তাদের) সিল করা বস্তা থেকে মালের নমুনা নেওয়া হয়েছে। সেই সব বস্তার নমুনার মাল যখন সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড— তখন এই সাবষ্ট্যাণ্ডার্ড মাল সরবরাহ করার জন্য ঐসব প্রস্তুতকারকরা দায়ী হবেন না কেন? অপরাধী অবশ্য তাঁরাই। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুদের তো আসল ভেজালদার ধরা চাই। সেজন্য প্রস্তুতকারকের কথা ওঠে কী করে? আবার ঐ সব প্রস্তুতকারী সংস্থার সিল করা বস্তার মালের নমুনা সিদ্ধার্থবাবুর বন্ধুদের গোদাম থেকে বেরুলে, তখনই রাসায়নিক পরীক্ষায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডের চেয়েও ভাল ব'লে রিপোর্ট এসে হাজির হবে। তাতে সিদ্ধার্থবাবু এবং অপর সভাসদ-জনেরা বলবেন—ধন্য, ধন্য!

বৃহত্তর স্বার্থেই তো সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ডওয়ালাদের আড়ালে রাখতে হবে

এভাবে আসল ভেজালদার চোরাবাজারীদের ধরবার জন্য সিদ্ধার্থবাবুরা যে অদ্ভুত বীরত্ব এবং প্রয়াস দেখাচ্ছেন তার জন্য আমরাও সকলে সমস্বরে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে পরিশেষে সিদ্ধার্থবাবুকে একটি প্রশ্ন করি। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সংস্থারা বাজারে যত সব সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাল ছেড়ে বাজার মাত করলেও, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই তাদের আড়ালে রেখে আপনারা তো' এবার আসল ভেজালদারদের চেপে ধরবেন নিশ্চয়ই? তার জন্য আবার আপনাকে আগাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি—ধন্য, ধন্য,—ধন্য, ধন্য, ধন্য!

——০——

"ইন্দিরা তরঙ্গ"—জোয়ার ও ভাঁটা

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্ত্তি এতই উজ্জল হয়ে উঠেছিল যে রূপকথার "সোনার কাঠী"তে তিনি যা কিছু স্পর্শ করতেন সেটাই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো এবং "পরশ পাথর" এর স্পর্শে লোহা, ইট, পাথর প্রভৃতি সব কিছুই সোনা হয়ে উঠতো। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই এই অসামান্য ও অপ্রত্যাশিত সাফল্যকে 'ইন্দিরা ওয়েভ' অর্থাৎ 'ইন্দিরা তরঙ্গ' বলা হোত।

দেশের শতকরা ৮০ জন লোক যেখানে অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; শতকরা ৭৫ জন যেখানে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটায়; দেশের শতকরা ৯০জন লোকের যখন "প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর" অবস্থা—সেখানে রাজনীতি ও অর্থনীতির যে কোনও "মুখরোচক ভাঁওতা" ভোজবিদ্যার কাজ করে থাকে। প্রধান মন্ত্রীর "গরীবি হটাও" এবং "সমাজতন্ত্র গড়া'র ভাঁওতাও প্রথমে দেশবাসীর মনে সেই ভোজবিদ্যার কাজ করে ইন্দিরা তরঙ্গের কল্যাণে সেই জোয়ার এনেছিলো। গ্যাসে ভরা বেলুন হাল্কা হাওয়ায় একেবারে আকাশচুম্বি হয়ে উড়তে থাকে—কিন্তু সেই বেলুন ফুটো হয়ে যখন চুপ্‌সে যায় তখন সেটা একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। এখন সেই ইন্দিরা তরঙ্গের বেলুন চুপ্‌সে গিয়ে যে ভাঁটার সৃষ্টি করেছে তাতে দেশব্যাপী হতাশা, নৈরাশ্য, বিক্ষোভ ও নানা উপদ্রব ও উপসর্গ সৃষ্টি করছে।

একবৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে, যখন দেশে অর্থ নৈতিক সঙ্কট নূতন করে সৃষ্টি হতে সুরু করেছিলো এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেশের জনসাধারণকে পীড়িত করছিলো—সেই সময় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকরা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে প্রশ্ন করেন—"দেশের অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ প্রকট হচ্ছে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সুরু হয়েছে—সুতরাং ঐ অবস্থার প্রতিকারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?"

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিকদের উপরোক্ত প্রশ্নকে নস্যাৎ করে বলেন—"আপনাদের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ আমি স্বীকার করি না। আপনারা যদি কষ্ট করে 'ইন্টার-ন্যাশানাল মনিটরী ফাণ্ড' এবং 'কনসর্টিয়াম' এর সভার কার্য্য বিবরনীগুলি পাঠ করার ক্লেশ স্বীকার করতেন তবে দেখতে পেতেন যে ঐ দুটি আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা ভারতের অর্থ নৈতিক বিধি ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে স্বীকার করেছে যে গুরুতর চাপ ও বোঝা স্বত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি যেরূপ সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে—তাকে যাদুবিদ্যার সামিল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।"

বৎসরাধিক কাল ব্যবধানের পর গত মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাপ্তাহিক মুখপত্র "সোস্যালিষ্ট ইণ্ডিয়া"র প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দেশের বর্তমান অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির সমর্থনে কোনও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্তুতি বা সাফাই উল্লেখ করতে অসমর্থ হয়ে কেবলমাত্র বলেন—"আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতি এক বিশিষ্ট ধারায় পরিচালিত হয়—সুতরাং ভারতে আমরাও তার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি না। এই পরিস্থিতিতে একজন অর্থনীতির যাদুকর ছাড়া আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পারে না।"

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে উল্লেখ করা যেতে পারে—বিরাট মুদ্রাস্ফীতি; আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি; কালোবাজারী; মুনাফাখোরী অবাধে ভেজাল; কৃত্রিম অভাব-অনটন সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাধি "গরীবি হটাও" এবং "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" গঠনের বুলিকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে। সর্ব্বস্তরে জনগণের মনে চরম হতাশা; পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ এবং সরকারী প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার পুঁজিবাদের দুর্গ স্বরূপ দুটি সংস্থা—"এড ইণ্ডিয়া কনসর্টিয়াম" ও "ইন্টার ন্যাশানাল মানিটারী ফাণ্ড"—যারা ভারতে "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা"র ভেক্ষীতে এতদিন দরাজ হস্তে সহায়তা দান ও উচ্চ কণ্ঠে প্রশস্তি গানে মুখর ছিল এখন তারা মৃত সৈনিকের মত নীরব ও নিস্পন্দ।

আমাদের দেশের মন্ত্রী ও বাঘা বাঘা আমলারা মুমূর্ষু জনসাধারণের জন্য "প্রাণ সঞ্জিবনী সুধা"র ব্যর্থ অনুসন্ধানে "শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে" বসে গলদঘর্ম হচ্ছেন—আর দেশবাসীকে কৃচ্ছ সাধন ও আড়ম্বরহীন জীবন-যাপনের অমৃতবাণী পরিবেশন করছেন।

দেশের গুরুতর অর্থ নৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় ভারত সরকার প্রশাসনিক ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে ৪০০ কোটি টাকা ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং বলা বাহুল্য সেই ছাঁটাই এর প্রথম কোপ পড়বে তথাকথিত কল্যাণমূলক খাতে জনসাধারণের যেটুকু ছিঁটে ফোঁটা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছিল—সেগুলি প্রত্যাহার করায়।

দেশের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাও এখন এক কাণা গলিতে এসে পৌঁছেছে। এখন আর বুলি কপচিয়ে যেমন গরীবি হঠানো সম্ভব হচ্ছে না তেমনি মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পরিকল্পনা কমিশনের সর্ব্ববিধ পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও "বাজে কাগজের ঝুড়ি"তে রাখার উপযুক্ত করে তুলেছে।

দ্রুত ঘনায়মান খাদ্য সঙ্কট সমাধানে দেশের ভাগ্য বিধাতারা আমেরিকা প্রভৃতি গম উৎপাদনকারী দেশগুলিতে গম সংগ্রহের চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরছেন। কিন্তু গত এক বৎসরের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে গমের মূল্য প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ঐ মূল্যে গম খরিদ করতে হলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ফতুর হয়ে যাবে। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণে গম পাওয়ার আশাও সুদূর পরাহত।

গমের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রিয় করণ করার অদূরদর্শী নীতির বিষময় ফল এখন সরকার ও জনসাধারণ উভয়েই ভোগ করছেন। গত মার্চ মাসে সরকার যখন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন বড় বড় আড়ৎদার ও পাইকারেরা প্রতিবাদ জানিয়ে খাদ্যশস্যের সকল প্রকার ব্যবসা বন্ধ করে দেবার হুমকি দিয়েছিলেন। অথচ, গমের ফসল ওঠার পর সংগ্রহের সময় সরকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ঐ সব আড়ৎদার ও পাইকারদের সুলভে ঋণ দিয়ে গম

(শেষাংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৭ই আশ্বিন, ১৩৮০, সোমবার

চিলির শিক্ষা

দক্ষিণ আমেরিকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ চিলি। এখানে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক বৈধ ধারায় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্যদের নিয়ে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠিত হয়—তাদের নিজেদের ধারামতো শাসনকার্য্য চলে। এখানে পার্লামেন্ট আছে—দুইটি পরিষদ আছে—এক কথায় এখানে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সান্টিয়াগো এখানকার রাজধানী। এর পাশাপাশি আরও সব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যেমন আর্জেন্টিনা প্রভৃতি আছে।

বছর তিনেক আগে চিলিতে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়—সেই নির্ব্বাচনে নিষ্ঠাবান মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট মিঃ সালভাদোর এলেনডে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতো এই সব দেশেও প্রেসিডেন্টই মুখ্যতঃ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রেসিডেন্ট এলেনডে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তারমধ্যে একেবারে কেবলমাত্র কমিউনিষ্টদেরই না নিয়ে অন্যান্য দলের সদস্যদেরও নেন। সেখানকার সামরিক জুন্টা বা সামরিক দলগোষ্ঠির লোককেও মন্ত্রীসভায় নেন। প্রকৃতপক্ষে চিলির মন্ত্রীসভা খানিকটা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মতোই বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়।

চিলির মার্কসবাদী প্রেসিডেন্ট ডঃ এলেনডে চেয়েছিলেন চিলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শোষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চিলির গবর্মেন্ট যে রকম সমর্থন পেয়ে আসছিল—সেই রকম আবার দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রেসিডেন্ট এলেনডে ও তার সরকারের পতন ঘটাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন। ভারতবর্ষে বক্তৃতা প্রধান ও ঘোষণা প্রধান যে সমাজতন্ত্র—এ দেশের লোকেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কথা মুহুর্মুহু শুনে আসা যাচ্ছে—ঠিক এ ধরণের সমাজতন্ত্র নয় বৈধানিক উপায়েই সেখানে বাস্তব ও কার্য্যকরী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছিল। এ চেষ্টা যতই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করছিল—দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা ততই তাদের আক্রমণ জোরদার করার চেষ্টা করে আসছিল।

যাই হোক এটা ঠিকই যে একটা পরিবর্ত্তনের পথে—বিশেষ করে বৈধানিক পথে পুঁজিবাদ অধ্যুষিত ও প্রভবিত সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণে যে সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য যে বাধার মোকাবিলা করতে হয় তারমধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অর্থ-নৈতিক বাধা। কারণ পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রিত ও পুঁজিবাদী শাসিত সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতেই থাকে—তাদের সক্রিয় অস্তিত্ব ও সত্বা কায়েম রেখে সমাজতন্ত্রের যোগ্য আর্থিক ব্যবস্থা অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে গেলেই—এদের কাছ থেকে নানারকমে নানাভাবে দুস্তর বাধা অত্যন্ত কৌশলের পথে আসবে এবং তার ফলে দেশকে অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয়ের মোকাবিলা করতেই হবে। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব যেরূপেই হোক না কেন—বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বাদে উত্তরণে—পুঁজিবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা স্বেচ্ছায় তাদের কায়েমী স্বার্থবাদ ত্যাগ করবে, এটা না হলে কেবলমাত্র আইনের পথে সরকারী ক্ষমতার সীমিত শক্তিতে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাটা সমাজতান্ত্রিক ধারায় ব্যবস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কায়েমী স্বার্থবাদীরা অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে জনগণের নানাভাবে দুর্গতি ও দুর্দ্দশা আনতে পারে—এবং যেহেতু দেশের গবর্মেন্টই—ক্ষমতার অধিকারী সেই হেতু এই বিপর্য্যয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার উপর আরোপ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ পরিচালিত করা সহজ হয়। চিলির অবস্থাটা প্রধানতঃ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। বিধিবদ্ধ উপায়ে প্রেসিডেন্ট এলেনডে এর মোকাবিলা করার বহু চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি সফল হতে পারেন নি। এর ফলে জনসাধারণের একটা অংশ বিক্ষুব্ধ হতে থাকে এবং সামরিক বিভাগে প্রভাবশালী সামরিক প্রধান যদি নীতি বর্জিত উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন হন তবে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে—মজুদা সরকারকে গদীচ্যুত করে নিজের সরকার প্রতিষ্ঠা করে চালাতে পারেন।

চিলিতে ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল অগেষ্টো পিনোচেট মারামবিওর নেতৃত্বে স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রেসিডেন্ট এলেনডের গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে এবং ক্ষমতা দখল করে। এই সামরিক জুণ্টা চিলিতে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করে, কংগ্রেস অর্থাৎ চিলির বিধান সভা বন্ধ করে দেয় দেশ জুড়ে কারফিউ জারি করে, সংবাদ পত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং একটা প্রতিষ্ঠিত গবর্মেন্টকে ভেঙ্গে দিয়ে দেশ দখল করার জন্য যা যা দরকার সবই করা হয়। এই সামরিক অভিযানের সঙ্গে কিছু ক্রুদ্ধ জনতাও সামিল হন। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ অবরোধ করা হয়। ১১ই তারিখে সকালে সশস্ত্র বাহিনী ও কিছু ক্রুদ্ধ জনতা প্রেসিডেন্ট এলেনডেকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত ও গদীচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে। এই ক্ষমতা দখলের দু ঘন্টা পরেই প্রেসিডেন্ট এলেনডে আত্মসমর্পন না করে নিজের প্রাসাদেই আত্মহত্যা করেন। তার মৃতদেহ প্রাসাদেই পাওয়া যায়—তার সঙ্গে তার আরও দু একজন বিশ্বস্ত সহকর্মীও আত্মহত্যা করেন। যাই হোক তার দেহ সমাহিত করা হয়। তার স্ত্রী পালিয়ে যান মেক্সিকোতে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এলেনডে বা কম্যুনিষ্টদের সমর্থকদের সঙ্গে চিলির সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত লড়াই হয়—প্রায় ২০০০ লোক মারা যায়।

দুদিনের ব্যাপার—সরকার দখল করে জেনারেল আগাষ্টো পিনোচেট মারামবিও ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে চারজন সেনাধ্যক্ষ নিয়ে সামরিক জুন্টার প্রেসিডেন্ট হন এবং মধ্যরাত্রে এক অনুষ্ঠান পর্বে সাতজন জেনারেল দুজন কর্ণেল এবং একজন এডমিরেল—এই দশজনের একটি ক্যাবিনেট গঠন করে দস্তখত করেন।

এই অভিযান, অভ্যুত্থান বা হঠাৎ সামরিক শক্তি কর্তৃক শাসন ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য এরা যা বলছেন—সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ বা কমিউনিষ্টদের একেবারে অবসান করা, কোনরকম আপোষ না করে। সংঘর্ষটা কমিউনিষ্টদের সঙ্গেই চলেছে। প্রেসিডেন্ট এলেনডের গবর্মেন্টের নাম ছিল পপুলার ফ্রন্ট গবর্মেন্ট। দুদিনের মধ্যে তাকে বেদখল করে দিয়ে দশজনের সামরিক জুন্টা ও সামরিক শাসকের অধীনে চিলির গণতন্ত্র সাময়িকভাবে হলেও সমাধি লাভ করল। সামরিক শাসকেরা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন।

দুনিয়ার বর্ত্তমান ইতিহাসে—একমাত্র চিলিই—পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সরকারের শাসনাধীনে থাকা সত্বেও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ধারায় নির্ব্বাচনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী তথা মারকসবাদী প্রেসিডেন্টের শাসনে গবর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজ এই পরিবর্ত্তন বা বেদখল—কেবল কমিউনিষ্টদের বা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অভিযান নয় চিলির পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযান গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বটে। তবে এখানেই শেষ নয়। কারণ বর্তমানে কোন দেশেই সামরিক শাসন স্থায়ীভাবে হতে পারেনা। যদি কোন পাল্টা অভ্যুত্থান দ্বারা এই সামরিক জুন্টার গবর্মেন্ট বেদখল না হয় তবে এরাই নিজেদের পছন্দমতো গণতন্ত্র রচনা করা ও চালু করবার চেষ্টা করবে—যদিও সেটা গোষ্ঠিতন্ত্র বা একতন্ত্রেরই ধারা ও চরিত্র বহন করবে।

চিলির অধ্যায়টা বর্তমানে এখানেই শেষ হচ্ছে। **কিছুদিনের মধ্যে** বৈদেশিক রাষ্ট্র গুলি একে স্বীকৃতি দেবে—কম্যুনিষ্টদের বা ডঃ এলেনডের প্রভাব বা সংগঠন শ্রমিকদের মধ্যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে ছিল—কিন্তু যেখানে সামরিক শক্তি সর্বেসর্বা এবং কোনরকম সাম্যবন্ধ বা সমাজতন্ত্রবাদ, বাদী ও তৎসম ও তৎভব কার্য্যাদি বরদাস্ত করবেনা সেই হেতু এরা এমন সংগঠন ও শক্তি অর্জন করতে পারবে কিনা যার ফলে গণ অভ্যুত্থান দ্বারা এই সামরিক শাসনকে পরিবর্ত্তন করতে পারে।

এই চিলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারতবর্ষের পরিস্থিতিটা কিছু পরিমাণেও আলোচনা করা অসঙ্গত হবেনা। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যারা গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা করছেন তাদের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে তারা আইন করে সেই আইন কার্য্যকরী করার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে

চাইছেন। একে কার্য্যকরীকরার মুখ্য সাধন হল সরকারী শাসনযন্ত্র—জনগণের যাদের জন্ম এই সমাজতন্ত্রবাদের ব্যবস্থা তারা কিন্তু এবিষয়ে সচেতন মোটেই নয়—এবং তাদের মধ্যেও এরকম সংগঠন করা হয়নি বা করবার কোন প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছেনা - যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থকে প্রতিহত করে গণতন্ত্রেরই ধারায় সমাজতন্ত্রবাদকে রূপ দেবে। ব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ করে গম পর্য্যন্ত জাতীয়করণ করে দেখা যাচ্ছে এতে দুর্ভোগ আরও বেড়ে চলেছে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে চালের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা এখন হবেনা। এছাড়া দেশে প্রতি ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাচারীতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা যে পরিমাণে ব্যাপক এবং প্রসারিত হয়ে চলেছে তাতে গবর্মেন্ট থাকা সত্ত্বেও কোন কর্তৃত্বই কেউ মানছেনা। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন ক্ষেত্রেই হোক নিয়ন্ত্রণ জারী করতে চাইলে এক পুলিশের গুলি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছেনা—সেও সাময়িক মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কায়েমী স্বার্থবাদও অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারের পথে চলেছে। এর মোকাবেলা যে সচেতন ও সক্রিয় জন সংগঠন ছাড়া কিছুতেই হতে পারেনা সেটা নেই—একেবারেই নেই ; কাজেই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠন এদের করায়ত্ত ছিল সেটার কোন পরিবর্ত আইন ও শাসন যন্ত্র হতে পারেনা বলে এরা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় আনতে চলেছে—আনছে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা কংগ্রেস সংগঠন যে ভাবে এবং যে সমস্ত উপাদান দ্বারা রচিত তাতে এ সম্বন্ধে সংগঠন হিসাবে তারা কেউ দৃঢ় নিশ্চয় নয়—সংশয় ও তাদের মধ্যে কায়েমী স্বার্থ বোধ বিভিন্ন প্রকারে বিরুদ্ধতার সহায়ক হয়ে চলেছে। অবস্থার সম্যক উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে তার সমন্বয় দ্বারা সমাজতন্ত্রের দিকে গতিপথ সম্ভব করা সম্ভব হত তা কিছুই হয়নি বরং তার বিপরীত-ধর্মীরাই এসে ভীড় করে রাস্তা চালক পথটুকুও রাখছেনা। ফলে এই অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ই শুধু নয় ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ক্রমবর্দ্ধমান কেবলমাত্র টিকে থাকার সমস্যাটাই যেভাবে দেখা দিয়েছে—তার সমস্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিকভাবে শাসন নেতৃত্ব এবং শাসক দলের নেতৃত্বের উপর প্রচণ্ডভাবে পড়ছে যার ধাক্কা উপলব্ধি করতে পারছেননা—যতটা এদের করতে হবে—সেই সময়ে যখন আর সময় থাকবেনা।

চিলিতে নির্ব্বাচন দ্বারা সমাজতান্ত্রিক গবর্মেন্ট এবং মার্কসবাদী প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলেও—প্রেসিডেন্ট এলেনডের এবং তার দলের নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে এমন সচেতন জন সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি যার শক্তির কাছে কায়েমী স্বার্থবাদকে সঙ্কুচিত হতে হত। নির্বাচনে রায় দেওয়া এক কথা এবং সংগঠন দ্বারা মোকাবিলা করা আর এক কথা। এই সংগঠনে কমীর জন্যই কায়েমী স্বার্থবাদ নির্বাচনের পথে না গিয়ে সামরিক অভ্যুত্থানকেই আশ্রয় করাই নিশ্চিত উপায় বলে গ্রহণ করে--চিলিতে আবার তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করল।

ভারতবর্ষে এই কায়েমী স্বার্থবাদকে মোকাবিলা করার মতো সচেতন ও সক্রিয় গণসংগঠন নাই একথা পুনরাবৃত্তি হলেও আমরা বারংবার বলছি। এবং কায়েমী স্বার্থবাদকে এক আপোষহীন নির্মম ও বিধ্বংসী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অথবা গণসংগঠন দ্বারাই একমাত্র বিভিন্ন ভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। না হলে যত আইনই করা হোক না কেন কায়েমী স্বার্থবাদ তার নিজের আসন কায়েম করবেই - কোন আইনই তা আটকাতে পারবে না। চিলির ঘটনায় ভারতবর্ষ ভাল করেই এই শিক্ষা যদি গ্রহণ করে, সেই অনুযায়ী চলার চেষ্টা না করে—তবে চিলিতে সামরিক জুন্টা সাম্যবাদকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেছে—এখানে কোন জুন্টা কিভাবে কায়েমী স্বার্থের আসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে—সেটা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই জানিয়ে দেবে—এবং তার বিলম্ব খুব বেশী নাই।

বি, দাসগুপ্ত

—·—

রাস ময়দানে মার্কসবাদী নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ভাষণ

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাস ময়দানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এক জনসভা হয়। বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এই সভায় ভাষণ দেন। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া স্বত্বেও জনসভায় প্রচুর জন সমাগম হয়।

জনসভার প্রধান বক্তা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন— আমাদের দেশে দারিদ্র্য একমাত্র ব্যাধি নয়। এটা কংগ্রেস সরকারের নীতির ফল। এই পাপের রাজত্বে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার ঐশ্বর্য্যবান হয়েছে। গত ২৬ বৎসরে এই একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবারের সংখ্যা কুড়ি থেকে পঁচাত্তরে দাঁড়িয়েছে। পনেরো হাজার কোটী কালো টাকার রাজত্ব চলছে। কংগ্রেস এদের সৃষ্টি করেছে, পুষ্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন যে কংগ্রেস সরকার আজ আসামীর কাঠগড়ায়। আজ দেশের মানুষকে চিনে নিতে হবে কে শত্রু, কে মিত্র। মুষ্টিমেয় ধনিক গোষ্ঠীর সরকার দেশের কোন সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। কংগ্রেস জনগণ থেকে আজ বিচ্ছিন্ন। তাই সংগ্রামের পথেই এগিয়ে যেতে হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিশ্রুতিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীবসু বলেন—নির্ব্বাচনের আগে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে কংগ্রেস থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার সব সমস্যার সুরাহা হবে—"গরীবদের কল্যাণ করবো, কৃষককে জমি দেবো, মজুর যাতে কাজ পায়—বাঁচার মত মজুরী পায় তার ব্যবস্থা করবো— পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে সরকারে প্রতিষ্ঠা করলে, জনগণ যা চান তাই পাবেন,—কিন্তু বামপন্থীরা থাকলে ঐ সাহায্য দেওয়া হবে না।"– কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী কি একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করেছেন? তাই কি সন্ত্রাস ও জালিয়াতী করে পশ্চিমবাংলায় নির্ব্বাচন করতে হয়েছে?

দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে প্রতি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে শ্রীবসু বলেন—প্রতি বিপ্লবী সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে চিলির জনগণের সংগ্রাম—আমাদের সংগ্রাম। সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে এই সংগ্রাম অভিন্ন-অবিচ্ছেদ্য। এ সংগ্রাম থামবে না—চলবে।

—o—

খাদ্য আন্দোলনে
বাগমুণ্ডি ব্লকে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান ধর্ম্মঘট

তিন পার্টির শরিক এস-ইউ-সির পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বাগমুণ্ডি ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে ১৪।৯ হইতে ১৫।৯ তক ২৪ ঘণ্টার জন্য দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক অবস্থান ধর্মঘট করেন। একটি সুসজ্জিত শোভা-যাত্রা সহকারে মিছিল বহু গ্রাম পরিক্রমা করিয়া বৃষ্টির মধ্যেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। সস্তাদরে খাদ্য, সরষে তেল, কেরোসিনের দাবী, বনের গার্ডদের ধরপাকড় বন্ধ, বনে লা চাষের অধিকার; পুলিশের নিরপেক্ষতা, শতকরা ২৫ জনের জি, আর, ৪০ জনের টি, আরে কাজ ও ৩০ পারসেন্টকে খাদ্য ঋণ দানের দাবী জানানো হয়।

—·—

দঃ পূঃ রেলের আদ্রা ডিভিসনের অধ্যক্ষ নজর দিন!

বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে যে আদ্রা ডিভিসনের অধ্যক্ষের (D. S. Adra) শৈথিল্যের ফলে ৪২২ ডাউন চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ও ৪২১ আপ গোমো প্যাসেঞ্জার কয়েকদিন ধরে ৩/৪ ঘণ্টা বিলম্ব করছে।

কেউ কেউ বলছেন যে ঐ গাড়ীদুটির অনুরূপ বিলম্বিত যাত্রা গত ৯ই আগষ্টের পর থেকে দেখা যাচ্ছে।

এ বছর পর পর কয়েকটি রেলদুর্ঘটনা সারা ভারতবর্ষের রেলপ্রশাসনের স্বরূপ উদঘাটন করেছে অনেকগুলি অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে।

আমরা আশা করব সে রকম দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটবার আগেই দক্ষিণপূর্ব রেলপথের আদ্রা ডিভিসনের অধ্যক্ষ সজাগ ও সক্রিয় হবেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন!

—·—

বীর শহীদ গোবিন্দ চুণারাম স্মৃতিদিবস সমাগত
আগামী ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার
মানবাজারে পুলিশ থানা প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন অনুষ্ঠান

আমাদের বীর শহীদদের কথায় মনে পড়ছে ১৯৪২ সালের সেই বিশাল 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কথা এবং তার সঙ্গে সারা ভারতব্যাপী যে অভূতপূর্ব সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষা দেখা দিয়েছিল—তার কথা। এসব কথা মনে পড়লে আজও আমাদের সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠে; গৌরবে বুক ফুলে উঠে। যে মহান সংগ্রাম, বীরত্ব এবং আত্মদানের ইতিহাসের জন্য আমাদের হৃদয় গৌরবে ভরে যায়—ঐতিহাসিক সেই সংগ্রাম, বীরত্ব এবং আত্মদানের কাহিনী যেখানে চরম পরাকাষ্ঠার রূপ নিয়েছিল—তা হচ্ছে অপরাজেয় শহীদদের আত্মোৎসর্গের মহিমা। আমাদের জেলাতেও আমাদের জন্য সেই মহান গৌরব করার রয়েছে। গৌরবের ইতিহাসের অন্যতম হচ্ছে—শহীদ গোবিন্দ চুণারামের আত্মদান।

দেশের জন্য, দশের জন্য, আপন ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য শহীদ গোবিন্দ চুণারাম অগ্নি ব্রতের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন—জাতির জীবন সন্ধিক্ষণে, জাতির আহ্বানে— সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার শক্তি যেন আমাদেরও হয়—এই আমাদের সংকল্প। সকলকে এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে যোগ দিতে অনুরোধ জানাই।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

—·—

জগৎ বরেণ্য মহাত্মা গান্ধীর মহান জয়ন্তী সমাগত
আগামী ২রা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার
মহান যুগমানবের জন্মদিনে আমাদের হৃদয় আলোকিত হোক
এক পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গঠন কর্ম্মপন্থার মাধ্যমে যুগমানবের জন্ম জয়ন্তী উদযাপিত হোক

ইতিহাসে এহেন মানুষ বিরল আসেন। সকল দেশের, সকল জাতির তথা সারা বিশ্বের জীবন-ধারা পরিবর্ত্তনের সাধনায়, দেশে দেশে বহু শক্তিশালী মানুষের বহু অবদান থাকে। তবে তাঁদের সকলের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক এক জন বিরাট শক্তির প্রতিভূ মানুষ আসেন, যিনি বিশ্বের তথা আপন জাতির সমগ্র জীবনধারাকে নূতন গতিপথে প্রচণ্ড বেগে পরিচালিত ক'রে; সারা বিশ্বের ইতিহাসকে নূতন পটভূমিকা দেন। এঁরা যুগমানব—এঁরা বিশ্ব-মানব।

গান্ধীজী ইতিহাসের সেই যুগমানব, সেই বিশ্ব-মানব। তিনি যে দেশের মাটি প্রথম আলোকিত ক'রে বিশ্বের নূতন ইতিহাস রচনা করে'ছিলেন—সেই দেশই আজ তাঁকে ভুলতে চলেছে। সেই দেশেই তিনি উপেক্ষিত। জয়ন্তীদিনে দেশের কত মানুষ আজ দায় সারা অনুষ্ঠান দিয়ে কাজ সারছে। এই দুঃখজনক পরিবেশের মধ্যে আজ কোনো এক জায়গায়, কোনো একদলও যদি অন্তরের নিষ্ঠায়, প্রাণের উপলব্ধিতে তাঁকে বরণ করতে পারেন, তবে তার মধ্য দিয়েই নতুন ইতিহাস রচিত হবে। মহাত্মার সাধনা ব্যর্থ হবার নয়। এই আশা ও সংকল্প নিয়েই যেন আজ আমরা তাঁর জয়ন্তী উদযাপনে অগ্রসর হই।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

—·—

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

"ইন্দিরা তরঙ্গ"—জোয়ার ও ভাঁটা

সংগ্রহ করার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়। অন্যদিকে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, যুক্ত প্রদেশ, প্রভৃতি গম উৎপাদনকারী রাজ্যের বড় বড় জোতদারেরা অধিকাংশই কংগ্রেসী নেতা; এম, পি; এম, এল, এ প্রমুখ হওয়ায় তাঁরাও নেপথ্যে সরকারী নীতি বানচাল করতে কোমর বেঁধেছেন। আর আমলাদের অসাধুতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সমস্ত মিলে এক চরম ডামাডোল অবস্থা।

গমের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার হাল দেখে—কি কেন্দ্র, কি রাজ্য সরকারগুলি কেউই আর চালের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না। এদিকে মাস দুয়েকের মধ্যে ধানের ফসল ওঠার সময় হয়ে যাবে।

অগণিত জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি এবং অর্থ নৈতিক সঙ্কটের পরিত্রাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অক্ষম হয়ে সরকার এখন আইনের ভেল্কী দেখাতে সুরু করেছেন। মুনাফাখোর, কালোবাজারী, ভেজালদানকারী প্রভৃতিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিধান, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি কড়া কড়া দাওয়াই প্রয়োগের সাধু সংকল্পের কথা সরবে ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ সব আইন প্রণয়ন তথা সদম্ভ ঘোষণার সারমর্ম জনসাধারণ জানে ও বোঝে। প্রথমতঃ ঐ সব আইন কেবল পেনাল কোডের পাতার শোভা বর্দ্ধন করবে—কার্য্যকরী হবে না। আর যদি দুয়েক জায়গায় তার প্রয়োগ হয়ই—তবে তাতে রাঘব বোয়ালেরা কেউ ধরা পড়বে না—দুই একটি চুনো পুঁটী হয়ত মারা যাবে। ঘটা করে নূতন আইন প্রণয়নের কোনও প্রয়োজন নেই বা ছিল না। সরকারী অস্ত্রাগারে মিসা, এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট; ভারতরক্ষা আইন প্রভৃতি বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্র ও পাশুপত অস্ত্র মজুত আছে। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যে ভারতরক্ষা আইন চালু হয়েছিল আজও তা বলবৎ আছে। এই আইনের কবলে বহু গ্রেপ্তার হচ্ছে—তবে অসাধু ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, কালোবাজারী বা ভেজালদানকারীরা নয়—শাসনে অধিষ্ঠিত সরকারী দলের বিরোধীরূপে গণ্য রাজনৈতিক দলের নেতৃ ও কর্ম্মীবৃন্দই অধিকাংশ এই আইনের শীকার হচ্ছেন।

কংসাবতী (কুমারী) প্রোজেক্টের জলডুবী অঞ্চলের জনগণের বিক্ষোভ ও সংগ্রাম

পুরুলিয়া জেলার প্রধানতঃ মানবাজার ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ১২টি মৌজার প্রায় ৪৫ হাজার অধিবাসী তাঁদের জায়গা জমি, ঘরবাড়ী প্রভৃতি জলমগ্ন হওয়ায় দারুণ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। কংসাবতী (কুমারী) প্রোজেক্টের ফলে এই এলেকার প্রায় ৫৪ বর্গমাইল এলেকা এইভাবে "জলডুবী অঞ্চলে" পরিণত হয়েছে। এই সব বিপন্ন পরিবারদের ক্ষতিপূরণ, বিকল্প জমিতে বসবাস ও অন্যান্য সাহায্যাদি প্রদানের কোনও সরকারী ব্যবস্থা না হওয়ায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁদের দাবী পূরণের জন্য সরকারকে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে সরকারী অফিস, আদালত প্রভৃতি স্থানে ঢুকে বিক্ষোভ প্রদর্শন; ধ্বনি প্রদান প্রভৃতি কর্ম্মসূচী গ্রহণ করায় কয়েকজন স্ত্রীলোক সহ ৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আদালত অবমাননা; অনধিকার প্রবেশ; সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য কাজে বাধাদান প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং প্রথম দিনের ধৃত কর্মীদের আদালত না ওঠা পর্য্যন্ত আটক রাখা হয়। পরদিন অধিকাংশ ধৃত কর্ম্মীদের জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

আমরা সত্তরের যীশু

[কবিতা সংকলন]

পুরুলিয়া থেকে আরেকটি কবিতা সংকলন বেরুল যীশু কবিগোষ্ঠীর উদ্যোগে। সম্পাদনা করেছেন কালোবরণ দাস। কবিরা সকলেই বয়সে তরুণ এবং কঠোর জীবনের বাস্তবতায় পোড় খাওয়া। এঁদের কবিধর্ম তাই ঘোষিত হয়েছে—

"জীবন যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র
সেখানে কবিতাই সর্বাধিনায়ক।
...   .
আজ আর গো-বেচারী নয়
সিংহের মত তেজস্বী হও।"

সংগ্রামী সমাজ চেতনার কবি ৺সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের স্মরণে এই সংকলনটি বের করা হয়েছে। কিন্তু সংকলনের কোন কবিতায় সে সংগ্রামী-চেতনার স্বাক্ষর নেই। তরুণ দাশের "সুকান্তের ছবিকে" কবিতায় বর্তমানের দ্বিধাগ্রস্ত বিক্ষোভের ছবি আছে। দ্বিতীয় কবিতায় (স্বাতী আমারও একটা ঘর ছিল) কবিচেতনার একটা সুডোল পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। আগে যা ছিল কেবল ক্ষোভ, বিদ্রূপ আর বিরক্তির জনক, সেই নিস্ফল বেদনাই আজ একটা বিষণ্ণ রসসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে—

"...আমারও একটা ঘর ছিল—।
স্বাতী বলে একটা সবুজ নাম ছিল!"

মুকুল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনের ও সমাজের আধুনিক-অনাধুনিকের জগাখিচুড়িজাত বিড়ম্বনার ছবি—"ফাইল চাপা পড়ে বাইবেল কোরাণের আত্মহত্যা, মন্দিরের গায়ে একটু শুভ্র দেওয়ালকে অসতী করল আগামী নির্বাচন। কাপুরুষের ঝুলিতে ঈশ্বরের আনাগোনা, ক্যান্সারের মোকাবেলায় ব্যস্ত। ......দরজার কোণে দাঁড়িয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাইরেন। (ঈশ্বর দীর্ঘজীবি হোক) এবং "সংসারের টেপ রেকর্ড বাজিয়ে ক্যালেণ্ডারের এক তারিখে তাকিয়ে থাকি" (জীবনের সিঁড়ি ভেঙ্গে) পঙক্তিগুলি মনে রাখার মতো।

নির্মল হালদারের কবিতায় দিশাহীন স্বার্থবদ্ধ পীড়িত সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে মোলায়েম রঙ দিয়ে—"অন্তরে অন্তরে দেখি পাখীর সংসার" (ঘর হারবার কথায় কথায়)। "আমার বাথরুমের মধ্যেই আমার সমুদ্র স্নান এই ভাবনায় আমার খুশীর ঝিনুক হারিয়ে যায়—আমি জলের কাছে দাঁড়িয়ে বলতে পারি না জল দাও......জল দাও......" (মন খারাপ)।

কল্লোল মজুমদার বর্তমানের অবক্ষয়ের মধ্যেও একটি বলিষ্ঠ কল্যাণ-কামী পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় আছেন—

"জমাট বরফ ভেঙ্গে, বুকভরা উত্তাপ নিয়ে পৃথিবীর অনেক প্রতিহিংসার বীজ ধ্বংস করে, খুন করে তুমি জেগে থাকো, মানুষের কাছে কাছে" (কংসাবতীকে)। "আমি আর পাখির দল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে নতুন এক সূর্য্য খুঁজি" (ইতিহাসের পাতায় মরা ঘাস)।

ঠিক এমনি প্রতীক্ষায় আছেন বিজয় পাঠক—"আবীরের থালা নিয়ে আমি ঠিক দাঁড়িয়ে বট গাছের মত" (আবীরের থালা হাতে অপেক্ষায়)।

জীবন যন্ত্রণার রূপকার সৈকত রক্ষিত। কিন্তু ক্ষোভ ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে হঠাৎ কাব্যিক চেতনাকে আঘাত করেছে—

"রোডের ওপর পোড়া মোবিল জ্বালা আগুনটার পাশে তোর কেমন লাগেরে মলি?" (শীতের দিনে ইয়ার্কি) অপূর্ব ব্যঞ্জনা। "খোলা বারান্দার ওপর মায়ের কাঁথা সেলাইয়ের সূঁচ আমার পায়ের তলায় আজ ফুটে গেছে—ছেঁড়া খাটের ওপর আমার ছ'মাসের ভাইপো শুয়ে আছে" সুন্দর প্রকাশ ভঙ্গি। কিন্তু "আমি আজ এ বেলা ওবেলা ঈশ্বরের দুয়ারে থুতু ফেলতে পারি" কবিতা নয়, ঘৃণা!

সাম্প্রতিক কবিতা এখনও সহজবোধ্য নয়। এর ওপর যদি মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটে তবে পাঠকের মাথার গোলমাল হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক, বর্তমান সংকলনটি ভালো লেগেছে। তবে যীশু কবিগোষ্ঠীর কাছে তাঁদের ঘোষিত সমাজচেতনা আমরা ভবিষ্যতে আশা করব।

—মুক্তির সমালোচক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অসামান্য কৃতিত্ব

পুরুলিয়া জেলার লীড ব্যাঙ্করূপে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ১২৩২০ জন আমানতকারীর মধ্যে ১২২০৯ জনকেই বিভিন্ন খাতে ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ দাদন করে এক রেকর্ড স্থাপন করেছে। পুরুলিয়া ব্রাঞ্চ সহ এই জেলার ৬টি ব্র্যাঞ্চের মাধ্যমে এই অর্থ দাদন করা হয়।

ব্যবসায়ী ট্রাক বা রিক্সাচালক, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি বাবদ ১০২৭ জনকে ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। আর কৃষি খাতে ১১১৮২-জনকে মোট ৪২ লক্ষ টাকা ঋণ দান করা হয়েছে।

WANTED

Wanted two graduates Assistant teachers Preferably trained or experienced (one for the Recognised Jr. High School and other for Prop. High School) in Bijoydih Prop. High School, P. O.—Bijoydih, Dist—Purulia. Apply to the Secretary on or before 26/9/73.

N. B.—The Candidates must have to pass their S.F./H.S. Examination in Second Division.

Secretary
Bijoydih Prop. High School

Applications are invited from the S F./H.S. Candidates for the post of a Clerk in Gagra Junior High School, P. O—Agaibari, Dist.—Purulia, Apply to the Seeretary by 26/9/73.

Nikhilesh Ghosh
Secretary
Gagra Junior High School

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥
—পুরুলিয়া শহরে এবছরের শারদীয় আকর্ষণ—
বহু প্রতীক্ষিত—সর্বজন প্রশংসিত
দি দিল্লী ক্লথ্ মিল্‌সের
শাখা বিপণি

শুভ উদ্বোধন—১৩ই সেপ্টেম্বর
বৃহস্পতিবার
সময় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা

স্থান
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ
ইণ্ডিয়ার নিচের তলা।

আপনার সাধ্যমত ও পছন্দমত সকল রকমের সূতী ও অন্যান্য বস্ত্রের বিপুল সম্ভার।

ডি' সি, এম আপনার আধুনিক
রুচির কথা জানে
আসুন! পরীক্ষা করুন!!

"LIMPO"
(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)
আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ—
ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone - 508 / 414

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা | সোমবার, ১লা অক্টোবর, ১৯৭৩, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

উঠ, আজি দীন লাঞ্ছিত দুঃখী অবসান দুঃখ শর্বরীর,
উদয় অচলে নব প্রাণ বাহী, ভাতিছে কিরণ সবিতৃর।
অভয়শরণ মুক্তি-তারণ আগত নান্দী জয়শ্রীর;
জয় জগতের যুগ অবতার মহান আত্মা গান্ধীজীর।
—ক্ষীরোদ রায়

—)৭(—

পরলোকে
শ্রীরতন মণি চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্নে কলিকাতার একটি নার্সিং হোমে রতনমণি চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার ৮১ বৎসর বয়স হয়েছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

আমাদের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ থেকে আর একজন খাঁটি লোক একজন প্রকৃত জনসেবকের তিরোধান হল। রতনবাবু সমস্ত জীবন দেশের ও মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে কারাদণ্ড লাঞ্ছনা ও নির্যাতন স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তিনি বরণ করে গেছেন। বস্তুতঃ তার জীবন ও কর্মসাধনা দেশকর্মী ও জনসাধারণের প্রেরণার আধার ছিল।

বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিপালের ডাক্তার আশুতোষ দাসের তিনি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। বৈপ্লবিক কর্মধারার সঙ্গে তাঁহার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ১৯২১ সালে সেই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং গান্ধীজীর নীতি, আদর্শ, মত ও পথকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে তার জীবনে তা কার্যকরী করে তোলার সাধনায় তিনি সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষে গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে এখনও যারা জীবিত আছেন--রতমনণি চট্টোপাধ্যায় তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে একটা আদর্শ জীবনের পরিসমাপ্তি হল।

গান্ধীজীর হরিজন পত্রিকার বাংলা সংস্করণ বাংলাদেশে তিনিই প্রকাশ করেন এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সম্পাদক ছিলেন।

আমাদের সঙ্গে রতনদার দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও স্বর্গীয় অতুলচন্দ্রের সহিত তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।

তিনি বালী শ্রীরামপুরের অধিবাসী ছিলেন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে বালীর গঙ্গাতীরে তার মরদেহের সৎকার হয়।

আমরা তার স্বর্গত আত্মার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

—•—

মানবাজারে শহীদ গোবিন্দ
শহীদ চুণারাম দিবস উদযাপিত

১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার মানবাজার থানা প্রাঙ্গণে ৪২-এর মহান শহীদ বীর গোবিন্দ, বীর চুণারামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। লোক সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে এবং মানবাজার, জামতোড়িয়া, পুঞ্চা, বরাবাজার প্রভৃতি স্থান থেকে, দলে দলে কর্মীরা যোগ দেন। মহিলা কর্মীরাও অনুষ্ঠানে সমবেত হন। শহীদ যুগলের সহধর্মিনীরাও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ও যুক্ত হন। মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একদল পদব্রজে এসে যোগদান করে।

থানা প্রাঙ্গণে যেখানে এই অমর বীর শহীদদের পবিত্র রক্ত মাটিতে পড়েছিল সেইখানে জাতীয় পতাকা ও পত্রপুষ্পে বেদী সজ্জিত করা হয়। পদ্ম ও রক্তজবায় মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা ১১টায় শহীদদের জয়ধ্বনি এবং বিবিধ জাতীয় সংকল্পধ্বনি সহকারে মানবাজার পরিক্রমা করা হয়। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত জাতীয় সঙ্গীত পরিচালনা করেন। শ্রীহেম চন্দ্র মাহাত শ্রীগিরিশ মাহাত শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। শোভাযাত্রার পিছনে ছিল—স্থানীয় ব্যাণ্ড পার্টির দল। বেলা ১২॥ টায় শহীদ বেদীমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সুরু হয়। প্রার্থনা, শহীদদের উদ্দেশ্যে জাতীয় সঙ্গীত ও জয়ধ্বনির সহিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বক্তারা শহীদদের মহান জীবনোৎসর্গের মূল্য ও তার মধ্য থেকে দেশজীবনে শিক্ষার কথা আলোচনা করেন। এবং সকল বক্তাই গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন যে, দেশের জনজীবনে যে স্বাধীনতা এবং জন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদেরা প্রাণ দিয়েছিলেন—সে লক্ষ্য দেশজীবনে আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারজন্য শহীদের জীবন-সাধনা থেকে প্রেরণা নিয়ে সংগ্রাম করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীহেম চন্দ্র মাহাত, শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত প্রমুখ বক্তারা ভাষণ দেন।

শ্রীচুণারাম মাহাত শহীদ যুগলের সহধর্মিনীদের সম্বর্দ্ধিত করেন। থানার পুলিস বিভাগ থেকে শহীদ যুগলের জন্য দুটি মালা অর্পণ করেন—থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সমবেত কয়েক শত কর্মীর আহারাদির ব্যবস্থা করেন মানবাজারের জনসাধারণ। শহীদ স্মৃতিতর্পণে এই সমস্ত আন্তরিকতা সহযোগিতার জন্য লোক সেবক সংঘের সচিব গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

—•—

পুরুলিয়ায় বৈদ্যুতিক বিড়ম্বনা

পুরুলিয়ার জনজীবনে বর্তমানে যে সমস্ত বিপর্য্যয়, বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ নিত্য চলছে তার মধ্যে আর একটি বাড়তি বিড়ম্বনা—বৈদ্যুতিক অব্যবস্থায় লোকে সত্যই বিব্রত হয়ে পড়েছে। অল্পবিস্তর এটা বরাবরই ছিল। তবে ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণভাবে সরকারী হেফাজতে আসার পরে এটা আরও বেড়েছে বলেই দেখা যাচ্ছে। যন্ত্র থাকলেই তার যান্ত্রিক গোলমাল কিছু হবেই কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা দরকার নচেৎ যন্ত্র—জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ না হয়ে কেবল বিড়ম্বনার কারণই হয়।

পুরুলিয়া সহরের বিদ্যুতের ব্যবস্থা যারা গ্রহণ করেছেন তারা এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হবেন বলেই আমরা আশা করি। প্রাইভেট সেক্টার নিজেদের স্বার্থে আর পাবলিক সেক্টার পাবলিকের স্বার্থে চলবার কথা তা যদি না হয় তা হলে লোকের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। তবে পুরুলিয়ার পাবলিক ইদানীং ভাগবৎ ধর্মের রসাস্বাদন করে "তরোরিব সহিষ্ণুনা" হয়ে গেছেন—অর্থাৎ তরুর চেয়েও এরা বেশী সহনশীল। সুতরাং কাজ করতে করতে আলো যখন ৫ মিনিট ১০ মিনিট অন্তর নিভে আর জ্বলে তখন তারা এটাকে মোটেই অসুবিধাজনক মনে করেননা—কারণ এ যে তাদের 'তারই' দান—যিনি যা দেন তাই ভালো।

—•—

চিলির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

চিলিতে সমস্ত মারকসবাদী দল বেআইনী ঘোষিত

চিলির রাজধানী সান্টিয়াগো থেকে ২২শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে নতুন সামরিক চক্রের জেনারেল আগসটো গতকাল বলেন, চিলিতে সমস্ত মারকসবাদী দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

ব্যাপারটা যে এরকম হবে সেটা আগেই জানা ছিল। বর্তমান সামরিক শাসকরা চিলিকে কমিউনিষ্ট ও কমিউনিজম শূন্য করে রাজত্ব করার জন্য বদ্ধ পরিকর। জনগণ এটা বরদাস্ত করবে কিনা সেটা অবশ্যই একটা কথা। যদি মারকসবাদীদের প্রভাব থাকে তবে জনগণ—এই শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—আর যদি জনগণ নিষ্ক্রিয় থাকে তবে তাদের নিয়েই এই শাসকরা মারকসবাদীদের উৎখাত করবে।

এই ব্যাপারে দুটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য—একটা এই যে—

বৃটেনের সঙ্গে চিলির কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

লণ্ডন থেকে ২২শে সেপ্টেম্বরের সংবাদ—বৃটিশ সরকার চিলি সরকারকে স্বীকৃতি জানাতে যাচ্ছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

অপর একটি ভাষ্যে দেখা যায়, বৃটিশ সরকার ইতিমধ্যেই চিলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

আমেরিকাও সঙ্গে সঙ্গে চিলিকে স্বিকৃতি দিয়েছে।

আর এদিকে সোভিয়েট রাশিয়া চিলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

রাষ্ট্রপতি গিরির আহ্বান

হায়দ্রাবাদের ২৩শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ—রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি দেশকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য ধর্মীয় আদর্শের বিস্তার সাধনে জনগণকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এই একটিমাত্র বস্তু যা সমাজকে এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে।

হায়দ্রাবাদে ভারতীয় বিদ্যা ভবনের নতুন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সময় রাষ্ট্রপতি এই কথা বলেন। তিনি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতিই চাচ্ছি না, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশও চাই।

শ্রীগিরি বলেন, বর্তমানে দেশে একটা 'চারিত্রিক সংকট' দেখা দিয়েছে। যেদিকেই আজ চোখ ফেরান যায় সেদিকেই চোখে পড়ে ব্যাপক দুর্নীতি স্বজনপোষণ এবং প্রিয়জনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। শক্তিশালী জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিকে ক্রমশঃ কমজোরি করে দিচ্ছে। ক্ষমতা ও অর্থের জন্য লোভ আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

তিনি বলেন, ভারতের ঋষিদের মুখ থেকে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছে তা হল ধর্মকে রক্ষা কর এবং ধর্ম তোমাকে রক্ষা করবে। সুতরাং ধর্ম ভাবকে আমাদের উজ্জীবিত করতে হবে এবং দেশকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

—·—

পাঞ্জাবে পাইকারী হারে সাধু হত্যা—সাধু সাবধান !

চণ্ডিগড় থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে পাঞ্জাবে বহু সাধুকে পাইকারীভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মিঃ জইল সিং বিধানসভার এই সংবাদ দিয়ে বলেন যে—ব্যাপারটা এরকম গুরুতর অবস্থায় এসে পড়েছে যে—এজন্য একজন ডি. এস. পির নেতৃত্বে তিনজন ইন্সপেক্টার ৬ জন সাব ইন্সপেক্টার এবং ১৩ জন কনেষ্টবল নিয়ে একটি দল গঠন করে তদন্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

—·—

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হুঁশিয়ারী

অচেনা দোকান থেকে সরষের তেল কিনবেন না

নয়াদিল্লী থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে—কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, চেনা জানা নেই এমন দোকান থেকে কখনও সরষের তেল কিনবেন না। সম্প্রতি ভেজাল সরষের তেল ব্যবহার করে অনেকের মৃত্যু ঘটায় এই সতর্কবাণী।

তেলে শেয়াল কাঁটার বীজ

ভেজাল সরষের তেল পরীক্ষা করে তার মধ্যে শেয়াল কাঁটার বীজ অর্থাৎ 'আর্জিমন' পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে এপিডেমিক ড্রপসি হচ্ছে। আরও এই ভেজাল তেল খেয়ে প্রথমে বমি, পেটের অসুখ এবং ১০১° পর্য্যন্ত জর হয়। কয়েকদিন পরে পায়ের ফোলা আরম্ভ হয় শরীরের অন্যান্য অংশও ফোলে তারপরে নাড়ী ক্ষীণ, নিঃশ্বাসের কষ্ট—লিভার বৃদ্ধি এবং চোখ ঘোলা হতে থাকে।

বাজারে তেল দুষ্প্রাপ্য—তাও এই ব্যাপার ! এ হচ্ছে খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ মন্ত্রকের হুঁশিয়ারী। দেশবাসী এখন তেল ছেড়ে কেবল খাঁটি গাওয়া ঘী খান। এবার রাজত্বে সেই ব্যবস্থাইতো হবার কথা।

—·—

বিহারে গফুর মন্ত্রীসভায় আরও ২২ জন মন্ত্রী

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বিহারে গফুর মন্ত্রী সভায় ৬ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও ১৬ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগ দেন। তারা রাজভবনে শপথ গ্রহণ করেন। এই ২২ জন নিয়ে বিহার মন্ত্রীসভায় মোট ৩৭ জন মন্ত্রী হলেন।

মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি সাংবাদিকরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। কারণ তাদের সঙ্গে পুলিশের চরম অসদ্ব্যবহার।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে ২৪শে জুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাণ্ডে ও তার মন্ত্রীসভাকে বের করে দিয়ে ২রা জুলাই গফুর সাহেব ১৫ জন মন্ত্রী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীরূপে মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করেন। এই নূতন ২২ জন মন্ত্রীর মধ্যে সেই শ্রীকেদার পাণ্ডেও একজন মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করে ঢুকলেন।

—·—

অন্ধ্রের সমস্যা মিটলনা

অন্ধ্রের ব্যাপারটা খানিকটা স্তিমিত হয়েছিল। গত ২১শে তারিখের নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে অন্ধ্র সমস্যা সমাধান-সমর্থ ৬ দফার এক ফরমূলা নাকি অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানা অঞ্চলের—দুই পক্ষের নেতাদেরই সমর্থন লাভ করেছে।

শ্রীচেন্না রেড্ডীর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা দল এবং শ্রীসুব্বা রাও এর নেতৃত্বে পৃথক অন্ধ্রবাদীরা নাকি এই ফরমূলাতে একমত হয়েছেন।

কিন্তু এতে যারা স্বস্তিবোধ করছিলেন তারা পরে বুঝলেন সবই মায়া। অন্ধ্রে পৃথক অন্ধ্রবাদীরা এবং তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি ও জনসাধারণ, এবং সরকারী কর্মচারীরা নাকি পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ ও পৃথক তেলেঙ্গানা ছাড়া শান্ত হবে না।

এই ব্যাপারে আবার সারা অন্ধ্রময় বিরাট আন্দোলন ও সংগ্রামের পরিকল্পনা হয়েছে ও হচ্ছে।

হানামুণ্ডাতে পোষ্ট আফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; বিজয়বাড়া বার এসোসিয়েশনের আইন ব্যবসায়ীরা ৬ দফা সূত্রের প্রতিবাদে অদালত বর্জন করেছেন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা ঘোষণা করেছেন যে ৬ দফা সূত্র এত বাজে যে তা বিবেচনারও যোগ্য নয়। মোট দাঁড়াল এই যে সমস্যার কোন সমাধান আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। নানাভাবে নানা দিক দিয়ে সর্বশ্রেণীর লোক এর বিরোধীতা করে চলেছে।

এদিকে ২৬শে সেপ্টেম্বরের এক দিল্লী মার্কা খবরে প্রকাশ যে—কেন্দ্রীয় নেতারা অন্ধ্র বিভাগের যে কোন প্রস্তাব হোক না কেন তার বিবেচনা করারও তারা দৃঢ়ভাবে বিরোধীতা করবে তারা অন্ধ্রকে এক রাখতে দৃঢ় সংকল্প। তারা মনে করেন এই ছয় দফা সূত্রই অন্ধ্রে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সমর্থন পাবে।

বর্তমান পরিস্থিতিটা নানাদিক দিয়েই দেশের ভাগ্য বিধাতাদের জন্য অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে—অন্ধ্রও তার মধ্যে একটা বেশ বিশিষ্ট ব্যাপার !

শেষকালে এই সমস্ত নেতারা কি করেন দেখার জন্য রইল।

—·—

মুক্তি

১৪ই আশ্বিন, ১৩৮০, সোমবার

দুর্গা—একালের দুর্গা

সেকালে দুর্গাপূজা কি ছিল, দুর্গার আরাধনা কি ছিল তার সঙ্গে একালের একেবারে বর্তমান কালের দুর্গাপূজা বা দুর্গার আরাধনার তুলনা অসঙ্গত। সেকাল—সেকাল ছিল, একাল—একাল। সেকালের দুর্গা একালের গতি ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একালের দুর্গায় পরিণত হয়েছে। আজকের এই দুর্গাপূজাকে তারই আলোকে অনুধাবন করতে হবে।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব—জাতীয় অনুষ্ঠান। এর উৎপত্তি ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে তার মধ্যে প্রবেশ না করেও এর সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনার বিচার করা যেতে পারে।

ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ ব্যক্তির কাছেই রূপাতীত অরূপের উপলব্ধি হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমষ্টির কাছে যে কিছুই হোক না কেন তার একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ থাকা দরকার যা তার বোধ ও চিন্তার আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারে।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর শুধু জাতীয় উৎসবই নয় এ তার জাতীয় সাধনার লক্ষ্য—আদর্শ। ব্যক্তির যেমন জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে জাতিরও তেমনি, তার একটা জাতীয় লক্ষ্য থাকে, জাতীয় আদর্শ থাকে যে লক্ষ্যে তার সাধনা উদ্দিষ্ট হয়। বাঙ্গালীর এই জাতীয় উৎসব,—অনুষ্ঠান এই দুর্গার আরাধনাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন—এই হচ্ছে বাঙ্গালী জাতির জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শের মূর্তরূপ।

দুর্গার পরিকল্পনা শক্তির সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও গণশক্তি এই সকলের সমন্বয়ে যে শক্তি সেইতো শ্রেষ্ঠ শক্তি; যে জাতি এই শক্তির শক্তিধর—সেই তো শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ শক্তিমান জাতি। শক্তি আরও আছে—এই শক্তির বিপরীত শক্তি। অজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক জ্ঞান, লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য, পরপীড়ক বীর্য্য ও সর্বনাশকারী বুদ্ধি ও গণশক্তিকে দমনকারী শক্তি। যে শক্তিই হোক না কেন এই অকল্যাণ শক্তিকে প্রতিহত না করতে পারলে একে বিনষ্ট না করতে পারলে, একে ধ্বংস না করতে পারলে—সে শক্তি মানুষের জন্য, সমষ্টির জন্য, জাতির জন্য কল্যাণ বহণ করে আনতে পারে না। বাঙ্গালী জাতির জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ—শ্রীদুর্গার রূপ ও সেই রূপের আরাধনার আয়োজনের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে। এই বিশ্বে আজও এমন কোন জাতি নাই যার জাতীয় আদর্শ বা লক্ষ্য এই বাঙ্গালী জাতির জাতীয় লক্ষ্য, আদর্শের মত এমন সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ।

আজ বিশ্বময় শক্তি অর্জ্জনের প্রতিযোগীতা চলেছে কিন্তু সে কোন শক্তি ? অশুভ অন্তর্দ্বন্দ্বেই তার বিনাশ শুধু সুনিশ্চিত নয়—জগতের কল্যাণ শক্তির প্রতিদ্বন্দী শক্তি। আজ কি অন্তর্জাতীয়, কি আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে—ব্যক্তির নামে, গোষ্ঠির নামে, দলের নামে, জাতির নামে যে শক্তি অর্জ্জনের, যে ক্ষমতা লাভের তীব্র প্রতিযোগীতা চলেছে—তা চলছে এই অশুভ শক্তির সন্ধানে—এই অকল্যাণ শক্তির আহরণে—এই দানব শক্তির সৃজনে।

সেকালের দুর্গা সেকালে যেরূপেই প্রতিভাত হন না কেন—একালের দুর্গা আজ বাঙ্গালীর বর্তমান জাতীয় জীবনে এরূপেই এসে প্রতিভাত হয়েছে—এই সত্যরূপে। আজ বাঙ্গালী জাতি সমগ্রভাবে এই সত্য উপলব্ধি যদি না করতে পারে—তার জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে যদি তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারে—তবে আজ যোগভ্রষ্টের মতো তার যে অবস্থা সেই অবস্থা তাকে অধিক থেকে অধিকতর অকল্যানের পথে, ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে—দেবে। বর্তমানে বাঙ্গালী জাতির যা পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীদুর্গার মধ্যে মূর্ত যে শক্তি সে শক্তি অর্জ্জন করাই তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। এই পরমাণুর যুগে, গ্রহান্তরে যাবার যুগে, বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও প্রযুক্তি বিদ্যার যুগে—একালের বাঙ্গালীর কাছে তার জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য শ্রীদুর্গার মূর্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই আহ্বানের মর্ম উপলব্ধি করে তার পদক্ষেপ যদি এই লক্ষ্যের পথে চলে—তবে সে আজ বিশ্বজয়ী হবে আর তা যদি না হয়—তবে—"ঐ আছে রসাতল ভাই।" এর মধ্যে আপোষ নেই মধ্য পথ নেই।

এই দুর্গাই আমাদের একালের জাতীয় দুর্গতিনাশিনী। আমাদের জাতীয় উৎসবে এই দুর্গাকে আমরা প্রণাম করি। বি, দাসগুপ্ত

—·—

গান্ধী জয়ন্তী

২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিবস। প্রতি বৎসরে জাতির কাছে দুটো দিন গান্ধীজীকে স্মরণের আবেদন নিয়ে আসে। গান্ধীজীর জন্মদিবস ও ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর নিধন দিবস তথা মৃত্যু দিবস।

জনসাধারণের স্মৃতি বলে কিছু নেই। জনসাধারণ কোন কিছুই স্মরণে রাখেনা। জনসাধারণের সমষ্টি নিয়ত পরিবর্তনশীল। অতীতের সঙ্গে তার যোগাযোগ, বর্তমান অতীতকে যেভাবে রেখেছে তার মধ্য দিয়ে অথবা বর্তমানে অতীত যেভাবে রয়েছে তার মধ্য দিয়ে।

কাজেই ১৯৪৮ সালে যে গান্ধীর মৃত্যু হয়েছে—১৯৭৩ সালের ভারতের জনসাধারণের স্মরণে সে গান্ধী নেই। ভারতবর্ষের বর্তমান জনসাধারণের জনমানসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী অর্থাৎ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইতিহাসে পর্য্যবসিত। গান্ধীজীর ভাবধারা, তার আদর্শ, তার কর্মসাধনা, তার অবদান ভারতের বর্তমান জনসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত নয়—কাজেই বর্তমান ভারতের কাছে গান্ধীজীর কর্মগত ও ভাবগত অবদানের আবেদন নেই। সুতরাং দেশ গান্ধীজীর পথে চলছেনা বা গান্ধীজীকে বিস্মৃত হয়েছে বলে আক্ষেপ করার বা অভিযোগ করার কিছু নেই।

মানুষের ক্ষেত্রে, একটা জাতির ক্ষেত্রে একজন মহান পুরুষের, একজন মহান নেতার মহান অবদান, তার ভাবধারা তার আদর্শ—তার প্রবুদ্ধ অনুগামীরা অনির্বাণ দীপশিখার মতো পরম্পরা ক্রমে জাতির প্রত্যক্ষীভূত করে রাখে। তাদের জীবনধারা, তাদের কর্মসাধনা জাতির মধ্যে যে ধারা সৃষ্টি করে—গোমুখ নিসৃত ধারার মতো সেই ধারা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রবহমান থাকে। নিয়ত পরিবর্তিত বারিরাশির ধারা প্রবাহ তার দুই কূলের পরিবর্তনশীল অধিবাসীদের কাছে অপরিবর্তনীয় ধারারূপেই প্রত্যক্ষীভূত হয়ে তাদের সিঞ্চিত ও সঞ্জীবীত করে রাখে। ইতিহাস মানুষের, জাতির সঞ্চিত সম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার—উত্তর সাধকেরা সেই সম্পদ জাতির নিত্য জীবনে লভ্য করে সমৃদ্ধির যোগ্য করে তার রচনাকে প্রবুদ্ধ করে। মহান জীবনের মহান অবদান এই ভাবেই জাতির জীবন ক্ষেত্রে সদা প্রবহমান থাকে।

আজ গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তীতে সবই আছে, সবই হচ্ছে, সবই হবে—কেবল তার এমন কোন উত্তর সাধক নেই—যে বা যারা ব্যক্তিগতভাবেই হোক, গোষ্ঠিগতভাবেই হোক বা সমষ্টিগতভাবেই হোক গান্ধীজীকে তার বা তাদের জীবন ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে জাতির প্রত্যক্ষীভূত করে রাখতে পেরেছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে গান্ধীজীর জীবিতকালের শ্রেষ্ঠ অনুগামীরা—তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে অস্বীকার করে এবং ভাবগত ক্ষেত্রে বিকৃত করে যে ধারা প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল সেই অনুগামীদের পদক্ষেপ অনুসরণ করে পরবর্তী সুযোগ সন্ধানীরা জাতির কাছে গান্ধীজীকে অপাংক্তেয় করে রেখেছে—এবং তাকে অপ্রয়োজনীয় মূর্তিরূপে অবহেলিত করে রেখেছে। ১৯৭৩ সালে গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তীতে গান্ধীজীর নামে যে সমস্ত স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতির উদ্দেশে তার মহান বাণী সমূহের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে—তা জাতির অন্তর একেবারেই স্পর্শ করেনা—কারণ বাস্তবে বর্তমান জাতির কাছে তা অপ্রত্যক্ষ এবং কোন কর্মের মধ্য দিয়ে কার্য্যকরী তার কোন ব্যাখ্যা নেই। যারা এই গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তীতে গান্ধীজীর সম্বন্ধে যত সোচ্চার—বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কর্মধারা তাদের বক্তব্যের এমন বিপরীত যে—যে জাতির স্মরণে এখন গান্ধীজী একটি ইতিহাস মাত্র—সে জাতির জীবনে তা কেবল ভ্রমই সৃষ্টি করে। বর্তমান ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে গান্ধীজীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ভাব ও কর্মসাধনার প্রয়োজন ছিল তার দিকে কোন গতির পরিচয় দেশবাসী পায়নি। সুতরাং গান্ধীজী আজ ভারতের জনজীবনে অন্য কোনভাবেই নয়—ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতা গোষ্ঠি ও অনুগতদের এবং সরকারী প্রশস্তির পূজ্যরূপেই প্রতিভাত হয়ে আছেন।

গান্ধী জয়ন্তীতে যে সব অনুষ্ঠান হতে চলেছে—তা প্রধানতঃ শাসক শ্রেণীর ও তাদের অধীনস্থ আমলাদের সরকারী অনুষ্ঠান—দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি নয়। কিছু কিছু বেসরকারী অনুষ্ঠানও হয় কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য। আমাদের ৭৩ সালের ভারতবর্ষে ৪৮ সালে মৃত গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তীর এই রূপ। দুঃখের, ক্ষোভের বা অভিযোগের কিছু নাই—কারণ স্বাধীনোত্তর ভারতের গতির পরিপ্রেক্ষিতে এ ছাড়া অন্য কিছু আশাই করা যেতে পারেনা।

ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও কর্মীমন—যে মন শ্রেয়র চিন্তায় অনুরক্ত, যে মন কল্যাণের প্রকৃতরূপের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত—আজ জাতির প্রয়োজনে—অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—গান্ধীজীকে উপলব্ধি করে তার ভাব ও কর্মের উত্তর সাধকরূপে নিজেদের উৎসর্গ করা। আমাদের জাতীয় জীবনে বর্ত্তমান বিশ্বের গতির সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করে আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি তা জাতিকে নিরাশ ও সংশয়িত করে তুলেছে। এমন একটা আবর্ত্তের ঘূর্ণী পাকে আমরা পড়ে গেছি যার নিম্নমুখী আকর্ষণ ক্রমশঃই প্রবলতর হয়ে পড়েছে এবং আমাদের নিস্কৃতির জন্য ভাসমান কোন তৃণখণ্ডও আমরা পাচ্ছিনা। আজ গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জাতির কাছে, দেশবাসীর কাছে—এই নিবেদনই করা যেতে পারে যে—তার জীবন ধারাকে তার ভাব ও কর্মসাধনাকে জানবার জন্য আমাদের মন আগ্রহান্বিত হোক আমাদের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হোক। গান্ধীজী যদি আমাদের চিন্তায় আসেন—তবে তার কর্ম্মসাধনার যুগোপযোগী কার্য্যকরী-রূপ আমাদের কর্ম্ম-যজ্ঞের মধ্য দিয়ে স্বতঃই রূপায়িত হতে থাকবে। গান্ধীজীর প্রশস্তির প্রয়োজন নাই, তাকে পূজা করবার কোন দরকার নাই—আমাদের বর্তমান জীবনের সুস্থ গতির প্রয়োজনেই তার প্রয়োজন। গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান ও শক্তির মূর্ত্তরূপ শ্রীদুর্গার আগমনীর অনুষ্ঠান আজ সমন্বিত হয়ে আমাদের কল্যাণের পথে চিন্তা শ্রেয়োভিমুখী, দৃষ্টি স্বচ্ছ ও গতি স্বচ্ছন্দ করুক।

বি, দাসগুপ্ত

—— • ——

দেশে এখন মবোক্রেসীর যথেচ্ছাচার

ঠিক এই পূজার আগে—উৎসবের আয়োজনে যা কিছু প্রয়োজন তা—নাই। যদি বা আছে তার মূল্য এমনই উচ্চ যে তার নাগাল পাবার ক্ষমতা সাধারণের নাই। উদাহরণ দিয়ে অর্থাৎ বাস্তবে রূপটা কি তার বর্ণনা করে দেশবাসীকে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝাবার প্রয়োজন নাই—কারণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি সামান্য অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মিটাতেও দুর্ভোগের অন্ত নাই। এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাও কারো জানা নাই। শুধু বাংলাদেশই নয় সমগ্র ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই একই অবস্থা ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে যার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নাই। সমগ্র দেশে আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছেই শুধু নয়—ভেঙ্গে পড়েছে। এর জন্য দীর্ঘ ফিরিস্তির দরকার নাই। কারণ এর আঘাত প্রত্যক্ষ আঘাত।

এর মূলীভূত কারণ নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তের বাইরে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং তার জন্য গবেষণার দরকার হয় না। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় দেশের সর্বক্ষেত্রে এই উচ্ছৃঙ্খলতা একেবারে খাঁটি 'মবরুল' এ পরিণত হয়েছে। আমাদের ডেমোক্রেসী বলে যা—ও এতদিন যদি বা কিছু ছিল তা এখন একেবারে নির্ভেজাল মবোক্রেসী—অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল জনতা-তন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। একে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এখন কারোরই হচ্ছে না। কংগ্রেসে শাসক-গোষ্ঠী—যারা আছেন তাদের নিজেদের কংগ্রেসেই কোন শৃঙ্খলা নেই নিয়ন্ত্রণ নেই—সবাই স্ব স্ব প্রধান—সেখানে তাদের পরিচালিত সরকার দেশের উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? এ সম্ভব নয়—আর যদি বলা যায় যে ক্ষমতা লাভ ও বজায় রাখার একটা সহজ পন্থা হিসাবে এই মবোক্রেসী তারাই সৃষ্টি করেছেন এবং পালন করেছেন তাহলেও সেটা অত্যুক্তি হবে না।

শাসন এসে কোথায় দাঁড়িয়েছে! এক নম্বর দেশে আজ ভারতবর্ষে, বাংলা—পাত্র বিশেষে টাকা দিতে পারলে সব কিছু করা যায় করানো যায়। উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত। অমুক কেলেঙ্কারী, এই কেলেঙ্কারী, সেই কেলেঙ্কারী যে আজ প্রকাশ হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলির সর্বক্ষেত্রেই শাসক গোষ্ঠীর পাণ্ডারা ও তাদের আশ্রিতরাই জড়িত। নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এবং কংগ্রেসেরই উপদলীয় রেষারেষিতে একে অন্যকে জব্দ করার জন্য এগুলি প্রকাশ হয়েছে—যার ফলে সরকার একটা চুনকাম করার মতো তদন্ত করছেন। আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলে দিচ্ছি দু একজন সরকারী অফিসার বা কর্ম্মচারী এর ফলে শাস্তি পাবেন আর তাদের মনিব গোষ্ঠী যারা এ সবের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তারা হাত ধুয়ে দুর্নীতি দমনে লেগে যাবেন।

আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু আছে কি? সমাজ বিরোধীরা গুণ্ডারা আজ দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং দেশবাসী কুঁকড়ে আছে। খোদ দিল্লীতে দিনের বেলা প্রকাশ্যে রাহাজানী একটা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে; মেয়েদের লুণ্ঠন, তাদের পথে ঘাটে ঘরে বাইরে নিরাপত্তা—গুণ্ডা উপাদানের দয়ার উপর নির্ভর করছে। মীরাটে মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা করে তাদের নিরাপত্তার দাবী করছে। পুরুলিয়াতে সরকারী বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ছাত্রদের অন্যায় দাবী মানতে অস্বীকার করায় তাদের ধরে নৃশংসভাবে পেটানো হয়েছে। ধানবাদে এই সেদিন একটা কয়লা বোঝাই করা ট্রাককে ছাত্ররা তথা গুণ্ডারা থামিয়ে বলে তাদের নিয়ে যেতে হবে—অস্বীকার করলে ট্রাকটিকে শিক্ষায়তনের হাতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়। এগুলি সামান্য অতি সামান্য কথা—কিন্তু সামান্য ব্যাপারই অসামান্য অবস্থার পরিচয় দেয়। পুরুলিয়া জেলার এক অংশে পিবু চারের রাজত্ব অপ্রতিহত প্রভাবে চলতে পারে সেই অবস্থাতেই—যে অবস্থায় একটা দেশের শাসন যন্ত্র একেবারে অকেজো হয়ে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে।

গণতন্ত্রে নাগরিকদের কতকগুলি অধিকার থাকে এবং সেই অধিকারগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থাও থাকে। এই ব্যবস্থার জন্যই গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব বা স্থায়ীত্বের সার্থকতা। একদিকে যেমন এটা থাকে আর একদিকে নাগরিকদের পক্ষ থেকে ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতাও থাকে—যেখানে এর অভাব হয় সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তা নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান পরিস্থিতি এ অবস্থার পরিচায়ক নয়। অবস্থাটা এর বিপরীত। এখানে দেখা যাচ্ছে অধিকার বর্ত্তেছে—যারা আইনের তোয়াক্কা করেনা তাদের, চোর, সিঁধেল, বাটপাড়, গুণ্ডা, প্রতারক ফাটকাবাজ ঘুষ নেবার ও ঘুষ দেবার, কংগ্রেস ও শাসক গোষ্ঠী বা দলের নামে যথেচ্ছ অনাচার করার—দুষ্ট যারা, তারা যে নামেই হোক যে সংস্থারই হোক, আর যে আদর্শের ফাঁকা বুলিই ঝাড়ুক না কেন—তাদের শিষ্টদের উপর পীড়ন করার, তাড়না করার এবং সর্ব বিষয়ে যথেচ্ছাচার করার—আর তা ছাড়া অধিকার রক্ষার নামে অসংযত জনতার যা খুশী তাই করার।

দেশের এই অবস্থা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। দেশে এখন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বর্বর ও গুণ্ডাধর্মীদের ও সমাজ বিরোধীদের যথেচ্ছ রাজত্ব আরম্ভ হয়ে চলেছে। একে যে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে যাবে সেই শাসন যন্ত্রেই নিয়ন্ত্রণের অভাব সুতরাং এ অবস্থা দেশকে—বিশৃঙ্খলা, শাসন ও নিয়ন্ত্রণহীন এক সর্বনাশকর অনিশ্চিত অবস্থার দিকে নিয়ে চলেছে।

আজ এই পরিস্থিতি সামনে রেখে দেশবাসীকে তার কর্ত্তব্য ঠিক করতে হবে। শাসন যন্ত্র বা শাসন শক্তির উপর নির্ভর না করে নিজেদের সংগঠন ও ব্যবস্থার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ কিন্তু বাড়িয়ে বলা কল্পনার কথা নয়। অতি বাস্তব এই অবস্থার সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীকে অবহিত করে রাখছি।

—— • ——

বেকার যুবকদের সাহায্যে ইউ-বি-আই

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর হরিপদ সাহিত্য মন্দির হলে শিক্ষিত বেকারদের বিশেষ কর্ম্মসংস্থান প্রকল্পের দৃষ্টিতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডেপুটি রিজিওন্যাল ম্যানেজার শ্রীনির্মল কুমার সেন পৌরহিত্য করেন এবং প্রকৃত উদ্যোগী যুবকদের সহজ সর্তে আর্থিক সাহায্য দানে ইউ-বি-আই এর বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। সভায় উপস্থিত বেকার যুবকদের বক্তব্যাদিও তিনি শোনেন এবং তাদের নানা প্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

উক্ত আলোচনা সভায় স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের একটি "কর্ম্মসংস্থান সমিতি" গঠন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

॥ ত্রিমূর্তি ॥

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা 'ত্রিবর্ণরঞ্জিত। সরকারী প্রতীক হচ্ছে অশোকচক্র ও ত্রিসিংহমূর্তি। আমাদের জাতীয় জীবনকেও এই ত্রয়ী-তত্ব কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সেটা এতদিন পরে আমাদের চোখের সামনে যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনটি আর কখনও হয় নি।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'জনসাধারণ', 'জনতা', 'সাধারণ মানুষ' ইত্যাদি শব্দগুলি এত বেশী ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে এই শব্দগুলির আড়ালে যে ত্রিমূর্তির রাজত্ব চলছে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি চট্ করে পড়ে নি। ভোটের সময় ইস্তাহার আর শ্লোগানের ফুলঝুরি দেখে এবং ভোট দেওয়ার পবিত্র কর্ত্তব্য সমাধা করে সাধারণ 'মানুষ ঘরে ফিরে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথাসময়ে ভোট দেওয়া ছাড়া আমাদের দেশের শাসনজীবনে সাধারণ মানুষের কোন স্থান ছিল না, এখনও নেই। অতীতে এবং আজও শাসনজীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিনটি মূর্তি—মন্ত্রী, আমলা ও বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ ডেমোক্রাট (?), ব্যুরোক্রাট ও টেকনোক্রাট। এই তিনটি মূর্তিকে এতদিন আলাদা আলাদা করে চেনা যায় নি, কারণ এতদিন এদের মধ্যে একটা পারস্পরিক আনুগত্যের অলিখিত চুক্তি ছিল। মন্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে আমলাতন্ত্র নির্দ্দেশ দিতেন বিশেষজ্ঞদের এবং বিশেষজ্ঞেরা সেই নির্দ্দেশ পালন করতেন। এইভাবে দেশের চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা কোথাও কোথাও আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু তা ফাইলের বাঁধন ছাড়িয়ে দেশের জনতার দরবারে হাজির হয় নি। আজ নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বিশেষজ্ঞেরা (টেকনোক্র্যাটেরা) আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন এবং এ লড়াই খুবই সঙ্গত! এ লড়াই এখন একটা সর্বভারতীয় রূপ নিচ্ছে এবং নিচ্ছে বলেই আজ জানা যাচ্ছে যে আমাদের জীবন আমাদের হাতে নেই—আছে তিনটি গোষ্ঠীর হাতে।

আমরা জানি যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও মেশিন অনেক সময় ইঞ্জিনীয়ারদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিশেষ বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অসুবিধা দেখা দিয়েছে—দুর্ভোগ ভোগ করেছেন জনসাধারণ এবং গালাগাল খেয়েছেন ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরেরা। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদেশের বিশেষ কোম্পানীকে বাধিত করার চেষ্টার পেছনে টাকা পয়সার লেনদেন অবশ্যই ছিল। সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে এখন খুব হৈচৈ চলছে। অথচ অনেকেই জানেন যে আমেরিকার কুলজিয়ান কর্পোরেশন আমাদের বিদ্যুৎ বিভাগের বহু আমলার বার্দ্ধক্যের বারাণসী! বিদেশী সংস্থার সঙ্গে এই অশুভ যোগাযোগ আমাদের বহু উন্নয়ন প্রয়াসকে ব্যর্থ করেছে ও করছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে একদিন তা প্রকাশ পাবেই।

ফরাক্কা ব্যারেজ নিয়ে এত জল ঘোলা হয়েছে যে সেই জলে একাধিক ব্যারেজ করা যেত। ফরাক্কার ওপর কলকাতার নাগরিক জীবন গঙ্গার নাব্যতা এবং সমগ্র পূর্বভারতের বহির্বাণিজ্যনির্ভর অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল। ১৯৬৩ সালে পুণা ও হরিণঘাটার নদী বিশেষজ্ঞেরা সব দিক বিবেচনা করে ২৫০ ফুট নদীগর্ভে ব্যারেজ নির্মাণের নক্সা তৈরী করলেন। তাঁরা জানালেন যে এতে নদীর জল সোজাসুজি ব্যারেজে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যাবে—পাড় ভাঙ্গা অথবা বন্যার আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু বিভাগীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. রাও নিজেকে আরও বড় বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করার জন্য নক্সা পরিবর্তন করতে হুকুম দিলেন। নক্সা পরিবর্তিত হোল! ডাঃ রাওয়ের ইচ্ছা অনুসারে ব্যারেজের অবস্থান হোল নদীগর্ভের পরিবর্তে ডানদিকের পাড়ে। পুণা ও হরিণঘাটার বিশেষজ্ঞেরা বললেন যে ব্যারেজ ওখানে হলে কাজ আরও বাড়াতে হবে। কারণ গোমানি নদীর ২৫০ ফুট পাড় গঙ্গার ভেতরে ঢুকে আছে সঙ্গমস্থলে। ফলে গঙ্গার স্রোত এতে ধাক্কা খেয়ে কোণাকুনিভাবে ব্যারেজে আঘাত করবে এবং এই পাড়টির জন্যই স্রোত বামদিকে (মালদহের দিকে) বেরিয়ে যাবে! সুতরাং গঙ্গার গতিকে সোজা করার জন্য গোমানি নদীর মুখ পর্য্যন্ত প্রায় দু'মাইল জায়গায় গঙ্গার পাড় ২৫০ ফুট চওড়া করে কাটতে হবে। বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শও কানে গেল না ডাঃ রাও ও তাঁর আমলাদের কাছে। তাঁর ইচ্ছাতেই নক্সা হোল এবং সেইভাবে কাজও শুরু হোল। মন্ত্রী এবং আমলাদের অনধিকার এক গুঁয়েমির প্রতিবাদে ফরাক্কা প্রকল্পের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীরামবল্লভ চক্রবর্ত্তী পদত্যাগ করলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বলে শুনেছি ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুদের কাছে। যাই হোক ডাঃ রাওয়ের ইচ্ছে কিন্তু আটকে গেল না। এরই ফলে মুর্শিদাবাদের গাঙ্গেয় গ্রামগুলি আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, জঙ্গীপুরের ব্যারেজেও বিপদ ঘনীভূত হয়েছে—পলি জমে গঙ্গার নাব্যতা সংকীর্ণতর হচ্ছে এবং কোলকাতার নাগরিক জীবন বিপন্ন হতে বসেছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে "আর্থিক প্রসঙ্গ" পত্রিকায় যে সমীক্ষা বেরিয়েছে, তা কেবল পশ্চিমবাঙলারই নয়, সারা পূর্বভারতের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে ভয়াবহ। একজন মন্ত্রীর অন্ধ ইচ্ছার কি ভয়ঙ্কর পরিণতি।

সম্প্রতি পাঁচজন আই, এ, এস, আমলা মার্কিন মুলুকে ধর্ণা দিয়ে কোলকাতার উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে মাত্র ২৬ কোটি টাকা ঋণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের টেকনোক্রাটেরা এই ঋণকে "আই, এ, এস, অশ্বডিম্ব" বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তাঁদের বক্তব্য বিচার করলে এ টাকাকে 'অশ্বডিম্ব'ই বলতে হয়। কারণ কোলকাতার উন্নয়নের জন্য দরকার ২০০০ কোটি টাকার। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে আমলারা সংগ্রহ করেছেন মাত্র ২৬ কোটি টাকা! এই টাকা বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে মাত্র শতকরা ·৭৫ পয়সা সুদে ধার দিচ্ছেন। কিন্তু ভারত সরকার এই টাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সুদ নেবেন শতকরা ৬·০০ টাকা হারে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় কেন্দ্রীয় সরকার সুদ বাবদে শতকরা ৫ টাকা ২৫ পয়সা মুনাফা করবেন! মুনাফাবাজীর বিরুদ্ধে গরম গরম শ্লোগান এদের মুখেই সত্যি মানায়! বিশেষজ্ঞদের মতে এ টাকা বিদেশী টেকনিশিয়ানদের বেতন জোগাতেই শেষ হয়ে যাবে, যেমন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের টাকা মার্কিন বিশেষজ্ঞদের বেতন জোগাতেই শেষ হয়েছিল। তাই এঁরা দাবী করেছেন যে বিশ্বব্যাঙ্কের এই ঋণ সর্ত্তহীন হওয়া চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের সুদখোরী চলবে না এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই! এঁরা বলছেন, লণ্ডনের মুখ্য নগর পরিকল্পক একজন ভারতীয় এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে ঐ দায়িত্বে আছেন পশ্চিমবঙ্গেরই একজন বাঙ্গালী!

আমরা এ ব্যাপারে টেনোক্রাটদের সঙ্গে একমত। কিন্তু বাকি ১৯৭৪ কোটি টাকার কি ব্যবস্থা হবে? দ্বিতীয় কথা, সারা রাজ্যের অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক! কিন্তু তা কি হবার? কারণ দেশের শাসন জীবনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ আমলাতান্ত্রিক বাধা অতিক্রম করে কি নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটীশ সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে যে আমালাতন্ত্র তৈরী করেছিল তারই ভূত স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিকদের কাঁধে ভর করে দিনের পর দিন নিজেকে পুষ্ট করে চলেছে। এ ভূত কাঁধ থেকে নামাবার শক্তি মানুষ অর্জন করবে কবে?

—— • ——

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

—পুরুলিয়া শহরে এবছরের শারদীয় আকর্ষণ—

বহু প্রতীক্ষিত—সর্বজন প্রশংসিত

দি দিল্লী ক্লথ মিল্‌সের শাখা বিপণি

শুভ উদ্বোধন—১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সময় - সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা

স্থান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার নিচের তলা।

আপনার সাধ্যমত ও পছন্দমত সকল রকমের সূতী ও অন্যান্য বস্ত্রের বিপুল সম্ভার।

ডি' সি, এম আপনার আধুনিক রুচির কথা জানে—

আসুন! পরীক্ষা করুন!!

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মাননীয় মহাশয়, আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা মারফৎ পুরুলিয়া জনসাধারণের পক্ষে একটী জরুরী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতে চাই। আশা করি এই পত্র প্রকাশিত করিলে পুরুলিয়ার জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে।

বর্তমান সময়ে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্যের বাজারে সুষ্ঠু বিলি বণ্টন না হওয়ায় জনসাধারণের অসুবিধা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সানলাইট ও লাইফবয় সাবান বাজারে বিক্রিত সমস্ত সাবান অপেক্ষা ভাল এবং এর চাহিদাও খুব বেশী। কিন্তু বাজারের বেশীরভাগ দোকানেই এই সাবানগুলি কিছুদিন যাবৎ পাওয়া যায় না বা গেলেও সরকার বা কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিতে হয়। কোম্পানীর সাপ্লাই যে একেবারে নেই তা নয়। খবর নিয়ে জানলাম যে কোম্পানীর এজেন্ট পূর্ব্বে প্রত্যেক সপ্তাহে পুরুলিয়ার সমস্ত মহল্লায় ঐ সমস্ত সাবান সাপ্লাই করিত। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ কোম্পানীর অথবা কোম্পানীর এজেন্ট কেহ আর ওদিকে যান না। কোম্পানীর সাপ্লাই কম থাকলেই যে ঐ সমস্ত মহল্লায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই তা ঠিক নয়। কোম্পানীর সাপ্লাই কম থাকলে ঐ সমস্ত বিক্রেতাকেও কমই সাপ্লাই করা দরকার কিন্তু একেবারে বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়।

আর সাপ্লাই যদি কমই হয়, তা হলে প্রতিদিন বাসে অথবা ট্রাকে যে সমস্ত বহিরাগত ব্যাপারীর মাল যায় তাদের সাথে বেশ কয়েক পেটী করিয়া ঐ সমস্ত সাবান যায় কি ভাবে।

কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট কোম্পানী হইতে যে সাপ্লাই পান তার কত অংশ এই পুরুলিয়ার বাজারে দেন আর কতই বা বাহিরের দোকানদার দিগকে বিক্রী করেন তার হিসাব কি দিতে পারেন ?

কাজেই এই পত্র মারফৎ স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাদের অনুরোধ জানাই যে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রীও চলাচলের উপর যে নিষেধ আরোপ করিয়া পুরুলিয়ার বাইরে মাল যাওয়া বন্ধ করেছেন এই সমস্ত সাবানের ব্যাপারে সেরূপ করুন। মনে হয় এতে জনসাধারণের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবে না। ইতি—

অজয় কুমার মণ্ডল, নামোপাড়া-পুরুলিয়া

"LIMPO"

(A LIME PRODUCT FOR MASONRY WORKS)

আপনার ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য প্লাষ্টারিং ও গাঁথনীর কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী 'LIMPO' ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ—

ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ

তেলকল পাড়া পুরুলিয়া Phone—{508, 414}

সজাগ দৃষ্টি রাখুন...

গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য ছাড়া সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। তাই প্রথম পর্য্যায়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উচ্চ-চাপসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন গ্রামবাংলার দুরদুরান্তে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দেবার কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একশ্রেণীর দুষ্কৃতকারীর তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এই চুরির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
এ দায়িত্ব আপনারও।

জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকেই ব্যাহত করে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মুক্তি প্রেসের ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ২রা অক্টোবর ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার ষষ্ঠীর দিন থেকে— আগামী ১৩ই অক্টোবর ২৬শে আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত ১২ দিন মুক্তি প্রেস ও কার্য্যালয় বন্ধ থাকবে।

আগামী ১৪ই অক্টোবর ২৭শে আশ্বিন রবিবার যথারীতি মুক্তি প্রেস খুলবে।

কর্মাধ্যক্ষ
মুক্তিপ্রেস, পুরুলিয়া।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে "মুক্তির" ছুটি

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ৮ই অক্টোবর ১৫ই আশ্বিন সোমবার এবং ১৫ই অক্টোবর ২২শে আশ্বিন সোমবার – এই দুই সপ্তাহ 'মুক্তির' প্রকাশ বন্ধ থাকবে।

আগামী ২২শে অক্টোবর ৫ই কার্ত্তিক সোমবার মুক্তির ৪১ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ
"মুক্তি" সাপ্তাহিক পত্রিকা
পুরুলিয়া।

—(০)—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা | সোমবার, ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৩, ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৮০ | বার্ষিক – ৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—১৫ পয়সা

দেশের শাসন ভার যদি

"যাহারা আসুরী অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধর্মধ্বজিত্ব, ধন ও স্বজন নিমিত্ত দর্প অহংকার ক্রোধ, বাক্যে ও ব্যবহারে কর্কশভাব ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অবিবেক এই সকল আসুরী সম্পদ আবির্ভূত হয়।

অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত এবং অধর্মবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে জানেনা; তাহাদের শৌচ নাই, সদাচার নাই এবং সত্যও নাই।

× × × ক্রুরকর্মা অনিষ্টকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুর প্রকৃতি ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের জন্য জন্ম গ্রহণ করে।

× × × দম্ভ অভিমান ও মদযুক্ত হইয়া অবিবেক বশতঃ অশুভ নিচয় গ্রহণ পূর্বক সেই অশুভব্রত ব্যক্তিগণ দুরদৃষ্ট উৎপাদক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। —**গীতা**

এদের হাতে থাকে তবে অবস্থাটা কি হয় ?

বিজয়ার অভিনন্দন

মুক্তির গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, জাতি বর্ণ ধর্ম ও রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে দেশের সমস্ত অধিবাসীকে আমরা আমাদের 'মুক্তি' পত্রিকার পক্ষ থেকে বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, অভিনন্দন ও সম্ভাষণ জানাই।

১৩৮০ সনের দুর্গাপূজার পরিক্রমা

পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চমূল্য এবং একান্ত অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের দুষ্প্রাপ্যতা, মধ্যবিত্তদের গরিবী এবং গরীবদের অর্দ্ধাশন ও প্রায় অনশনের মধ্যেও দুর্গাপূজা এবার শান্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুচার জায়গায় কিছু কিছু অশান্তি এবং কয়েকটি খুন হওয়া সত্বেও—এবার পূজা শান্তিতেই অতিবাহিত হল বলতে হবে। কলিকাতা মহানগরীতে পর্বত প্রমাণ আবর্জ্জনা, ময়লা জঞ্জাল এবং আনুসঙ্গিক পূতিগন্ধ এবং নারকীয় নোংরা ও নোংরামীর মধ্যেও আলোর খেলা এবং লাউডস্পীকারের আর্তনাদসহ দুর্গাপূজা আধুনিক পদ্ধতিতে এবছরের মতো শেষ হয়ে গেছে।

আমাদের এই পশ্চাৎপদ পুরুলিয়া জেলার সব দিক দিয়ে অগ্রগতির চেষ্টা এদিক দিয়েও কম ছিল না। এবার পুরুলিয়া সহরে বিসর্জন অর্থাৎ প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যাপারে কিছু মারামারি হয়ে গের। দু চারজন অল্প-বিস্তর কমবেশী আহত হলেও হত কেউ হয়নি। এরই জের হিসাবে বাজারের একটা বৃহদংশে হরতাল অর্থাৎ 'বন্ধ' হয়ে দোকান পাট কাজকর্ম বন্ধ থাকে। বিজয়া দশমীর দিনটি মহামিলনের দিন—সেদিনকার সংঘর্ষ দুই যোদ্ধৃপক্ষের বিস্মৃত হয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে সংঘর্ষ ভুলে যান—এইটাই বাঞ্ছনীয়।

--•---

উদ্ধরণ

("আর্থিক প্রসঙ্গ" সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা।)

এই পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০ সংখ্যায় সম্পাদকীয়— **"বাস্তবতার কষ্টিপাথরে স্বাধীনতার তাৎপর্য্য"** থেকে অংশ বিশেষ মুদ্রিত করে দেওয়া হল ঃ—

"সত্যই তো! আজিকার দিন ৫৮ কোটি দেশবাসীর মনোজগতে এমনই একটা চিন্তা-ভাবনার জোয়ারভাটা আনিয়া দিয়াছে যে, অনেকেই দিশাহারা হইয়া চিন্তার থেই হারাইয়া ফেলিতেছে। সত্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অনেকেই বিভ্রান্ত, স্বাধীনতার যাথার্থ অনেকের মনে একটা অহেতুক অশান্তি ও মর্মপীড়ার কারণ ঘটাইতেছে। এ কি চিন্তার দৈন্য, না সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধিহীনতা !"

"কেন্দ্রে রাজ্যে শহরে, গ্রামে, সর্বত্র নেতৃবৃন্দের মুখে শুনিতেছি কংগ্রেসের জয়ধ্বনি, স্বাধীনতা অর্জ্জনে কংগ্রেসীদের দৃঢ় নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের ইতিবৃত্ত। এমনি প্রচার বাহুল্যের মধ্যে "গরিবী হঠাও" দেশবাসীকে যেন বিমূঢ় ও হতচকিত করিয়া তুলিয়াছে। কে কাহার দুর্দ্দশা লাঘব করিবে সে কথাটাই যেন আজ দুর্বোধ্য। দেশবাসী আধপেটা খাইয়া, প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকিয়া, মাথা গুজিবার ঠাঁই না পাইয়া, সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর যোগাইয়া যাইতেছে—আর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সরকার তাহা অপব্যয়ের প্রকাশ্য ও চোরাপথে নিঃশেষ করিয়া ও ঘাটতি ব্যয়ের প্লাবনে দেশের অর্থনীতিকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে সামগ্রিক ভরাডুবি আসন্ন।"

× × × ×

"আজও কৃষক বৃষ্টিপাতের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বৃষ্টি আশানুযায়ী হইলে তবে যথারীতি ফসল উৎপন্ন হয়, কিঞ্চিৎ ঘাটতি হইলে খরা অথবা দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য্য ঘটিলে বন্যা, শস্যহানীর পরিবর্তে খয়রাতী সাহায্য ও তজ্জনিত চরম দুর্দ্দশার পরিণতি ঘটে। ২৬টি বৎসরের স্বাধীনতার পরে একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় ৪টি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসমাপ্তির পর একটি কৃষি নির্ভর অর্থনীতির এই হাল কেন? এর সদুত্তর যাহাদের কাছে দাবী করা যায় সংবিধানে তাহাদের ত বিচারের ব্যবস্থা নাই। ৫৮ কোটি নরনারী কি এমন কোন সুযোগ পাইবে, এমন কোন সুদিন আসিবে যে, তাহারা এইসব স্বার্থলোভী, অর্থগৃধ্নু, অকর্মণ্য, পঙ্গু নেতৃবৃন্দের সুবিচারের দৃশ্য দেখিতে পাইবে!"

"কৃষির দুরবস্থা শুধু একমাত্র নহে, শিল্পও আজ ম্রিয়মাণ। উৎপাদন প্রতি পদে ব্যাহত, কাঁচামাল নাই, বিদ্যুৎ নাই, কয়লা নাই, পরিবহন অনড় অবস্থায় পর্য্যবসিত; মূল্যবৃদ্ধি ও মজুরীবৃদ্ধি উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীকে স্তরে স্তরে ক্রয় ক্ষমতার বহির্ভূত করিয়া তুলিয়াছে। আভ্যন্তরীন বাজারে প্রতিযোগীতা নেই কিন্তু কৃষি নির্ভর দেশে ৭৫ শতাংশ লোকের ক্রয়ক্ষমতা কতটুকু। উৎপাদন ব্যয়ের উপর উৎপাদন শুল্ক যোগ করিয়া সামগ্রিক অর্থনীতিতে সরকারী প্রশাসন যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে হয়ত এমন দিন আসিবে যেদিন ভারতের অবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানীর মতই হইবে, অর্থাৎ ১০ টাকায় এক কাপ কফিও মিলিবে না।"

× × × ×

"স্বাধীনতার ২৬টি বৎসর পরেও বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পায় নাই। কর্মহীন, দিগ্‌ভ্রষ্ট, কর্মচ্যুত লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মের প্রত্যাশায় বিষাদগ্রস্ত আশাহত। একটি স্বাধীন দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তারুণ্যের চাঞ্চল্য আজ কোন উদ্দীপনা আনেনা, উৎসাহ সঞ্চার করেনা, ইঙ্গিত করে বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা—যে আশঙ্কা নেতৃবৃন্দের রঙ্গমঞ্চের হাসি এক নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিয়া ভয়াল, ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের সূচনা করিতে পারে। সে বীভৎসতার ভয়াল রূপ কল্পনা করাও যায় না। হয়ত তাহা হইবে ভূমিকম্প অপেক্ষা বিধ্বংসী, মারী ব্যাধি অপেক্ষা প্রচণ্ড সংক্রামক, ভীষণতার নগ্নতার একটা প্রচণ্ড সংক্ষোভের রুদ্রমূর্ত্তি।"

"দেয়ালের লিখন আজ পড়িবার চেষ্টা করা মূর্খের উপদেশ বলিয়া মনে হয় না। মহাকালের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে অন্তর্নিহিত সত্যের বাণী ঘোষিত হইতেছে, তাহার উপলব্ধির মধ্যেই সত্যের শাশ্বতকালের প্রতিধ্বনি নিহিত।"

—•—

যুদ্ধ ! যুদ্ধ !! যুদ্ধ !!!

ইজরায়েলের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ ঃ
অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রের মিশরের পক্ষে যোগদান ঃ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ইজরায়েলকে সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য ঃ
সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক মিশরকে সমর্থন ও সাহায্য দান ঃ
এই যুদ্ধের পরিণতি বিশ্বের পক্ষে আশঙ্কা-জনক হতে পারে বলে বিশ্ববাসীর আশঙ্কা

গত ৬ই অক্টোবর শনিবার থেকে পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েলের সঙ্গে মিশরের সর্বাঙ্গীন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

এই যুদ্ধের ব্যাপারে একটু পূর্ব পরিচয় ও পটভূমিকা জানা দরকার।

ইজরায়েল—পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে এক ঘোষণা দ্বারা এই নূতন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যটি ভূমধ্য সাগরের পূর্বতটে অবস্থিত। ইহার সীমান্ত শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পরেই মিশর, লেবানন, ইরাক, জর্ডান ও সিরিয়া একযোগে ইজরায়েল আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৯ সালে সে যুদ্ধ বন্ধ হয়। আবার ১৯৬৭ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বে কয়েকটি আরব রাষ্ট্র ইজরায়েল আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ইজরায়েল জয়ী হয় ও মিশরের একটা বড় ভূখণ্ড সুয়েজখালের পূর্বপাড়ে সিনাই অঞ্চল অধিকার করে দখলে রাখে। তাছাড়া জর্ডান ও সিরিয়ারও কিছু অংশ অধিকার করে দখল করে রাখে।

এর পরে আরব রাষ্ট্রগুলি মায় আলজেরিয়া ঘোষণা করতে থাকে যে ইজরায়েলের অবলুপ্তিই তাদের বিশেষ লক্ষ্য।

ইজরায়েল ঘোষণা করে যে—

মিশরের—সিনাই এবং গাজা অংশ ফেরত দেওয়া হবেনা—কারণ মিশর বারবার এগুলিকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে আসছে যতক্ষণ না এ বিষয়ে সন্তোষজনক চুক্তি ও ব্যবস্থা হয়।

জর্ডনের—জর্ডন নদীর উপত্যকার দখল ইজরায়েল ছাড়বেনা। আরব সৈন্যকে জর্ডান নদী পার হতে দেবার ব্যবস্থা থাকবেনা। জেরুজালেম ইজরায়েলের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর রাজধানী হিসাবে থাকবে—এর কোন নড়চড় হবেনা।

সিরিয়া—গোল্ডেন হাইট স্থানটিকে সিরিয়া জর্ডান উপত্যকা আক্রমণের জন্য ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে—ইজরায়েল এই 'গোল্ডেন হাইট' দখল করে থাকবে এবং জর্ডন উপত্যকা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

এই পটভূমিকায় এবার যুদ্ধের ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

যুদ্ধ শুরু—৬ই অক্টোবর বিশ্বে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে—সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে ফ্রন্ট লাইন বরাবর ইজরায়েলের জলে, স্থলে, আকাশে ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

সিরিয়া সরকার ঘোষণা করেছেন ৬ই তারিখে ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ইজরায়েল সিরিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

মিশরের সরকার ঘোষণা করেন যে সুয়েজ খালের তীরে মিশরের কিছু শহরের উপর ইজরায়েল আক্রমণ করে। তার পাল্টা শোধ নিতেই মিশরীয় বিমান বাহিনীর জেটগুলি অধিকৃত এলাকার শত্রুঘাঁটির উপর হানা দেয়।

ইজরায়েল সরকার ঘোষণা করে যে—ইজরায়েলী বাহিনী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

এই হল যুদ্ধের আরম্ভ—এর পরে এর গতি যে দিকে যেভাবে যাচ্ছে সেটাতে সত্যই আশঙ্কার কারণ আছে যে যুদ্ধটা কেবলমাত্র মিশরের নেতৃত্বে আরব রাষ্ট্রগুলি ও ইজরায়েলের মধ্যেই হয়তো সীমিত নাও থাকতে পারে।

যুদ্ধে দুই পক্ষের শক্তি ও সমর্থন

১০ই অক্টোবরের পর্য্যন্ত খবরে প্রকাশ যে ৭টি আরব রাষ্ট্র—ইরাক, জর্ডন, তিউনিশিয়া, আলজিরিয়া, কুয়াইত, সৌদি আরব, ও মরক্কো মিশরের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

এর ফলে দুই পক্ষের শক্তিটা একবার বুঝে নিলে সুবিধা হয়।

মিশরের পক্ষে এখন যারা সরাসরি লড়াইয়ে যুক্ত তাদেরই হিসেবটা দেওয়া হল।

ইজরায়েল। সৈন্য—৯২০০০ (নিয়মিত) ও ৩০০০০০ (অস্থায়ী)। ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক যান—২০৬৫। বিমান ও হেলিকপ্টার—৪৭৮।

মিশর। সৈন্য—৩১৪০০০। ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক যান—২০০০। বিমান ও হেলিকপ্টার—২৯০।

ইরাক। সৈন্য—৯১২৫০। ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক যান—১২৩২। বিমান—৪৪০।

সিরিয়া। সৈন্য—২১১৭৫০। ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক যান—১০৩২। বিমান—৩৪৪।

জর্ডন। সৈন্য—৬০২৫০। ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিক যান—৯০৫। বিমান—৭৯।

এই হিসাব যুদ্ধের আগের। যুদ্ধ লাগবার পরে রুশ ও মার্কিনী অস্ত্র পাবার পরে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।

এছাড়া সোভিয়েট রাশিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে—আর মার্কিনও বিমান ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়ে ইজরাইলকে সমর্থন করে চলেছে। সুতরাং পক্ষাপক্ষ বলতে গেলে—একপক্ষে রুশ, মিশর ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র; আর এক পক্ষে মার্কিন ও ইজরায়েল—এই দাঁড়াচ্ছে।

ভারতবর্ষ মিশরকে সমর্থন করছে

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সফররত ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ও চেক প্রেসিডেন্ট শ্রীলুডভিক স্বোবোদার স্বাক্ষরিত এক যুক্ত ইস্তাহারে পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষের জন্য ইজরায়েলকে দায়ী করে—ইজরায়েলের আগ্রাসী নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং মিশর ও সিরিয়া সহ সমস্ত আরববাসীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে।

ইস্তাহারে—ইজরায়েলের আক্রমণ প্রতিহত করা ও অধিকৃত এলাকা পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম তীব্রতর করার জন্য সমগ্র আরব জাতির প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে এবং তার জন্য আরবদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি জানানো হয়েছে।

চীন ও রুশিয়া ও অন্যান্য দেশ

৮ই অক্টোবর মস্কো থেকে রুশ গবর্মেন্ট ইজরায়েলের তীব্র নিন্দা করে তাকে আক্রমণকারী এবং পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধ এবং ফলাফলের জন্য ইজরায়েল এবং যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একে উৎসাহিত করছে তাদের সম্পূর্ণ দায়ী করেছে এবং আরব রাষ্ট্রগুলির ন্যায়সঙ্গত দাবীকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে।

চীন ইজরায়েলকে আক্রমণকারী বলে তীব্র নিন্দা করেছে এবং আরব রাষ্ট্রগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

যুগোশ্লাভ গবর্মেন্ট, আরব রাষ্ট্রদের পূর্ণ সমর্থন করছে।

পাকিস্তানের প্রধান মিঃ ভুট্টো মিশরের প্রেসিডেন্ট ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে ৭ই সেপ্টেম্বরের তারবার্তায় সহানুভূতি জানিয়ে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখ মুজিবর রহমান—ইজরায়েলী আগ্রাসী নীতির তীব্র নিন্দা করে মিশর, সিরিয়া ও লিবিয়ার অধিবাসীদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন।

যুদ্ধ চলেছে

যুদ্ধ চলছে প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে। সিরিয়ার ভিতরে এবং সুয়েজের পূর্ব তীরবর্তী সিনয় অঞ্চলে। ইজরায়েলী সৈন্যবাহিনী সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাশের কিছু দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে এবং অতর্কিতে দামাস্কাসে বোমা বর্ষণের ফলে ৪ জন ভারতীয় নিহত হয়েছে তার মধ্যে ২ জন মহিলা।

জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে—আর ওদিকে মার্কিন নৌবহর ইজরায়েলকে সমর্থন ও সাহায্য করতে এবং রুশিয়ার নৌবহর মিশর ও আরব রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যের ব্যবস্থা নিয়ে মুখোমুখী অবস্থান করছে। এই যুদ্ধের পরিণাম অনিশ্চিত। বেশী দিন যুদ্ধ চললে ভারতেও এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

উভয় পক্ষ থেকেই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ সমানভাবে চলেছে—এবং সাফল্যের দাবীও চলেছে। এক আণবিক বোমা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ছাড়া সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র—বিমান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি—যা মার্কিন, রুশ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সরবরাহ করেছে তাই নিয়ে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ কি পরিণতি নেয়—তা কতদূর ভয়াবহ হতে পারে এটা এখনও কল্পনা করা যায় না।

—•—

মুক্তি

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৮০, সোমবার

মূষা বৃদ্ধি না গজক্ষয় ?

একদা এক গ্রামে একটি শূকর অর্থাৎ শুয়ার ঢুকেছিল। সে দেশে কেউ কোন দিন শুয়ার দেখে নাই—কোনদিন সেখানে ছিলও না। এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে গ্রামবাসীরা আটক করে বাঁধল। প্রবীণ ও পণ্ডিতেরা শুয়ারটিকে ঘিরে এ প্রাণীটির সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করে দিলেন। লক্ষণ দেখে একদল পণ্ডিত বললেন—মূষা বৃদ্ধি। অর্থাৎ মূষিক খুব বড় হয়ে—এভাবে পরিণত হয়েছে। আর একদল মাথা নেড়ে বললেন—না না এটা হচ্ছে গজক্ষয় অর্থাৎ হাতী—ক্ষয় হয়ে এই প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য একেবারে প্রতিযোগিতা করে বেড়েই চলেছে। এটা কমবার কোন লক্ষণ তো নেইই বরং এটা আরও বেড়ে যাবার প্রতিশ্রুতিই নিশ্চিতভাবে দিয়ে চলেছে। জিনিষপত্র অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য নয়—তার সরবরাহ কমে নি কেবল তার দামটাই দেশবাসীকে অক্ষম করে রেখেছে।

দেশময় সরকারী বিশেষজ্ঞরা নানা কলা কৌশল করছেন এবং ধরছেনও। সাধারণভাবে প্রায় সকলেই একথাটা বলছেন যে—অসাধু ব্যবসায়ীরাই প্রধানতঃ এরজন্য দায়ী। চোরা কারবারী, বেআইনী মজুতদার, চোরাই চালানকারী এবং তৎসম ও তদ্ভব লাভখোরীরাই এজন্য দায়ী। চোরাই-মজুত, চোরাই চালান, চোরাই কারবারীদের কঠিন সাজা দাও (এখনও ফাঁসি দেবার আইন পাস হয়নি) তাহলেই এই সমস্যার মীমাংসা হবে। আজ পশ্চিম বাংলাতে অন্ততঃ যা দেখা যাচ্ছে তাতে এই ব্যাপারে শত শত বড় মাঝারি ছোট ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে—মিসাতে আটকে রাখা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী অনবরত এদের দেশের শত্রু বলে ঘোষণা করছেন কিন্তু লোকে ভরসা পাচ্ছে না কারণ যত বেশী ধরা হচ্ছে যত বেশী বলা হচ্ছে—দ্রব্যমূল্য পাল্লা দিয়ে ততই এগিয়ে যাচ্ছে। এ যত উপরে উঠছে ততই কর্তাদের মাথা খারাপ হচ্ছে। কখনও বলছেন ফাঁসী দাও—কখনও বলা হচ্ছে দেখা মাত্র গুলী কর ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত কারণগুলি যে মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে বহু পরিমাণে দায়ী এরজন্য গবেষণার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু মূল রোগ ও তার কারণগুলি না জেনে যে চিকিৎসক রোগীকে চিকিৎসা করে সে—রোগীর বিপদই বাড়িয়ে থাকে।

এবিষয়ে বহু তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা হয়ে গেছে ও হচ্ছে এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবাইকেই মেনে নিতে হয়েছে যে ভারতবর্ষে বাস্তবে টাকার মূল্য কমে গেছে এবং ক্রমশঃই কমের দিকে যাচ্ছে। এটা কিন্তু কেউই সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেনি।

আমাদের ৪টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট টাকাটা নাই নাই করেও ত্রিশ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। টাকাটা খরচ হয়েছে বটে কিন্তু এর দ্বারা যে সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল তা কোন দিক দিয়েই হয়নি—দেশের যত লুব্ধ গৃধ্র ছিল তারাই নিজেদের সম্পদ সৃষ্টি করেছে। ফলে রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাবে খরচের দিকে ফাজিলই হয়ে আসছে এবং যাও আয় হচ্ছে তার সিংহভাগ ক্রমশঃই অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে কিছু লোক এবং নয়া এক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এদের অর্থশক্তি এদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতায় আনছে অথবা যারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসছে তাদের এদের অর্থশক্তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং এই নয়া হাঙ্গররা তার সুযোগ নিয়ে ক্রমশঃ আরও বেশী সম্পদ—ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে পুঞ্জীভূত করছে। এই যে চক্র চলেছে এই চক্র অতিক্রম করে কোন কিছুই দেশের জনসাধারণের কাছে উপচে পড়ছেনা।

রাষ্ট্রায়ত্বকরণ! তাই হোক! কিন্তু তাতে দেখা যাচ্ছে জনসাধারণই মারা যাচ্ছে আর সরকারী আমলাদের মধ্য থেকে এক নয়া সরকারী ধনবাদী শ্রেণীর এই রাষ্ট্রায়ত্বকরণের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে যারা দেশের অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণীপাকে নিয়ে ফেলছে।

চোরাবাজারী ও বেআইনী মজুতদারদের আমরা শুধু সমাজের শত্রু বলেই মনে করিনা দেশের দুঃখ যারা বাড়ায় তাদের দেশের শত্রু বলেই মনে করি। কিন্তু আসল সমস্যা এখানে নয়—এদের ঠেঙ্গিয়ে বা ফাঁসী দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি কমবেনা। কারণ যারা এদের ঠেঙ্গাবে তারা এদেরই তৈরী। দেশবাসী সত্যিকারের শূকরকে চিনতে শিখুন—জানুন। মূষাবৃদ্ধি বা গজক্ষয়ের ধাঁধায় পড়ে ভাগাড় সৃষ্টি করে চলেছেন—এই সত্যের উপলব্ধি হোক। বি, দাসগুপ্ত

—•—

সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাড়ম্বর উদ্বোধন কিন্তু উদ্বোধিত কেন্দ্রের বিদ্যুৎ কবে সরবরাহ হবে ?

গত ১৫ই অক্টোবর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সাঁওতালডি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১২০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন প্রথম ইউনিটটি উদ্বোধন করে সমগ্র প্রকল্পটি পুরুলিয়ার অনুন্নত জেলাবাসীর কল্যাণে উৎসর্গ করেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন—এই প্রকল্প পুরুলিয়ার মানুষের জীবনে নূতন আশা ও বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা দেবে।

প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণা ও আশা প্রকাশ কত দূর সত্য ও সার্থক হবে—তা অদূর ভবিষ্যতেই প্রমাণিত হবে! কারণ সাঁওতালডি প্রকল্পে কর্মরত কর্মী ও অধস্তন স্তরের ইঞ্জীনীয়াররা এই তথ্য পরিবেশন করেন যে সাঁওতালডি প্রকল্পটি এখনও চালু হবার পর্য্যায়ে আসে নি। যেভাবে প্রকল্পে কাজ চলছে এবং যে হারে দুর্নীতি বেড়ে চলেছে তাতে আগামী ছয় মাসের মধ্যেও "উদ্বোধন করা প্রথম ইউনিটটি" ১২০ মেগাওয়াট ত দূরের কথা এক ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তিও উৎপাদন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। এই "সন্দেহ ও নৈরাশ্য" একটি শুভ প্রচেষ্টা সম্পর্কে "ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক মনোভাব" অথবা কঠোর বাস্তব পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা—তা দু চার দিনের মধ্যেই জানা যাবে। কারণ ১৫ই অক্টোবর তারিখে "উদ্বোধন ও চালু" করা প্রথম ইউনিটটি এক সপ্তাহ কালের মধ্যেই যদি পুরুলিয়া তথা পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যুৎ সঙ্কট নিরসনে অতিরিক্ত ১২০ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয় তবে বিরুদ্ধ সমালোচকদের সব সমালোচনা সর্ব্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হবে। আর এক সপ্তাহ কেন—এক মাস বা ছয় মাসের মধ্যেও এই "চালু করা" প্রথম ইউনিটটি যদি এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শক্তিও উৎপাদনে অসমর্থ হয়—তবে তাদের বিরূপ সমালোচনাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যে ঢালাও পুলিশী ব্যবস্থা ও অন্যান্য রাজসূয় আয়োজনাদি করা হয় তাতে সর্ব্ব সাকুল্যে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। অবশ্য সরকারী সমর্থন পাওয়া যায়নি। এই অনুষ্ঠানে আহুত, অনাহুত ও রবাহুত অতিথি, আগন্তুক, কংগ্রেসের ক্যাডার; সাংবাদিক; এম, এল, এ, প্রমুখদের তৃপ্তি ভোজের ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। সেই সঙ্গে নাকি ভি-আই-পিদের যথাযোগ্য পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল। আর এই রাজসূয় অনুষ্ঠানে "গরীবি হটাও"এর প্রলেপ লাগাবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপকেরা "বিশেষ আমন্ত্রণে" পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য শিল্পীদের একটি দলকে সাঁওতালডি নিয়ে যান। লোক শিল্পের প্রতি তাঁদের দরদ ও অনুরাগ এত তীব্র যে সেই আমন্ত্রিত লোক-শিল্পীদের জন্য তাঁরা আহার ও বাসস্থানের কোনও ব্যবস্থাই করেন নি। সারা দিন রাত্রি অভুক্ত থেকে পরদিন নিজের "ট্যাঁকের কড়ি" খরচ করে পুলিশ ক্যান্টিনের কৃপায় তাঁদের কোনওমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়!!

সাঁওতালডির বিভিন্ন অনুষ্ঠান

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হেলিকপ্টার যোগে বেলা প্রায় ১১-০০ ঘটিকার সময় সাঁওতালডি পৌছান এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র; পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীদেবেন মাহাতো প্রমুখেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। তারপর প্রধান মন্ত্রী একটি খোলা জীপে হেলিকপ্টার অবতরণ ক্ষেত্র থেকে নূতন ডিসপেন্সারী ভবনের উদ্বোধনের জন্য যান। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং শ্রীদেবেন মাহাতো এম,পি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। পশ্চাতে অন্যান্য গাড়ীতে রাজ্যপাল এ, এল, ডায়াস ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ ছিলেন।

বহু অর্থব্যয়ে সাঁওতালডির সুরম্য ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতান্তই মামুলী। অবশ্য উদ্বোধনের দিন এই অবস্থাই ছিল—ভবিষ্যতে কিরূপ উন্নতিলাভ করবে—তা কর্মকর্তারাই বলতে পারেন। পুরুলিয়া থেকে যে সাংবাদিক দল সাঁওতালডি যাবার পথে মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হন—সেই আহত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার এই ডিসপেন্সারীতে প্রথম চিকিৎসা লাভ করেন।

ডিসপেন্সারী উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী সাঁওতালডির নব-নির্ম্মিত গেষ্ট হাউসে যান। এখানে তিনি পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার এম, পি; এম, এল, এ, এবং কংগ্রেস কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয় সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীদেবেন মাহাতো জেলার সমস্যাদি সম্পর্কে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সাঁওতালডির সুরমা গেষ্ট হাউসটি প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে "অপূর্ব ও অভিনব" সাজ সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। মোঘল রাজ দরবারের সাজ সজ্জায় যেরূপ আড়ম্বর ও বৈচিত্র্যের চমক থাকতো বলে শোনা যায়—প্রধান মন্ত্রীর একদিনের কয়েক মিনিটের অবস্থান সূত্রের ঐ রূপসজ্জাহয়ত তাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই সাজসজ্জার প্রতি ছত্রে "সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও গরীবি হঠাও এর বাণী" মূর্ত হয়ে উঠেছিল! জনশ্রুতি এই যে গেষ্ট হাউস সাজসজ্জার জন্য মাত্র একলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গেষ্ট হাউস থেকে প্রধান মন্ত্রী সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্ল্যাণ্টে এসে প্রায় ১২ ঘটিকার সময় ১২০ মেগাওয়াটের প্রথম ইউনিটটি চালু করেন। বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে টার্বো-জেনারেটার যন্ত্র চালু হয় এবং উদ্বোধন-সূচক বৈদ্যুতিক বাতিগুলি জলে ওঠে। কয়েক মিনিট যন্ত্রগুলি চালু হবার পর বন্ধ হয় এবং বাতিগুলি নিভে যায়। পুনরায় ঐ যন্ত্রগুলি আবার কবে চালু হবে এবং বাতিগুলি আবার কবে জলে উঠবে তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্ণধারেরা এবং সাঁওতালডি প্ল্যান্টের বাঘা বাঘা ইঞ্জীনীয়ারেরা বলতে পারেন।

সাঁওতালডি প্ল্যাণ্ট উদ্বোধন ও পরিদর্শনের পর প্রধান মন্ত্রী সওয়া বারোটা নাগাদ জনসভার স্থলে আসেন। সুদৃশ্য ও সু-উচ্চ মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র; জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদেবেন মাহাত এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় ভাষণ দেন। প্রধান মন্ত্রীর প্রায় ৪০ মিনিটকাল ভাষণের পর সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীগনি খান চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই জন সমাবেশে, বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী ২০/২৫ হাজার থেকে ৫০/৬০ হাজার জন সমাগমের তথ্য পরিবেশিত হয়। একটি বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রে মাত্র ১০ হাজার জন সমাগমের উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে একটি পাকা কংগ্রেসী সংবাদপত্রে দেড় লক্ষ জন সমাগমের তথ্য পরিবেশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ

এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে এক জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসক বনাম ইঞ্জিনীয়ারদের সাম্প্রতিক বিতর্কের উল্লেখ করে বলেন, ভারতবর্ষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারদের বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার করতে চান তাহলে তা করতে হবে আপোষ-মীমাংসার মধ্য দিয়ে—হরতাল ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে নয়।

তিনি বলেন, দেশের এই অর্থনৈতিক সংকট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন আয়ের লোকেরা যে কষ্টে পড়েছেন, সে সম্পর্কে সরকার সজাগ আছেন। দেশের অল্প আয়ের লোকেরা যাতে কম মূল্যে খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি পায়, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি চেষ্টা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী আজ এখানে বলেন, "আমি দেশের শাসক নই। দেশের সত্যিকার শাসক হলেন জনগণ। আমি একজন সেবক মাত্র।" প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্য শ্রীদেবেন মাহাতর বক্তৃতার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে এ কথা বলেন। শ্রী মাহাতো শ্রীমতী গান্ধীকে দেশের মালিক বলে অভিহিত করেছিলেন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ একটি ব্যাজ বিতরণ করেছিলেন। তার ভিতরে লিখিত ছিল: জনতার হাতে শক্তি। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনতার হাতে ক্ষমতার অর্থ হল: নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের এবং আত্ম-নির্ভরতা অর্জনের ক্ষমতা জনগণকে দিতে হবে।

অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এখানে জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পরিকল্পনা কমিশনকে তিনি নির্দ্দেশ দিয়েছেন, পশ্চাদপদ অঞ্চলের জন্য রচিত কোন প্রকল্প যেন ছাটাই না করা হয়। তিনি আরও বলেন যে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার মত অনুন্নত জেলার উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এখানে বলেন, শান্ত পশ্চিম বাংলাকে অশান্ত করার কোন চেষ্টা সহ্য করা হবে না। অসৎ ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলেন, তাঁর সরকার ক্ষুধা নিয়ে মুনাফাবাজী বরদাস্ত করবেন না।

—•—

মুক্তির নিবেদন

মুক্তির বর্তমান ৪১শ সংখ্যা চলছে। ৪৮শ সংখ্যায়—অর্থাৎ ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর এবং ১৩৮০-র ১৫ই পৌষের মধ্যে—মুক্তির ৩৪শ বর্ষ শেষ হবে। 'মুক্তির' আর্থিক অসুবিধার কথা পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নাই। কিন্তু বর্তমানে যে সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাগজের সংকট। কাগজের কোটার জন্য আবেদন করা হলেও - তার জবাবই পাওয়া যায়না কোটা মঞ্জুর করা তো দূরের কথা। খোলা বাজারে যা নিউজপ্রিণ্ট পাওয়া যায় সেটা কোন রকমে সংগ্রহ করে চালান হচ্ছিল। বর্তমান সময়ে সেই নিউজপ্রিণ্ট পাওয়া যায় না যে তা নয়—তবে আমাদের মতো মফঃস্বল-নিবাসী সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে অতো বেশী দাম দিয়ে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। "হোয়াইট প্রিণ্ট" যা পাওয়া যায় সেটার দাম ক্রমশঃই চড়ছে - এবং তা দিয়ে একটা সাপ্তাহিক কাগজ পুরুলিয়াতে চালানো মুস্কিল।

এই পরিস্থিতি এসে পড়েছে এবং আগে কোন ঘোষণা না করেই এসেছে। এক্ষেত্রে আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও কিছু কিছু কাগজের সংকোচ করতে হচ্ছে। ফলে এ পর্য্যন্ত যাদের কমপ্লিমেন্টারী বা বিনা মূল্যে 'মুক্তি' দেওয়া হত বা পাঠান হত - অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি বন্ধ করে দিতে হচ্ছে পরবর্তী সংখ্যা থেকেই। এ জন্য আমরা সত্যই দুঃখিত।

গ্রাহক চাঁদা সম্বন্ধে নিবেদন এই যে—সময় শেষ হয়ে গেলেই আমরা মুক্তি পাঠান বন্ধ করে দিয়ে থাকি এক্ষেত্রে পূর্বে কোন জানান দেওয়া সম্ভব হয়না। পূর্বে সময় শেষ হয়ে গেলেও দু এক সংখ্যা আমরা পাঠিয়ে যেতাম—এবার থেকে তাও সম্ভব হবেনা।

এই সমস্ত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে বলে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক ও দেশবাসী ও যারা সংশ্লিষ্ট তারা পরিস্থিতি অনুধাবন করে আমাদের মার্জ্জনা করবেন।

ম্যানেজার
'মুক্তি' পুরুলিয়া।

'মুক্তি প্রেসের' মুদ্রণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মুক্তি প্রেসে যা ছাপানো হয়—তার প্রেস কপি অথবা মূলকপি (Original manuscript) ছয় মাসের বেশী রাখা হয় না। নষ্ট করে ফেলা হয়। কারণ তা রাখা সম্ভব হয় না। সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ইহা নিবেদিত হল।

ম্যানেজার
মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

মুক্তিতে প্রকাশিত বিষয়ের মূলকপি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

'মুক্তিতে প্রকাশিত লেখা, প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রের মূলকপি (Original Copy) ছয় মাসের বেশী রাখা হয় না। নষ্ট করে ফেলা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হল।

ম্যানেজার
'মুক্তি' সাপ্তাহিক, পুরুলিয়া।

WANTED

For the Nistarini College, P.O. & Dist—Purulia one part-time lecturer in History for one month. Candidates should be at least Second class M. A. with Second class honours in the subject on a fixed pay of Rs. 100/-per month. Apply to the Principal within 30/10/73 and attend interview on 31/10/73 at 12 noon in the office of the Principal with original certificates, testimonials etc. No T. A./D. A. will be allowed for the Journey.

—•—

উৎসব ও উৎপাত

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

মানবমনের প্রসন্নতার প্রকাশ উৎসবে। আবার ক্ষুব্ধ পীড়িত মানুষের মনে আনন্দের ছোঁয়া দিয়ে তাকে সজীব করে তোলার জন্যও উৎসবের প্রয়োজন আছে সমাজজীবনে।

আজকের উৎসব দেখে বার বার মনে পড়ে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তখনকার দিনে কোলকাতার কয়েকটি অভিজাত উৎসব প্রাঙ্গনে সবে মাত্র যান্ত্রিকতার আমদানি ঘটেছে। প্রাঙ্গনসজ্জায় প্রতিবেশীদের সহযোগিতার প্রয়োজন নেই, সে দায়িত্ব পালন করছে ব্যবসায়ী ডেকোরেটর। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ণ করার জন্য হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই কর্মকর্তার, পরিবেশনের জন্য দরকার নেই পাড়ার ছেলেদের, সব দায়িত্ব রয়েছে অপরিচিত সম্পর্কহীন হোটেলের ওপর। পরিচিত ঘনিষ্ঠদের সান্নিধ্যে হাসিঠাট্টা আমোদের সঙ্গে যে ভোজন উপভোগ্য হয়ে উঠত, তা হয়ে পড়ল যান্ত্রিক। খাওয়া এবং হাতমুখ ধুয়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু রইল না। অর্থাৎ উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের মনের লেনদেন বন্ধ হতে লাগল। ক্ষুব্ধ ৺বলেন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক উৎসবের ব্যর্থতা নিয়ে লিখলেন "শুভ উৎসব"।

আজ সারা পশ্চিমবাঙ্গলার তাবৎ উৎসবপ্রাঙ্গনই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। আমাদের অনেকের কাছে ৺বলেন্দ্রনাথ আজ বড় বেশী স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত হতে পারেন। কারণ স্থূল যান্ত্রিকতা আমাদের সমস্ত অনুভূতিকেই ভোঁতা করে দিয়েছে। খোলা মনে বিচার করলে স্বীকার করতে হয় যে স্পর্শকাতর ৺বলেন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয় দিয়ে যতখানি দেখতে পেয়েছিলেন, আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে অতখানি দেখতে পাইনি। ১৩০৫ সালে যান্ত্রিকতার সূচনাতেই তিনি লক্ষ্য করেছেন "নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না।" আজ ১৩৮০ সালের পরিপূর্ণ যান্ত্রিকতার মধ্যেও এ উপলব্ধি আমাদের কই?

পরিপূর্ণ যান্ত্রিকতার পায়ে আমরা আমাদের সমস্ত অনুভূতি বিকিয়ে দিয়েছি বলেই উৎসব করতে গিয়ে পদে পদে আমরা উৎপাত সৃষ্টি করি। রজতচক্রও নয়, কাগজের মুদ্রা আজ আমাদের সব কিছুর মধ্যবিন্দু হয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকেও গ্রাস করেছে। ৺বলেন্দ্রনাথের আমলে কেবল অন্তরহীন বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিকতাই দেখা দিয়েছিল, আমাদের একালে দেখা দিয়েছে হৃদয়হীন আত্মসর্বস্বতা! আমরা রাজনীতি করি কোটা-পারমিট চাকুরী ও আত্মীয়তোষণের স্বার্থে, ধর্মচর্চ্চা করতে গিয়েও নিজের নিজের ওপরওলাকে সন্তুষ্ট করে আখের গোছাবার চেষ্টা করি, ব্যবসা করি রাতারাত বড়লোক হবার জন্য, শাসন, পরিচালনা করি চোরের উপর বাটপাড়ি করার জন্য! মনুষ্যত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা সর্বত্র কাগজের মুদ্রার পেছনে ছুটে চলেছি। আজকের উৎসবেও আমরা ঐ মুদ্রা সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নিজের নিজের কৃতিত্ব দেখাতেই ব্যস্ত থাকি এবং কৃতিত্ব অর্জনের জন্য যে কোন পথই আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। রুচি নেই, বিবেক নেই, সততা নেই—আমাদের জিততে হবে!

উৎসবে আরেক ধরণের উৎপাত আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। উৎসব আসন্ন হলেই একদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা যেমন মুনাফা লুঠবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে তেমনি তৎপর হয়ে ওঠে অসাধু রাজনৈতিক ব্যবসায়ীর দল। এতে একদিকে যেমন সৎ ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হয়ে পড়েন তেমনি বিব্রত হয়ে পড়েন নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করার যাত্রাভিনয় করে যারা রাজনীতির আসর মাৎ করে, মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাদের মাঝে মাঝে কিছু পাঁয়তারা দেখাতে হয়। এই পাঁয়তারা দেখাতে গিয়ে অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা মানুষের জীবনে উৎপাত ডেকে আনে। গত বছর পূজার সময় এই সস্তা পাঁয়তারা দেখাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বেলগুদামে পড়ে থাকা কাপড়ের গাঁট বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পূজার বাজারে কাপড়ের দাম বেড়ে গিয়েছিল এবং ঐ বাজেয়াপ্ত কাপড়ের সরকার নির্দ্দিষ্ট দাম এ বছরের বাজার দরের চেয়েও বেশী হওয়ায় জনসাধারণ তা' কিনতে পারেন নি। আমাদের শাসনশক্তি এইভাবে জনসেবার কাজ করে যাচ্ছেন। এ বছর পুরুলিয়ায় পূজার আগে থেকে মজুত উদ্ধারের পাঁয়তারা এমনভাবে দেখালেন স্থানীয় এম, এল, এ, যে মানুষের মনে আতঙ্ক জাগল, বনস্পতি বুঝি আর পাওয়া গেল না! এই আতঙ্কের সুযোগে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বনস্পতির পরিবেশক হয়ে বসল একটি রাজনৈতিক দল। ফলে উৎসবপ্রাঙ্গন ছেড়ে মানুষকে ছুটতে হোল, —ছুটতে হোল স্নান-খাওয়া মুলতুবি রেখে। অথচ যে পরিমাণ বনস্পতি ছিল মানুষ সুস্থভাবে নিশ্চিত আরামে তা সংগ্রহ করতে পারত। তার প্রমাণ, পূজা এবং লক্ষ্মীপূজা পার হয়ে যাবার পরেও মাইকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে করে বনস্পতি বিক্রি করতে হচ্ছে। মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েও কিন্তু মুনাফা বন্ধ করা যায় নি। মুনাফা করেছে কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী এবং এম, এল, এর প্রসাদপুষ্ট কিছু সুযোগসন্ধানী অনুগামী। ৩৫টাকার টিন লাইনে দাঁড়িয়েই ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, বাড়তি পয়সার বিনিময়ে অথবা লাইনে দাঁড়ানোর মজুরীর বিনিময়ে কয়েকটি খাবারের দোকানে একাধিক ডালডার টিন চলে গেছে। এম, এল, এর সাক্ষাৎ তদারকীতে ছাত্রপরিষদ অফিস থেকে যে ৫০০ গ্রাম করে বনস্পতি দেওয়া হয়, বহু ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন যে কাগজের মোড়কগুলি ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম পর্য্যন্ত ওজনে কম ছিল। অনেকের ওজন চোখের সামনে দেখেছি। ব্যবসায়ী মাত্রই যেমন চোর নয়, বেকার যুবক মাত্রই সাধু ও সৎ হবে এ কথাও তেমনি জোর করে বলা যায় না। কাজেই যথেষ্ট পরিমাণ বনস্পতি থাকতেও একটা কৃত্রিম আতঙ্ক সৃষ্টি করে মানুষকে হয়রান করার দরকার কি ছিল? দরকার ছিল ক্যাডারপোষার। ভূষি, কয়লা ইত্যাদির যে নজির আমাদের চোখের সামনে আছে, তাতে বলতে পারি, নবকংগ্রেস ক্যাডারপোষার এই নব্যনীতি সর্বত্র গ্রহণ করেছে, পুরুলিয়ার ডালডা-বনস্পতি তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বেকার যুবকদের সুস্থ ভদ্র জীবিকার ব্যবস্থা না করে এই ব্যবস্থাই কংগ্রেস করেছে। পশ্চিমবঙ্গের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনও আজ এই কংগ্রেসীনীতির ক্রীতদাসত্ব করছে। ৺বলেন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, পরাধীন দেশে বাস করেও এ উৎপাত তাঁকে সহ্য করতে হয় নি।

উৎসবের মধ্যে অনেক সময় আমরা অজ্ঞাতসারে উৎপাত সৃষ্টি করি, আবার অনেক সময় ইচ্ছে করেই উৎপাত করি। আমরা নিজেদের মনের খেয়ালে যখন পটকা ফাটাই, বাজি পোড়াই অথবা দিবারাত্র তারস্বরে মাইক বাজাই, কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে সংকটাপন্ন রোগী আছে কিনা আমরা চিন্তাই করি না। এটাও উৎপাত। তবু অনুরোধ করলে অধিকাংশক্ষেত্রে এ উৎপাত থেমে যায় এবং এটাই প্রমাণ করে যে আমরা এখনও একেবারে মনুষ্যত্ববর্জিত নই। কিন্তু যেখানে ইচ্ছে করে কারুর দরজায় পটকাবাজী করা হয়, অনুরোধ করলে উৎপাত সেখানে বেড়েই যায়। জুলুম করে চাঁদা আদায় করতে গিয়েও আমরা উৎপাত সৃষ্টি করি। সারা পশ্চিমবাঙলায় যখন হাহাকার, তখন ৭০ হাজার, ৫০ হাজার টাকা চাঁদা কিভাবে ওঠে সেটা সহজেই অনুমেয়। গত বছর এক দেড় লাখের কালীপূজা মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্বোধন করেছিলেন কোলকাতায়। শুনেছি এসব পূজার চাঁদার রসিদ বাড়ী বাড়ী ফেলে দিয়ে আসা হয় এবং রসিদে চাঁদার যে অংক লেখা থাকে সেই অংকের টাকা কর্মকর্তাদের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। নইলে বিপদ! দরিদ্র দেশে অর্থের এই অপচয়, সাধারণ মানুষের ওপর জুলুমের এই প্রতিযোগিতা যদি শাসকগোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, তবে তার প্রতিকার কোথায়?

এ বছর পুরুলিয়ায় কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। সহর এবং গ্রামে এই ধরনের মারামারি এবারকার পূজার কলঙ্কজনক ঘটনা! কেলে পাড়ায় কয়েক মাস আগের থেকেই গোলমাল ছিল। পুজোর সময় সেখানে কিছু ঘটতে পারে, এটা সকলেই অনুমান করেছিলেন এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে নাকি এ আশংকার কথা জানানোও হয়েছিল। তবু সেখানে পূজার প্রদীপ পায়ে করে ফেলে দেবার ঘটনা ঘটেছে এবং এই সশস্ত্র হামলা নাকি পুলিশের সামনেই ঘটেছে। পুলিশ সশস্ত্র ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে গিয়ে পরক্ষণে ছেড়ে দেয়। ব্যাপারটি ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসককে জানানোর পর তিনি পুলিশ-পিকেটের ব্যবস্থা করেন।

বাজার-মুন্সেফডাঙ্গা এবং গাড়ীখানা-সদরপাড়ার বিবাদ আপোষে মিটে গেছে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসনের শৈথিল্য সর্বত্র পরিস্ফুট। বাজার পুলিশের ও স্থানীয় এম, এল, এর নিস্ক্রিয়তার প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করেছিলেন এবং বাজার এলাকায় সে হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসন একটু সচেষ্ট হলে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভবই হোত না। এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিরও কর্তব্য অবশ্য ছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিরা এগিয়ে গিয়ে বহু বড় বড় দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক শিক্ষা ও সৎসাহস না থাকলে অবশ্য এ কাজ হয় না। কিন্তু জনপ্রতিনিধি যিনি হবেন তাঁর কাছে মানুষ এটা নিশ্চই আশা করবে।

বেলকুঁড়ি ও ডিমডিহা অঞ্চলের মধ্যে অনুরূপ মারামারি হয়ে গেছে। বিরোধ ও বিদ্বেষ এখনও সেখানে ধূমায়িত।

দেশের যুবসমাজকে আজ কতকগুলি বিবদমান গোষ্ঠিতে ভাগ করে দিয়ে সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক মতলববাজেরা নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। এই সহজ ব্যাপারটা আমাদের যুবকেরা যতদিন না বুঝবে, ততদিন দেশের অন্ধকার কাটবে না। কারণ যুবশক্তি দেশের সৃজনশীল ও সংগ্রামীশক্তি। এই শক্তিকে আত্মহননে উৎসাহিত করে নিজেদের শোষণকে অবাধ ও অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে শোষক শাসকগোষ্ঠি এবং এ পর্যন্ত সে চেষ্টা সফল হতে চলেছে। এই শোষণের বাছে আমাদের যুবকেরা কি আত্মসমর্পন করবে?

—·—

কলিকাতায়
ছয়জন লক্ষপতি খাদ্য ব্যবসায়ীকে
হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে
প্রকাশ্য রাজপথে ঘোরান হল

কলিকাতা সহরের ছয়জন লক্ষপতি খাদ্য ব্যবসায়ী—নাম তাদের (১) লোচ্ছ্রাম আগরওয়ালা [৫২], (২) প্রভুদয়াল কোঠারিওয়ালা [৪৮]; (৩) ভগবন্ত শরণ শর্মা [৩৪]; (৪) ভোলারমল মহীপাল [৪০]; (৫) ব্রিজ-মোহন আগরওয়ালা [৪০]; (৬) বিজয় কুমার কেডিয়া [৪০]। এদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগে এদের গ্রেপ্তার করা হয় তা হচ্ছে যে এরা অন্যান্য রাজ্যে এদের অংশীদারদের পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য দ্রব্যাদি না পাঠাবার জন্য ইতিপূর্বে টেলিগ্রাম করে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ ভারতরক্ষা বিধির ৪৩ (৬) ধারা বলে ও এর সঙ্গে ১২০ বি, আই, পি, সি ধারায় অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগে এদের গ্রেপ্তার করে।

শনিবার ১৩ই অক্টোবর এদের গ্রেপ্তার করা হয় ৫ জনকে! এই পাঁচজনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে শ্রীবিজয় কুমার কেডিয়া গা ঢাকা দেন। পুলিশ সারা রাত ধরে তাকে খুঁজতে থাকে। রবিবার ভোর ৪টা নাগাদ ইনি যখন চুপি চুপি বাড়ী ফিরছিলেন সেই সময় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে লালবাজার লক আপে নিয়ে আসে। এই ব্যবসায়ীদের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাজপথে ঘোরান হবে এটা শনিবার দিনই ঘোষণা করা হয়েছিল।

রবিবার যদিও ছুটি ছিল তবুও এদের লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপ থেকে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে দুপুর বেলায় হাঁটিয়ে পুলিশ তাদের আদালতে নিয়ে আসে। পথের দুধারে লোক জমে যায়—তাদের মাঝ দিয়ে এরা ভাবলেশহীন মুখে নীরবে পথ চলতে থাকে। সারা রাস্তা এই ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে লোক বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি দিতে থাকে। একদল এই রকম ধ্বনি দিতে দিতে আদালতের ফটক পর্য্যন্ত যায়।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএ, কে, দত্তের আদালতে পুলিশ এদের হাজির করে। আদালতের সামনে এদের পক্ষে জামিনের আবেদন করা হয়। আদালত জামিন না মঞ্জুর করে ২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ীদের পুলিশ হাজতে আটক রাখার নির্দ্দেশ দেন।

ব্যবসায়ীদের পক্ষে ৬ জন উকীল ও একজন ব্যারিষ্টার দাঁড়ান। দুই পক্ষের উকীলদের মধ্যে প্রবল বাকবিতণ্ডার পরে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই আবেদন মঞ্জুর হয় যে—যেন ঐসব ব্যবসায়ীদের প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে আনা না হয়।

আদালত থেকে লালবাজার লকআপে ফেরত নিয়ে যাবার সময় ভ্যানে করেই নিয়ে যাওয়া হয়।

থাইল্যাণ্ডে তীব্র ছাত্র আন্দোলন
সরকারকে তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করল

বিশ্বের বর্তমান—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ ডামাডোল পরিস্থিতিতে থাইল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

থাইল্যাণ্ডে রাজা আছেন। তিনিই মন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করে রাজ্য শাসন করেন। এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। রাজার অধীনে ২৪০ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে একটি "কন্সটিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী" অর্থাৎ গণপরিষদ আইন পরিষদরূপে কাজ করছে। একটী স্থায়ী সংবিধান রচনা করার প্রতিশ্রুতি এই তথাকথিত গণপরিষদের আছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত হয়নি।

ফিল্ড মার্শাল থানম কিত্তিকাচরণ এযাবত প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তার আচরণে ও দুর্নীতিতে দেশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে থামামাসাত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের আন্দোলনের প্রধান দপ্তরে পরিণত হয়। থাইল্যাণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় চার কোটি। এদের দাবীর নেতৃত্ব নিয়ে ছাত্ররা দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন সুরু করে দেয়। তাদের দাবী দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড দিতে হবে; দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে হবে ইত্যাদি। প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। প্রধান মন্ত্রী কিত্তিকাচরণের গবর্মেন্ট—সরকারকে গদিচ্যুত করার অভিযোগে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে দেশে আগুন জলে ওঠে। থামাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় দুইলক্ষ ছাত্র ও স্কুল ছাত্র এর প্রতিবাদে ব্যাঙ্ককের রাস্তায় শোভাযাত্রা করে ঐ ১৩ জনের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের দাবী করতে থাকে। এই প্রতিবাদের একদিন পরেই সংঘর্ষ উপস্থিত হয় সৈন্যদের সঙ্গে ছাত্রদের। সৈন্যরা গোলা মেরে পুলিশের ব্যারাক উড়িয়ে দেয়। ছাত্ররা গবর্মেন্টের জনসংযোগ অফিস বাড়ী দখল করার চেষ্টা করে—দুচারটা বাড়ী পুড়িয়েও দেয়। সৈন্যরা গুলি কাঁদুনে গ্যাস প্রভৃতি নির্বিচারে চালিয়ে অনেককে হতাহত করে। অন্ততঃ ২০/২৫ জন তো মারা গেছেই। কয়েকজন ছাত্রীও মারা গেছে।

পরিশেষে ১৪ই অক্টোবর রাজা ভূমিবল ফিল্ড মার্শাল প্রধানমন্ত্রীকে সরান অর্থাৎ থানম্ কিত্তিকাচরণ পদত্যাগ করেন। তার জায়গায় রাজা থামামাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডঃ সানিয়া থামামাসককে প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন এবং জনগণ ও ছাত্রদের প্রায় সমস্ত দাবী মেনে নেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী দেশবাসীর কাছে পূর্ণ সমর্থনের জন্য ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আবেদন জানান। এই পরিবর্ত্তনে সাধারণভাবে সকলে খুসীই হন। তবুও হাজার হাজার লোক কার্ফুর আদেশ অমান্য করে সারারাত্র অবস্থান করতে থাকে এই জন্য যে—তারা নিশ্চিত হতে চায় যে তাদের প্রতারিত করা হচ্ছেনা।

বেশীরভাগ অভিযানকারীরা—গবর্মেন্ট দাবীগুলি মেনে নেবার পরে চলে যায়। এই সংঘর্ষে সৈন্যরা ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত ব্যবহার করেছিল।

১৫ই রাত্রের সংবাদ যে—প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল থানম কিত্তিকাচরণ, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও আরও একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী—থাইল্যাণ্ড ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন।

কালীপুজা উপলক্ষ্যে
মুক্তির ছুটি

আগামী ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার কালীপূজা। কালীপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ২৯শে অক্টোবর ১২ই কার্তিক সোমবার মুক্তির প্রকাশ বন্ধ থাকবে। আগামী ৫ই নভেম্বর ১৯শে কর্তিক সোমবার মুক্তির ৪২ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

ম্যানেজার 'মুক্তি'

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা | সোমবার, ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৩ ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৮০ | বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

সাতটি পাপ

গান্ধীজী সমাজ জীবনের সাতটি পাপের কথা বলেছেন, যথা—

(১) নীতিহীন রাজনীতি
(২) কর্ম্মহীন সম্পদ
(৩) বিবেকহীন সুখ
(৪) জ্ঞানহীন চরিত্র
(৫) নৈতিকতাহীন বাণিজ্য
(৬) মানহীন শিক্ষা
(৭) ত্যাগহীন অর্চ্চনা

এই সাতটি জিনিসই গান্ধীজীর ভাষায় পাপ এবং প্রচলিত অর্থে সমাজ জীবনের অগ্রগতির পথে নিদারুণ অন্তরায়।

১লা নভেম্বরের ইতিহাস

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া মহকুমার দক্ষিণে চাণ্ডিল, ইচাগড় পটমদা ও উত্তরে চাষ ও চন্দনকিয়ারী এই কয়টি থানা ছাড়া বাকী সমস্ত অঞ্চল বিধিগতভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হল—বিহার প্রদেশ থেকে।

সেটা আজ ১৭ বৎসর হয়ে গেল। এরও আগে থেকে অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে কংগ্রেসী হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নির্মম ও বিজাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার জনসাধারণের—জিলার জনসাধারণের বাংলা ভাষার অধিকারের—ভাষার অধিকারের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম--যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম চলেছিল তারই শক্তিতে যা সম্ভব হয়েছিল আজ তা প্রায় বিস্মৃতির সামিল। ভাষার অধিকার, দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে—গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ ও সচেতন গণআন্দোলন যে অপূর্ব্ব গণশক্তির উন্মেষ, উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করেছিল—আজ সেইটাই বিস্মৃত ও অজ্ঞাত হয়ে গেছে। পুরুলিয়ার জনজীবন এই মহান শক্তি অর্জ্জন করেছিল দীর্ঘ ও কঠিন সাধনার পথে—এবং তার জনজীবন এই শক্তির শক্তিতেই—যে আঘাতই আসুক না কেন এবং যে দিক দিয়েই আসুক না কেন তার প্রতিকারে সক্ষম ছিল। এই অনন্যসাধারণ ঐতিহ্য পুরুলিয়াকে সমস্ত ভারতে সম্মান ও বৈশিষ্টের আসনে যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল—শুধু তাই নয়—সমস্ত সংশয়কে ছিন্ন করে এই শক্তির শিখা জনগণের ভবিষ্যৎ চলার পথে আলোকবর্তিকারূপে যে প্রদীপ্ত ছিল—তা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

আজ এই ১৯৭৩ সালের ১লা নভেম্বরের স্মরণে এই শাশ্বত গণশক্তিকে স্মরণ করে অভিনন্দন জানাই এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে পুরুলিয়ার যে মাটি—এই মাটি বহু সাধকের তপস্যাভূমি—এই তপস্যা ভূমি থেকে উত্থিত হবেই সেই গণশক্তি, জনশক্তি—দেশের জনগণের মুক্তি ও সমৃদ্ধির শক্তি।

—·—

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে
নারী জাগরণ সপ্তাহ পালন

১১ই অক্টোবর হইতে ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এবারকার গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে নারী জাগরণ সপ্তাহ পালনের সর্ব্বভারতীয় প্রোগ্রাম অনুযায়ী পুরুলিয়াতেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত বিভিন্ন স্থানে উক্ত সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। অত্যন্ত দুর্যোগের ভিতরই ১২ই অক্টোবর বিজয়ডি সমগ্র গ্রাম কেন্দ্রের মহিলা কর্মীবৃন্দ পদযাত্রা করিয়া মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আসিয়া মাঝিহিড়া সমগ্র শিক্ষা কর্মীদের সহিত মিলিত হন। দুর্যোগের ভিতরই মাঝিহিড়া মহিলা কর্মীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই অক্টোবর দুর্যোগের প্রাবাল্য কিছুটা কমিলে পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯ জনের একটি মহিলা পদযাত্রী দল বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়া সিন্দরী গ্রামে পবিভ্রমণ করেন ও শ্রীযুক্তা কস্তুরী বালা মাহাতর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চাকা নদী ও কুমারী নদীতে বান থাকায় মাঝিহিড়ায় সমবেত মহিলাকর্মীবৃন্দ সিন্দরী গ্রামে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহারা মাঝিহিড়াতেই বৈঠক আলোচনা ও প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করেন। ১৪ই অক্টোবর মাঝিহিড়া হইতে শ্রীযুক্তা বাসন্তী রায়ের নেতৃত্বে ১১ জনের একটি মহিলা পদযাত্রী দল নাথুরডি গ্রাম হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে বামনী গ্রামে উপস্থিত হন। বামনী গ্রামের অধিবাসীরা পদযাত্রী দলের খাওয়া ও থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। বেলা ৩টায় পদযাত্রী দল কর্তৃক নানারূপ জাতীয় ধ্বনি দিয়া ও রামধুন গাহিয়া সমগ্র গ্রামে শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়। গ্রামের বহু মহিলা এই শোভাযাত্রায় যোগ দেন। শোভাযাত্রার পর শ্রীযুক্তা পুটীবালা মাহাতর সভা নেতৃত্বে প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে এক মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী রায় এই সপ্তাহ পালনের তাৎপর্য্য বিশদরূপে সকলকে বুঝাইয়া দীর্ঘ ভাষণ দেন। পদযাত্রী দল উক্ত রাত্রেই মাঝিহিড়া ফিরিয়া বিশ্রাম নেন। ১৫ই অক্টোবর সকালে ১৫ জনের মহিলা পদযাত্রী দল শ্রীযুক্তা বাসন্তী রায়ের পরিচালনায় মাঝিহিড়া হইতে যাত্রা করিয়া পুটকাড়ি কুদা তুড়াং প্রভৃতি গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তি বিজয়ডি গ্রামে সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হন। উক্ত কেন্দ্রেই পদযাত্রী দলের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বৈকালে বিজয়ডি ও পার্শ্ববর্ত্তী তুড়াং, বালিগুমা, দামদা প্রভৃতি গ্রাম সমূহ হইতেও বহু মহিলা পদযাত্রী দলের সহিত মিলিত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে বিজয়ডি ও বালিগুমা গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া বিজয়ডি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং বালিগুমা গ্রামের বর্ষীয়ান্ নেতা শ্রীযুক্ত বাউরীদাস মাহাতর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী রায়, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত বক্তৃতা দেন। চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে দলে দলে মহিলারা এই সভায় যোগদান করায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। রাত্রে বিজয়ডি গ্রামের যুবকরা পদযাত্রীদলের প্রীত্যার্থে মনসামঙ্গল যাত্রাগানের আয়োজন করেন। ১৬ই অক্টোবর সকালে প্রার্থনান্তে শ্রীমতী চিন্তু মাহাতর নেতৃত্বে ২০ জনের মহিলা পদযাত্রীদল বিজয়ডি হইতে কেশরগড়িয়া, মড়ুয়াগড়া, ঘাসতোড়িয়া, বৃন্দাবনপুর, কাশীগড়া, ভজুডি প্রভৃতি ৬/৭টি গ্রাম ঘুরিয়া মেটালা গ্রামে উপস্থিত হন। মেট্যালায় শ্রীগিরিশ মাহাতর বাড়ীতে পদযাত্রীদলের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বেলা ৪টায় আরও বহু মহিলা সহ পদযাত্রীদল শোভাযাত্রা সহকারে দুর্গম ও কর্দ্দমাক্ত রাস্তাসমূহ দিয়া সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয় তথা সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা বনলতা মাহাতর সভানেতৃত্বে এই উপলক্ষে এক মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়! উক্ত সভায় পদযাত্রীদল হইতেই সর্বশ্রীমতী চিন্তু মাহাত; তৃপ্তি মাহাত, সরলা কুইরী, প্রমীলা কর্মকার প্রভৃতি মহিলা কর্মীরা নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা দেন। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত ও চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত নারী জাগৃতি বিষয়ে সভায় বক্তৃতা দেন। দূর দূর গ্রাম হইতেও প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিরা এই সভায় উপস্থিত হন। নানারূপ জাতীয় ধ্বনির ভিতর দিয়া সভার কাজ সমাপ্ত হয়। শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাতর বাড়ীতে সান্ধ্য প্রার্থনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমগ্র শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মী এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১৭ই অক্টোবর সকালে ২৩ জনের মহিলা পদযাত্রীদল জামগড়িয়া গোপাল নগর গ্রামে শোভাযাত্রা করেন এবং প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিন্দুডি গ্রামে উপস্থিত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে তোরণ শোভিত ও বনমালায় সজ্জিত সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। গ্রামবাসীগণ পদযাত্রীদলকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। স্থানীয় লোকব্রতী সোসাইটির কেন্দ্রে পদযাত্রীদলের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বেলা ৩টায় স্থানীয় সমগ্র শিক্ষকেন্দ্র ও লোকব্রতী সোসাইটি কেন্দ্রের কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীগণ সহ বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া পাথিপাড়ার গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হয়। সম্বর্দ্ধনার্থে সমগ্র

গ্রামের রাস্তা ঘাট পূর্ব্বেই বনমালা ও পত্রপুষ্প ছবি সমন্বিত তোরণ সমূহ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। পথে পথে গ্রামের মহিলারা ধুপদীপ সহকারে পদযাত্রীদলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। গ্রামের শতাধিক মহিলা শোভাযাত্রায় যোগ দেন। যুবকদল দল বাঁধিয়া পিছনে পিছনে এই শোভাযাত্রা অনুসরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানান। ৩ মাইল দূর হইতে চান্দরা গ্রামের সমগ্র শিক্ষা শিবিরের ছাত্রছাত্রীদল পদযাত্রা করিয়া এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। স্থানীয় দুর্গা-মেলায় শোভাযাত্রা আসিয়া সমাপ্ত হইলে জনসভা আরম্ভ হয়। জনসভায় সভানেতৃত্ব করেন শ্রীমতী কুন্তীবালা মাহাত। শ্রীমতী বাসন্তী রায় তাঁহার ভাষণে প্রাঞ্জল ভাষায় নারী জাগৃতির কথা সকলের সামনে তুলিয়া ধরেন। সভায় সর্ব্বশ্রী গিরিশ মাহাত, নারায়ণ চন্দ্র মাহাত, সতীশ চন্দ্র মাহাত, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ নারী জাগরণের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা করেন। সভার শেষে শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীপ্রহলাদ মাহাত ও কুমারী জয়তী ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীত সকলকেই আনন্দ দান করে! নানারূপ জাতীয় ধ্বনির ভিতর দিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। রাত্রে বিন্দুডি গ্রামের যুবকদল এই উপলক্ষে যাত্রাগান গাহিয়া পদযাত্রীদলকে আপ্যায়িত করেন। প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়া এইখানে নারী জাগৃতি সপ্তাহের সফল পরিসমাপ্তি হয়।

পদযাত্রীদল পদযাত্রা করিয়া এই সপ্তাহে মানবাজার বরাবাজার ও পুঞ্চা এই তিনটি থানায় ৩০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে ২৩টি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন এবং সর্বসাকুল্যে ৪০ জন মহিলা এই পদযাত্রায় যোগ দেন।

চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত

—·—

নোট, অর্থনীতি ও মুদ্রাস্ফীতি

সবচেয়ে বেশী ছাপা হয়েছে ১০০ টাকার নোট

১৯৭২-৭৩ সালের শেষের দিকের হিসাব। বাজারে ১০০ টাকার নোট চালু ছিল ২৮৪৮'১২ কোটি টাকার আর অন্যান্য সমস্ত নোট মিলিয়ে চালু ছিল ৫৪,২৪'৪৪ কোটি টাকার। শতকরার হিসেব করলে দেখা যায়—১০০ টাকার নোট—শতকরা ৫২'৫: এবং অন্যান্য সমস্ত নোট এর চেয়ে কম।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭২-৭৩ পর্য্যন্ত মোট নোটের উর্ধগতি হচ্ছে ২১৫৯'৫০ কোটি থেকে ৫৪২৫'৪৪ কোটি টাকা; এর মধ্যে ১০০ টাকার নোটের বাড়তি গতি হচ্ছে ৮৬৪'৭৩ কোটি থেকে ২৮৪৮'১২ কোটি টাকা। ব্যাপারটার নিষ্কর্ষ দাঁড়াচ্ছে এই যে ১ থেকে ২০ টাকার নোট সব মিলিয়ে যত নোট চালু আছে তার চেয়ে বেশী চালু ১০০ টাকার নোট। সাধারণ লোকেরা ১ টাকা, ২ টাকা ৫/১০ টাকার নোটই বেশী লেন দেন করে—আর একটু 'অসাধারণ' যারা তাদের পক্ষে ১০০ টাকার নম্বরী নোট ব্যবহার করাই নানা দিক দিয়ে সুবিধাজনক। মুদ্রাস্ফীতির একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার হচ্ছে নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং এই পরিমাণের মধ্যে আবার বেশী দামের নোটের চালু বৃদ্ধি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট ১৯৭২-৭৩ সালের অর্থ-নৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা

গত ২৯শে অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৭২-৭৩ সালের এক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করে—তাতে অবস্থার পর্য্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই আর্থিক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসেই চতুর্থ যোজনা শেষ হচ্ছে। ১৯৬৮—৬৯ সালে মূল্য হ্রাসের নিরিখে চতুর্থ আর্থিক যোজনার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৫৯০২ কোটি টাকা। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিতে সব দিক দিয়ে দাম বাড়ার জন্য আরও অনেক বেশী খরচ করতে হবে। বলা হয়েছে—ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোন অস্থায়ী বা মরশুমী ব্যাপার নয়। এর পিছনে যেমন প্রাকৃতিক কারণ কাজ করছে তেমনি মিশিয়ে রয়েছে আর্থিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানিক উপাদানগুলি।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে—অতীতে আমরা ভুল করেছি এবং সে ভুল হচ্ছে—কর্তব্য কী ভাবে সম্পন্ন করতে হবে সেই পদ্ধতির কিছু ঠিক ছিল না।

আরও বলা হয়েছে যে—আমরা এখন এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পৌছেছি যখন মূল্যের প্রশ্নই অন্য সব কিছুকে ঢেকে ফেলেছে।

শেষের দিকে বলা হয়েছে যে—১৯৭২-৭৩ সালে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ কৃষি উৎপাদন হ্রাস। ভুষিপণ্য বন্টনের ত্রুটিযুক্ত ব্যবস্থা, অর্থ সরবরাহের বহুল বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই রিপোর্টের মধ্যে কোন কোন ব্যবস্থা কিভাবে নিলে এই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা কমতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে ভাবে সাংগঠনিক ও সংস্থাগত সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে—তা কার্য্যে পরিণত করা বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী নেতৃত্বের দ্বারা সম্ভবপর নয় এবং অদূর ভবিষ্যতেও এদের দ্বারা সম্ভব হবে না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান মন্ত্রী থেকে রাজ্য এবং জেলা স্তরে যা বলা হচ্ছে সবই একটা—দেশবাসীর কাছে ধাপ্পা বললে অনেকেই আপত্তি করতে পারেন—বোকা ভুলাচ্ছেন বললেও চলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশ্লেষণ—এরমধ্যে রাজনীতি নেই বাস্তব পরিস্থিতির পরিচয় আছে এবং তা হচ্ছে—দাম বাড়তে বাড়তে কাগজের স্তূপে পরিণত হতে যাচ্ছে—এর কোন প্রতিকার নেই। দেশবাসী এবার বুঝুন।

—·—

কেরোসীন তেলের দাম বাড়ল

নয়া দিল্লী থেকে ২রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের এক ঘোষণায় জানানো হয়েছে যে—৩রা নভেম্বর থেকে কেরোসীনের দাম বাড়ছে লিটার প্রতি ২৮ পয়সা এবং পেট্রোলের বাড়ছে লিটার প্রতি ১ টাকা ৭ পয়সা।

বর্তমানে কেরোসীনের সরকারী দাম হচ্ছে প্রতি লিটার ৬৫ পয়সা যদিও বাজারে তার দাম ৮০ থেকে ৯০ পয়সা। এখন সেই দাম সরকারী ভাবে বেড়ে হল প্রতি লিটার কেরোসীন ৯৩ পয়সা।

বাজারে এবার কিনতে গেলে এদামেও পাওয়া যাবে না। এর উপরেও কত বেশী দাম দিতে হবে এবং সে দাম দিলেও পাওয়া যাবে কি না—আজ থেকেই তার পরিচয় জনসাধারণ পাচ্ছেন তাদের লিখে আর জানাতে হবে না। আমরা শুধু সরকারী দামটা জানিয়ে দিলাম।

পেট্রোলের ব্যাপারে আরও বেশী দর। পেট্রোলের দর বেড়ে হল ১ টাকা ৬৭ পয়সা থেকে ২ টাকা ৭৪ পয়সা; বাংলা গবর্মেন্ট আবার এর উপর বিক্রয় কর বাড়াবার ফলে দাম হচ্ছে ২টাকা ৮২ পয়সা।

সরকার থেকে কিভাবে এই বাড়তি সরকারী দামেও সাধারণ লোকের কাছে কেরোসীন যদি বিক্রী হতে না পারে তবে শহর বাজার ছাড়া লোককে অন্ধকারেই থাকতে হবে হবেই। আর এখনই বা কি হয়েছে!

খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষে মাল মজুতের পরিমাণ

১লা নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খুচরা ব্যবসায়ীরা কোন মাল কত মজুত রাখতে পারবেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। মজুত মালের পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক কম। ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ মজুত নিবারণ ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য আদেশ সংশোধনের কথা উল্লেখ করে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে মজুতের পরিমাণ যা ধার্য্য হয়েছে তা হচ্ছে এই :—

	১৯৭২এ ধার্য্য মজুতের পরিমাণ যা ছিল		১৯৭৩এর ১লা নভেম্বর থেকে ধার্য্য মজুতের পরিমাণ যা হয়েছে
১। ডাল ভাঙ্গা ও গোটা। ছোলা ও ছোলার ডাল—	৪০ কুইন্টাল	থেকে কমিয়ে	২০ কুইন্টাল
২। তৈলবীজ—	৫ "	" "	১ "
৩। সরিষার তৈল—	১০ "	" "	২ "
৪। বনস্পতি—	৮ "	" "	২ "
৫। বেবি ফুড—	৫ "	" "	১ "

খুচরা ব্যবসায়ীদের জেনে রাখা ভাল। নইলে ঝঞ্ঝাট ও অর্থদানের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা সমধিক।

—·—

মুক্তি

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৮০, সোমবার

মূল্য বৃদ্ধির স্বর্গ

গত ২৯শে অক্টোবর বোম্বাই থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে—তাতে বিশদ ভাবেই ১৯৭২-৭৩ সালের অর্থ-নৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করা হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক তো বটেই রীতিমতো বিপদ্জনক। রিপোর্টে মুদ্রাস্ফীতি স্বীকার করা হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে যে—

"আমরা এখন এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পৌছেছি, যখন মূল্যের প্রশ্নই অন্য সব কিছুকে ঢেকে ফেলেছে।"

রিজার্ভ ব্যাংকের মতে মূল্যবৃদ্ধি ঠিক নয়—তারা বলছেন—Price inflation অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি। এবং এই স্ফীতিটা ১৯৭২ এর জুলাই থেকে ১৯৭৩ এর জুন পর্য্যন্ত এক বছরে ২১'৭ শতাংশ স্ফীত হয়েছে বা বেড়েছে। এই স্ফীতিটা নিয়ন্ত্রিত সরকারী হিসাব—বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধিটা আরও অনেক বেশী অর্থাৎ কিছু অল্প বেশী প্রায় দ্বিগুন তো হয়েইছে। তারপরে বলা হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষি উৎপাদনও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

দেশের লোক—যাদের কাছে একথা বলা হচ্ছে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত দৈনন্দিন জীবনে নিরুপায় হয়ে দেখছে যে—এই বৃদ্ধি বা স্ফীতি তাদের সংসার চালনার ব্যাপারে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে যার কোন মোকাবিলাই তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

চোরাবাজার, কালোবাজার মুনাফাখোর তো আছেই তা ছাড়া সরকার নিজেই দাম বাড়িয়ে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। সম্প্রতি ১লা নভেম্বর থেকে পেট্রোল কেরোসীন প্রভৃতির দাম বাড়ানো হল—ফলে কলিকাতা সহরে ট্যাক্সী ধর্মঘট, প্রাইভেট বাস ধর্মঘট প্রভৃতি সুরু হয়েছে এবং যাতায়াতের ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ লোক একটা বিপর্য্যয়কর অবস্থার মধ্যে এসে গেছে, আর সারা দেশে এর প্রতিক্রিয়ায় কোটি কোটি লোক অসুবিধায় পড়বে, কারণ এর ধকল মফঃস্বলের বাস প্রভৃতির উপরও পড়বে। তারপরে কেরোসীন! এযে কি দুর্দ্দৈব সৃষ্টি করছে ও করবে সেটা যে সরকার দাম বাড়াচ্ছেন সে সরকারের কাছে জনগণের মূল্য বিশেষভাবে কমে না গেলে এই বৃদ্ধি বা স্ফীতি করতেন না। এটা কিন্তু কালবাজারী বা চোরাবাজারীদের জন্য বাড়ছে না। সরকার তার ব্যবস্থার দোষে বাড়াচ্ছে। আমরা একটা নমুনা দিলাম মাত্র। চাল ডাল তেল নুন তো বটেই রান্না করবার জন্য দৈনন্দিন জীবনে যে কয়লার দরকার সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসে তার দাম তো বেড়ে গেছেই তা ছাড়া ২৯শে অক্টোবরের দিল্লী থেকে এক সংবাদে প্রকাশ যে খনি শ্রমিক কল্যাণ উপদেষ্টা কমিটি ভারত সরকারের কাছে কয়লার উপর টনপ্রতি আরও সেস বাড়াবার সুপারিশ করেছেন এবং তারা বলছেন—কয়লা খনিগুলির রাষ্ট্রীয় করণের ফলেই এই সেস বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বুঝুন এবার অবস্থাটা!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫ লাখ টন চাল সংগ্রহ করবেন বলে ঠিক করেছেন ও ঘোষণা করেছেন তার ফলে জেলায় জেলায় কর্ডনিং থানায় থানায় কর্ডনিং সুরু হয়ে গেছে। এরা ধান চাল আটকে সেগুলি সরকারী নির্ধারিত দামে কিনে দেশের লোককে সরবরাহ করার জন্য মজুত রাখবেন! কিন্তু গোড়াতেই দেখা যাচ্ছে—বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা। এই পুরুলিয়া সহরের কথাই ধরা যাক। মানবাজার থেকে চাল এসে পুরুলিয়ার চালের চাহিদা মেটাতো এবং দরকে একটা সীমার মধ্যে রাখতো। থানা কর্ডনিং-এর ফলে মানবাজার থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এই পহেলা নভেম্বর থেকেই চালের দাম কিলো প্রতি আট আনা থেকে এক টাকা বেড়ে গেছে। এটা ব্যবস্থার আরও একটা চমৎকার দিক। যারা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করছেন শাসন চালাচ্ছেন তাদের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে সেই অনুযায়ী জনসাধারণের সুবিধামতো ব্যবস্থা করবার জন্য বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোবৃত্তি নেই—তাদের কাছে জনসাধারণের মূল্য শুধু কমই নয় কোন মূল্য আছে বলেতো মনে হয়না—ব্যবস্থাদি দেখে।

দেশের লোকেরা সব শবাসনে আছেন—এরা সত্যই পঙ্গু হয়ে গেছেন বললে অত্যুক্তি মোটেই করা হবেনা অথবা এতে ক্ষুব্ধ হবারও কিছু নেই—কারণ এটাই বাস্তব অবস্থা বলে দেখা যাচ্ছে।

যে ২৯শে অক্টোবর তারিখে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় প্রকাশ করে রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে সেই ২৯শে তারিখেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কানাড়ার (মহীশূর) মুগা বলে একটা জায়গায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন যে—"দেশের অর্থনীতির সব চেয়ে দুঃসময় কেটে গিয়েছে। আগামী মাস থেকে অবস্থা ভালর দিকে যাবে।"

এই প্রসঙ্গে আরও যে সব অগ্রগতি ও উন্নতির কথা বলেছেন তার আলোচনা অবান্তর। আমরা এমন অবস্থায় এসে পড়েছি যখন মূল্যবৃদ্ধির ফাঁসীতে আমাদের দম আটকে আসছে তখনও যাদের ব্যবস্থায় ফাঁস লাগছে তারা বলছেন—এ ফাঁসী নয় এ হচ্ছে স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা!

আমরা মরার সামিল হয়েও ভাবছি—সত্যইতো স্বর্গেই যাচ্ছি কারণ ঐ যে জিলাস্তর থেকে আরম্ভ করে রাজ্যস্তর এবং কেন্দ্রীয়স্তর পর্য্যন্ত মোসাহিব মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বলছেন তোরা গলায় দড়ি দিয়ে হাঁসফাঁস কর তোদের ঘরে ঘরে—আমরা স্বর্গ এনে দিচ্ছি। ১৯৭১ সালে এরা ঠিকা নিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে মূল্যবৃদ্ধির স্বর্গ করে দেবেন। তাই করছেন।

বি, দাসগুপ্ত

—·—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন খাদ্যনীতি

গত ১৯শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবারের যে খাদ্যনীতি ঘোষনা করেছেন তা প্রকাশিত হল :—

এ মরশুমের খাদ্যনীতির মূল বিষয়গুলি হোল: (১) বৃহত্তর কলকাতা শিল্পাঞ্চল এবং আসানসোল-দুর্গাপুর শহরাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশন বলবৎ থাকবে। অন্যত্র থাকবে আংশিক রেশন। (২) বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায়, উদ্বৃত্ত জেলায় এবং রাজ্য সীমান্তে করডন রাখা হবে এবং তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। রাজ্যের বাইরে চাল পাচার বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

(৩) লাইসেন্সবিহীন সমস্ত হাসকিং মেশিন সীল করে দেওয়া হবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত হাসকিং মেশিনগুলি কেবলমাত্র দিনের বেলায় চালু রাখা যাবে।

(৪) বর্তমানে সেচযুক্ত এলাকায় ৭ একরের বেশী ও সেচবিহীন এলাকায় ১০ একরের বেশী জোতে যাঁরা ধান চাষ করেন তাঁদের ওপর স্তরবিন্যস্ত যে লেভি ধার্য আছে তাই বহাল থাকবে। কিন্তু আগামী বছরে এই লেভি জমা দেবার বর্তমান সময় সীমা ৩১শে মার্চ থেকে এগিয়ে এনে ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে নির্দিষ্ট করা হবে।

(৫) প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদক ও অনুৎপাদকের উদ্বৃত্ত সকল রিকুইজিশন করা হবে।

(৬) লাইসেন্সপ্রাপ্ত হাসকিং মেশিনগুলি যাতে সীমিত সময়ের মধ্যে শুধু মাত্র গ্রাহকদের খোরাকী ধান ভানার কাজে চালু থাকে তার তত্ত্বাবধানের জন্য অঞ্চল পর্যায়ে বেসরকারী কমিটি গঠন করা হবে। যথা সময়ে যথাযথ ভাবে যাতে লেভি বোল প্রকাশিত হয় এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদকগণ যাতে লেভি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন, এই কমিটিগুলি সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি দেবে।

(৭) সব রকম ধানেরই সংগ্রহমূল্য কুইন্টাল প্রতি প্রায় নয় টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৯৭৩-এর ১লা নবেম্বর থেকে সাধারণ ভাল মানের বিভিন্ন প্রকার ধানের সংগ্রহ মূল্য হবে নিম্নরূপ:

ধানের শ্রেণী		কুইন্টাল প্রতি সংগ্রহ মূল্য
প্রচলিত আউস ও বোরো জাতীয়	:	৬৬'৭০ টাকা
আমন সাধারণ	:	৭০'০০ টাকা
আমন মিহি	:	৭৩'০০ টাকা
আমন অতি মিহি ও সুগন্ধি	:	৭৬'০০ টাকা

এর উপর কোন বোনাস প্রিমিয়াম দেওয়া হবে না।

(৮) ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা যে ধান স্বেচ্ছায় বিক্রি করে দেন তা কেনার জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়া হবে। রাজ্য সরকারের আশা এভাবে ২ লক্ষ টন চাল তারা পাবেন।

(৯) যারা সময়ে লেভি দেবেন বা তাঁদের চাল সরকারের কাছে বিক্রি করবেন তাঁদের সার বন্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন যে এবার ফসলের অবস্থা ভাল। তারা ৫ লক্ষ টনের বেশী চাল সংগ্রহের কথা ঘোষণা করেছেন।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বিরতি ও পরবর্তী পরিস্থিতি

এক দিকে ইজরায়েল—আর একদিকে ইরাণ ছাড়া প্রায় সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলি যখন মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সতের দিন ধরে মরণপণ যুদ্ধের পরে ২২শে অক্টোবর হঠাৎ নাটকীয় ভাবে যুদ্ধ বিরতি হল।

যুদ্ধের ব্যাপারটা যেদিকে যাচ্ছিল—তাতে আশঙ্কা হচ্ছিল কি হয়—কি হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র দিচ্ছিল ইজরাইলকে আর সোভিয়েত রাশিয়া অস্ত্র সরবরাহ করছিল আরব রাষ্ট্রগুলিকে। মার্কিণ দেখছিল যাতে ইজরাইল জয়লাভ করে—আর রাশিয়া চেষ্টা করছিল যাতে ইজরাইল কাবু হয়। বস্তুতঃ বলা যেতে পারে যে ইজরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলির বকলমে আমেরিকা ও রাশিয়া যুদ্ধ করছিল। যুদ্ধে এবার আরব রাষ্ট্রগুলি খুবই জোর লড়াই দিচ্ছিল। ইজরাইলও কম যায় না; ইজরাইল মিশর ও সিরিয়ার বেশ খানিকটা অঞ্চল দখল করে—এমন কি সুয়েজখাল পেরিয়ে পশ্চিম পারেও মিশরের খানিকটা দখল করে একেবারে সুয়েজ সহর পর্য্যন্ত অবরোধ করে রাখে। এ অবস্থায় যদি যুদ্ধে আরবরা বেশী হারে তবে রাশিয়ার সরাসরি একটা কিছু করার আশঙ্কা ছিল—আর ওদিকে ইজরাইলের পরাজয় আটকানো না গেলে আমেরিকা সরাসরি হয়তো নেমে পড়ত। ফলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে একটা সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনায় বিশ্বের লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষই মানে একটা প্রলয়ঙ্কর অবস্থা। যাই হোক দেখা গেল রাশিয়া ও আমেরিকা এই যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ আলোচনা প্রভৃতি করে চলেছে। বোধ হয় দুই রাষ্ট্রই ভাবল আর বেশী দূর এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না। ইতিমধ্যে কতকগুলি আরব রাষ্ট্র আমেরিকাকে তেল দেওয়া বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা ক্রমশঃই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদে রবিবার ২১শে অক্টোবর রাত্রে আমেরিকা ও রাশিয়া যৌথভাবে একটি যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব তোলে—সোমবার ২২শে অক্টোবর সকালে পরিষদে প্রস্তাবটি তাড়াহুড়া করে গৃহীত হয়। পরিষদে ভোটাভুটি হয়ে ১৪-০ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। চীন ভোটদানে বিরত থাকে।

গৃহীত প্রস্তাবটি হল এই :—

২১শে অক্টোবর রবিবার রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদে যে সোভিয়েট-মারকিন যৌথ প্রস্তাব আনা হয়, তার বয়ান হচ্ছে এইরূপ :—

(১) নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধলিপ্ত সকল পক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, বর্তমানে যে যে স্থান দখল করে আছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই অবিলম্বে গোলাগুলি চালানো বন্ধ করুন এবং সর্বপ্রকার সামরিক তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে দিন। মনে রাখবেন, এই প্রস্তাব গৃহীত হবার মূহুর্ত থেকে ১২ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব করা চলবে না।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এই অনুরোধও জানাচ্ছেন, অস্ত্র সম্বরণের অব্যবহিত পরেই ১৯৬৭ সালে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পুরোপুরি রূপায়ণের ব্যবস্থা করুন।

নিরাপত্তা পরিষদ এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে, অস্ত্র সম্বরণ চলতে থাকা অবস্থায় এবং তার অব্যবহিত পরেই পশ্চিম এশিয়ায় ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে হবে।

যাই হোক মিশরের প্রেসিডেন্ট তথা সামরিক সর্বাধিনায়ক আনোয়ার সাদাত এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। ইজরায়েলও মেনে নিল। ইরাক প্রথমে সরাসরি অগ্রাহ্য করে তারপরে সেও যুদ্ধ থামায়। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলি কার্য্যতঃ এই প্রস্তাবকে মেনে নিয়ে যুদ্ধ থামায়।

মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের এইভাবে বর্তমানে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধ বিরতির পরে দেখা গেল ইজরায়েল মিশরের ভিতরে ৪৭৫ বর্গমাইল জায়গা আর সিরিয়ায় ৩০০ বর্গমাইল মোট ৭৭৫ বর্গমাইল জায়গা দখল করে আছে।

এর পরেও এখানে ওখানে খুচরা সংঘর্ষ চলতে থাকে। যুদ্ধ বিরতির সর্ত লঙ্ঘন করছে বলে দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে।

যাই হোক এর পরে পশ্চিম এশিয়ায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা মূখতঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের তদারকেই চলে আসে। আরব ইজরাইলের যুদ্ধ বিরতির উপর কঠোর নজর রাখবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের পতাকাতলে অষ্ট্রিয়া, ফিনিস ও সুইডিস বাহিনী পশ্চিম এশিয়ায় আসে। এরা রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক বাহিনী বা শান্তিসেনা হিসাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আসে। এই পশ্চিম এশিয়ায় প্রায় ৭ হাজার শান্তি সেনাকে মোতায়েন করা হচ্ছে। এরা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশের অধীনে আছেন। শান্তি সেনারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবেন। যুযুধান পক্ষের মাঝখানে তারা থাকছেন। তাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকবে তবে তা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই ব্যবহৃত হবে।

এদিকে যুদ্ধ বিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়াও পশ্চিম এশিয়ায় একদল পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছেন—আর একদিকে প্রেসিডেন্ট নিকসনও নিরস্ত্র মার্কিন শান্তি পর্য্যবেক্ষকদের পাঠিয়েছেন।

পশ্চিম এশিয়ায়—ইজরায়েল ও মিশর-আরব যুদ্ধ থেমে গেল কারণ আমেরিকা ও রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। বর্তমান সময়ে আর নূতন করে যুদ্ধ লাগবার সম্ভাবনা নেই—যতক্ষণ না ঐ দুই শক্তি যুদ্ধ চায়। ইজরায়েলের লাভ হয়েছে—একটা বিস্তৃত অঞ্চল সে দখল করে বসে আছে—সেখান থেকে যুদ্ধ বিরতির সর্ত অনুসারেও সে সরতে নারাজ। আরব রাষ্ট্রগুলির লাভ কিছু হয়নি তবে রাশিয়ার লাভ হয়েছে যে—পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার প্রভুত্ব বা প্রভাব একরকম নষ্ট হয়ে গেল এবং আরব রাষ্ট্রগুলির তীব্র মার্কিন বিরোধীতা বেশ ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হল।

ভারতবর্ষ যুদ্ধে আরব রাজ্যগুলিকে সমর্থন করেছে। তবে তার ক্ষতি হল এই যে—আমেরিকার তেল কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষে তেল কম পাঠিয়ে দর বেশী করেছে আর দু একটা আরব রাষ্ট্রও ভারতের বরাদ্দ তেল কম করে দিয়েছে।

এই যুদ্ধে একটা ব্যাপার খুবই ভালভাবে প্রকট হয়েছে যা এমন করে পূর্বে হয় নাই। এক চীন ও ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বে সমস্ত রাষ্ট্রগুলির উপরে হয় রাশিয়া না হয় আমেরিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভুত্ব করছে। এখন বর্তমানে বিশ্বে আন্তর্জাতিক শান্তি অথবা যুদ্ধ—প্রধানতঃ আমেরিকা রাশিয়া বা উভয়ের উপরই নির্ভর করছে।

অতুলচন্দ্র ঘোষ স্মারক সমিতি পুরুলিয়া

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্মারক সমিতিতে অর্থ সাহায্য করেছেন—

	নাম	টাকা
১।	ধনঞ্জয় মাহাত (বেহচাবনী)—	৫০
২।	শ্রীনাথ মাহাত (কদমা)—	৩০
৩।	সিন্ধুবালা মাহাত (পিটিদিরী)—	১০
৪।	পদক চন্দ্র মাহাত (হেরবনা)—	১০১
৫।	রাজেন্দ্র মাহাত (নিপানিয়া)—	২৫
৬।	মনোরঞ্জন দে (পাথর মোহাডা)—	৫১
৭।	প্রহ্লাদ চন্দ্র মাহাত (চেপুয়া)—	৩০
৮।	ভরত মাহাত (পাটা পাহাড়ী)—	২০
৯।	শ্রীকান্ত মাহাত (নাথুডি)—	১০
১০।	হীরু সিং সর্দ্দার (লটপদা)—	৫০
১১।	লম্বোদর মাহাত (মেটালা)—	৫
১২।	নরেন্দ্র মাহাত (মেটালা)—	৫
১৩।	মুক্তিনাথ মাহাত (মেটালা)—	৫
১৪।	পঞ্চানন ঠাকুর (লক্ষণপুর)—	২৫
১৫।	লম্বোদর গরাঞ (লক্ষণপুর)—	২৫
১৬।	শ্রীমতী লতিকা চৌধুরী (লক্ষণপুর)—	২৫
১৭।	স্বামী তাপসানন্দ (কেশরগড়)—	১১
১৮।	ব্যোমকেশ কর (রঘুনাথপুর)—	১১

পরলোকে নেলী সেনগুপ্তা

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনের সহধর্মিনী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা ২৩শে অক্টোবর সকালে ডায়মণ্ডহারবার রোডে কলকাতা হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর।

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা ইংরেজ ছিলেন। লণ্ডনে কুমারী অবস্থায় তার নাম ছিল—নেলী গ্রে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়বার সময় কেমব্রিজে ইংরেজ কন্যা কুমারী গ্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাকে বিবাহ করে ১৯০৮ সনে ভারতে চলে আসেন। এই ইংরেজ কন্যা ভারতীয় স্বামীর স্ত্রী হিসাবে নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় করে গড়ে তোলেন এবং ভারতবর্ষকেই তার স্বদেশ বলে গ্রহণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন এবং ১৯২১ সন থেকে সংগ্রামী আন্দোলনে তিনি কারাবরণও করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান দেশবাসী কখনই বিস্মৃত হবেনা।

শ্রীমতী সেনগুপ্তা দেশবিভাগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। পরিশেষে দেশবিভাগের পরে তিনি তাদের বাড়ী চট্টগ্রামেই থেকে যান। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিধান সভায় তিনি পরপর দুইবার সদস্যা নির্বাচিত হন। কিছুদিন পূর্বে তিনি পশ্চিমবাংলায় আসেন। ভারত গবর্মেণ্ট তাকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন।

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন মানবপ্রেমী এবং মহান সমাজ সেবিকাকে হারালেন। তার স্বর্গতঃ আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

—•—

পরলোকে বিপ্লবী ডাঃ নারায়ণ রায়

বিপ্লবী ডাঃ নারায়ণ রায় গত ১লা নভেম্বর কলিকাতায় একটি নার্সিং হোমে অস্ত্রোপচারের পরে সন্ধ্যায় মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩। ডাঃ রায় তরুণ বয়সেই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং চার্লস টেগার্ট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত হয়ে ১৯৩১-এ তার যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। ১৯৩৯-এর প্রথমদিকে তিনি আন্দামান থেকে রেহাই পান এবং প্রকাশ্যে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে নামেন। পুরুলিয়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত মল্লিক ডাঃ নারায়ণ রায়ের বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন এবং ডাঃ রায়ের সঙ্গে তিনিও দীর্ঘ কারাদণ্ড ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন।

ডাঃ রায় ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থনে বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হন—এবং পর পর আরও দু'বার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৯-এর নির্বাচনের পরে তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াননি। ডাঃ রায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিপ্লবী ডাঃ নারায়ণ রায় সমস্ত জীবন চিকিৎসা ও সেবামূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তার খ্যাতি বিস্তৃত ছিল—এবং তিনি গরীবের বন্ধু বলে গরীব রোগীদের কাছে—পরিত্রাতা বন্ধু বলে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। দীন দরিদ্রের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাই শুধু নয়—প্রয়োজনে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থাই করতেন। চিকিৎসাকে তিনি আজীবন কখনই ব্যবসায় হিসাবে নেন নাই—মানুষের সেবা বিশেষ করে দরিদ্রদের সেবা ও দুঃখ মোচনেই তার চিকিৎসাব্রত সার্থকতা লাভ করেছিল। ডাঃ নারায়ণ রায়কে অনেকের সঙ্গে আমরাও ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। একটি খাঁটি মানুষ.—বিপ্লবের সাধনার সঙ্গে মানুষের সেবার সাধনার অপূর্ব সমন্বয় ডাঃ রায়ের মধ্যে ঘটেছিল। তিনি কোনদিনই নিজেকে প্রচারের আলোয় প্রকাশ হতে দেন নাই কিন্তু নিরন্থানে তিনি সেবার আলোকে সমস্ত দুঃস্থ, দুর্গত ও দরিদ্র রোগীদের ভরসার আলোক ছিলেন।

আমরা তার স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।

—•—

অনাহারে মৃত্যু

আমি শ্রীজ্যোতি কালিন্দী সাং অর্জ্জুনজোড়া জেলা পুরুলিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার পিতা ৺রাখাল কালিন্দী গত ১১-১০-৭৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, আমি অত্যন্ত দরিদ্র লোক। আমার পরিবারের লোক সংখ্যা মোট ১৩ জন। আমি কয়েক দিন যাবৎ পরিবারবর্গের খাদ্যের কোনরূপ সংস্থান না করিতে পারায় তিনি অনাহারে মারা যান। উপস্থিত কোন প্রকারের সরকারী সাহায্য পাই নাই বা কাজেরও কোন প্রকারের সংস্থান নাই।—শ্রীজ্যোতি কালিন্দী সাং অর্জ্জুনজোড়া। তাং—১১-১০-৭৩।

—•—

বন বনাম পশু—মন্ত্রী মশাই অবহিত হোন

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য, মৃগদাব ইত্যাদি তৈরী করছেন তখন পুরুলিয়া জেলার কোথাও কোথাও বনবিভাগের কয়েকজন ফরেষ্ট গার্ডের অত্যাচারে গৃহপালিত পশুকুল উৎসন্নে যেতে চলেছে—গরীব গ্রাম্যচাষীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে চলেছে ফরেষ্ট গার্ডের জুলুমের চাহিদা মেটাতে।

কংসাবতী ভূমি সংরক্ষণ ২নং ডিভিসনের বিন্দুডি ক্যাম্পের অধীনে সৌরাঙ্গ-কনাপাডা অঞ্চলে গ্রামের গা ঘেঁসে জঙ্গল সৃষ্টি হচ্ছে। কোন বেড়ার বালাই নেই। ট্রেঞ্চ এমনভাবে কাটা হয়েছে যে বলা চলে তিনি আছেন ও বটে, তিনি নাইও বটে। অর্থাৎ গবাদি পশু অনায়াসে এই বাধা অতিক্রম করে যায়। গ্রামের গা ঘেঁসে জঙ্গলসীমা থাকায় এবং মাঠে ফসল থাকায় মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গাটুকুই চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখন বছরের অধিকাংশ সময় চাষাবাদ হওয়ায় গরু-কাড়া চরানোর সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। গরীব চাষীদের ক্ষমতা নেই গরুকাড়াকে বাড়ীতে রেখে খাওয়ানোর। এই অবস্থায় ফরেষ্টগার্ড জঙ্গলসীমার ধারেপাশেও গবাদি পশু পেলে আটক করছে এবং পশুপিছু মর্জিমাফিক ২॥ টাকা থেকে ৭॥ টাকা পর্য্যন্ত বিনারসিদেই আদায় করছে।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য এই যে জঙ্গলের ভেতরের চারাগাছও এত বড় হয়ে গেছে যে গরু কাড়ায় খেতেও পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। অথচ ফরেষ্ট গার্ড পয়সার জন্য জঙ্গলের বাইরে থেকেও গরুকাড়া ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের অর্থ-নৈতিক জীবনে জঙ্গলের প্রয়োজন যেমন আছে, গৃহপালিত পশুর প্রয়োজনও তেমনি আছে। একটি যেন অপরটিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সেটা দেখা দরকার। গৃহপালিত পশুর সংরক্ষণ না হলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আরও বেশী অসম্ভব হবে। আশা করি রাজ্যের বিভাগীয় মন্ত্রী এ ব্যাপারে অবহিত হবেন।

—•—

নেপালে নির্দ্দলীয় পঞ্চায়েত শাসন

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র ১২ই অক্টোবর থেকে ৮ দিন ধরে ভারত সরকারের অতিথিরূপে ভারত সফর করেছেন। সঙ্গে তার স্ত্রী নেপালের রাণীও ছিলেন।

ভারতবর্ষে রওয়ানা হবার পূর্বে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গে নেপালের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেন যে—নেপালে পার্টি সিষ্টেম অর্থাৎ রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করার পরে দেখা গেল যে এই ব্যবস্থাটা একেবারেই সেখানে কাজ করে না। দলগুলি একদল অন্যদলের সঙ্গে লড়াই করবে এবং তারা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখবে।

নেপালে এর একটা পরিবর্ত্ত ব্যবস্থার দরকার ছিল। নির্দ্দলীয় পঞ্চায়েতই হল তার বদলে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। নেপালের রাজা বললেন—অবশ্যই এই ব্যবস্থার শতকরা ১০০ ভাগই যে সফল হয়েছে সেই দাবী করিনা তবে এটা সেখানে ভাল কাজ করছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিবর্তন দরকার। শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে—এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও গড়তে হবে।

—•—

আসামে চালের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত হল

গত ১লা নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে আসাম সরকার চালের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে সরকারীভাবে অনুষ্ঠানাদি করা হল। গৌহাটিতে পাইকারী ক্রেতা সমবায় সংস্থা থেকে এক কুইন্টাল চাল কিনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎ সিংহ এই রাষ্ট্রায়ত্ত করণের উদ্বোধন করেন। তার ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে—রাজ্যের সাধারণ মানুষকে এর ফলে ন্যায্যমূল্যে চাল দেওয়া সম্ভব হবে।

আসামে এই ব্যবসায়ে যে ৬৬০ জন চালের পাইকার আছে—তাদের স্থান গ্রহণ করবে নবগঠিত সমবায় সংস্থাগুলি। এগুলি কাজ করবে খাদ্য করর্পোরেশন এবং আসাম অ্যাপেকস মারকেটিং সোসাইটির [সরকারী] হয়ে। শেষোক্ত সংস্থাটির হাতে রাজ্যে চাল সংগ্রহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য থেকে চাল পাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আসামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের—রাজ্যের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আসাম জনসংঘ সরকারের চালের ব্যবসা অধিগ্রহণের নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছেন।

—•—

আসামে সহকারী আই, জি গ্রেফতার

পুলিশ বিভাগে কনেষ্টবল থেকে আরম্ভ করে আরও উচ্চ-উচ্চ পর্য্যায়ের অফিসাররা যেমন দারোগা, ইন্সপেক্টার মহাশয়দের মধ্যে ঘুষ নেননি বা ঘুষ নেননা এমন কেউ আছে কিনা বলা মুস্কিল। ডি,এস পি-দের মধ্যে দু চার জন থাকতে পারেন এবং ডি, আই, জি-দের মধ্যে না নেওয়ার সংখ্যাটা হয় তো বেশী। এদিক দিয়ে জিলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের মধ্যে সরাসরি ঘুষ নেন এমন পুলিশ সাহেবের সংখ্যা দারোগা, ইন্সপেক্টারদের তুলনায় আনুপাতিক হার অবশ্যই কম। তা হলেও একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। কিন্তু এসব সত্বেও পুলিশের আই, জি, অথবা সহকারী আই, জির, ঘুষের দায়ে গ্রেপ্তার একটা বিশেষ সংবাদ সন্দেহ নেই।

আসামের গৌহাটি থেকে ২রা নভেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে আসামের সহকারী ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ শ্রীরবীন ফুকানকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১লা তারিখে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাকে হাজির করা হয়েছিল এবং তিনি জামিনে মুক্তি পান।

এই সহকারী আই, জির বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে আরও কয়েক দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর করা ৫০টি ১০০ টাকার নোট এর কাছে পাওয়া যায়—অর্থাৎ তিনি কারো কাছ থেকে ৫০০০ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন বলে—বলা যেতে পারে।

আসামে চালের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করে আসামের রাজ্য সীমান্তগুলি একেবারে সিল করে বন্ধ করা হয়েছে। রাজ্যের আই, জি, সহকারী আই, জিরাই চোরাই চালান যাতে না হয় তার জন্য পুলিশি ব্যবস্থার জন্য দায়ী। আই, জি, তিনি সহকারীই হোন বা খোদ আসলই হোন তিনি যদি ঘুষ নেন তবে—যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করার কাজ সম্পূর্ণরূপেই বলা যেতে পারে পুলিশের উপর নির্ভরশীল—সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য যেমন অন্যান্য ব্যাপারে হয়েছে ও হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার খাদ্য নীতিকে সফল করার জন্য জিলার কর্ডনিং বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্জিলা বা অন্তর্রাজ্য চাল গমের চোরাই চালান বন্ধ করার জন্য খুবই কড়া পুলিশী ব্যবস্থা নাকি করা হয়েছে। কিন্তু নম্বরি ১০০ টাকার নোট এত বেশী ছাপা হয়েছে যে চাল গমের চোরাই চালানকারীরা সেগুলি পুলিশকে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে খরচ করার সার্থকতা পাননা। এই সব ধরাধরি গুলি সম্পূর্ণতঃ পুলিশ বিভাগেরই পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে।

'মুক্তি প্রেসের' মুদ্রণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মুক্তি প্রেসে যা ছাপানো হয়—তার প্রেস কপি অথবা মূলকপি (Original manuscript) ছয় মাসের বেশী রাখা হয় না। নষ্ট করে ফেলা হয়। কারণ তা রাখা সম্ভব হয় না। সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ইহা নিবেদিত হল।

ম্যানেজার
মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

মুক্তিতে প্রকাশিত বিষয়ের মূলকপি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

'মুক্তিতে প্রকাশিত লেখা, প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রের মূলকপি (Original Copy) ছয় মাসের বেশী রাখা হয় না। নষ্ট করে ফেলা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হল।

ম্যানেজার
'মুক্তি' সাপ্তাহিক, পুরুলিয়া।

কর্ম্মখালি

নবকুষ্ঠ নিবাসের জন্য একজন করণিক (ক্লার্ক) প্রয়োজন। প্রার্থীকে কমপক্ষে স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ হইতে হইবে। টাইপ রাইটিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ন্যূনপক্ষে মিনিটে ত্রিশটি শব্দ টাইপ করিতে সক্ষম হওয়া চাই। কোন সরকারী বা বেসরকারী অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। প্রার্থী যদি সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হন তাহা হইলেও দরখাস্ত করিতে পারেন তবে তাঁহাকেও উপরোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে। প্রার্থীগণকে সামান্য লিখিত ও টাইপ রাইটিং এর পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। নির্বাচিত প্রার্থী প্রথমে প্রবেশনার থাকিবেন। পরে কাজ সন্তোষজনক হইলে ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবেন। পরীক্ষা অন্তে ইনটারভিউ করা হইবে। পরীক্ষা ও ইণ্টারভিউএর জন্য কোনও রাহা খরচ দেওয়া হইবে না। ঐ সময়ে নিজের মূল সার্টিফিকেটগুলি লইয়া আসিবেন। বেতন মাসিক ১০০৲—২·৫০—১৫০৲ ইহা ছাড়া মঞ্জুরীকৃত ভাতা পাইবেন। সাব এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হইলে ১০০৲ টাকা বিশেষ ভাতা পাইবেন। আগামী ২৪/১১/৭৩ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করিবেন।

সেক্রেটারী
নবকুষ্ঠ নিবাস
গ্রাম—বলরামপুর, পোঃ—চাকিরবন
জেলা—পুরুলিয়া।

ADVERTISEMENT

Divisional Forest Officer, Purulia Division will offer for sale by Public Auction the timber and firewood coupes of 1973-74 on and from November 19, 1973 beginning daily at 9 A. M. at the Divisional forest Office, Purulia Forest (Missson Road, Purulia). The approved conditions of sale and the schedule of lots may be seen by the intending bidders at the aforesaid office during office hours on any working days.

—•— শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। —

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা } সোমবার, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৩ ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৮০ { বার্ষিক ৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

পথের দাবী

ডাক্তার ভারতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখবেনা কবি?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখচিনে। আপনার সে কথা আমি অনেক ভেবে দেখেচি। এবং এ উপদেশও কখনো ভুলবোনা যে, আইডিয়ার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, তাই হোয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ অকল্যাণের ভার সমর্পন করতে হবে।

—শরৎচন্দ্র

খাদ্য সমাধানে অভিনব নব-কংগ্রেসী অভিযান

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

প্রথম অধ্যায়

নব কংগ্রেসের এত অবদান তবু দেশের লোক ভুল বুঝছে?

দেশের ভগ্নপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনের নিদারুণ ধাক্কায় অত্যন্ত জর্জ্জরিত অবস্থার মধ্যেও, যখন বক্তৃতামঞ্চের সুউচ্চ শিখরচূড়া থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অথবা যুবনেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রভৃতির মত নেতাদের বক্তৃতা দিতে শুনি, তখন সাধারণ মানুষ আমরা ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হ'য়ে পড়ি। উদাত্তকণ্ঠে তাঁরা বুঝিয়ে দেন যে, নবকংগ্রেসের অত্যন্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন জন-শাসন চলা সত্বেও এবং নব কংগ্রেসের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জনগণের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মাতব্বরসমূহ থাকা সত্বেও, কী ভাবে আজ কংগ্রেস-বিরোধীদের চক্রান্তে, প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে দেশের এই হাল হচ্ছে। এর জন্য নব কংগ্রেসের শাসন মোটেই দায়ী নয়!

দেশের লোক সুশাসনেই আছে—তবে কতকগুলো পাজী লোক জনমনে মিথ্যে ধারণা ঢোকাচ্ছে

নেতাদের মধুর বাণী শোনা সত্বেও, দেশের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শোষিত, লাঞ্ছিত অকৃতজ্ঞ দরিদ্রেরা যখন ধুঁকতে ধুঁকতে এসে অন্নপূর্ণাস্বরূপা শ্রীমতী ইন্দিরার পায়ে, কার্ত্তিকেয় স্বরূপ শ্রীমান সিদ্ধার্থশঙ্করের পায়ে কেঁদে পড়েন যে, আপনাদের সুদীর্ঘ সুশাসনেও কেন আমাদের এই অসহনীয় দুর্গতি হোল—তা বুঝে দেখুন এবং তার প্রতিকার করুন। তখন অন্নপূর্ণা এবং কার্ত্তিক, গণেশ সবাই সমস্বরে বলে ওঠেন যে, "যা ধারণা করছ তা কিছুই সত্য নয়, সব মায়া—তোমরা বেশ সুখেই আছ—ঐ বিরোধী বদমায়েস গুলো তোমাদের মাথায় কতকগুলো অলীক ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে।" এতে অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক, গণেশ সবাই রক্তচক্ষু ক'রে বিরোধীদের শাসাতে থাকেন যে, এখনো পেজোমি করছ? তোমাদের অসংখ্য পাজীকে অহিংসভাবে গুম্ ক'রে দিয়েছি—তাও শিক্ষা হয়নি? দাড়াও আরো দেখাচ্ছি।"

যেটুকু অসুবিধে আছে—এবারে 'ত্রিবিধ পন্থায়' সব তা ঠিক হয়ে যাবে

তারপর তাঁরা জাতির উদ্দেশ্যে মহান বাণী ঘোষণা করেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল বা বিরোধী বামপন্থী বা বিশ্ব সংকট প্রভৃতি কোনো কিছুর জন্যই আর ভাবতে হবে না। তাঁরা জনগণকে 'মুক্তি' দেবার জন্য এমন 'ত্রিবিধ পন্থা' অনুসরণ করছেন যে, এইবারে কয়েকদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই 'ত্রিবিধ পন্থা' হচ্ছে এই :— (১) জনগণ আর শোষিত হবেনা—কাজ পাবে, ন্যায্য দর ন্যায্য মজুরী পাবে। (২) চোরাবাজার মুনাফাখোরদের একেবারে বিলোপ সাধন হবে। (৩) প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সমবণ্টন হবে। আর জনগণ কী চাও?

ধান চালের মরসুমে এই ত্রিবিধ পন্থার প্রয়োগ কীভাবে হয়—সবুর করুন দেখুন

নেতারা জানালেন—তাঁদের এই 'ত্রিবিধ পন্থা' কীভাবে সাক্ষাৎ বাস্তবে কার্য্যকরী হবে—তা' এই ধানের মরসুমেই দেশের লোক দেখতে পাবেন। ধান চাল জাতির মূলখাদ্য। দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জীবিকার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। জাতির মহান খাদ্য সরবরাহের প্রশ্ন এর মধ্যে নিহিত। সুতরাং এই প্রোগ্রামেই দেশের মনুষ নব-কংগ্রেসের যোগ্যতা, সততা ও কেরামতী বুঝতে পারবেন। একটু অপেক্ষাই করুন।

এই 'ত্রিবিধ পন্থার' বাইরের রূপ

ধান চালের মরশুমে তাঁদের 'ত্রিবিধ পন্থার' সার্থক প্রয়োগ কী ভাবে হবে নব কংগ্রেসী নেতারা তাও দেশকে জানালেন। (১) দেশের চাষীরা যাতে ন্যায্য দর পায় মানব দরদী নব কংগ্রেসের নেতারা তার জন্য গতবারের চেয়ে ধানের দর বেশী বেঁধে দিলেন। (২) ধান চালের মজুতদার মুনাফাখোরেরা যাতে মুনাফা না করতে পারে—তার জন্য কর্ডন প্রভৃতি জারী করা হোল। (৩) আর ধান চাল মজুত হ'লে সমবন্টন তো হবেই। সুতরাং সরকারী ভাঁড়ার পূর্ণ করার জন্য দেশের লোক এখন লেগে পড়ো।

আতঙ্কিত নবকংগ্রেসী এম,পি—এম,এল, এদের প্রতি আশ্বাসবাণী

কংগ্রেসের এই মহান ঘোষণায় কংগ্রেসী এম, পি—এম, এল, এরা ইন্দিরাজীর কাছে, মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে কেঁদে পড়লেন যে তবে আমাদের কী হবে? আমাদের ঠেলায় দেশের লোক তো অস্থির—ভালবাসায় ভোট কেউ দেবে না। আগামী ভোটে আবার টাকার খেলায় মাথা ঘুরিয়ে দিতে হবে। মজুতদার চোরাবাজারীরা খতম হ'লে আমাদের রসদ জোগাবে কে? নেতারা অভয় দিয়ে বললেন—তোমরা নেহাৎ বোকা। দেখছ না, ঐ সব লোকগুলোর মাধ্যমেই তো আমরা খাদ্য সংগ্রহের প্রোগ্রাম রেখেছি—দেশের সেই যত দুষ্টব্রণ স্বরূপ ডি, পি এজেন্ট এবং মিল মালিকেরাই তো সংগ্রহ করবে। তা ছাড়া, মূল্য নির্দ্ধারণ, কর্ডনীং প্রভৃতির কী খেলা চলবে, তা' যে কোনো একটা ব্লক অভিযানেই দেখতে পাবে। মা বরদাত্রী স্বয়ং আশীর্ব্বাদ দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রাম অনুমোদন করেছেন। নবকংগ্রেসের আত্মরক্ষার লড়াইয়ে মা স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করবেন। ভয় কি? সাঙ্গোপাঙ্গ আশ্বস্ত হলেন।

ওদেরই হাতে তামাক খেয়ে ওদেরই কেমন বোকা বানাই দেখো

সাধারণ মানুষেরাও আবার নেতাদের কাছে কেঁদে পড়লেন। জনগণ আতঙ্কিত হ'য়ে বললেন—সেইসব পুরোণো অর্থগৃধ্নু ঘুঘুদের দিয়ে সংগ্রহ হবে, সেই পুরোনো ধনুর্দ্ধর পুলিসগুলোকে দিয়ে কর্ডনীং হবে—এ সব ব্যাপারে জনগণেরও কোনো যোগ বা হাত থাকবেনা—তাতে সব প্রোগ্রাম বানচাল হবে যে। তাতে নেতারা বিরক্ত হ'য়ে বললেন—তোমরা আমাদের এলেম জানো না। আমরা দেখিয়ে দোব যে, ঐ সব অর্থগৃধ্নু ঘুঘুদের হাতেই তামাক খেয়ে কী ভাবে ওদের বোকা বানিয়ে দেওয়া যায়! সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন যে, কী ওঁদের এলেম! আর এহেন মহান নেতাদের তো আর অবিশ্বাস করা যায় না!

চাষীরা বললেন আমাদের পেট কেটে মজুতদারকে কেন বাড়াচ্ছ

গরীব চাষীরা নেতাদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন যে, বাজারে সমস্ত জিনিষের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়ছে সরকার নিজেও অন্য অনেকের মুনাফা বাড়াবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। চাষীর ধান চাল যা মজুতদারদের

ঘরে ঘরে জমা হয়েছে—তার দাম অত্যন্ত বেশী—তবে কেন আমাদের ধানের দাম অত কম ধার্য্য করলেন ? আমাদের কাছে ৭০্ টাকা কুইন্টাল ধান কিনে মজুতদারেরা এক কিলো চাল ৫্ টাকায় বিক্রি করবে। তবে আমরাই কেন সেই দামটা পাবো না ?

সরকারী সংগ্রহের পয়তাড়া হবে কিন্তু রেশনে সপ্তাহে মাথাপিছু সেই ১০০ গ্রামই মিলবে

নেতারা বললেন—চাল তো গরীব দুঃখী সকলকে কিনতে হয়—বেশী দাম হলে তারা বাঁচবে কী ক'রে। তোমাদের কম দর দিচ্ছি. কারণ সাধারণ মানুষকে কন্ট্রোলে ন্যায্য মূল্যে আমাদের চাল দিতে হবে। চাষীরা বলল—কন্ট্রোল থাকলেও, আপনারা তো ধান সংগ্রহ করতে পারবেন না। চোরাবাজারের মালিকেরাই রাস্তা করে নেবে। আর তারপর তারা ৫্ টাকা কিলোয় চাল দেবে, আর আপনারা সর্ব্বাত্মক কন্ট্রোলের পরিকল্পনা ঘোষণা করেও তো শেষে জনসাধারণকে সপ্তাহে মাথা পিছু ১০০ গ্রাম চাল দেবেন। আর বিশ্ব সংকটের দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়াবেন। তবে মিছিমিছি আমাদের ক্ষতি করছেন কেন। আমাদের ছেড়ে দিন—খোলা বাজারে আমরা কী পাই দেখব।

গরীবদের জন্য যদি ধান নিয়ন্ত্রণ করছ—তবে কাপড়, কয়লা, তেল, কেরাসিন প্রভৃতিতে যথার্থ নিয়ন্ত্রণ নেই কেন

চাষীরা নেতাদের আরো বললেন যে, গরীব মানুষদের শুধু ধান চালই দরকার হয় না। কাপড়, তেল, কেরাসিন, কয়লা প্রভৃতি নানা জিনিষ যা সব গরীবেরই প্রয়োজন—সে সবের দাম আজ আগুন কেন ? তাতে আজ আপনারা নীরব কেন ? তাতে কন্ট্রোলের রাশ নেই কেন। আপনারাই নিজেরা দাম বাড়াচ্ছেন—আর আমাদের মারতে চান। কন্ট্রোল যদি করবেন—তবে সমগ্র কন্ট্রোল করুন। আপনাদের শক্তি ও সততার পরিচয় হোক। চাষীদের এই কথার জবাব নেতারা দিলেন না। বললেন—তোমরা এ সব বুঝবে না। আমরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এসব করছি।

এখন দেখুন জাতির বৃহত্তর স্বার্থের ব্যাপারটা কী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কংগ্রেসের মহান খাদ্য সমস্যা সমাধানের পটভূমিকা বা ক্ষেত্র প্রস্তুতির কথা প্রথম অধ্যায়ে শুনলেন। এখন এর সার্থক (!) প্রয়োগ কী ভাবে রূপ নিতে যাচ্ছে—তারই গূঢ় রহস্য এবারে শুনুন। মহান ঘোষণাটা হচ্ছে—(১) চাষীরা যাতে নির্দ্ধারিত বর্দ্ধিত মূল্যটা পান ; (২) মজুতদার চোরাবাজারীরা যাতে কোনঠাসা হন এবং (৩) জনসাধারণ যাতে ন্যায্য দরে ঠিকমতো খাদ্যশস্য পান। এই যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত খাদ্য শস্যের ত্রিবিধ কর্মধারা—তা' এক ঢিলে কীভাবে তিনটিই কুপোকাৎ হ'তে পারে --তার অভিনব কলাকৌশল নবকংগ্রেসী মস্তিষ্ক থেকেই বের করা হয়েছে। এর প্রয়োগের একটা নমুনা যা আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি—তা দেখলেই আপনারা নব-কংগ্রেসী মস্তিষ্কের তারিফ করতে বাধ্য হবেন।

দুদিকের একদিক : দায়িত্ববোধ ও সততাসম্পন্ন সরকারের কর্ম্মধারা কি হওয়া উচিত

কর্মধারা প্রয়োগের বিবরণটা দেওয়ার আগে এ সম্পর্কে আর কয়েকটা কথা বলে নিই। কোটি কোটি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত যে ব্যাপার—সেই ব্যাপার বিষয়ে কোনো কর্মধারা যদি কোনো দায়িত্ববোধসম্পন্ন সরকার গ্রহণ করেন—তবে সেই সততাসম্পন্ন সরকার নিজ কর্মধারা বিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জনগণের সামনে তুলে ধরেন—ব্যাপক এবং বহুল প্রচার করেন। যাতে সংশ্লিষ্ট সকলেই ব্যাপারটা ভালভাবে জানতে পারেন এবং যাতে এ সম্পর্কে জাগ্রত জনগণ সব রকমে সহযোগিতা দিয়ে কর্মধারাকে সফল ক'রে তুলতে পারেন। নিজ কর্মধারা বিষয়ে সরকারের দায়িত্ববোধ ও সততা থাকলে এ তাঁরা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার এ সম্পর্কে যা করলেন—তার পরিচয়ের মধ্যে বুঝুন—এ বিষয়ে তাঁরা কত দায়িত্ববোধসম্পন্ন ও সততাসম্পন্ন।

দুদিকের অন্যদিক—দায়িত্ববোধহীন ও সততাহীন সরকারের কর্ম্মধারা কী হয়

এবারে দেখুন—আমাদের স্বাধীন ভারতের নব কংগ্রেসী শাসনের দায়িত্ববোধ ও সততার রূপ—জনগণের এই মহান খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে। চাষীরা যাতে ধান চালের ভাল মূল্য পায়—সেজন্য সরকার বর্দ্ধিত মূল্য ঘোষণা করলেন। খবরের কাগজেই প্রকাশিত হোল। অগণিত কোটি কোটি চাষীর কাছে খবরটা পৌঁছলোনা। সরকার সারা দেশের ব্লক মারফত, থানা মারফত, প্রচার বিভাগ মারফত, সরকারী অগণিত হাকিম হুকুম, পাইক, পেয়াদা মারফত, লক্ষ লক্ষ প্রচার পত্র মারফত দেশের প্রত্যেক চাষীকে সচেতন ক'রে দিতে পারতেন যে, তোমরা এই বর্দ্ধিত দর পাবে—তোমাদের ধান নেবার জন্য আমার অমুক অমুক এজেন্টরা অমুক অমুক জায়গায় মোতায়েন রয়েছে—এই মুহূর্ত্তেই যদি বিক্রি করতে চাও ধান চাল নিয়ে এসো। ধান চাল বিক্রি করলে রসিদ পাবে। তোমার কোনো ক্ষতি যাতে না হয়—আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু কোথায় ? সব চুপ চাপ !

এই নীরবতার গভীর অর্থ ছিল—যা ক্রমশঃ প্রকাশিত হোল

সরকার জনগণকে জাগ্রত করার বা ঐ ভাবে ধান সংগ্রহ করার কোনো ব্যবস্থাই করলেন না—খবরের কাগজে কেবল বাণী ছেড়েই চুপ করে বসে রইলেন। এই নীরবতার একটা গভীর অর্থ ছিল। সরকার জানেন, দিকে দিকে চাষীর ঘরে ধান উঠে গেছে। আর্থিক অনটনে বিপর্য্যস্ত চাষী নানা ঋণের দায় চোকাতে এখুনি ধান বিক্রিতে লেগে যাবে—সরকার ভালভাবেই জানেন। এবং এই অবস্থায় সব ব্যাপার চাষীর জানা না থাকলে, মতলববাজ মুনাফাখোরদের হাতে তাদের যে পড়তে হবে—সরকার তাও জানেন।

মাঝি ভাইরা ইঁদুর মারা ও ধান সংগ্রহের পদ্ধতি যেমন অনুসরণ করেন সেই অনুযায়ী কাজ সুরু হল

থানা কর্ডনিং হোল কি হোল না জেলা কর্ডনিং বিষয়ে কত দূর কী ব্যাপার জনসাধারণকে কিছুই জানানো হোল না। ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের মহা মহা প্রচার বিভাগ, বা জেলার ডি, সি,—এস, ডি ও, এস, পি অথবা জেলা প্রচার বিভাগ কেউই জনগণকে কোনো কিছু জানালেন না। সব নীরবে থাকলেন। আর অন্য দিকে বে-সরকারী ভাবে ইঁদুর মারার সব ব্যবস্থা হোল। হয়তো অনেকে দেখেছেন—ধান ক্ষেতের ইঁদুর গর্ত থেকে মাঝি ভাইদের ইঁদুর ধরার কৌশল ও তাদের গর্ত্তের ধান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা। তারা গর্ত্তে ধোঁয়া দিতে থাকে—আর চারদিকে লাঠির পাহারা রাখে। ধোঁয়ার চোটে ইঁদুরেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে সব লাঠীর ডগায় প্রাণ দেয়। আর গর্ত্তের ধান লাঠীয়ালদের কবলে গিয়ে পড়ে। একদিকে খাদ্য ব্যবস্থার মহান ঘোষণা হল আর দিকে দিকে ইঁদুর ধরার পদ্ধতি শুরু হোল। সেই পদ্ধতি কেমনভাবে অনুসৃত হোল তার একটা নমুনা থেকেই বুঝতে পারবেন এঁদের মহান ঘোষণা সমূহের দৌড় কী।

মানবাজারের এক অদ্ভুত ঘটনা : শাসনের প্রচ্ছন্ন নির্দ্দেশ না থাকলে এহেন কাজ সম্ভব নয়

নমুনাস্বরূপ মানবাজার ব্লকের এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলি। একটা স্বাধীন দেশে প্রকাশ্য ভাবে এই ব্যাপার চলতে পারে ভাবাই যায় না। এর পিছনে সমগ্র শাসনের প্রচ্ছন্ন নির্দ্দেশ না থাকলে দারোগা পুলিসের এতবড় দুঃসাহস হতে পারেনা বা এইভাবে মজুতদারের স্বার্থে নগ্ন বে আইনী প্রকাশ্য জুলুম ঘটতে পারেনা—আমাদের মনে হয়। সাংঘাতিক ঘটনাটি এই।

বেআইনী জবলা ক্যাম্প : ধান সংগ্রহের এক অভাবনীয় কৌশল

১লা নভেম্বর হয়ে গেল। ধান ঘাড়ে নিয়ে মানবাজারের চাষীরা বিক্রি করতে ছুটোছুটি করতে লাগল। মানবাজারের সরকারী এজেন্টরা গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন। সরকারী খরিদরূপে কোনো খরিদও শুরু হল না। সরকারী খরিদের রসিদ বইও লুকোনো রইল। মানবাজার ব্লক সীমান্তে জবলায় দারোগাবাবু (ও সি) ক্যাম্প লাগিয়ে পুলিস বাহিনী নিয়ে পাহারা দিতে লাগলেন। থানার বাইরে কোথাও ধান চাল গম যেতে পাবে না। এ দিকে চাষীদের ধান চাল বিক্রি করতেই হবে। উপায় নেই। সীমাবদ্ধ বাজারে যাকে হোক, যে দরে হোক বিক্রি করে যেতে হবে। মানবাজারের ব্যবসায়ীরা বিনা রসিদে চলতি বাজারের দরের চেয়ে কম দরে ধান কিনে কিনে মজুত করতে লাগলেন। রসিদ দিলে সরকারী সংগ্রহের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। সেটা রেশনে যাবে। না দিলে, চোরাবাজারে বিক্রির

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৮০, সোমবার

পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ

কিছুদিন পূর্বেকার সংবাদ--সাম্প্রতিকও বলা যেতে পারে—কলিকাতার কাছে কামারহাটিতে এক মদের দোকানে ঢুকে কয়েকটি নওজোয়ান মদ খায়। তাদের মদ্যপানের শেষে যখন তাদের কাছে দাম চাওয়া হয় তখন তারা দাম দিতে অস্বীকার করে। এই নিয়ে কিছু বচসা হলে—সঙ্গে সঙ্গেই নওজোয়ানদের ক্রোধ হয়--তাদের পাইপগান বের করে তারা গুলি চালায়। ফলে একজন মহিলা ও তিনজন লোক সেখানেই মারা যায়। সেই অঞ্চলে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ আসে কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা হয়।

ধানবাদের কাছে কিছু নওজোয়ান এক চলতি ট্রাককে আটকায়—বলে যে তাদের দূরে একটা জায়গায় বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে হবে। ট্রাক ড্রাইভার ও তার সঙ্গী অস্বীকার করলে পরে ঐ ট্রাকটিকে ইউনিভার্সিটির হাতার মধ্যে ঢোকান হয় এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শেষ করা হয়।

দুটি দুরকমের ঘটনা। মদ্যপায়ীরা সমাজবিরোধী হতে পারে—বর্ত্তমানে হয়তো কোন রাজনৈতিক দলের পাশপোর্ট পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে—তবে কোন শাসক দলের ফারমান পেলেই এরা এরকম বেপরোয়া হতে পারে। এবং পুলিশও কি করবে ঠিক করতে পারছেনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছাত্র সম্পর্কিত। তারজন্য এটার আর এক দিক দিয়ে গুরুত্ব আছে।

এই রকম ব্যাপার একটা দেশে তখনই চলতে পারে যখন শাসন ব্যবস্থা ভগ্নপ্রায় হয় এবং যে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতা দখল করে বসে আছেন তারা যখন সমগ্রভাবে এই সমস্ত উপাদানকে কাজে ব্যবহার করেন বা এরা যাতে সক্রিয় বিরোধীতা না করে তারজন্য নিষ্ক্রিয় থাকেন।

আমরা অতি সামান্য দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলেও এই দুটি ঘটনাই একটা ব্যাপক পরিস্থিতির সূচনা দেয়। সেই পরিস্থিতি হচ্ছে দুষ্টের অভ্যুত্থান। এবং ন্যায়ের যুক্তিতে এর পরের অবস্থা হচ্ছে দেশে দুষ্টের বিনাশের জন্য কল্কি অবতার। এটা অতি বাস্তব সত্য।

ভারত পরিক্রমা

আসুন একবার গোটা ভারতবর্ষটা ঘুরে দেখা যাক কতকগুলি প্রধান প্রধান সমস্যার গতি প্রকৃতিটা কি। একটু জেনে রাখা ভাল।

অন্ন ও বস্ত্রের মধ্যে সর্বত্রই অন্নাভাব এবং বস্ত্র দুর্মূল্য। গবর্মেন্ট সস্তা দরে গরীবদের কিছু বস্ত্র দেবার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সেগুলি বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই লোপাট হয়ে যাচ্ছে—কোথাও কম কোথাও বেশী এই যা।

কতকগুলি রাজনৈতিক ব্যাপার ইদানীং নানা দিকে খুবই জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছিল। কাশ্মীরে কিছু ছাত্র কতকগুলি অজুহাত সৃষ্টি করে দস্তুরমতো দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। তাদের 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতেই তাদের মতলব পরিষ্কার ধরা পড়ল কিন্তু তাদের সম্বন্ধে প্রথমেই কঠোর ব্যবস্থা নিলে ভাল হত। এরা বোঝেন তবে দেরীতে বোঝেন।

অন্ধ্র—অন্ধ্রের ব্যাপারটা আপাততঃ মিটেই গেল বলে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ অন্ধ্র ভাগ না করে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা কতকগুলি ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সম্প্রতি বিশাল অন্ধ্রকে আর ভাগ করলেন না। সকলেই এখন শ্রীমতী গান্ধীরই অনুবর্তী হয়ে রইলেন—তিনি যা করেন। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনরসিংহ রাওকে নেতৃত্ব পদে না রেখে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড আর একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান। শ্রীরাওএর পিছনে কংগ্রেসীদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন থাকলেও—হাই কমাণ্ড বলছেন যে—নতুন নেতা নির্বাচনের মান কেবল সংখ্যা গরিষ্ঠতাই নয়—দুই অঞ্চলের (অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা) লোকদের গ্রহণযোগ্য কিনা সেটাই বড় কথা।

উত্তর প্রদেশ—উত্তর প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী ঢেলে সাজা হল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলা ত্রিপাঠী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জাহাজ এবং পরিবহন দপ্তরের ভার নিয়ে এলেন। যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীবহুগুণা পদত্যাগ করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। উত্তর প্রদেশের স্থগিত বিধান সভা চালু হয়ে গেল।

দিল্লী ও পশ্চিমবাংলা

খাদ্য পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এই দুই জায়গা থেকেই--যা হোক সক্রিয় প্রতিবাদ করা হচ্ছে। জনসংঘের নেতৃত্বে দিল্লীতে বন্ধ করা হল ৬ই নবেম্বর আর সি, পি, এম এর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি বামপার্টি মিলে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ-এর ডাক দিয়েছে—১৭ই নবেম্বর এবং আইন অমান্য ১৫ই নবেম্বর। এই ১৫ই নবেম্বর আবার কংগ্রেসের নেতৃত্বে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে এটা বন্ধ বা হরতাল নয়। দিল্লীর ও পঃ বঙ্গের সংবাদটা নীচে দেওয়া হল—

পশ্চিমবঙ্গে—

১৫ নবেম্বর কংগ্রেসী কর্মবিরতির ডাক—বামপন্থীদের গণ-আইন অমান্য ঘোষণা। ১৭ নবেম্বর নয় বাম পার্টির-সর্বাত্মক বন্ধের আহ্বান।

১৫ নভেম্বর রাজ্যব্যাপী শিল্প সংস্থায় কর্মবিরতির ডাক। তার একদিন বাদেই ১৭ নভেম্বর প্রস্তাবিত বাংলা বন্ধ।

কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন কংগ্রেস ও সি পি আই প্রস্তাবিত তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা—আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি ও এইচ এম এস। বাংলা বন্ধ-এর ডাক সিটুসহ পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার এবং সমর্থক সি পি এম সহ ৯টি বাম দল।

১৫ নভেম্বর কর্মবিরতি কিন্তু হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘট নয়। ট্রেন ট্রাম বাস সহ সমস্ত যানবাহন চালু থাকবে। পরিবহন, রেল স্কুল কলেজ, দোকান, বাজার হাসপাতাল, আমবুলেন্স জল, দুধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জঞ্জাল সাফাই ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই কর্মবিরতির আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে।

১৭ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে হরতাল, ও বাংলা বন্ধএর প্রস্তাব। তবে বরাবরের মত কিছু অত্যাবশ্যকীয় সংস্থাকে বন্ধ আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অবশ্য ট্রেন, ট্রাম বাস দোকানপাট বাজারহাট স্কুলকলেজ অফিসকাছারি কলকারখানা সবই বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ১৫ নভেম্বর তিন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কর্মবিরতির দিন মহাকরণ অভিযানের কর্মসূচি রয়েছে ; তারসঙ্গে সেইদিনই নয় বাম দলের যৌথ উদ্যোগে গণ আইন অমান্য ও মহাকরণ অভিযানও হবে। সি পি এম সহ নয় বাম দলও কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ করে মহাকরণ অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। তবে আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি ও এইচ এম এস এর মহাকরণ অভিযানে আইন অমান্যের ব্যাপার নেই।

মঙ্গলবার ওই তিন সংস্থার জাতীয় পরিষদের বৈঠকে ১৫ নভেম্বর শিল্প সংস্থায় কর্মবিরতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠক শেষে নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন সি পি এম সহ নয় বাম দলের প্রস্তাবিত বাংলা বন্ধ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী তাই তাঁরা বন্ধ-এর বিরোধী।

শ্রীবিষ্ণু ব্যানার্জী (আই এন টি ইউ সি) মহম্মদ ইলিয়াস (এ আই টি ইউ সি) ও শ্রীমাখন চ্যাটার্জী (এইচ এম এস) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান তাঁদের দাবির মধ্যে রয়েছে ছাঁটাই রেশন পুনঃপ্রবর্তন ; তেল, কয়লা, কেরোসিন, কাপড় ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য অবিলম্বে হ্রাস ও সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ এবং মজুতদার, মুনাফাখোর ও চোরা কারবারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।

সি, পি, আই রাজ্য কর্ম পরিষদের পক্ষ থেকে এদিন ১৫ নবেম্বরের কর্মবিরতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে দলের কর্মী ও সমর্থকদের ওই কর্মসূচী সফল করে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে।

নয় পারটি আইন অমান্য করবেন

১লা নভেম্বর শহীদ মিনার ময়দানে নয় পারটি আয়োজিত জনসভায় সি, পি, আই (এম) নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন—সরকারি খাদ্য নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পনের নভেম্বর কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে। সেদিন বামপন্থী নেতারাও তাতে যোগ দেবেন। তিনি নিজেও আইন অমান্য করতে যাবেন। তার আগে ধার থেকে চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত জেলায় জেলায় অবস্থান ও আইন অমান্য আন্দোলন চলবে।

সতের তারিখ বাংলা বন্ধ হবে। এবং সেই সঙ্গে তাঁদের আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হবে। তারপর তাঁরা ফসল রক্ষার আন্দোলন শুরু করবেন।

নক্সাল গ্রেপ্তার

গত ১১।৯।৭১ তারিখে পুরুলিয়া জেলের প্রাচীর লঙ্ঘন করে পলাতক নক্সালী নেতা শ্রীবিশ্বনাথ দাস ওরফে সুকান্ত রায়কে পুলিশ গত ২রা নভেম্বর সাঁওতালডি রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করে। ঐ গ্রেপ্তারের পর পুলিশ গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে রঘুনাথপুরের এক হোটেলে নদীয়ার বিশিষ্ট নক্সালী নেতা শ্রীবীরেন দাসকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ রঘুনাথপুরে নক্সালীদের একটি সভায় যোগদান করার জন্য তিনি আসেন। শ্রীদাস গত ১৯৬৯ সাল থেকে পলাতক আছেন এবং শান্তিপুরে ৮টি হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য মামলার জন্য পুলিশ তাঁকে অনুসন্ধান করছিলো। স্থানীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সংবাদ অনুযায়ী এই গ্রেপ্তার সম্ভব হয় এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

চোরাই কয়লা উদ্ধার ঃ ফড়িয়া গ্রেপ্তার ঃ কড়া কর্ডনিং

আদ্রা-আসানসোল লাইনের কয়েকজন ফড়িয়া ও রেলে মাল পাচারকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তাদের মধ্যে ২ জনকে পুলিশ "মিশা"য় আটক করেছে।

ব্যাপক তদন্ত ও থানা তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ তুলিন রেল ষ্টেশন এবং ঝালদা ও কোটশিলার মধ্যে বহু স্থান থেকে প্রায় .২ হাজার মণ চোরাই কয়লা আটক করে। রেলের ওয়াগন থেকে ঐ কয়লা চুরি করা হয়েছিল বলে প্রকাশ। এই সূত্রে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশী তদন্তে জানা যায় যে রেলের কয়লা চুরীর ব্যাপারে প্রধানতঃ রেল কর্ম্মীরাই দায়ী।

খাদ্য সংগ্রহ অভিযানকে সফল করার জন্য পুলিশ কর্ডনিং ব্যবস্থা জোরদার করেছে। এই পর্য্যন্ত ৯০টি কর্ডনিং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে এবং ৬০ জন পুলিশ অফিসার, ১৫০ জন কনষ্টেবল ও ৪০০ এর অধিক হোমগার্ড ও এন-ভি-এফ নিয়োগ করা হয়েছে।

—০—

পুকুরের কীটনাশক ঔষধ মেশান বিষাক্ত জল খেয়ে ১৩ জন লোকের মৃত্যু

আসামের শিলচর থেকে গত ১৯শে অক্টোবরের এই সংবাদটি কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

পুকুরের জল খেয়ে ১৩ জনের মৃত্যু

পি, টি, আই (সংবাদী প্রতিষ্ঠান) জানাচ্ছেন যে—এখানে (শিলচরে) এই মর্মে এক সরকারী রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে কাছাড় জেলায় উধারবাঁধ ব্লকে শালগঙ্গা ও টিকাইপার অঞ্চলে একটি বড় পুষ্করিণীর জল খেয়ে ১৩ জন লোক মারা গেছে।

প্রকাশ যে মাছ ধরবার জন্য কতিপয় দুস্কৃতকারী পুকুরের জলে কীটনাশক ঔষধ—পেষ্টিসাইড মিশিয়ে জল বিষাক্ত করেছিল।

কাছারের সিভিল সার্জ্জন ঘটনাস্থলে গেছেন।

● ● ● ●

এই রকম ব্যাপারের অমানুষিকতা ও বর্ব্বরতা চিন্তার অতীত ও ক্ষমার অযোগ্য। এই পুরুলিয়া সহরেই সম্প্রতি কিছুদিনের মধ্যেই বুচাবাঁধ ও আরও দু একটি বাঁধে কীটনাশক বিষ ঔষধ মিশিয়ে জল বিষাক্ত করার ফলে রাশি রাশি মরা ও আধমরা মাছ বাঁধের জলে ভেসে ওঠে। লোকের মহোৎসব লেগে যায়। সেই সমস্ত বিষাক্ত মরা মাছ খেয়ে কার কি রোগ ব্যারাম শেষ পর্য্যন্ত হয়েছে জানা যায়নি বা সেই জল ব্যবহার করে কি হয়েছে তা জানা যায়নি—কারণ সাধারণতঃ ঐ সব পুকুরের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার হয়না। কিন্তু একটা বড় পুকুরের জল যে পরিমাণে বিষাক্ত হলে হাজার হাজার মাছ মারা যায় সেই মাছ এবং সেই জল ব্যবহার করলে মানুষের ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়—এবং তা সদ্য সদ্য প্রকাশ না পেলেও তার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই হয় এবং তার মূল কারণ ধরা পড়েনা। পুরুলিয়ার বাঁধের জলে এই যে কীটনাশক বিষ মিশিয়ে মাছ মারা, এ মাছ ধরবার জন্যই নয় এ হচ্ছে নিছক যারা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বাঁধ ডেকে নিয়েছেন—তার বা তাদের ক্ষতি করা। অত্যন্ত নীচ মনোবৃত্তি নিয়ে এক পক্ষ আর এক পক্ষের এইভাবে ক্ষতি করতে যেয়ে যে নির্বিচারে শত শত লোকের অকারণ স্বাস্থ্যের ক্ষতি এমন কি জীবন হানির পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করছেন—সেই গুরু অপরাধের জবাবদিহি নেই। যে বাঁধ ডেকেছে তার না হয় কয়েক হাজার টাকার ক্ষতিই হল—কিন্তু তার ক্ষতি করতে গিয়ে যে শত শত লোকের চরম ক্ষতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে এ বোধ যাদের নেই তারা মনুষ্যপদবাচ্য নয়। আমরা আশা করব যে এই সব দুস্কৃতকারীরা এরকম কাজ থেকে বিরত থাকবেন। এ কাজ যারা করছেন তার এর চেয়েও বেশী ক্ষতি করতে পারেন এই ভাবে যে প্রতিপক্ষের বাড়ীর সামনে গাছের ডালে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে—প্রতিপক্ষকে পূর্ব থেকে ষড়যন্ত্রে খুন করার দায়ে ফেলা।

—০—

খাদ্যদ্রব্যের বাড়তি দামের ফিরিস্তি

৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার কলিকাতা থেকে এক প্রেসনোটে গমজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন। ১০ই নভেম্বর থেকে এই বাড়তি দাম চালু হবে।

গমের দাম বাড়ল প্রতি কেজি ১৩ পয়সা করে। অর্থাৎ এখন দাম হচ্ছে ৯০ পয়সা সেটার দাম হবে ১০৩ পয়সা। খোলাবাজারে গম যদি পাওয়াও যায় তবে অনেক অনেক বেশী দাম দিতে হবে।

আটা, ময়দা, সুজি, ভুষি ও পাঁউরুটির দাম সরকারীভাবে বাড়ানো হল।

পাঁউরুটি প্রতি পাউণ্ডে কম করে ২৫ পয়সা বাড়ছে।

চালের দাম—নতুন চাল বাজারে আসা সত্বেও কমছেনা বরং বেড়েই চলেছে। আরও বাড়বে।

কেরোসিন

কেন্দ্রীয় সরকার ২-৩ নভেম্বর থেকে কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি ২৮ পয়সা বাড়িয়েছিলেন ৮ই নভেম্বর আর এক ঘোষণাতে লিটার প্রতি ১০ পয়সা কমানো হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী দাম লিটার প্রতি হল ৮৩ পঃ পুরুলিয়া সহরে লাইন দিয়ে কিছু লোক এই দামে কেরোসীন পেতে পারে—কিন্তু তার বাইরে দাম হচ্ছে ১ টাকা ২০/৩০/৪০ পয়সা।

গ্রামে ঘরে যদি বা পাওয়াও যায়—তার দাম হচ্ছে যথেচ্ছ দাম। যদিও সরকারী ঘোষণায় বলা হচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লোক পাচ্ছেনা—তবু দুহাত তুলে বলবে যুগ যুগ জীও!

তারপর সব বাড়তির মুখে এবং বেড়ে চলেছে এক এক করে—আর কত দফার কত ফিরিস্তি দোবো? বাড়ছে—বাসের ভাড়া, বাড়ছে ট্যাক্সীর ভাড়া, শুধু কলকাতায়ই নয় মফঃস্বলে সর্বত্র। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে—লোকের দুর্ভোগ! এখনই কি হয়েছে—কেন্দ্র, রাজ্য ও জিলার সরকার গরীব লোকদের দুধে মধু মেশান অথই সমুদ্রে ডুবিয়ে—যতক্ষণ না তারা শ্বাসবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মলোকে যাচ্ছে ততক্ষণ ছাড়বেননা।

WANTED

Wanted two assistant teachers one an M.A or Honours in English and other a Science graduate preferably Trained for S. S. B. M. vidyamandir, Mangura (Prop. High) Po. Manguralalpur Dist. Purulia. Apply to the Secretary on or before 20-11-73.

Anil Kumar Mahato
Secretary
Mangura Sri Sri Brahmaynanda
Vidyamandir.
Prop. High School Estd—1944
Po. Mangura Lalpur. Purulia

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বা পচারের সুযোগ হবে। এইভাবে ব্যাপার চলতে লাগল। শুধু এই ব্লকে কেন—সর্ব্বত্র তাই চলছে। আর চলবে। ধরা পড়লে সাময়িক কিছু রং বদলের অভিনয় হবে মাত্র।

সঙ্গে সঙ্গে আবার কর্ডনিং ফর্ডনিং উড়ে গেল

৫ই নভেম্বর তারিখে আমাদের শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত পুরুলিয়া আসবার পথে জবলায় ব্যাপার দেখে অবাক। জবলা থেকে পুরুলিয়ার দিকে ধান, চাল, গম কিছু আসতে দিচ্ছে না। গিরিশ বাবু ও, সিকে বললেন—ব্যাপার কী? ওসি বললেন—থানার বাইরে কিছু যাবে না—এই নির্দ্দেশ। গিরিশবাবু বললেন—থানা কর্ডনিং এর কথা তো শুনি নি। দেখি কী ব্যাপার। গিরিশবাবু এস, ডি, ওকে এসে সব বললেন। এস, ডি, ও বললেন—তাইতো, এটা তো হবার কথা নয়। তিনি এস, পিকে ফোন করলেন। তারপর সব হাওয়া। জবলা থেকে সেই দিনই কর্ডনিং ফর্ডনিং উড়ে গেল। এই সব ও, সিদের, এবং এই সব ডি, পি, এজেন্টদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু কে করবে।

এসব কেবল পঁয়তাড়া মাত্র: না হলে কংগ্রেসী শাসন মাটি

এসব হচ্ছে কী করে? হয়ই বা কী ক'রে? যদি এসবের ভেতরে নব-কংগ্রেসী শাসনের চালাকী না থাকে! এই খাদ্য সংগ্রহ ও সমবণ্টনের বড় বড় ঘোষণা সব ভুয়ো এবং পঁয়তাড়া। এগুলো বৃহত্তর চোরাবাজার ব্যবস্থার ও পাচারের একটা মুখোস মাত্র। আসলে যা চলছে তাই চলবে। সততা থাকলে এহেন মহান ব্যাপারে দেশের শাসন জন সহযোগিতার জন্য ডাক দিতেন। কিন্তু তাতে যে অবাধ চুরি, লুঠ, প্রবঞ্চনা প্রতারণা, শোষণ সব মাটি হয়ে যাবে। আর এ সব না থাকলে নব কংগ্রেসী শাসনটাই আজ চলবে কী করে? সেটাও যে মাটি হয়ে যাবে!

আমি কি ভুল কথা বলছি? সরকার কি সততা সম্পন্ন? তা' যদি হয়—ঘোষণা করুন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিন যে, গলদ দেখিয়ে দিলে—প্রতিকার করবেন এবং কার্য্যকরী প্রস্তাব দিলে তা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন।

—০—

স্কন্ধে যত চাপে ভার

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা বহুবার পড়েছি। কিন্তু এমন হাড়ে হাড়ে আর কখনও বুঝিনি কবির গভীর উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ নাকি জনতার কবি নন। সেক্সপীয়র ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও কবি রবীন্দ্রনাথের মতো জনতা সম্পর্কে এতখানি অবহিত কিনা জানি না। কবিজীবনের উন্মেষপর্বেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি"

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের এই ভারবাহী সহিষ্ণুতা আজও শোষণকারী কায়েমীস্বার্থের অবাধ বিচরণের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। করের বোঝা, খাজনার বোঝা, অভাবের বোঝা, বেকারীর বোঝা এবং সরকারী-বেসরকারী দুর্নীতির বোঝা বেড়েই চলেছে। নীরবে এই বোঝা বহণ করতে করতে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে—আমরা মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো বুকে হাঁটতে আরম্ভ করেছি। চাকরীর জন্য, পারমিটের জন্য, সামান্য কৃপাকটাক্ষের জন্য মন্ত্রী, এম, এল, এ, এম, পি,দের দরজায় ক্রীতদাসের মতো জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকায় আমরা দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের সেবার জন্য নিযুক্ত করে সেই সেবকদের প্রভুর আসনে বসিয়ে আমরাই আজ তাদের সেবা করছি।

একটা জাতির এই দুর্বলতারি সুযোগেই অশুভ একনায়কত্ব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে। ইতিহাস এই কথাই বলে। আমাদের শাসকদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে আমাদেরই দুর্বলতার সুযোগে। আমাদের সংবিধান যেটুকু ক্ষমতা আমাদের হাতে দিয়েছে, সেটুকুও আমরা শাসকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের কৃপাভিক্ষা করে টিকে থাকার চেষ্টা করছি। সংবিধানসম্মত জীবিকার অধিকার আমাদের আছে। সে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম না করে আমরা মন্ত্রী, এম, এল, এ,দের কৃপার ওপর নির্ভর করছি। আমাদের পেটের ভাত, পরনের কাপড়, এমনকি রোগীর পথ্য পর্য্যন্ত এদের কৃপার ওপর নির্ভরশীল। বীরপ্রসূ ভারতবর্ষ আজ কেবল মেরুদণ্ডহীন ক্রীতদাস প্রসব করছে। শাসকরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে ও করছে।

শাসন যেখানে শোষণের সহোদর, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলি সেখানে ব্যর্থ পরিহাসই শুধু নয়, অর্থহীন বিড়ম্বনা মাত্র। কুকুরের নাম রাজাই হোক আর টাইগারই হোক, কুকুরটা কুকুরই থাকবে। আমাদের বাস্তব জীবনে এই সত্যটা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সমাজতন্ত্রের ঝোঁকে আমাদের শাসকেরা একদা ঘোষণা করেছিলেন,—পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়া জেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে, দরিদ্র এই জেলার মানুষের আর্থিক উন্নতি করা হবে, বেকারদের কাজের ব্যবস্থা হবে ইত্যাদি। শ্রীমতী গান্ধী সেদিন সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বোতাম টেপার জন্য দিল্লী থেকে উড়ে এলেন! দেশের চারিদিক থেকে পাইক বরকন্দাজ এল, সার্কিট হাউসে নূতন বিশ্রামকক্ষ তৈরী হল, এখানে ওখানে হেলিপ্যাড তৈরী হোল। বিদ্যুৎকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে দরিদ্র দেশের লাখ লাখ টাকা বিদ্যুৎগতিতে চমক দিয়েই মিলিয়ে গেল। প্রধান মন্ত্রী বোতাম টিপলেন, স্বল্প বাণী বিতরণ করলেন এবং আকাশে উড্ডীন হলেন—সরকারী ও কংগ্রেসী ব্যবস্থায় যাদের বাসে ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পুরুলিয়ার সেই নিরন্ন দরিদ্র মানুষগুলি হাঁ করে তাকিয়ে রইল আকাশপানে। কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা পরম আত্মতৃপ্তিতে ধ্বনি দিলেন "ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও!"

শ্রীমতী গান্ধী আবিষ্কার করেছিলেন, সাঁওতালডি'তে সাঁওতাল নেই। তার চেয়েও বড় আবিষ্কারটা তিনি জেনে যেতে পারেন নি—সাঁওতালডির তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ নেই—বোতাম টেপার পরেও নেই।

সম্প্রতি খাদ্যবিভাগ আবিষ্কার করেছেন, পুরুলিয়া খাদ্যনিয়ন্ত্রিত এলাকা নয়, সুতরাং রেশনে চাল দেওয়া বন্ধ। পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়ার দরিদ্র মানুষদের জন্য হঠাৎ এ ব্যবস্থা কেন? যতদূর জানি, অন্য জেলায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তবে কি জেলার প্রশাসন দারিদ্র্যবিনাশিনী শ্রীমতী গান্ধীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এ জেলায় গরীব আর কেউ নেই—গরিবী হঠানো হয়ে গেছে? সুতরাং চড়া দামে বাজারের চাল সবাই কিনতে পারবে। অথবা এটা গরিবী হঠানোর একটা নব আবিষ্কৃত কায়দা?

পুরুলিয়ার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র কানামামা পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল। এখানে দীর্ঘদিন ডি, এম, ও, নেই। ফলে হাসপাতালের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় একটা চরম স্বেচ্ছাচারী বিশৃঙ্খলা চলছে। ভুক্তভোগী মাত্রই একথা জানেন। যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ একদা ডি, এম, ও, তাড়ানোর ব্যাপারে অগ্রণী ছিল—জনপ্রতিনিধিরা পেটোয়া ডাক্তারের বদলী রদ করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। কিন্তু ডি, এম, ও, আনার ব্যাপারে কারুর কোন উৎসাহ দেখছি না। জানি না এখানেও "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে" আছে কি না।

স্বাস্থ্যবিভাগ সম্প্রতি আদেশ দিয়েছেন যে পুরুলিয়ার পাঁচ মাইলের বাইরে এ্যাম্বুলেন্স যাবে না। দুটি মাত্র এ্যাম্বুলেন্স আছে। তাও একটির 'বাঁ ঠ্যাংটা লটর পটর' এবং অপরটির 'ডান ঠ্যাংটা খোঁড়া!' তার ওপর এই আদেশ! প্রয়োজনীয় কতকগুলি ওষুধও বহির্বিভাগে দেওয়া মানা হয়ে গেছে। অর্থাৎ সব ব্যবস্থাই জেলার গরীবদের মুখ চেয়ে করা হচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, স্বাস্থ্যবিভাগ কি সুস্থ আছেন?
মাত্র কয়েক মাইল রাস্তার জন্য কংগ্রেসের এগারজন এম এল, এ, এবং দু'জন এম, পি, একদা পদত্যাগের হুমকী দিয়েছিলেন। যেন এ জেলায় ঐ রাস্তাটির চেয়ে গুরুতর আর কোন সমস্যা নেই! আজ মানুষ যখন সব দিক দিয়ে জর্জ্জরিত, এদের মুখে পদত্যাগের কথা শোনা যাচ্ছে না। পদের সঙ্গে কোটা-পারমিট-লাইসেন্সও আছে! সুতরাং 'অভাগা দেশের' কথা ভেবেই পুরুলিয়ার 'নন্দলালেরা' পদত্যাগ করছেন না।

জেলার ফেনভাত না জুটুক, চিলিং প্লান্ট হবে, রোগীর ওষুধ না জুটুক বীয়ার কারখানা করতেই হবে এবং জেলার খাদ্যের দায়িত্ব না নিয়েও জেলার উৎপন্ন খাদ্য সরকারী গুদামে মজুত হবে। এইভাবে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে সমাজবাদ আসছে, আসবে!

—০—

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের গণ-অবস্থান ও বিক্ষোভ

পুরুলিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগণ গত ৩১শে অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত গণ অবস্থানের কর্ম্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালন করেন। ডাক ও তার কর্ম্মচারীগণ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমঃ মহাদেব মুখার্জী।

সমাবেশে টুয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাক ও তার শিল্পীবৃন্দ। সংগঠনের বিভিন্ন বক্তাগণ অবস্থানের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন, মহার্ঘভাতা পয়েন্ট টুপয়েন্ট পে ফিক্সেশন, বোনাস, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ প্রভৃতি কনফেডারেশন কর্তৃক উত্থাপিত ১২ দফা দাবী আদায়ের জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান ১২ জুলাই কমিটি, রাজ্য পে-অফিসেশান কমিটি সহ বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের বক্তুরাও অভিনন্দন জানান।

সমাবেশ থেকে মালদার ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কমঃ অমর ব্যানার্জীর অন্যায় বদলীর প্রতিবাদে ধিক্কার জানানো হয় ও বদলীর আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। আয় কর বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী আয়কর অফিসের সামনে গণঅবস্থানের অংশ গ্রহণ করেন ও সাফল্যের সঙ্গে এই কর্মসূচী পালন করেন।

—•—

Government of West Bengal
Office of the Deputy Commissioner, Purulia

Judicial, M. V.

NOTICE

u/s 50 M. V. Act.

It is notified for general information that applications for grant of permanent contract carriage permits (Taxi) from the following persons as detailed below have been received.

Any representation by the persons already holding contract carriage permits or by any local authority or police authority in this region to the effect that the number of contract carriage for which permits have already been granted is sufficient for or in excess of the needs of the region or area be made will be received by the undersigned not later than 31.12.73 and will be considered by the R. T. A. Purulia on a date and place to be notified later on.

Dated, Purulia
the 31st October, 1973.

(G. P. Chakrabarti)
Secretary,
Regional Transport Authority
Purulia. 31/10/73.

Name of the applicant.	Area for which contract carriage permit is required.
1. Shovan Karmakar, Namopara, Purulia,	Purulia region
2. Md. Aktar Hussain, Old Manbazar Road, Purulia.	Do—
3. A. Whabuddin, Doctordanga, Purulia.	Do—
4. Haripada Gorain Ramamati, P. S. Jaipur.	Not mentioned.
5. Gobinda Gorain Khudiband, Sihali. P. S. Purulia.	Do—
6. Sri Magaram Singh, Nadiha Mahalla, Purulia.	Purulia Region.
7. Prithibi Singh, Purulia.	Do—
8. Manoj Kumar Banerjee. Ladhurka, Purulia.	West Bengal.
9. Om Prakash Chopra, Sindri, Chas Road, Purulia.	Purulia region.
10. Kamal Kishore Gorai, Ramamati, P. O. Baragram, Purulia.	Do —
11. Some Nath Bose, Chaibassa, Nadiha.	Do —
12. Asit Kumar Mullick, Vill-Ghagra, P.O. Kumra, Banduan.	Do —
13. Sri Amal Kumar Bose, Dulmi Mahalla, Purulia.	Do—
14. Sri Manik Chandra Choudhury, Purulia Chawkbazar.	Do—
15. Abul Hussain, Purulia.	Do—
16. Dolgobinda Mahato, Vill. Deoli P.O. Tetulhiti, Purulia.	Do -
17. Baishnab Charan Char, Purulia.	Do—
18. Bibhuti Bhusan Majhi, Sirkabad, P. S Arsha.	Do—
19. Dilip Kumar Baral, At & P.O. Rajnuagarh, Purulia.	Do—
20. Shashadhar Mahato, Jaipur, Purulia.	Do—
21. Kulbir Singh, Adra, Purulia.	Do—
22. Sudhir Kumar Mukherjee, Ghargarjuri, Purulia.	Do—

Office of the Nistarini College Purulia

Sealed tender is invited by Principal, Nistarini College, Purulia from 4th class P.W.D. Contractors for Reconstruction of Canteen Building with estimated amount of Rs. 2727/- & earnest money Rs 136/- Last date of obtaining schedule is 22-11-73 other details being available in College office during office hours.

R. Kusari 5-11-73
Principal,
Nistarini College, Purulia.

Wanted

Wanted one part time lecturer in Geography as well as in Sanskrit on a fixed remuneration of Rs. 100/- per month Candidtates must be at least 2nd class M.A with 2nd class Honours. Apply to the Principal, Nistarini College, Purulia within 22-11-73 and attend interview on 24-11-73 at 2 p.m with original certificats and testimonials. No T A/D A. will be allowed for the journey.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা | সোমবার, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭৩ ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ | বার্ষিক ৬৲ সডাক—৭৲ নগদ—১৫ পয়সা

'অদ্ভুত আঁধার এক'

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই প্রীতি নেই—করুণার
আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য তাদের হৃদয়

—জীবনানন্দ দাশ

কিল মারবার গোঁসাইদের প্রতি আমাদের আবেদন

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

একটা কষাঘাত

অযোগ্য, অক্ষম, ক্লীব স্বামীর প্রতি ক্রোধান্বিতা স্ত্রীর তীব্র বিদ্রূপবান রূপায়িত হয়েছে এই মোক্ষম প্রবাদ বাক্যে যে, **ভাত দেবার মুরোদ নেই—কিল মারবার গোঁসাই!** এই প্রবাদ বাক্যটি জনমন থেকে উদ্ভূত হয়েছে—শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীন অযোগ্য, ক্লীব, উপদ্রবকারী কোনো স্বামীরই এহেন অন্যায় ধৃষ্টামীর প্রতি ন্যায়-বিচারের কষাঘাত করবার জন্য নয়; মানব সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে যারাই এমন দায়িত্ব-বোধহীন আকাট গোঁয়ার রয়েছে—তাদের সকলেরই প্রতি জাগ্রত জনমত এই সরস তীব্র ব্যঙ্গটির কষাঘাত রেখেছে—তাদের এহেন বিরক্তিকর অথচ হাস্যকর মাতব্বরিকে কড়া লাগাম দেবার জন্য। অবশ্য এই কষাঘাত তাদেরই ওপর কাজ করবে—যাদের চামড়া এখনো নরম রয়েছে।

কিল মালবার গোঁসাইদের প্রতি সমাজের হুঁসিয়ারী

সমাজ জীবনে সকল বন্ধনেরই—তা' স্ত্রী স্বামীর সংসার বন্ধনই হোক আর জনগণের রাষ্ট্রবন্ধনই হোক—সব বন্ধনেই পারস্পরিক একটা জোর খাটাবার,—দাবী করবার, পরস্পরকে, সংযত করবার অধিকার আছে। সেই অধিকার তখনই থাকে—যখন সমাজ-বন্ধনের যা বড়ো দিক অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের দিক—নিজ নিজ যোগ্য দায়িত্ব পালনের দিক—এই আসল দিক সততার সঙ্গে পালন করা হয়। কিন্তু দায়িত্ববোধহীন মানুষেরা অধিকারের আসনে, ক্ষমতার আসনে ব'সে, আসল যে জন্য ক্ষমতায় বসা—সেই দায়িত্ব পালনের কাজের প্রতি কোন দৃকপাত না ক'রে, ক্ষমতার অধিকার জমাতে থাকে—হাতে ক্ষমতার সুবাদে জুলুম করতে থাকে,—আদায় করতে থাকে। এহেন বিবেকহীন, দায়িত্ববোধহীনদের প্রতি সমাজ মাথা নেড়ে বলছে—"খুব তেল হয়েছে তোমার—ভাত দেবার মুরোদ নেই অথচ কিল মারবার গোঁসাই বনে গেছ।" এখন আমাদের জাতীয় জীবনের সেই নব-গোঁসাইদের দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

সরকারী ঢোল : কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী

পুরুলিয়া সহরের লোক হটাৎ চমকে উঠে রাস্তায় রাস্তায় সরকারী ঘোষণা শুনলেন—খাদ্য আইনের বড় বড় ফরমান। আর তার সঙ্গে হাতে হাতে প্রচার পত্র। ওপরওয়ালাদের হুকুম বহন ক'রে জেলার পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট ৯-১১-৭৩ তারিখে এই প্রচার পত্র ছেড়েছেন। তাতে আছে—নিজেদের খাদ্য মজুতের ব্যাপারে এই করতে পারবে না—ঐ করতে পারবে না; আর সরকারী গহ্বরে এই ধান যাবে—ঐ ধান যাবে ইত্যাদি।

পুলিস সাহেবের ফরমানের মূল কথা

পুলিস সাহেবের এই ফরমানে মূল কথা যা রয়েছে—তা' এই।

(১) এবারে এই জেলায় ভাল ধান হয়েছে। সুতরাং এই জেলা থেকে অনেক ধান চাল সংগ্রহ করা হবে।

(২) পুলিস সাহেব লিখেছেন—তিনি ভালভাবেই জানেন যে, স্বার্থান্বেষী ও দুষ্কৃতিকারীরা ধান চালের চোরা কারবার করছে এবং এই জেলা থেকে তারা অবৈধভাবে চাল ধান বাইরে পাচার করছে। সেজন্য এই সমস্ত লোকের ওপর শাসনযন্ত্র সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং তাদের বে-আইনী কাজ বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। সেজন্য এই কাজে আন্তরিক জন সহযোগিতা চাই।

(৩) অনুমতি ব্যতীত জেলার বাইরে ধান চাল যাবে না।

(৪) লেভী যাদের ওপর ধার্য্য হবে—তাঁরা সম্পূর্ণ অংশ অবিলম্বে সরকারকে দেবেন।

(৫) অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে পাইকারী বিক্রেতারা ২৫০ কুঃ ও খুচরা বিক্রেতারা ১০ কুইন্টলের বেশী ধান মজুত রাখতে পারবেন না।

(৬) জমিহীন গৃহস্থেরা ১ কুঃ ৮৭ কেজির বেশী ধান ঘরে মজুত রাখতে পারবেন না।

(৭) সুতরাং সরকারী এই মহান প্রচেষ্টায় সকলে আন্তরিক সহযোগিতা দিন।

গোঁসাইঠাকুরদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন

আমাদের নব-কংগ্রেস গোঁসাই ঠাকুররা তো এই "কিলের" ফরমান দিলেন। এখন দেখা যাক তাঁরা "ভাত" কী দিতে পারবেন। ভাত দেবার মুরোদ রাখতে হ'লে তাঁদের কর্মযোগ্যতা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে—সেই প্রশ্নগুলি এখানে রাখছি। এগুলির উত্তরের ওপর তাঁদের মুরোদ নির্ণীত হবে। প্রশ্নগুলি এই:—

সরবরাহের দায়িত্ব সরকার কতটা নেবেন?

(১) এই খাদ্য সংগ্রহ ক'রে, সরকার সারা বছর জনগণের এই মূল খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব কতটা নেবেন?

সরকার জেলার খাদ্য টেনে নিয়ে বাইরে পাচার করবেন? না, জেলায় রাখবেন?

(২) এই জেলায় এবার ভাল ধানই হোক, আর মন্দ ধানই হোক—এই জেলা উদ্বৃত্ত জেলাই হোক, আর ঘাটতি জেলাই হোক—এই জেলার যা সারা বছরের ধান চালের চাহিদা, তা সরকার এখানে রাখবার বা দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা? এবং তার প্রতিশ্রুতি কোথায়? অথবা জনগণের মহান খাদ্য সংগ্রহের নামে এই জেলার লোককে নানাভাবে ভজিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আইন ক'রে, বহু খাদ্যশস্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, শেষে এই জেলা থেকে সরকার আইন সম্মতভাবে 'অবৈধ পাচার' করবেন কিনা?

চাষীর প্রয়োজনীয় ধান রেখে লেভী হবে, না, আদায়ের জুলুম চলবে?

(৩) যে সব চাষীর ধান চাষ আছে—তাদের বাৎসরিক ন্যায্য চাহিদা ঠিক মতো দেখে, তা যাতে ঘরে রাখতে পারে, তা হিসাব ক'রে, সুবিবেচিত-ভাবে লেভী হবে কি না? অথবা জেলার অফিসারেরা ওপরওয়ালার দাপটে, ধান বেশী সংগ্রহের দায়িত্ববহন করতে বা বাহবা অর্জ্জন করতে সাধারণ চাষীদের ওপর অন্যায় লেভী ও জুলুমের কর্মধারা অনুসরণ করবেন কি না? বা এই অবস্থা হবে না—এটা দেখার ব্যবস্থা হবে কি না এবং তা' কে দেখবে?

অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা পাচার করবেন না এর প্রতিশ্রুতি কে দেবে?

(৪) অনুমোদিত হোলসেলার ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ভাণ্ডারে এককালীন ২৫০ কুইন্টল অর্থাৎ ৬২৫ মন ধান (বেশ ভাল পরিমাণ) রাখতে পারবেন। এরকম ব্যবসায়ী কতজন নিয়োগ করা হয়েছে? এবং আরো কত নিযুক্ত হ'বেন? এই ব্যবসায়ীরা সবাই মিলে অবিরত পাচার ব্যবস্থা চালাবেন আর গোদামে সব সময় ২৫০ কুইন্টল ধান মজুত দেখাতে থাকবেন—এহেন অবস্থা ঘটবে না—তার প্রতিশ্রুতি দেবার মত সরকারের এলেম আছে কি না এবং থাকলে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের রূপ কী হবে তা' সরকার বলতে পারেন কি?

জমিহীন গৃহস্থদের আজ পথে বসিয়ে, শেষে সরকার মুখ ফিরিয়ে নেবেন না তো?

(৫) যাঁরা জমিহীন গৃহস্থ তাঁরা ঘরে মাত্র ১ কুঃ ৮৭ কেজি চালের বেশী রাখতে পারবেন না—এই নির্দ্দেশ হয়েছে। ঐটুকু ধানে একটা গৃহস্থের সারা বছর চলতে পারে না। যাঁর ক্ষমতা আছে তিনিএখনই সারা বছরের ধান সংগ্রহ করে নিতে পারেন। তাঁদের যদি এখন সেই ব্যবস্থা করতে না দেওয়া হয়—তবে সরকার তাদের জন্য দায়িত্ব নিচ্ছেন কি না? গ্রামে হোক, সহরে হোক, তাঁদের ধান চালের ন্যূনতম ন্যায্য প্রয়োজনটা, চালে হোক গমে হোক, মেটাবার দায়িত্ব যদি সরকার না নিতে পারেন, বা এখন থেকে সেই প্রতিশ্রুতি যদি দিতে না পারেন—তবে এই সব জমিহীন গৃহস্থের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার নৈতিক অধিকার সরকারের আছে কি না?

সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ : কার কতটা দায়িত্বের অংশ?

(৬) এই সমগ্র খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে একটা জিনিষ হেঁয়ালী করে রাখা হয়েছে। তা' হচ্ছে যে, জনসাধারণের জন্য ধান চাল সরবরাহের ব্যাপারে সরকার কী ভূমিকা এবং কতটা অংশ গ্রহণ করবেন? সেজন্য জিজ্ঞাসা এই যে, এ বিষয়ে সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত আছে কি না? যদি থাকে তাহলে জানান যে, সারাবছর জন-সরবাহের দায়িত্ব রেশন মারফত সরকার কতটা বহন করবেন এবং কতটা অনুমোদিত ব্যবসায়ীরা বহন করবেন এবং কতটা জনসাধারণকে নিজেদের ব্যবস্থায় করে নিতে হবে?

অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ দুষ্কৃতিকারী আছেন কিনা?

(৭) পুলিস সাহেব লিখেছেন যে, তিনি জানেন যে, স্বার্থান্বেষী ও দুষ্কৃতিকারীরা ধান চালের চোরা কারবার করছে এবং অবৈধভাবে জেলার বাইরে পাচার করছে। আমি এখানে প্রশ্ন করছি না যে, এসব জেনেও পুলিস সাহেবেরা ঐ সব দুষ্কৃতকারীদের প্রতি এখনো পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি কেন বা তাঁদের ধরেন নি কেন? হয়তো রাজনৈতিক কারণে ধরতে পারেন নি। এখানে আমাদের বিশেষ প্রশ্ন এই যে, পুলিস সাহেব, বা ডেপুটি কমিশনার সাহেব বা মুখ্যমন্ত্রী সাহেব—যে কোনো সাহেব বলতে পারেন কি যে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত ব্যক্তিকে অনুমোদিত ডিলার রূপে নেওয়া হয়েছে—তাদের ভালভাবে দেখে অনুমোদিত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে পুলিস সাহেব বর্ণিত দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি কেউ নন?

ব্যবসায়ীদের অনুমোদন দেবার সময় জন-সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল কিনা

(৮) আমাদের পুলিস সাহেব—শুধু পুলিস সাহেব কেন—তাঁর ওপরের আরো বড় বড় সাহেব সবাই সমস্বরে বলছেন যে, এই মহান খাদ্য সংগ্রহে জন-সহযোগিতা চাইই চাই এবং এই জন-সহযোগিতা বিশেষ ক'রে চাই এই জন্য যে, দুষ্কৃতিকারীরা যাতে এহেন মহান কর্মকে কিছুতেই বানচাল করতে না পারে! আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, এই মহান কাজের জন্য ব্যবসায়ীদের যখন অনুমোদন দেওয়া হয়—তখন কি সরকার থেকে জন-সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল, এবং জনগণকে কি বলা হয়েছিল যে, আস-পাশের জনগণ যাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের ব্যক্তিদের ভালভাবে চেনেন—তাঁরা দেখুন, এইসব আবেদনকারী ডিলার কে কেমন লোক? তা যদি না হ'য়ে থাকে, তাহলে কি পুলিস সাহেব বলবেন যে, তাদের অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপার কীভাবে হয়েছে? পুলিস সাহেব কি বলবেন—ঐ অনুমোদিত ডিলারদের প্রতি নিজ-নিজ ক্ষেত্রের জনগণের কোনো অভিযোগ নেই? পুলিস সাহেব কী বলবেন যে, ঐ সব অনুমোদিত ডিলারদের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত বা অভিযোগ থাকলে, সে সবের তদন্ত হবে এবং অপরাধীদের বাদ দেওয়া হবে?

পুলিস সাহেব কি জানেন—এবারে এ জেলায় ধান কেমন হয়েছে, এবং ধানের কী রকম ক্ষতি হয়েছে

(৯) পুলিস সাহেব কি বলবেন যে, পুরুলিয়া জেলায় এবারে গতবারের চেয়ে ধান চাল ভাল হয়েছে—এই তথ্য তিনি কোন ভিত্তিতে পেয়েছেন? চাষীদের ধান এখনো মাঠে মাঠে, এ বছর বহু বিলম্বে ধান রোপন করার পর, যদিও বা অবস্থা কিছু আশাজনক ছিল—সেই অবস্থায় শেষের দিকে ক্রমাগত বৃষ্টি ও জোর হাওয়া চলেছিল। এই অবস্থার ফলে আগড়া হয়ে, ধান নষ্ট হয়ে, ধানের ফুল জলে ধুয়ে গিয়ে, এই জেলায় ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে ধানের কী ক্ষতি ঘটেছে, পুলিস সাহেব কি তা' জানেন?

এই জেলা উদ্বৃত্ত, না, ঘাটতি : পরিস্কার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনো পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে কিনা

(১০) এবারে যদি ধান গত বছরের তুলনায় ভালই হয়েছে, (পুলিস সাহেবের মতে,) তবে পুলিস সাহেব কী মনে করেন যে, যা ধান হয়েছে—তাতে এই জেলার চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হবে? জেলায় ধান ভাল হোক, আর মন্দ হোক, চাষীর ঘরে উদ্বৃত্ত ধান থাক আর নাই থাক, জরুরী অবস্থায় পড়ে বহু চাষী ধান চাল বিক্রি করতে বাধ্য হয়—এবং তার দ্বারা একটা জেলা উদ্বৃত্ত বলে বিবেচিত হতে পারেনা—পুলিস সাহেব একথা গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করেন কি না? এবং পুলিস সাহেব একথা স্বীকার করেন কিনা যে, একটা জেলার খাদ্যশস্যের উৎপাদনের অবস্থা যথাযথরূপে নির্দ্ধারণ ক'রে—সেই দৃষ্টিতে সরবরাহ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈরী ক'রে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর গুরু দায়িত্ব স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষের আছে? পুলিস সাহেব যদি স্বীকার করেন যে তা' আছে, তবে তিনি জানাবেন কি যে, এ বিষয়ে তাঁরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে কী ধারণা ও পরিকল্পনা দিয়েছেন?

পুলিস সাহেব জন-সহযোগিতা চেয়েছেন : সেই সহযোগিতার কার্য্যকরী রূপ কী হবে?

(১১) পুলিস সাহেব মহান খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সফল করার উদ্দেশ্যে জনসহযোগিতা চেয়েছেন। সেজন্যই ভরসা ক'রে, এই মহান ব্যবস্থার সাফল্য যে সমস্ত সঙ্গত প্রশ্নের সমাধানের ওপর নির্ভর করছে তা এখানে রাখলাম। এই সমস্ত প্রশ্নগুলির সঙ্গে সংশিষ্ট বিষয়গুলির পরিষ্কারকরণের ওপর জনসহযোগিতার আগ্রহও নির্ভর করছে—পুলিস সাহেব তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন। সুতরাং পুলিস সাহেব এই ব্যাপারে যখন জনসহযোগিতা চেয়েছেন—তখন তিনি বলবেন কি যে, সেই জনসহযোগিতার সম্পর্ক কী ভাবে কার্য্যকরী রূপ পেতে পারে? পুলিস সাহেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমরাও এই সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত থাকলে, পুলিস সাহেব কি তা' গ্রহণ করবেন?

সরকারের প্রতি আমাদের অত্যন্ত জরুরী প্রস্তাব

এখন আবার গোড়ার কথায় আসা যাক। বিধি নিষেধ, দড়ি লাগাম টেনে সরকার কিল মারবার গোঁসাই তো সেজেছেন। এখন পরবর্তী যেটা দেখবার—সেই 'মুরোদ' দেখাতে হ'লে, এখনই যা সরকারকে করতে হবে সেই বিষয়ে আমাদের ধারণায় যা আসছে তা' এই :—

সরকার ঘোষণা করুন—সঠিক কতদিনে, সঠিক কত পরিমাণ ধান চাল তাঁরা সংগ্রহ করতে চান

(১) সরকার ঘোষণা করুন যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য, তাঁরা কত দিনে কত ধান, কত চাল নিশ্চয়ই সংগ্রহ করবেন। এবং যে সময় সীমা ও সর্ব্বোচ্চ সীমা হবে—তার মধ্যে সেই পরিমাণ ধান চাল সংগ্রহ করতে সরকার দৃঢ় সংকল্প—একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই সরকারকে এখনই জানাতে হবে। পরে যেন আমরা

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, সোমবার

বন্‌ধ্‌ ও কর্ম্মবিরতির দর্শন

পরাধীন ভারতবর্ষে গণপ্রতিবাদ ও গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের একটা গণপন্থা ছিল—হরতাল। রাওলাট এক্ট বা কালাকানুনের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে ৩০শে মার্চ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে হরতাল ঘোষিত হয় পরে সেই তারিখ পরিবর্ত্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হয়। এই হরতাল হয় সর্বাত্মক কর্মবিরতির দ্বারা। এই দিনটি পালিত হয়—"a day of fasting and prayer and penance and meetings all over". অর্থাৎ "উপবাস, প্রার্থনা প্রায়শ্চিত্ত ও জনসভা দ্বারা"।

১৯৭৩ সালের পড়ুয়ারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়েছেন বা পড়ছেন সুতরাং তাদের কাছে এর ইতিবৃত্ত পুনরাবৃত্তির হয়তো কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে হরতাল যা রূপ নিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে এর প্রথম প্রয়োগটা উল্লেখ করা হল।

১৯৭৩ সালে তিনটি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ১৫ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার শিল্পে কর্মবিরতি ও মহাকরণ অভিযানের ডাক দেন। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, ১৯৭২ সালের দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ, কমিয়ে দেওয়া রেশনের পুনঃপ্রবর্ত্তন, মজুত উদ্ধার, কালোবাজারীদের শাস্তি এবং চট শিল্পের জাতীয়করণ প্রভৃতির দাবীতে এই কর্মবিরতির আহ্বান।

এই তিনটি সংস্থার মধ্যে আই, এন, টি ইউ সি কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন; এ, আই, টি, ইউ সি—সি পি আইয়ের সংগঠন। এরা সকলেই শাসকদল গবর্মেন্ট চালাচ্ছেন।

আর একদিকে সি, পি, এম এর নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার নয়টি বামপন্থী দল—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রেশনের দ্রব্য না কমান, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুতদারী এবং এই সব বিষয়ে গবর্মেন্টের ব্যর্থতা, প্রভৃতি অনুরূপ দাবী নিয়ে ১৫ই নবেম্বর আইন অমান্য ও ১৭ই নবেম্বর সারা পশ্চিমবাংলায় সর্ব্বাত্মক বন্‌ধ্‌ অর্থাৎ কর্মবিরতির ডাক দেন।

১৫ই নবেম্বর যথারীতি দুই সরকারী শরিক কংগ্রেসক ও সি,পি, আইর ব্যবস্থায় বহু কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ রেখে শ্রমিকেরা শিল্পে কর্মবিরতি পালন করে—মিছিল করে মহাকরণ অভিযান করে। যথারীতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় তার অভিনন্দন জানিয়ে কাটা রেশন বহাল করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আরও দুএকটা দাবীও মেনে নেবেন বলেন।

কংগ্রেসী নেতারা বললেন—তিনটি ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত আন্দোলন ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তারা বললেন—সারা পশ্চিমবঙ্গে দশ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কর্মবিরতি পালন করেছেন সমাবেশ এবং মহাকরণে যোগ দিয়েছেন এক লক্ষের মত মানুষ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন—এই কর্মবিরতিও মিছিলের বক্তব্য ছিল—সরকার অসাধু ব্যবসায়ী ও কালাবাজারীদের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় হোন। তিনি স্বীকার করেন যে—এ পর্য্যন্ত জনগণের দুঃখকষ্ট লাঘব হয়নি—অনেক জিনিষের দাম আরও বেড়েছে।

সেই দিনই অর্থাৎ ১৫ই নবেম্বর নয় বাম পার্টি ঐ প্রায় একই দাবীতে আইন অমান্য করে। নেতাদের গ্রেপ্তার করার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়—পুলিশ লাঠীও চালায়।

এই সমস্ত বন্‌ধ্‌ ষ্ট্রাইক বা ধর্মঘটের ব্যাপারে ১৩ই নবেম্বর তারিখে নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অভিমত প্রকাশ করেন যে—ধর্মঘটের ফলে বন্‌ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে।

সি-পি-এম-এর নেতৃত্বে নয়টি বামপন্থী দল—জনগণের দুঃখকষ্ট, দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি—দাবী নিয়ে ১৭ই নবেম্বর সারা পশ্চিম বাংলায় সর্বাত্মক কর্মবিরতি অর্থাৎ বন্‌ধের ডাক দেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়, কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ প্রভৃতি ঘোষণা করেন এ বন্‌ধ রাজনৈতিক বন্ধ—একে বন্ধ করতে হবে—একে কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৭ই নবেম্বর এ সব সত্বেও বন্‌ধ্‌ বা সর্বাত্মক কর্মবিরতিতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ—ভালভাবেই সাড়া দিয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কলকাতা সহরে যদি সরকারী ট্রাম বাস কিছু কিছু চলে, দু চারটা রেল গাড়ী চলে তবে তাতে বন্‌ধের ব্যর্থতা সূচিত করেনা। ১৭ই তারিখের বন্‌ধের মধ্য দিয়ে সরকারের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনমত বা জনগণের অভিমত সুনির্দ্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। কারও বা কাদেরও স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দ্বারা ঘটনা বা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়না। ১৭ই তারিখে পশ্চিম বাংলার সর্বাত্মক কর্মবিরতি সমস্ত দিক দিয়ে সফল হয়েছে।

আমরা ঘটনা ও পরিস্থিতি জনগণের কাছে রাখলাম। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই—কারণ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে কংগ্রেস নেতৃত্ব নেহাৎ অভিভাবকহীন ভেড়ার দল মনে করলেও তাদের এটুকু বুঝবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি আছে যে—কর্মবিরতি ও বন্‌ধে তফাৎ কিছু নাই। কংগ্রেস বন্‌ধ্‌ না বলে কর্মবিরতি বললেও সেটা বন্‌ধই আর বামপন্থীরা বন্‌ধ্‌ বললেও সেটা কর্মবিরতিই বোঝায়। কংগ্রেস বামপন্থীদের পন্থা গ্রহণ করে অভিনয় করছেন—আর বামপন্থীরা ঐ একই পন্থা নিয়ে চললে তাদের ধরে ঠেঙ্গাচ্ছেন। কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বই বন্ধের দর্শন।

বি, দাসগুপ্ত

পুরুলিয়ায় বাংলা বন্ধ উদ্‌যাপন

গত ১৭ই নভেম্বর নয় বাম পার্টি জোটের আহুত বাংলা বন্ধ পুরুলিয়ায় সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে দোকান পাট; বড় বড় ব্যবসায়ীদের গদী প্রভৃতি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কোর্ট অঞ্চলে কেবলমাত্র অধিকাংশ দোকান পাট খোলা থাকে এবং সহরে বন্ধ দোকান খোলাবার জন্য পুলিশী প্রচেষ্টা হয় কিন্তু দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া সফল হয়নি। বন্ধ উপলক্ষে সরকারী স্কুলগুলি কার্য্যতঃ বন্ধ থাকে ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেয়নি।

রাজ্য সরকারের অফিস কাছারীগুলি প্রায় সব খোলা থাকে এবং কর্মচারীদের উপস্থিতি শতকরা ৯০ এর কাছাকাছি ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে এবং জীবন বীমা সংস্থাও কার্য্যতঃ বন্ধ থাকে। ট্রেন মোটামুটী স্বাভাবিকভাবে চলে। বাস পরিবহণ সকালের দিকে ব্যাহত হলেও বিকালের দিকে চলাচল সুরু করে। পুরুলিয়া কলিকাতাগামী সরকারী ষ্টেট বাস বন্ধ থাকে।

পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধর্মঘট বানচাল করার বিশেষ প্রচেষ্টা হলেও কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা বন্ধের দিন কোনওরূপ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। বন্ধের দিন মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট কর্মীগণের এক শোভাযাত্রা পুলিশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে সহর প্রদক্ষিণ করে।

বরাবাজার ও ঝালদার ঘটনা

বরাবাজারে বাংলা বন্ধের দিন বামপার্টি জোটের পক্ষে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসের পক্ষে কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস প্রভৃতিদের দুটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই দুই শোভাযাত্রাকারীদের এক সংঘর্ষে জনৈক কংগ্রেস কর্মী ছুরিকাহত হয় বলে অভিযোগ করলে পুলিশ ঐ সূত্রে ৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

ঝালিদায় বাস যাতায়াত ব্যবস্থাকে বাধাদানের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ ৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

পুরুলিয়াতে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলা বন্ধ উদ্‌যাপিত হয়।

নয়পার্টি জোটের বিক্ষোভ আন্দোলন

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রেশনে হ্রাস, খাদ্য সংকট বেকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জ্ঞাপন করে নয়পার্টি জোটের পক্ষে রাজ্যব্যাপী যে আন্দোলন ১২ই থেকে ১৪ই নভেম্বর পর্য্যন্ত জেলায় জেলায় সুরু হয় সেই উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলায় সি-পি-এম; এস-ইউ-সি; মাঃ ফঃ ব্লক, ফরোয়ার্ড ব্লক; ওয়ার্কাস পার্টি প্রভৃতিদের পক্ষে তিন দিন ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনে ৪৯৭ জন—বামপন্থী কর্মী গ্রেপ্তার হন। ১২ই তারিখের আইন অমান্যে ২০৭ জন, ১৩ই তারিখে ১৩২ জন এবং ১৪ই তারিখে ১৫৮ জন—সি-পি-এম; এস-ইউ-সি; এফ-বি-এম এবং এফ-বি কর্মী গ্রেপ্তার হন। জেলা শাসকের খাস কামরায় অনধিকার প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৬শে নভেম্বর মুক্তির ছুটি

আগামী ২৬শে নভেম্বর ১৯৭৩ : ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ মুক্তির ছুটি থাকিবে। বর্ত্তমান সংখ্যার পরের সংখ্যা ৪৫শ সংখ্যা আগামী ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৩ : ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৮০ সোমবার প্রকাশ হইবে।

ম্যানেজার

মুক্তি : পুরুলিয়া

ইজরায়েল ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি !

গত ২২শে অক্টোবর যুদ্ধ বিরতির পরে দেখা গেল মার্কিন ও রাশিয়া উভয়েই বোধ হয় পশ্চিম এশিয়ায় একটা স্থায়ী শান্তি চান। কয়েকটি আরব রাষ্ট্র আমেরিকাকে তেল দেওয়া বন্ধ করার ফলে আমেরিকাকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। আর এদিকে প্রেসিডেন্ট সাদাত বলছেন যে— এখন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামিল। তিনি ইজরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে এবার ভাল রকম শিক্ষা দিয়েছেন – এখন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাননা।

যাই হোক যুদ্ধ বির‌তির পূর্ব থেকেই মার্কিন পররাষ্ট্র সচীব ডঃ হেনরি কিসিংগার চারদিকেই ছুটোছুটি করছিলেন। রাশিয়ার কর্তাদের সঙ্গে, আরব রাজ্যগুলির রাজা ও প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে দেখা ও আলোচনা করে যাচ্ছিলেন। এই সমস্ত আলোচনার পরে গত ৮ই নভেম্বর তারিখে ইজরায়েলের রাজধানী তেল আবিব থেকে ইজরায়েল সরকারের বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় যে— ডঃ হেনরি কিসিংগার এবং তার সহকারীরা পাঁচ দফার এক শান্তি চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে মিশর ও ইজরায়েলের সঙ্গে আলোচনার পরে ইজরায়েল মিশরের সঙ্গে এই শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।

ওই পাঁচ দফা শান্তি প্রস্তাব হল : (১) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দী বিনিময়। (২) মিশরের পরিবেষ্টিত তৃতীয় বাহিনীর জন্য সরবরাহ পথ। রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে তৃতীয় বাহিনীকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হবে। এসব জিনিসের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র থাকবে না। এবং মিশরের ওই ব্যাপারে কোন হাত থাকবে না। (৩) মিশর বব-এল মানদেব প্রণালীতে অবরোধ তুলে নেবে। ইজরায়েলের ভারত মহাসাগরে যাওয়ার ওইটিই প্রধান পথ। (৪) যুদ্ধবিরতি সীমারেখা ঠিক করার জন্য ইজরায়েল ও মিশরের সামরিক কমাণ্ডদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা। (৫) উপরের চার দফা প্রস্তাব কার্যকর হলে ইজরায়েল ও মিশরের মধ্যে সরাসরি আলোচনা।

এর পরেই আবার ৯ নবেম্বর তারিখে ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন সরকার ঘোষণা করলেন যে—পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির জন্য আলোচনার পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে ইজরায়েল এবং মিশর ছ দফা চুক্তি স্বীকার করে নিয়েছে। এই চুক্তির ছ দফা বর্ণনা করে মার্কিন সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকে যে চিঠি দিয়েছেন তাও প্রকাশ করা হল।

দেখা গেল পূর্বঘোষিত পাঁচ দফা চুক্তি থেকে এই ছ দফা চুক্তি পৃথক। যাই হোক তবে এইটাই পাকা চুক্তি বলে নভেম্বরের ১০ তারিখে ইজরায়েল ও মিশরের প্রতিনিধিরা ১০ই নবেম্বর তারিখে স্বাক্ষর দেবেন বলে ঠিক হল।

ছ' দফা ওই প্রস্তাব হল : (১) মিশর ও ইজরায়েল নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সঠিকভাবে মেনে চলতে রাজি ; (২) দুই পক্ষই রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি এবং ২২ অক্টোবরের প্রস্তাব অনুযায়ী সেনাবাহিনী পৃথকীকরণ নিয়ে অবিলম্বে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে ; (৩) সুয়েজ শহরে খাদ্য, জল ও ওষুধ সরবরাহ করা হবে, আহত অসামরিক ব্যক্তিদের শহর থেকে অপসারণ করা হবে ; (৪) সুয়েজ খালের পূর্বতীরে অসামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করা হবে না ; (৫) কায়রো-সুয়েজ সড়কে রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনারা ইজরায়েলী ঘাঁটিগুলির ভার নেবে। ওই সড়কের সুয়েজ প্রান্তে ইজরায়েলী অফিসাররা অসামরিক ধরনের জিনিসপত্র যাচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন ; (৬) রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হলেই যুদ্ধবন্দী বিনিময় হবে।

কিন্তু ১০ই নবেম্বর সই হল না। চুক্তির শর্ত নিয়ে দু পক্ষের ব্যাখ্যায় গরমিল থাকায় বিশেষ করে দু একটা বিষয় সম্বন্ধে ইজরায়েলীদের পরে একটু খটকা লাগায় পূর্ব নির্দ্দিষ্ট মত ১০ই তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। এখন এই চুক্তির সর্তগুলি—দুপক্ষ মিলে করেনি– মার্কিন পররাষ্ট্র সচীব যদি পরামর্শ করেই শর্ত ঠিক করেছে তা হলেও উভয় পক্ষই সন্দেহ করছে —কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা। সাধারণতঃ যা হয়।

যাই হোক ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিব থেকে ১১ নবেম্বর রবিবার ইজরায়েল সরকারের বেতারে ঘোষণা করা হয় যে সুয়েজ খাল রণাঙ্গনে যুদ্ধাবসানের জন্য ইজরায়েলী এবং মিশরী সৈন্যাধ্যক্ষরা সেদিন যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির উদ্যোক্তা। চব্বিশ বছরের মধ্যে ইজরায়েল এবং আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই প্রথম সরাসরি চুক্তি সম্পাদিত হল।

১৯১৮ সালে যে চুক্তির ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে, ১১ নবেম্বর ছিল তার ৫৫তম বার্ষিক দিবস। পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গনের সব কর্মব্যস্ততা স্তব্ধ হয়ে গেল এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে। সুতরাং এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

কায়রো থেকে ৯৬ কিলোমিটার দূরে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা একটি স্থানে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিবিরের মধ্যে বসে দু দেশের সৈন্যধ্যক্ষরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ হেনরি কিসিংগারের ছয় দফা সূত্রের ভিত্তিতে এই চুক্তি রচিত হয়। ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে সাতটায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তেল অভিবের স্থানীয় সময় তখন বিকেল ৪টা। স্বাক্ষরের ব্যাপার ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়। ইংরাজিতে ছাপা চুক্তিপত্রের তিনটি অনুলিপিতে উভয় দেশের প্রতিনিধিদলের নেতারা স্বাক্ষর করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ-শান্তি-তদারকি-বাহিনীর অস্থায়ী প্রধান ফিনল্যান্ডের মেজর জেনারেল এনজিও পি এইচ সিলসভাও স্বাক্ষর অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেন।

সহকারী সেনাধ্যক্ষ ও প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়ারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল আহরন য়ারিভ ইজরায়েলের পক্ষে এবং যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রধান ও মিশরী-বাহিনীর সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল আবদুল রহনি জামসাস মিশরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির ছয়টি সূত্র যা মিশর এবং ইজরায়েল শেষকালে মেনে নিয়েছে তা হল : (১) রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদ থেকে গত মাসে যুদ্ধবিরতির যে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল দু দেশই নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করবে। (২) ২২ অক্টোবর যে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে গিয়েই দু দেশ যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নিয়ে অবিলম্বে আলোচনায় বসবে। (৩) সুয়েজ শহরে প্রাত্যহিক সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে এবং আহত অসামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। (৪) বিনা বাধায় সুয়েজের পূর্ব পারে অবস্থিত মিশরী সৈন্যদের জন্য অসামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বহাল থাকবে। (৫) কায়রো-সুয়েজ সড়ক বরাবর বিভিন্ন ঘাটিতে ইজরায়েলী সৈন্যের স্থানে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী মোতায়েন হবে। কিন্তু ইজরায়েলী অফিসারেরা সরবরাহ করা দ্রব্যাদি পরীক্ষা করে দেখবেন। (৬) রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘাটিসমূহ বসার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী ও আহতদের বিনিময় কার্য শুরু হবে।

বর্তমান সময়ের জন্য পৃথিবীর একটা মহা দুশ্চিন্তার পরিসমাপ্তি হল।

চুক্তি তিনটিই দেওয়া হল। সাধারণের একটা ধারণা থাকা দরকার যে দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধের পরে বা যুদ্ধকালীন যুদ্ধবিরতির চুক্তি করতে গেলে দুপক্ষের গ্রহণযোগ্য চুক্তি সব কেমনভাবে শেষ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হয়।

লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী পরলোকে

লোক সেবক সংঘের একনিষ্ঠ বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীহংসেশ্বর নন্দী বিগত ১৩ই নভেম্বর রাত্রি ১২॥ টার সময়ে বলরামপুরে তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেন। বহুদিন থেকে হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন। ইদানীং অসুখের কিছু বাড়াবাড়ি হয়। ঐ অবস্থায় হার্টফেল হ'য়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬১ বৎসর হয়েছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামদিনে একজন সৈনিক হিসাবে তিনি বিবিধ দুঃখবরণ ও কারাবরণ করেন। দেশের স্বাধীনতার পর সকল সময়ে লোক সেবক সংঘের নিষ্ঠাবান কর্ম্মী হিসাবে সংঘের সকল আন্দোলন ও গঠন কর্ম্মে যুক্ত ছিলেন। শরীর বরাবর দুর্বল ও অসুস্থ থাকা সত্বেও, সংঘের সমস্ত কর্ম্মতালিকা তিনি গভীর উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করতেন। লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী মণ্ডলের তিনি নিকট আত্মীয় স্বরূপ ছিলেন।

হংস বাবুদের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলায় বেতুড় গ্রামে। ওখান থেকে মানভূম জেলার চাণ্ডিল থানার চেলিয়ামা গ্রামে ওঁরা বসবাস করেন। পরে বলরামপুরে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে থাকেন। বলরামপুরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে সকল কাজে অগ্রনী ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৪টি পুত্র ও দুটি কন্যা রেখে গেছেন।

আমাদের আত্মীয় প্রতিম পরলোকগত হংস বাবুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

——•——

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না শুনি যে, অনেক চেষ্টা করা হল—কিন্তু সংগ্রহ হল না। এই যদি শেষে শুনতে হয়, তবে বলবো যে, আজ সব ছাপোষা গৃহস্থকে আইনের বলে সংগ্রহ করতে সরকার নিরস্ত করলেন এবং অবশেষে তাদের প্রতি সরকার বিশ্বাসঘাতকতাই করলেন।

ঘোষণা করুন—কবে থেকে সরকার কত জনকে সপ্তাহে কত পরিমাণ ক'রে খাদ্য দেবেন

(২) সরকার এখনই ঘোষণা করুন—নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় কখন থেকে রাজ্যের কত জনকে কত পরিমাণ ক'রে সপ্তাহে মাথা পিছু খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করছেন। এখন তা' পরিষ্কার করে বলতে না পারলে, আমরা উপলব্ধি করবো যে, সততাহীন দায়িত্ববোধহীন সরকারের অযোগ্যতার ফলে আরো একটা বড়ো খাদ্য সংকট হ'তে যাচ্ছে। আমরা বুঝবো যে, জনগণের নিজ ব্যবস্থাকে সরকার পঙ্গু করলেন অথচ সরকারও কিছু করতে পারলেন না বা করলেন না। এবং তাতে একথাই মনে হবে যে, এই খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে অন্য অসাধু উদ্দেশ্যই ছিল—যা অবশেষে সফল হোল।

ঘোষণা করুন—অফিসার হোন, এম-পি হোন, এম-এল-এ হোন, মন্ত্রী হোন—খাদ্য ব্যাপারে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হলেই সাজা হবে

(৩) সরকার এখনি ঘোষণা করুন যে, এই খাদ্য সংগ্রহ বা খাদ্য ব্যবস্থার ব্যাপারে বা এর নামে যদি কোনো অফিসার, কোনো এম-পি, কোনো এম-এল-এ বা কোনো মন্ত্রী অথবা কোনো ব্যক্তি যদি কোনোভাবে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হন এবং তার সম্পর্কে অভিযোগ আসে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার তদন্ত, বিচার ও শাস্তি ব্যবস্থা হবে। তবেই বুঝবো, দুর্নীতি নিরাকরণ বিষয়ে সরকারের সততা আছে।

ঘোষণা করুন—জনসহযোগিতার ফল যদি শাসনকারী দলের মধুচক্রের পরিপন্থী হয়—তাও ব্যবস্থা নেওয়া হবে

(৪) সরকার ঘোষণা করুন যে, জনগণের সহযোগিতা কী কী ভাবে তাঁরা পেতে চান। জনগণের সহযোগিতা চাই ব'লে একটা অনিশ্চিত ধোঁয়া সৃষ্টি না ক'রে, সুস্পষ্টভাবে সরকার জানান যে, এই সহযোগিতার বাস্তব রূপ কী হবে? জনমত বা জনসহযোগিতার ফল যদি শাসনকারী দলের ব্যক্তিদের অবৈধ মধুচক্রের পরিপন্থী হয়—তা হলেও সরকার ব্যবস্থা গ্রহণে পিছপাও হবেন না—একথা দৃঢ়তার সঙ্গে সরকার ঘোষণা করুন এবং কাজের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁদের সততার প্রমাণ দিন।

শুধু সংগ্রহ নয় : উপযুক্ত সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে : এবং সততার পরিচয় চাই

সরকার যদি আজ তা' না করেন, তবে জনগণের জীবন মরণ সমস্যা জড়িত এহেন মহান ব্যাপার পরিচালনার ধৃষ্টতা করতে গিয়ে সরকার জনগণকে অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিপন্ন করবেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কথা এই হোল যে,—**শুধু সংগ্রহ নয়—উপযুক্ত সরবরাহের প্রতিশ্রুতি সরকারকে এখনই দিয়ে রাখতে হবে** এবং এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতির দ্বারা উপযুক্ত অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করে, এবং এই প্রতিশ্রুতি যে সততাসম্পন্ন তার প্রমাণ দিয়ে, সংগ্রহের কাজে সরকারকে অগ্রসর হতে হবে— এই আমাদের বিনীত অনুরোধ এবং দৃঢ় দাবী। সরকার কি সাড়া দিয়ে সততার পরিচয় দেবেন?

সরকার যদি শুধু সংগ্রহের জুলুম করেন—সরবরাহের দায়িত্ব ঘোষণা না করেন—তবে বিপর্য্যয় ঘটবেই

তা' যদি সরকার করতে পারেন, তবেই এই মহান খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য বণ্টনের সরকারী দায়িত্ব উদ্‌যাপিত হবে। না যদি করতে পারেন— তবে সরকার শুধু যে দায়িত্ব জ্ঞানহীন অযোগ্য গোঁসাইরূপেই প্রতিভাত হবেন তা' নয়,—জনগণের জীবনে আরো কঠিনতর, ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কট-সৃষ্টির কলঙ্ক বহন ক'রে নব কংগ্রেসী সরকারের কুশাসনের ইতিহাসে আরো একটা গুরুতর কালো অধ্যায় সৃষ্টি করবেন। আমাদের জিজ্ঞাসা— এটা কি বাঞ্ছনীয় হবে?

সরকার যে সহযোগিতা চান তার সততার পরিচয় দিতে আমাদের আহ্বান

এ সব প্রশ্নের উত্তর সরকার কি দেবেন? আমাদের এই প্রশ্ন উত্থাপনের কাজটা কি সরকারের অভিপ্সিত জনসহযোগিতার পরিচয় বলে সরকার মনে করেন? যদি তা সহযোগিতার পরিচয় ব'লে তাঁরা মনে করেন, তবে কি সরকার দুর্নীতি দমনের এবং খাদ্যের নামে বিশৃঙ্খলা নিবারণের লক্ষ্যে আমরা যে সহযোগিতা দিতে চাই—তা গ্রহণ করবেন? সে সদিচ্ছা থাকলে সরকার কি যোগাযোগ করবেন? আমাদের এই বিনীত প্রশ্ন।

খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে পুলিস সুপারিন্‌টেনডেণ্টের আবেদন

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে এই জেলায় ধানের ফলন গত বৎসরের তুলনায় ভাল হইয়াছে। বর্ত্তমান খাদ্যনীতি অনুযায়ী সরকারকে যথেষ্ট পরিমান ধান/চাল সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু স্বার্থন্বেষী ও দুষ্কৃতিকারী লোক চাল/ধানের চোরা কারবার করিতেছে ও অবৈধভাবে চাল/ধান এই জেলার বাহিরে পাচার করিতেছে। ইহার ফলে ধান সংগ্রহ যথেষ্ট পরিমানে ব্যাহত হইতে পারে। এই সমস্ত লোকদের উপর আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছি ও তাহাদের বে-আইনী কাজ বন্ধ করার জন্য আমরা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। এ বিষয়ে আমরা জনসাধারণের সহযোগিতা চাই। তাহারা যেন নিম্নলিখিত বিধিগুলি যথাযথ পালন করেন এবং করিতে সাহায্য করেন।

(১) পুরুলিয়া জেলা হইতে চাল/ধান জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ জেলার বাহিরে (বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের) অন্যান্য জেলায় পরিবহন করিতে পারিবেন না।

(২) ধান বা চালের উপর ধার্য্য লেভির সম্পূর্ণ অংশ জমির মালিকরা যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতরে দিয়া দেন ও রসিদ সংগ্রহ করেন।

(৩) অনুমোদিত পাইকারী (হোলসেলার) ও খুচরা (রিটেইলার) ব্যবসায়ীরা যথাক্রমে ২৫০ কুঃ ও ১০ কুঃ এর বেশী ধান ঘরে মজুত রাখিবেন না।

(৪) জমিহীন গৃহস্থরা ১ কুঃ ৮৭কেজির বেশী চাল বা ২কুঃ ৮ কেজির বেশী ধান ঘরে মজুত রাখিতে পারিবেন না।

(৫) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত ধান/চালের কোন পরিবহন বা আদান প্রদান সড়কে, রাস্তায় বা রেলগাড়ীতে চলিবে না।

(৬) কেবলমাত্র সকাল ৮ টা হইতে বৈকাল ৫ টা পর্য্যন্ত হাসকিং বা চিড়াকল চালান যাইবে। এই সময়ের পর ঐসব মেসিন চালাইলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

(৭) বিনা লাইসেন্সে কোনও রাইস মিল, হাসকিং মেশিন বা চিড়াকল চালান যাইবে না।

(৮) বড় চাষীরা যেন তাঁহাদের উদ্বৃত্ত ধান বা চাল স্বেচ্ছায় অনতিবিলম্বে ডি, পি এজেন্ট বা এফ, সি, আই কে বিক্রয় করেন। যাঁহারা স্বেচ্ছায় বিক্রয় করেছেন তাঁহারা সরকারী নীতি অনুযায়ী সার এবং কৃষি ঋণ পাইবার অগ্রাধিকার পাইবেন।

জন সাধারণের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে যদি কোন লোক উল্লিখিত বিধিগুলি অমান্য করেন তবে জনসাধারণ যেন এইরূপ লোকের সংবাদ স্থানীয় থানায়, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পুলিশ ডেপুটি সুপারিন্‌টেনডেন্ট জেলা অধিকারী বা জেলার অন্যান্য অফিসারদের জানান।

খবর প্রদানকারীদের নাম গোপন থাকিবে এবং যথার্থ খবর প্রদানকারীদের পুরস্কৃত করা হইবে।

সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া আপনাকে সাহায্য করার জন্যই পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত রহিয়াছে। আপনার সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মদন গোপাল
৯-১১-৭৩
পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট
পুরুলিয়া।

——•——

উগ্রপন্থী নক্সালরা আবার সক্রিয়
দলবদ্ধভাবে শ্রীরামপুর টাউন ফাঁড়ি আক্রমণ
৮টি বন্দুক ও প্রচুর গুলি নিয়ে উধাও
একজন কনেষ্টবলের মৃত্যু

২ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় একদল উগ্রপন্থী শ্রীরামপুর টাউন ফাঁড়ির ওপর চড়াও হয়ে কনেস্টবলদের কাবু করে আটটি বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণ গুলি কেড়ে নিয়ে উধাও হয়! অতর্কিত আক্রমণে ফাঁড়ির তিনজন কনেস্টবল মারাত্মকভাবে জখম হন। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন। এদের মধ্যে একজন ধরা পড়েছে।

ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়। জি, টি, রোড থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে গঙ্গার পাড়ে ফাঁড়িটা। ফাঁড়িতে ষোলজন কনেস্টবল ও দু জন হাবিলদার মোতায়েন ছিল! কনেস্টবলরা ওই সময় রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাই অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে যায়। আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে উঠে তারা উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। দু এক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু উগ্রপন্থীরা বোমা ছুড়ে এমন ধোঁয়ার আড়াল রচনা করে যে. কনেস্টবলরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে আক্রমণকারীরা বন্দুক ও গুলি নিয়ে উধাও হয়। বাধা দিতে গিয়ে তিনজন কনেস্টবল মারাত্মকভাবে আহত হন। কনেস্টবল তিনজনকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়!

খবর পেয়েই অতিরিক্ত এস. পি. একদল পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। বাড়ি বাড়ি সার্চ শুরু হয়। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উগ্রপন্থীরা বোমা, ছোরা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল।

গুরুতর আহত পুলিশ কনেস্টবল শ্রীআনন্দ মুখার্জী রবিবার ভোর ৫-৫৫ মিনিট নাগাদ শুকলাল কারনানি হাসপাতালে মারা যান।

ওই পুলিশ ফাঁড়ির ওপর হামলার ব্যাপারে বৈদ্যবাটি এবং তৎসন্নিহিত এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ আগে ধৃত একজন সহ ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত অপহৃত আটটি মাসকেট ও গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

উগ্রপন্থীদের আক্রমণের মোকাবিলায় পুলিশের গুলি চালনার ফলে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন আহত হয়। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার সময় অন্যান্যরা তাকে বহন করে নিয়ে যায়।

পুলিশ ফাঁড়ির উপর উক্ত হামলার পর রাজ্য সরকার উগ্রপন্থীদের কার্যাকলাপ সম্পর্কে আবার সারা রাজ্যে পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

উগ্রপন্থীরা সংগঠিত হচ্ছে। শিল্পাঞ্চলে. গঙ্গার দু ধারেই তাঁরা যথেষ্ট সক্রিয়। তাছাড়া কৃষকদের মধ্যেও তাঁদের সংগঠনের কাজ চলছে। অস্ত্র শস্ত্রও বানানো হচ্ছে। কলকাতা থেকে কেন্দ্র সরে গিয়েছে গ্রামে। উগ্রপন্থীদের এখন অস্ত্র সংগ্রহই প্রধান লক্ষ্য।

টালিগঞ্জে নেতাজীর মূর্ত্তি ভগ্ন
উগ্রপন্থীদের উগ্র আচরণ

একদল উগ্রপন্থীর হাতুড়ির ঘায়ে টালিগঞ্জে নেতাজীনগরের মোড়ে নেতাজীর মূর্ত্তিটি আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে ২ই নভেম্বর শনিবার সকাল ৭টায়। উগ্রপন্থীরা নেতাজীর মূর্ত্তির গায়ে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি। ওই মোড়ে দুটি লাল পতাকাও তারা ওড়ায়। পতাকা দুটির গায়ে লেখা ছিল সি. পি, আই (এম, এল)। ওই এলাকার কিছু দোকান ও বাড়ীর দেওয়ালে 'নকশাল বাড়ি জিন্দাবাদ' হাতে লেখা পোস্টারও দেখা যায়। রাত ১১টার সময় যাদবপুর থানা থেকে জানানো হয়, সারাদিনে কাউকে তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি।

'হরতাল' শব্দের জন্মরহস্য

বর্ত্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে 'হরতাল' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রতি নাগরিকই সম্যক পরিচিত। অথচ যে ঘটনার পটভূমে 'হরতাল' শব্দের উৎপত্তি সে ঘটনা আজ থেকে আনুমানিক ৬৭০ বৎসর আগের। 'হরতাল' শব্দের জন্মসংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে আলাউদ্দীন খিলজীর অনুসৃত অর্থ-নীতির আলোচনাও অবশ্যই আবশ্যক. কারণ আলাউদ্দীন খিলজীর অর্থ-নীতির নিখুঁত বিশ্লেষণের সঙ্গেই 'হরতাল' শব্দের জন্মরহস্য জড়িত আছে।

আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৬ খৃষ্টাব্দ) প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য ছিল সরকার দ্বারা নির্দ্ধারিত। তৎকালীন বাজার মূল্য তালিকা এখানে তুলে ধরা হল।

ধান	মণ পিছু	৫ জীতল	লবণ	মণ পিছু	২ জীতল
গম	"	৭॥ জীতল	চিনি	"	১৩ জীতল
ডাল	"	৫ জীতল	সরিষার তেল প্রতি সের		০·৪ জীতল
যব	"	৪ জীতল	ঘি	"	৪·৩৩ জীতল

(১ জীতল = ২ পয়সা)

এই সময় রাজ্যের প্রতি বাজারে সুলতান কর্ত্তৃক নিয়োজিত একজন সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতে বাজারের লেনদেন কার্য্য সমাধা হত। এ সকল কর্মচারীর সরকারী খেতাব ছিল 'শাহান-ই-মণ্ডী' (শাহান = তত্ত্বাবধায়ক, মণ্ডী = বাজার)। সরকার থেকে এদের বাসস্থানের দায়িত্ব নেওয়া হত এবং এদের বাসস্থান থাকত প্রতিটি বাজারের সামনে। কোন ব্যবসায়ী যদি কম পরিমাণে মাল দিয়ে ক্রেতাকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা করতেন তবে তার দেহ থেকে সেই পরিমাণে মাংসই কেটে নেওয়া হ'ত —এইরকমই ছিল তৎকালীন সরকারের শাস্তি। এবং সরকারের আদেশ ব্যতীত বা অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যবসায়ীই সে যুগে অন্য রাজ্যে মাল রপ্তানী করিতে বা নিজদেশে ব্যবসায় পত্তন করতে পারত না। সপ্তাহে একদিন বাজার বন্ধ থাকত এবং বাজার বন্ধের দিন শাহান-ই মণ্ডীদের গৃহ প্রাচীর 'হরিতাল' রঙে রঞ্জিত করা হত অর্থাৎ এ'ভাবেই সেযুগে বাজার বন্ধের অনুচ্চারিত ঘোষণা প্রকাশ করা হত। এবং বলা বাহুল্য বাজার বন্ধের এরূপ পদ্ধতি থেকেই পরবর্তী কালে 'হরতাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

আনন্দবাজার ১১ই নবেম্বর, ১৯৭৩। গৌতম চক্রবর্ত্তী

বিশ্বের মুদ্রার বাজারে
ভারতীয় টাকার দাম শোচনীয় ভাবে কমে গেছে

পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলির মুদ্রার বাজারে ভারতীয় টাকার দাম কি রকম শোচনীয় ভাবে কমে গেছে তা ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৭২-৭৩ সালের দুটি তালিকা দেখেই বোঝা যাবে—কি ছিল আর কি হয়েছে। এক দেশের মুদ্রার বদলে আর এক দেশের মুদ্রা নেওয়াকে 'বিনিময় বলা হয়'। এই মুদ্রার বিনিময়ের একটা হার সময়ে সময়ে স্থির করা হয়। একে বলা হয় 'বিনিময় হার'—ইংরেজীতে বলা হয় "এক্সচেঞ্জ রেট"। নীচে যে তালিকা দেওয়া গেল তাতে ভারতীয় ১০০ টাকার 'বিনিময় হার' বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে ১৯৬৫-৬৬ সালে কত ছিল এবং ১৯৭২-৭৩ সালে কত হয়েছে—সেটার পরিচয় পাওয়া যাবে অর্থাৎ অন্যান্য দেশের কত পরিমাণ মুদ্রায় ভারতীয় ১০০ টাকা পাওয়া যেত এবং এখন পাওয়া যাচ্ছে নীচের তালিকায় সেইটাই দেওয়া হল।

দেশের নাম	মুদ্রার নাম	বিনিময় হার ১৯৬৫-৬৬	বিনিময় হার ১৯৭২-৭৩
কানাডা	ডলার	২২·৪১	১২·৭৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ডলার	২০·৯০	১২·৯২
হংকং	ডলার	১২০·০০	৯২·৯৪
মালয়েশিয়া	ডলার	৬৩·৯১	৩৬·৫৯
বেলজিয়াম	ফ্রাঙ্ক	১০৩৪.১৯	৫৫৮·৭৯
ডেনমার্ক	ক্রোনে	১৪৪·৩০	৩৮·১৪
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	১০২·৩১	৬৪·০৭
ইটালি	লিরে	১৩০২১·২৭	৭৪২৮·৬৩
নেদারল্যাণ্ড	গিল্ডার	৭৫·২২	৪০·৩৫
নরওয়ে	ক্রোনে	১৪৯·২৯	৮৩·৫৮
সুইডেন	ক্রোনে	১০৭৮৪	৬০·৬৭
জাপান	ইয়েন	৭৩৩৭·৯৩	৩৪২৪·১৯
সুইজারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক	৯০·৩২	৪৭·৩৬
পশ্চিম জার্মানী	মার্ক	৫৩·৫২	৪০·৩৫

অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০·৯০ ডলারে যে ভারতীয় ১০০ টাকা পাওয়া যেত ১৯৭২-৭৩ সালে মাত্র ১২·৯২ ডলারে সেই ১০০ টাকা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে জিনিষের দাম ১০০ টাকা আমেরিকা ১৯৬৫-৬৬ সালে তা ২০·৯০ ডলারে কিনেছে আর সেই জিনিষই ১৯৭২-৭৩ সালে ১২·৭৫ ডলারে কিনছে।

—০—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা | সোমবার, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ | বার্ষিক - ৬৲, সডাক—৭৲, নগদ—২০ পয়সা

দেশায় তস্মৈ নমঃ

তেজং চন্দনচূত চম্পকবনং রক্ষা চ সাকোটকে
হিংসা হংসময়ূর কোকিলগণে কাকে চ বদ্ধাদর:।
মাতঙ্গে তুরঙ্গে খরে চ সমতা কর্পূর-কার্পাসয়ো-
রেবং যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ।

মূর্খের নিকট গুণের আদর নাই, এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—যে দেশে চন্দন, আম্র, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষরাজিকে ছেদন করিয়া সেওড়া গাছকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়, যে দেশে হংস, ময়ূর এবং কোকিলকে সংহার করিয়া কাকের উপর আদর প্রকাশ করা হয়, যেখানে হস্তী এবং অশ্বের সহিত গর্দ্দভের তুলনা করা হয় এবং যে দেশে কর্পূর ও কার্পাসে সমজ্ঞান করা হয়, সেই বিচার শূন্য দেশকে নমস্কার।

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কি এই অবস্থায়ই এসে পৌঁছেছে?

কংগ্রেসী কুশাসন, বাম-রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

(১) দুই গোষ্ঠীর লড়াই : সিংহ ও বাঘের খেলা

জনতার আক্রমণে কংগ্রেস ইঁদুর গর্ত্তে : আসরে যুক্তফ্রন্ট সিংহরূপে

সকলেরই মনে আছে—মাত্র এই কিছুদিন আগে অসহনীয় কংগ্রেসী কুশাসনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, নিদারুণ ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের তাড়নার মুখে, পলায়নপর ইঁদুরের মত কংগ্রেস কোথায় কোন্ গর্ত্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জনতার এই বিক্ষোভকে নেতৃত্ব দিয়ে কংগ্রেসের বিরোধী শক্তিরা এক অভিনব মিলিত জোটে সিংহের মত আসরে এসে নামলেন। এই বিরোধী শক্তি-জোটকে পরিচালনা দিলেন মুখ্যতঃ বামপন্থী শক্তিরা।

সিংহ আসরে নেমেই সাংঘাতিক থাবা ও দাঁতের কাজ সুরু করলেন

শাসন হাতে নিয়ে আসরে নেমেই, এই মহা মহা সিংহের দল আত্মহননের লক্ষ্যে, এমন সাংঘাতিক থাবা আর দাঁতের কাজ সুরু করলেন, এবং এর ফলে জনজীবন এমন এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি ও আতঙ্কে আলোড়িত হয়ে উঠল যে, কদিন আগেই যাঁদের মাথায় ক'রে জনগণ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবার জন্য জনগণ ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এবং এই জনগণ দুদিন আগে যে কংগ্রেসকে পায়ের ধুলোর মত সরিয়ে দিয়েছিলেন—সেই কংগ্রেসকেই তাঁরা আবার তাঁদের মুক্তি-অভিযানের জরুরী নেতৃত্ব বরণ করার জন্য পথ পরিসর করে দিলেন।

মুষিক আবার দুরন্ত ব্যাঘ্র : সিংহ আবার মুষিক গর্ত্তে

পরিস্থিতির এহেন নাটকীয় পরিবর্ত্তন দেখে, ইঁদুর-গর্ত্ত থেকে ধুলো-মাখা গায়ে কংগ্রেস আবার বেরিয়ে এলেন। জন-বিক্ষোভকে নেতৃত্ব দিয়ে দ্রুতবেগে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। মুষিক আবার দুরন্ত ব্যাঘ্রের রূপ ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বীর বিক্রমে তাঁদের বিরোধী শক্তিকে এমন ল্যাজের ঝাপট মারতে সুরু করলেন যে, বিরোধী শক্তিও আবার কোথায় কোন্ ইঁদুর গর্ত্তে ঢুকে পড়লেন! বাম শক্তিরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন!

ব্যাঘ্রের ল্যাজের ঝাপটে সব তছনছ

কংগ্রেসী কুশাসনের পরিণামস্বরূপ জন-বিক্ষোভের পুঁজি আশ্রয় ক'রে যে-বিরোধী শক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃই অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠছিলেন. সেই বিরোধী শক্তিকে কংগ্রেস যে এখন এমন মার দিতে পারবেন—তা' অভাবিত ছিল। তাই এহেন কাজ সমাধা ক'রে, কংগ্রেসের মাথা এমন ঘুরে গেল যে, তাঁরা গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে, যাকে পান, তাকে খান—যা পান, তাই খান। ফলে, শাসনে আসার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নব-কংগ্রেসী দৌরাত্ম্যে, আগের সমস্ত অর্থ-নৈতিক সংকটকে ছাড়িয়ে, মানুষের জীবনে আরো ব্যাপকতর ও কঠিনতর সংকট নেমে এল। চারিদিকে আজ মানুষ বলছেন—"এমন সাংঘাতিক অবস্থা আর দেখা যায় নি। এই কংগ্রেস কিছুই করতে পারবে না—দেশকে এবার ধ্বংসই করবে।" কথা সত্যিই।

সেজন্য চাকা আবার ঘুরছে : অন্ধকারের দরজা আবার খুলছে

এই শাসনের অযোগ্যতায় আজ সারা ভারতে অবাধ মূল্য বৃদ্ধির নিদারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। শাসনযন্ত্র আজ কদর্য্যভাবে বিশৃঙ্খল এবং অচল প্রায়। দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক জীবন আজ এঁদের বুদ্ধি এবং সততার অভাবে অত্যন্ত জটিল এবং আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। অসহনীয় উদ্বেগে তীব্র বিক্ষোভ আজ সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থা দেখে, বামপন্থীরাও এখন আবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে, নাড়া দেবার সাড়া জাগাবার কাজে অগ্রসর। তাঁরা আজ খুবই আশান্বিত – চাকা বোধ হয় আবার ঘুরতে চলেছে!

(২) ফলে, জন-বিক্ষোভ ও হরতাল : এটা কার জয়ের সূচনা করছে?

হঠাৎ হরতাল এবং দুই পালোয়ানের তাল ঠোকাঠুকি

চারিদিকে তীব্র জন-বিক্ষোভের অবস্থা দেখে বাম-জোটেরা হরতালের ডাক দিলেন। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিলেন—এই হরতাল রুখতেই হবে। কারণ, তা' রুখতে পারলেই জনমত কংগ্রেসের দিকে রয়েছে – সূচিত হবে। সুতরাং তাঁরা রুখবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। —"হরতাল রুখবোই।" বামপন্থীরা বললেন— "হরতাল করবোই।" তাঁরা ভাবলেন— হরতাল সফল হ'লেই তাঁদের জয় প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে, হরতাল ভালভাবেই পালিত হোল। কারণ তীব্র ও ব্যাপক জনবিক্ষোভ এর পিছনে ছিল।

না, হরতাল হয়নি : জনগণ আমাদের দিকে

ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় হাজার হাজার রেডিওর চোঙ্গার ভেতর দিয়ে আকাশ তোলপাড় করে বললেন—হরতাল একেবারেই হয়নি। বামপন্থীদের উপদ্রবের ভয়ে লোকে কোথাও কিছু বন্ধ্ ক'রে থাকলেও, তা' বন্ধ্ বলেই গণ্য নয়। জনসাধারণ আমাদের পিছনেই আছে এবং থাকবে। কেউই ক্ষুব্ধ নয়। খুনে বামপন্থীদের অরাজকতা, আমদানী করতে আর কেউই চায় না; সবাই কংগ্রেসের শাসনে সন্তুষ্ট। সিদ্ধার্থ বাবুরা জানেন—গলার জোর আর প্রচার-মহিমা ওষুধের মত কাজ করে।

না, হরতাল হয়েছে : জনগণ আমাদের দিকে

এর জবাবে বামশক্তিরা উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—বন্ধেরই জয় হোল। আমাদের ডাকেই জনগণ সাড়া দিয়েছে। এখন পরিষ্কার যে, জনগণ আমাদের চায়। নব কংগ্রেসী জুলুমবাজেরা শাসন শক্তি, পুলিস শক্তি লাগিয়েও বন্ধ্ রুখতে পারে নি। নব কংগ্রেসের পরাজয় হোল। এই যে নিদারুণ ব্যাপক জন-বিক্ষোভ দেখা গেল—এ তো আমাদেরই সৃষ্টি। মাঝে মাঝে আমরা গোটাকয়েক বিবৃতি তো ছেড়েছি। ওটা তো তারই ফল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে – লোহা এখন পুরোপুরি গরম.— আঘাত হানার খাঁটি সময় এসে গেছে—ব্যস্, ঝুঁকে পড়ো।

দেখা যাক—হরতাল কার জয় ঘোষিত করেছে

হরতাল নিয়ে এই দু'পক্ষের লড়াই যা চলল – তা' আমরা দেখলাম। সাধারণ মানুষের মধ্যে হরতাল সফল হয়েছে। এবং সরকারী চাপ সৃষ্টি ও

নির্দ্দেশ দানের ফলে হরতাল কিছু কিছু অসফলও হয়েছে। এখন দেখা যাক—এই হরতালের ভেতর দিয়ে নবকংগ্রেস ও বামশক্তি জোট—এই দুইয়ের কার কতটা জয়লাভ হয়েছে। যে জিনিষটার দোহাই দু'পক্ষই দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে—জনমত। সেটা কার দিকে কতটা কী আছে—সেটাই এখন প্রশ্ন।

সিদ্ধার্থ বাবু! জনগণের হৃদয়ের বন্ধ্ কিন্তু খোলেনি

বন্ধ্ কোনো কারণে যদি ব্যর্থও হোত, তাতেও সিদ্ধার্থ বাবুদের উল্লসিত হবার কিছু ছিল না। কারণ সরকারী চাপের ফলে যদি সকলেই দোকান কাজকর্ম সব ভয়ে চালু রাখত, তাহলেও আজ কংগ্রেসী কুশাসনে বিক্ষুব্ধ মানুষের হৃদয় কংগ্রেসের প্রতি যে দরজা বন্ধ করেছে—সেটা কোনো হুকুমেই খুলত না বা খোলেনি। নিজেদের বিরামহীন অপকীর্ত্তি সমূহের পরিণাম-রূপে মানুষের জীবনে ব্যাপকভাবে যে শোচনীয় দুর্দ্দশা এসেছে—সেটা দেখার দৃষ্টি ও মনোভাব যদি রাজনীতিক খেলোয়াড়দের থাকতো, তাহলে পরিস্থিতি অন্যদিকে যেতো।

হরতালের ভেতর জনগণ 'মুক্তি' চেয়েছে—আর কাউকে চায়নি

অপরদিকে আজ বামশক্তি জোটেরও আজ আর একটি কথা উপলব্ধি করবার আছে। ১৯৬৭ সালে যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণ মুক্তি চেয়েছিলেন—তখন তাঁরা কুশাসনের হাত থেকেই মুক্তি চেয়েছিলেন। কংগ্রেস বিরোধী জোটকে পছন্দ করেন ব'লে, মুগ্ধ হ'য়ে তাঁদের চেয়েছিলেন—তেমন কিছু ঘটেনি। অপর পক্ষে আবার যুক্তফ্রন্টের অনাচার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লোকে যখন মুক্তি চেয়েছিলেন—তখন তাঁরা 'মুক্তিই' চেয়েছিলেন—কংগ্রেসকে চাননি। কারণ, এমন কিছু ব্যাপার ঘটেনি যে, আবার দু'দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের আসল দামটা তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন। দু'পক্ষের কারো জনজীবনে এমন কিছু অবদান ঘটেনি—যার জন্য জনগণ বিশেষ ক'রে কাউকে চাইছে বা চাইবে।

দু'পক্ষই কী ভাবে পরিস্থিতি বিপজ্জনক করেছেন !!

নিমজ্জমান মানুষ খড় কুটো ধরতে চাইছে—ওতে হবে না—শক্ত কাঠের তক্তা চাই

নদীগর্ভে মানুষ যখন পড়ে যায়—ভাসতে থাকে—তখন বাঁচবার জন্য ব্যাকুল হয়। খড় কুটো যা পায় ধরতে যায়। খড় কুটো যদি ভাবে, দেখো, আমাকেই ভালবেসে ও ধরতে চাইছে—তবে সে ভুল করবে। বরং দেখা যাচ্ছে যে, যে যে খড় কুটো সে ধরতে যাচ্ছে, তার কোনোটাই কাজে আসছে না। ধরতে গিয়ে সে ডুবে যাচ্ছে। অবশেষে কোনো রকমে স্রোতের টানে পাড়ের কাছে গিয়ে তার প্রাণ বাঁচছে। নিমজ্জিত কোনো মানুষকে কোনো দুর্ব্বল খড় কুটো বাঁচাতে পারে না। তাকে বাঁচাবার জন্য চাই—শক্ত সবল আশ্রয়যোগ্য বড়ো কাঠ। এই কাঠ মিলছে না। তাই অত্যন্ত ঘন ঘন রাজনৈতিক পালা বদলের ব্যাপার ঘটছে।

যোগ্য জনশাসন যদি চাই তবে জনচেতনা ও যোগ্য জন-প্রতিনিধি চাই

একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আজ রাজনীতিকদের বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে এই। গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে উন্নত ভাল শাসন-জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হলে—ব্যাপকভাবে জনগণকে উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনা দিতে হবে এবং তাদের সামনে যোগ্য সৎ প্রতিনিধি দিতে হবে। কিন্তু ঐ বিবদমান কোনো পক্ষই আজ জনগণকে গঠিত ক'রে তোলার,—সচেতন ক'রে তোলার কাজ একেবারেই করছেন না। আর যোগ্য প্রতিধিত্বের কথা—তা না তোলাই ভাল। কেবল অফিস থেকে বাড়ী ফেরার মুখে দলীয় কিছু মানুষের রাজনৈতিক শ্লোগানে জনচেতনা সৃষ্টি হয় না। তাতে জনজীবনে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার হয় না। তার জন্য পৃথক ব্যবস্থা চাই।

জন-প্রভাব সম্পর্কে বালক সুলভ ভ্রান্ত ধারণার অবসান হোক

কিন্তু নেতারা এই সত্যটা ভুলে গেছেন। কোনো রকমে কোনো ব্যাপারে বেশ কিছু লোক জমা করেই নেতারা আনন্দে আত্মহারা হন যে, তাঁদের কত প্রভাব! আমরা বরাবর দেখছি—কংগ্রেসের বিরাট সমাবেশই হোক, আর বামপন্থীদের যে কোনো দলেরই বিরাট সমাবেশ হোক—তাঁরা গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ডাক দেন যে, ট্রেন ভাড়া লাগবে না; জানালা ভেঙে রেলে চড়ো—কলকাতা গিয়ে প্যাকেটে ভরা রুটি খাও আর মজা দেখে ফিরে এসো। তাতে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে এমন কতকগুলি ক'রে লোক তৈরী হচ্ছে—যারা যে কোনো দলের ডাকে ছুটে যায়—রাস্তায় হল্লোড়বাজী করে—মজা দেখে ফিরে আসে। আর সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সব দলই ভাবেন—দেখো, কত লোক আমাদের ডাকে জুটেছে—আমাদের কী প্রভাব!

সত্যকার প্রভাবের ক্ষেত্র কারো নেই ব'লেই উভয়ের জীবনেই যে শোচনীয় ব্যাপার ঘটছে

এই সব দলের কারুরই সত্যকার প্রভাবের ক্ষেত্র নেই—সচেতন ভাবে তৈরী করা জনক্ষেত্র নেই। এবং তার সঙ্গে নিজেদের সত্যকার রাজনৈতিক সংগঠন, বা সম্যক শক্তি, শিক্ষা বা চিন্তা নেই। এবং এর ওপরে আছে—বহু অবাঞ্ছিত কর্ম্মের দুঃখজনক ইতিহাস। ফলে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে, শাসনের সুযোগের সমস্ত ক্ষেত্রলাভের পরও কংগ্রেসকে রাজ্যে রাজ্যে উড়ে যেতে হয়। আর ঐতিহাসিক বিরাট জনসমর্থনের পরও দুদিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে হয়। এইসব দুর্বল বাঁশ দিয়ে ভোজবাজীর খেলা দেখানো সম্ভব নয়। সেজন্য নতুন করে ভাবতে হবে—কাজের নতুন পত্তন দিতে হবে। দুঃখজনক হ'লেও একথা বলার প্রয়োজন আছে।

জন-প্রভাব নেই বলে, যে সব সাংঘাতিক বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

কিন্তু আজ আমরা কী দেখছি। সত্যকার জনসমর্থন, সত্যকার জনসেবার সদিচ্ছা, সত্যকার দেশ গঠন কর্মধারা যখন নেই, অথচ যখন ক্ষমতা লাভের দুরন্ত লোভ রয়েছে—দলীয় স্বার্থের চিন্তাটাই যখন প্রধান হয়ে আছে—তখন যে ক'রেই হোক, আসন তো দখল করা চাই। তারই প্রয়োজনে সর্ব্বদাই আয়োজন চলছে—কী করে জনগণকে ভুলিয়ে, চাপ সৃষ্টি করে, জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, নানা মিথ্যাচার সৃষ্টি ক'রে, তাদের ভোট যুদ্ধে হাতে আনা যায়। এবং এই কাজটাকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য দিতে পারে—এমন নানা বাহিনীও তৈরী হচ্ছে।

কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, অসাধু শাসন যন্ত্র, ও মস্তান বাহিনী—এরা আজ বড়ো বড়ো অস্ত্র

চোরাবাজারকে হাতকরা, কায়েমীস্বার্থবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত করা হচ্ছে; তাদেরও নানা সুবিধে দেওয়া—জনগণকে শোষণ করার নানা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যাতে তাদের রসদ ঐ কাজে লাগে। শাসনযন্ত্রকেও অবাধ অপকর্ম্মের সুযোগ দিয়ে তাদেরও ঐ কাজে লাগবার যোগ্য করা হচ্ছে। সাংঘাতিক কাজ করতে পারে, অপরকে ঠাণ্ডা বানাতে পারে—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রে কাজ হাসিল করতে পারে—এমন সব কাজের যোগ্য মস্তান-সংগঠন করা—সমাজ বিরোধী কুখ্যাত ব্যক্তিদের সংগঠিত করা হচ্ছে। এহেন দারুণ দারুণ রাজনৈতিক কাজে ঐ সমস্ত দলগুলি আজ কর্ম্মব্যস্ত।

এঁরা দেশের ও জন জীবনের অপরিমেয় ক্ষতি করলেন

কেউ কোনো ক্ষেত্রে বেশী পারদর্শী—কেউ কোনো ক্ষেত্রে কম। তবে ঐ সব দলগুলির কেউই আসল ক্ষেত্র গ'ড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, অধ্যবসায় নিয়ে চলবার ধৈর্য্য বা মনোভাব রাখছেন না বলেই, সব সময়ই কাজ হাসিলের যন্ত্র তৈরী করতে নিমগ্ন থাকছেন। এর ফলে দেশে গণতান্ত্রিক ধারায়, ভদ্র পরিবেশে, কাজ করার পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। এবং বাঞ্ছিত জনশাসনের আশা আরো দূরে সরে যাচ্ছে। রাজনৈতিক এইসব দলগুলি রাজনীতির নামে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের তথা জনজীবনের বহু ক্ষতি সাধন করেছেন।

তবু পরিবর্ত্তনের আশা আছে—তবে সততার ভরসা চাই

যা ঘটেছে বা ঘটছে তা যে চিরকাল ঘটবে তার কথা নেই। মানুষের পরিবর্ত্তনও আসে—সুবুদ্ধির উদয়ও হয়। জানি না আজ এখনই এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে কিনা। জানি না উভয় পক্ষের কোনো দল আজ এগিয়ে এসে বলতে পারবেন কি না যে, আমাদের হাতে ক্ষমতা দাও—আমরা যোগ্যতার সঙ্গে শাসনের কাজ উদ্যাপিত করতে পারবো। এবং জনমতকে

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মুক্তি

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, সোমবার

মুক্তির মূল্য বৃদ্ধি

বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে মুক্তির প্রতি সংখ্যার নগদ দাম ১৫ পয়সার স্থলে ২০ পয়সা করা হল! নিউজপ্রিন্ট পাওয়া যায় না—এমনি সাদা কাগজ—যে কাগজে মুক্তি ছাপা হল সে কাগজ বাজারে ৩০টাকার জায়গায় ৬০ টাকা রিম দরে কিনতে হচ্ছে। না কিনে উপায় নেই কারণ তাহলে মুক্তির প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয় আর প্রকাশ জারি রাখতে গেলে দাম না বাড়িয়ে উপায় নাই।

এই ডিসেম্বরেই মুক্তির প্রকাশের ৩৪তম বর্ষ শেষ হবে। ৩১শে ডিসেম্বর ৩৪তম বর্ষের ৪৮তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৪ তারিখে ৩৫ তম বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

এখন থেকে মুক্তির বার্ষিক মূল্য হাতে ৯ টাকা এবং সডাক ১০ টাকা করা হল। পুরাতন গ্রাহক যারা আছেন তাদের গ্রাহক-বর্ষ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্বের প্রদত্ত মূল্যেই মুক্তি যথারীতি যাবে। শেষ হয়ে গেলে যারা গ্রাহক থাকবেন তাদের এই বর্দ্ধিত হারেই মূল্য দিতে হবে।

কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকা যারা বৎসরে সরকারী বিজ্ঞাপন ও অন্য বিজ্ঞাপনে লক্ষ লক্ষ টাকা পান তারাও এই মুদ্রণের কাগজ সংকটে কাগজের দাম বাড়িয়ে চলেছেন। তাদের বাড়াবার পিছনে বাস্তবযুক্তি কি রয়েছে তা আমরা জানিনা. কিন্তু এই মুদ্রণের কাগজ সংকট যে 'মুক্তির' মত পত্রিকার অস্তিত্বের পক্ষেই দুরতিক্রম্য সংকট সৃষ্টি করেছে নিতান্ত অসহায় হয়ে তাকে সামনে করে আমাদের চলতে হচ্ছে। মুক্তির অনুরাগী, গ্রাহক অনুগ্রাহক, পাঠক পাঠিকা প্রভৃতি আশা করি এই অবস্থা ও পরিস্থিতি উপলব্ধি করবেন এবং আপনাদের সহযোগ সহানুভূতি এবং সক্রিয় সাহায্য দ্বারা 'মুক্তিকে' বাঁচিয়ে রাখবেন।

সহরে এবং ডাকে যাদের কাছে বিনামূল্যে কমপ্লিমেন্টারী কপি হিসাবে মুক্তি পাঠান হয়—তাদের কাছে সেটা আর পাঠান সম্ভব হবে না বলে আমরা মুক্তির মারফত জানিয়েছিলাম—কিন্তু বন্ধ করি নাই। আগামী সখ্যা ৪৬ সংখ্যা থেকে সেটা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে যারা গ্রাহক থাকতে চান তারা অনুগ্রহ করে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭৪ তারিখের মধ্যে বর্দ্ধিত হারে গ্রাহক মূল্য পাঠালে বাধিত হব।

সময়, পরিস্থিতি ও অবস্থার জন্য অত্যন্ত দুঃখের সহিতই আমাদের এই ব্যাবস্থা নিতে হচ্ছে।

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত
সম্পাদক

—— • ——

অক্ষম ও অযোগ্য শাসন-ব্যবস্থার পরিণতি

গত নির্বাচনে কেন্দ্রে ও রাজ্যে অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েও কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিজেদের অক্ষমতায় দেশের শাসন ব্যবস্থা,—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—কি রকমভাবে ভেঙ্গে দিল তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়না—বর্ত্তমান পরিস্থিতিই তার সবচেয়ে দ্বিধাহীন পরিচয়। আমরা কোন মন্তব্য না করেই দু একটি ঘটনা নমুনাস্বরূপ দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করলাম। এগুলি সবই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। দেশবাসী কেবল এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের একটা সিদ্ধান্ত করুন এবং সেই সিদ্ধান্তটা নড়বড়ে না হয়ে যেন দৃঢ় হয়।

সাঁওতালডির রাম প্রাপ্ পা

দুর্গাপুর, ২৮শে নবেম্বর—সাঁওতালডি বিজলি প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ১৫ অক্টোবর। ওই পর্য্যন্তই। তারপর থেকে একদিনও প্রথম ইউনিটের জেনারেটারটি কাজ করে নি। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। খুঁত বেরিয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে, ১৯৭৪ সালের মার্চ্চের আগে ওই জেনারেটার থেকে বিজলি উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাও আবার ওই সময় ৩০ থেকে ৩৫ মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন করা যাবে না। অথচ ওই ইউনিটটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০ মেগাওয়াট।

১৯৭৪ সালের মার্চ্চে যদি ৩০ থেকে ৩৫ মেগাওয়াট বিজলি উৎপন্ন হয়ও তাহলেও কলকাতা ও শহরতলির শিল্প এলাকার বিজলি সংকট চলতেই থাকবে। প্রথম ইউনিটটি উদ্বোধন করার সময় বলা হয়েছিল এই জেনারেটার থেকে উৎপন্ন ৫০ মেগাওয়াট বিজলি কলকাতা পাবে।

কাগজের অভাবে পরীক্ষাগ্রহণে অনিশ্চয়তা

কাগজের অভাবে ১৯৭৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। মধ্যশিক্ষাপর্ষদ ও রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে চেষ্টা করেও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করতে পারছেন না। শিল্প ও বাণিজ্য কমিশনার শ্রীনির্মলকুমার বিশ্বাস বড় বড় কয়েকটি কাগজ উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে এই সম্পর্কে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন, অনুরোধও করেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কাগজ দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি।

এবার উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় তিন লক্ষেরও বেশী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবে। তাদের উত্তরপত্রগুলির জন্য মোট কাগজের প্রয়োজন ১৬০ টন। দাম প্রায় দশ লক্ষ টাকা।

মধ্য শিক্ষা পর্ষদ প্রতি বছর বাজার থেকে নগদমূল্যে কাগজ কিনতেন। এবার কাগজের অভাব দেখা দেওয়ায় পর্ষদ কয়েকটি ফারমের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিলেন। কারণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ খাতা তৈরী করতে হবে। তাই সময়ের প্রয়োজন। অথচ এখন পর্যন্ত কোন কূলকিনারা পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একটি কাগজের কলে লক আউট ঘোষণা হওয়ায় অবস্থা আরও উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছে।

পর্ষদের সচিব শ্রীঅনিল বিশ্বাস বুধবার বলেন, আমরা কাগজ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে রাজ্য সরকারের শরণাপন্ন হয়েছি। রাজ্য সরকারও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। যদি শেষ পর্যন্ত কাগজ পাওয়া না যায় তবে ওই দুইটি পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে।

খবরের কাগজের দাম বাড়ার কয়েকটি নমুনা

উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটায় ১লা ডিসেম্বর থেকে প্রায় সব জায়গাতেই সংবাদপত্রের দাম বাড়ানো হয়েছে। পশ্চিম বাংলার বাইরের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল—

পাটনায় চারটি অগ্রণী দৈনিক—ইণ্ডিয়ান নেশন, সার্চলাইট, ও হিন্দি দৈনিক—১৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ২২ পয়সা। হিন্দী দৈনিক প্রদীপ ১৬ পয়সা থেকে ২০ পয়সা।

আসামে আসাম ট্রিবিউন—২০ পয়সা থেকে ২৫ পয়সা; দৈনিক অসম—১৮ পয়সা থেকে ২০ পয়সা।

পাঞ্জাব—পাঞ্জাবী দৈনিকগুলি ইতিপূর্বেই দাম বাড়িয়েছে। হিন্দি ও উর্দু দৈনিকগুলি যথাক্রমে ৪ পয়সা করে দাম বাড়িয়ে ২০ পয়সা ও ২৫ পঃ করেছে। রবিবারের কাগজ ২৫ পয়সা।

মধ্যপ্রদেশ - হিন্দি দৈনিক 'নই দুনিয়া'র সবচেয়ে বেশী বিক্রী; এর ৩ পয়সা দাম বাড়িয়ে হল ২৫ পয়সা। অন্যান্য কাগজও দাম বাড়িয়েছে।

পশ্চিম বাংলায়—সব কাগজেরই দাম বাড়ান হল। নমুনাস্বরূপ আনন্দবাজার—২২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৩০ পয়সা করা হয়েছে।

—— • ——

রোটারী ক্লাব কর্ত্তৃক বিনা খরচায় চক্ষু অপারেশনের ব্যবস্থা

পুরুলিয়া রোটারী ক্লাব ২৫শে ডিসেম্বর থেকে স্থানীয় কর্ণি ধর্মশালায় চক্ষু অপারেশনের জন্য একটি ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। কলিকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার ডাঃ অনুতোষ দত্তের নেতৃত্বে বিশিষ্ট চোখের সার্জনগণ এই অপারেশন করবেন। যারা চোখের ছানি কাটাতে চান তারা ২৫শে ডিসেম্বরের পূর্বে শ্রীকাশীনাথ কাটারুকা পরেশনাথ ঘোষ ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। এই ক্যাম্পে চিকিৎসা, থাকা, ও খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য রোগীদের কোন রকম খরচ লাগিবেনা।

—— • ——

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রদ্ধা ক'রে কাজকে রূপ দোব—নিজেদের দোষ ত্রুটি দেখার মনোভাব রেখে, শাসনের কাজ চালাবো। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত জনগণকে ছদিন অন্তর অন্তর কেবলই শাসনের হাত বদল চাইতে হবে।

কোন্ দল আজ নেতৃত্ব দিতে পারবে ?

নব কংগ্রেস পারবে না : সততাসম্পন্নদের এগিয়ে আসতে হবে

আজ যা পরিস্থিতি দেখছি—তাতে আমরা নিশ্চিত যে, কংগ্রেস জনগণকে ঐ ভরসা দিতে পারবে না। কারণ জনগণকে যারা শোষণ ক'রে থাচ্ছে—তারাই আজ কংগ্রেসে খুব বেশীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অত্যন্ত প্রবল। যারা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে কাজ করতে চান বা সদিচ্ছা আছে—সেই দলগুলি যদি 'এগিয়ে' আসতে পারেন—হয়তো আশার আলো দেখা দিতে পারে। তবে তাঁদের 'এগিয়ে' আসার ওপর সব নির্ভর করছে। অর্থাৎ যা চলছে সেই ধারার পরিবর্তন ক'রে নূতন সংকল্প তাদের নিতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যে সৎ এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন আদর্শবাদী ব্যক্তি যদি বা যাঁরা আছেন—তাদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে প্রগতিশীলদের জোটে যুক্ত হতে হবে।

একলা কারো ক্ষমতা নেই : তবে সততাপূর্ণ জোট হবে কিনা প্রশ্ন

আজ একথা দিনের আলোর মত সত্য যে, নব কংগ্রেস ছাড়া অন্য সব দলই ছোট ছোট। তার মধ্যে ইতর বিশেষ আছে মাত্র। ভারতীয় রাজনীতির কথা দূরে থাক, কোনো রাজ্যেই কারো একক ক্ষমতা নেই শাসন দখল করার। সুতরাং জোট ছাড়া পথ নেই। সেজন্য এঁদের মধ্যে যাঁরা যথার্থরূপে প্রগতিশীল শক্তি-সংহতি গড়ে তুলতে চান—তাঁদের সবচেয়ে বড়ো যে সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে—তা' হল ঐক্যের জন্য সততা পূর্ণ মনোভাব। পাঁচটা দলকে এক জায়গায় জমা করবো—আর জমা করেই, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করব—কীভাবে কত শীঘ্র অন্য দলগুলির নৌকোর তলা ফুটো ক'রে, তাদের ডুবিয়ে আমি একলা ওদের ঘাড়ে পা দিয়ে বেরিয়ে যাবো! এজন্যই বিকল্পশক্তি গড়ছে না। এই আত্মনাশা মনোবৃত্তির পরিবর্তন চাই। নাহলে কিছু হবে না।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী যাঁদের—তাঁরাই সমাজতন্ত্রের ক্ষতি করলেন !

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, ঐক্যের উপযোগিতা বোঝবার জন্য যে সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও ঐক্য বোধের যে উপলব্ধি প্রয়োজন—কোনো জোটের পক্ষে এ দুটোর কোনটাই থাকবে না—এ হয় কী করে ! এই অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে জনজীবন পরিচালনার মত বিরাট দায়িত্বের কাজ হাতে নেওয়া সত্যিই বিপজ্জনক। যদি জোটের শক্তিতে শাসন ক্ষমতা নিতে হয় তবে দেখতে হবে-পায়ের তলার মাটি স্বরূপ যে ঐক্য তা' কী ক'রে থাকবে।

দলীয় হিংসা এবং স্বার্থপরতাই সমাজতন্ত্রেরই সাক্ষাৎ পরিপন্থী

জোটের কোনো দল যদি চমৎকার জনসেবা করেন—তাহলে জোটের অন্যান্য দলের মনোভাব হওয়া উচিত যে, ঐ দল আরো গড়ে উঠুক-জনসাধারণ ওদের সেবা পাক। কিন্তু ঐ দেখে যদি হিংসে হয়, দলীয় স্বার্থের প্রশ্ন মনে বড়ো হ'য়ে জাগে, তাহলে সমাজতন্ত্রটাই আসবে কী ক'রে? সমাজতন্ত্রের বড় বড় অনুগামীরা সবাই জানেন যে, হিংসা এবং স্বার্থপরতাই কায়েমী স্বার্থের জন্ম দেয়। মিলিতভাবে, পরস্পরকে সম্মান দিয়ে, একে অপরের কাজকে সাহায্য ক'রে, অকুণ্ঠভাবে অপরের ন্যায্য মর্য্যাদা ও প্রাপ্য দেবার মনোভাব থাকলেই, তবে সমাজতন্ত্র সার্থক হতে পারে। অপর কোনো তাকতুকে বা গালভরা নিছক বুলিতে তা' হতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার পথে সবচেয়ে বড়ো আঘাত হেনেছেন বামপন্থী বন্ধুরাই

পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রণ্টের আবির্ভাবে, ভারতবর্ষের জীবনে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষার প্রথম সুযোগ ও মর্য্যাদা লাভ হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এই সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার পথে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড়ো আঘাত দিয়েছেন—যুক্তফ্রণ্টের বামপন্থী বন্ধুরা। অত্যন্ত কটু কথা হলেও, এটা অত্যন্তই সত্য। বামপন্থী বন্ধুরা যদি এই ধারার পরিবর্তন না করেন—তবে তাঁদের হাতে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা কখনো সম্ভব হবে না।

সেজন্য বিকল্প শক্তি গঠনের লক্ষ্যে আজ আমাদের প্রস্তাব

আজ যদি দেশের চারিদিকের এই দুর্দ্দশা ও হতাশার মধ্যে দেশকে নেতৃত্ব দেবার দৃঢ় সংকল্প কারো থাকে, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে দেশ যা আশা করবে তা এই :—

১) সততার সঙ্গে, সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে জোটের ঐক্য রাখতে হবে

ঐক্যবদ্ধ জোটের কেউ কারো প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, শত্রুতা করবে না। সৌহার্দ্দ্যের সঙ্গে, সততার সঙ্গে, ভদ্রতার সঙ্গে ঐক্য বজায় রাখার আন্তরিকতা থাকবে। প্রত্যেক দলের যোগ্য লোকদের উপযুক্ত দায়িত্ব দিতে মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা করা হবে না।

২) প্রত্যেক দলকে সৎ এবং যোগ্য প্রতিনিধি দিতে হবে

প্রত্যেক দল নিজ নিজ দলের মধ্য থেকে বাছাই ক'রে যোগ্য, সৎ প্রতিনিধি ও সদস্য দেবেন। যদি দলের সম্পর্কে বা দলের কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ আসে—তা' বিচার করে দেখার আন্তরিকতা থাকবে এবং অভিযোগ সত্য হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার বা প্রতিনিধি পরিবর্তন করার অঙ্গীকার থাকবে।

৩) অবিলম্বে দেশ শাসনের পরিকল্পনা, গঠনধারা ও কর্মতালিকা তৈরী করার যোগ্যতা দেখাতে হবে

দেশ শাসনের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা, শাসনযন্ত্রের উপযুক্ত কাঠামো, জন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের বাস্তব ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে, চিন্তাশীলদের সাহায্য গ্রহণ করে অবিলম্বে ঐ সব বিষয়ে বিশদ রূপ দিতে হবে।

৪) জোট কিছুতেই ভাঙ্গবে না—এমন ভিত্তি ও এই প্রতিশ্রুতি চাই

জোট ঘন ঘন ভাঙ্গার কোনো প্রশ্নই থাকবে না। জোট যে উদ্দেশ্যে হবে-তাকে সামনে রেখে সর্ব্বসম্মত কর্ম্মনীতি, কর্ম্মধারা ও কর্ম্মতালিকা নির্ণয় ক'রে নিতে হবে। এর বাইরের কাজ দলেরা যে যার ইচ্ছামত করতে পারবেন। চিন্তাহীনভাবে জোট তৈরী ক'রে—দুদিন পরে পরেই জোট ভাঙ্গায়, জোটের ওপর লোকের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। জোট ভাঙ্গার অবস্থা কিছুতেই ঘটবে না তার অঙ্গীকার নিতে হবে।

৫) জনচেতনা গড়ার ও জনগণকে ক্ষমতার অংশ দিতে হবে

জনগণকে যথার্থভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিরত বিভিন্ন কর্ম্মতালিকা নেওয়া হবে এবং শাসনক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিত ক'রে জনগণকে সত্যকার শাসন ক্ষমতার অংশ দেওয়া হবে—এই অঙ্গীকারচাই।

জোট এবং জনশক্তি : জোট এবং লোক সেবক সংঘ

জনগণের জন্য শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও, জনশক্তি সম্পর্কে জোটের গঠনতান্ত্রিক বহু কাজ রয়েছে। তার কথা বারান্তরে বলব। জোট বিষয়ে লোক সেবক সংঘের মনোভাবেরও প্রশ্ন রয়েছে। কোনো জোটে দেবার কথা লোক সেবক সংঘ ভাবছে না। এর কারণ সমূহও পরে যোগ আলোচনা করব।

কংগ্রেসের জন-জয়ের কায়দার বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই চাই

নানা কারণে সব দল সম্পর্কেই মানুষের হতাশা এসে গেছে। বুঝেছে যে, কেউই পথ দেখাতে পারবে না। নিজেদের কর্ম্মের দ্বারা, চিন্তার গভীরতার দ্বারা, ঐক্য বজায় রাখার যোগ্যতা দ্বারা আদেশের দ্বারা প্রগতিশীল দলগুলিকে আজ মানুষের মন আবার জয় করতে হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুঝেছেন যে, "কারো ওপরই জনগণের আস্থা নেই—কারো কোনো প্রভাবের ক্ষেত্র নেই। এই অবস্থায় ভোটের তুফানে কোটি কোটি টাকা যারা ছাড়তে পারবে, তারাই জনগণের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারবে।" সেজন্য এবারে তাঁদের আরো জোরপ্রস্তুতি চলেছে মূল্যবৃদ্ধির জোর প্রতিযোগিতার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য থেকে এবারে যে আরো বিরাট বানিজ্যিক অবদান জুটবে, আগামী ভোট যুদ্ধে নব কংগ্রেসী রথচক্রে তা' রসদ জোগাবে। এর বিরুদ্ধে শুধু শ্লোগানে নয়, আদর্শ ও সততার অঙ্গীকারে জনগণের পক্ষে এই লড়াই দিতে হবে। না হলে, জনগণের সামনে সেই পুরোনো প্রশ্ন ফিরে ফিরে দেখা দেবে যে, তপ্ত কটাহের ফুটন্ত তৈল, না, জলন্ত উনুনের দুরন্ত আগুন—কোনটা সুখের হবে?

OFFICE OF THE DISTRICT SCHOOL BOARD, PURULIA.

Applications in the following proforma are invited from candidates possessing S. F. / H. S. or equivalent qualification (Preferably trained) in connection with preparation of a panel of approved candidates for appointment as teachers as and when required by the District School Board, Purulia.

Applicants must be Indian Citizens not below 18 years and n t above 35 years of age on the 1st December, 1973. Physical handicap will be considered a disqualification Application written in applicants' own handwriting on half fool'scap size paper should be submitted to the Sub-Inspector of Schools/Deputy Assistant Inspector of Schoools of the Circle where they are normal residents so asto reach his office by the 15th December, 1973. The panel to be prepared Circle-wise will remain valid for one year from the date of its approval by the Director of Public Instruction, West Bengal.

Enlistment in the panel is no guarantee for appointment. Organiser-teachers of newly recognised primary schools who could not be recommended by this Board to the Director of Public Instruction, West Bengal for approval and such other teachers who are working in un-recognised primary schools may also apply. The applications must be accompanied with copies of S. F./ H. S. examination pass certificates or Mark-sheets alongwith Admit cards duly attested by a Gazetted Officer. Scheduled Caste/Scheduled tribe candidates must furnish an attested copy of a certificate issued by the Department of Scheduled Castes and Tribes Welfare testifying to their bonafide as Scheduled Caste/Scheduled tribe candidates.

No application will be received by the office of the District School Board, Purulia direct. Applicants will be required to appear for an interview and to sit for a written test, if necessary.

APPLICATION FOR ENLISTMENT IN THE PANEL OF SELECTED CANDIDATES F R APPOINTMENT AS TEACHER UNDER DISTRICT SCHOOL BOARD, PURULIA.

1. Name in Full (Block letters) ....
2. Address ... (a) Present ....Vill...............P. O. ....
   District.......................
   (b) Permanent :— Vill........................P.O. ....
   District ....
3. Father's/Husband's name ....
   (a) Present Address :— Vill .... P.O. ..... Dist. ....
   (b) Permanent Address :— Vill .. ..P.O. ...... Dist ...
4. Occupation ....
5. Date of birth
   (as per academic certificate) ....
   and age on 1 12 73..........................
6. Academic Qualifications :—
   Examination passed University Board Year Division
7. Whether trained, if so,
   Nature of training Duration Name of Institution. Year.
8. Previous experience, if any......
9. Extra academic qualifications, if any........
10. Registration no. of the Employment Exchange with name of the Employment Exchange office.
11. Whether Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidate, if so, the name of the Tribe/Caste

I solemnly declare that the above particulars in respect of me are true.

Signature of the ap. licant.

Date ....

WANTED

A S.F. or H. S. Clerk on leave vacancy. Apply to the Secretary to reach on or before the 7th December 1973. Appear for interview at 12·30 P.M. on 9th December.

Secretary
Aguibil jr. High School
P. O. Barakadam
Dist Purulia

WANTED

Wanted an arts graduate (preferably trained) against a deputation vacancy.

Apply to the Secretary on or before the 6th Dec. '73.

Secretary
Kumari High School
P. O. Kumari
Dist. Purulia (W.B.)

Office of the Purulia Zilla Parishad NOTICE

No. 1370. Dt. 17-11-73

WANTED an Estimator for the Purulia Zilla Parishad on the usual pay and allowances. Intending applicants should possess the qualifications as prescribed under the L.S.G Rules, within 10-12-73.

Preference will be given to the candidates possessing higher qualifications and practical experience.

Administrator.
Purulia Zilla Parishad

ORDER

In exercise of the powers conferred on me under section 3 (a) (II) of the West Bengal Municipal Election Rules 1960 I hereby fixed Sunday 30th June 1974, as the date on which the next General Election of Commissioners of the Purulia Municipality in the district of Purulia shall be held.

Sd/- A. C. Kol
Deputy Commissioner, Purulia
&
District Magistrate, Purulia.

আদেশ নামা

১৯৬০ সালের পশ্চিম বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন রুলের ৩ (এ) আই, আই, ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী আমি পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন রবিবার ধার্য্য করিলাম।

স্বাঃ এ, সি, কোল
ডেপুটি কমিশনার পুরুলিয়া এবং
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুরুলিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩০-৬-৭৪ তারিখে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের নির্ব্বাচনের দিন ধার্য হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রারম্ভিক নির্ব্বাচক তালিকা আগামী ৪-১২-৭৩ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

বিশদ বিবরণের জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে খোলা থাকাকালীন যোগাযোগ করুন।

তপন কুমার ভট্টাচার্য্য
রেজিষ্টারিং অফিসার
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল ইলেক্শন
এবং
সাব-ডিভিসনাল অফিসার (নর্থ) পুরুলিয়া।

Programme of Election of the Commissioners of the Purulia Municipality.

1.	Publication of Preliminary Electoral Rolls (Rule 6(i) of the West Bengal Municipal Rules, 1960)	4-12-73
2.	Last date of filing claims and objection (Rule 9).	18-12-73
3.	Last date of disposal of claims and objections by the Registering Authority (Rule 14).	17-1-74
4.	Publication of Final Electoral Roll (Rule 16 [2]).	15-2-74
5.	Last date of filing appeals to the Dist. Magistrate u/s 529 (a) of the Bengal Municipal Act. 1932.	1-3-74
6.	Last date of disposal of the above appeals (Rule 17).	22-3-74
7.	Publication of list of ammendments (Rule 17 [2]).	27-4-74
8.	Date of notice calling for nomination under Rule 19 (1) of the W. B Municipal Election Rules, 1960.	8-5-74
9.	Last date of filing nomination (Rule 19 [1]).	16-5-74
10	Issue of notice fixing date of Scrutiny of nomination papers (Rule 19 [3]).	20 5-74
11.	Date of scrutiny (Rule 19 [3]).	27-5-74
12.	Date of publication of list of Registered candidates (Rule 19 [5]).	1-6-74
13.	Last date of withdrawal of candidature (Rule 20)	3-6-74
14.	Final publication of the list of the candidates (Rule 22)	8-6-74
15.	Notice fixing po ling centres and polling hours (Rule 24).	6 6-74
16.	Date of Election.	30-6-74

Sd/-
For Dist Magistrate,
Purulia.

PURULIA MUNICIPALITY RESOLUTION

30 11. 73

Recently it has been noticed that Pigs Sheeps and Goats are being kept by the public at various places within the limits of the Purulia Municipality. These have become a source of nuisance in many cases.

It is therefore resolved U/S 374 (1) of the B. M. Act 1932, that no person shall keep Pigs, or in any place more than 20 sheep or 20 goats without a license from the Commissioners.

It is further resolved U/S 374 (2) of the B. M. Act 1932 that the Commissioners shall be entitled to charge an annual fee of Rs. 2/- (Rupees two) only for such license renewable annually. License shall be issued subject to following conditions :—

i) The Licensee shall keep pigs, sheep or goats within proper fencing so that these shall not move about freely.

ii) The Licensee shall maintain the place cleansed and the place must have an effective drainage so that the place may not become a nuisance.

iii) The Licensee shall keep the pigs sheep or Goats in such manner so that the same may not cause any annoyance to the neighbours.

The above resolution shall take effect from to-day the 30-11-73.

Let the copy of this resolution, be published in the Local papers/beat of drum/Govt. and other offices.

Sd/-T K Bhattacharjee
Administrator,
Purulia Municipality.

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যা | সোমবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৬৲, সডাক—৭৲ নগদ—২০ পয়সা

রাজনীতিতে ধর্মের ঠাঁই

এই ব্যাপক সত্যনারায়ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইলে জীবমাত্রের প্রতি আত্মবৎ প্রেমের উদয় হওয়া পরম আবশ্যক। এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই সরিয়া থাকার উপায় নাই। তাই সত্যের সাধনা সূত্রেই রাজনীতিতে আমার প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আর একথাও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলিব যে, যাঁরা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের ঠাঁই নাই, ধর্ম যে কি তাঁরা জানেন না।

—গান্ধীজী

পুরুলিয়ার প্রস্তাবিত সিমেণ্টকারখানার নিরুদ্দেশযাত্রা

১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ পর্য্যন্ত গোলকধাঁধাঁয় বিচরণ

পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পুরুলিয়ায় প্রচুর চুণা পাথর পাওয়ার সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে একটি সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হন। ডাঃ রায়ের প্রভাবে ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে পুরুলিয়া জেলার চুণা পাথরের সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য জিওলজিষ্ট শ্রীজি, এন, দত্তকে পাঠান। জিওলজিষ্ট শ্রীদত্ত ঝালদায় এসে কিছুকাল রাজ অতিথিরূপে অতিবাহিত করে রিপোর্ট দেন যে পুরুলিয়ায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন পর্যান্ত চুণা পাথর পাওয়া যেতে পারে এবং তাও অতি নিকৃষ্টমানের। সুতরাং ঐ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হয়। আর জমীদার পুত্রেরা মনের সুখে চুণা পাথরের খনিগুলির মাইনিংলীজ যাকে তাকে দিতে থাকেন।

এইভাবে কিছুকাল যাওয়ার পর, ১৯৬১ সালে সাহু-জৈন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা পুরুলিয়া ঘুরে যান। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা দেখেন যে পুরুলিয়া জেলায় প্রচুর পরিমাণ চুণা পাথর রয়েছে এবং গুণগতভাবে কিছু নিম্ন মানের হলেও একে সিমেণ্ট কারখানার উপযোগী উপাদানরূপে উন্নীত করে নেওয়া সম্ভব। সুতরাং উপরোক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে মেসার্স সাহু-জৈন পুরুলিয়া জেলায় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট লাইসেন্সের দরখাস্ত করেন। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর বিরোধিতা করেন এবং যুক্তি দেখান যে একে চুণা পাথরের পরিমাণ খুবই কম – তার উপর অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তির বিরুদ্ধে সাহু-জৈন দিল্লীতে আপীল করেন এবং সাহু-জৈনের দিল্লীর প্রতিনিধি শ্রীডি, সি; বোসের প্রচেষ্টায় জিওলজিষ্ট শ্রীদত্তের রিপোর্ট ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রমাণিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর মহলের নানা চক্র ও চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার সাহু-জৈনকে পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের "লেটার অফ ইনটেণ্ট" অর্থাৎ ছাড়পত্র দেন এবং সাহু জৈন পুরুলিয়ায় অফিস খুলে সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের কাজে অগ্রসর হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ভিভিয়ান বোস কমিশনের রিপোর্টে সাহু-জৈন শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যাদি থাকায় ঐ বিষয় নিয়ে লোকসভায় তুমুল হৈ চৈ হয় এবং তার ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়ায় সাহু-জৈনের সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের ছাড়পত্র প্রত্যাহার করে নেন। এইভাবে পুরুলিয়ায় কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টার সমাধি ঘটে।

সুদীর্ঘকাল পরে, ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের "লেটার অফ ইনটেণ্ট" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Industrial Development Corporationকে দেন এবং ঐ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে Pre-feasibility Report দেওয়ার ভার Cement Corporation of Indiaকে দেওয়া হয়। এই সময়ে আসামে বাঙ্গালী-নিধন যজ্ঞের অন্যতম নাটের গুরু জনাব মইনুল হক চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি লোকসভায় তাঁর স্বভাব সিদ্ধ বিদ্বেষ প্রকাশ করে ঘোষণা করেন যে পুরুলিয়া জেলায় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত চুণা পাথর নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপরোক্ত ঘোষণার পর তাঁর অধীনস্থ সংস্থার রিপোর্ট যে কি হতে পারে তা সর্ব্বজনবিদিত।

Cement Corporation of India-র একজন দক্ষিণ ভারতীয় জিওলজিষ্ট যথারীতি পুরুলিয়ায় এসে ঝালদায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। ঝালদায় অবস্থানকালে এই বিশেষজ্ঞকে দুই বেলা প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণ ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে শোনা যায়নি। এমন কি তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনিজ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ পর্য্যন্ত করেননি। বলা বাহুল্য; শিল্পমন্ত্রী মইনুল সাহেবের মনস্তুষ্টি ও মুখরক্ষা করেই রিপোর্ট দেন। ফলে পুরুলিয়া জেলার জনমত এতে বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয় এবং স্থানীয় পত্র পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনাদি হয়।

সুতরাং সিমেণ্ট কর্পোরেশন থেকে পুনরায় প্রতিনিধি পাঠানো হয় এবং তিনি জীপে চড়ে ইতস্ততঃ ঘোরেন এবং কলিকাতায় মহকরণে শিল্পদপ্তরের ফাইল থেকে সাহু-জৈন প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের report গুলি দেখেন। শেষ পর্য্যন্ত মানচিত্র সহ একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে পুরুলিয়া জেলায় চুণা পাথরের পরিমাণ ২ কোটি টন বলে উল্লেখ করেন।

নানা মুনির নানা মতের ন্যায় পুরুলিয়া জেলার চুণা পাথর সম্পদের পরিমাণ নিয়ে কিরূপ বিভ্রান্তির রিপোর্ট বিশেষজ্ঞরা দাখিল করেছেন—তা দেখা যাবে :—

		পরিমাণ
১।	শ্রীজি. এন, দত্ত (জিওলজিকাল সার্ভে)	—২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন
২।	মিঃ ইউ সুফ (টাটা কোম্পানী)	—৫ কোটি টন (জাবড় মাইন)
৩।	শ্রীবি,পি, চক্রবর্ত্তী (সাহু-জৈন)	—৬ „ „
৪।	শ্রীডাঃ টি,পি. দাশগুপ্ত (সাহু-জৈন)	—১ কোটি ৮০ লক্ষ টন
৫।	খনিজ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	—৫ কোটি টন
৬।	সিমেণ্ট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া	—২ „ „
৭।	জিওলজিকাল সার্ভে মেময়ার (২৭)	—৫ „ „

এই স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৬০০ টন সিমেণ্ট উৎপাদন সক্ষম কারখানার জন্য ৪০ বৎসরে মোট ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন চুণা পাথর প্রয়োজন। সুতরাং উপরোক্ত বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের মধ্যেও পুরুলিয়ায় সিমেণ্ট কারখানা স্থাপনের দাবী ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।

অতঃপর Industrial Development Corporation এই বৎসরের জুলাই মাসে Development Consultant Ltd. কে পুরুলিয়া সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর Consultant অর্থাৎ পরামর্শদাতা নিয়োগ করে এবং পরামর্শ দানের দক্ষিণা ধার্য্য হয় ৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই !

অবশেষে দিল্লীর "অলোক উদ্যোগ" নামক প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত পুরুলিয়া সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর Turn key basis এ consultant নিয়োগ করা হয়েছে ; অর্থাৎ চুণা পাথর সমীক্ষা ; খনি থেকে চুণা পাথর কাটার উপযুক্ত পরিবহনের ব্যবস্থা ; ফ্যাক্টরীর স্থান নির্বাচন; প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির

তালিকা ও কারখানার নক্সা প্রণয়ন ইত্যাদির ভার দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ উপরোক্ত "অলোক উদ্যোগ" প্রতিষ্ঠান রাজস্থানে অবস্থিত এশিয়ার অন্যতম সর্ব্ববৃহৎ সিমেন্ট কারখানা চালাচ্ছেন। এঁদের নিজস্ব জিওলজিষ্ট, ইঞ্জিনীয়ার এবং সার্ভেয়ার প্রভৃতি আছে। কিন্তু এঁরা নাকি রাজ্য-সরকারের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতা দানের প্রস্তাব বারংবার করেও কোনও সাড়া শব্দ পাচ্ছেন না।

আর উপরোক্ত Development Consultant নাকি জিওলজিকাল সার্ভের প্রতিধ্বনি করে রিপোর্ট দিয়েছেন যে—পুরুলিয়ায় মাত্র ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন চুণা পাথর আছে। সুতরাং সিমেন্ট কারখানাকে ৬০০ থেকে ১৮০০ টনের Capacityতে উন্নত করতে হবে আর শতকরা ৭৫ ভাগ চুণা পাথর বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আনতে হবে। এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনিজ দপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করেননি। এঁদের সুপারিশ অনুযায়ী রাঁচীর বেতী ও বাগদা মাইন এবং উড়িষ্যার বিরমিত্রপুর মাইন থেকে চুণা পাথর আনতে হবে।

কিন্তু বিহারের সরকারী মুখপত্র অর্থাৎ মাইনিং এ্যাডভাইজার নিজে স্বীকার করেছেন যে বিহারের সংশ্লিষ্ট চুণা পাথর একেবারে অনুপযুক্ত। আর উড়িষ্যার বীরমিত্রপুর থেকে ২০০০ টন করে চুণা পাথর রেলযোগে আনানোর সমস্যা ও বিরাট ব্যয় হিসাবের মধ্যেই ধরা হয়নি। রেলের পরিবহন ক্ষমতার অভাবে ইস্পাত কারখানাগুলির জন্যই চুণা পাথর প্রয়োজন মত সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ঐ পরিমাণ চুণা পাথর পুরুলিয়াকে সরবরাহ না করে উড়িষ্যা নিজেই আরেকটি সিমেন্ট কারখানা খোলার দাবী করবে। আর রাঁচীর নিকৃষ্ট মানের চুণা পাথর পুরুলিয়ায় আনতে ৭০ থেকে ১০০ মাইল পথ ট্রাকে করে হাজার হাজার টন চুণা পাথর আনার ব্যবস্থা কি করে সম্ভব পরামর্শদাতার মাথায় বোধহয় সেটি ঢোকেনি।

Development Consultant এই পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরও স্বপ্ন দেখছেন যে শতকরা ৪৫ ভাগ slag মিশিয়ে সম্পূর্ণ উৎপাদন slag cement এ পরিণত করা হবে। এর জন্য ৬০০ টন slag প্রতিদিন বোকারো থেকে পুরুলিয়ার কারখানায় আনা হবে। প্রথমতঃ ঐ পরিমাণ slag আনার যে বিরাট ব্যয় সেটা হিসাবে ধরা হয় নি দ্বিতীয়তঃ আদপেই বোকারো থেকে slag পাওয়া যাবে কিনা সেটাও যাচাই করা হয় নি। সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তেনুঘাট থেকে জল সরবরাহ ব্যাপারে বিহার সরকার যে মনোভাব দেখিয়েছে তারা যে সুশীল বালকের মত বোকারোর slag পুরুলিয়ার জন্য দেবে—এটা যারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে তারাই চিন্তা করতে পারে।

মোট কথা পুরুলিয়ার সিমেন্ট কারখানা সম্পর্কে এমন এক সংস্থাকে পরামর্শ দাতা নিয়োগ করা হয়েছে যাদের পুরুলিয়া সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই। কেবল গজদন্তের মিনারে বসে যত উদ্ভট পরিকল্পনা করছেন—যাতে সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যায়। অন্যদিকে Industrial Development Corporation এক দক্ষিণ ভারতীয় যুবককে পুরুলিয়া সিমেন্ট প্রকল্পের চীফ অফিসার নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরও পুরুলিয়া সম্পর্কে কোনও ধ্যান ধারণা নেই।

এইভাবে নানা গোলক ধাঁধাঁয় বিচরণ করার পর পুনরায় আরেকটি সংস্থাকে চুনা পাথর সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার ভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত সংস্থাটি আজ পর্য্যন্ত Prospecting License অথবা Certificate of Approval নেন নি। অথচ এ ব্যতীত কোনও অনুসন্ধান বা সমীক্ষা হতে পারে না।

পুরুলিয়ায় সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের জন্য "লেটার অফ ইনটেন্ট" মঞ্জুরীর পর দুই বৎসর কেটে গেছে—কয়েক লক্ষ টাকা অপব্যয়ও হয়েছে—কিন্তু নিতান্ত প্রাথমিক কাজটুকুও সুরু হয় নি।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা সরকারী শিল্প দপ্তর তথা Industrial Development Corporation এর বিরুদ্ধে আমাদের গুরুতর অভিযোগ এই যে—কতিপয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সমগ্র বিষয়টি পরিচালিত হচ্ছে—যাতে পুরুলিয়ায় সিমেন্ট কারখানা চিরকাল স্তোক বাক্য তথা "বোঁকার টাটি" থেকে যায়—কোনও দিন বাস্তব রূপ ধারণ না করে।

যদি Public Sector এ সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের যোগ্যতা ও সদিচ্ছা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের না থাকে তবে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে—তাঁরা Joint sector এ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হোন এবং প্রয়োজন হলে A. C. C বিড়লা বা সাহু জৈনের স্বারস্থ হোন। এই ব্যাপারে সরকারের নিজস্ব মিনারেল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনকেই বা যুক্ত করা হচ্ছে না কেন? মোট কথা আমরা পুরুলিয়ায় সিমেন্ট কারখানা চাই—যেমন করেই হোক আর যাকে দিয়েই হোক।

—o—

ধান চাল সংগ্রহ বানচাল

এবার রেকর্ডপরিমাণে চাল সংগ্রহ হবে

নয়াদিল্লি, ২৫শে নবেম্বর—এবার খরিফে চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ৫০ লক্ষ টন। ১৯৭৩-৭৪ সনে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তো হবেই—উপরন্তু সম্ভবত রেকর্ড মাত্রায় চাল সংগ্রহ হবে। এ কথা বলেছেন, এফ সি আইয়ের চেয়ারম্যান শ্রীআর এন চোপরা।

শ্রীচোপরা বলেন, চালের আসল এলাকা—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা' অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরলের বাজারে চাল আসার সময় এখনো শুরু হয়নি। ওই সব রাজ্যেও চাল সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

চলতি বছরে সংগ্রহ মাত্রা অতিক্রম করায় সরকার দৃঢ় সংকল্প

দার্জিলিং, ২৫শে নবেম্বর—আজ এখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেন, চলতি বছরে সরকার সংগ্রহমাত্রা অতিক্রম করার সংকল্প নিয়েছেন।

শ্রীরায় ছয় দিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, যদি দরকার পড়ে তবে আমরা এর জন্য গ্রামে গ্রামে যাবো।

দুর্গাপুর, ২৮শে নবেম্বর—রাজ্য সরকারের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে গত ১ নবেম্বর থেকে। কিন্তু পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে এখন পর্যন্ত তেমন তৎপরতা চোখে পড়েনি। জনসাধারণের অভিযোগ এবিষয়ে মোটামুটি একই ধরণের।

আজ বহু অঞ্চলে ধান-চাল সংগ্রহের ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়নি

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্র সম্প্রতি প্রায় গোটা পশ্চিমবঙ্গ সফর করে ধান-চাল সংগ্রহ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলেন যে, বহু গ্রামে এখনও ধান-চাল সংগ্রহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়নি। এমন কি ফুড কর্পোরেশন-এর ডি পি এজেন্টরাও তৈরি নয়। ফলে চাষী ধান বেচতে এসে সরকারী ক্রেতা না পেয়ে ফড়িয়াদের খপ্পরে চলে যাচ্ছেন। কাজেই সংগ্রহ আশানুরূপ হচ্ছে না।

শ্রীমৈত্র বলেন, তিনি দেখেছেন বহু গ্রামে এখনও ডি পি এজেন্ট নিয়োগ করা হয়নি। এমন অনেক জায়গাও আছে যেখানে ডি পি এজেন্ট বসেছেন কিন্তু তাঁর কাছে রসিদ বই, বস্তা বা টাকা নেই। সেই এজেন্ট ধান কিনবেন কী করে?

তাঁর আরও অভিজ্ঞতা, পুরুলিয়ার মানবাজারে ধানের দাম পড়ে গিয়ে ৬০/৬৫ টাকা কুইন্টাল দাঁড়িয়েছে। চাষীরা সরকারের কাছে ধান বেচার জন্য নিয়ে আসছেন। কারণ সরকারের সংগ্রহ মূল্য বেশি—কুইন্টাল ৭৩ টাকা। কিন্তু সেখানে এখনও ধান কেনার সরকারী ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে অভাবের তাড়নায় চাষী বাধ্য হয়ে কম দরে ফড়িয়াদের কাছে ধান বিক্রি করছেন; এরকম দৃষ্টান্ত অন্যত্রও প্রচুর।

ধানচাল সংগ্রহের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা সত্যই সংকটজনক। মেদিনীপুরের মতো জেলায় এ পর্য্যন্ত মাত্র ৫০০০ কুইন্টল। ঝাড়গ্রাম থেকে চাষীরা তীর ধনুক নিয়ে বিহারে চাল নিয়ে যাচ্ছে কারণ সেখানে বেশী দর পাচ্ছে। পুলিশ বেশীরভাগ জায়গাতেই তাদের শরিকদার হয়ে নিরপেক্ষ দর্শক।

পুরুলিয়া থেকেও বিহারে রাশি রাশি ধান পাচার হচ্ছে। কর্ডনিং আছে, সীমানায় প্রহরীও আছে কিন্তু যত বেশী চোরাই পাচার হচ্ছে—তত বেশী তাদের রোজগার হচ্ছে।

কেবল আইন করে, ঠেঙ্গিয়ে বা গ্রেপ্তারি করে বা পুলিশের মারফত ধানচাল আদায় হয় না। তারপরে আবার কংগ্রেসীদের কেউ দেবেওনা এবং তাদের কাছ থেকে নেবারও চেষ্টা হবেনা। রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর আবার রাজনৈতিক কারণেই এই ধান আদায়ের হামলা চলছে—চলবে।

এবৎসর অত্যন্ত দুর্বৎসর নানাদিক দিয়ে। যেভাবে সরকার সমস্ত বিষয়ে চলছে এবং সমস্তই বানচাল হচ্ছে ঠিক সেইভাবেই বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় সরকারের নিজের ব্যবস্থাতেই তারা সংগ্রহ ব্যবস্থাকে বানচাল করে চলেছে। কিন্তু তবুও এ সরকার শিক্ষা নেবেনা!

—•—

মুক্তি

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, সোমবার

দেশের এ কী হাল!

"খাক্ মিট্টি জোহর হোতি সব জোহর হ্যায় জঞ্জাল"—অর্থাৎ ছাই মাটি সবই জহর হয় আর এই জহরই জঞ্জাল হয়েছে—অর্থাৎ যত অনর্থের কারণ হয়েছে।" এটা আমাদের পুরোনো স্বদেশী আমলের গান ছিল পরাধীন দেশে। কিন্তু ভারতবর্ষে অর্থাৎ আমাদের এই দেশে এই ১৯৭৩ সালে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মন্ত্রীর যুগেও এই ক'টি লাইনের সত্য যে এমন সত্য হয়ে দেখা দেবে—তা কে জানতো।

এই ভারতবাসীর জীবনে বিশেষ করে এই পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের জীবনে এখন দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সমস্যার চেয়ে বড়সমস্যা আরকিছু নেই। ইন্দিরা-ব্রেজনেভ সাক্ষাৎকার, ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি এবং সারা দেশময় মুহুর্মুহু যে সমস্ত ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটছে এবং ঘটবার রাস্তা হচ্ছে—তাতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে হতে যাচ্ছে এবং হতে যাবে সমস্ত অতিক্রম করে এই দেশের লোকের নেহাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার পরবার দাম যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এটার সঙ্গে এ দেশের শতকরা ৬০ জন লোক যারা দারিদ্র সীমার ও নীচে তাদের জীবন মরণ শুধুই নয়—শুকিয়ে মরার ব্যাপারটা জড়িত হয়েছে।

১৯৭১ সালে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী "গরীবি হটাও" এর ধ্বনিতে সোরগোল তুলেছিলেন কিন্তু এটা যে পরিস্কার নির্বাচনী ধাপ্পা সেটা এই ১৯৭৩ সালে খুবই পরিস্কার হয়ে প্রকাশ হয়েছে। এখন তার রাজত্ব বা কংগ্রেসী রাজত্ব যে শাসন চালাছে বা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে তাতে 'গরীব হটাও' ব্যাপারটাই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশে যে শতকরা ৬০ জন দারিদ্র সীমার নিম্নে তাদের পক্ষে দু'বেলা পুরো আহার পাওয়াটা একটা কল্পনার বিষয় হয়ে পড়েছে। ১৯৭১ এর নির্বাচনের পরে নেহাৎ বেঁচে থাকার জন্য জিনিষপত্রের দাম এরকম আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে এবং আরও মহাকাশের দিকে যাচ্ছে—যে তাদের জীবনে অনশনটাই সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই অনশন বা অর্ধাশন হয়তো তাদের কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে—কিন্তু খুব বেশী দিন নয়। এর প্রতিক্রিয়া নানা ভাবে তাদের জীবনকে পঙ্গু করার জন্য আঘাত করছে এবং করবে।

এখন এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আসল রহস্যটা কি? এটা যে সম্পূর্ণ গবর্মেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে—তা নিয়ে গবেষণার দরকার হয় না। কারণ ঘটনার পর ঘটনা—পরিস্থিতির পর পরিস্থিতি একটা সত্যই সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে—দেশের সমস্ত ব্যবস্থা—সরকারীই হোক বা বেসরকারীই হোক গবর্মেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিলকুল চলে গেছে—দ্রব্য মূল্যের ব্যাপারটাও তাই। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে—দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে গবর্মেন্টের অক্ষমতা না—পুঁজিপতি ধনপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের কোন অলিখিত বোঝা পড়া?

বর্ত্তমান পরিস্থিতি এটাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে—উৎপাদন কি ভোগ্যদ্রব্য, কি খাদ্যশস্য ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৩ সালে কোন দিক দিয়েই কমেনি—বরং বহুলাংশে বেড়েছে—এবং অনেক বেড়েছে। এবং এই বৃদ্ধিটার কারণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি একদিকে—আর একদিকে পরিস্থিতি সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা করার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা। একটা নিয়ন্ত্রনহীণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই পরিস্থিতিতে যে যা খুশী করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীরা যতই চিৎকার করুন পুঁজিপতি মুনাফাবাজদের সঙ্গে তাদের হাতমেলাতে হয়েছে। আর কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের কলহ ও সমগ্রভাবে কংগ্রেসের গতিপ্রকৃতিতে এই সত্যটাই আজ নির্ম্মমভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে—কংগ্রেস, কংগ্রেস সরকার গোষ্ঠিস্বার্থ; উপদলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করেছে এবং তাদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার দরুণ দেশের অর্থনৈতিক জীবনে একটা অসহনীয় বিপর্যায় ডেকে এনেছে। ইতিহাস বলে এই অবস্থায় কোন শাসক বা শাসন টিঁকতে পারে না।

এদের পতন বা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী—দেশবাসী এটা নিশ্চিত উপলব্ধি করে পরিবর্ত্ত এবং পরিবর্ত্তনের কথা ভাবুন।

বি, দাসগুপ্ত

—•—

পুরুলিয়া সহর থানায় পুলিশের অনাচার 'মুক্তি' বিক্রেতার নিকট থেকে মুক্তি কেড়েনিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হল : নিরপরাধ তরুণকে থানায় ডেকে এনে যথেচ্ছ মারপিট

সম্প্রতি পুরুলিয়া সহর থানায় দু একজন অফিসার এবং তাদের অধীনস্থ পুলিশের অনাচার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে চলেছে—সম্পূর্ণ অকারণে।

গত ৫ই ডিসেম্বর বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে একটি ব্যক্তিগত কলহের সূত্রে পুরুলিয়া থানার পুলিশ চকবাজারে শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দত্তর (সবাই তাকে লচ বলে জানে) বড়ছেলের বাড়ীতে যায়। তারপরে সেখান থেকে প্রহ্লাদ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান দুর্গাচরণ দত্তকে বড়বাবু ডাকছেন, বলে সহর থানায় নিয়ে আসে। তারপরে তাকে যথেচ্ছ মারপিট করা হয়—গালাগালিরতো কথাই নাই। ছেলেটির কোন কথা শোনা হয় না বা তাকে মারপিটের কারণও বলা হয় না। অত্যন্ত নির্মমভাবে তাকে মারপিট করে থানায় লক আপে বন্ধ করা হয়। তাকে যখন থানারই ঘরে মারামারি করা হচ্ছিল তখন তার পিতা শ্রীপ্রহ্লাদ দত্ত ছেলেকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে বলে—থানায় গিয়ে দেখে তার ছেলেকে মারামারি করা হচ্ছে—প্রহ্লাদ বাবু এতে আপত্তি জানিয়ে মারতে নিষেধ করলে যে পুলিশ মারছিল সে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদ বাবুর বিক্রয়ের জন্য এক গোছা 'মুক্তি' টেনে কেড়ে নিয়ে সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

এই সময় এই মারপিটের সংবাদ পেয়ে বাজারের বহু ছেলে এসে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত হয়ে থানার প্রাঙ্গণে সমবেত হয় এবং এই অনাচারের জবাবদিহি দাবী করে। পরিস্থিতি ক্রমশঃই খারাপ হতে থাকে। এদিকে হাজতের লক আপে বন্ধ ছেলেটি অতি আর্তস্বরে তার উপরে নির্মম মারপিটের কথা বলতে থাকে। থানার দারোগারা ঠিক এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—তারা খানিকটা দমে যান।

এই সময়ে নিকটস্থ মুক্তি প্রেস থেকে শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত থানায় আসেন এবং সমবেত সকলকে স্থির হতে বলেন। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে অবিলম্বে দুর্গাচরণকে মুক্তি দিতে বলে দুর্গাচরণের কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনে ভিতরে যান এবং উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের ভর্ৎসনা করে বলেন যে অপরাধ করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু কোন অধিকারে একে থানায় ডেকে এনে মারা হল—আর 'মুক্তি' কেন এ রকম ভাবে কেড়ে নিয়ে ছেঁড়া হল—এর কি জবাবদিহি আছে? তখন সমবেত জনতার ভীড় খুব বেশী হয়ে ওঠে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা বিভূতি বাবু এবং সমবেত সকলের সামনেই বলেন যে "মারা খুবই অন্যায় হয়েছে এবং এজন্য ক্ষমা চাইছেন।" এই সময় দুর্গাদাসকে ছেড়ে দেওয়া হলে দুর্গাদাস থানার ভিতরে ঘরে আসে। জনতা একটু শান্ত হয়।

বিভূতি বাবু যখন থানার ঘরের মধ্যে পুলিশ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দুর্গাদাসকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তখন সেখানে এ, এস, পি, অর্থাৎ এডিশনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ এসে উপস্থিত হন এবং এই ব্যাপার বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে বলেন—সমবেত সকলকে ভীড় না করতে বলুন আমি সমস্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করব। এই সময়ে শ্রীদিলীপ মজুমদার ও শ্রীপ্রনব মুখার্জি আসেন। পাশের ঘরে যখন এ, এস, পির সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল তখন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ এসে উপস্থিত হন।

এ, এস, পিকে দুর্গাচরণ এসে তার উপরে যা হয়েছিল তা সব বলে এবং মারের দাগ দেখায়। বিভূতি বাবু ছেঁড়া মুক্তির বাণ্ডিলও দেখান। এ, এস, পি বলেন যে থানার বর্ত্তমান অফিসারদের এখন লাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে প্রকাশ্য তদন্ত করা হবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি।

মুক্তি ছেঁড়া সম্বন্ধে পুলিশ সুপারের নিকট—শ্রীপ্রহ্লাদ দত্তর লিখিত অভিযোগ

শ্রীযুক্ত

পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট, পুরুলিয়া।

মহাশয়,

অদ্য তারিখে আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান দুর্গাচরণ দত্তকে পুলিশ থানায় ডাকিয়া আনিয়া যখন মারামারি করিতেছিল তখন সেই সংবাদ

পাইয়া আমি থানায় আসি এবং আমার সামনেই যে পুলিশ অফিসার আমার ছেলেকে মারিতেছিল তাহাকে মারিতে নিষেধ করি। এই কথান্তরে সেই অফিসার ক্রুদ্ধ হইয়াআমার হাতে যে 'মুক্তি'গুলি ছিল সেগুলি কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আমি 'মুক্তি'র পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক মুক্তি বিক্রয় করে থাকি।

ছিন্ন মুক্তির সংখ্যাগুলি—কপিগুলি মুক্তির সম্পাদক বিভূতি দাসগুপ্ত থানাতে এডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে দিয়ে এসেছেন। আশাকরি আপনি আমার এই অভিযোগ সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জানাবেন যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

আমার এই চিঠি সরাসরি অভিযোগরূপে গ্রহণ করিবেন। আমি—যে অফিসার এই মুক্তি ছিঁড়েছে তাকে দেখলে সনাক্ত করতে পারব।

ভবদীয় বিশ্বস্ত
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত

——)·(——

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা

১৪টির মধ্যে ৬টি ব্যাংক বিপুল লোকসানে চলেছে

১লা ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে দেশের ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ছ'টি চলতি আর্থিক বছরে লোকসানে চলছে। তার মধ্যে একা সেনট্রাল ব্যাঙ্কেরই লোকসান এই ক'মাসে দাঁড়িয়েছে তিন কোটি টাকার মত। ভারত সরকারের কাছে পেশ করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই অন্তর্বর্তিকালীন রিপোরটে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বলে ন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব ব্যাঙ্ক-ওয়ারকারস-এর সভাপতি শ্রীগজাননরাও গোখলে কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

তিনি বলেন, অথচ রাষ্ট্রীকরণের আগে এইসব ব্যাঙ্কে প্রচুর লাভ হত রিজারভ ব্যাঙ্কের এক গোপন রিপোরটে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি যেসব কৃষি ঋণ দিয়েছে তার শতকরা ৫৫ ভাগই এখন 'অনাদায়ী' হয়ে গিয়েছে—আর কোন দিন আদায় হবে বলেও মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে ত ঋণের শতকরা ৮০ ভাগই অনাদায়ী পড়ে রয়েছে।

এই 'শোচনীয়' অবস্থার জন্য শ্রীগোখলে ব্যাঙ্কগুলির 'পরিকল্পনাহীন' পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, কীভাবে পরিচালিত করলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধনে ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করা যায় তার কোনও পরিকল্পনা চার বছর আগে রাষ্ট্রীকরণের সময়ও ছিল না, এখনও নেই। সরকারের পক্ষ থেকে শুধু মাঝে মাঝে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে: আরও শাখা খোলো। ফলে যত্রতত্র কেবল শাখা গজিয়ে উঠছে। এই পরিকল্পনাহীন বিস্তারে অর্থনীতি ও সামাজিক দিক থেকে কোনও লাভ তো হচ্ছেই না, বরং নানা স্তরে দুর্নীতি বাসা বাঁধছে।

আমাদের কংগ্রেস সরকার ভস্মলোচন হয়েছেন। যেটা ধরছেন—সেটাই ভস্ম হচ্ছে। এমন একটা অক্ষম অযোগ্য ও অপদার্থ সরকার এদেশেই টিঁকে থাকা সম্ভব। ভারত তথা বাংলা বিশেষ করে পশ্চাৎপদ পুরুলিয়ার অধিবাসীরা সব যোগ্য যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে দুধে তৈরী ছানা আর ছানার তৈরী সন্দেশই খাচ্ছেন। কি বলেন সব?

——·——

নিবিড় ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প পরিকল্পনা সম্পর্কে হতাশা

সম্প্রতি বিভাগীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যে ২০০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছিল তার মধ্যে গত পাঁচ মাসে শতকরা মাত্র ৩০টিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। যে-সব বেকার যুবক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অসীম আশা নিয়ে ওই আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে প্রকল্প পেশ করেছিলেন এবং যাঁদের মঞ্জুর হয়েছিল তাঁদের অধিকাংশই এখন নিরুৎসাহ, হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

একটা বিষয়ে ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই কারণ আশা করবার মতো কোন বিষয়ই আর নাই।

——·——

মুক্তির নিয়মাবলী

গত ৩রা ডিসেম্বরে প্রকাশিত ৩৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা মুক্তির প্রতি কপির নগদ দাম ও বার্ষিক দেয় চাঁদার পরিমাণ বাড়ান হয়েছে।

জানুয়ারী থেকে মুক্তির নূতন বৎসর আরম্ভ হয় ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। বর্ত্তমান ১৯৭৩ সালে মুক্তির ৩৪তম বৎসর চলেছে; আগামী ১৯৭৪ এর জানুয়ারী থেকে মুক্তির ৩৫তম বৎসর চলবে।

মুক্তি বৎসরে ৪৮ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দুর্গাপূজার ছুটিতে ২ সংখ্যা, কালীপূজায় ১ সংখ্যা এবং আরও দুএকটি ব্যাপারে ১ সংখ্যা কি কখনও ২ সংখ্যাও বন্ধ থাকে।

"মুক্তির' বৎসর গণনা করা হয় সংখ্যা হিসাবে। ৪৮ সংখ্যায় ১ বৎসর ২৪ সংখ্যায় ৬ মাস। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। ১ বৎসরের গ্রাহক হলে—যে সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়—পরের বৎসরে সেই সংখ্যা পর্য্যন্ত তার গ্রাহকের মেয়াদ চলে।

মুক্তির—গ্রাহক চাঁদার বিবরণ

প্রতি কপি—২০ পয়সা
সডাক ১ বৎসরের চাঁদা—১০ টাকা
সডাক ৬ মাসের চাঁদা— ৬ টাকা
হাতে ১ বৎসরের চাঁদা— ৯ টাকা
হাতে ৬ মাসের চাঁদা— ৫ টাকা

পুরাতন গ্রাহক যারা আছেন তাদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি চলবে—বর্দ্ধিত মূল্য লাগবে না।

গ্রাহক করার সময় রসিদেই গ্রাহকের বর্ষ সংখ্যা ও মেয়াদ উল্লেখ করা থাকে। গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হবার পূর্ব্বে আর কোন জানান দেওয়া হয় না। মেয়াদ শেষ হলে এবং তার পূর্বে গ্রাহক হয়ে না থাকলে মুক্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যদি ডাকে মুক্তি না পান তবে স্থানীয় পোষ্টাফিসে সন্ধান করবেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় পোষ্ট অফিসেই গোলমাল হয়ে থাকে।

মুক্তিতে প্রকাশের জন্য লেখা ও চিঠি পত্রাদি

মুক্তিতে প্রকাশের জন্য সম্পাদক ছাড়া অন্য কাহারও লেখা যে অভিমতই প্রকাশ করুক না কেন—তাহার সহিত সম্পাদকের মতামতের কোন সম্পর্ক নাই। লেখা প্রকাশ করা হবে কি না হবে--তা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

লেখা ও চিঠিপত্রাদি খুবই সংক্ষেপে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লেখা পরিস্কার হবে এবং এক পৃষ্ঠায় লেখা হবে—পড়তে অসুবিধা হলে সে লেখা ছাপা হবে না। কোন লেখা ফেরত দেবার ব্যবস্থা নেই সুতরাং লেখা বা চিঠি পত্রের নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। চিঠি পত্রের সম্বন্ধে প্রয়োজন বোধ করলে সম্পাদক সংশোধন করতে পারেন। লেখা বা চিঠিপত্র না ছাপার জন্য সম্পাদক কোন প্রকার জবাবদিহি বা কারণ দেখান না। নাম ও ঠিকানা পরিস্কার ভাবে না লেখা থাকলে কোন লেখা বা চিঠিপত্র প্রকাশ করা হয় না।

কোন পাণ্ডুলিপিই ছয় মাসের বেশী থাকে না

মুক্তিতে প্রকাশিত কোন লেখা বা চিঠিপত্রের কোন খসড়া বা পাণ্ডুলিপিই প্রকাশের দিন থেকে ছয় মাসের বেশী থাকেনা বা রাখা হয় না।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

মানেজার মুক্তি

——·——

সারাদেশে

শাসন, প্রশাসন, নিয়ন্ত্রন ও গবর্মেণ্ট বলে কিছু আছে কি? আপনারা সব দেশবাসী কি দেখছেন?

এই কলিকাতা সহরে—সরকার বাসভাড়া বাড়াল ফলে সরকার অচল: সহর অচল

ভূমিকা

গত ১লা ডিসেম্বর শনিবার থেকে কলিকাতা চব্বিশ পরগনার ষ্টেট বাস ও প্রাইভেট বাসের ভাড়া বাড়ল প্রতিস্তরে পাঁচ পয়সা করে—অর্থাৎ দশ পয়সার জায়গায় পনের পয়সা, পনের পয়সার জায়গায় কুড়ি পয়সা এই ভাবে। ইতিপূর্বে এই বাস, ট্রাম প্রভৃতির ভাড়ার ব্যাপারে এক কমিশন বসান হয়েছিল—সেই ব্যানার্জি কমিশন ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন। পরিবহন মন্ত্রী জ্ঞানসিং বললেন—ব্যানার্জি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাস ভাড়া বাড়াতে হয়েছে!

বাস ভাড়া বাড়ানোর বিরোধীরা বলছেন—এই ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে কোন যুক্তি নেই কারণ বেশীর ভাগ বাসই ডিজেলে চলে। দাম বেড়েছে পেট্রোলের—ডিজেলের দাম বাড়েনি। সুতরাং ডিজেল চালিত বাসের ভাড়া বাড়ানো কোনক্রমেই হতে পারে না।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—নয় বাম প্রার্টির জোট সর্বশ্রী জ্যোতি বসু—সি, পি, এম; মাখন পাল—আর. এস, পি.; নীহার মুখার্জি—এস, ইউ, সি; জ্যোতি ভট্টাচার্য্য—ওয়ারকারস পার্টি; সুধীন কুমার—আর, সি, পি, আই; সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী—ফঃ বঃ মাঃ; অশোক ঘোষ—ফঃ বঃ; বিমান মিত্র—এস, পি; রবি দত্ত—বিপ্লবী বাং কং। এরা এক বিবৃতিতে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এদিকে কংগ্রেস সংক্রান্ত বহু উপকংগ্রেসের গোষ্ঠি ও নেতারাও এই ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য, নিখিল ভারত ছাত্র-পরিষদের রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীগৌতম ঘোষ—অর্থাৎ ছাত্র-পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশন এর বিরোধীতা করে ভাড়ার বর্ধিত অংশ বয়কট করার অর্থাৎ না দেবার আন্দোলনের ডাক দেন; সি-পি-আই প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন এবং শিক্ষা বাঁচাও কমিটি এই ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা কংগ্রেস এম এল-এ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু এর বিরোধীতা করে বিবৃতি দেন। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও এর প্রতিবাদ করা হয়।

এদিকে ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার নয় বাম পার্টির উদ্যোগে শহীদ মিনারে এক জন সমাবেশে ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদ করা হয়। এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিলও বের করা হয়।

সক্রিয় আন্দোলন শুরু হয় প্রথম কংগ্রেসী ছাত্র পরিষদ থেকে। শুক্রবার ৩০শে নবেম্বর গড়িয়ার মোড়ে স্থানীয় কলেজের ছাত্র পরিষদের ছেলেরা বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথসভা করেন এবং এই প্রতিবাদ জানাতে সকাল এগারোটা নাগাদ প্রথম দিকে প্রায় ঘণ্টা খানেকের মতো সমস্ত গাড়ী ট্রাম থামিয়ে পথ অবরোধ করেন। টালিগঞ্জে, হাওড়ায় নানা স্থানে শিক্ষা বাঁচাও কমিটি, ছাত্র পরিষদ প্রভৃতি পথ অবরোধ করেন। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সোমবার ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা অচল

খুব বেশী একটা বর্ণনার প্রয়োজন নেই। অবরোধ—অর্থাৎ যা কিছু যানবাহন বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, লরী. প্রাইভেটকার, গাড়ী, ঠেলা, মায় বাইসিকেল পর্য্যন্ত আটকে দেওয়া যে—যেতে পারবে না, নড়তে পারবে না।

সোমবার এই রকম অবরোধে অবরোধে কলিকাতা ও হাওড়ার সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে যায়। সোমবার ছিল বাসের ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের তৃতীয় দিন। সকালের দিক থেকেই বিক্ষোভ-কারীরা সমস্ত জায়গাতে গাড়ী ঘোড়া থামিয়ে যাত্রীদের জোর করে নামিয়ে দিয়ে গাড়ীর চাকার হাওয়া খুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করে। বাস দোতালা বাস, লরি, ঠেলা ইত্যাদির মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় এমনভাবে বন্ধ করে রাখা হয় যে কোন যানবাহনই চলতে পারে না। ট্রেনের যাত্রীরা ট্রেন ধরতে পারেনি, ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে পারেনি, রোগীরা হাসপাতালে যেতে পারেনি—কর্মচারীরা অফিসে যেতে পারেনি। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোকের সমস্ত জীবনযাত্রা অচল এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোকের অসহায়ের মত অবস্থা হয়। কলিকাতার ইতিহাসে এ রকম অভূতপূর্ব অরাজকতার অবস্থা আর দেখা যায় নি। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিশেরও কোন দেখাশোনা ছিল না। এই অবরোধ বেশ সুপরিকল্পিত ছিল। যারাই এর পরিকল্পনা করেছিল—তারা বুদ্ধি, কৌশল ও পরিস্থিতি বিবেচনায় কংগ্রেসের মন্ত্রী মণ্ডলীর চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল। কলিকাতার স্নায়ুকেন্দ্র ডালহৌসী পাড়াকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে মহানগরীর জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে এই অবরোধ ষ্ট্রাটেজি অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে কার্য্যকরী হয়েছিল।

ব্যাপার এমনি দাঁড়ায় যে মহাকরণ পাঁচ ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীরেড্ডি এদিন মহাকরণে একটি বৈঠকে যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন। বৈঠকের পরে তিনি কলিকাতায় যেখানে উঠেছিলেন সেখানে আর ফিরে যেতে পারেন নি। সোজা দমদম বিমান ঘাঁটিতে তাকে আসতে হয়। তিনি এবার স্বচক্ষে দেখে গেলেন পরিস্থিতিটা।

মন্ত্রী হোন, এম এল এ হোন আর অফিসারই হোন—মহাকরণের বাইরে গাড়ী রেখে সবাইকে হেঁটে যেতে হয়েছে। কোথায় উবে গেল ১৪৪ ধারা, পুলিশ আর আইন!

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সেদিন পুরুলিয়ায়। কি জন্য এসেছিলেন তিনিই জানেন। কিন্তু হঠাৎ তার চীফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে ট্রাংক কলে "এস ও এস" পেয়ে তিনি তার সমস্ত কার্য্যসূচী বাতিল করে কলকাতায় ছুটলেন। এতে বোঝা গেল এদের কেউ এরকম একটা পরিস্থিতির কথা কল্পনাও করে নি।

রাত ১২টার সময় কলিকাতার মহাকরণে পৌঁছে—মুখ্যমন্ত্রী জরুরী বৈঠক ডেকে হুংকার দিলেন এরকম পরিস্থিতি বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই কলিকাতায় পরিবহণ এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নি—আসবে কিনা তাও বলা যায় না। যে খুসী ভাড়া দিচ্ছে যে খুসী দিচ্ছে না। আরও দেখা যাচ্ছে যে সরকারী বাসের কণ্ডাক্টারদের বাড়তি ভাড়া নেবার জন্য আদেশ দিলেও তারা সে আদেশ না মেনে পুরোনো ভাড়াই নিচ্ছে। এটা তারা খোলাখুলিই করছে।

এই অবরোধ এবং অরাজকতা সৃষ্টির ব্যাপারে কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস, এবং উপদলগুলির যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। ভবিষ্যতে দেখা যাবে—এখনই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসী রাজ্যে নৈরাজ্য এনে এরাই স্বখাদ সলিলে ডুববে এবং ডোবাবে। এটা খুবই বাস্তব সত্য।

——·——

সাধুবেশে এরা কারা?

সাধুদের সম্বন্ধে সাবধান হোন!

সাধু ও গ্রামবাসী সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত

পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় থেকে গত ২৬শে নবেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে গত ২৫শে রবিবার রাত্রে ফিরোজপুর জেলার আলমগড় গ্রামে প্রায় ২৫০ জন সশস্ত্র লোক গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে। ফলে ১৫ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হন। প্রকাশ আক্রমণকারীরা আলমগড়ের সন্ত বাঘেল সিংয়ের অনুগামী সাধু। আক্রমণকারীদের দু'জন পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়। চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

২৮শে নবেম্বর এর সংবাদে প্রকাশ যে—পানজাব পুলিশ লালকুর্তা সাধুদের নেতা বাবা বাঘেল সিং তার দেড়শো জন অনুগামীকে গ্রেফতার করেছে। এই সাধুরা গত রবিবার আলমগড় গ্রামে পনের জনকে হত্যা ও পঁচিশ জনকে জখম করে।

এরা কি সত্যই সাধু না সাধুবেশে দুর্বৃত্ত বিপ্লবী তার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বাবা বাঘেল সিং-এর রীতিমতো মঠ বা সাধুদের সংগঠিত এবং স্থায়ী আস্তানা রয়েছে।

——·——

ভেজাল খাবার খেয়ে শত শত লোকের মৃত্যু

৭ই ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে বোম্বাই সহরে এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে খাদ্যভেজালের জন্য খাদ্যে বিষক্রিয়ায় বহুলোক মারা গেছে এবং বহু লোক মারা যাচ্ছে। ভেজাল বাজরা, ভেজাল তেল ও অন্যান্য ভেজাল খাবার খেয়ে লোক মরছে। সম্প্রতি বোম্বাইতে ভেজাল খাবারে বিষক্রিয়ার জন্য দৈনিক ৪০ থেকে ৫০ জন লোক মারা যাচ্ছে। ভেজাল খাদ্য খেয়ে অসুস্থ এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর। শহরের হাসপাতালগুলিতে এরকম প্রায় ২০০ লোককে ভর্তি করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর ভেজালদ্রব্য উদ্ধার করেছে। গ্রাম শহর কোথাও বাদ নেই।

জিনিষের দাম অগ্নিমূল্য সন্দেহ নেই—তাহলেও জনসাধারণ যতটা পারেন ভেজাল বর্জ্জন করার চেষ্টা করুন।

বিষাক্ত বাজরার ব্যাপারটা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে—মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ থেকে পাইকারী ভাবে এই বিষাক্ত বাজরা খেয়ে মৃত্যু এবং অসুস্থতার খবরে মহারাষ্ট্র সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে সরকার থেকে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের বাজরা বিক্রয় নিষিদ্ধ করে সরকারী আদেশ জারী করতে হল।

এবিষয়ে গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইতে মহারাষ্ট্র বিধান সভার অধিবেশনে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীবর্তক বলেন যে—ঔষধ বিভাগ (ড্রাগ ডিপার্টমেন্ট) পরীক্ষা করে যে বাজরা মানুষের খাদ্যোপযোগী বলে সার্টিফিকেট দেবেন—কেবলমাত্র সেই বাজরাই বিক্রয় করা যেতে পারবে।

বলা হয়েছে যে 'আর্গট' নামে একটি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বাজরাকে বিষাক্ত করছে।

এইবার বুঝুন দেশবাসী ব্যাপার কি। চাল যদি বিষাক্ত হয়—এবং চাল সিদ্ধ করে খেলেই যদি তখনি অসুস্থ হন বা মারা যান—এবং সরকারী রাসায়ণ বিভাগকে যদি—সব চালকে বলতে হয় যে মানুষের খাদ্যের উপযোগী কিনা তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়?

দেশ আর কোথায় যাবে?

—)•(—

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্মেলন

গত ২রা ডিসেম্বর '৭৩ কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমন্বয় কমিটীর পুরুলিয়া জেলা শাখার অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ডাক ও তার ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ বেদীতে মালাদানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। কমিটির সভাপতি কমঃ মহাদেব মুখার্জী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। গণসঙ্গীত ও টুসু গানের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পোষ্টম্যান ক্লাস ফোর ইউনিয়নের প্রাদেশিক সহ সভাপতি কমঃ মলয় রায় সম্মেলন উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী নীতি ব্যাখ্যা করেন ও দাবী দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। কমঃ বিজয়বিদ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। পাঁচজন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। বিস্তৃত আলোচনার পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়ব্যায়ের হিসাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করণ অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে, কলিকাতার টেলিফোন কর্মীদের বিভিন্ন রাজ্যে হয়রানীমূলক বদলীর প্রতিবাদে, রেশন কাটা, নাযামূল্যে ভোগপণ্য সরবরাহের দাবিতে বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ নয়টি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কমঃ মহাদেব মুখার্জী সভাপতি ও কমঃ বিজয়বিদকে সম্পাদক করে আগামীবারের জন্য সাতজনের এক শক্তিশালী কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হয়। সম্মেলনে ই, ডি, কর্মচারীসহ গ্রাম পুরুলিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ১২৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন"।

—•—

পুরুলিয়া জেলের অভ্যান্তরে লাঠিচার্জ

(নিখিল মুখার্জি)

পুরুলিয়া, ১৯/১১/৭৩

খাদ্যের দাবীতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যহ্রাসের দাবীতে ও আরও বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে নয়টি বামপন্থী দলের আহ্বানে যে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত হয় তাতে সাড়া দিয়ে পুরুলিয়া জেলার পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক বর্তমান সরকারের আইনকে অমান্য করে, অস্বীকার করে কারাবরণ করেন। কিন্তু জেলের ভেতর তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা তো দেওয়া হয়ই নি, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিষ যা জেলে দেওয়া হয় সেগুলিও সরবরাহ করা হয়নি। অপরদিকে ঐ সব রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণ যথাযথ হচ্ছে না, ভীষণ দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এই শীতের দিনে প্রত্যেককে কম্বল পর্যান্ত দেওয়া হয়নি—এছাড়া থালা বা অন্যান্য কিছুই দেওয়া হয়নি। এমনকি ইন্টারভিয়ুর ব্যবস্থাও তেমনভাবে নেই। নকুল মাহাত, মহাদেব মুখার্জি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে ২/১ মিনিট কথা বলার মধ্যেই তারা বাধা সৃষ্টি করেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত নিন্দাজনক, এমনকি সাধারণ বন্দী হিসাবেও যে পরিমাণ ও যে ধরণের পাওয়া উচিত তা সরবরাহ করা হচ্ছে না। এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেলের অভ্যন্তরে বন্দীরা আন্দোলন করছেন। তাঁরা ১ দিন অনশন ধর্ম্মঘট করেছেন। ১৮ই নভেম্বর জেলের অভ্যন্তরে এই সব বিক্ষোভ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—পুলিশ তখন বেপরোয়া লাঠি চালনা করে এবং তার ফলে সি, পি, আই (এম) এর একজন কর্মী আহত হয়।

—•—

শিরকাবাদে পিস্তল ও পাইপগান উদ্ধার

গত ৩০ নবেম্বর শুক্রবার আড়ষা থানার পুলিশ—শিরকাবাদ গ্রাম-নিবাসী ফনিমাঝি ও তার পুত্র মটু মাঝির ঘর-তল্লাসী করে একটি পিস্তল ও একটি পাইপ গান উদ্ধার করেন। প্রকাশ যে এই দুই জনই কয়েকটি ক্রিমিন্যাল কেসের আসামী এবং ১৯৭১ সালে এক লুণ্ঠনকারী দলের পরিচালক বলেই স্থানীয় অধিবাসীরা জানত। লোকের আশঙ্কা যে এদের দলে বহু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি এখনও মজুত আছে।

পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করেছে।

—•—

WANTED

"Wanted on deputation a B. Sc. Hons. in Bot/Zoo. Pref. trained for Panchakoteraj H. S. School, P. O.—P. K. Raj, Purulia. Apply Secy. before 15/12/73."

—•—

WANTED

"Wanted One B. Sc. Preferably trained A. T. Apply by 20th. Dec. '73 to the Secretary, Bagmundi Jr. High School. P. O.—Bagmundi Dist.—Purulia."

Ashutosh Mehta
4/12/73
Secy. Bagmundi Jr. High School.

—•—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা | সোমবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ১লা পৌষ, ১৩৮০ | বার্ষিক—৯, সডাক—১০, নগদ—২০ পয়সা

চিন্তায় মানুষ গঠন করে

উপনিষদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে "মানুষ যেমন চিন্তা করে সেইরূপ হয়।" বিজ্ঞ লোকের অভিজ্ঞতা এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে। জগতের জ্ঞানীজন যেরূপ চিন্তা করিবে জগৎ তদনুরূপ হইবে। বৃথা চিন্তা চিন্তাই নয়। আর চিন্তাহীন জনতা যেরূপ কার্য করিবে জগৎ সেইরূপ হইবে ইহা মনে করা ভয়ঙ্কর ভূল। তাহারাত চিন্তা করিয়া দেখিবেনা। স্বাধীনতার অর্থ হওয়া উচিত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে সকল লোক জ্ঞান লাভের সুযোগ পাইবে। এই জ্ঞান নানা বিষয়ের তথ্য জানা হইতে স্বতন্ত্র।

—গান্ধীজী

পুরুলিয়া জেলায় পেন্সন প্রাপ্তদের আর একটী তালিকা

List of Persons granted Pension from Central Revenues vide Sanction letter No 33/1/Genl/73. FF. III dated 30. 11. 1973.

1. 33/659/73. FF. III Smt. Chanchala Mahata, W/o. Late Bhuban Chandra Mahata, R/o. Vill. Mahata Tola, Baidyanathpur, P. O. Bahara, P. S. Manbazar, Dist. Purulia. Rs. 200/- (Rupees Two hundred only) Rs. 100/- for her two unmarried daughters aged 17 Years and 14 Years till their marriage.

2. 33/926/73. FF. III Shri Phani Bhusan Banerjee, S/o. Late Raj Kumar Banerjee, Vill. Joynagar, Post Hutmura, Dist. Purulia West Bengal. Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

3. 33/1797/73. FF. III Shri Bhim Chandra Mahato, S/o. Late Shri Ghashiram Mahato, Vill. Hijla, Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

4. 33/1816/73. FF. III Shri Nakul Chandra Mahato, S/o. Late ShriBalaram Mahato, Vill. Madhupur, P. S. Bandwan, Dist. Purulia, (W. B). Rs. 200/- (Rupees Two hundrhd only).

5. 33/2220/73. FF. III Shri Bhushan Mahato, S/o. Late Shri Gour Mahato, Vill. & P. O Majhihira, P.S. Maubazar, Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

6. 33/2965/73 FF. III Shri Purna Chandra Mahato, S/o. Late Shri Hariram Mahato, P. O. & Vill. Dighi P. S Manbazar, Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

7. 33/3161/73 FF. III Smt. Bhabani Debi, D/o. Late Shri Nimai mahato. Vill. & P. O Majhihira, P. S. Manbazar, Dist. Purulia. (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred anly).

8. 33/3191/72 FF III Shri Patal Chandra Dhibar, S/o. Late Shri Mitan Chandra Dhibar, Vill. Barabazar, P. S. Barabazar. P. O Barabhum, Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

9. 33/4060/72. FF. III Shri Bhabani Prasad Sarkar, S/o. Late Manmatha Nath Sarker, Amlapara Purulia Town, P. S. & P.O. Purulia, Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

10. 33/5316/72. FF. III Shri Ankur Majhi, S/o. Late Gobinda Majhi, Vill. Karandi, P. O. Chatumader, P. S Hura, Dist. Purulia, (W. B). Rs. 200/- (Rupees Tow hundred only).

11. 33/5814/72. FF. III Shri Hanesswar Mahato, S/o. Late Shri Brikodar mahato, Vill. Manguria, P. O Manguria, Lalpur P. S. Hura, Dist. Purulia. (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred dnly).

12. 33/6060/72. FF. III Smt Laxmi Priya Debi, W/o. Late Radhanath Chakrabarty. Vill. Raj Nowagarh, P. O. Rajnowagarh, P. S. Puncha, Dist. Purulia, (W. B.). Km Anima Chakravorty, Rs 150/- (Rupees one hundred & fifty only) Rs. 100/- for the widow & Rs 50/- for her unmarried daughter till her marriage.

13. 33/6848/72. FF. III Shri Govind Marwari, S/o. Late Shri Lal Chand Marwari. Vill. Barabazar, P. O. Barabhum. P. S. Barabazar, Dist. Purulia (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

14. 33/7232/72. FF. III Shri Bimal Kumar Paul, S/o. Late Shri Rukmini Kanta Paul, Rental Housing Estate, Ranchi Road, Dist. Purulia- (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

15. 33/7483/72. FF. III Shri Haridas Mahato, S/o. Let Shri Ashirbad Mahato, Vill. Gopalpur, P. O. Jhalda. Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupess Two hundred only).

16. 33/9313/72. FF. III Shri Chitta Ranjan Mahato, S/o. Late Shri Bholanath Mahato, Vill, Mangura, P. S. Hura, P. O. Mangura Lalpur, Dist. Purulia (W. B.). Rs. 200/- (Rupess Two hundred only).

17. 33/11175/72. FF. III Shri Biswa Nrth Sao, S/o. Late Shri Ram Kishan Sao, Munsiffdanga, P. O. Purulia, Dist. Purulia. (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

18. 33/12646/72. FF. III Shri Bihari Mahato, S/o. Late Shri Khetu Mahato, Vill. & P. O. Majhihira, Dist. Purulia. (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

19. 33/13086/72. FF. III Smt. Mukhi Majhan. W/o. Shri Balaram Majhi, Vill. Prabaid. P. O. Rajnoagarh, P. S. Puncha, Dist. Purulia (W. B.). Rs. 100/- (Rupess one hundred only).

20. 33/15403/72. FF. III Shri Hangsadhwaj Mahato, S/o. Late Shri Bishnu Mahato, R/O Chirugura, P. O. Purdaha. P. S. Manbazar, Dist. Purulia, (W. B.). Rs. 200/- (Rupees Two hundred only).

(B. L. PARDEEP)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

পুরুলিয়া জেলায় সরকারী ধান চাল সংগ্রহের ব্যাপার

পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীদের সংবাদ ও তথ্যটা জেনে রাখা ভাল।

এ বছর অর্থাৎ বর্তমান চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলা থেকে ২৫০০০ টন অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ মন ধানচাল সংগ্রহের লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। সরকার আশা করেন যে এর মধ্যে ২২০০০টন অর্থাৎ প্রায় ৫লক্ষ মন "ডিসট্রেস সেল" অর্থাৎ চাষীরা তাদের প্রয়োজনের জন্য যে ধান বিক্রী করতে বাধ্য হয়—তা থেকেই পাবেন। সুতরাং এই জেলার লোকদের অভাবী দরিদ্র অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা ধান চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ঠিক করেছেন এবং সংগ্রহ করে চলেছেন।

পুরুলিয়া জেলাকে সরকার বাড়তি জেলা বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু চাল সংগ্রহের জন্য তারা নির্ভর করছেন গরীব চাষীদের বাধ্যতামূলক বিক্রীর উপরে। অথচ তাদের অভাবের সময় বা টানের সময় চাল বা ধান সরবরাহ করার কোন দায়িত্বই তারা নিচ্ছেননা।

গতবারে অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ সালে এই জেলা থেকে ২৬ হাজার টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২৪ হাজার টন কেবল বাধ্যতামূলক বিক্রী থেকেই সংগ্রহ হয়েছিল।

কিন্তু এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালের এই বর্তমান বৎসরে এই পুরুলিয়া জেলায় শতকরা ৫০ ভাগ ধান হয়েছে বললে বেশী বলা হয়। এবছর রোগের প্রাবল্যে বিস্তৃত অঞ্চলের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে বিশেষ করে পুরুলিয়া, ঝালদা, আড়ষা, কাশীপুর প্রভৃতি থানার। সমগ্র জেলার অবস্থা ছিল এই যে—প্রথম অবস্থায় অল্প বৃষ্টির জন্য ধান রোয়া দেরীতে হয় তারপরে ধানের রোগে চাষীদের নাজেহাল করে তোলে। গত বছর খানিকটা খরার ফলে চাষীদের ঘরে মজুত বিশেষ কিছু ছিলনা। এ বছরে চাষীরা কোন রকমে চাষ করেছে। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ও রোগ চাষীদের বসিয়ে দিয়েছে। ফলে সরকারী তরফ থেকে যদি কেবল জমি দেখে লেভী করা হয় তবে চাষীরা মুস্কিলেই পড়বে।

ধান চাল সংগ্রহের ব্যাপারে ডিসট্রেস সেল চালের কল, ডি,পি, এজেন্ট আর কো-অপারেটিভ সোসাইটির উপরেই সরকার নির্ভর করছে। তথ্য নিয়ে যা জানা গেছে তাতে সমগ্র জেলায় ১৩৩টি ডি, পি, এজেন্ট ও ২৬টী কো-অপারেটিভকে এই ধান চাল খরিদের কাজে লাগান হয়েছে। কো-অপারেটিভগুলিকে ধান চাল খরিদের টাকার জন্য জিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে কিন্তু জিলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এত টাকা দিতে পারছেনা। তারপরে লোকের ক্রয় ক্ষমতা এ জিলায় কম আর ডি, পি, এজেন্টরাও সকলে সাধু নন ফলে এই জেলা থেকে হাজার হাজার মন ধান চাল বিহারে এবং বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকার করে ৭৩ টাকা কুইন্টাল দরে ধান কিনবে তার জন্যে চাষীদের ধান ধরে রাখবার সামর্থ নেই—এবং বেশী দামে খরিদ করার জন্য পাইকার, ব্যাপারী বা ফড়িয়ার অভাব নেই। সুতরাং বাইরে পাঠাবার ধান চাল ট্রাকে ট্রাকে জোগাড় তো হচ্ছেই আর কর্ডনিং-এর যা ব্যবস্থা তাতে টাকার ধাক্কায় সমস্ত কর্ডনিং ভেঙ্গে দিয়ে ধান বেরিয়ে যাচ্ছে। এই জিলার তিন দিকে বিহারের সীমানা—আর একদিকে বর্ধমান। সবই শিল্প প্রধান অঞ্চল।

এই জেলায় কংগ্রেসী এম, এল, এ ও এম, পিরা সকলেরই ধান চাষ পর্যাপ্ত। কংগ্রেসের ঘোষণা মতো লেভীর ধান তারা কত আদায় দিচ্ছেন এবং বড় বড় কংগ্রেসের পেটোয়া চাষীরা কত আদায় দিচ্ছেন তার যদি একটা তালিকা—কত জমি কত ধান—সরকার এই মুক্তিতে প্রকাশ করেন—তবে লোকে তাতে নিশ্চঃই উৎসাহ পাবে। দলীয় নির্দ্দেশ মতো লেভীর ধান সংগ্রহ করতে যেয়ে—ভোটের ক্ষেত্র নষ্ট করবেন এমন বেকুব এরা নন।

তারপরে পুরুলিয়ায় যে ধান আদায় হয় তা চাল করার জন্য বাইরের চাল কলে পাঠান হয়—যেমন ঝাঁটি পাহাড়ী বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায়। সে চাল আর এই জেলাতে আসেনা। এখানে যা ধান চাল সংগ্রহ করা হয় তা যদি এম আর সপের মারফত এখানেই বিক্রয় করার ব্যবস্থা হত তা হলে গরীব লোকদের বিশেষ করে যারা খেটে খায় তাদের সুবিধা হত।

জানুয়ারী পর্য্যন্ত খেটে খাওয়া লোকেরা কিছু কাজ পাবে—ধান কাটার ব্যাপারে। কিন্তু আসল দুর্গতি সুরু হবে ফেব্রুয়ারী থেকে। তারপরে না-কমার-সম্ভাবনা নিয়ে জিনিষের দাম যেমন বাড়ছে—তা বেড়েই চলবে কমবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সব মিলিয়ে যে একটা দুর্গতির পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে তার মোকাবিলার কথা না ভাবছেন সরকার—না সরকারী দল। অন্য কেউ কোন প্রস্তাব দিলে বা এগিয়ে কাজের কথা বললে তা শোনবার মতো মনোবৃত্তিই এদের কারো নেই। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যদি কোন গণ-আন্দোলন সুরু ও ব্যাপক হয় তবে তার জন্য শাসন ও শাসকরাই দায়ী থাকবেন—এবং থাকছেনও। শুধু পুরুলিয়ায় নয় সমস্ত দেশের অংশরূপে পুরুলিয়ায় আন্দোলন কি রূপ নিতে পারে সেটা ভবিষ্যৎই বলবে।

———•———

আদিবাসী জমি ও ধান

গত ৫ই ডিসেম্বর ধানবাদের এডভোকেট এবং "শিবাজী সমাজের" নেতা শ্রীবিনোদবিহারী মাহাতকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পক্ষে জামীনের দরখাস্তও না মঞ্জুর হয়। তিনি ধানবাদ জিলা 'জিলা পরিষদের' ভাইস-চেয়ারম্যান।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে—তিনি জোর করে ধান কাটার ব্যাপারে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারটা গিরিডি এবং ধানবাদে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে প্রকাশ যে—উকীল শ্রীবিনোদবিহারী মাহাত ধানবাদ জেলাতে একজন প্রখ্যাত জননেতা। তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলছেন যে বিনোদ বাবু জিলা 'শিবাজী সমাজের' সর্বেসর্বা পরিচালক হিসাবে আদিবাসীদের বলপূর্বক ধান্য লুণ্ঠনের অভিযানকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রকাশ যে সম্প্রতি আদিবাসীরা প্রায় ৯০ হাজার মণ ধান এইভাবে লুট করেছে। এর কারণস্বরূপ বলা হয় যে—প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বিহার সরকার ঘোষণা করেন যে—বহিরাগত যারা বাস্তবে আদিবাসীদের জমি অন্যায় ভাবে অধিকার করেছে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে আদিবাসীদের ফেরত দেওয়া হবে। এটা সর্বজন বিদিত যে আদিবাসীদের জমি কি রকম ধাপ্পা দিয়ে বহুক্ষেত্রে দখল করা হয়েছে। এই সরকারী ঘোষণা কিন্তু তারপরে কার্য্যকরী করা হল না। কাগজ পত্রেই রইল। বড় বড় জমির মালিকের স্বার্থে বিহার গবর্মেন্ট নিজেদের ঘোষিত ঘোষণা কার্য্যকরী করার কোন ব্যবস্থাই করল না। সুতরাং যারা আদিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলেন তারা এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ও নীরব রইলেন না। গত দুই মাস যাবত এই ধান-লুট অভিযান ধানবাদের গ্রামাঞ্চলে ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে। সংগঠিত ও সশস্ত্র আদিবাসীরা কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করে হাজার হাজার মণ ধান কেটে লুট করে চলেছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই ধান কাটা এবং লুণ্ঠন বন্ধ করতে পারছে না এবং বন্ধ করার জন্য খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি চেষ্টাও করছে না। এ ব্যাপারটা হচ্ছে সম্ভবতঃ বিহার রাজ্য সরকারের উপর আদিবাসী নেতাদের রাজনৈতিক চাপের জন্য। এখন তারা চেষ্টা করছেন পরোক্ষভাবে কিছু করার।

(ধানবাদ থেকে প্রকাশিত 'কোলফিল্ড টাইমসে' প্রকাশিত সংবাদ ও লেখা থেকে)

———•———

পুরুলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ

গত ২৭শে জুলাই বাংলা 'বন্ধ' এর পরিপ্রেক্ষিতে পুরুলিয়ার পোষ্ট অফিসের ১১ জন ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ১৫ জন কর্মচারীকে ডাইস-নন করা হয়। এর প্রতিবাদে ডাইস-নন আদেশ প্রত্যাহার ও বেতন কাটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১২ই ডিসেম্বর '৭৩ পোষ্ট অফিস, আয়কর অফিস ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কর্মচারীরা গণ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। প্রত্যেক কর্ম্মচারী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদ জানায় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। ডাইস-নন আদেশ প্রত্যাহার সহ সস্তাদরে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ন্যূনতম বেতন, মহার্ঘভাতা, পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রভৃতি দাবী আদায়ের জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সফল করার আহ্বান জানান—স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

———•———

মুক্তি

১লা পৌষ, ১৩৮০, সোমবার

আপনারা কি করবেন ?

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের যে অবস্থা চলেছে—এবং যে বুদ্ধিতে এরা চলেছেন তাতে এদের পরিণতি সম্বন্ধে কোন গবেষণার দরকারই হয় না।

দেশবাসী সকলেই একটু দৃষ্টিপাত করুন! একটু যারা চিন্তা করতে পারেন তারা চিন্তা করুন, বিশেষ করে যারা সাদা ও কালোর মধ্যে তফাতটা বুঝতে পারেন তারাও দেখুন পরিস্থিতিটা বাস্তবে কি!

প্রথমেই দেখুন পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সংগঠন। এর দুই পদ; এক পা যুব কংগ্রেস আর এক পা ছাত্র পরিষদ। মূল কংগ্রেস সংগঠন একটা দল নয়—এখন কয়েকটা উপদলের ফেডারেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নিজে-দের মধ্যে ঝগড়া, কলহ এবং বিভেদ খবরের কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতির পর্য্যায়ে এসে পৌছেছে। খুন, জখম, মারপিট, লেঙ্গীমারা গালাগালি এবং ক্ষেত্র দখল করা এতো দৈনন্দিন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে তাহলেও এই সব ব্যাপার খুব গুরুতর হলেও খবরের কাগজে যখন প্রকাশ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে বলতে থাকে তখন বুঝতে হবে ঘরের ছাদ ভেঙ্গেই পড়েছে এর আর মেরামতের উপায় নেই। কংগ্রেস এম-এল-এ চণ্ডীপদ মিত্রকে কংগ্রেসীরাই খুন করল—তারপরে ২২ দফা সূত্র বেরোলো কিন্তু সে আর কাজে লাগলো না। কংগ্রেসীরাই এই বাইস দফাকে বাইস ফেরে ফেলে এটার সপিণ্ডকরণ করে ছাড়ল। একটা সংগঠন—এর মধ্যে কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কি?—না। এর কোন আদর্শ আছে কি?—না। এর কোন নীতি আছে কি?—না। এটার মধ্যে দেশের সৎলোকের সমাবেশ হয়েছে না অসৎ লোকের? একবার নিরপেক্ষভাবে দেশের জ্ঞানী গুণি এবং দেশের যারা ভাল চান তারা বলুন দেখি? কি দেখছেন? কি বুঝছেন? কি উপ-লব্ধি করছেন বলুন! দেশের মধ্যে যারা দুর্নীতি পরায়ন, সুযোগ সন্ধানী মেরে নেওয়াই যাদের লক্ষ্য, আর যারা ভক্তিকারীতাদের সমাবেশের নিরাপদ স্থান হয়েছে এই কংগ্রেস—কি বলেন সব? কংগ্রেসে যে সমস্ত নেতা উপনেতারা আছেন তাদের মধ্যে ঝগড়া দ্বন্দ্ব কলহ বিভেদ মারামারি কিসের জন্য বলতে পারেন কি? একী আদর্শের দ্বন্দ্ব? নীতির দ্বন্দ্ব? —তা নয়। এখানেই এর উত্তর স্পষ্ট এবং পরিষ্কার যে এই দ্বন্দ্ব স্বার্থের দ্বন্দ্ব -সেটা ক্ষমতার স্বার্থ ই হোক—সম্পদের স্বার্থ ই হোক বা শাসন ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করে ব্যক্তি গোষ্ঠি বা উপদলের সংকীর্ণ লক্ষ্য সাধনই হোক—এই জাতীয় একটা কিছু সাধন করা। বর্তমান কংগ্রেসের নিজেদের সেবার অবদানের দ্বারা জনমনে এদের কোন প্রতিষ্ঠা নেই—সরকারী ক্ষমতার পরিচালক হিসাবে করদ্ধবাহীরূপেই এদের দাপটে জনগণ দিশাহারা—জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক—দেবার নয়—নেবার।

যুব কংগ্রেস দেখন—ফাটাফাটি! ছাত্র পরিষদ দেখুন—দু'ভাগে ভাগ হয়ে বসে আছে। কোনটাই গৌণ নয়—দুইটাই মুখ্য। মন্ত্রীরা কেউ এদিকে কেউ ওদিকে। মন্ত্রীদের মধ্যেও মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে শুরু হয়েছে। ক্ষমতায় থাকা না থাকা কারও নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না; ব্যক্তি গোষ্ঠী, উপদলের বা উপরের নেতৃত্বের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। ভারতের বর্তমান কংগ্রেসী রাজনৈতিক ইতিহাসে এইটাই ঢেউএর মতো বয়ে চলেছে। রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী সব কি বলেন?

তাও যদি এদের কোন যোগ্যতা থাকতো। পশ্চিম বাংলাতেই ধরুন অন্তত ছয় কোটি লোক? এই ছয় কোটি লোকের জন্য শাসন কাঠামোকে ঠিকভাবে চালানর যোগ্যতা না থাকলেও অর্জন করা চাই। এ কি একটা খেলার কথা! খেয়াল খুশী মাফিক যা তাই করলেই হল? আর যা তাই বললেই হল? এই শাসন কাঠামোতেই এখন শাসন চালাতে হবে—যোগ্যতা থাকলে এদের দ্বারাই জন কল্যাণ করা যায়। কিন্তু বিস্মিত হয়ে সব দেখছে—নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়েও কি অযোগ্যতার প্রতিযোগীতা চলেছে—অজা যুদ্ধের মতো। এটা যখন লিখছি—তখন এই পুরুলিয়া সহরে তেলের দাম একজনে জানিয়ে গেল দশ টাকা কেজি হল। লোক যায় কোথায় করে কি? খায় কি? এরা সব মিলে লেগে গেলেন রাষ্ট্রযন্ত্র করতে—ব্যবসায়ীদের সামলাতে পারলেননা কেন? কেমন করে সামলাবেন? অস্বীকার কেউ করতে পারবেনা যে এদের টাকাতেই তোমাদের নির্বাচন চলে নির্বাচনে জয়লাভ কর। আজ এরা কেন ছেড়ে কথা কইবে? তোমার পরিকল্পনা নেই, সংগঠন নেই কোন হাতিয়ার নেই আর তুমি বিক্রয়যোগ্য, বিক্রীত ও বিকৃত শাসন কাঠামো এবং লুব্ধ অনু-গামীদের নিয়ে যে ব্যবস্থা করতে গেছ তার ফল দাঁড়িয়েছে এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিই শুধু নয়, অনিয়ন্ত্রণ, অরাজকতা, যথেচ্ছাচার, স্বৈরাচার এবং মৎস্যন্যায়। এমন দেশবাসী কি কেউ আছ যে আজ এর প্রতিবাদ করবে?

হতে পারেনা! এদের দিয়ে হতে পারলনা বা—এরা করতে পারলনা। বর্তমান কংগ্রেস অর্থাৎ নব কংগ্রেস কি অদ্ভুত ক্ষমতা হাতে পেয়েছিল তা বলবার নয়। কিন্তু সেই ক্ষমতা এসেছিল ন্যায় নীতিকে বর্জন করে দুর্নীতির পথে—দেশের যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের সাহায্যে—তাদের নিয়ে। ফলে এর যা পরিণতি তা হবেই এবং দেশের আজ যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার চেয়েও খারাপ আরও খারাপ অবস্থা হবে—কারণ যারা এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের জন্য দেশবাসী সমগ্রভাবে দায়ী। যতদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থবাদী, কায়েমী স্বার্থবাদী, সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদীদের—দেশের জনতা বিচার বিবেচনা না করে মাথায় তুলবে—তাদের স্বার্থ সাধনের যন্ত্র হিসাবে পরিণত হয়ে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তাদের দুঃখ ঘোচায় এমন ভগবান এখনও সৃষ্টি হয়নি।

এই যে বর্তমানে একটা অসহনীয় অবস্থা আরম্ভ হয়েছে—চলছে এবং চলবে এর বিরুদ্ধে সত্যকারের জাগরণ ও প্রতিবাদ কোথায়? কেবল চারদিক থেকে অভিযোগ আর—হায় হায়—এতো কেবল দুর্ভোগকেই ত্বরান্বিত করে; দুর্ভোগ থেকে এর দ্বারা রেহাই হবার পথ সৃষ্টি হয়না।

দেশের কর্মীশক্তি, যুবশক্তি, জনশক্তি এ দায় আজ তোমাদের দায়—বৃথা কালক্ষেপ আর বাক্ চাতুরীর ভণ্ডামীর চোরাবালিতে না পড়ে—এবার শক্ত রাস্তা নিজেরা ধর।

বি, দাসগুপ্ত

———•———

বন্য মন্ত্রীর কংগ্রেসী অনুচরদের বন্য উপদ্রব

এই পুরুলিয়া জেলায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কংগ্রেসী অনুচরদের যে বন্য উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে—সে খবরটা দেশবাসীর প্রনিধান করা দরকার। এই জিলার একজন কংগ্রেসী পশ্চিম বাংলার বন বিভাগের মন্ত্রী। সুতরাং কংগ্রেসীরা বনের ব্যাপার নিয়ে যা খুসী তাই করবার ফরমান পেয়ে গেছে—বিশেষ করে মানবাজার থানায়। বন্য মন্ত্রীর বাড়ী হচ্ছে—মানবাজার জামতোড়িয়া থানায় আর বিশেষ করে যারা তার ভোটের সময় কাজ করেছে এবং কাজ করার সম্ভাবনা আছে—তারা এখন সদর্পে হাতে মাথা কাটছে—আর বনবিভাগের জিলা স্তর থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদে ফরেষ্ট গার্ড পর্য্যন্ত একাদিক্রমে সকলেই এই রকম কংগ্রেসীদের হুকুম বরদার হয়েছে। কারণ এদের কাছে গ্রামের বিবর্জিত ক্ষুদে কংগ্রেসী অনুচররাও মন্ত্রীর প্রতিচ্ছায়া।

এই সব কংগ্রেসীদের কয়েকজন নব দীক্ষিত অতি উৎসাহী কংগ্রেসী বন বিভাগের কর্মচারীদের দিয়ে লোকসেবক সংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে একেবারে নির্ভেজাল মিথ্যা মোকদ্দমা করে তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে হাজতবাস করাচ্ছেন। নিজেরা গাছ কেটে বনের কর্মচারীদের দিয়ে সেই গাছ কাটার জন্য লোকসেবক সংঘের কর্মীদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়ে নিজেরা সাক্ষী হচ্ছেন। লোকসেবক সংঘের কর্মীরা হয়রান হচ্ছেন বটে কিন্তু এগুলিকে তারা ক্ষুদে পিঁপড়ের বাচালপনা ছাড়া আর কিছু মনে করে না। এর প্রতিক্রিয়াও হচ্ছে—গ্রাম কে গ্রাম এই সব কংগ্রেসী অনুচরদের বর্জ্জন অর্থাৎ এক ঘরে করে চলেছে।

কিন্তু এই বন বিভাগের ডি, এফ, ও থেকে ফরেষ্ট গার্ড পর্য্যন্ত সকলকে বাহাবা দিতে হয়। কংগ্রেসীরা গাছ কাটবে আর তদন্তকারী অফিসাররা তাদের বাড়ীতে ডিম ভাজা আর চা খেয়ে লোকসেবক কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করবে—পুরুলিয়াতে অনেক রাজত্ব চললেও—এ রাজত্বের মতো এমনটি হয় নি।

তবে এসব অনুচরেরা এবং সরকারী কর্মচারীরাও ভুলে যান যে এ অবস্থা চিরদিন থাকে না। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এবং এইসব বেসরকারী ও সরকারী উপদ্রব-কারীদের শুধু উপদ্রবের দিনই নয় এবার তাদের অস্তিত্বের দিনও শেষ হয়ে যাবে এ সত্যটাকে উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

———•———

মন্ত্রীদের ধাপ্পা

ব্যয় সংকোচ না বেকার বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয় কমাও নীতির ফলে একমাত্র লবণ হ্রদ উন্নয়ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পঁচিশ হাজার কর্মী বেকার হয়ে পড়েছেন। এঁরা কেউ আধাদক্ষ ও অদক্ষ কর্মী। কেউ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গ্র্যাজুয়েট ইনজিনিয়ার। এঁরা সকলে লবণ হ্রদে ১৮৫টি ঠিকাদার সংস্থায় নিযুক্ত ছিলেন। এখন সব কাজ প্রায় বন্ধ। ঠিক হয়েছিল বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে ওখানে তিন কোটি টাকার মত উন্নয়নমূলক কাজ হবে। সেই কাজে মাঝপথেই ছেদ পড়েছে। কারণ সরকারী নির্দেশ ব্যয় কমাও।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, তাঁদের ছ কোটি টাকা সরকারের কাছে বাকি পড়ে আছে।

—–(•)–—

পশ্চিমবঙ্গের কিছু

সরকারী, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংবাদ

প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ দের পদত্যাগ

গত ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এর সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের বৈঠকের পর মঙ্গলবার শ্রীদে সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈত্রর কাছে পদত্যাগপত্র দেন। বুধবারও নিত্যানন্দবাবু প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে যাননি।

মহাকরণের ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিযোগ করেন যে, নিত্যানন্দবাবু প্রকাশ্য সভায় সরকার এবং মন্ত্রীদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্যও করেছেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের সঙ্গে নিত্যানন্দবাবুর কথা কাটাকাটিও হয়। জানা গেল, নিত্যানন্দবাবু অপমানিত বোধ করে পদত্যাগ করেন।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মকর্তা পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী নাকি দুঃখ প্রকাশ করেন। ওই কর্মকর্তারা নিত্যানন্দবাবুকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন।

সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ফেরার পর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভায় নিত্যানন্দবাবু যে বক্তৃতা করেন তা নিয়েই মত বিরোধ দেখা দেয়। বৈঠকে জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি ও ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅসিত মিত্রও ছিলেন।

ওই সভায় শ্রীদে বলেন, আমরা মুখে যতই সমাজতন্ত্রের কথা বলি না কেন, সরকার ও দলের মধ্যে দলকে প্রাধান্য না দিলে তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

মন্ত্রী ওএম, এল, এরা দল বিরোধী কাজ করছেন

"গোষ্ঠী নিরপেক্ষ" কিছু কংগ্রেস এম এল এর প্রথম দাবি, যেসব মন্ত্রী ও এম এল এ-র বিরুদ্ধে "মারাত্মক দুর্নীতির" অভিযোগ উঠেছে অবিলম্বে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এবং দ্বিতীয় দাবি, কলকাতার যে মুষ্টিমেয় "তথাকথিত কংগ্রেস নেতা" পার্টির শৃঙ্খলা ভাঙছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিছুদিন আগে দুর্নীতির ব্যাপারে কতগুলি স্পষ্ট অভিযোগ এনে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশান্তি দাশগুপ্তও প্রধান মন্ত্রীর কাছে এক চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁরও বক্তব্য ছিল: নানা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। সংবাদপত্রে তা বের হচ্ছেও। কিন্তু সর্বদা এই সব অভিযোগের শুদ্ধ জবাব দেওয়া হচ্ছে না।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আগামী বৈঠকে শ্রীদাশগুপ্ত এই দুর্নীতি প্রসঙ্গ আবার তুলবেন।

এই বৈঠকে কংগ্রেস এম এল এদের সব লাইসেন্স পারমিট কমিটি ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটিও আবার উঠছে। কয়েকদিন আগে স্বয়ং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন যে, দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে এখনও বহু এম এল এ সরকারী পারমিট লাইসেন্স কমিটিতে আছেন।

শিল্পের আশা ও পুরুলিয়া জেলায় কাগজে কলমে

নয়াদিল্লি ১৩ ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ কলকাতায় অবস্থিত পশ্চিম-বাংলা শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনকে ৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটগুলি পশ্চিমবাংলার অনগ্রসর অঞ্চলে স্থাপন করা হবে।

কী কী শিল্প স্থাপনের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি কোথায় স্থাপিত হবে নীচে তা দেওয়া হল।

১। টায়ার ও টিউব তৈরি শিল্প স্থাপিত হবে মুরশিদাবাদে। এতে ১২০০ লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে।

২। বাঁকুড়া জেলায় নাইলন তৈরির একটি কারখানা স্থাপিত হবে। এতে ৩৭৫ জন চাকরী পাবেন।

৩। পুরুলিয়া জেলায় সিমেণ্ট তৈরির একটি কারখানা তৈরি করা হবে। এতে ৮০০ জন চাকরী পাবেন।

৪। মেদিনীপুর জেলায় স্কুটার তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করা হবে। এতে চাকুরী পাবেন ৪০০ জন।

৫। কোচবিহারে একটি সিগারেট তৈরির কারখানা হবে। এতে ৭৫০ জন চাকুরী পাবেন।

এছাড়া আরও দুটি প্রকল্পের জন্য বেসরকারী উদ্যোগীদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বাংলা শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন যৌথ ক্ষেত্রে এই দুটি প্রকল্প কার্যকর করছেন।

ওই দুটির একটি হচ্ছে মিশ্র ইস্পাত কারখানা। এটি পুরুলিয়া জেলায় স্থাপন করা হবে। এতে ২০০০ লোক চাকরী পাবেন। অন্য একটি ক্ষুদ্র-শিল্প মেদিনীপুর জেলায় স্থাপন করা হবে তাতে ১২৫ জন চাকরী পাবেন।

শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রী আরও জানান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনকে টি ভি সেট তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি কলকাতায় স্থাপিত হবে এবং ২৩০ জন চাকুরী পাবেন। একি সত্যই কাজে পরিণত হবে?

বাঁকুড়ায় ৬ কোটী টাকার মাঝারি কারখানা তৈরীর প্রস্তুতি চলছে

দুর্গাপুর থেকে ১২ ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ—বাঁকুড়ার এনায়েতপুর গ্রামে একটি মাঝারি ধরণের খনিজ ও ধাতব শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকজন তরুণ ইনজিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদকে লেটার অব ইনটেন্ট দিয়েছেন। এই কারখানা তৈরী করতে খরচ পড়বে ছয় কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এই-কাজে সহযোগিতা করবেন।

এনায়েতপুর বাঁকুড়া থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। এই কারখানাটি তৈরী হলে প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার জন চাকরি পাবেন। কারখানাটি ৫০ টন সালফিউরিক এসিড, ৭০ টন সালফেটস এবং ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব শিকল তৈরী করবে। দেশের পূর্বাঞ্চলে এমন উদ্যোগ-সম্ভবত এই প্রথম। পশ্চিম জারমানির দু'টি ফারম এজন্য কারিগরী সাহায্য এবং যন্ত্র সরবরাহ করতে রাজি হয়েছেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

কারখানা তৈরীর কাজ সামনের বছরের গোড়াতেই শুরু হবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কারখানার জন্য ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন। একটি ব্যাংক মূলধন যোগাবে, শিল্পোন্নয়ন সংস্থা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের (টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা) ব্যবস্থা করবেন।

বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অনুন্নত জেলা। এই কারখানা সেদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকুড়ায় বাস্তবে কাজ আরম্ভ হয়েছে—আর পুরুলিয়াতে সব কাগজে কলমে ছিল, আছে, থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের খবর দিল্লীর দেওয়া দশ লক্ষ টাকা দিল্লীতেই ফেরত দেওয়া হচ্ছে

কেন্দ্রের দেওয়া প্রায় দশ লক্ষ টাকা কেন্দ্রেই ফেরৎ যাচ্ছে। ফেরৎ পাঠাচ্ছেন রাজ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর। শতকরা একশ ভাগ কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যে পুষ্ট গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পটির সম্প্রসারণের প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গে বানচাল হতে চলেছে।

গ্রামে গ্রামে ছোট ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা ও ছোটখাট ব্যবসায়ী-দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলে বারাসত, তমলুক, দারজিলিং ও দুর্গাপুরে চারটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রায় এক যুগ বাদে ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন দফতর রাজ্য সরকারকে বলেন, আরো চারটি খোলা হোক। প্রয়োজনীয় সব টাকা কেন্দ্র দেবেন।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর স্থির করলেন, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুরশিদাবাদ ও পুরুলিয়ায় চারটি নতুন গ্রামীণ শিল্প কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। গত বছর ওই চারটি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চারজন প্রোজেকট অফিসার নিযুক্ত হলেন। কিন্তু যে টেকনিক্যাল স্টাফের সাহায্যে প্রোজেকট অফিসাররা জেলার শিল্প সম্ভাবনার হদিশ নেবেন, অভিযোগ এক বছরেও তাঁদের নিয়োগ করা হয়নি।

প্রকল্প অনুসারে প্রতিটি কেন্দ্রে আট জন করে টেকনিক্যাল অফিসার সারভে অফিসার, ইকনমিক ইনভেসটিগেটর, এক্সপানশন অফিসার ইত্যাদি নিয়োগের কথা। প্রতিটি গেজেটেড পদ। চারটি কেন্দ্রের জন্য বত্রিশজন অফিসার দরকার। অফিস খুলে প্রোজেকট অফিসাররা বসে বসে মাইনে নিচ্ছেন। অধস্তন অফিসারের অভাবে কাজ কিছুই হচ্ছে না। ওই চারটি কেন্দ্রের প্রোজেকট অফিসাররা লোক চেয়ে চিঠির পর চিঠি, রিমাইন-ডারের পর রিমাইনডার পাঠাচ্ছেন; কিন্তু মহাকরণ নীরব। ক্ষুদ্র শিল্প ও অর্থ দফতরের মধ্যে ফাইল চালাচালি হচ্ছে। কিন্তু একটি পদেও কেউ নিয়োগ হচ্ছে না। কেন?—অথচ এই সব অফিসার নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কানাকড়িও লাগবে না, সব টাকা কেন্দ্রের। তবু টাকা ফেরৎ যাচ্ছে।

আরও অভিযোগ, রাজ্যে তিনশ পঁয়ত্রিশটি ব্লকের শতকরা ষাট ভাগে কোন এক্সটেনশন অফিসার নেই। এই 'এক্সটেনশন অফিসার' পদের নাম থেকেই বোঝা যায়, এঁদের উপর শিল্প প্রসারের ভার ন্যস্ত। পৌনে দুশ এক্সটেনশন অফিসারের পদ পশ্চিমবঙ্গে আজও খালি।

এই সরকার কি কিছু করতে পারবে?

নয় বামজোটের আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত

বুধবার শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, রেশনে চালের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলন করবেন। একদিকে গ্রামাঞ্চলে ফসল রক্ষার সংগ্রাম চলবে নয় বামের যুক্ত কর্মসূচি অনুযায়ী, অন্যদিকে শহরে নয় বাম ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন শহরে ও কলকারখানার গেটে দ্রব্যমূল্য ও বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিটিং ও মিছিল করবেন।

রেশনে চালের দাম বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সি, পি, আই (এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, একদিকে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, তার উপর রেশনে চালের কিলো প্রতি ৩০ পয়সা মূল্য বৃদ্ধি জনগণের উপর একটা প্রচণ্ড রকমের বোঝা। তিনি জনগণকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

——)•(——

ভেজালের বলি ১০৫০ জন

এদেশে এবছর ভেজালকারীরা অন্তত ১০৫০ জনকে খুন করেছে। তাদের হাতে ঘায়েল হয়েছেন আরও ৩০২৪ জন—তাঁরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তার মানে, এই খুনীরা ৪০৭৪ জনকে মরণের দিকে ঠেলে দিয়ে-ছিল। আরও কতজন যে ভেজাল খাবার খেয়ে অসুস্থ হচ্ছেন তা কে জানে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীঅমিয় কুমার কিসকুর সুপারিশক্রমে এ বিষয়ে সমীক্ষা চালান "কনসিউমার কাউনসিল অফ ইনডিয়া"। তাতেই এই নিদারুণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা গত বছর ছিল ৬৮৩। এই সংখ্যা আবার সবচেয়ে বেশী পশ্চিমবাংলায় ২৫৬ জন। তার আগের বছর ওই রাজ্যে এই সংখ্যা ছিল ১৫০। এই সংখ্যা ওড়িশায় ১৫০, জম্মু-কাশ্মীরে ১২০, উত্তরপ্রদেশে ১০৯ এবং বিহারে ১০৫। কেরল ও তামিলনাড়ুতে এই সংখ্যা সবচেয়ে কম - প্রতি রাজ্যে ১১।

সমীক্ষায় আরও প্রকাশ: এদেশে টুথপেসট থেকে জন্ম-নিরোধক জিনিসপত্র প্রায় সব কিছুতেই ভেজাল। ভেজাল চায়ে, ঘিয়ে, তেলে, ডালে, গুঁড়ো মশলায়, ঠাণ্ডা পানীয়তে, আইসক্রীমে, নানা রকমের খাদ্য-বস্তুতে এবং মদে। ভেজাল মদ খেয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা খুবই বেশী।

ভেজালের কারবার এত ব্যাপক এবং ভেজাল হিসাবে ব্যবহারযোগ্য জিনিসের চাহিদা এত বেশী যে, ওই জাতীয় জিনিসের সরবরাহে নাকি টান পড়েছে। তার মানে সেরেফ ভেজালের জিনিস চালান দেওয়াটাও এদেশে একটি বড় কারবারে পরিণত।

——•——

উদ্ধরণ

খয়রাশোল থানার ও, সি ও কংগ্রেসী মহল

খয়রাশোল থানায় খুন-চুরি-ডাকাতি ছিনতাই দুর্নীতি ও চোরা-কারবারী অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ঘটনা এর মধ্যে পাঁচড়া ময়ূরাক্ষী কটন মিলের কর্মী কয়জন দ্বারা পাশবিক নারী ধর্ষণ সমগ্র থানাবাসীদের নৈতিক চেতনাবোধ ও নিরাপত্তা বোধকে জাগ্রত কোরে, প্রতিকার ও প্রতিবিধানমুখী করে তোলে। এই মিল-ইউনিয়ন ফরওয়ার্ড ব্লকের কাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া প্রসাদী সদ্যগঠিত নব কংগ্রেসী ইউনিয়ন অভিনব উপায়ে পরিচালিত। বহু অপকীর্তির কলঙ্কমণ্ডিত কয়জন দুর্ধর্ষ গুণ্ডা প্রকৃতির কর্মী এই ইউনিয়নে সুরুকাল হতে বাস্তুঘুঘুর বাসা বেঁধে কীর্তিকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছিল। এই থানারও সংশ্লিষ্ট থানার O. C রা নানা কারণে এতকাল এদের গায়ে আঁচড়টি কাটতে এগয়ে আসেন নাই। কিন্তু সৎসাহস নিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখতে ও আইনের মর্যাদা দিতে এগিয়ে এলেন ও-সি হরেন বোস, কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে চালান দিলেন। ঠিক সমসময়ে ২/১ জন কংগ্রেস কর্মীকে পানোন্মত্ত অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে মাতলামীর চার্জে গ্রেপ্তার করে চালান দিলেন।

ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার হোল, গ্রেপ্তার হোল ব্লক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সহ সভাপতি, গ্রেপ্তার হলেন যিনি যুক্তফ্রন্ট আমলে ও বর্তমানেও কৃষক কর্মী জমি বণ্টন কমিটির সদস্যও; সেইসঙ্গে ধরা পড়লো কুখ্যাত ট্রেন ডাকাতি, সমাজ বিরোধী, চোরাচালানী ইত্যাদি। এদের মধ্যে একজনকে আপনি যেমন পাবেন সংশ্লিষ্ট এম এল-এর সিউড়ীর বাসায়, কখনো এম-এল-এর নিজ বাড়ীতে, কখনো এম এল-এদের মেসে কোলকাতায়, কখনো S I of Schools এর অফিসে, কখনো গোপন চেম্বারে, কখনও জনসভায়, কখনও মিটিংএর সদস্যরূপে কিন্তু তেমনি আবার নিজ স্কুলের শিক্ষকতায় উপস্থিতি খাতায়ও হাজির। এইসব বিভিন্ন চরিত্রের লোক একে একে ধরা পড়তে লাগল।

পুলিশ ইচ্ছে করলে ভাল কাজ করতে পারে! সে রকম একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছে করেছিলেন খয়রাশোলের ও, সি। ধর পাকড়ের পর প্রায় শান্ত হোয়ে এলো থানা এলাকার অপরাধ প্রবণতা।

অধুনা কংগ্রেসী একটি ওয়ারেণ্টওয়ালা যুবকের ছাড়ের তদ্বিরে ওই যুবকের সঙ্গে একই মোটরে থানায় এলেন সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসী এম, এল, এ স্বয়ং ওই ও,সির থানায়। ও,সি ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে গ্রেপ্তার করলেন ও চালান দিলেন যুবককে যথারীতি। মিলের কর্মীর গ্রেপ্তারে ডেপুটেশন গেল ও, সির বিরুদ্ধে, লোক দেখানো তদন্তে এলেন ডি, আই, জি, কিন্তু শাসিয়ে গেলেন ও, সিকে হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস অনুযায়ী, দুদিন পরে হুকুম এলো ও, সির বদলীর। ও সি মনুষ্যত্বের খাতিরে কর্তব্য পরায়ণতায় খাতিরে হাইকোর্টে শরণ নিলেন—বদলীর আদেশ স্থগিত রইলো সম্প্রতি।

ইতিমধ্যে পাঁচড়া মিলের কর্মীরা কেউ কেউ বিভিন্ন ঘটনায় মামলায় জড়িয়ে পড়লো—ইউনিয়নের সভাপতি যিনি জেলা কংগ্রেসেরও সাধারণ সম্পাদক সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে মিলের ঐ কর্মীদের আচরণের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারছিলেন না। তাঁকে অপসারণ করার চক্রান্তে মিলের ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অপর এক কংগ্রেসী নেতার শরণ নিলেন—শর্ত হোল থানা ও, সিকে ও ইউনিয়নের সভাপতিকে অপসারণ করতে পারলে সভাপতির পদে তাঁকেই মাল্যদান করা হবে। জেলায় ধান্য সংগ্রহ রূপায়ণে এলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—দলীয় মন্ত্রী ও ভাবী সভাপতি মোহমুগ্ধ কংগ্রেসী প্রতিনিধি ডেপুটেশন দিলেন শর্তানুযায়ী।

ইন্দিরা কংগ্রেসের ইমেজ কি রূপ নেয় দেখার অপেক্ষায় আছে থানার সচেতন জনতা ও সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসকগণ ও সমগ্র পুলিশী মহলের কর্তব্য পরায়ণ চাকুরেরা।

ময়ূরাক্ষী (সিউড়ী)

——•——

সংবাদ পরিক্রমা

রাষ্ট্রপতির বাণী ঃ গরীবদের উন্নতি না হলে গণতন্ত্র অর্থহীন

গত ২৫শে নবেম্বর রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি দিল্লীতে বলবন্ত রায় মেটা পঞ্চায়েত ভবনের শিলান্যাসের সময় বলেন যে—গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন সমাজের নিম্নতম স্থান থেকে পুনর্গঠন শুরু না হলে তার না থাকবে কোন অর্থ না থাকবে কোন বস্তু।

তিনি বলেন—একটি দেশের প্রগতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে গ্রামের লোকের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক উন্নতির উপর। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গ্রামগুলির সামগ্রিক সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের উপর। তিনি বলেন—গরীবদের উন্নতি না হলে গণতন্ত্র অর্থহীন।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বীকৃতি : গত ১৮ মাসে ধনীরা আরও বেশী ধনী হয়েছেন

গত ১২ই ডিসেম্বর অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আর, কে, গণেশ দিল্লীতে লোকসভায় স্বীকার করেছেন যে গত ১৮ মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অপেক্ষাকৃত ধনীরাই আরও বেশী ধনী হয়েছেন।

শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময় রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন—ধনী ব্যক্তিদের হাতে আরো বেশী টাকা এসে যাওয়াতে ঐ টাকা শেয়ার বাজারে খাটাচ্ছেন।

কয়লার উৎপাদন বেড়েছে বেশি করে সরবরাহও হচ্ছে

কয়লা খনিগুলি জাতীয়করণের পর কয়লার উৎপাদন যেমন বেড়েছে সেই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর পরিমাণও বেড়েছে। সোমবার ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় বণিকসভাগুলির ফেডারেশন আয়োজিত 'জাতীয় অর্থনীতি ও কয়লা শিল্প' সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্রে ভাষণদানকালে কোল মাইনস অথরিটির চেয়ারম্যান শ্রী জে জি কুমারমঙ্গলম ওই মন্তব্য করেন।

এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রী কে কে বিড়লা। ইনডিয়ান এয়ার-লাইনাসে লক-আউট ঘোষণার দরুন বিমানের অভাবে সভাপতি শ্রীচরতরাম এই সভায় যোগ দিতে পারেননি। সভায় উপস্থিত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পপতিগণ আলোচনা-কালে কয়লাখনিগুলির জাতীয়করণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগসমূহ আনেন—উৎপাদন কমেছে, জোগান পড়ে গিয়েছে, কয়লার মান খারাপ এবং সরবরাহ অনিয়মিত। তাঁরা কয়লা শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের দাবি জানান।

শ্রীকুমারমঙ্গলম সব কটি অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন, কয়লার মান যা ছিল তাই আছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থাও অব্যাহত আছে।

আদ্রা ডিভিশনে তিনটি ট্রেন বাতিল

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের আদ্রা ডিভিসনের তিনটি যাত্রী ট্রেন সম্প্রতি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কয়লার অভাব।

কয়লার অভাবে দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রায় অচলাবস্থা

জ্বালানি কয়লার অভাবে কলকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশ-নের মূলাজোড় ও কাশীপুর উৎপাদন কেন্দ্র দুটি যেকোন সময়ে বন্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের চটকল, চা, পটারিসহ আরও বহু শিল্প সংকটের মুখে পড়েছে, চা এবং চটকলের উৎপাদন কমেছে।

বহু শিল্প কারখানার কর্তৃপক্ষ বুধবার মহাকরণে ছুটে এসে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে।

রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন কয়লাখনি অঞ্চল কলিকাতার ১৫০ মাইলের ভিতর। তিনি অভিযোগ করেন—কয়লা শিল্প জাতীয়করণের পর পশ্চিমবঙ্গ তার প্রয়োজন মত কয়লা পাচ্ছেনা। কখনও কয়লা খনি থেকে ঠিকমত কয়লা তোলা হয়না—আবার কয়লা তোলা হলে ওয়াগণের অভাব দেখান হয়।

কয়লার অভাব কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলকে এক দারুণ লোড সেডিং ও বিদ্যুৎ সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। রাজ্য সরকার যথেষ্ট কয়লা সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করতে পারছেনা। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন কয়লা সরবরাহের উন্নতি না হলে বহু শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে যাবে।' তারপরে যে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে তার মানও খারাপ। বয়লারের জন্য এ কয়লা অনুপযুক্ত! কয়লা খনি সংস্থাকে বার বার জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি।

কয়লা ও বিদ্যুৎ অভাবে টাটার ২৫ কোটি টাকার ইস্পাত উৎপাদন কম

গত ১২ই ডিসেম্বর জেমসেদপুরে টাটা ষ্টিলের ম্যানেজিং ডিরেকটর আর, পি, পানডে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে জ্বালানী কয়লা, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলের অভাবে এ বছর (১৯৭৩) এপ্রিল থেকে নবেম্বরে টাটা কোম্পানীর প্রায় ২৫ কোটী টাকা মূল্যের ইস্পাত উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। শ্রীপানডে বলেন—এ বছর টাটার কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরা যৌথভাবে উৎপাদন লক্ষ্য স্থির করেছিলেন—উনিশ লক্ষ টন কিন্তু বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের শেষ তিন চার মাসে কয়লা উৎপাদন প্রয়োজন মত না পাওয়া গেলে বার লক্ষ টনের বেশী হবেনা।

—•—

শিক্ষক চাই

উদয়পুর হাই স্কুলের ডেপুটেশন ভেকেনসিতে একজন ইতিহাস পড়াবার জন্য B. A শিক্ষক চাই।

অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে! আবেদনের শেষ তারিখ 29 / 12 / 73.

সম্পাদক
উদয়পুর হাই স্কুল
পোঃ—উদয়পুর, জেলা—পুরুলিয়া।

—•—

যোগদা বিদ্যাপীঠ
পোঃ মাগুড়া, রাঁচী রোড জেলা—পুরুলিয়া

আবাসিক ছাত্রাবাস ও স্কুল। ৫ম হইতে ৮ম শ্রেণী। পরিচালক—যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম লক্ষণপুর। আবাসিক ছাত্রদের মাসিক সাকুল্য ব্যয় ৭০৲ সত্তর টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য উপরের অথবা নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করুন।

স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি
যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম
পোঃ—লক্ষণপুর,, জেলা—পুরুলিয়া।

—•—

'মুক্তির' ছুটি

বর্ত্তমান 'মুক্তির' ৪৭-তম সংখ্যা প্রকাশের পরে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর ৮ই পৌষ সোমবার 'মুক্তির' প্রকাশ বন্ধ থাকবে।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৩, ১৫ই পৌষ ১৩৮০ মুক্তির বর্ত্তমান ৩৪-তম বর্ষের—১৯৭৩ সালের শেষ সংখ্যা ৪৮-তম সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

আগামী ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৪, ২২শে পৌষ ১৩৮০ সোমবার 'মুক্তির' ৩৫-তম বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

পুরুলিয়া
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

ম্যানেজার—
'মুক্তি', পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত

৩৪ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা | সোমবার, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ১৫ই পৌষ, ১৩৮০ | বার্ষিক-৯৲, সডাক—১০৲, নগদ—২০ পয়সা

রাত হয়েছে
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
"মিথ্যাবাদী আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।"
ভৎর্সনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হ'তে থাকল।
তীব্র হ'লো মেয়েদের বিদ্বেষ; প্রবল হ'লো পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।

—রবীন্দ্রনাথ

ধান ও চালের পরিবহণ ব্যাপারে অহেতুক সন্ত্রাস

পুরুলিয়া জেলায় খানা কর্ডনিং নাই। গত ৯ই নবেম্বর তারিখে খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের যে আবেদন সরকারীভাবে 'মুক্তিতে' প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ধান চাল পরিবহন সম্বন্ধে যে বিধি নিষেধ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল তা হচ্ছে এই :—

(১) পুরুলিয়া জেলা হইতে চাল/ধান জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেহ জেলার বাহিরে (বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের) অন্যান্য জেলায় পরিবহন করিতে পারিবেননা।

(২) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত ধান/চালের কোন পরিবহন বা আদান প্রদান সড়কে রাস্তায় বা রেল গাড়ীতে চলিবেনা।

কিন্তু বাস্তবে পুলিশ এক অহেতুক উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা যারা গ্রাম থেকে মাথায় বয়েই হোক বা গো গাড়ীতেই হোক—যে সব চাষীরা বা চাষী মেয়েরা চাল নিয়ে আসছে পুলিশ তাদের ধরছে এবং কিছু পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। সহরের অনেক লোকের চাষের জমি গ্রামে—তাদের চাষের ধান গ্রাম থেকে সহরে আনতে গেলে পুলিশ আটকাচ্ছে। ফলে যাদের গ্রামের দিকে বা সহরের কাছে বাইরেও চাষ তারাও ধান চাল সহরে আনতে পারছেনা—অর্থাৎ যারা আনবার তারা আনতে চাইছেনা। এই রকম পুলিশের বে-আইনী উপদ্রব যথেচ্ছভাবে চলেছে। অথচ পুলিশ সাহেব বলছেন—সবাই সহযোগীতা করুন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় পুলিশকে জনসাধারণের বন্ধুরূপে তৈরী করছেন!

জিলার পুলিশ সাহেব ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে দৃষ্টি দিন এবং যাতে এ অবস্থা আর না চলে তার জন্য লোককে আশ্বস্ত করুন। বহু ক্ষেত্রে লোকে সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ওর কাছে অনুমতির জন্য গেছে—বি, ডি, ও বলেছে—আমার কোন ক্ষমতা নেই উপরের হুকুম ছাড়া হবেনা। ব্যাপারটা হয়েছে সহরের বা গ্রামের বাসিন্দার গ্রাম থেকে নিজের চাষের চাল সহরে আনার বা এই জিলার মধ্যেই অন্য থানায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। মনে করুন ক বাবুর বাড়ী জয়পুর বা আড়ষা থানার খ গ্রামে অথবা তার চাষের জমি সুরুলিয়া মৌজায়। সে ক্ষেত্রে সে নিজের চাষের ধান চাল সহরে আনবার জন্য সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ওর কাছে অনুমতির জন্য যাচ্ছে। বি, ডি, ও বলছেন উপরে যান। সে ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবেই এই ধারণা হয় যে সত্যই বুঝি পারমিশন লাগে। বি, ডি, ও নিশ্চয়ই আইন জানেন—তিনিও কি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে পারেননা?

আমরা আশা করি—এই অহেতুক সন্ত্রাস সৃষ্টির সম্বন্ধে স্থানীয় অধি-কারীরা জনসাধারণকে অবহিত করবেন। অথবা আমরা অবহিত করলাম—জনসাধারণ অহেতুক সন্ত্রস্ত হবেননা। আবেদনে যা বলা হয়েছে—সে অনুযায়ী কাজ করে যান।

—•—

শ্রীমতী গান্ধীর একা

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

সম্রাটবাহিত একা গাড়ীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পার্লামেন্ট যাত্রার ছবিটি খবরের কাগজে দেখে অনেকগুলি কথা একই সঙ্গে ভিড় করেছিল আমার মনে। সেইগুলিই আজ নিবেদন করব পাঠকদের সামনে। একার ছবিটি সেদিন গূঢ় অর্থবহ একটি প্রতীক হিসেবেই ধরা পড়েছিল আমার চোখে। চোখে চামড়ার ঠুলি পরে যে আরবী ঘোড়াটা আরবের তেলের বিকল্পরূপে একা টানছিল তার নাম 'সম্রাট'। সাম্রাজ্য তো তার নেইই; রাস ধরে পিঠে চাবুক মেরে তাকে চালাচ্ছে আরেকজন। চোখে ঠুলি থাকায় বেচারা আশে পাশে এমন কি নিজেকেও দেখতে পাচ্ছে না। ভারতীয় গণতন্ত্রে অসহায় জনগণের প্রতীক যেন ঐ ঘোড়াটা। ওর সম্রাট নামের মতোই আমাদের নাম গণতান্ত্রিক নাগরিক। চোখে আমাদের অজ্ঞতার ঠুলি, পিঠের ওপর ক্রমাগত দারিদ্র্যের চাবুক পড়ছে সপাং সপাং করে, প্রাণপণে ছুটছি আমরা, আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে, প্রধানমন্ত্রী বলছেন ভারত এগিয়ে চলেছে!

শ্রীমতী গান্ধীর একাগাড়ীর চারপাশে যে পেট্রলচালিত একাধিক নিরাপত্তাযান ছিল সেগুলির পাত্তা ছিল না খবরের কাগজের ছবিটিতে। যেন একা চড়ে শ্রীমতী গান্ধী একাকী চলেছেন লোকসভা ভবনের দিকে। এটি যেন শাসক কংগ্রেসের চমৎকার প্রতীক একটি। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে শাসক কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দলের মধ্যে যেমন দলীয় একনায়কতন্ত্রের প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠলো, তেমনি 'যুগযুগ জিও' ধ্বনির মাদকতায় শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যেও একনায়ক-সুলভ (অথবা একনায়িকাসুলভ) মানসিক প্রবণতা দানা বাঁধতে লাগল। তাঁর কৃপা ছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায় না, সংগঠনে মর্যাদা পেতে হলেও তাঁর করুণা চাই ইত্যাদি। একার চারপাশের নিরাপত্তাযানগুলির মতোই শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের চারপাশে আরও বহু শ্রীমান ও শ্রীমতীদের নেতৃত্ব যে সক্রিয় রয়েছে, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন ইন্দিরাজী। বিরোধীপক্ষকে তো তৃণসম জ্ঞান করেছিলেন, নিজের দলের খুচরো নেতৃত্ব-গুলিকেও তোয়াক্কা করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে দলের সকলেই তাঁর অনুসারীমাত্র। এই খুচরো নেতৃত্ব-গুলির স্বরূপ এখন পুরোমাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ-মহারাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে খাসতালুক দিল্লী পর্য্যন্ত। পরস্পর খুনোখুনি আর প্যাঁচের লড়াইয়ে ইন্দিরাজীর আজ্ঞাবহ তরুণতুর্কীরা আজ সর্বত্র ব্যস্ত। আসামের বাঙালীখেদা দাঙ্গাবাজ থেকে আরম্ভ করে মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গেও এরা হাত মিলিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীপদ মিত্রের হত্যার পরেও রাজ্যকংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রীকে সময় দেওয়া হয়েছিল দলের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য। বহু ওঠা নামা করে সম্প্রতি একটা সামঞ্জস্য করার কথা পড়া যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কতটা স্থায়ী হবে সেটা প্রশ্নের বিষয়।

সংগঠনের নির্দ্দেশ এবং ব্যক্তিবিবেকের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করেই ইন্দিরাজী পুরান কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নবকংগ্রেস তৈরী করেছিলেন—ধ্বনি ছিল "বিবেক অনুযায়ী কাজ করো।" কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে নবকংগ্রেসের জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি নিজের সংগঠনে ভুল করেও

কখনো বিবেককে প্রশ্রয় দেন নি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটি বিশেষ গোয়েন্দাচক্র তিনি গড়েছেন, দেশের স্বার্থে নয়, দলেরও স্বার্থে নয়, সম্ভাব্য ইন্দিরা-বিরোধীতাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য। এ হেন প্রধানমন্ত্রী যখন দেখছেন যে একায় তিনি একাকী থাকলেও এবং বাহন সম্রাটের চোখে ঠুলি থাকলেও রাসটা ক্রমশঃ তাঁর হাত থেকে বহু হাতে চলে যাচ্ছে, তখন বিব্রত বোধ না করে পারছেন না। এর পরই আঘাত এল পর পর কয়েকটি উপনির্বাচনে নবকংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় থেকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামের পশ্চিমবঙ্গে আগমন।

কোলকাতায় কংগ্রেস সমাবেশে শ্রীরামের ভাষণরত যে ছবি কাগজে বেরিয়েছে, সেখানে শ্রীবিজয় সিং নাহারের বিশেষ এবং বিশিষ্ট ভঙ্গিটীও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জগজীবনজী কংগ্রেসের বিপথগামী তরুণদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে সংগঠনের স্বার্থে প্রবীণদের রুখে দাঁড়াতে বলেছেন। কিন্তু সত্যিকথাটা একবারও বলেন নি যে ভোটের স্বার্থে বিপথগামী এমন কি সমাজবিরোধী জেনেও নবকংগ্রেস অনেকের মাথায় তরুণতুর্কীর ফেজ সযত্নে পরিয়ে দিয়েছিল। আজ কমলী নেহি ছোড়তা। প্রবীণেরা কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, এ কথাটাও শ্রীরাম পরিষ্কার করে বলতে পারেন নি। পারেন নি এই জন্যই যে প্রবীণেরাও একই রোগে আক্রান্ত। প্রবীণ নেতা বিজয়বাবুর ন্যাটকীয় উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নেতা জগজীবনজীর উক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু উতলা হয়ে পড়লেন। বিবদমান তরুণদের হাঁকডাক করে বললেন "তোমরা মিটমাট করে নাও, আমি খুব হতাশা বোধ করছি, শ্রীমতী গান্ধী খুব চিন্তিত। তোমরা খবর নাও, জাগজীবনবাবু সত্যি সত্যি কি মন্তব্য করেছেন!" অর্থাৎ পেছনে শ্রীবিজয় সিং নাহারের কতখানি হাত আছে, তা' জানা দরকার। শ্রীরাম কি অস্বীকার করতে পারবেন যে বিজয়বাবু ও সিদ্ধার্থবাবু উভয়েই প্রবীণ এবং উভয়েই তরুণদেরই মতো একই রোগে আক্রান্ত?

পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীর ভাতের হাঁড়ি, নুনের ভাঁড়, তেলের, ভাঁড়, মশলার ভাঁড়ার এবং পরণের কাপড়, সবই বাঁধা আছে অন্য রাজ্যের হাতে। তারা দিলে তবেই মেলে। অপরদিকে শিল্প প্রসারের আবশ্যিক উৎস প্রায় সবই এখানে আছে। তবু মজার ব্যাপার, বিদ্যুৎ, কয়লা ইস্পাত ও বন্দরের আশীর্বাদে নিষ্প্রভ হয়েও পাঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তর প্রদেশ—আজ পূর্বভারতকে টেক্কা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, ইস্পাত, পশ্চিমবঙ্গের কারখানা যে দামে পায়, ঠিক সেই দামে পায় সুদূর বোম্বাইও। কিন্তু বোম্বাইয়ের তুলো যে দামে বোম্বাইয়ের কাপড়কলগুলো পায়, সেই দামে পায় না পশ্চিমবঙ্গের কাপড়কলগুলো। ফলে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়শিল্প আজ নাভিশ্বাস তুলছে। সিদ্ধার্থবাবু নাটকীয় ঘোষণা করেছেন, কাপড়কলগুলির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন। রোগীর প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ এবং অবসিত হলে অক্সিজেন দিয়েও আর বাঁচানো যায় না। সিদ্ধার্থবাবুও সে কথা জানেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি বলতে পারেন নি যে বোম্বাইয়ের দরে বোম্বাইয়ের তুলো পশ্চিমবঙ্গ যদি না পায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের দরে পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি অন্য রাজ্যকে দেওয়া হবে না। খাদ্যসামগ্রীর ব্যাপারেও দৃঢ়তা তিনি দেখাতে পারতেন। কোনটাই পারেন নি, পাছে গদী যায় এই ভয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী নেতৃত্বে যে দল আছে, সেই দলের দুর্বল নীতির ফলেই রাজ্যের এই অবস্থা। একদা যুক্তফ্রন্ট সরকার যে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রাজ্যের জনমতকে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এই সুবিধাবাদী দল সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ নিয়ে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের অভিযান পরিচালনা করেছিল, —কয়েকজন অত্যুৎসাহী সাংবাদিক তো হঠাৎ ঔপন্যাসিকই হয়ে বসলেন।—আজ আবার এদেরই কণ্ঠে কান্না ঝরছে—কেন্দ্র বড্ড অবিচার করছে! অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহসটুকু কিন্তু নেই এই দুর্বলদের। কেবল তোষামোদ আর খেদোক্তি।

আলোড়িত জলের ময়লার মতোই নবকংগ্রেস হঠাৎ ঘুলিয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে। শক্ত সমর্থ কোন রাজনৈতিক ভিত এর নেই, সুতরাং স্থায়িত্বও নেই। কিন্তু ক্ষণস্থায়িত্বের অবকাশেও মানুষের জীবনকে সে সর্বাঙ্গীনভাবে ঘুলিয়ে তুলেছে। সম্প্রতি কংগ্রেস প্রভাবিত কাগজেই ছবি সহ খবর বেরিয়েছে, কোলকাতার শ্মশানে কাঠের অভাবে মড়ারাও লাইন লাগিয়েছে। অপদার্থতার এতবড় পরিচয় পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন সরকার মানুষের সামনে হাজির করতে পারে নি। সিদ্ধার্থবাবুরা ভোট নিয়েছিলেন পশ্চিমবাঙলার ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য নয়, ইন্দিরাজীকে খুশী করার জন্য এবং সে চেষ্টা তাঁরা আপ্রাণ করে যাচ্ছেন।

বাঙালীর এখন একমাত্র কাম্য এ রাজত্বে যেন মৃত্যু না হয়; মড়া হয়ে লাইন লাগানোর বিড়ম্বনা থেকে ঈশ্বর বাঙালীকে রক্ষা করুন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শ্মশানে শ্মশানে তাবৎ বাঙালী যদি লাইন লাগিয়ে আকাশপানে দাঁত বের করে পড়ে থাকে, সম্রাটবাহিত একার ওপরে শ্রীমতী গান্ধী পরম আত্মতৃপ্তিতে তখনও বলবেন "একা গাড়ী বেশ ছুটেছে।" শকুনের ভিড়ে আকাশের চাঁদটাকে হয়তো দেখা যাবে না!

——)·(——

হরতালের দিন বরাবাজারের ঘটনার প্রকৃত তথ্য

জানাচ্ছেন শ্রীনিখিল মুখার্জি ও শ্রীরামচন্দ্র মাহাত

হরতালের দিন (১৭/১১/৭৩) বরাবাজারে সি, পি, এম,—কংগ্রেস সংঘর্ষ সম্পর্কে রেডিও, বিভিন্ন খবরের কাগজে যে খবর প্রকাশিত হয় যে সি, পি, এম, কর্মীর ছুরিকাঘাতে অনেক কংগ্রেস কর্মী আহত হয়, তার প্রতিবাদে শ্রীনিখিল মুখার্জী এবং লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীরামচন্দ্র মাহাত দুটি ভিন্ন ভিন্ন পত্র দিয়েছেন। আমরা তাদের বক্তব্যের সারাংশ প্রকাশ করছি।

শ্রীনিখিল মুখার্জী জানাচ্ছেন—"...যে ব্যক্তিটি ছোরা হাতে পুলিশের কাছে ঘটনাস্থলে ধরা পড়েছে—তার আসল চরিত্র এবং পরিচয় কি?... আসলে এই নিমাই গোস্বামী অর্থাৎ ধৃত ব্যক্তিটির খ্যাতি উক্ত অঞ্চলে ভাল নয় এবং ধর্মঘট ভাঙার "পবিত্র কাজ" সম্পন্ন করা ও সি, পি, এম, নেতা মনোজ্ঞ গোপের বিরুদ্ধে কাজ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক আমদানীকৃত ব্যক্তি। ...আহত কংগ্রেস কর্মী শ্রীভাগবৎ হোতা পুলিশের নিকট তার 'ষ্টেটমেণ্টে' বলেছেন যে ছোরাহাতে যাকে ধরা হয়েছে সেই নিমাই গোস্বামী তার বন্ধু এবং সকাল থেকেই সি, পি, এমের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা সে তার সঙ্গী হিসাবে ছিল। ...১৭ তারিখে হরতালের দিন এম, এল, এ, শ্রীরূপ সিং মাঝি বহিরাগত কিছু কুখ্যাত ডাকাত এবং গুণ্ডাদের আমদানী করেন। হরতাল ও ধর্মঘটের সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে এম,এল,এর, নেতৃত্বে সমাজবিরোধী ও গুণ্ডারা লোহার রড, লাঠি এবং টাঙি, ছোরা নিয়ে সি, পি, আই (এম) এর মিছিলের ওপর আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ পর থানার ও, সি, পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং হামলার সময় কংগ্রেস কর্তৃক আমদানীকৃত নিমাই গোস্বামীকে ছোরাসমেত গ্রেপ্তার করেন। এই হামলার প্রতিবাদে এবং উপদ্রবের জন্য কংগ্রেসী এম, এল, এ, শ্রীরূপ সিং মাঝির গ্রেপ্তারের দাবি জানান হয়। ...স্থানীয় ও,সি, এবং সি.আই, কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে সি, পি, আই (এম) এর স্থানীয় নেতা মনোজ্ঞ গোপ সহ আট জনকে গ্রেপ্তার করে।"

শ্রীরামচন্দ্র মাহাত জানাচ্ছেন—"১৭/১১/৭৩ বেলা ৮টা ৯টার সময় সি, পি, এমের সঙ্গে নব কংগ্রেসের সংঘর্ষ হয়। সি পি, এমের কর্মীরা সংখ্যায় কম ছিল। কংগ্রেসীদের লোকজনের সংখ্যা বেশী ছিল, সঙ্গে তাদের ঢোল, ধামসা ছিল এবং কিছু লোকের হাতে লাঠিও ছিল। সংঘর্ষের সময় একজন কংগ্রেসী কর্মীর মাথাতে লাঠির আঘাতে রক্তপাত হয়। সেই সময় একজন কংগ্রেসীর হাতে ছুরি ছিল। সি, পি, এমের কর্মীকে ছুরি মারিতে উদ্যত, সেই সময় থানার বড়বাবু নিজে ছুরিধারীকে ধরেন এবং ছুরিটি নিয়ে নেন। নবকংগ্রেসের ছুরিধারী লোকটিকে তিনি এরেষ্ট করেন, রক্তাক্ত ব্যক্তিকে থানা হইতে হাসপাতালে পাঠান এবং সি, পি, এমের ৬জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন।

উক্ত কংগ্রেসের মিছিল পরিচালনা করেন প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত, শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত, শ্রীমদনমোহন সিং মহাপাত্র, শ্রীগোরাচাঁদ মাহান্তী, শ্রীলম্বোদর মাঝি ও শ্রীরুক্মেন্দু মিত্র।"

——(০)——

মুক্তি

১৫ই পৌষ, ১৩৮০, সোমবার

হিসাব নিকাশ

ইং ১৯৭৩ সালের সমাপ্তি হল আজ এই ৩১শে ডিসেম্বরে—বাংলা ১৩৮০ সালের ১৫ই পৌষে।

একটা হিসাব করে দেখছি মোট কি দাঁড়িয়েছে এই বছরের শেষের দিকে যার জের চলবে নতুন ১৯৭৪ সালে। পৃথিবীর তাবৎ দেশের নয় ভারতবর্ষের—বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার হিসেব করতে যেয়ে দেখি মানুষের জীবন যাত্রা ঘূর্ণীপাকের মতো সব কিছুকে ঘুরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে নীচের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কোন্ বিষয়ে কি বলা যায়—সমস্ত বিশেষ আজ সাধারণ হয়ে গেছে—আর ক্ষুদ্রদপি ক্ষুদ্র আজ বিশেষ ও অসাধারণ হয়ে মানুষের মাথায় মুগুরের আঘাত হেনে চলেছে।

বার বার কতই আর কি বলবো আর বলতে গেলেও সেই একই কথা। খাওয়া পরা, চলা ফেরা, যাওয়া আসা, পড়াশোনা মানুষের জীবনে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা আলোড়ন ও বিপর্য্যয় আধিপত্য করে চলেছে। কলিকাতা সহরে রাস্তা চলবে কোন যান নাই—আছে কেবল পূতিগন্ধময় স্তূপাকার জঞ্জাল ও আবর্জনার স্তূপ। সারা দেশময়—ষ্টেশনে যাও ট্রেন নেই—এলেও তাতে কখন কোথায় পৌছবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই, আটা নেই, গম নেই, শাকসব্জী নেই—খাওয়া পরা থাকার কোন স্থায়ীত্ব নেই, আছে কেবল ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য, সরকারী প্রতিশ্রুতি আর সাধারণ লোকের ব্যর্থ ক্ষোভে কপাল চাপড়ানি। আছে কেবল ভেজাল—জিনিষে ও মানুষে। মানুষ যেখানে সব ভেজাল সেখানে জিনিষ ভেজাল ছাড়া আর কি হবে? বছরের হিসাব নিকাশ করতে যেয়ে দেখছি ১৯৭১-৭২ এ যে ঢেউয়ের চড়াই আরম্ভ হয়েছিল—এই ১৯৭৩ সালে সে ঢেউয়ের ঢাল সম্পূর্ণ হতে চলেছে। কোন ক্ষেত্র ছাড় নেই—অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক কোন ক্ষেত্রেই বাদ নেই। শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করব না—কারণ বহু অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত যে সত্য সম্বন্ধে শাস্ত্র কর্ত্তারা মানুষকে অবহিত করে তার কল্যাণময় জীবন প্রতিষ্ঠা করার পথ মানুষকে দেখিয়ে গেছেন—আজকার মানুষ সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ও নির্বিকার। আজিকার এই দিনে বাস্তব সত্য যদি স্বীকার করতে হয় তবে সামান্য কয়েকটি কথাতেই বর্ত্তমান পরিস্থিতির সর্বাঙ্গীন উপলব্ধি হতে বাধ্য। ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান এবং তারই স্বাভাবিক গতিতে দুষ্কৃতদের অধিষ্ঠান পূর্ণতার দিকে চলেছে। ১৯৭৩ এর বাৎসরিক হিসাব নিকাশ হচ্ছে এই।

সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতি মূষিক বাহিত। গণপতির হাতির মাথা—হাতির মতোই নিজের শক্তি ও সামর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অচেতন। গণপতির আসন মূষিকেরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে; গণপতি পতনোন্মুখ—তারই কম্পন ও আলোড়ন আজ দিকে দিকে অনিশ্চিয়তা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে পরিদৃশ্যমান। একে সুস্থির করতে পারে এমন ক্ষমতা আজ কারো নাই। যারা মনে করে আছেন—বর্ত্তমান অবস্থা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো কোন দিন ফিরে আসবে—তারা অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। তা হতেই পারেনা। এই অবস্থা ওরও শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর পরিস্থিতির দিকে দ্রুত—অতিদ্রুত প্রধাবিত হবে—হচ্ছে। সকলের সমস্ত হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করে এই পরিস্থিতি ভারতবর্ষে—পশ্চিমবাংলায় যে রূপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে—খড়্গের নীচে প্রদীপের মতো তা আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার পথে রশ্মিপাত করবে।

দেশবাসী আজ অবহিত হও—অবহিত থাকো। মিথ্যা আশায় তোমার গতি যেন ব্যাহত না হয়। বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতেই তুমি চলেছ এবং এই বিপর্য্যয়ই তোমাকে তোমার কল্যাণ সৃষ্টির অধিকারী করবে।

১৯৭৪ সাল এই সত্যকে বাস্তবে পরিণত করতে চলেছে—এতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।

বি, দাসগুপ্ত

——·——

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী কমরেড্ মুজফ্ফর আহমদ

গত ১৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতায় কমরেড্ মুজফ্ফর আহমদ দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তিনি ছিলেন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমান মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান পরিচালক।

কমরেড্ আহমদের জীবন অর্ধ শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট সংগঠন ও কম্যুনিষ্ট তত্ত্ব ও আদর্শবাদকে প্রেরণা দান করে এসেছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ভারতবর্ষে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে প্রকৃতভাবে বলবার এবং পথ দেখাবার অধিকার রাখতেন।

১৯২০ সাল থেকে কমরেড্ আহমদ রাজনৈতিক কার্য্য কলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে তার অবদান উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী অবদান ভারতবর্ষে মার্ক[illegible]র ভিত্তির উপর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ও সেই অনুযায়ী সংগঠন গড়ে তোল[illegible]

তিনি কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা এবং আরও বহু ব্যাপারে দীর্ঘদিন কারদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং বিবিধ লাঞ্ছনা বরণ করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষেও তিনি নিবর্ত্তন মূলক আইনে এবং ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাবাস ভোগ করেন।

তার রাজনৈতিক মতামত আদর্শ ও কর্মধারা যাই থাকনা কেন তিনি দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শোষিত দরিদ্র জনগণের তিনি প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং তার পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা বিরাট ছিল।

শেষের দিকে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও—তার জ্ঞান অর্জনের সাধনায় ছেদ পড়ে নাই।

কমরেড্ আহমদ বিবাহিত ছিলেন। তার কন্যা জামাতা ও বহু নাতি নাতনারা এখন বাংলা দেশে আছেন।

আজ দেশে সত্যই সমস্ত দিক দিয়ে একটি যথার্থ খাঁটি লোকের তিরোভাব হল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমরেড্ আহমদের সততা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টা ও পাণ্ডিত্য একটি যুগের অবসান—ঘটাল।

আমরা কমরেড্ মুজফ্ফর আহম্মদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করছি।

——·——

পুরুলিয়া জেলা হোমিও চিকিৎসক সম্মেলন

পুরুলিয়া জেলা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন পুরুলিয়া জেলার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের নিকট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর '৭৩ পুরুলিয়ার কর্ণী ধর্মশালায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই সম্মেলনে পুরুলিয়ার জেলা হোমিওপ্যাথিক সমিতিকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে, গঠনতন্ত্রের সংশোধন সহ নতুন কার্য্য পরিচালনায় মণ্ডলী ও কর্মকর্তা সংঘ প্রতিনিধি নির্দ্ধারণ করা হয়। পুরুলিয়ার মত দরিদ্র ও অনগ্রসর এলাকায় সরকারী পরিকল্পনা সমূহের অগ্রাধিকার পাবার ও দাবী হওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত হোমিও উন্নয়নের কোন সরকারী প্রচেষ্টা না থাকায় এই সম্মেলন অবিলম্বে সরকারী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এলাকায় অঞ্চল ভিত্তিক চিকিৎসালয় সহ পুরুলিয়া সহরে একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও কলেজ পরিচালনার দাবী জানাইতেছেন ও যে রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন পরীক্ষা লওয়া কাউন্সিল কর্তৃক দীর্ঘদিন ধরিয়া অবহেলিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের পরীক্ষা স্থানীয় কেন্দ্রে, ত্বরান্বিত করার জন্য এই সম্মেলন দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল অবহেলিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জেলার প্রতিটি জন প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানাইতেছেন, তাঁহারা যেন অবিলম্বে সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়া সম্মেলনের দাবীগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবং জেলা পরিষদের অধীন আরো অধিক সংখ্যক গ্রামাঞ্চলে Subsidy Centre ও পূর্ণাঙ্গ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন পরিচালনা করার দাবী জানাইতেছেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বৈদ্যনাথ মিশ্র পঃ বঙ্গ রাজ্য হোমিও সংঘের সভাপতি।

——·——

পুরুলিয়া ষ্টেডিয়ামের শিলান্যাস

মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ১৬/১২/৭৩ তারিখে বিকাল ৩টার সময় পুরুলিয়া জেলায় প্রথম ষ্টেডিয়ামের শিলান্যাস করেন মোহনবাগান ক্লাবের স্বনামধন্য প্রাক্তন ফুটবলার শ্রীউমাপতি কুমার। অনুষ্ঠান সভায় সভাপতিত্ব করেন ষ্টেডিয়ামের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সভাপতি ও জেলাশাসক শ্রীনিরঞ্জন হালদার। স্বামী প্রমথানন্দজীর বৈদিক প্রার্থনার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়।

ষ্টেডিয়ামের উদ্যোক্তা-সংস্থা মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ও বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের অন্যতম সদস্য শ্রীনিতাই দাস গাঙ্গুলী অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন যে নির্মীয়মান ষ্টেডিয়ামটি ক্ষুদ্রায়তন হবে এবং জেলার ক্রীড়ানুষ্ঠানের দাবী মেটাবার ক্ষমতা এর সীমাবদ্ধ। মাত্র ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় হবে এইটির নির্মাণকার্য্যে। এরমধ্যে ৫০ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন. রাজ্য সরকার দিচ্ছেন ৫০ হাজার টাকা এবং উদ্যোক্তা হিসাবে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন ৪৭ হাজার টাকা। তিনি জানান যে মানভূম স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি বড় ষ্টেডিয়াম নির্মিত হতে চলেছে এবং এই প্রচেষ্টায় সকলেরই সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন যে ক্রীড়া বর্ত্তমানে একটি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়, এবং ক্রীড়াকে দূরে সরিয়ে রেখে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সেই দিক দিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে এই পুরুলিয়া ষ্টেডিয়ামের সার্থকতা আছে।

উদ্যোক্তা সংস্থার প্রতিনিধিরূপে শিক্ষক শ্রীসত্যেন্দু গুপ্ত বলেন যে ক্রীড়াঙ্গণের শিলান্যাসের আয়োজনে তাঁরা প্রীত, কারণ ক্রীড়া জগতে এখনও জোচ্চুরি করে পুরস্কার লাভ করা যায় না। শিক্ষা এবং অন্যান্য জগতে যখন জোচ্চুরি করে পুরস্কার পাওয়া যাচ্ছে এবং তারই হিড়িক পড়ে গেছে, তখন এই ক্রীড়াঙ্গণ কিছুটা শুভপ্রভাব সঞ্চার করতে পারে বলে তিনি আশা করেন। তিনি প্রার্থনা জানান যেন সরকারী লালফিতার মরুপথে এই নির্মাণকার্য্যধারা হারিয়ে না যায়. সিমেণ্টে যেন গঙ্গামৃত্তিকা মেশান না হয় এবং মশলা যেন যথাযথ পরিমাণে মিশ্রিত হয়।

শিলান্যাসকারী প্রধান অতিথি শ্রীউমাপদ কুমার বলেন যে পুরুলিয়ার মাঠের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল এবং এখানে কয়েকজন পরিচিত বন্ধুও তাঁর ছিল। তিনি বলেন যে তখনকার দিনে খালি পায়ে তাঁরা ফুটবল খেলেছেন এবং বুট পরিহিত সায়েবদলকে তাঁরা পরাজিত করেছেন! স্বাদেশিকতার প্রেরণাই তাঁদের জয়লাভের উদ্বুদ্ধ করত, বুটের অভাব বাধা দিতে পারত না। শ্রীকুমার এই ষ্টেডিয়াম এবং পুরুলিয়া জেলার ক্রীড়া জগতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীবঙ্কিম বসু প্রমুখ পুরুলিয়ার কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবলারকে পুষ্পস্তবক ও অভিজ্ঞানপত্র দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। শ্রীবসু জানান যে খেলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে তাঁদের রক্তাক্ত হতে হোত। বাইরের খেলোয়াড়রা এইজন্য পুরুলিয়ার মাঠে ভয়ানক বিপদে পড়তেন। তিনি বলেন যে খেলার মাঠগুলিকে একটু পাথরশূণ্য সবুজ করা হলেই তিনি যথেষ্ট মনে করবেন, ষ্টেডিয়াম হোক আর না হোক।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীনিরঞ্জন হালদার দৃঢ়তা ও সততার সঙ্গে ষ্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য্য পরিচালনার আশ্বাস প্রদান করেন। মানভূম স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন বৃহত্তর ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে সরকারী জমি লাভ করেছেন, সে কথা ঘোষণা করে তিনি ঐ ষ্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য্যেও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

শিলান্যাসের পর অভ্যাগতদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

—·—

নিখিলবঙ্গ প্রাঃ শিক্ষক সমিতি

পুরুলিয়া পৌর শাখা

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অন্তর্ভুক্ত পৌর প্রাথমিক শাখার বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য বর্ত্তমান নেতৃত্বের শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাঃ শিক্ষক সমিতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করিয়া রাজ্যের অন্যতম সংগ্রামী সংগঠন হিসাবে স্বীকৃত নিখিলবঙ্গ প্রাঃ শিক্ষক সমিতি (রেজিঃ নং—৯৩৪৯) এর সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ প্রাঃ শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া (জেলা শাখার) সভাপতি সর্ব্বশ্রী গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী মহাশয় প্রধান অতিথি হিসাবে ১৫/১২/৭৩ এর সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। গত ১৫/১২/৭৩ এর সাধারণ সভায় (স্থানীয় জেলিয়া পাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়ে) ৭ জন সদস্য লইয়া একটি সাংগঠনিক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১। সর্ব্বশ্রী মহাদেব মুখোপাধ্যায়—সভাপতি ২। গোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় সহঃ সভাপতি ৩। কঙ্ক মাহাত—সহঃ সভাপতি ৪। প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত—সম্পাদক ৫। হিমাদ্রী চ্যাটার্জী—সহঃ সম্পাদক ৬। নন্দ দুলাল ঘোষাল সহঃ সম্পাদক ৭। মহঃ ইসমাইল—কোষাধ্যক্ষ। —প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত

—·—

পুরুলিয়ার টেলিফোন বিভাগের ক্যাজুয়াল মজদুরদের গণ অবস্থান

লাইন ষ্টাফ ও ক্লাস ফোর এর অন্তর্ভুক্ত ক্যাজুয়েল মজদুরগণ ১৪ ডিসেম্বর বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত গণ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। টেলিফোন একচেঞ্জের সামনে এই বিক্ষোভে স্থানীয় প্রত্যেক মজদুর ও আদ্রা থেকেও কিছু মজদুর অংশ গ্রহণ করেন। মজদুরদের বেতন বৃদ্ধি, বিভাগীয় করণ, বিভাগীয় কর্ম্মীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদান প্রভৃতি দাবী বিক্ষোভ সমাবেশে সোচ্চার হয়ে উঠে। কমিটির সভাপতি কমঃ সুনীল দাস সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১২ই জুলাই কমিটি ও সি, জি, কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ আটটি সংগঠনের প্রতিনিধি বন্ধুরা মজদুরদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবীগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। সম্পাদক কমঃ আবদুল জব্বার খান মজদুর সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সি. জি, সি, সি, এর সম্পাদক কমঃ বিজয় বিদ বলেন মজদুরদের লড়াই সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের লড়াই। সভাপতি কমঃ দাস বলেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীগণ ১২ দফা দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করছেন তাই দাবীগুলির মধ্যে ক্যাজুয়েল প্রথা বিলোপেরও দাবী আছে। সে জন্য এখন থেকেই পুরুলিয়ার মজদুরদের সংগঠিত করতে হবে ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে এগিয়ে নিতে হবে।

নোটিশ

ত্রৈলক্ষ্য নাথ সম্পৎ ট্রাষ্ট এষ্টেটের অধীনে "অধিকারী লজের" পূর্ব্ব তরফের ২ দুই খানি ঘর (আনুমানিক ৪ কাঠা জায়গার উপর) বিক্রয় হইবে। ক্রেতাগণ ১৩/১/৭৪ তারিখের মধ্যে উক্ত বাড়ীর মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন।

এন ব্যানার্জি

রিসিভার

টি, এন, এস, ট্রাষ্ট এষ্টেট, পুরুলিয়া।

Are you really interested in your Children Education

IF SO

Contact Rector

ST. XAVIER'S SCHOOL

DIGUDIH, PURULIA.

(Near Jail garden)

ADMISSION IS GOING ON

Classes from L. K. G to Std. V. for Present

Limited Seats.

Suitable Hostel Accommodation

OFFICE HOURS :—

11 A. M. to 4 P. M.

RECTOR

St Xavier's School Purulia.

—·—